Calcutta Sanskrit College Research Series No. LXIX

Published under the auspices of the
Government of West Bengal

STUDIES NO. 46

VEDA-MIMAMSA

(A Vedic Compendium)

VOL. III

SANSKRIT COLLEGE
CALCUTTA
1970

বেদ-মীমাংসা

তৃতীয় খণ্ড

Anirvan, 1896-
Beda-mīmāṃsā

কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক-৬৯

বেদ-মীমাংসা

তৃতীয় খণ্ড

অনির্বাণ

VEDA-MIMAMSA

VOL. III

By

ANIRVAN

Honorary Fellow, Sanskrit College Seminar,
Government Sanskrit College, Calcutta

SANSKRIT COLLEGE
CALCUTTA
1970

ভূমিকা

'বেদ-মীমাংসা'র তৃতীয় খণ্ডে শ্রীঅনির্বাণ বৈদিক দেবতার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। অন্তরিক্ষস্থান দেবতাগণের 'প্রথমাগামী' ইন্দ্রের স্বরূপ আলোচনাতেই বর্তমান খণ্ডের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। আশা করি এবং ভগবানের নিকট আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি যে শ্রীঅনির্বাণের এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অপরিসমাপ্ত থাকিবে না।

মহর্ষি যাস্ক নিরুক্তভাষ্যের প্রথমাধ্যায়ে বলিয়াছেন—

"যাজ্ঞদৈবতে পুষ্পফলে। দেবতাধ্যাত্মে বা।"

সুতরাং দেবতার যথার্থ তত্ত্বনির্ণয় বেদার্থবোধের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রাচীন ঋষিদের মধ্যেও এই বিষয়ে ঐকমত্য লক্ষিত হয় না। নিরুক্তগ্রন্থে বেদব্যাখ্যার বিভিন্ন প্রস্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—অধিযজ্ঞ, অধিদৈব, অধ্যাত্ম, ঐতিহাসিক, নৈরুক্ত প্রভৃতি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বেদার্থনিরূপণ তথা দেবতাস্বরূপ নির্ণয়ের বহু নিদর্শন সেই গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় বিকীর্ণ হইয়া আছে। অশ্বিদ্বয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে যাস্ক বলিতেছেন—"তৎ কাবশ্বিনৌ। দ্যাবাপৃথিব্যাবিত্যেকে। অহোরাত্রাবিত্যেকে। সূর্যাচন্দ্রমসাবিত্যেকে। রাজানৌ পুণ্যকৃতাবিত্যৈতিহাসিকাঃ।"—নিরুক্ত° ১২.১। আবার বৃত্র সম্বন্ধে যাস্কের উক্তি—"তৎ কো বৃত্রঃ। মেঘ ইতি নৈরুক্তাঃ। ত্বাষ্ট্রোঽসুর ইত্যৈতিহাসিকাঃ। অপাং চ জ্যোতিষশ্চ মিশ্রীভাবকর্মণো বর্ষকর্ম জায়তে। তত্রোপমার্থেন যুদ্ধবর্ণা ভবন্তি। অহিবত্তু খলু মন্ত্রবর্ণা ব্রাহ্মণবাদাশ্চ।"—নিরুক্ত° ২.১৬। আপাতদৃষ্টিতে বেদমন্ত্রে দেবতার স্বরূপপরিজ্ঞান এইভাবে অসম্ভব ও নানা মতবাদের আবর্তের মধ্যে ঘূর্ণ্যমান বলিয়া বোধ হইলেও বেদমীমাংসকগণ এইসকল মতবাদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনেরও প্রয়াস করিয়াছেন—উল্লিখিত প্রস্থানসমূহের মধ্যে পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষা, পুরুষানুরাগ ও অধিকারভেদবশতঃ গুণপ্রধানভাব কল্পনা করিয়া। আচার্য যাস্ক একটি উদাহরণের সাহায্যে বেদব্যাখ্যার এই আপাতবিরোধী প্রস্থানভেদের স্বরূপটি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—"তত্রৈতন্নররাষ্ট্রমিব।"—নিরুক্ত° ৭.৫। দুর্গাচার্য এই স্থলে তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন: "পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষাতশ্চ গুণপ্রধানতোঽপেক্ষা পুরুষানুরাগবিশেষতঃ।" সুতরাং বিভিন্ন স্তরের অধিকারীর দৃষ্টিতে, তাহাদের বুদ্ধি ও রুচির তারতম্য অনুসারে, তাহাদের বিদ্যার আপেক্ষিক বিস্তীর্ণতা ও সংকীর্ণতার উপর বেদার্থবোধ এবং তৎসহ দেবতাস্বরূপ পরিজ্ঞান যে বিশেষভাবে নির্ভরশীল এবং তাহার ফলে উহা যে অশেষ বৈচিত্র্যমণ্ডিত ও সংকোচবিকাশশীল হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। পাশ্চাত্ত্য

পণ্ডিতগণও কি বেদব্যাখ্যায় বা দেবতানির্ণয়ে একমত হইতে পারিয়াছেন? এ বিষয়ে Bergaigne, Max Müller, Hillebrandt, Bloomfield, Pischel, Geldner প্রভৃতি খ্যাতনামা বৈদিক গবেষকগণের গ্রন্থ আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, বেদের আলোচনার মধ্যে কত বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটিয়াছে ও ঘটিতে পারে। আর ইহা স্বাভাবিকও বটে। প্রাচীন আচার্যগণ বলিয়াছেন:

"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি॥"

বর্তমানে বেদব্যাখ্যার উপযোগী ও উপকারক কত অভিনব বিদ্যা ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে! শুধু আমাদের দেশের প্রাচীন বেদাঙ্গ, ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসা প্রভৃতিই নহে, আধুনিক বেদার্থজিজ্ঞাসুর নিকট তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, মধ্য প্রাচ্যের প্রাচীন ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি বিচিত্র বিদ্যার অনুশীলন অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হায়! একজন স্বল্পায়ু:, সীমিতবুদ্ধি পুরুষের পক্ষে এই সমস্ত বিচিত্র উপকরণ সংগ্রহ ও বেদার্থ নির্ণয়ে তাহাদের যথাযথ উপযোগ কি ভাবে সম্ভব হইতে পারে?

সুখের বিষয় 'বেদ-মীমাংসা'-য় শ্রীঅনির্বাণ যেমন ভারতীয় দৃষ্টি, ভারতীয় আদর্শ ও ভারতবর্ষের প্রাচীন বিদ্যাস্থান সমূহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কার্পণ্য করেন নাই, সেইরূপ আধুনিক বৈদিক গবেষণাপদ্ধতিকেও উপেক্ষা করেন নাই। তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা সঞ্জাত উপলব্ধি—"তদিদং হেম্নঃ পরমামোদ ইতি।"

আশা করি শিক্ষিত বাঙালী পাঠককুল সশ্রদ্ধচিত্তে 'বেদ-মীমাংসা'-কে বরণ করিয়া লইবেন।

সংস্কৃত কলেজ
২১. ৩. ৭১

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
অধ্যক্ষ

নিবেদন

বেদমাতার অশেষ প্রসাদে এতদিন পরে বেদ-মীমাংসার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করা সম্ভব হল। এই অপ্রত্যাশিত বিলম্বের জন্য নানা অতর্কিত বাধা-বিঘ্ন ছাড়াও কিছুটা দায়ী বাঙালীর জীবনে সম্প্রতি নেমে-আসা নানা দুর্যোগ ও বিপর্যয়। এই কথা মনে রেখে আগ্রহী পাঠকেরা গ্রন্থ প্রকাশের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ক্ষমা করবেন আশা করি।

এই খণ্ডে নিঘণ্টুধৃত পৃথিবীস্থান দেবতাদের পরিচয় শেষ করে অন্তরিক্ষস্থান দেবতাদের প্রসঙ্গ শুরু হয়েছে। বেদে অন্তরিক্ষস্থান দেবতাদের প্রধান হলেন ইন্দ্র। বলতে গেলে তিনিই বৈদিকদের পরমদেবতা। বৈদিক সাধনা মুখ্যত ইন্দ্রচর্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। সংহিতায় তাঁর উদ্দেশ্যে রচিত মন্ত্রের সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশী। এই বিপুলায়তন সাহিত্যের প্রাসঙ্গিক আলোচনা এখণ্ডে শেষ করা তাইতে সম্ভব হয়নি।

অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের সুবিধার জন্যে এই খণ্ডের শেষে তিনটি খণ্ডের একটি নাতিবিস্তৃত নির্ঘণ্ট যোগ করা হল।

কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই গ্রন্থরচনার উপলক্ষ্যে আমাকে বেদার্থ মননের সুযোগ করে দিয়েছেন। গ্রন্থের প্রকাশনা ও মুদ্রণের তত্ত্বাবধান করেছেন উক্ত কলেজের প্রকাশন বিভাগের সম্পাদক পণ্ডিত ননীগোপাল তর্কতীর্থ মহাশয়। এরজন্য তাঁকে যে কি পরিমাণ বেগ পেতে হয়েছে ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ তা বুঝবেন না। এই খণ্ডের শুদ্ধিপত্র ও সংযোজন রচনায় অধ্যাপিকা শ্রীমতী রমা চৌধুরী ও অধ্যাপিকা শ্রীমতী গৌরী ধর্মপালের নিকট এবং নির্ঘণ্ট সংকলনে শ্রীমান্ বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী ও শ্রীমতী দেবী মজুমদারের নিকট অনেক সাহায্য পেয়েছি। এঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বরদা বেদমাতা সবার কল্যাণ করুন।

“হৈমবতী” অনির্বাণ

বিজয়াদশমী, শকাব্দ ১৮৯৩।

সূচীপত্র

তৃতীয় অধ্যায়ঃ বৈদিক দেবতা—পূর্বানুবৃত্তি

সঙ্কেত-পরিচয়

Av.	Avesta
ঈ	ঈশোপনিষদ্
ঈ উপ্র.	উপনিষৎ প্রসঙ্গ—ঈশোপনিষদ্
ঐ আ.	ঐতরেয় আরণ্যক
ঐ উ.	ঐতরেয় উপনিষৎ
ঐ উপ্র.	উপনিষৎ প্রসঙ্গ—ঐতরেয়
ঐব্রা.	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
ক.	কঠোপনিষদ্
কে.	কেনোপনিষদ্
কে উপ্র.	উপনিষৎ প্রসঙ্গ—কেন
কৌ.	কৌষীতক্যুপনিষদ্
গী.	গীতা
গে.	Geldner
গো.	গোপথ ব্রাহ্মণ
ছা.	ছান্দোগ্যোপনিষদ্
জৈ উ.	জৈমিনীয় উপনিষদ্
টী	টীকা
টীমূ.	টীকা মূল, টীকা ও মূল
তা.	তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ
তু.	তুলনীয়
তৈ আ.	তৈত্তিরীয় আরণ্যক
তৈ ব্রা.	তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ
তৈ স.	তৈত্তিরীয় সংহিতা
দ্র.	দ্রষ্টব্য
নি.	নিরুক্ত
নি ঘ.	নিঘণ্টু
পপা.	পদপাঠ
পা.	পাণিনি সূত্র
পৃ.	পৃষ্ঠা
প্র.	প্রশ্নোপনিষদ্

প্রতিতু.	প্রতিতুলনীয়
বিণ.	বিশেষণ
বি দ্র.	বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য
বৃদে.	বৃহদ্দেবতা
বৈপ.	বৈদিকপদানুক্রমকোষ
ব্যু.	ব্যুৎপত্তি
ব্রসূ.	ব্রহ্মসূত্র
ভা.	ভাগবত পুরাণ
ম স.	মনুসংহিতা
মহা.	মহাভারত
মা.	বাজসনেয়ী মাধ্যন্দিনসংহিতা
মাণ্ড.	মাণ্ডুক্য উপনিষদ্
মীসূ.	মীমাংসা সূত্র
মু.	মুণ্ডক উপনিষদ্
ল.	লক্ষণীয়
শ.	শতপথ ব্রাহ্মণ
শাং	শাঙ্খায়ণ ব্রাহ্মণ
শৌ.	অথর্ববেদ শৌনক সংহিতা
শ্রৌ	শ্রৌতসূত্র
সা.	সায়ণ
সাভা.	সায়ণ ভাষ্য
সাস.	সাম সংহিতা
সূ.	সূক্ত
স্ম.	স্মরণীয়

———

বেদ-মীমাংসা

তৃতীয় অধ্যায়

বৈদিক দেবতা

পূর্বানুবৃত্তি

গ. পৃথিবীস্থান দেবতা ২ : পৃথিবী

১ সাধারণ পরিচয়

বেদে দ্যাবাপৃথিবী একটি বহুস্তুত দেবমিথুন। কিন্তু শুধু পৃথিবীর উদ্দেশে পাওয়া যায়—ঋক্‌সংহিতায় তিনটি ঋকের মাত্র একটি ছোট্ট সূক্ত, আর শৌনকসংহিতায় বিখ্যাত পৃথিবীসূক্ত—জগতের প্রাচীন সাহিত্যে যার আর জুড়ি মেলে না [৪৫১]। ঋক্‌সংহিতার সূক্তটি ছোট হলেও মরমীয়ার ভাষায় লেখা বলে ভাবগম্ভীর। এছাড়া বেদের অনেক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে পৃথিবীর বহু উল্লেখ আছে।

'দ্যৌঃ পিতা' বৈদিক দেববাদের উৎস, সুতরাং তাঁর সঙ্গে অপরিহার্যভাবে যুক্ত 'পৃথিবী মাতা'ও দেবী [৪৫২]। বিশ্বের তাঁরা আদি জনক-জননী। পৃথিবী হতে মানুষের অভীপ্সার অগ্নি উৎশিখ হয় দ্যুলোকের দিকে, তাই মাতা পৃথিবীই তার সাধনার ধাত্রী—তার বুকের আগুন পৃথিবীর পুত্র এবং তার ভাই। যে-জ্যোতির এষণা মানুষের পরমপুরুষার্থ, 'দ্যৌঃ পিতা'র সঙ্গে শ্রী'রূপে তা নিত্যশ্রিত—আলোঝলমল নীলাকাশ তার প্রতীক। কিন্তু পৃথিবীতে সে-জ্যোতিকে ফুটিয়ে তুলতে হয় অরণিমন্থনের বীর্যে,[১] যদিও পৃথিবী স্বরূপত অগ্নিগর্ভা।[২] এইভাবে পরমপুরুষের শক্তির দুটি প্রকাশ—আকাশে শ্রীরূপে, আর এখানে পৃথিবীরূপে। সংহিতায় এই ভাবনা রূপ পেয়েছে আদিত্য 'ভগে'র দুটি 'মেনা' বা পত্নীর কল্পনায়[৩] এবং পুরাণে বিষ্ণুপত্নী 'শ্রী' ও 'ভূ'র কল্পনায়—যা এদেশের মূর্তিশিল্পে পর্যন্ত সঞ্চারিত হয়ে লোকাতত হয়েছে।

---

৪৫১ ঋ. ৫।৮৪ সূ. ; শৌ. ১২।১।১—৬৩।

৪৫২ তু. ঋ. দ্যৌষ্ পিতঃ পৃথিবি মাতর্ অধ্রুগ্ (দ্রোহহীন, অনুকূল) অগ্নে ভ্রাতর্ বসবো (ত্রিস্থান দেবগণের সাধারণ সংজ্ঞা নি. ১২।৪১) মৃল.তা (নন্দিত কর) নঃ, বিশ্ব আদিত্যা অদিতে সজোষা অস্মভ্যং শর্ম বহুলং (বিপুল শরণ, ব্যাপ্তিচৈতন্যে প্রতিষ্ঠা) বি যন্ত (দাও) ৬।৫১।৫। অগ্নি পার্থিব আধারে দ্যুলোকের চিদাবেশ বলে আমাদের ভাই (তু. ২।১।৯)। [১]তু. ছা. ১।৩।৫, শ্বে. ১।১৪। [২]শ. ১৪।৯।৪।২১। [৩]তু. ঋ.১।৬২।৭

দ্যাবাপৃথিবীরূপী আদিমিথুনের উপাসনা বলতে গেলে জগতের সব প্রাচীন ধর্মেই ছিল এবং এখনও অনেকজায়গায় আছে। পৃথিবীর বুকে জীবের জন্ম, কামদুঘা পৃথিবী তার ধাত্রী ; দ্যুলোকের আলো তার 'জীব অসুঃ', তার বহির্জীবনের এবং অন্তর্জীবনের ধাতা এবং পোষ্টা। এই সার্বভৌম অনুভব মানুষের মধ্যে এদের প্রতি দিব্যভাবনার উন্মেষ ঘটিয়েছে, যার একটি মহনীয় বিবৃতি আমরা পাই বেদের দ্যাবাপৃথিবীমন্ত্রগুলিতে। সেখানে তাঁরা সবার পিতা এবং মাতা [৪৫৩], দেবতারা তাঁদের পুত্র,[১] তাঁরা যজ্ঞের নেতা,[২] বিদ্যার সাধনায় ফোটেন প্রচেতনা হয়ে,[৩] তাঁদের বৈপুল্যে আমাদের মধ্যে জাগান ভূমা এবং অমৃতের বৈপুল্য,[৪] বিশ্বের গভীরে তাঁরা প্রশম,[৫] তার সর্বত্র মধুবর্ষী মধুক্ষর মধুদুহ এবং মধুব্রত।[৬] এখানে দ্যুলোক আর পৃথিবী যুগনদ্ধ, দ্যুলোকের আলোকে পৃথিবী অনুষিক্ত। মৃন্ময়ী তাই চিন্ময়ী।

মৃন্ময়ী পৃথিবীর সাধারণ সংজ্ঞা হল 'ভূ' বা ভূমি—যাতে সব কিছু 'হচ্ছে' [৪৫৪], অথবা 'ক্ষিতি'—যাতে সবার 'নিবাস'।[১] মনে হয়, এই সংজ্ঞাগুলিই আদিম, তারপর 'লোক' বা 'দেবতা' বোঝাতে 'পৃথিবী' সংজ্ঞাটি পরিভাষিত হয়েছে। তার ব্যুৎপত্তি বিস্তারার্থক প্রথ্ ধাতু হতে, সংহিতায় এবং ব্রাহ্মণেই আমরা যার উদ্দেশ পাই।[২] লোক আর দেবতা দুয়ের মধ্যেই ক্ষুদ্র আধারে আবদ্ধ চেতনা মুক্তি পায় ব্যাপ্তিতে—এইটি বৈদিক সাধনার মূল কথা। পৃথিবীর নিত্যপ্রত্যক্ষ পরিব্যাপ্ততাই চেতনায় সংক্রামিত হয়ে ঋষির দৃষ্টিতে তাঁকে দেবতা করে তুলেছে।

ব্রাহ্মণে এই দেবী পৃথিবী সম্পর্কে কতকগুলি রহস্যোক্তি আছে। প্রথমে পাই

দ্র. টী. ৩১৭। ভগ দিক্‌চক্রবালে বালসূর্যরূপে 'পৃথিবী'কে জড়িয়ে আছেন। আবার 'শ্রী' নীলাকাশরূপী বিষ্ণুর অঙ্গকান্তি বা জ্যোতির্লাবণ্য, অতএব তাঁতে নিত্যসঙ্গত। (তু. পরমপুরুষের বর্ণনা 'শ্রিয়ো বসানশ্‌ চরতি স্বরোচিঃ'—শ্রীর বসন-পরা চলছেন তিনি আপন আলোতে ঝলমলিয়ে ৩।৩৮।৪)। আরও তু. মা. শ্রীশ্‌ চ তে লক্ষ্মী চ পত্ন্যৌ ৩১।২২ ('শ্রী' সরস্বতী বা প্রজ্ঞা, তু. 'শ্রীপঞ্চমী'তে আমাদের সরস্বতীপূজা ; আর 'লক্ষ্মী' গজলক্ষ্মী বা কমলা—তন্ত্রের দশমহাবিদ্যার শেষ বিদ্যা, বর্ষণস্নাতা পৃথিবীর প্রতিরূপ)।

৪৫৩ তু. ঋ. ১।:৫৯।২, ১৮৫।১০, ১১, ৬।৭০।৬...। ১১।১৫৯।১, ৪।৫৬।২...। ২৪।৫৬।২। ৩১।১৫৯।১। ৪১।১৫৯।২। ৫১।১৬০।১ ৬।৭০।৬। ৬৬।৭০।৫। 'দ্যাবাপৃথিবী' পরে।

৪৫৪ নিঘ. ১।১ ; তু. শ. ইয়ং বৈ ভূমির্ অস্যাং বৈ স ভবতি যো ভবতি ৭।২।১।১১ ; তু. Gk. *phusis* 'nature' > *physics*। ১তু. শ. অয়ং বৈ লোকঃ সুক্ষিতির্ অস্মিন্ হ লোকে সর্বাণি ভূতানি ক্ষিয়ন্তি ১৪।১।২।২৪। রূপান্তর 'ক্ষা'। ২তু. ঋ. স (ইন্দ্র) ধারয়ৎ পৃথিবীং পপ্রথচ্ চ ২।১৫।২ ; যত্রা সমুদ্রঃ (কারণসমুদ্র দ্র. ১।১৬৪।৪২, ১০।১৯০।১) স্কভিতো ব্যৌনৎ (স্তব্ধ ছিল, উথলে উঠল)...অতো ভূর্ অত আ উত্থিতং রজো (লোক) হতো দ্যাবাপৃথিবী অপ্রথেতাম্ ১০।১৪৯।২ ; ঋতেন পুত্রো অদিতের্ ঋতাবো.(ঋতস্তর)ত ত্রিধাতু (তিনভাবে) প্রথয়দ্ বি ভূম ৪।৪২।৪ ; ইন্দ্রো...রোদসী পপ্রথৎ ৮।৩।৬। সর্বত্র লোকসমূহের বৈপুল্যের ব্যঞ্জনা, যাতে চেয়ে থাকতে-থাকতেই চেতনা বিপুল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। আরও তু. শ. তদ্ ভূমির্ অভবৎ, তাম্ অপ্রথয়ৎ, সা পৃথিব্য্‌ অভবৎ ৬।১।১।১৫ (৩।৭) ; তৈস. সা.প্রথত, সা পৃথিব্য.ভবৎ, তৎ পৃথিব্যৈ পৃথিবিত্বম্ ৭।১।৫ ; তৈব্রা. ১।১।৩।৫। অত্র নি. প্রথনাৎ পৃথিবী.ত্যা.হুঃ, ক এনাম্ অপ্রথয়িষ্যৎ কিমাধারশ্‌ চ ইতি; অথ বৈ দর্শনেন পৃথুর্ অপ্রথিতা চেদ্ অপ্য.ন্যৈঃ ১।১৪।৫। বিকল্পরূপ 'পৃথ্বী' ; অনুরূপ 'উর্বী' 'মহী' (নিঘ. ১।১)।

অবম দেবতা অগ্নি পৃথিবীস্থান, অতএব পৃথিবী **আগ্নেয়ী** অথবা তিনিই **অগ্নি** [৪৫৫]। আর এই প্রসঙ্গে তিনি অগ্নির ছন্দ **গায়ত্রীও**।[১] এর অনুষঙ্গে অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে পৃথিবী **বেদি**।[২] এই ভাবনার মূল সংহিতাতেই আছে: 'এই বেদি পৃথিবীর পরম অন্ত, এই যজ্ঞ ভুবনের নাভি, এই সোম বীর্যবর্ষী অশ্বের রেতোধারা, এই ব্রহ্মা বাকের পরম ব্যোম।'[৩] অর্থাৎ পরমব্যোমের অনুপাখ্য মহাশূন্যতা, তার নীচে আদিত্যমণ্ডল হতে সোম্য মধুর নিত্য নির্ঝরণ, তাহতে পুরুষের আত্মবিসৃষ্টিতে বিশ্বের সম্ভূতি—এমনি করে লোকোত্তর হতে লোকান্ত পর্যন্ত কারণসলিলগেহিনী গৌরীর অবক্ষরণের প্রবেগ সংহত হয়েছে পৃথিবীরূপিণী বেদিতে।[৪] তাইতে পৃথিবী **প্রতিষ্ঠা বৈশ্বানর**—জীবে-জীবে নিহিত ঊর্ধ্বশিখ চিদগ্নির আধার।[৫] অতএব পৃথিবী **বিরাট্‌** বা বিশ্বরূপের জননী এবং ধাত্রী।[৬] আবার অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আমাদের **শরীরই** পৃথিবী।[৭] সেই শরীরের বক্ষঃস্থল বেদি এবং হৃদয়াদি অগ্নি—এ আমরা আগেই দেখেছি।[৮]…ত্রিলোকের একটি মেরু দ্যৌঃ, আরেকটি পৃথিবী—একটি আরেকটির বিপরীত। তাই পৃথিবী ঋতের প্রতিষেধরূপিণী **নির্ঋতি**—যা অব্যাকৃত, অন্ধতামিস্র বা মৃত্যুর নামান্তর।[৯] শক্তি তাঁর মধ্যে তখন কুণ্ডলিত হয়ে আছে, তাই তিনি অমৃতের এষণায় দ্যুলোকাভিসারিণী সুপর্ণীর বিপরীতচারিণী **কদ্রূ**।[১০] কিন্তু তবুও তিনি সবসময় কুণ্ডলিত থাকেন না। যে-মহাপ্রাণকে দ্যুলোক হতে অপানশক্তিরূপে আকর্ষণ করে আধারে তিনি গুটিয়ে আনেন, তাঁরই উচ্ছ্বাসে এবং আয়ামে তাঁর কুণ্ডলমোচন হয়, কদ্রূ রূপান্তরিত হন সুপর্ণীতে। দ্যুলোক আর ভূলোকের মাঝে তখন তাঁর চলতে থাকে অবসর্পণ এবং উৎসর্পণের লীলা—তাইতে তিনি **সর্পরাজ্ঞী**।[১১]

---

৪৫৫ তু. তা. আগ্নেয়ী পৃথিবী ১৫।৪।৮ ; ইয়ং হ্যগ্নিঃ শ. ৬।১।১।১৪,২।২৯। ল. নিঘ.র শুরু 'পৃথিবী' নাম দিয়ে, আবার তার দৈবতকাণ্ডের শুরু 'অগ্নি' দিয়ে। [১]তা. ইয়ং বৈ গায়ত্রী ৭।৩।১১, ১৪।১।৪ ; শ. ৪।৩।৪।৯, ৫।২।৩।৫। তাছাড়া অন্যান্য ছন্দোদৃষ্টিও আছে : অনুষ্টুপ্‌ তা. ৮।৭।২, শ. ১।৩।২।১৬ ; ত্রিষ্টুপ্‌ শ, ২।২।১।২০…। [২]ঐ বেদিঃ ঐ. ৫।২৮, তৈ. ৩।৩।৬।২,৮ ; শ. ৭।৩।১।১৫, ৫।২।৩১ ; তৈ. ৩।২।৯।১২, শ. ১।২।৫।৭… ; তস্যা এতৎ পরিমিতং রূপং যদ্ অন্তর্বেদি, অথ এষ ভূমা.পরিমিতো যো বহির্বেদি ঐ. ৮।৫। [৩]ঋ. ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যা অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ (দ্র.টী. ২২৫), অয়ং সোমো বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতো ব্রহ্মা.য়ং বাচঃ পরমং ব্যোম ১।১৬৪।৩৫। 'অশ্ব' আদিত্য ; আদিত্যচেতনায় উত্তীর্ণ হয়ে আবার অমৃত আনন্দজ্যোতিতে মর্ত্যে নির্ঝরিত হওয়া (তু. ৮।৪৮।৩, ৯।১১৩।৬,৭,১১)। 'ব্রহ্মা' সোমযাগের অধিষ্ঠাতা ঋত্বিক ; তাঁর চেতনা আকাশবৎ, তা-ই বাকের বা মন্ত্রবীর্যের উৎস এবং নিধন (ত, ঋ. ১।১৬৪।৪১ ; ছা. ৪।১৭।৪-১০)। [৪]তু. ছা. অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু…৩।১-১১ ; ঋ. পবমানা দিবস্ পরি অন্তরিক্ষাদ্ অসৃক্ষত (ঝরে পড়ল) পৃথিব্যা অধি সানবি (অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে বেদিতে, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মূর্ধায়) ৯।৬৩।২৭। আরও তু. ১০।৯০।৬…, ১।১৬৪।৪১, ৪২। [৫]শ. ১০।৬।১।৪, ১৩।৩।৮।৩। বৈশ্বানরের 'নর' সর্বজীবের উপলক্ষণ। আরও তু. শ. ইয়ং বা.স্য সর্বস্য প্রতিষ্ঠা ৪।৫।২।১৫ (১।৯।১।২৯, ৩।১১) ; ইয়ম্ এব ধ্রুবা ১।৩।২।৪… ; য়োনির্ বা ইয়ম্ ১২।৪।১।৭। [৬]তু. শ. ৭।৪।২।২৩, ১২।৬।১।৪০, ২।২।১।২০। আরও তু. ঋ. তস্মাদ্ বিরাল্. অজায়ত বিরাজো অধি পূরুষঃ, স জাতো অত্য.রিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমিম্ অথো পুরঃ ১০।৯০।৫ ; এখানে পরমপুরুষ হতে বিরাট্‌ পুরুষ, তাঁহতে আরেকটি পুরুষ, তাঁহতে ভূমি বা পৃথিবী এবং তাহতে পুর বা জীবদেহ। অনুরূপ বিবরণ ঐউ. ১।১-৩। ঋ.তে বিরাট্‌ মিত্রাবরুণের অর্থাৎ ব্যক্ত এবং অব্যক্ত আনন্ত্যের ছন্দ (১০।১৩০।৫)। [৭]তৈত্রা. পৃথিবী মে শরীরে শ্রিতা ৩।১০।৮।৭। [৮]ছা. ৫।১৮।২। [৯]শ. ইয়ং বৈ নির্ঋতিঃ ৫।২।৩।৩ ; তৈত্রা. ১।৬,১।১। [১০]শ. ইয়ং কদ্রূঃ ৩।৬।২।২ (দ্র. টী. ১২৭২)। [১১]ঐ. ইয়ং বৈ সর্পরাজ্ঞী, ইয়ং হি সর্পতো রাজ্ঞী ৫।২৩ ; তৈত্রা. ১।৪।৬।৬

তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে একটি আখ্যায়িকা আছে, তাতে পৌরাণিক বরাহ অবতারের আভাস পাওয়া যায় [৪৫৬] : 'এসবই আগে জলরূপে থৈ-থৈ করছিল। তাইতে প্রজাপতিতে তপঃক্ষোভ জাগল, এসব (অর্থাৎ বিশ্বজগৎ) কি করে হবে। তিনি দেখলেন, একটি পদ্মপত্র খাড়া হয়ে আছে। ভাবলেন, একটা-কিছু নিশ্চয় আছে যার উপর এটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি বরাহের রূপ ধরে ওরই কাছে ডুব দিলেন, তলায় পৌঁছে পেলেন পৃথিবীকে। তাথেকে খানিকটা দাঁতে তুলে আবার ভেসে উঠলেন। তাকে পদ্মপত্রে প্রথিত করলেন বা বিছিয়ে দিলেন। প্রথিত করলেন বলেই পৃথিবী হল পৃথিবী।' শতপথব্রাহ্মণেও এমনিতর একটা আভাস আছে, সেখানে বরাহের নাম 'এমূষ'।[১] এই নামটি ঋক্‌সংহিতাতেও পাওয়া যায়, কিন্তু কাহিনীর ব্যঞ্জনা সেখানে অন্যরকম।[২] ব্রাহ্মণের কাহিনীর চিত্রবর্ণ প্রপঞ্চন আছে ভাগবতপুরাণে।[৩] সেখানে দেখি, বিষ্ণুই প্রজাপতির নাসিকা হতে আবির্ভূত হয়ে হিরণ্যাক্ষ অসুরকে বধ করে অতল সমুদ্রে নিমজ্জিতা পৃথিবীকে দাঁতে করে উপরে তুলে আনছেন। এটি স্পষ্টত সৃষ্টির এবং জড় হতে চেতনার উর্ধ্বায়নের রূপক। বরাহের স্বভাব, দাঁত দিয়ে মাটি খুঁড়ে কন্দকে উপরে তোলা। মাটি জড়, কন্দে প্রাণ কুণ্ডলিত এবং চেতনা আচ্ছন্ন। ব্রাহ্মণের প্রজাপতি অথবা পুরাণের বিষ্ণু চিন্ময় প্রাণরূপে জড়ত্বে কবলিত প্রাণকে উপরে টেনে তুলছেন—এইটিই সৃষ্টির তাৎপর্য এবং যোগের রহস্য। এই উদ্ধরণের শক্তিই তন্ত্রের বারাহী শক্তি এবং তার মূল বেদে। এই ভাবনা একদিন এদেশের মূর্তিশিল্পে বিপুল উদ্দীপনা জাগিয়েছিল। পুরাণের যজ্ঞবরাহে ঋক্‌সংহিতার পুরুষযজ্ঞের ধ্বনি আছে।[৪] এই বরাহাবতারকে অবলম্বন করে পুরাণে পৃথিবী বিষ্ণুপত্নী, যা বৈদিক দ্যাবাপৃথিবী-ভাবনারই বিকল্প।

পৃথিবী নামের তালিকা দিয়ে নিঘণ্টুর শুরু, আর তার প্রথম নামটি হল 'গৌঃ'। পৃথিবী 'ধেনু'—এ-ভাবনা শতপথব্রাহ্মণে পাই : 'এই পৃথিবী যেন ধেনুর মত, মানুষ সব কাম্যবস্তু দোহন করে তাঁর থেকে। ধেনু মাতা। মাতার মত এই পৃথিবী মানুষকে ভরণ করেন [৪৫৭]।' পৃথিবীর গোরূপের এটি সহজ তাৎপর্য। কিন্তু 'গো'র একটি

শ. ২।১।৪।৩০, ৪।৬।৯।১৭ ; তা. ৪।৯।৬। আবার তৈব্রা.তে আছে : দেব্রা বৈ সর্পাঃ (অর্থাৎ দেহে সঞ্চরমাণ প্রাণের স্রোত), তেষাং ইয়ং রাজ্ঞী ২।২।৬।২। দ্র. টী. ১২৭২।

৪৫৬ তৈব্রা. ৩।১।৩।৬-৭। [১]শ. ১৪।১।২।১১। [২]ঋ.তে 'এমুষ' বরাহরূপী অসুর। সে গুপ্তধন নিয়ে লুকিয়েছিল একুশটি পাহাড়ের আড়ালে। ইন্দ্র তাকে হত্যা করলে বিষ্ণু তার ধন উদ্ধার করে নিয়ে আসেন (ঋ. ৮।৭৭।১০, ১।৬১।৭, ৮।৯৬।২, ৭৭।৬ ; তৈস. ৬।২।৪।৯ ; দ্র. ঋ. সাভা. ৮।৭৭।১০)। এর সঙ্গে তু. পণিদের অবরোধ থেকে গোযূথের উদ্ধার (ঋ. ১০।১০৮ ; ৬৭ ৬৮ সূ.)। শৌ-র পৃথিবীসূক্তে 'বরাহ' এবং 'সূকর মৃগ' বা বন্যবরাহে তফাত আছে, একটি শুদ্ধ এবং আরেকটি অশুদ্ধ প্রাণের প্রতীক (পরে দ্র.)। [৩]ভা. ৩।১৩।১৮…। [৪]তু. ভা.তে ঋষিগণের বরাহস্তুতি ৩।১৩।৩৪…।

৪৫৭ শ. ধেনুর্ ইব বা ইয়ং মনুষ্যেভ্যঃ সর্বান্ কামান্ দুহে, মাতা ধেনুঃ, মাতে.ব বা ইয়ং মনুষ্যান্ বিভর্তি ২।২।১।২১। শৌ.র পৃথিবীসূক্তেও পৃথিবী 'ধেনু' (১২।১।৪৫); তাছাড়া তত্র দুহ্‌ ধাতুর বহুল প্রয়োগ ল.।

রাহস্যিক অর্থ হল 'কিরণ'[১]—বিশেষত যে-আলো কোনও অবরোধের আড়ালে লুকানো। রাত্রে গোযূথ গোষ্ঠে বন্দী থাকে, ভোরবেলা ছাড়া পেয়ে মাঠে ছড়িয়ে পড়ে। তখন উষার আলোয় বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত মেঘের টুকরায় দ্যুলোককেও মনে হয় একটি গোচারণ ভূমি।[২] বেদে গোযূথের এই অবরোধমোচন প্রপঞ্চিত হয়েছে পণির কাহিনীতে।[৩] এইথেকে গো আধারে অবরুদ্ধ অথচ মুমুক্ষু জ্যোতির প্রতীক। পৃথিবীও তাইতে গোরূপা। তাঁর মুমুক্ষুত্বের একটি করুণ চিত্র অবেস্তাতেও পাওয়া যায়।[৪] এছাড়া সংহিতাতে পৃথিবী গোরূপে কল্পিত হয়েছেন আরেক কারণে। দ্যাবাপৃথিবী আমাদের জনক-জননীরূপে আদি-মিথুন, তাঁরা 'বৃ্ষভশ্ চ ধেন্বঃ'।[৫] দ্যুলোক হতে অমৃতজ্যোতির ধারা পৃথিবীর উপর ঝরে পড়ে তাঁর বন্ধ্যাত্ব ঘোচায়, তাই দ্যুলোক বৃষভ আর পৃথিবী ধেনু। এবং অগ্নি-সূর্যরূপী চিজ্জ্যোতি তাঁদের পুত্র। ঋক্‌সংহিতায় তার বর্ণনা: 'সেই-যে বহ্নি বা বাহন, পিতা-মাতার পুত্র যিনি পবিত্র-যুক্ত, ধীমান হয়ে তিনি পরিপূত করেন বিশ্বভুবন আপন মায়ায়। পৃশ্নি যে-ধেনু আর সুরেতা যে-বৃষভ, (তাঁরা এক); দিনের পর দিন এই (একের) শুভ্র পয়োধারা দোহন করলেন তিনি।'[৬]—এখানে দেখছি, এই বিশ্বে অথবা এই আত্মায় দ্যুলোকের পিতৃবীর্য প্রাণোচ্ছলতায় পৃথিবীকে করেছে শতরূপা।[৭] তার ফলে, অগ্নি-সূর্য-সোমে ত্রিপুটিত এক ধ্যানদীপ্তি তন্তুতে-তন্তুতে প্রবাহিত হয়ে অপরূপ নির্মাণপ্রজ্ঞায় সব-কিছুকে গড়ে তুলছে অমলিন করে। আর তাইতে দ্যাবা-পৃথিবীর সম্পরিষঙ্গের আপ্যায়নী শুভ্র ধারা অহোরাত্র নির্ঝরিত হচ্ছে আধারের সর্বত্র। পৃথিবী আর দ্যুলোকের পরম সামরস্যের অনুভবেই জীবনের চরম কৃতার্থতা।

দ্যৌঃ-র সঙ্গে ছাড়া সংহিতায় বিক্ষিপ্তভাবে পৃথিবীর যেসব উল্লেখ আছে, তাতে সরস্বতীর মতই তাঁর মৃন্ময় এবং চিন্ময় দুটি রূপ একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে। পৃথিবী যখন 'লোক' বা দেবতার অধিষ্ঠানভূমি, তখন অগ্নি তাঁর দেবতা। অগ্নি 'ত্রিষধস্থ' অর্থাৎ তিনটি চিৎকূটে তাঁর অবস্থান, সুতরাং পৃথিবীও তিনটি [৪৫৮]। একটি পৃথিবী

---

[১]নিঘ. ১.৫ (বহুবচনে)। তু. ঋ. ৪।৫২।৫, ৭।৭৯।২, ১।৯২।৪। উষার বাহন অরুণ গোযূথ নিঘ. ১।১৫ ; তু. ঋ. ৭।৭৯।২। [৩]দ্র. টীমু. ৮৯। [৪]দ্র. গাথা অহুনবৈতি। আরও তু. তৈত্রা. ইয়ং বৈ পৃশ্নিঃ ১।৪।১।৫ ; শ. ইয়ং বৈ রূশা পৃশ্নিঃ ১।৮।৩।১৫, ৫।১।৩।৩। [৫]ঋ. ১০।৫।১; ৩।৩৮।৭, ৫৬।৩, ৪।৩।১০ (টী. ১৭১৪)। [৬]ঋ. স বহ্নিঃ পুত্রঃ পিত্রোঃ পবিত্রবান্ পুনাতি ধীরো ভুবনানি মায়য়া, ধেনুং চ পৃশ্নিং বৃ্ষভং সুরেতসং বিশ্বাহা শুক্রং পয়ো অস্য দুক্ষত ১।১৬০।৩। 'বহ্নি' অভীপ্সা বা আহুতির বাহন অগ্নি। তিনি 'পবিত্রবান্'; 'পবিত্র' সোম ছাঁকবার ছাঁকনি—মেষলোমে তৈরী ; রাহস্যিক অর্থে 'উন্মেষিত' চেতনার বাহন নাড়ীতন্ত্র। অগ্নি তাহলে যোগের ভাষায় সুষুম্ণ-কাণ্ডবাহী সোম্য আনন্দের স্রোত। অগ্নি-সোমের সহচার প্রসিদ্ধ। 'মায়া' নির্মাণপ্রজ্ঞা। 'পৃশ্নি' মরুদ্‌গণ বা জ্যোতির্ময় বিশ্বপ্রাণের মাতা, ব্রহ্ম'সংস্পর্শ'-জনিত আনন্দ। দ্যুলোকের সঙ্গে নিত্যসঙ্গতা পৃথিবী সেই আনন্দময়ী। ল. দ্যাবাপৃথিবীর যুগনদ্ধতা বোঝাতে একবচন 'অস্য' সর্বনামের প্রয়োগ। [৭]তু. তৈত্রা. ইয়ং বৈ দেব্য.দিতির্ বিশ্বরূপী ১।৭।৬।৭।

৪৫৮ দ্র. টী. ১৪৯২। [১]ঋ. ৫।৮৪। [২]ঋ. ৪।৫।৭ (টী. ২১৩৩) ; তু. ৪।৫।৮ (টী. ৩৩২৬), ৩।৫।৫।

আমাদের ধাত্রী, আরেকটি অন্তরিক্ষে উচ্ছ্রিতা—ভৌম অত্রি যাঁর কথা বলেছেন তিনটি ঋকের একটি সূক্তে।[১] আর তৃতীয় পৃথিবী হল এই পৃথিবীর অগ্রভাগ, যেখানে আদিত্যমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত।[২] এইটি পৃথিবীর সানু—অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মানুষের মূর্দ্ধন্য-চেতনার ভূমি, অথবা অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে বেদি—যা হৃদয়ও হতে পারে। অগ্নি মন্থন এবং দ্যুলোক হতে সোমের নির্ঝরণ এইখানেই হয়।[৩] কখনও একে পৃথিবীর নাভিও বলা হয়েছে।[৪] এমনি করে এই মর্ত্যচেতনাই উচ্ছ্রিত হয় অগ্নি-সূর্য-সোমের ত্রিবেণীতে—মানুষের অভীপ্সার ঊর্ধ্বশিখা এই পৃথিবী হতে পৌঁছয় প্রজ্ঞান ও আনন্দের পরম ধামে। মানুষের অভীপ্সা যেমন উজিয়ে যায়, দেবতার আবেশ তেমনি নেমে আসে। দুয়েই ব্যাপ্তিচৈতন্যরূপী বিষ্ণুর বীর্যের পরিচয়—যিনি পৃথিবীর সকল ভূমি ছেয়ে আছেন,[৫] যাঁর পরম পদে সোম্য মধু-র উৎস,[৬] যিনি দ্যুলোক হতে নেমে আসেন পৃথিবীর সাতটি ধাম বেয়ে, আবার তেমনি করে এই পৃথিবী হতে উজিয়ে যান।[৭] অন্যত্র দেখছি, অদিতির পুত্র বিবস্বান্ বলছেন : 'পৃথিবী হতে পাঁচটি ধাপ বেয়ে আমি উজিয়ে চললাম, চতুষ্পদী (বাকের) অনুগমন করছি ব্রত মেনে। একটি অক্ষর দিয়ে প্রতিমা গড়েছি সেই (বাকের)। ঋতের নাভিতে উঠে সম্যক্ পূত করছি (সোমকে)।'[৮] মন্ত্রটিতে সন্ধাভাষায় পৃথিবী হতে পরা বাণীর বীর্যে পাঁচটি ভূমি উজিয়ে পরমব্যোমের শুদ্ধ ঋতম্ভর আনন্দনির্ঝরে পৌঁছবার বর্ণনা।

এমনি করে দ্যুলোকের সঙ্গে নিত্যসঙ্গতা এই মৃন্ময়ী পৃথিবী চিন্ময়ীরূপে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন বিশ্বভুবনময়—তাঁর তিনটি পাঁচটি অথবা সাতটি ধামের উল্লাসে। তিনি এখানে থাকলেও তাঁর হৃদয় রয়েছে পরমব্যোমে—সেখানে তিনি হিরণ্যবক্ষা অদিতি [৪৫৯]। এই পরমব্যোম লোকোত্তর সেই মহাশূন্যতা, যার ওপারে আর-কিছুই নাই। আবার এই মহাশূন্যতা বিশ্বের মূলাধার—অসৎ আর সৎ দুইই এই পরমব্যোমে যা আত্মাশক্তি অদিতির উপস্থ বা যোনি।[১] সংহিতায় তার একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা 'উত্তানপদ্'—যার রেখাচিত্র হল এমন-একটি সমকোণ ত্রিভুজ যার দুটি ভুজ (এখানে 'পদ্') উত্তান বা

'রূপ্' ॥'রিপ্' দুইই পৃথিবী। [৬]তু. ৬।৪৮।৫, ৯।৬৩।২৭ (দ্র. টী. ২০৫৩)। ৪৯।৮২।৩, ১০।১।৬। [৫]১।১৫৪।১। [৬]১।১৫৪।৫। [৭]১।২২।১৬। [৮]পঞ্চ পদানি রূপো অন্ব্ অরোহং চতুষ্পদীম্ অন্বে.মি ব্রতেন, অক্ষরেণ প্রতি মিম এতাম্ ঋতস্য নাভা.বধি সং পুনামি ১০।১৩।৩। 'রূপঃ' পঞ্চমী হলে 'পঞ্চপদ' পৃথিবী ছাড়া আর পাঁচটি লোক। ছয়টী লোক প্রসিদ্ধ (দ্র. টীমূ. ১৪৯৩)। আর ষষ্ঠী হলে পৃথিবীকে নিয়ে পাঁচটি লোক—শেষ লোকটি 'নাক' (দ্র. বেমী. পৃ. ৩১৩-১৪)। 'অনুরোহ' বা পর-পর উজিয়ে যাওয়া—শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ পরমব্যোমে। 'চতুষ্পদী' বাক্ (দ্র. ঋ. ১।১৬৪।৪৫)। আরও তু. যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়ম্ আয়ন্ তাম্ অন্ব.বিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ (১০।৭১।৩), তত্র ঋষিরা শৌ.র 'ভূতকৃতঃ সপ্ত ঋষয়ঃ' যাঁরা ব্যাহৃতির 'উচ্চারণে' ব্যাপৃত (১২।১।৩৯), পুরাণে ব্রহ্মার মানসপুত্র। 'অক্ষর'=ওম্ ; তু. ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ ১।১৬৪।৩৯, যেখানে 'অক্ষর' শব্দটি শ্লিষ্ট, বোঝায় পরমব্যোমকে এবং তার সঙ্গে নিত্যযুক্ত একপদী বাক্‌কে অথবা ওঙ্কারকে। আরও তু. অক্ষরেণ মিমতে সপ্ত বাণীঃ ১।১৬৪।২৪। 'ঋতস্য নাভিঃ' বা যোনি=পরমব্যোম।

৪৫৯ তু. শৌ. যস্যা হৃদয়ং পরমে ব্যোমন্ত্ সত্যেনা.বৃতম্ অমৃতং পৃথিব্যাঃ ১২।১।৮, হিরণ্যবক্ষা ৬, অদিতিঃ ৬১। [১]দ্র. টীমূ. ৩১। [২]দ্র. ছা. ৬।৩।১ (বেমী. পৃ. ১৪৯, টী. ২২৫)। [৩]তু. তৈত্রা. স ভূর্ ইতি ব্যাহরৎ, স

উর্ধ্বমুখ এবং শীর্ষবিন্দু অধোমুখ। সেই অধস্ত্রিকোণ হতে জন্মাল 'সৎ' বা ভূতবীজ[২] এবং তার সঙ্গে মিথুনীভূত 'ভূঃ' বা সম্ভূতির প্রবেগ। দর্শনের ভাষায় একটি চিদ্‌বীজ, আরেকটি তার স্ফুরত্তা। সৃষ্টির মূলে পরা বাক্ গৌরীর সাবিত্রী শক্তির প্রচোদনা, তাই এই 'ভূঃ' ব্রাহ্মণে হয়েছে প্রজাপতির 'ব্যাহৃতি' বা আত্মজননের মন্ত্র।[৩] পরমব্যোমে যা বীজশক্তিরূপে 'ভূঃ', এখানে তাই 'আশা' বা ব্যাপ্তিধর্মের বৈভবে প্রথিত হয়েছে 'পৃথিবী'রূপে।[৪]

এই ভাবনাই আরেকটি ঋকে ব্যক্ত করা হয়েছে এইভাবে : 'কে দেখেছে প্রথম জন্মায় যখন অস্থিমান্—অস্থিহীনা যাকে ধারণ করে আছে [ভ্রূণরূপে]? (তখন) এই ভূমির প্রাণ শোণিত আর আত্মা কোথায় ছিল? কে বিদ্বানের কাছে গেল শুধাতে এই কথা?' [৪৬০]—অস্থিহীনা সেই ব্রহ্মযোনি অদিতি, আগের মন্ত্রে যাকে বলা হয়েছে 'উত্তানপদ্'। তারই মধ্যে নিহিত রয়েছে নিখিলের ভ্রূণসত্তা—ফলের শাঁসের মধ্যে আঁঠির মত। তার সঙ্গে অবিনাভূতা হয়ে আছেন ভূতজননী এই ভূমি—স্ফুরণোন্মুখ অব্যাকৃত শক্তির সংবেগ নিয়ে। তখন কোথায় তাঁর তনু, কোথায় প্রাণ, কোথায় বা আত্মা? সেই অপ্রকেত গহন গভীরে কারও দৃষ্টি চলে না, কারও প্রশ্নের কোনও উত্তর মেলে না।

অধিলোকদৃষ্টিতে মৃৎএর মধ্যে চিৎশক্তিরূপিণী এই ভূদেবীর প্রথন যেমন বাইরে, তেমনি অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আমাদের মধ্যেও। একটি মন্ত্রে তার এই বিবৃতি : 'হাত নাই পা নাই, তবুও যখন বেড়ে চললেন ক্ষিতি বিস্তার শক্তিতে, (তখন হে ইন্দ্র,) শুষ্ণকে (তুমি) দক্ষিণাবর্তে ঘিরে বিশ্বায়ুর জন্য যেন বিদ্ধ করো।' [৪৬১]—আধারের গভীরে যে

ভূমিম্ অসৃজত অগ্নিহোত্রং দর্শপূর্ণমাসৌ য়জূংষি (অর্থাৎ যজ্ঞ বা উৎসর্গভাবনা সৃষ্টির সহভাবী) ২।২।৪।২ ; শ. ভূর্ ইতি বৈ প্রজাপতিঃ আত্মানম্ অজনয়ত ২।১।৪।১৩। [৪]দ্র. ঋ. দেবানাং য়ুগে প্রথমে ঽসতঃ সদ্ অজায়ত, তদ্ আশা অন্বজায়ন্ত, তদ্ উত্তানপদস্ পরি। ভূর্ জজ্ঞ উত্তানপদো ভুব আশা অজায়ন্ত'—দেবতাদের প্রথম যুগে (অর্থাৎ সৃষ্টির আদিক্ষণে, যখন আছে শুধু তৎস্বরূপের বহু হবার ঈক্ষা) অসৎ হতে সৎ জন্মাল, তারপর জন্মাল আশারা। সেই (সৎ) (জন্মাল) উত্তানপদ্ হতে। ভূঃ জন্মাল উত্তানপদ্ হতে, আর ভূ হতে আশারা জন্মাল ১০।৭২।৩, ৪। এখানে সৃষ্টির ক্রম : অসৎ বা উত্তানপদ্ (অব্যক্ত, ব্রহ্মযোনি)>সৎ ॥ ভূঃ (অস্তিত্ব ॥ হওয়া, Being ॥ (Becoming) >আশা (> √ অশ 'ব্যাপ্ত হওয়া', আকাশের দিকে-দিকে বিচ্ছুরণ)। অত্র তু. ভা.র 'উত্তানপাদ' যাঁর এক ছেলে 'সুনীতি' হতে জাত 'ধ্রুব', আরেক ছেলে 'সুরুচি' হতে জাত 'উত্তম'।

৪৬০ ঋ. কো দদর্শ প্রথমং জায়মানম্ অস্থন্বন্তং য়দ্ অনস্থা বিভর্তি, ভূম্যা অসুর্ অসৃগ্, আত্মা ক স্বিৎ কো বিদ্বাংসম্ উপগাৎ প্রষ্টুম্ এতৎ ১।১৬৪।৪। 'অসৃক্' বা রক্ত, 'অসু' বা প্রাণ এবং 'আত্মা' যথাক্রমে জড় প্রাণ এবং চৈতন্যের বোধক।

৪৬১ ঋ. অহস্তা য়দ্ অপদী বর্ধত ক্ষাঃ শচীভির্ বেদ্যানাম্, শুষ্ণং পরি প্রদক্ষিণিদ্ বিশ্বায়বে নি শিশ্নথঃ ১০।২২।১৪। পৃথিবী 'অপদী অহস্তা', যেমন অগ্নি 'অপাদশীর্ষা গুহমানো অন্তা' ৪।১।১১ (টী. ১৬৪৪), অথবা বৃত্র 'অপাদহস্তঃ' ; সর্বত্র বোঝাচ্ছে ভ্রূণদশাকে। **বেদ্যা**>বিদ্যা 'প্রজ্ঞা' (১।১৭১।১, ৩।৫৬।১, ৬।৯।১, ১০।৭১।৮ সেখানে 'বিদ্যা'ও আছে ১১ ; দ্র. টী. ৬৬)। **প্রদক্ষিণিৎ** 'প্রদক্ষিণক্রমে' তু. বেমী. পৃ. ৩৪৬, টী. ১৯৬১। রাহস্যিক তাৎপর্য : শক্তির উন্মেষ দক্ষিণাবর্তে, তখন শক্তি শিবকে জড়িয়ে ; আর নিমেষ বামাবর্তে, তখন শিব শক্তিকে জড়িয়ে। 'ক্ষাঃ'> √ক্ষি 'বাস করা'। সা.র মতে 'বিশ্বায়ু' ঊর্বশ।

মৃন্ময়ী-চিন্ময়ী শক্তির নিবাস, আদিতে তা কুণ্ডলিত। দ্যুলোক হতে প্রাণের ধারাসার এখনও তার মধ্যে নেমে আসেনি, তাই সে বন্ধ্যা। কিন্তু এ-ই তার নিয়তি নয়। প্রজ্ঞানের শক্তি অন্তর্গূঢ় হয়ে আছে তার মধ্যে, মৃৎএর সঙ্গে জড়িয়ে আছে চিৎ। কুণ্ডল মোচন করে সে-ই তাকে প্রসারিত করবে দিকে-দিকে, 'ক্ষিতি'কে করবে 'পৃথিবী'। তখন দ্যুলোক হতে নামবে ইন্দ্রের রুদ্র দাক্ষিণ্য, অনাবৃষ্টির কার্পণ্যকে জড়িয়ে ধরে বজ্র হানবে তার মর্মে, আর তাইতে শিববিন্দুকে ঘিরে দক্ষিণাবর্তে প্রসারিত হয়ে চলবে শক্তির কম্বুরেখা, মর্ত্য আধারে বন্দী প্রাণ বিস্ফারিত হবে বিশ্বপ্রাণের বৈপুল্যে।

দ্যুলোকের সঙ্গে নিত্যসঙ্গতা এই পৃথিবী জুড়ে আছেন আমাদের জীবনের আদি এবং অন্ত। আমাদের জন্ম সাধনা এবং মৃত্যু যেন এই আদিমিথুনের বুকে ঢেউএর ওঠা-পড়ার মত। ঋষি মেধাতিথি কাণ্বের একটি প্রার্থনায় এটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে: 'মহান্ দ্যৌঃ আর পৃথিবী আমাদের এই যজ্ঞসাধনাকে নির্ঝরসিক্ত করুন, আমাদের আপূরিত করুন তাঁদের আবেশ দিয়ে। তাঁদেরই জ্যোতির্ময়ী আপ্যায়নী ধারাকে কম্প্রহৃদয়েরা লেহন করেন ধ্যানচিত্ত দিয়ে—(যা বয়ে চলেছে) গন্ধর্বের ধ্রুবপদে। সুতর্পণা হও হে পৃথিবী—কণ্টকহীনা, সবাইকে-তলিয়ে-দেওয়া। দাও আমাদের শরণ সেই বৈপুল্যে।' [৪৬২]—মাথার উপরে দ্যুলোকের আর পায়ের তলায় পৃথিবীর মহাবৈপুল্য—দুইই আলো আর রসের নির্ঝর। আমাদের উৎসর্গের সাধনাকে দিনের পর দিন তাঁরা অভিষিক্ত এবং আপূরিত করুন তাঁদের আবেশে। পরমব্যোমে দেবগন্ধর্ব বিশ্বাবসুর যে সোম্য মধু-র উৎস,[১] মরমীয়ারা তার রসাস্বাদে বিভোর। সে-রস ওই দ্যুলোক আর এই পৃথিবীরই জ্যোতিঃক্ষর আনন্দ। একদিন রাতের আঁধার যখন ঘনিয়ে আসবে,[২] তখন এই পৃথিবীই মায়ের কোমল কোলখানি বিছিয়ে দেবেন আমাদের জন্য, দ্যুলোকের ব্যাপ্তিচৈতন্যকে দিকে-দিকে প্রসারিত করে আমাদের আশ্রয় দেবেন তাঁর মহাশরণে।[৩]

---

৪৬২ ঋ. মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাম্, পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ। তয়োর্ ইদ্ ঘৃতবৎ পয়ো বিপ্রা রিহন্তি ধীতিভিঃ, গন্ধর্বস্য ধ্রুবে পদে। স্যোনা পৃথিবী ভবা.নৃক্ষরা নিবেশনী, যচ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথঃ ১।২২।১৩-১৫। 'মিমিক্ষতাম্'> √ মিহ্, 'বর্ষণ করা' তু. মেঘ, মেহ, মেঢ্র। **ভরীম**> √ভৃ 'পোষণ করা, ভরে তোলা', তু. তে হি দ্যাবাপৃথিবী মাতরা মহী...উভে বিভৃত উভয়ং ভরীমভিঃ ১০।৬৪।১৪ ॥ 'ভর' আবেশ। [১]গন্ধর্বস্য ধ্রুবে পদে' তু. তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ, দিবী.ব চক্ষুর্ আততম্ ১।২২।২০। 'গন্ধর্ব' তু. 'দিব্যো গন্ধর্বঃ' সবিতা ১০।১৩৯।৫(৬)। [২]তু. হ্বয়ামি রাত্রিং জগতো নিবেশনীম্ ১।৩৫।১ (টী. ২৪২, ৩৯২)। [৩]শেষের মন্ত্রটি শৌ.র পিতৃমেধকাণ্ডে এইভাবে আছে: স্যোনা.স্মৈ ভব পৃথিব্য.নৃক্ষরা নিবেশনী, যচ্ছা.স্মৈ শর্ম সপ্রথাঃ ১৮।২।১৯। সুতরাং এটি মৃত্যুকালীন বা মৃত্যুত্তর প্রার্থনা হতে পারে। মাটিতে গোর দেওবার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। গোর দেওয়া হত হয় শবদেহকে বা দাহের পর অস্থিসঞ্চয়কে। আর্যসমাজে দুটি রীতিই প্রচলিত ছিল। এই প্রসঙ্গে বৃ.তে যাজ্ঞবল্ক্যের এই উক্তি প্রণিধেয়। আর্তভাগ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, পুরুষের মৃত্যুর পর তার প্রাণের 'উৎক্রান্তি' হয়, কি হয় না। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'না, এখানেই তা মিশে যায় (সমবনীয়ন্তে) ৩।২।১১। শবকে সমাহিত করা সমবনয়নের অনুকূল; আর দাহ করা উৎক্রান্তির অনুকূল। দুটি প্রথাকে মিলিয়ে পাই দাহের পর অস্থিসঞ্চয়কে গোর দেওবা—যেমন বৌদ্ধ অর্হৎদের বেলায়। এখন পর্যন্ত সাধুদের মধ্যে 'গাড়া পোড়া ভাসা' তিনটি রীতিই চলতি।

যেমন দ্যাবা-পৃথিবীর বন্ধনীর মধ্যে বিশ্বদেবগণের মণ্ডলী [৪৬৩], তেমনি মানুষের দিব্য জীবন—এই মর্ত্যভূমিতেই। সে-জীবন ঋতচ্ছন্দোময়, সোম্য মধু-র অনুভবে স্বাদিষ্ঠ। ঋষি গোতম রাহুগণের কণ্ঠে শুনি তার প্রশস্তি: 'মধু হয়ে বাতাসেরা (বয়ে চলে) ঋতকামের কাছে, মধু ক্ষরণ করে সিন্ধুরা। মধুমতী হ'ক আমাদের কাছে ওষধিরা। মধু হ'ক রাত্রি আর উষারা, মধুময় হ'ক পার্থিব লোক। মধু হ'ন দ্যুলোক—আমাদের পিতা যিনি। মধুমান্ হ'ক আমাদের কাছে বনস্পতি, মধুমান্ হ'ন সূর্য। মধুমতী হ'ক ধেনুরা আমাদের কাছে।'[১]—এইখানে এই পৃথিবীতে দাঁড়িয়েই আকাশে-বাতাসে-সূর্যে জলে-স্থলে স্থাবরে-জঙ্গমে অহোরাত্রের আবর্তনে অনুভব করা এক অমৃত আনন্দের হিল্লোল—এই তো দেবহিত জীবনের অনুত্তম সম্ভোগ, পার্থিব জীবনের দিব্য রূপান্তর।

এই গেল পৃথিবীর সামান্য পরিচয়। এবার আসা যাক স্বতন্ত্র দুটি পৃথিবীসূক্তের সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে।

ঋকসংহিতার একমাত্র পৃথিবীসূক্তটি আছে পঞ্চম মণ্ডলে। তিনটি ঋকের ছোট্ট একটি সূক্ত, ঋষি ভৌম অত্রি। মণ্ডলের প্রায় একচতুর্থাংশ তাঁর নিজের রচনা, বাকী তাঁরই বংশের অন্যান্য ঋষিদের। যথারীতি অগ্নিসূক্ত দিয়ে মণ্ডলটির শুরু হলেও, সেটি অত্রির নিজের রচনা নয় —এমন-কি একা অগ্নির উদ্দেশে তাঁর কোনও সূক্তই নাই, এটি লক্ষণীয়। তাঁর অধিকাংশ সূক্ত সঙ্কলিত হয়েছে মণ্ডলের শেষের দিকে, যেখানে সাধারণত প্রকীর্ণ দেবতাদের প্রশস্তি থাকে। অথচ অত্রি একজন প্রাচীন ঋষি, ঋক্‌সংহিতার বহুজায়গায় তাঁর উল্লেখ আছে। তিনি 'ভৌম' বা ভূমির পুত্র, তাঁর এ-পরিচয় গূঢ়ার্থক। একজায়গায় তিনি 'সপ্তবধ্রি' [৪৬৪], অর্থাৎ তাঁর মধ্যে আছে সাতটি 'বধ' বা শীর্ষণ্য প্রাণের স্তিমিতি[১]—এককথায় তিনি 'নচিকেতা'র মত পরমরহস্যের কিছুই জানেন না, একেবারে মাটির সঙ্গে যেন মাটি হয়ে আছেন। অথচ তাঁরই মধ্যে জাগে অগ্নির প্রেষণা এবং গোত্রভিদ্ ইন্দ্রের বজ্রতেজ, যাতে আধারের অনড় পাষাণের আড়াল ভেদ করে তিনি উজিয়ে যান পরমজ্যোতির দিকে, [২]তাঁরই কণ্ঠে ধ্বনিত হয় মর্ত্যের অমৃত-এষণার সেই পরমা ঋক্: 'উরৌ দেবা অনিবাধে স্যাম'—হে দেবগণ,

---

৪৬৩ দ্র. টীমূ. ১৪০[১]। [১]ঋ. মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মাধ্বীর্ নঃ সন্ত্বো.ষধীঃ। মধু নক্তম্ উতো.ষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধু দ্যৌর্ অস্তু নঃ পিতা। মধুমান্ নো বনস্পতির্ মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ, মাধ্বীর্ গাবো ভবন্তু নঃ ১।৯০।৬-৮। বাত সিন্ধু প্রভৃতি যেমন বাইরে, তেমনি ভিতরেও। বৈদিক ভাবনায় অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম দৃষ্টি সহচরিত। তার পর্যবসান সর্বাত্মভাবে (তু. ঈ. ৭, ছা. ৬।৮।৭...)।

৪৬৪ দ্র. ঋ. ১০।৩৯।৯। [১]মুখ, দুটি নাসারন্ধ্র. দুটি চোখ, দুটি কান—মাথার এই কয়টি ছিদ্রপথে বেরিয়ে আসছে প্রাণাগ্নির সাতটি শিখা, তারাই শীর্ষণ্য প্রাণ (তৈস. ৫।১।৭।১...)। এদের সঙ্গে মনকে যোগ করলে পাই ব্রহ্মের পাঁচটি দ্বারপাল (ছা. ৩।১৩।৬) বা 'ব্রহ্মগিরি' (ঐআ. ২।১।৮)। এদের 'বধ' বা অক্ষমতার সঙ্গে তু. সাংখ্যের একাদশ 'ইন্দ্রিয়বধ'। সপ্তবধ্রি নামটি আত্রেয়েরও (ঋ. ৫।৭৮।৫, দ্র. টী. ৪৪১৪)। [২]ইন্দ্রাগ্নী

২

আমরা যেন সেই বৈপুল্যে থাকতে পারি যার গভীরে নাই চলার বাধা।[৩] তাঁর ভাষায়, এ যেন ভোগবতীর অন্ধধারার সব ছাপিয়ে বিপুল হয়ে উজিয়ে চলা, সাপের মত জীর্ণ খোলস এইখানে ফেলে দিয়ে তার উধাও হওয়া।[৪] কপর্দী অর্থাৎ জটাধর জ্যোতির্ময় পূষার উদ্দেশে এই শুচি জ্যোতিষ্মৎ সোম্য মধু-র অভিযান, যার আবেশ আমাদের মধ্যে কন্যাকুমারিকাকে ফুটিয়ে তুলবে কলায়-কলায়।[৫] অত্রির এই মন্ত্রগুলির মধ্যে তাঁর শাক্ত-ভাবনার ইঙ্গিত পাই।[৬]

একই পৃথিবী তিন লোকে—এইখানে মৃন্ময়ী, অন্তরিক্ষে প্রাণময়ী, আর দ্যুলোকে চিন্ময়ী। কিন্তু দেহ-প্রাণ-মন আমাদের মধ্যে যেমন ওতপ্রোত, তিনটি লোকে পৃথিবীও তা-ই—সর্বত্রই তিনি দেবী, তিনি অদিতি বা অখণ্ডিতা অবন্ধনা আনন্ত্যচেতনা [৪৬৫]। এই ভাবনা অন্তঃস্থ রেখে ভৌম অত্রি মায়ের তিনটি বিভাবেরই প্রশস্তি উচ্চারণ করছেন তিনটি ঋকে। কিন্তু ঠিক পর্জন্যসূক্তের পরেই এ-সূক্তটির স্থান বলে মনে হয়, এটি দ্যুলোকের সুধার আসারে সিক্ত পৃথিবীর বর্ণনা, যখন অত্রিরই ভাষায় 'প্রতী.দং বিশ্বং মোদতে যৎ কিং চ পৃথিব্যাম্ অধি'—দিকে-দিকে এসবই নন্দিত হচ্ছে যা-কিছু আছে এই পৃথিবীতে।[১] এ পৃথিবীর কল্যাণী মাতৃমূর্তি, যাঁকে আমরা পুরাণে পাই গজলক্ষ্মী কমলার রূপে। তাইতে এখানে বর্ষণোচ্ছল অন্তরিক্ষ সূক্তটির পটভূমিকায়। যাস্কও নিঘণ্টুর অন্তরিক্ষস্থান পৃথিবীর বর্ণনারূপে এটিকে গ্রহণ করেছেন।[২]

য়ম্ অরথ উভা রাজেষু (ওজস্বিতার পরথ হয় যেখানে) মর্ত্যান্, দৃল্.হা চিৎ স প্র ভেদতি দ্যুম্না ৫।৮৬।১। [৩]উরৌ দেবা অনিবাধে স্যাম ৫।৪২।১৭, ৪৩।১৬ (দ্র. টীমু. ৩২)। এটি একটি একপদী ঋক্, উপনিষদের মহাবাক্যের মত। এর সঙ্গে তু. উরৌ মহাঁ অনিবাধে ববর্ধ (অগ্নি) ৩।১।১১। ৫।৪২।১৭র আগেই আছে, 'দেবোদেবঃ সুহবো (ডাকলেই যিনি সাড়া দেন) ভূতু মহ্যং মা নো মাতা পৃথিবী দুর্মতৌ ধাৎ।' এখানে পৃথিবীকে 'মাতা' বলা ল.। [৪]তু. বিপশ্চিতে (যিনি হৃদয়ের কাঁপনের খবর রাখেন) পবমানায় গায়ত, মহী ন ধারা অত্য্ অন্ধো অর্যতি, অহির্ ন জূর্ণাম্ অতি সর্পতি ত্বচম্ অত্যো (অশ্ব) ন ক্রীল.ন্ন্ অসরদ্ বৃ.ষা হরিঃ (বয়ে চলেছেন বীর্যবর্ষী জ্যোতির্ময় দেবতা) ৯।৮৬।৪৪। [৫]তু. অবতা (আগলে আছেন) নো অজাশ্বঃ (ছাগবাহন) পূষা য়ামনিয়ামনি (চলার পর্বে-পর্বে), আ ভক্ষৎ (আবিষ্ট হ'ন) কন্যাসু নঃ (কন্যাদের আমরা যাতে পাই)। অয়ং সোমঃ কপর্দিনে ঘৃতং (জ্যোতির্ময়) ন পবতে মধু, আ ভক্ষৎ…। অয়ং ত আঘৃণে (হে জ্যোতির্ময়, 'ঘৃণি'< √ঘৃ 'দীপ্ত হওবা, বয়ে চলা' আলোর ধারার ধ্বনি আছে) সুতো (নিঙড়ে-দেওয়া সোম) ঘৃতং ন পবতে শুচি, আ ভক্ষৎ…৯।৬৭।১০-১২। ছাগল পাহাড় বেয়ে অতি দুর্গম স্থানে চড়তে পারে, কোথাও তার পদস্খলন হয় না। তাই সে পূষার বাহন, যিনি অনুত্তরের দুর্গম পথে আমাদের দিশারী। এই পথের বাঁকগুলি হল 'যাম'। ঋ.তে পূষাকে আরেকজায়গায় 'কপর্দী' বলা হয়েছে (৬।৫৫।২), এবং একটি সূক্তে রুদ্রকে দুবার (১।১১৪।১,৫)। পূষার জটাজাল আলোকপুঞ্জের, আর রুদ্রের—মেঘের। পুরাণে রুদ্রই কপর্দী। 'কন্যা' বা কুমারী মেয়ে কৈশোর পর্যন্ত সোমগৃহীতা (১০।৮৫।৪০,৪১)। তা-ই থেকে তন্ত্রে সোমকলা তার উপমান। কলায়-কলায় তার উপচয় বোঝাতে এখানে বহুবচন। সরস্বতীও 'কন্যা চিত্রায়ুঃ' (৬।৪৯।৭)। বিশেষণটিতে এই আলোর উপচয়ের ধ্বনি আছে মনে হয়। [৬]পৃথিবী আদিজননী অদিতিরই এক রূপ। শৌ.তে অথর্বা বলছেন, 'মাতা ভূমিঃ পুত্রোঽহং পৃথিব্যাঃ' (১২।১।১২)। অত্রিও বিশেষ করে 'ভৌম'। বিদ্র. পরে। 'অত্রি' (তু. টী. ৩০০)।

৪৬৫ অদিতি 'অদীনা' ('অনুপক্ষীণা' দুর্গ) দেবমাতা (নি. ৪।২২),< √দা 'খণ্ড-খণ্ড করা; বাঁধা'। তিনিই সব (ঋ. ১।৮৯।১০)। বিদ্র. পরে। [১]ঋ. ৫।৮৩।৯। তু. পর্জন্যবাতা বৃ.ষভা পৃথিব্যাঃ ৬।৪৯।৬। [২]নি. ১১।৩৬।

প্রথম ঋকটিতে পৃথিবীর দিব্যরূপ। যেন তিরস্করণীর অন্তরাল হতে এক মহিমময়ী অপরূপার আবির্ভাব ঋষির চোখের সামনে : 'সত্যি, এ তো তা-ই। পর্বতদের আচ্ছিন্নতা বহন করছ, হে পৃথিবী। তুমি যে ভূমিকে ওগো নির্ঝরবতী, তোমার মহিমায় প্রস্ফুরিত করছ হে মহিমময়ী।' [৪৬৬]—পর্বতের তরঙ্গায়ণে বিপুলা পৃথ্বীর অভ্রভেদী যে-উত্তুঙ্গতা, তা তাঁর দিব্য মহিমাকে ফুটিয়ে তুলছে আমাদের চোখের সামনে। আদিত্য যখন উত্তরায়ণের চরমবিন্দুতে, দ্যুলোকে যখন জ্যোতির মহাপ্লাবন, পৃথিবীর শিখরে-শিখরে তখন মেঘমালার শৈল-সমারোহ।[১] প্রথম বর্ষণের ধারাসারে দ্যুলোকের আলোই যেন চিন্ময় প্রাণের ঢল নামিয়ে দিয়েছে পার্বতীর অঙ্গে-অঙ্গে অগণিত নির্ঝরের মুক্তধারায়। তার ছোঁয়ায় এইখানে এই মৃন্ময়ী ভূমির[২] অণুতে-অণুতে জাগল শ্যামল প্রাণের রোমাঞ্চ। দ্যুলোকের জ্যোতির্মহিমা নিষিক্ত হল ভূলোকের উচ্ছ্রিত আকৃতিতে। দ্যাবাপৃথিবী তখন একাকার, দিব্য আবেশে পৃথিবী চিন্ময়ী কমলা।

দ্বিতীয় ঋকে এই চিন্ময়ীকেই দেখি অন্তরিক্ষচারিণী প্রাণময়ীরূপে। দ্যুলোকের প্রশান্ত মহিমার জায়গায় তাঁর বর্ণনায় ফুটছে বজ্রে আর বিদ্যুতে ক্ষুব্ধ অন্তরিক্ষের ছবি। ঋষি বলছেন : 'স্তোমেরা তোমায় হে বিচরণশীলা, প্রতিধ্বনিত করছে ঝলকে-ঝলকে—যখন বেগে-ধাওয়া ওজস্বী অশ্বের মত সবছাওয়া (বিদ্যুৎকে) ছোটাও তুমি হে রজতশুভ্রা।' [৪৬৭]—বজ্রের গর্জনে অন্তরিক্ষ মন্দ্রিত। এ তো সেই মাধ্যমিকা বাকের ব্রহ্মঘোষে[১] পৃথিবীরই বন্দনাগান। এ-পৃথিবী তো শান্ত নয়—এ যে বাত্যায় ক্ষুব্ধ, বজ্রে থরথর, বর্ষণে টলমল, বিদ্যুতের ঝলকে এই আলো এই কালো।[২] তাঁর বুকে বিদ্যুৎ চমকায় যখন, সব তখন ঝলমলিয়ে ওঠে। মনে হয়, অধৃষ্য প্রাণের উচ্ছ্বাস তাঁর হৃদয় হতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সবার উপরে তুরঙ্গবেগে, দীপ্ত প্রচ্ছটায় অসাড়ের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে। অথবা অভ্রংলিহ তুঙ্গতায় তাঁর তুষারশুভ্রতা নিঃশব্দসঞ্চার প্রাণের গঙ্গোত্রী, খরপ্রবাহে অজস্র-

---

৪৬৬ ঋ. বল্. ইত্থা পর্বতানাং খিদ্রং বিভর্ষি পৃথিবি, প্র য়া ভূমিং প্রবত্বতি মহ্না জিনোষি মহিনি ৫।৮৪।১। [১]'পর্বত' মেঘ (নি. ১।১০)। 'খিদ্র' < √ খিদ্ 'থামচানো', ছেঁড়া-ছেঁড়া টুকরা। [২]'ভূমি'—চোখের সামনে বিশ্বরূপা 'হচ্ছেন' বলে; আর 'পৃথিবী'—স্বরূপত বিপুলা বলে।

৪৬৭ ঋ. স্তোমাসস্ ত্বা বিচারিণি প্রতি ষ্টোভন্ত্য্ অক্তুভিঃ, প্র য়া বাজং ন হেষন্তং পেরুম্ অস্যস্য্ অর্জুনি ৫।৮৪।২। বজ্র ও বিদ্যুতের ছবির জন্য দ্র. ৫।৮৩।১,২,৩,৪,৭। **অক্তু** < √অঞ্জ্ 'প্রকাশ পাওয়া; কাজল লেপা'—দুই বিপরীত অর্থই বোঝাতে পারে। এখানে বিদ্যুতের ঝলক। **হেষন্তম্** < √ হি 'ছোটান; ছুটে চলা' (স); তু. হেষস্ ১০।৮৯।১২, হেষস্বৎ ৬।৩।৩। **পেরু** < √ পী 'ফেঁপে ওঠা' বা পৃ 'পূর্ণ করা'—অপাংনপাতের বিশেষণ ৭।৩৫।১৩, যিনি বৈদ্যুত অগ্নি। আবার সোমও 'পেরু' ১০।৩৬।৮। [১]মাধ্যমিকা বাক্ অন্তরিক্ষে মেঘের গর্জন নি. ১১।২৭, ১০।৪৬। তু. বৃ. তদ্ এতদ্ এবৈ.ষা দৈবী বাগ্ অনুবদতি স্তনয়িত্নুর্ দ দ দ ইতি ৫।২।৩। [২]তাই 'বিচারিণী'। অনন্য প্রয়োগ। তু. উষা এবং নক্তা 'বিরূপে…বিচরন্তী' ৬।৪৯।৩। [৩]যেন অন্তরিক্ষে উচ্ছ্রিতা হৈমবতীর রূপ। পৃথিবীর এ-রূপের সঙ্গে ঋ.র ঋষিদের পরিচয় যে ঘনিষ্ঠ ছিল তা বোঝা যায় 'ইমে হিমবন্তো মহিত্বা' বলে তার প্রত্যক্ষগোচরতার উল্লেখে ১০।১২১।৪; তু. শৌ. ১২।১।১১।

নিঝ'রিত প্রাণোল্লাসের মহাশ্বেতা ধাত্রী।[৩] তখন তাঁরই প্রশস্তি মুখর হয়ে ওঠে পাহাড়ের জটায়-জটায় উপলব্যথিতগতি স্রোতস্বিনীর কলস্বনে।

তারপর দ্যুলোকে যিনি চিন্ময়ী, অন্তরিক্ষে প্রাণোচ্ছলা, তাঁকেই এখানে দেখি সর্বংসহা মৃন্ময়ীরূপে। তখন তাঁর শক্তির প্রকাশ ক্ষান্তিতে, দ্যুলোক আর অন্তরিক্ষের ঋদ্ধির কেন্দ্রানুগ সঙ্কর্ষণে। অত্রির ভাষায়: 'তুমি যে অনড় থেকে বনস্পতিদের ধরে থাক ক্ষমা আর ওজঃ দিয়ে—যখন তোমার অভ্রের বিদ্যুতের আর দ্যুলোকের বৃষ্টিরা ঝরে পড়ে।' [৪৬৮]—জীবধাত্রী এই ভূমি, যাঁর 'কোলে নাচি শস্যে বাঁচি তৃষ্ণা জুড়াই যাঁর জলে'—তিনিই তো আমাদের মা। এইখানে এই সমভূমিতে গিরিশৃঙ্গে উচ্ছ্রিত তাঁর মহিমা সন্নত হয়েছে বনস্পতিতে—যা আমাদের দ্যুলোকাভিসারী অভীপ্সার বহ্নিশিখার প্রতীক। তাদেরই মত আমরা তাঁর বুক আঁকড়ে এখানে পড়ে আছি। যেমন তারা দ্যুলোকের আলোর প্লাবনে রোমাঞ্চিত, তেমনি অন্তরিক্ষের ঝঞ্ঝার তাড়নে পর্যুদস্ত। তখন সে-সঙ্কট হতে তুমি তাদের বাঁচাও অনড় থেকে, বুকের কাছটিতে সবলে তাদের জাপটে ধর। ক্ষান্তিতেই তখন তোমার ওজস্বিতার পরিচয়। অথচ তোমার এই স্থৈর্য বিশ্বরূপের পাদপীঠ, প্রাণ ও চেতনার উন্মেষের দৃঢ় আধার।' তাই তোমার বুক ফুঁড়ে গজায় অজর প্রাণের বনস্পতি, তোমার মেঘে-মেঘে তোমারই অন্তর্গূঢ় রসের সঞ্চয়। অন্তরিক্ষের বিদ্যুতে আর দ্যুলোকের আলোকে তারাই আবার ফিরে আসে তোমার বুকে চিন্ময় প্রাণের ধারাসার হয়ে।[২]

অত্রির পৃথিবী ত্রিভুবনেশ্বরী—দ্যুলোকে 'মহিনী', অন্তরিক্ষে 'বিচারিণী' আর এইখানে 'দৃঢ়া'। বর্ষায় তাঁর রূপ কল্যাণতম, তখন তিনি পর্জন্যের ধারাসারে অভিষিক্তা কমলা—যে-অভিষেকে আলো আর প্রাণের পরম নিঝ'রণ আমাদের 'পরে। তাঁর প্রশস্তির উপক্রমে পর্জন্যের এবং উপসংহারে বরুণের প্রশস্তি, এও লক্ষণীয়। অত্রির সূক্তকে পৃথিবীভাবনার বীজ বলে ধরা যেতে পারে। শৌনকসংহিতায় অথর্বার সুদীর্ঘ পৃথিবীসূক্তটি তারই প্রপঞ্চন। গ্রন্থবিস্তারের ভয়ে এই অনুপম সূক্তটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি মাত্র এখানে দেওয়া হল:

---

৪৬৮ ঋ. দৃল্‌হা চিদ্ য়া বনস্পতীন্ ক্ষ্মরা দর্ধর্ষ্য্‌ ওজসা, য়ৎ তে অভ্রস্য বিদ্যুতো দিবো বর্ষন্তি বৃষ্টয়ঃ ৫।৮৪।৩। 'বনস্পতি'তে শতশিখাপ্রসারী অগ্নির ধ্বনি আছে, যেমন 'বৃষ্টি'তে আছে সোমের। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে, অভীপ্সার আগুন উজিয়ে চলছে, আর প্রসাদের অমৃতধারা ঝরে পড়ছে (দ্র. ১।৯৩ সূ.)। **ক্ষ্মা** < ক্ষমা < √ক্ষম্ 'নিবৃত্ত হওয়া, ক্ষান্ত হওয়া'—ইঙ্গিত করছে পৃথিবীর ক্ষান্তি, তিতিক্ষা (শৌ. ১২।১।৪৮) এবং প্রতিষ্ঠার দিকে। 'ক্ষ্মা' মৃন্ময়ী, 'ভূমি' প্রাণময়ী আর 'পৃথিবী' চিন্ময়ী। 'দিবঃ' ষষ্ঠী বিভক্তি। 'অভ্র' পৃথিবীর কাছাকাছি, বিদ্যুৎ অন্তরিক্ষে। অমৃতধারা ঝরছে তিনটি লোক হতেই। [২]দৃঢ়া পৃথিবীতে উচ্ছ্রিত বনস্পতি, তার শাখা-প্রশাখায় ঝড়ের মাতন, তারপর উধ্ব'ভুবন হতে ধারাবর্ষণ—এই ছবির অধ্যাত্মব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট।

ঋষি বলছেন :

'বৃহৎ সত্য আর ওজস্বী ঋত, দীক্ষা আর যজ্ঞ, তপস্যা আর বৃহতের ভাবনা—এরাই পৃথিবীকে ধরে আছে। আমাদের যা হয়েছে এবং যা হবে, তিনি তার ঈশ্বরী। বিশাল লোক রচুন পৃথিবী আমাদের জন্যে [৪৬৯]।

'যাঁতে আছে সমুদ্র এবং সিন্ধু, আছে জলের ধারাসার, যাঁতে অন্ন আর কর্ষকেরা হয়েছে সম্ভূত; যাঁর 'পরে থরথরিয়ে ওঠে এই যা-কিছু নিঃশ্বাস ফেলে আর নড়ে-চড়ে, সেই ভূমি আমাদের প্রথমপানের অধিকার দিন [৪৭০]।

'যাঁর উপরে পূর্বতন পূর্বপুরুষেরা কত-কিছুই করে গেছেন, যাঁর উপরে দেবতারা অসুরদের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন, গো অশ্ব আর পাখির যিনি বিচিত্র আশ্রয়, সেই পৃথিবী আবেশ আর তেজ আমাদের মধ্যে করুন নিহিত [৪৭১]।

'যিনি বিশ্বম্ভরা, জ্যোতির আধার, (সবার) প্রতিষ্ঠা, হিরণ্যবক্ষা, জগৎকে তলিয়ে

---

৪৬৯ শৌ. সত্যং বৃহদ্ ঋতম্ উগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম য়জ্ঞঃ পৃথিরীং ধারয়ন্তি, সা নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্ন্য্, উরুং লোকং পৃথিরী নঃ কৃণোতু ১২।১।১। পার্থিব জীবনের সার্থকতার সূচনা ব্রহ্মচর্য তপস্যা এবং যজ্ঞ-দীক্ষায়, আর তার পর্যবসান ঋত ও সত্যের উপলব্ধিতে। আমরা যা হয়েছি এবং যা হব, এই পৃথিবীই তার নিয়ামিকা, এঁকে ধরেই আমরা উত্তীর্ণ হব পরমব্যোমের অনিবাধ বৈপুল্যে। 'সত্য' ব্রহ্ম, আর 'ঋত' তাঁর শক্তি—যার মধ্যে আছে 'উগ্রতা' (< √ ৱজ্, 'দুর্ধর্ষ হওয়া') বা অনৃতকে পরাভূত করবার বজ্রবীর্য। 'যজ্ঞ' আর 'তপঃ' বিচ্ছিন্নভাবে সাধনায় যথাক্রমে ঋষিধারা আর মুনিধারার সূচক, যদিও বৈদিক ভাবনায় দুয়ে কোনও বিরোধ নাই। গীতাতেও ভগবানকে দেখি 'ভোক্তারং য়জ্ঞতপসাম্' (৫।২৯)। 'ভূতস্য ভব্যস্য পত্নী' তু. ক. ২।১।১২, ১৩। 'উরু লোক' দ্র, টী. ৩৪।...পৃথিবীর এই চিন্ময় রূপের পাশাপাশিই তাঁকে চিত্রিত করা হয়েছে বন্ধুরগাত্রী মৃন্ময়ী শ্যামা ধরিত্রীরূপে (২)। তার পরেই

৪৭০ শৌ. য়স্যাং সমুদ্র উত সিন্ধুর্ আপো য়স্যাম্ অন্নং কৃষ্টয়ঃ সম্‌বভূবুঃ, য়স্যাম্ ইদং জিন্বতি প্রাণদ্ এজৎ সা নো ভূমিঃ পূর্বপেয়ে দধাতু ১২।১।৩। সমুদ্রবসনা পৃথিবী, বুকে সিন্ধুর হার। সেই পৃথিবীকে মানুষ কর্ষণ করছে অন্নের জন্য। দ্যুলোক হতে তাঁর উপরে প্রাণ ঝরছে ধারাসারে, আর তাইতে নবজীবনের উচ্ছ্বাস থরথরিয়ে উঠছে দিকে-দিকে। এই প্রাণকে জয় করে প্রথম অমৃত পানের অধিকার পৃথিবীই আমাদের দেবেন।—'আপঃ'='দেৱীর্ আপঃ', দ্যুলোক হতে নির্ঝরিত চিন্ময় প্রাণের ধারা, যারা সিন্ধু আর সমুদ্রকে পূর্ণ করেছে। পৃথিবীর জড়ত্ব কর্ষণের ফলে রূপান্তরিত হচ্ছে 'অন্নে' যা প্রাণ ও চেতনার পোষক (দ্র. ছা. ৬।৫)। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে 'কৃষ্টি' বা কর্ষক তাই প্রবর্ত সাধক। 'এজৎ' সামান্যস্পন্দের সূচক (তু. ক. ২।৩।২)। 'পূর্বপেয়' বা সোমের প্রথম পান বিশেষ করে বায়ুর (ঋ. ১।১৩৫।৪, ৭।৯২।১)। জড় রূপান্তরিত প্রাণে। কিন্তু সে-প্রাণ চঞ্চল, তাকে জয় না করলে অমৃত আনন্দের আস্বাদন পাওয়া যায় না (তু. শ্বে. অগ্নির্ য়ত্রা. ভিমথ্যতে ৱায়ুর্ য়ত্রা. ধিরুধ্যতে, সোমো য়ত্রা. তিরিচ্যতে ২।৬)।...এই ভাবনারই অনুবৃত্তি তার পরের মন্ত্রে—দিকে-দিকে অন্নপূর্ণার প্রাণের উল্লাস, যা অন্নময় সত্তার গভীরে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করছে চিন্ময় সত্তায় ('গোষ্, অপ্য্, অন্নে দধাতু') ৪। তার পর

৪৭১ শৌ. য়স্যাং পূর্বে পূর্বজনা ৱিচক্রিরে য়স্যাং দেৱা অসুরান্ অভ্য্, অৱর্তয়ন, গৱাম্ অশ্বানাং ৱয়সশ্ চ ৱিষ্ঠা ভগং ৱর্চঃ পৃথিরী নো দধাতু ১২।১।৫। যুগ-যুগ ধরে মানুষের প্রাণের তপস্যা চলছে এই পৃথিবীর 'পরে, আর তাইতে অসুরশক্তির উপর দেবশক্তি হচ্ছে বিজয়ী। এই পৃথিবীতেই মানুষ আঁধারের গহনে আলোর সন্ধান পায়, দুর্ধর্ষ ওজঃশক্তিতে তাকে অধিগত ক'রে আকাশে পাখা মেলে। তার সিদ্ধির মূলে চিন্ময়ী পৃথিবীরই আবেশ ও শক্তিপাত।—'ৱিচক্রিরে'—বি-কৃতি এখানে বিশিষ্ট কৃতি, অব্যাকৃতের ব্যাকৃতি (তু. ক্ষেত্রে য়স্যা ৱিকুর্বতে ৪৩)—যেমন জড় হতে অন্নের, অন্ন হতে প্রাণের ইত্যাদি। তৈউ.র দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বল্লীতে তার প্রপঞ্চন আছে। 'ৱিষ্ঠা' তু. ঋ. য়াৱদ্ ব্রহ্ম ৱিষ্ঠিতম্ ১০।১১৪।৮।

দেন (অব্যক্তে) ; অথচ বৈশ্বানরকে ধারণ করে আছেন যে-ভূমি, ইন্দ্র যাঁর বৃষভ, তিনি আমাদের স্থাপন করুন অগ্নিস্রোতে [৪৭২]।

'যিনি আদিতে ঢেউখেলানো সমুদ্রে ছিলেন সলিল হয়ে, প্রজ্ঞার কৌশল্যে যাঁর অনুগমন করলেন মনীষীরা, যে-পৃথিবীর অমৃত হৃদয় রয়েছে পরমব্যোমে সত্যের দ্বারা আবৃত হয়ে, সেই ভূমি আমাদের প্রতিষ্ঠিত করুন বীর্যের ঔজ্জ্বল্যে, বলে এবং অনুত্তম রাষ্ট্রে [৪৭৩]।

'তোমার গিরিরা আর হিমে-ছাওয়া পর্বতেরা আর তোমার অরণ্যরা হে পৃথিবী, সুখদায়ী হ'ক। যে-পৃথিবী পিঙ্গলা কৃষ্ণা এবং লোহিতা, বিশ্বরূপা ধ্রুবা এবং ইন্দ্ররক্ষিতা, সেই ভূমিতে সেই পৃথিবীতে অজিত অহত এবং অক্ষত হয়ে আমি যেন হই অধিষ্ঠিত [৪৭৪]।

'যা তোমার মধ্য হে পৃথিবী, যা তোমার নাভি, তোমার তনু হতে সম্ভূত যত আবর্জনের বীর্য, তাদের নিহিত কর আমাদের মধ্যে, আমাদের প্রতি হও পবমানা। ভূমি আমার মাতা, আমি পৃথিবীর পুত্র। পর্জন্য আমার পিতা। আমাদের আপূরিত করুন তিনি [৪৭৫]।

---

৪৭২ শৌ. বিশ্বম্ভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশনী, বৈশ্বানরং বিভ্রতী ভূমির্ অগ্নিম্ ইন্দ্রঋষভা দ্রবিণে নো দধাতু ১২।১।৬। সবার প্রতিষ্ঠা ধাত্রী এবং প্রলয় তিনি—মৃন্ময়ী হয়েও হিরণ্যবক্ষা চিন্ময়ী। তিনি ধেনু, ইন্দ্র তাঁর বৃষভ। তাঁর নাড়ীতে-নাড়ীতে অগ্নিস্রোত ; তা-ই তিনি ঢালেন আমাদের মধ্যে।—'জগতো নিবেশনী' তু. ঋ. ১।৩৫।১, ২২।১৫। 'ইন্দ্র' এখানে বর্ষকর্মের দেবতা (তু. নি. ৭।১০।২) যার ফলে জড়ে প্রাণ জাগে।…তার পরের মন্ত্রে : 'দেবতারা অপ্রমত্ত থেকে নিত্য পৃথিবীকে রক্ষা করছেন, তাইতে আমরা পাই তেজ, পাই আনন্দ' (৭)। এই তাঁর পরম মহিমা :

৪৭৩ শৌ. যা.র্ণবে ঽধি সলিলম্ অগ্র আসীদ্ যাং মায়াভির্ অন্ব্ অচরন্ মনীষিণঃ, যস্যা হৃদয়ং পরমে ব্যোমন্ত্ সত্যেনা.বৃ.তম্ অমৃতং পৃথিব্যাঃ, সা নো ত্বিষিং বলং রাষ্ট্রে দধাতু.ত্তমে ১২।১।৮। পরমব্যোমে কারণ-সমুদ্র থৈ-থৈ করছে, তার গহন গভীরে পৃথিবীর অব্যাকৃত সত্তা বয়ে চলেছে চিন্ময় প্রাণের স্রোত হয়ে, তাঁর মাতৃহৃদয়ের আকূতি সেইখানে সত্য এবং অমৃত হয়ে আছে। মনীষীরা তার সন্ধান রাখেন। নিঃশ্রেয়সের সেই পরম ধাম হতে আমাদের অভ্যুদয়কে তিনি জয়ন্ত করুন। তু. নাসদীয়সূক্ত ঋ. ১০।১২৯।১,৩,৪। 'মায়া' মরমীয়ার সেই প্রজ্ঞান (নি. ৩।৯৭), যা বস্তুত অনির্বচনীয় (তু. কে. ২।১-৩)। 'ত্বিষি' ॥ ত্বিষী ॥ তবিষী < √তু 'সমর্থ হওয়া, প্রবল হওয়া', সূর্যকিরণের ক্রমে উজ্জ্বল হওয়ার মত। 'ত্বিষি'র ইঙ্গিত প্রজ্ঞার দিকে, 'বলে'র প্রাণের দিকে। প্রজ্ঞা আর প্রাণ ওতপ্রোত। 'রাষ্ট্র' নির্ভর করছে 'ক্ষত্র' বা ক্ষাত্রশক্তির উপর। 'ক্ষত্র' এবং 'ব্রহ্ম' সহচরিত (দ্র. ক. ১।২।২৫, বেমী. পৃ. ১৭৬, টী. ৩৮৪)। একটি অভ্যুদয়ের সাধন, আরেকটি নিঃশ্রেয়সের। দুইই চাই।…তার পর দুটি মন্ত্রে 'নদীজপমালাধৃতপ্রান্তরা', ইন্দ্রগুপ্তা, দ্যুলোকের আলোকের সপ্তপদীর দ্বারা আক্রান্তা পৃথিবীর বর্ণনা (৯,১০)। তার পরেই :

৪৭৪ শৌ. গিরয়স্ তে পর্বতা হিমবন্তো ঽরণ্যং তে পৃথিবি স্যোনম্ অস্তু, বভ্রুং কৃষ্ণাং রোহিণীং বিশ্বরূপাং ধ্রুবাং ভূমিং পৃথিবীম্ ইন্দ্রগুপ্তাম্, অজীতোঽহতো অক্ষতো অধ্যষ্ঠাং পৃথিবীম্ অহম্ ১২।১।১১। হিমাচলের তুষারশৃঙ্গের নীচে-নীচে পর্বতের নীল ঢেউ থরে-থরে নেমে এসেছে। তারপর তরাইয়ের সুশ্যামল অরণ্যগহন। তারও পরে কোথাও ময়ূরকণ্ঠী কোথাও নীলাম্বরী কোথাও-বা রাঙা-চেলী-পরা পৃথিবীর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম গিরিসানু হতে। আর ভাবলাম, আমি অজিত অহত অক্ষত—আমি এই পৃথিবীর অধীশ্বর।—'গিরি' শিখর, 'পর্বত' ঢেউখেলানো পাহাড় (নি. ১।২০।৫)। 'হিমবন্তঃ' তু. ঋ. ১০।১২১।৪।

৪৭৫ শৌ. যৎ তে মধ্যং পৃথিবি যচ্ চ নভ্যং যাস্ ত উর্জস্ তন্বঃ সংবভূবুঃ, তাসু নো ধেহ্য্ অভি নঃ পবস্ব

'বেদি রচনা করেন যে-ভূমিকে ঘিরে, যাঁতে যজ্ঞকে বিতত করেন বিশ্বকর্মারা, পোঁতা হয় যে-পৃথিবীতে যূপের স্বরুদের ঊর্ধ্ব এবং শুভ্র করে আহুতির আগে, সেই ভূমি আমাদের সংবর্ধিত করুন বর্ধমান হয়ে [৪৭৬]।

'তোমা হতে জন্ম নিয়ে তোমাতেই বিচরণ করে মর্ত্যেরা, তুমি বহন কর দ্বিপদ আর চতুষ্পদদের। তোমারই হে পৃথিবী, এই পঞ্চজন—যে-মর্ত্যদের 'পরে সূর্য উদিত হয়ে রশ্মিজালের দ্বারা বিছিয়ে দেন অমৃতজ্যোতি [৪৭৭]।

'ওইসব প্রজাদের কামদুঘা কর আমাদের কাছে; বাকের মধু হে পৃথিবী, নিহিত কর আমার মধ্যে [৪৭৮]।

মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ, পর্জন্যঃ পিতা স উ নঃ পিপর্তু ১২।১।১২। পরমব্যোমে ঝলমল করছে পৃথিবীর হিরণ্যহৃদয়, বৈশ্বানরের জ্বলদর্চিঃ তাঁর নাভিতে, তাঁর তনু হতে বিকীর্ণ হচ্ছে রূপান্তরের সন্দীপন বীর্য। সোম্য আনন্দের নির্মল নির্ঝর তিনি আমাদের মধ্যে। এই পৃথিবী আমার মাতা, আমি তাঁর পুত্র। রেতোধা পর্জন্য আমাদের পিতা, তাঁর ধারাসার সিক্ত আপ্লুত উচ্ছ্বসিত করুক আমাদের আধার। 'মধ্য' হৃদয়, তু. তৈব্রা. আত্মা হৃদয়ে ৩।১০।৮।৯ + শ. মধ্যতো হ্য়য়ম্ আত্মা ৬।২।২।১৩; ক. ২।১।১২; **নভ্য**<'নাভি'<√√নভ্॥ নহ্, 'বাঁধা', তু. ঋ. চক্রম্ একং ত্রীণি নভ্যানি ১।১৬৪।৪৮। নাভি সমস্ত দেহের মধ্যদেশ (শ. ১।১।২।২৩) এবং অন্নের প্রতিষ্ঠাস্থান (শ. ৩।৩।৪।২৮); সেইখানে থেকে বৈশ্বানর অন্নকে জীর্ণ করেন (শ. ১৪।৮।১০।১)। **ঊর্জ**—নিঘ.তে অন্ন (২।৭); ব্যু.লভ্য অর্থ 'বল' যা এখানে অন্নেরই রূপান্তর (তু. ছা. ৬।৪-৫)। পৃথিবী অন্নপূর্ণা, তাঁর অন্নরস 'পিতু' যা সোমকেও বোঝায় (তু. ঋ. অন্নসূক্ত ১।১৮৭)। ভাবনার অনুষঙ্গ এই: পৃথিবী অন্নপূর্ণারূপে আমাদের মাতা। তাঁর অন্নের পরিপাক করেন বৈশ্বানর অগ্নি। তাইতে তা রূপান্তরিত হয় প্রাণ ও মনের বীর্যে এবং সোম্য আনন্দে। সে-আনন্দ দ্যুলোককে ছুঁয়ে আবার নির্ঝরিত হয় এইখানে।

৪৭৬ শৌ. যস্যাং বেদিং পরিগৃহ্ণন্তি ভূম্যাং যস্যাং যজ্ঞং তন্বতে বিশ্বকর্মাণঃ, যস্যাং মীয়ন্তে স্বরবঃ পৃথিব্যাম্ ঊর্ধ্বাঃ শুক্রা আহুত্যাঃ পুরস্তাৎ, সা নো ভূমির্ বর্ধয়দ্ বর্ধমানা ১২।১।১৩। পৃথিবী গুটিয়ে আসেন দেবযজন-ভূমিতে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই দেহ সেই ভূমি। সেখানে সুষুম্ণাকাণ্ডে প্রাণের সংযমনে তার ঊর্ধ্বপ্রবাহ মূর্ধন্যকমলে সংহত হয় একটি জ্যোতির্ময় কর্ণিকায়। তখন এই শরীরই রূপান্তরিত হয় আকাশশরীরে।··· **বিশ্বকর্মা** পরমপুরুষ (ঋ. ১০।৮১, ৮২ সূ.), সৃষ্টি তাঁর যজ্ঞ বা আত্মাহুতি (ঋ. ১০।৯০ সূ.)। মানুষের যজ্ঞ তারই অনুকৃতি, তা অধ্যাত্মসৃষ্টি। তাই ঋত্বিকরা 'বিশ্বকর্মা'। **স্বরু** যূপ চাঁচবার সময় ছিটকে-পড়া কাঠের টুকরা, অনেকসময় যূপকেই বোঝায়—যেমন এখানে। ব্যু.লভ্য অর্থ 'স্ফুলিঙ্গ'<স্বর্ 'আলো'। আদিত্যের সঙ্গে যূপের উপমা তৈব্রা. ২।১।৫।২। বস্তুত আদিত্যে পৌঁছবার জন্যই যূপ 'ঊর্ধ্ব' এবং 'শুক্র'—একটি জ্যোতিঃস্তম্ভের মত। তার মাথায় যে 'চষাল' বা ছোট্ট একটি কাঠের টুকরা, তা অধ্যাত্মদৃষ্টিতে 'মূর্ধন্যপুষ্করে'র (ঋ. ৬।১৬।১৩) কর্ণিকা। প্রাণকে এমনি ঊর্ধ্বস্রোতা করতে হয় আহুতি দেবার আগে। তার ফলে দেহচেতনার ব্যাপ্তি ঘটে (তু. শৌ. ১২।১।৫৩; যোসূ. মহাবিদেহধারণা ৩।৪৩। দ্র. তৈউ. ১।৬)। দ্র. বেমী. 'বনস্পতি'।···এই ব্যাপ্তিচৈতন্যের ফল সমস্ত বিরুদ্ধশক্তির উপর বিজয় (শৌ. ১২।১।১৪; তু. তৈউ. ব্রহ্মণঃ পরিমরঃ ৩।১০।৪)। তার পরের মন্ত্র:

৪৭৭ শৌ. ত্বজ্ জাতাস্ ত্বয়ি চরন্তি মর্ত্যাস্ ত্বং বিভর্ষি দ্বিপদস্ ত্বং চতুষ্পদঃ, তবেমে পৃথিবি পঞ্চ মানবা যেভ্যো জ্যোতির্ অমৃতং মর্ত্যেভ্য উদ্যন্ত্ সূর্যো রশ্মিভির্ আতনোতি ১২।১।১৫। পৃথিবী ভূতজননী ভূতধাত্রী। এই ভূতগ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল মানুষ, আদিত্যজ্যোতিতে যারা এই পৃথিবীতে থেকেই মর্ত্য হয়েও পায় অমৃতের অধিকার।—'পঞ্চ মানবাঃ' দ্র. টী. ২৩১৩।

৪৭৮ শৌ. তা নঃ প্রজাঃ সং দুহ্রতাং সমগ্রা বাচো মধু পৃথিবী ধেহি মহ্যম্ ১২।১।১৬। পৃথিবীর যে যেখানে জন্মেছে সবাই আমাদের কাছে হ'ক সোম্য আনন্দের নির্ঝর, তাদের সবার প্রতি আমার বাক্ হ'ক মধুমত্তমা। তু. ঋ. ১।৯০।৬-৮; শৌ. ১২।১।৫৮; তৈউ. ১।৪।১।···তার পরের মন্ত্র: এই সুখদা শ্যামলী কল্যাণী মাতাকে ধরে আছে ধর্ম; তাইতে আমরা তাঁরই অনুচর (তু. শৌ. ১২।১।১)। তার পর

'মহান্ শক্তিকূট তুমি, হয়েছ মহতী। মহান্ বেগ স্পন্দন আর কম্পন তোমার। মহান্ ইন্দ্র তোমায় রক্ষা করেন অপ্রমত্ত হয়ে। সেই তুমি আমাদের হে ভূমি, সামনে আলো ঢেলে চল—হিরণ্য(জ্যোতির) যেন পূর্ণদর্শন পাই। আমাদের যেন দ্বেষ না করে কেউ [৪৭৯]।

'আগুনের বসন-পরা (এই) পৃথিবী, শ্যামল তাঁর কোল। বীর্যে উপচে তুলে শাণিত আমায় করুন তিনি [৪৮০]।

'ভূমিতেই (মানুষেরা) দেবতাদের উদ্দেশে দেয় যজ্ঞের হবি—অরের মত ক'রে। ভূমিতেই মানুষেরা জীবন কাটায় আপনাতে আপনি থেকে আর অন্নের সহায়ে—মর্ত্য হয়েও। সেই ভূমি আমাদের মধ্যে প্রাণ আর আয়ু করুন নিহিত। জরায় পৌঁছই—পৃথিবী আমায় এমন করুন [৪৮১]।

'তোমার যে-গন্ধ হে পৃথিবী, সম্ভূত হয়েছে, যাকে বহন করছে ওষধিরা, যাকে অপ্‌এরা ; যাতে গন্ধর্বেরা আর অপ্সরারা হয় নিবিষ্ট, তা-ই দিয়ে আমায় সুরভি কর। আমায় যেন দ্বেষ না করে কেউ [৪৮২]।

---

৪৭৯ শৌ. মহৎ সধস্থং মহতী বভূবিথ মহান্ বেগ এজথুর্ বেপথুষ্‌. টে. মহাংস্ ত্বে.ন্দ্রো রক্ষত্য অপ্রমাদম্, সা নো ভূমে প্র রোচয় হিরণ্যস্যে.ব সংদৃশি মা নো দ্বিক্ষত কশ্‌ চন ১২।১।১৮। মহিমময়ী এই পৃথিবী, সমস্ত চিৎশক্তির সঙ্গমনী। ইন্দ্ররক্ষিতা তাঁর মধ্যে স্পন্দিত কম্পিত প্রাণ মহাবেগে ছুটে চলেছে। আমাদের মধ্যে আলো ফোটানোই তাঁর ব্রত, যা একদিন হিরণ্যজ্যোতির সম্যক্ দর্শনে আমাদের করবে কৃতার্থ। ব্রহ্মদ্বেষীরা সেদিন আর আমাদের নাগাল পাবে না।...'এজথু' প্রাণের আত্মস্পন্দ (তু. ক. ২।৩।২), তাই বাড়তে-বাড়তে হয় 'বেপথু' এবং 'বেগ' (তু. বাকের ঝড়ের মত বয়ে চলা ঋ. ১০।১২৫।৮)। 'হিরণ্য' পরমজ্যোতির উপমান, কেননা ধাতুর মধ্যে তা অমলিন। পরমদেবতা বরুণের চারদিকে হিরণ্যজ্যোতির আড়াল (১।২৫।১৩); তু. ছা. পরম-পুরুষের বর্ণনা ১।৬।৬। < √হৃ॥ ঘৃ 'জ্বলজ্বল করা'। 'সংদৃক্' তু. ঋ. ১০।৮২।২, বেমী. টীমূ. ১৩৩। তারপর দুটি মন্ত্রে পৃথিবীর দেবতা অগ্নির সর্বব্যাপিত্বের বর্ণনা দিয়ে পৃথিবীকে বলা হচ্ছে

৪৮০ শৌ. অগ্নিবাসা পৃথিব্য্‌ অসিতজ্ঞূস্ ত্বিষীমন্তং সংশিতং মা কৃণোতু ১২।১।২১। মনের চোখে দেখছি পৃথিবীকে—আগুনের বসন-পরা শামলা মেয়ে, কোল পেতে দিয়েছেন সবার জন্য। এই শ্যামলীর কাছেই চাই শাণিত বীর্যের প্রসাদ।—'অসিতজ্ঞু'=অসিতজানু।

৪৮১ ভূম্যাং দেবেভ্যো দদতি যজ্ঞং হব্যম্ অরংকৃতম্, ভূম্যাং মনুষ্যা জীবন্তি স্বধয়া.ন্নেন মর্ত্যাঃ, সা নো ভূমিঃ প্রাণম্ আয়ুর্ দধাতু জরদষ্টিং মা পৃথিবী কৃণোতু ১২।১।২২। পৃথিবীর অন্ন খেয়েই মানুষ বেঁচে থাকে—কিন্তু বাঁচে স্বাহাকৃতির প্রসাদে আর স্বধার বীর্যে। আর তাইতে দেবহিত আয়ুর প্রত্যন্ত ছুঁয়ে অদীনসত্ত্ব প্রাণের মহিমাতেই সে বাঁচে।...হব্য 'অরংকৃত' (অলঙ্‌কৃত, সম্যক্ নিষ্পাদিত) হয়, যখন চক্রনাভিতে সঙ্গত 'অরের' মত তার লক্ষ্য হয় একাগ্র (তু. ঋ. ইমে সোমা অরংকৃতাঃ ১।২।১, অর্থাৎ সোমের ধারারা সুষুম্ণাবাহিনী হয়েছে, 'শুচি' হয়েছে এবং তাইতে বায়ু হয়েছেন 'শুচিপা' ৭।৯০।২, ৯১।৪, ৯২।১, ১০।১০০।২ ; এ-বিশেষণ বায়ুতে নিরূঢ়)। এখানে প্রাণ জীবন ও আয়ুর উল্লেখ আছে, তাইতে বায়ুর প্রসঙ্গ স্বাভাবিক। আয়ু জীবৎকালের পরিমাণ বোঝায়। এই দেববিহিত পরিণাম একশ' বছর (১।৮৯।৮, ২।২৭।১০, ৩।৩৬।১০, ১০।১৮।৪, ৮৫।৩৯, ১৬১।৩,৪ ; তু. দীর্ঘতমার উক্তি ১।১৫৮।৬)।

৪৮২ শৌ. যস্ তে গন্ধঃ পৃথিবি সংবভূব যং বিভ্রত্য ওষধয়ো যম্ আপঃ, যং গন্ধর্বা অপ্সরসশ্‌ চ ভেজিরে তেন মা সুরভিং কৃণু মা নো দ্বিক্ষত. কশ্‌ চন ১২।১।২২। দর্শনে **গন্ধ** পৃথিবীর বিশেষ গুণ। আকাশের গুণ শব্দ আর পৃথিবীর গুণ গন্ধ—এটি পরিশেষন্যায়ে সিদ্ধ। পৃথিবী যেমন ভূতের আদি তেমনি গন্ধও জীবের ইন্দ্রিয়-সংবিতের আদি, এমন-একটা প্রকল্প জীববিদ্যাতেও আছে। অতিরোহী চেতনাকে গন্ধসংবিতের সহায়ে মাটিতে

'তোমার যে-গন্ধ পুষ্করে হয়েছে আবিষ্ট, যাকে সংহৃত করেছেন সূর্যার বিবাহে অমর্ত্যেরা সবার আগে হে পৃথিবী, তা-ই দিয়ে আমায় সুরভি কর। আমায় যেন দ্বেষ না করে কেউ [৪৮৩]।

'তোমার যে-গন্ধ পুরুষদের মধ্যে : (যা) মেয়েদের মধ্যে সোহাগ, ছেলেদের মধ্যে দীপ্তি; যা আছে অশ্বে আর বীরে, আবার যা আছে হাতওয়ালা পশুতে; যা কুমারী মেয়েতে তেজের ছটা; হে ভূমি, তা-ই দিয়ে আমাদের কর জারিত। আমাদের যেন দ্বেষ না করে কেউ [৪৮৪]।

'পাথর হয়েছেন এই ভূমি, (হয়েছেন) নুড়ি, হয়েছেন ধূলি। সে-ভূমিকে ধরে আছে কেউ, বেশ করে ধরে আছে। তাঁর বুকখানি সোনার। সেই পৃথিবীকে প্রণাম করলাম আমি [৪৮৫]।

নামিয়ে আনা যায়, এটি মরমীয়াদের অনুভব। যেমন করেই হ'ক পৃথিবীর সঙ্গে গন্ধের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, আর এই ভাবনার বীজ আমরা পাচ্ছি এইখানে। এই মন্ত্রে এবং পরের দুটি মন্ত্রে দেখছি, পৃথিবীর বিশিষ্ট গুণ গন্ধ পার্থিব সমস্ত পদার্থে নিবিষ্ট তো আছেই, এমন-কি তা অন্তরিক্ষে এবং দ্যুলোকেও প্রসর্পিত। গন্ধ যেন প্রত্যেক পদার্থের বৈশিষ্ট্য। এই থেকে ভাষায় গন্ধের অর্থ হয়ে গিয়েছিল 'আত্মাভিমান'। এখানেও এই ভাবের একটা ধ্বনি আছে।—'পৃথিবী' 'অপ্' এবং 'ওষধি' পার্থিব ভূমির, যথাক্রমে বোঝাচ্ছে শুদ্ধ জড়, জড়াশ্রিত প্রাণ এবং জড়াশ্রিত চেতনাকে। 'গন্ধর্ব' এবং 'অপ্সরা' অন্তরিক্ষলোকের, কিন্তু পৃথিবীর সন্নিহিত (বিদ্র. পরে)। 'এদের গন্ধ আমায় সুরভি করুক' অর্থাৎ আমার পার্থিবতনুতে যেন এদের তনু মিশে যায় (তু. শ্বে. গন্ধঃ শুভঃ…য়োগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি ২।১৩)।

৪৮৩ শৌ. য়স্ তে গন্ধঃ পুষ্করম্ আবিবেশ য়ং সংজভ্রুঃ সূর্যায়া বিবাহে, অমর্ত্যাঃ পৃথিবি গন্ধম্ অগ্রে তেন মা • ১২।১।২৪। 'পুষ্কর' দেহের মধ্যে যে-কমল, তু. ঋ. ৬।১৬।১৩, ৭।৩৩।১১। তার অনুরূপ 'চক্র', তু. শৌ. অষ্টচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পূর্ অয়োধ্যা, তস্যাং হিরণ্ময়ঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ ১০।২।৩১। এখানে দেহে আটটি চক্রের স্পষ্ট উল্লেখ। ঋ.তে চক্রের জায়গায় আছে 'নাভি' (দ্র. টী. ৩৭৯)। চক্রের ভাবনা অমূর্ত (abstract), আর পুষ্করের ভাবনা মূর্ত (concrete)। সূর্যার বিবাহে (তাঁর ফুলশয্যায়? তু. বে মী. পৃ. ২৮২) দ্যুলোকে পৃথিবীর সমস্ত গন্ধের সমাবেশ সূচিত করছে এই পৃথিবীরই হিরণ্যবক্ষা হয়ে পরমব্যোমে উত্তরণ। 'অগ্রে' অর্থাৎ সৃষ্টির ব্রাহ্মমুহূর্তে; দ্যাবাপৃথিবী তখন একটি দিব্যমিথুন।

৪৮৪ শৌ. য়স্ তে গন্ধঃ পুরুষেষু স্ত্রীষু পুংসু ভগো রুচিঃ, য়ো অশ্বেষু বীরেষু য়ো মৃগেষূ্ত হস্তিষু, কন্যায়াং বর্চো য়দ্ ভূমে তেনাস্মাঁ অপি সংসৃজ মা নো • ১২।১।২৫। 'স্ত্রীষু পুংসু' সামান্যত; 'পুরুষেষু বীরেষু' বিশেষত। তার মধ্যে পুরুষে প্রজ্ঞা, বীরে শক্তি (তু. ব্রহ্ম এবং ক্ষত্র); দুয়ের মধ্যেই পৃথিবীর গন্ধ বা স্বরূপশক্তির আবেশ। 'মৃগ' পশুর সাধারণ সংজ্ঞা, 'হস্তী' তার বিশেষণ। হস্তী স্থলচরদের মধ্যে বৃহত্তম; তন্ত্রে পৃথিবীতত্ত্বের প্রতীক। 'ভগ' আবেশ—স্ত্রীতে পুরুষের অনুরাগের, তাইতে স্ত্রী সুভগা (>সৌভাগ্য > সোহাগ)। কন্যাতে 'বর্চঃ' (॥ রুচি; তু. বর্পঃ ॥ রূপ, রূপ) কুমারী অবস্থায় সোম সূর্য ও অগ্নির আবেশজনিত তেজ (যেমন মহাভারতের সাবিত্রীতে; তু. ঋ. ১০।৮৫।৪০, ৪১)।

৪৮৫ শৌ. শিলা ভূমির্ অশ্মা পাংশুঃ সা ভূমিঃ সংধৃতা ধৃতা, তস্যৈ হিরণ্যবক্ষসে পৃথিব্যা অকরং নমঃ ১২।১।২৬। যিনি পাথর হয়েছেন নুড়ি হয়েছেন ধূলি হয়েছেন, পরমব্যোমে তিনিই আবার হিরণ্যবক্ষা। তাঁকে ধরে আছে সত্য আর ঋত (তু. ১, ৬, ৮)। বাউল বলেছিলেন, 'চোখে দেখ গায়ে মাখ ধুলা আর মাটি, প্রাণরসনায় চাইখ্যা দেখ রসের সাঁই খাঁটি।' এখন থেকে অনেকগুলি মন্ত্রে এই সাদা চোখে দেখা পৃথিবীর বর্ণনা।

'যাতে বৃক্ষেরা বনস্পতি হবার জন্য নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে সবসময় ; সেই পৃথিবী যিনি সবার অধিষ্ঠান, যাঁকে কেউ ধরে আছে, তাঁর উদ্দেশে সোচ্চার হই আমি [৪৮৬]।

'বিচিত্র মার্জন যে-পৃথিবীর, তাঁর পানে সোচ্চার হই আমি—ক্ষমা যিনি, ভূমি যিনি, বৃহতের মননে বর্ধমানা। মোড় ফেরাবার বীর্য আর পুষ্টি বহন কর তুমি, আর অন্নের ভাগ এবং জ্যোতির ধারা। তোমার অভিমুখে আমরা যেন আসন পাতি, হে ভূমি [৪৮৭]।

'শুদ্ধ অপ্‌এরা আমাদের তনুর 'পরে ক্ষরিত হ'ক। আমাদের মধ্যে যা তলানি, অপ্রিয়ের 'পরে তা করি নিহিত। পাবনী দিয়ে হে পৃথিবী, আমায় আমি করি উর্ধ্বপূত [৪৮৮]।

---

৪৮৬ শৌ. য়স্যাং র্‌ক্ষা রানস্পত্যা ধ্রুরাস্ তিষ্ঠন্তি রিশ্বহা, পৃথিরীং রিশ্বধায়সং ধৃতান্ অচ্ছা রদামসি ২২।১।২৭। পৃথিবী সবার ধাত্রী। তবু তাঁর মহিমার পরিচয় সেই বৃক্ষে যারা বনস্পতি হবার জন্য ঋজু নিশ্চল ও উচ্ছ্রিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দেখে পৃথিবীকে বলি 'ধন্য !'—'বানস্পত্য বৃক্ষে' অগ্নি এবং অগ্নিসাধকের ধ্বনি আছে (তু. ঋ. ৩।৮।১১, টীমূ. ৪৪০৫)।...তার পর একটি মন্ত্রে পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দ বিচরণের প্রার্থনা। তার পর

৪৮৭ শৌ. রিমৃগ্বরীং পৃথিরীম্ আ রদামি ক্ষমাং ভূমিং ব্রহ্মণা রারৃধানাম্, উর্জং পুষ্টং বিভ্রতীম্ অন্নভাগং ঘৃতং ত্বা,ভি নি ষীদেম ভূমে ১২।১।২৯। আলো বিদ্যুৎ আর বৃষ্টির ধারায় সবাইকে শুচি করে তুলছেন এই ক্ষান্তিরূপা প্রাণোচ্ছ্বসিতা চিন্ময়ী—বৃহতের ভাবনায় যাঁকে অনুভব করি অনিবাধ বৈপুল্যরূপে। শুধু অন্নদাই তিনি নন, আমাদের জ্যোতিরেষণার ধাত্রীও তিনি।—**রিমৃগ্বরী** < রি √ মৃজ্‌ 'মাজা, নির্মল করা' + রর + ঈ। দ্যুলোকের আলো, অন্তরিক্ষের বিদ্যুৎ আর মেঘের ধারাসার—এই দিয়ে সবাইকে নির্মল করছেন (তু. ঋ. ৫।৮৪।৩)। 'ক্ষমা' 'ভূমি' 'পৃথিবী'—এই তিন রূপেরই উল্লেখ ল.। একাধারে তিনি ব্রহ্মময়ী এবং কমলা।

৪৮৮ শৌ. শুদ্ধা ন আপস্ তন্বে ক্ষরন্তু য়ো নঃ সেদুর্ অপ্রিয়ে তং নি দধ্মঃ, পরিত্রেণ পৃথিরি মো.ৎপুনামি ১২।১।৩০। দ্যুলোকের অমৃতনির্ঝর শুদ্ধ করুক তনুকে, তার ছোঁয়ায় উর্ধ্বস্রোতা নির্মল আনন্দ নাড়ীতে-নাড়ীতে উজান বয়ে চলুক। যত মলিনতা তলিয়ে যাক সেই অতলে যার দিকে আর ফিরে তাকাতে চাই না।—**সেদু** < √সদ্ 'বসা' (তু. sediment) তলানি, তু. ছা. তস্য (অন্নস্য) য়ঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্ তৎ পুরীষং ভরতি... য়োঽণিমা স উর্ধ্বঃ সমুদীষতি...৬।৫।১, ৬।২। 'অপ্রিয়ে তং নি দধ্মঃ'—তু. ঋ. য়দ্ রো দেরাশ্‌ চকৃম জিহ্বয়া গুরু মনসো রা প্রয়ুতী (ব্যাপারের দ্বারা) দেরহেল.নম্, অরারা (যে দিতে চায় না, তু. 'অরাতি') য়ো নো অভি দুচ্ছুনায়তে (অনিষ্ট করতে চায়), তস্মিন্ তদ্ এনো রসরো (হে আলোর দেবতারা) নি ধেতন ১০।৩৭।১২ ; মা. বধান (বেঁধে রাখ) দের সরিতঃ পরমস্যাং পৃথিব্যাং শতেন পাশৈর্ য়ো অস্মান্ দ্বেষ্টি য়ং চ রয়ং দ্বিষ্মস্, তম অতো মা মৌক্ (মুক্ত করো না) ১।২৫ (দ্র. শ. ১।২।৪।১৬) ; উপনিষদে 'ব্রহ্মণঃ পরিমরঃ' (তৈ. ৩।১০।৪), 'দৈরঃ পরিমরঃ' (কৌ. ২।১৩)। অর্গলাস্তোত্রের প্রসিদ্ধ প্রার্থনা : 'দ্বিষো জহি'। যে ব্রহ্মদ্বেষী (তু. ঋ. ১০।১২৫।৬) যে সপত্ন, যে ভ্রাতৃব্য—এককথায় যে 'অপ্রিয়', তার প্রতি দ্বেষ স্বাভাবিক। আমি যদি দেবকাম হই, তাহলে সে 'দেরপীয়ু' (শৌ. ১২।১।৩৭) অসুর। তাকেও ভালবাসতে হবে, এ-অনুশাসন ক্লৈব্যের পোষক। এ-ভাব আমরা বেদে পাই না, পাই অবৈদিক মুনিপন্থীদের মধ্যে। কৃষ্ণে আর বুদ্ধে তফাত এইখানে। কুরুক্ষেত্রে শত্রুনিপাত করে তবেই বৃন্দাবন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। অহিংসা 'মহাব্রত' (যোসূ. ২।৩১) হতে পারে ব্যষ্টির পক্ষে, সমষ্টির পক্ষে নয়। বেদের বলিষ্ঠ অনুশাসন 'দ্বিষো জহি'। আর শত্রু যদি ভিতরের শত্রু হয়, তাহলে তো কথাই নাই—তাকে কোনরকমেই রেয়াত করা চলে না। দুই শত্রুই বৈদিক অনুশাসনের লক্ষ্য। ভিতরের শত্রু বৃত্র বা অবিদ্যা। তাকে নিবৃত্ত করা যায়, কিন্তু তার মূলোচ্ছেদ করা যায় না। দর্শনের ভাষায় তুলাবিদ্যা মরে, কিন্তু মূলাবিদ্যা মরে না। অনেক 'আশয়' বা গভীরের সংস্কার তাকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে। সপ্তশতীতে তাই দেখি, শুম্ভ-নিশুম্ভবধের পরেও অসুরদের 'শেষাঃ পাতালম্ আয়য়ুঃ' (১২।৩৫)। এই ভাবের ধ্বনি এখানে আছে, মা.তেও আছে। শুদ্ধ ভাব মাখনের মত উপরে ভেসে উঠুক, অশুদ্ধ ভাবের তলানি আরও তলিয়ে যাক, সেখান থেকে

'যারা তোমার পুবের প্রদিক্, যারা উত্তরের ; যারা তোমার দক্ষিণের প্রদিক্ হে ভূমি, যারা পশ্চিমের ; সুখকর হ'ক তারা আমার চলবার সময়। তোমার ভুবনকে আশ্রয় করে আমি যেন নিপতিত না হই [৪৮৯]।

'আমাদের পিছন থেকে বা সামনে থেকে ঠেলো না—উপর থেকে বা নীচ থেকেও নয়। স্বস্তিরূপা হও হে ভূমি, আমাদের কাছে। তারা যেন নাগাল না পায়, পথ চলতে ঘিরে ফেলে যারা। হটিয়ে দাও বিপুল হানা [৪৯০]।

'যখন শুয়ে-শুয়ে পাশ ফিরি ডাইনে বা বাঁয়ে, হে ভূমি ; চিৎ হয়ে তোমার গায়ে গা ঠেকিয়ে যখন পাঁজর লাগিয়ে শুই তোমার 'পরে ; অনিষ্ট করো না তখন আমাদের হে ভূমি। তুমি যে শুয়ে থাক সবার গায়ে গা ঠেকিয়ে [৪৯১]।

'হে ভূমি, তোমার গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শিশির বসন্ত ঋতুরা রয়েছে বাঁধা, আর তোমার সংবৎসরেরা। (তোমার) অহোরাত্র হে পৃথিবী, আমাদের তরে দোহন করুক (জ্যোতির ধারা) [৪৯২]।

তারা যেন উপরে উঠে না আসে। পাতালবাসী আসুরী প্রবৃত্তিরাই এখানে 'অপ্রিয়'। 'পবিত্র' অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে সোম ছাঁকবার জন্য মেষলোমের তৈরী ছাঁকনি, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নাড়ীজাল। 'উৎপুনামি'তে সোম্য ধারার উত্তর-বাহিনী হওয়ার ইঙ্গিত আছে (তু. 'উৎসব')।

৪৮৯ শৌ. য়াস্ তে প্রাচীঃ প্রদিশো য়া উদীচীর্ য়াস্ তে ভূমে অধরাদ্ য়াশ্ চ পশ্চাৎ, স্যোনাস্ তা মহ্যং চরতে ভবন্তু মা নি পপ্তং ভুবনং শিশ্রিয়াণঃ ১২।১।৩১। ঊর্ধ্বস্রোতা হওয়ার পর পৃথিবীর দিকে-দিকে কামচারী হয়ে স্বচ্ছন্দবিহার (তু. তৈউ. ৩।১০।৫)। 'ভুবন' বা সম্ভূতির লীলা চলছে পৃথিবী জুড়ে, আমিও তার শরীক। তার সঙ্গে-সঙ্গে আমিও যেন উজান বইতে পারি, তলানির মত তলিয়ে না যাই। **প্রদিশ্**—আকাশ সমব্যাপ্ত ; দিক্ তার মধ্যে বিস্ফুরিত শক্তির গতিরেখা—আলোকরশ্মির মত ; দিকের অন্তরালবর্তী প্রদিক্ (তু. ঋ. 'বিশ্বতোবাহু' বিশ্বকর্মা ১০।৮১।৩ ; য়স্যে.মাঃ প্রদিশো য়স্য বাহূ ১২১।৪ ; বৈরোচনী দুর্গার দশভুজ, দ্র. বেমী. পৃ. ২২১৮০৫)। 'ভুবন' যা হচ্ছে, যেমন 'ভূত' যা হয়েছে।

৪৯০ শৌ. মা নঃ পশ্চান্ মা পুরস্তান্ নুদিষ্ঠা মো.ত্তরাদ্ অধরাদ্ উত, স্বস্তি ভূমে নো ভব মা বিদন্ পরিপন্থিনো বরীয়ো য়াবয়া বধম্ ১২।১।৩২। পূর্বভাবনার অনুবৃত্তি। যেন আলোর মত ছড়িয়ে পড়ি, কোথাও ধাক্কা না খাই বাধা না পাই। 'পরিপন্থী' তু. মৃত্যুর বিতত পাশ (ক. ২।১।২) যা পরাক্ বৃত্তি ও কামলোলুপতার ফল ; আরও তু. ঋ. ১।৪২।৩। 'বরীয়ো বধম্' সপ্তবধ্রি র অহ্নতমিস্রা, 'স্বস্তি' তার বিপরীত, দ্র. টী. ২১২৫ ; দ্র. পরের মন্ত্রে এই ভাবনার অনুষঙ্গ : 'বছরের পর বছর তোমার সৌরকরোজ্জ্বল রূপ দেখতে-দেখতে আমার চোখ যেন শ্রান্ত না হয় কোনদিন।' তার পরেই এই মৃন্ময়ী মায়ের অঙ্গে অঙ্গ মেলানোর একটি অপরূপ ছবি :

৪৯১ শৌ. য়চ্ ছয়ানঃ পর্যাবর্তে দক্ষিণং সব্যম্ অভি ভূমে পার্শ্বম্, উত্তানাস্ ত্বা প্রতীচীং য়ৎ পৃষ্টীভির্ অধিশেমহে, মা হিংসীস্ তত্র নো ভূমে সর্বস্য প্রতিশীবরী ১২।১।৩৪।—'প্রতীচী' সামনাসামনি ; এখানে, গায়ে গা ঠেকিয়ে আছেন যিনি। **পৃষ্টী** 'পৃষ্ঠাস্থি পাঁজর' তু. ঋ. ১০।৮৭।১০, দ্র. টী. ৩০৮৪। **প্রতিশীবরী** (<প্রতি √শী+বর+ঈ তু. তৈস. সর্বস্য প্রতিশীবরী ১।৪।৪০।১) সম্মুখীনা হয়ে শুয়ে আছেন যিনি (তু. ছা. প্রতি স্ত্রীং সহ শেতে ২।১৩।১)।...তার পরের মন্ত্রে : 'খুঁজতে গিয়ে তোমার হৃদয়ে বা মর্মে যেন আঘাত না দিই' (তু. মা. ১।২৫)। তারপর পৃথিবীর বুকে ছয় ঋতুর উল্লাস, যাথেকে অহোরাত্র মধু ঝরে পড়ছে :

৪৯২ শৌ. গ্রীষ্মস্ তে ভূমে বর্ষাণি শরদ্. ধেমন্তঃ শিশিরো বসন্তঃ, ঋতবস্ তে বিহিতা হায়নীর্ অহোরাত্রে পৃথিবি নো দুহাতাম্ ১২।১।৩৬।—'দুহাতাম্' তু. শৌ. ১২।১।৯।...এর পর কয়েকটি মন্ত্র গূঢ়ার্থবহ।

'সাপকে যিনি জাগিয়ে তোলেন বিচিত্র মার্জনে, যাঁতে ছিলেন অগ্নিরা যাঁরা থাকেন অপ্-এর গভীরে ; দেবদ্বেষী দস্যুদের হটিয়ে দিয়ে ইন্দ্রকেই বরণ করেন যে-পৃথিবী—বৃত্রকে নয় ; সুশক্ত বীর্যবর্ষী অগ্নিবর্ষী (ইন্দ্রের) উদ্দেশে তিনি তুলে ধরলেন (সোমপাত্রখানি) [৪৯৩]।

'যে-ভূমিতে গায় নাচে মর্ত্যেরা—যাদের আছে ইলার বিচিত্র সম্পদ ; যাতে যুদ্ধ করে তারা, রণকোলাহলের সঙ্গে যাতে বেজে ওঠে দুন্দুভি ; আমাদের সেই ভূমি ঠেলে হটিয়ে দিন প্রতিদ্বন্দ্বীদের। একচ্ছত্র আমায় করুন পৃথিবী [৪৯৪]।

'যার পুরেরা দেবতার করা, যার ক্ষেত্রে মানুষ বিচিত্রকর্মা, প্রজাপতি বিশ্বগর্ভা সেই পৃথিবীকে দিকে-দিকে রমণীয়া করুন আমাদের কাছে [৪৯৫]।

---

৪৯৩ শৌ. য়া.প সর্পং রিজমানা রিমৃগ্বরী য়স্যাম্ আসন্ অগ্নয়ো য়ে অপ্সু অন্তঃ, পরা দস্যূন্ দদতী দেবপীয়ূন্ ইন্দ্রং রৃণানা পৃথিবি ন র.ত্রম্, শক্রায় দধ্রে র.যভায় র.ষ্ণে ১২।১।৩৭। মেঘ বিদ্যুৎ আর দ্যুলোকের আলোর ধারাসারে পৃথিবীর কুহর হতে জেগে ওঠেন সর্পরাজ্ঞী আর নাড়ীতন্ত্রের তন্তুতে-তন্তুতে বয়ে যায় আগুনের স্রোত। বৃত্রের কবল থেকে তার হানা আর অবরোধকে নির্জিত করে হন ইন্দ্রস্বয়ংবরা, তাঁর হিরণ্যহৃদয়ের সোমপাত্রখানি তুলে ধরেন দয়িতের পানে।—**সর্প** সর্পরাজ্ঞী (তু. ঋ. ১০।১৮৯।২, দ্র. টী. ১২৭২), হঠযোগের কুণ্ডলিনী। একজায়গায় ইন্দ্রকে বলা হচ্ছে: 'দ্রপ্সো ভেত্তা পুরাং শশ্বতীনাম্ ইন্দ্রো মুনীনাং সখা। পৃদাকুসানুর্…গবেষণঃ'—সোমবিন্দু হয়ে ভেদ করেন সমস্ত পুরী (এই) ইন্দ্র, যিনি মুনিদের সখা, সাপের ফণার মত ফণা যাঁর, যিনি খুঁজছেন আলো ৮।১৭।১৪-১৫। ইন্দ্রের বজ্রবীর্যে মুনির বিন্দুচেতনা সাপের মত ফুঁসে উঠছে উপরের আলোর পানে, এটি স্পষ্টত কুণ্ডলিনীজাগরণের বর্ণনা। **'পৃদাকুসানু'** অহিচ্ছত্র ; 'পৃদাকু' < √ পৃৎ ॥ স্পৃৎ 'কিলবিল করা, এঁকে বেঁকে চলা'+আকু, সাপ। তু. পুরাণে প্রলয়ে যোগনিদ্রাগত বিষ্ণুর মাথায় অহিচ্ছত্র, যা সমাধির প্রতিচ্ছবি। 'মুনি'রা যোগী, কিন্তু ইন্দ্রের সঙ্গে এখানে তাঁদের কোনও বিরোধ নাই। জলের মধ্যে 'অগ্নি' বিদ্যুৎরূপে ; তাঁর নাম 'অপাংনপাৎ'। 'র.যভায় র.ষ্ণে' দ্র. টী. ২২০২।…পরের মন্ত্রে এই ব্যাপারেরই যাজ্ঞিক রূপ। সেখানে 'সর্প' হয়েছে 'যূপ'। তার পরের মন্ত্রে পৃথিবী সৃষ্টির আধার, আর 'ভূতকৃৎ' বা স্রষ্টা 'সপ্ত ঋষয়ঃ', পুরাণে যাঁরা ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতি। তার পরের মন্ত্রে পৃথিবীই পুরুষার্থের বিধাত্রী। তার পরেই পার্থিব জীবনের আলো-ছায়ার বর্ণনা :

৪৯৪ শৌ. য়স্যাং গায়ন্তি নৃত্যন্তি ভূম্যাং মর্ত্যা ব্যৈলবাঃ, য়ুধ্যন্তে য়স্যাম্ আক্রন্দো য়স্যাং রদতি দুন্দুভিঃ, সা নো ভূমিঃ প্রণুদতাং সপত্নান্ অসপত্নং মা পৃথিবী কৃণোতু ১২।১।৪১। **ব্যৈলবাঃ**—অনন্য প্রয়োগ। < ? রি+ঐল+ব অস্ত্যর্থে। ঋ.তে 'ঐল.' বা ইলার পুত্র পুরূরবার বিশেষণ। নিঘ.তে 'ইলা.' পৃথিবী (১।১)। পুরূরবা ঋ.র উর্বশী-পুরূরবাসংবাদে সর্বমানবের প্রতিভূ। এইসব থেকে মনে করা যেতে পারে. 'ঐল' মানবধর্ম। 'নানাধর্মা জনে'র কথা পরেই আছে (৪৫)। সুতরাং 'ব্যৈলবাঃ' বিচিত্র স্বভাবের মানুষ।…তার পরের মন্ত্রে অন্নদা কমলাকে প্রণতি। তারপর অভ্যুদয়ের পাশেই নিঃশ্রেয়সের ছবি :

৪৯৫ শৌ. য়স্যাঃ পুরো দেবকৃতাঃ ক্ষেত্রে য়স্যা রিকুর্বতে, প্রজাপতিঃ পৃথিবীং রিশ্বগর্ভাম্ আশামাশাং রণ্যাং নঃ কৃণোতু ১২।১।৪৩। প্রতি জীবদেহ, বিশেষ করে মনুষ্যদেহ দেবতার ধাম (তু. শৌ. ১০।২।৩১)। এটি **'ক্ষেত্র'**ও বটে, 'আবাদ করলে ফলে সোনা'। যিনি দেহতত্ত্ব এবং তাকে ধরে আত্মতত্ত্ব জানেন, ঋ.তে তিনি 'ক্ষেত্রবিৎ' (১০।৩২।৭, ৯।৭০।৯ ; সোম 'ক্ষেত্রবিত্তরঃ' ১০।২৫।৮ ; তু. গী. 'ক্ষেত্রজ্ঞ' ১৩।২)। অন্তর্যামী পরমদেবতা 'ক্ষেত্রস্য পতিঃ' (ঋ. ৪।৫৭।১—৩) ; দ্র. টী. ১৫৮১)। পার্থিব এই পুর এবং ক্ষেত্রের রহস্য জানলে দশদিক আনন্দময় হয়ে ওঠে (তু. ঋ. ৪।৫৭।৩)। এই ভাবনার অনুবৃত্তি চলছে পরের মন্ত্রটিতে :

'গোপন ধন বহন করেন তিনি বহুভাবে ; গুহাহিত জ্যোতি মণি আর হিরণ্য পৃথিবী আমায় দিন। জ্যোতির্দাত্রী তিনি, দিয়েই চলেন জ্যোতির্ময়ী : জ্যোতিঃসম্পদ্ আমাদের মধ্যে নিহিত করুন প্রসন্নমনে [৪৯৬]।

'কত জাতিকে বহন করছেন এই পৃথিবী নানাভাবে—যার যেমন ঘর, তেমন করে : নানান্ ভাষা, নানান্ ধর্ম তাদের। অগ্নিস্রোতের সহস্র ধারা আমার জন্য দোহন করুন তিনি—নিশ্চল ধেনুর মত, একটুও ছটফট না করে [৪৯৭]।

'তোমার যত বহু পথ মানুষ-চলা, রথ আর গোযান যাওয়ার পথ ; যাদের উপর দিয়ে ভদ্র আর পাপী উভয়েই চলে : সেই পথকে আমরা জয় করব, (তাকে করব) শত্রুহীন। যা শিবময়, তা-ই দিয়ে নন্দিত কর আমাদের [৪৯৮]।

'মলিনকে বহন করেন তিনি, বহন করেন ভারীকে ; ভদ্র আর পাপীর চরম নিয়তি অপক্ষপাতে সয়ে যান। বরাহের সঙ্গে পৃথিবীর মিল, (অথচ) বন্য শূকরের কাছে নিজেকে মেলে দেন [৪৯৯]।

---

৪৯৬ শৌ. নিধিং বিভ্রতী বহুধা গুহা বসু মণিং হিরণ্যং পৃথিবী দদাতু মে, বসূনি নো বসুদা রাসমানা দেবী দধাতু সুমনস্যমানা ১২।১।৪৪। যে-গূঢ়জ্যোতি গোপন আছে পৃথিবীর মধ্যে, তা তিনি অপাবৃত করুন আমাদের কাছে। তু. ঋ. গূল.হং জ্যোতিঃ পিতরো অন্ব্ অবিন্দন্ ৭।৭৬।৪।—'নিধি' গুপ্তধন। 'গুহা বসু', তাহতে পৃথিবী বসুমতী। 'মণি' বিশেষ করে আসুরী সম্পদ (দ্র. টী. ২২১২), সুতরাং এখানে বোঝাচ্ছে ঋদ্ধিকে ; আর 'হিরণ্য' প্রজ্ঞাকে।...তারপর কীট পতঙ্গ পশু-পক্ষী মানুষ রক্ষঃ-পিশাচে পরিকীর্ণ পৃথিবীর বর্ণনা কয়েকটি মন্ত্রে :

৪৯৭ শৌ. জনং বিভ্রতী বহুধা বিবাচসং নানাধর্মাণং পৃথিবী যথৌকসম্, সহস্রং ধারা দ্রবিণস্য মে দুহাং ধ্রুবে.ব ধেনুর্ অনপস্ফুরন্তী ১২।১।৪৫। পৃথিবী বিচিত্র জাতির ধাত্রী, ঐশ্বর্যময়ী কমলা। তাঁর ধারাবর্ষণে নাড়ীতে-নাড়ীতে আগুন জ্বলে। ল. পৃথিবী 'ধেনু'।...পরের মন্ত্রে বর্ষায় সাপ বিছা পোকা-মাকড়ের বাহুল্যের বর্ণনা। কিন্তু তার জন্য ঋষির মনে ক্ষোভ নাই : 'তারা আসুক, কিন্তু খুব যেন কাছে না আসে।' তার পর :

৪৯৮ শৌ. যে তে পন্থানো বহবো জনায়না রথস্য বর্ত্মা.নসশ্ চ যাতবে, যৈঃ সঞ্চরন্ত্য্ উভয়ে ভদ্রপাপাস্ তং পন্থানং জয়েমা.নমিত্রম্ অতস্করং যচ্ ছিবং তেন নো মৃড় ১২।১।৪৭। পৃথিবীর দিকে-দিকে কত পথ, ভাল-মন্দ কত লোকের আনাগোনা। সে-পথ যেন নিরুপদ্রব হয়।

৪৯৯ শৌ. মল্বং বিভ্রতী গুরুভৃদ্ ভদ্রপাপস্য নিধনং তিতিক্ষুঃ, বরাহেণ পৃথিবী সংবিদানা সূকরায় বি জিহীতে মৃগায় ১২।১।৪৮। সর্বংসহা পৃথিবী। ভাল-মন্দ সবাই তাঁর বুকে ঢেউএর মত উঠছে আর পড়ছে।—'মল্ব' মলিন, এখানে 'গুরু'র প্রতিতুলনায় 'হালকা, ফেনার মত উপরে যা ভাসে'। **নিধন** সামের শেষ অবয়ব, তার সমাপ্তিসূচক (ছা. ২।২।৩...)। 'বরাহ' গ্রাম্য, 'সূকর' আরণ্য। (তাই সূকর মৃগ দ্র. পরের মন্ত্রে 'আরণ্যাঃ পশবো মৃগা বনে হিতাঃ')। একটি শুদ্ধ প্রাণের প্রতীক, আরেকটি অমার্জিত প্রাণের। পৃথিবী আগেরটিকেই চান, কিন্তু পরেরটি থেকেই আগেরটির উদ্ভব, তাই পৃথিবীর দু'হাত বাড়ানো তারও জন্যে।...তারপর দুটি মন্ত্রে মানুষের সঙ্গে যাদের শত্রুতা, সেসব সত্ত্বের উল্লেখ। 'উল' কি প্যাঁচা? রক্ষঃ-পিশাচের সঙ্গে গন্ধর্ব-অপ্সরার উল্লেখ ল.। এরা উপদেবতা নয়, অপদেবতা। গন্ধর্বেরা মেয়েদের উপর ভর করে (তু. ঐব্রা. ৫।২৯ ; বৃ. ৩।৭।১)। ব্রহ্মদ্বেষীরাও মানুষের শত্রু, যথা 'অরায়' (<অ √রা দেওয়া) দেবতাকে যে কিছু দেয় না অর্থাৎ অযজ্ঞ এবং 'কিমীদিন্' বা অদেব (দ্র. টী. ৬২৩)। তার পর

'যাঁর কাছে দুপেয়ে পাখিরা ছুটে আসে—হাঁস চিল শকুন আর নানাজাতের পাখি; যাঁর উপর দিয়ে ঝড় হয়ে মাতরিশ্বা ছুটে চলেন ধুলা উড়িয়ে, গাছপালা উপড়ে ফেলে: বাতাসের সামনে বওরা আর উলটে বওরার সঙ্গে-সঙ্গে বইতে থাকে আগুনশিখা [৫০০]।

'দ্যুলোক আর পৃথিবী আর অন্তরিক্ষ আমায় (অনিঃশেষে দিয়েছেন) এই বৈপুল্য আর মেধা : দিয়েছেন অগ্নি সূর্য অপ্‌এরা আর বিশ্বদেবগণ [৫০১]।

'(তাইতে আমি সবাইকে) লুটিয়ে দিয়ে এই যে উঁচু হয়ে আছি ভূমির 'পরে। ছুটে গিয়ে সবাইকে লুটিয়ে দিই—লুটিয়ে দিই দিগ্‌বিদিকে [৫০২]।

'ওই যে দেবি, প্রসারিত হয়ে সামনের দিকে দেবতাদের কথায় বিসর্পিত হলে মহিমায়, তখনই তোমার মধ্যে আবিষ্ট হল সুভূতি; আর তখন তুমি রচলে চারটি প্রদিক্ [৫০৩]।

---

৫০০ শৌ. য়াং দ্বিপাদঃ পক্ষিণঃ সংপতন্তি হংসাঃ সুপর্ণাঃ শকুনা রয়াংসি, য়স্যাং রাতো মাতরিশ্বাশ্‌ চে.য়তে রজাংসি কৃণ্বংশ্‌ চ্যাবয়ংশ্‌ চ র়ৃক্ষান্, রাতস্য প্ররাম্ উপরাম্ অনু রাত্য্‌ অর্চিঃ ১২।১।৫১। পাখিরা পৃথিবীর মায়া কাটাতে গিয়েও পারে না, আবার তাঁর বুকেই তাদের ফিরে আসতে হয়। এদিকে পরমব্যোম হতে মাতরিশ্বা এখানেই নেমে আসেন ঝড়ের তাণ্ডব হয়ে। আর তখন তার দমকে-দমকে আগুনশিখা বইতে থাকে; কেননা ঝড়কে তখন আমি টেনে আনি আমার মধ্যে, আর নাড়ীতে-নাড়ীতে বিদ্যুৎ খেলে যায়।—'রয়স্' পাখির সাধারণ নাম; 'হংস' আর 'সুপর্ণ' মুখ্যত সূর্যের প্রতীক; 'শকুন' অশুভসূচক। শেষের পাদে প্রশ্বাস-নিশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে শরীরে অগ্নিস্রোত বওরার ধ্বনি আছে (তু. শ্বে. ২।৬)।...তার পরের মন্ত্রে আবার কমলার বর্ণনা। তারপর সূক্ত-শেষ পর্যন্ত ঋষির উদাত্ত ব্রহ্মঘোষ :

৫০১ শৌ. দ্যৌশ্‌ চ ম ইদং পৃথিবী চা.ন্তরিক্ষং চ মে র‍্যচঃ, অগ্নিঃ সূর্য আপো মেধাং রিশ্বে দেরাস্ চ সংদদুঃ ১২।১।৫৩। পৃথিবীতে আগুনের শিখা, অন্তরিক্ষে চিন্ময় প্রাণের ধারা আর দ্যুলোকে প্রজ্ঞানের সৌরদীপ্তি—এদের মাধ্যমে বিশ্বদেবগণ আমার মধ্যে ঢেলে দিলেন ব্যাপ্তিচৈতন্য আর অগ্র্যা ধী-র প্রসাদ।—**র‍্যচঃ** < রি √অচ্‌ 'চলা', দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়া; তু. ঋ. ইন্দ্রং...সমুদ্রর‍্যচসম্ ১।১১।১, উরুর‍্যচাঃ (ইন্দ্রঃ) ৬।৫০।১, রিশ্বর‍্যচসম্ (ঐ) ৩।৩৬।৪...। **মেধা** <মনস্+ √ধা 'নিহিত করা,' মনোনিবেশের ফলে কোনও বিষয়ে অনুপ্রবেশের সামর্থ্য; যোগে তা-ই 'সমাধি'; ঋ.তে অগ্নি 'মন্ধাতা' ১০।২।২, যজমান বা ঋত্বিক্ ৮।৩৯।৮, ওই নামের ঋষি যিনি 'ক্ষেত্রপতিত্ব' (ক্ষৈত্রপত্যম্) লাভ করেছিলেন অশ্বিদ্বয়ের প্রসাদে অর্থাৎ 'ক্ষেত্রবিৎ' বা সিদ্ধ হয়েছিলেন ১।১১২।১৩। নিঘ. মন্ধাতা 'মেধাবী' ৩।১৫। তু. Av. মজ্‌দা <মন্‌স্. (z) ধা। পুরাণে মান্ধাতা যুবনাশ্বের অর্থাৎ সমর্থ ওজঃ-শক্তির পুত্র। তু. শৌ.র প্রথমেই অথর্বঋষির মেধাজনন সূক্ত, দেবতা 'রাচস্পতি'।...শুধু ব্যাপ্তি আর বোধশক্তিই নয়, পৃথিবীর প্রসাদে আমি তুঙ্গতাতেও অনুত্তম :

৫০২ শৌ. অহম্ অস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্ অভীষাড্‌ অস্মি রিশ্বাষাড্‌ আশামাশাং বিষাসহিঃ ১২।১।৫৪। সবাইকে ছাপিয়ে পৃথিবীর উপরেই দাঁড়িয়ে আছি সূর্যের মত। 'সহন' বা অভিভবন তমঃশক্তির। 'অভিষাট্' সামনে ছুটে গিয়ে, 'বিশ্বাষাট্' কাউকে বাদ না দিয়ে, 'রিষাসহি' সর্বজিৎ।

৫০৩ শৌ. অদো য়দ্ দেরি প্রথমানা পুরস্তাদ্ দেবৈর্ উক্তা র‍্যসর্পো মহিত্বম্, আ ত্বা সুভূতম্ অরিশৎ তদানীম্ অকল্পয়থাঃ প্রদিশশ্‌ চতস্রঃ ১২।১।৫৫। ব্রাহ্মণে পৃথিবীর প্রথন প্রজাপতির দ্বারা। প্রজাপতি সর্বদেবময়। প্রথিত পৃথিবীতে আবিষ্ট হল 'সুভূত' (যার বিপরীত 'অভূ', যাতে কিছুই হচ্ছে না বা ঘটছে না, অসম্ভূতি তু. ঋ. ১।৯২।৫, ১৪০।৫...) বা সুমঙ্গল রূপায়ণের সম্ভাবনা (তু. তৈউ. 'সুকৃত' ২।৭)। 'অকল্পয়থাঃ' রূপায়িত করলে (তু. ঋ. ১০।১৯০।৩)।

'যত গ্রাম আর যে-অরণ্য, যত সভা এই ভূমির উপরে ; আর যত জনসংঘ ও সমিতি, তাদের মধ্যে যেন ঘোষণা করি তোমার চারুতা [৫০৪]।

'অশ্ব যেমন ধুলা ঝাড়ে, তেমনি কত জাতিকে ঝেড়ে ফেলেছেন তিনি যারা এই পৃথিবীতে বাস করল তাঁর জন্মের পর থেকে। আনন্দমাতাল তিনি, চলেছেন আগে-আগে তাঁর ভুবনে আলোর রাখাল হয়ে, বনস্পতিদের আর ওষধিদের আঁকড়ে রেখে [৫০৫]।

'যা ঘোষণা করছি, তা মধুময় বলে ঘোষণা করছি। যা দেখছি, তা-ই আমায় খুশী করছে। বীর্যে উপচে পড়ছি আমি, আমি সংবেগী। পেড়ে ফেলি মরণ হেনে দোদুল্যমানদের [৫০৬]।

'শান্তিমতী, সুরভি, সুখকরী, পয়স্বিনী—পালানে তাঁর মধুর রস। সেই ভূমি, সেই পৃথিবী আমায় ভাল বলুন—সঙ্গে (ঢালুন) পয়োধারা [৫০৭]।

'যাঁর অন্বেষণ করেছিলেন আহুতির দ্বারা বিশ্বকর্মা, যখন ঢেউখেলানো লোকে ঢুকে ছিলেন তিনি ; সম্ভোগের পাত্র ছিলেন তিনি গুহাহিত, যখন আবির্ভূত হলেন তাদের কাছে যাদের মা আছেন [৫০৮]।

---

৫০৪ শৌ. য়ে গ্রামা য়দ্ অরণ্যং য়াঃ সভা অধি ভূম্যাম্, য়ে সংগ্রামাঃ সমিতয়স্ তেষু চারু ৱদেম তে ১২।১।৫৬ পৃথিবী সর্বত্র সুচারু।—'গ্রাম' আর 'অরণ্য', 'সভা' আর 'সমিতি'—এরা জোড়ায়-জোড়ায়। 'সভা' পৌর, আর 'সমিতি' জানপদ। 'সংগ্রাম' জনসমাবেশ—যেমন মেলায়।

৫০৫ শৌ. অশ্ব ইৱ রজো দুধুৱে ৱি তান্ জনান্ য় আক্ষিয়ন্ পৃথিৱীং য়াদ্ অজায়ত, মন্দ্রা.গ্রেত্বরী ভুৱনস্য গোপা ৱনস্পতীনাং গৃভির্ ওষধীনাম্ ১২।১।৫৭। যুগ হতে যুগান্তরে পৃথিবী আনন্দে নেচে চলেছেন। সেই নৃত্যের ছন্দে কত জাতি উঠল আর পড়ল। অচ্যুত রইল শুধু ওষধি-বনস্পতিরা—নাড়ীতে-নাড়ীতে আগুনের স্রোত নিয়ে অগ্নিসাধকেরা।—'য়াৎ' যখন থেকে। 'মন্দ্রা' দ্র. টী. ১৮৬। 'অগ্রেত্বরী' <অগ্র + √ই 'চলা' (৫) + ৱর + ঈ। মন্ত্রটির অভিধালভ্য অর্থ : পৃথিবীতে কত জাতি আসে-যায়, কিন্তু নিসর্গ স্থির থাকে।

৫০৬ শৌ. য়দ্ ৱদামি মধুমৎ তদ্ ৱদামি য়দ্ ঈক্ষে তদ্ ৱনন্তি মা. ত্বিষীমান্ জূতিমান্ অৱান্যান্ হন্মি দোধতঃ ১২।১।৫৮। এই শতরূপার রূপের মায়াঞ্জন আমার চোখে। তাইতে আমার বাণী মধুক্ষরা। নিঃসংশয় তীব্র সংবেগে আমি উল্কার বেগে জ্বলে উঠছি দিব্যধামের পানে।…'মধুমৎ' তু. তৈউ. জিহ্বা মে মধুমত্তমা ১।৪।১। 'য়দ্ ঈক্ষে…' তু. ঋ. ১।৯০।৬-৮, টী. ৪৬১১। **জূতিমান্** <√জূ 'ছুটে চলা' >'জৱ' বেগ, 'জৱন' বেগবান্ ; ॥ √দু>'দূত' টী. ১৯৩। 'ত্বিষি' আর 'জূতি' দুটি মিলিয়ে পাই উল্কার ছবি (তু. ঋ. ১০।৬৮।৪)। **দোধতঃ** <√ধু 'কাঁপা'+য়ঙ্‌লুক্+শতৃ (ঋ. ১।৮০।৫ সাভা.) ; এই অর্থে তু. ঋ.তে 'দ্বয়াবী' দ্বিধাযুক্ত (১।৪২।৪, ২।২৩।৪ [সঙ্গে-সঙ্গে আছে 'অরাতি'—দেবতাকে যে দেয় না ; সুতরাং 'দ্বয়াবী' যার দিতে দ্বিধা], ৯।৮৫।১)। মতান্তরে <√দুধ্. 'রাগ করা' নিঘ. ২।১২, সুতরাং 'দোধৎ' শত্রু, তু. ঋ. ২।২১।৪ (কিন্তু তু. ৱাতা ইৱ দোধতঃ ১০।১১৯।২, সেখানে বোঝাচ্ছে 'বেগ')। কম্পনের ধ্বনি সর্বত্র, সুতরাং √ধু হতে ব্যু. সম্ভাবিত।

৫০৭ শৌ. শন্তিৱা সুরভিঃ স্যোনা কীলালোধ্নী পয়স্বতী, ভূমির্ অধি ব্রবীতু মে পৃথিৱী পয়সা সহ ১২।১।৫৯। শান্তির সৌরভে, মধুর ধারায় পৃথিবী আজ সুখদা।—**কীলালোধ্নী**—নিঘ.তে 'কীলাল' ব্যু. ?) অন্ন। কিন্তু ঋ.তে অগ্নি 'কীলাল-পা' (১০।৯১।১৪)। পান সাধারণত সোমরসেরই হয়ে থাকে। সুতরাং 'কীলাল' এখানে সোমরস বা মধুর রস হওয়া সম্ভব। এর পরের বিশেষণ 'সোমপৃষ্ঠায়' সোমে মাখামাখি। দুটি বিশেষণ মিলিয়ে 'যাঁর অন্তরে-বাইরে সোম্য আনন্দ'। তু. তৈব্রা. কীলালং…মধু ২।৬।১২।৪, কীলালায় সুরাকারম্ ৩।৯।৪।১ ; দ্র. তত্র-তত্র সা.।…মন্ত্রটিতে ধেনুর উপমা স্পষ্ট।

৫০৮ শৌ. য়াম্ অন্বৈ.চ্ছদ্. ধৱিষা ৱিশ্বকর্মা. হন্তর্ অর্ণৱে রজসি প্রৱিষ্টাম্, ভুজিষ্যং পাত্রং নিহিতং গুহা য়দ্ আৱির্ ভোগে অভৱন্ মাতৃমদ্ভ্যঃ ১২।১।৬০। সৃষ্টিযজ্ঞে প্রজাপতির আত্মদানে কারণসলিলের গহন হতে আবির্ভূতা

'তুমি নানা জাতিকে ছড়িয়ে দাও দিকে-দিকে। তুমি অদিতি, তুমি কামধেনু—প্রসারিত হয়ে চলেছ। যা তোমাতে উনা, তা তোমার পূরণ করুন প্রজাপতি—ঋতের যিনি প্রথম জাতক [৫০৯]।

'ভূমি, মাগো, নিহিত কর আমায় তুমি সুভদ্রা হয়ে, কর সুপ্রতিষ্ঠিত। সঙ্গতা হয়ে দ্যুলোকের সঙ্গে, ওগো কবি, শ্রীতে আমায় নিহিত কর, (নিহিত) কর ভূতিতে [৫১০]।

ঋষির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও ঘোষণা করি : 'মাতা ভূমিঃ পুত্রোঽহং পৃথিব্যাঃ।' আর এই পৃথিবীর রূপ : মৃন্ময়ী হয়েও চিন্ময়ী তিনি। এইখানে তিনি মাটির মেয়ে—সুকোমলা, শ্যামল কোলখানি বিছিয়ে দিয়েছেন সবার জন্যে। তাঁর ষড়্‌ঋতুর নৃত্যচ্ছন্দে অহোরাত্র সোম্য মধু-র ধারা ঝরে পড়ছে দ্যুলোক হতে। তাঁর গ্রামে-অরণ্যে জীবনের বিচিত্র কোলাহল, আবার গিরিতে-পর্বতে হিমবন্ত শিখরে-শিখরে সুগম্ভীর মৌনের মহিমা : ওষধিতে-বনস্পতিতে প্রাণের নিগূঢ় স্রোত, আবার নদীতে-ধারাসারে তার প্রমুক্ত উল্লাস। 'বভ্রু কৃষ্ণা রোহিণী বিশ্বরূপা' তিনি—তাঁকে যত দেখি, তত যেন চোখের খুশি উপচে ওঠে।

হলেন এই কমলা সবার জন্য স্তন্যভারাতুরা মায়ের মত।—'বিশ্বকর্মা'—'প্রথমচ্ছদ্ অবরাঁ আ বিবেশ' (ঋ. ১০।৮১।১, টী. ৩০৪৬)। দ্র. ঋ. ১০।৮১, ৮২ সূ.। 'হবিষা' তু. পুরুষের আত্মাহুতিতে বিশ্বের সৃষ্টি ১০।৯০।৬-১৫। এই ভাবনার সঙ্গে আর দুটি ভাবনার সম্মিশ্রণ ঘটেছে : পৃথিবী কারণসলিলে নিমজ্জিতা, তাঁকে উদ্ধার করলেন প্রজাপতি বা বিষ্ণু বরাহ হয়ে; আর সমুদ্র মন্থন করে কমলার আবির্ভাব হল। ব্রাহ্মণে-পুরাণে দুটি ভাবনার প্রপঞ্চন আছে। 'অর্ণবে রজসি'—তু. ঋ. পার্থিবং রজঃ ১।৯০।৭ ; সমুদ্রো অর্ণবঃ ১০।১৯০।১। 'অর্ণব' এখানে বিণ। 'ভুজিষ্যং পাত্রম্' এখানে মাতৃস্তন; তু. ঈ. 'হিরন্ময় পাত্র' ১৫, যা সম্ভূতির উপমান। পৃথিবীও 'হিরণ্যবক্ষা'। 'মাতৃমদ্ভ্যঃ'—সবারই মা আছে। সে-মা আবার এই পৃথিবীরই কন্যা, অতএব স্বরূপত পৃথিবী। পৃথিবী বিশ্বজননী অদিতি (৬১)।

৫০৯ শৌ. ত্বম্ অস্যা.বপনী জনানাম্ অদিতিঃ কামদুঘা পপ্রথানা, যৎ ত উনং তৎ ত আ পূরয়াতি প্রজাপতিঃ প্রথমজা ঋতস্য ১।১২।৬১। পৃথিবীর বুকে মানুষ দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, কামধেনুর মত তাঁকে দোহন করছে। কিন্তু এখনও মানুষের সর্বার্থসিদ্ধি হয়নি, প্রজাপতির প্রসাদে একদিন হবেই।—'আবপনী' < √বপ্, 'ছড়িয়ে দেওয়া'। 'অদিতি' পৃথিবীর নাম নিঘ. ১।১। এইতে পৃথিবীর মহিমার পরমতা। 'উনম্'—বিশ্বযজ্ঞের সম্পূর্ণ সিদ্ধি এখনও দেখা দেয়নি। মানুষের জীবনে সব দেবতা এখনও সিদ্ধরূপ নেননি, অনেক দেবতা রয়ে গেছেন 'সাধ্য' (ঋ. ১০।৯০।১৬, দ্র. বেমী. পৃ. ১২৮১৩৪)। এই ন্যূনতা পূরণ করবেন প্রজাপতি। তার ফলে একদিন এই পৃথিবীর বুকেই 'উত্তম রাষ্ট্র' স্থাপিত হবে (তু. ৮)। তা-ই 'ধর্মরাজ্য', Kingdom of Heaven on Earth।…তারপর পৃথিবীর কাছে চাই, তাঁর কোলে যারা জন্মেছে, তার কেউ যেন আমাদের অস্বাস্থ্যের কারণ না হয়, আমরা যেন দীর্ঘায়ু হই, আমাদের চেতনা যেন বোধিদীপ্ত হয় ('প্রতিবুধ্যমানাঃ' তু. ঋ. ৪।৫১।১০ উষার আলোয় জেগে ওঠা ; কে. ২।১২), আমরা যেন তাঁর কাছে অর্থাৎ সর্বভূতের উদ্দেশে 'বলি' প্রদান করতে পারি (৬২)। শেষ প্রার্থনা :

৫১০ ভূমে মাতর্ নি ধেহি মা ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্, সংবিদানা দিবা কবে শ্রিয়াং মা ধেহি ভূত্যাম্ ১২।১।৬৩। দ্যুলোকের সঙ্গে নিত্যসঙ্গতা তুমি, আমার প্রতি সর্বতোভদ্রা হও।—'ভদ্রয়া' ভদ্রভাবে, কল্যাণদীপ্তা হয়ে। 'শ্রী' শ্রেয়ঃ, 'ভূতি' প্রেয়ঃ (তু. ঋ. ৮।৫৯।৭ ; ক. ১।২।১-২)।

তাঁর অঙ্গের গন্ধ স্থাবর-জঙ্গম চেতন-অচেতন সবাইকে উতলা-করা প্রাণের কমল-সৌরভ যেন। সবার অন্নদা অন্নপূর্ণা তিনি, তাঁর তিতিক্ষু বুকে ভদ্র-পাপের পথ-চলার অবাধ মুক্তিও তিনি। আবার বেলা ফুরালে তিনি 'সর্বস্ব প্রতিশীবরী'—সম্মুখশয়নে অঙ্গে-অঙ্গে অঙ্গ ঠেকিয়ে সবাইকে টেনে নেন তাঁর সোনার বুকে। তাঁর গ্রামে সমিতিতে সভায় রাষ্ট্রে চলছে মানুষের বল বীর্য ভূতি ও উত্তমতার সাধনা। তখন তিনি সবার আশ্রয়, সবার পুষ্টি, সবার পুরোগামিনী। এই শান্তা সৌম্যাই আবার রুদ্রাণী—গাঝাড়া দিয়ে ঝেড়ে ফেলে চলেছেন বিচিত্র ভাষার বিচিত্র ধর্মের কত বিচিত্র জাতিকে ইতিহাসের সেই আদিযুগ হতে।

এখানকার এই মাটির মেয়েই আবার ওখানকার সেই আলোর মেয়ে—যিনি 'অদিতির্ দেবতাময়ী'। তখন দেখি, সত্যের দ্বারা আবৃত তাঁর হৃদয় পরমব্যোমে অমৃত হয়ে আছে। তিনি বিশ্বম্ভরা, সমস্ত চিৎশক্তির কূট, বৃহৎ চেতনার উদ্ভাসে নিত্য উপচীয়মানা। নিগূঢ় জ্যোতির নিধান তিনি, অকৃপণ দাক্ষিণ্যে সে-জ্যোতি ঢালেন মানুষের 'পরে, যা আগুনের সহস্র ধারা হয়ে বয়ে যায় তার নাড়ীতে-নাড়ীতে। দীর্ঘসত্রে তাঁরই বুকে তপের আগুন জ্বালিয়ে সপ্তর্ষিরা ব্যাহৃতিমন্ত্রে ভুবনকে করেন উৎসর্গ। সেই আর্যযজ্ঞের অনুসরণে পৃথিবীর পরম অন্তে মনুষ্যযজ্ঞের প্রবর্তনা, যাতে সুষুম্ণকাণ্ডবাহী অগ্নিস্রোতের প্রতিরূপ বানস্পত্য যূপ হয় প্রোথিত। আর তাকে বেয়ে ইন্দ্রস্বয়ংবরা এই সর্পরাজ্ঞী বৃত্রের অবরোধ ভেঙে উজিয়ে চলেন সোমপ্রবাহিনী হয়ে। তাঁর প্রসাদে মানুষ তখন হয় 'অজীতোঽহতো অক্ষতঃ, আশামাশাং বিষাসহিঃ'—দিগ্‌বিদিকে যার শক্তি সর্বজয়া।

মৃন্ময়ী পৃথিবী 'অসিতজ্ঞু'—শ্যামল যাঁর জানু বা কোল। আবার ইনিই যখন চিন্ময়ী, তখন তিনি 'বৈশ্বানরং বিভ্রতী অগ্নিবাসা' যোগিনী।

'তস্যৈ হিরণ্যবক্ষসে পৃথিব্যা অকরং নমঃ।' [৫১১]

পৃথিবীর পরিচয় এইখানে শেষ হল—পৃথিবীস্থান দেবতাদেরও। এরই অনুষঙ্গে এইবার আলোচ্য

---

৫১১ ঋষি অথর্বা যে-চোখে পৃথিবীকে দেখেছিলেন, হাজার-হাজার বছর পরে আলো-ছায়ার সুষমায় মণ্ডিত এমনিতর একটি সমগ্রতার ছবি ফুটে উঠল বাংলার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চোখে। তাঁর 'বসুন্ধরা' (সোনার তরী) আর 'পৃথিবী'তে (পত্রপুট) বিয়াল্লিশ বছরের ব্যবধান। কিন্তু দুটি কবিতাই বৈদিক ভাবনার সৌরভে আমোদিত। এ-যুগের সাহিত্যে এ একটা আনন্দচকিত বিস্ময়।

২ পৃথিব্যায়তন সত্ত্ব

'পৃথিব্যায়তন সত্ত্ব' বলতে বোঝায়, পৃথিবী যাদের আশ্রয়, এমন পদার্থ। 'সত্ত্ব' এখানে ভাব ও বস্তু দুয়েরই বাচক; বস্তুও চেতন অচেতন দুইই। নিঘণ্টুতে এমনিতর ছত্রিশটি সত্ত্বের নাম আছে [৫১২]। দুর্গ বলছেন, এটি উপলক্ষণ মাত্র, সর্প লাঙ্গল কুযুম্ভক প্রভৃতিকেও এদের মধ্যে ধরতে হবে।[১]

যাস্ক এখানে একটা প্রশ্ন তুলেছেন। বলছেন, অশ্ব থেকে ওষধি পর্যন্ত আর তার পরে আটটি 'দ্বন্দ্ব' বা যুগ্মপদার্থের কেউই প্রত্যক্ষত দেবতা নয়, অথচ দেবতার মতই এদের স্তুতি করা হচ্ছে—এর মীমাংসা কি [৫১৩]? তাঁর সিদ্ধান্ত: এক আত্মাই সব-কিছু হয়েছেন। অগ্নি-ইন্দ্র-সূর্যরূপে তিনিই ত্রিধামূর্তি এক দেবতা; অন্যান্য দেবতারা তাঁরই অঙ্গ, আর অশ্ব প্রভৃতি প্রত্যঙ্গ। আবার যা-কিছু সত্ত্ব, সব একই প্রকৃতির বহুধা পরিণাম; প্রকৃতি সর্বনাম অর্থাৎ সবারই সাধারণ সংজ্ঞা। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে যা অদেবতা, আর্ষদৃষ্টিতে তাও দেবতা। সবই এক পরমতত্ত্বের বা পুরুষের বা আত্মার বিভূতি।[১]

অধিভূত দৃষ্টিতে যা অচেতন, অধিদৈবত বা অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে তাও সচেতন—কেননা 'প্রথমচ্ছদ্ অবরাঁ আ বিবেশ', সবার প্রথমে সবাইকে আচ্ছাদিত করে রয়েছেন যিনি, তিনি তাঁর নিচেকার সবার মধ্যে আবিষ্ট হয়ে আছেন। সবার মধ্যে তাঁকে দেখা এক সহজ দর্শন, আদিম দর্শন—যা বুদ্ধির বিপাকে ক্রমে আমরা হারিয়ে ফেলি। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'বালক সব চিন্ময় দেখে।' ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা বলবেন, 'আদিমানবও তা-ই দেখে।' তাঁরা এই দৃষ্টির নাম দিয়েছেন animatism, animism, fetishism ইত্যাদি। এ-দৃষ্টি অবিবেকী অপ্রাজ্ঞের দৃষ্টি নিশ্চয়। কিন্তু এরই মধ্যে নিহিত আছে এক চিন্ময় অবিবেক বা সামরস্যের অনুভবের আভাস—যা মরমীয়ার 'পরমো.ত সংদৃক্'। কবিতে এ-দৃষ্টি স্ফুটতর হয় এবং অবশেষে সাক্ষাৎকৃতধর্মা ঋষিতে তা পূর্ণতা পায়। প্রাজ্ঞের animism সর্বত্র দেখে এক চিন্ময় মহাপ্রাণের আবেশ। বৈদিক ঋষির দৃষ্টি এইশ্রেণীর। তা যুগপৎ অবম এবং পরম।

---

৫১২ দ্র. নিঘ. ৫।৩। ১ নি. ৯।১; দ্র. ঋ. ১০।১৬।৬, ৪।৫৭।৪, ১।১৯১।১৫-১৬।

৫১৩ দ্র. নি. ৭।৪...। যাস্কের এই উক্তিকে প্রাসঙ্গিক বলে ধরা যেতে পারে, কেননা দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে দ্যাবাপৃথিবী অগ্নি-বায়ু-সূর্যের মতই বহুস্তুত দেবতা, শুনাসীরের 'শুন' কৃষির কোনও উপকরণ নয়, 'জোষ্ট্রী' এবং 'উর্জাহুতী'কে সংহিতাতেই দেবী বলা হয়েছে। তবে বলা যেতে পারে, এসব নামের অভিধেয় লৌকিক পদার্থ, দেবত্ব তাতে উপচরিত। কিন্তু অন্যান্য বহু দেবতার বেলাতেও তো তা-ই। এইজন্য মনে হয়, নিঘণ্টুতে এসমস্ত নামের সঙ্কলন করা হয়েছে এরা প্রায়শ সূক্তভাক্ বলে এবং এদের মধ্যে অচেতন পদার্থের বাহুল্য আছে বলে যাস্কের ওই বিচারের প্রবর্তনা। ১ তু. ঋ. ১।১৬৪।৪৬, ৮।৫৮।২, ১০।৯০।২; টীমূ. ৮৭১; 'অয়ম্ অগ্নি সর্বঃ' যেখানে, দেবতা=আত্মা ১০।৬১।১৯, টী. ১৭৪৫।

নব্যবেদান্তে এই দৃষ্টির বিশ্লেষণ পাই প্রতীকোপাসনার বিবৃতিতে। ব্রহ্ম সৎ চিৎ আনন্দ এবং শক্তি—এই তাঁর স্বরূপ। স্বরূপচিন্তনের দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা সহজসাধ্য না হলে কোনও প্রতীক আশ্রয়েও তাঁর উপাসনা করা যেতে পারে। ব্রহ্মই সব হয়েছেন, অতএব সমস্ত বস্তুই তাঁর প্রতীক। প্রতীককে উপর-নীচ দুদিক থেকেই দেখা যায়। সূর্যের জ্যোতি প্রত্যক্ষ দেখছি। এখন এই জ্যোতিকে অবলম্বন করে যদি ব্রহ্ম-জ্যোতিকে কোটিসূর্যসমপ্রভ চিন্তা করবার চেষ্টা করি, তাহলে এটি হবে আরোহদৃষ্টি বা নীচ থেকে উপরের দিকে দেখা। এখানে দৃষ্টির প্রেষক হল বুদ্ধি। একে বলা হয় সম্পদ্-উপাসনা। আর সূর্যকে যদি অনির্বচনীয় ব্রহ্মজ্যোতিরই ছটা বলে চিন্তা করি, তাহলে তা হবে অবরোহদৃষ্টি। এই দৃষ্টিতে উপাসনার নাম অধ্যাস-উপাসনা। এর প্রেষক হল বোধি। সাধারণত সাধনার প্রথম দিকে সম্পদুপাসনার দিকেই ঝোঁক হয়, অধ্যাসোপাসনার সৌকর্য আসে পরে।

বলা বাহুল্য, পৃথিব্যায়তন সত্ত্ব সমস্তই দেবতা বা আত্মা বা ব্রহ্মের প্রতীক (symbol)। এর মধ্যে কতকগুলি যজ্ঞাঙ্গ, কতকগুলি যজ্ঞাঙ্গবহির্ভূত। তাদের মন্ত্র বা মননের অন্তর্ভূত করবার উদ্দেশ্য—তাদের মধ্যে চিৎশক্তির আবেশকে অনুভব করে তার বিচ্ছুরণ ঘটানো। এটি হল মন্ত্রের কর্ম বা সামর্থ্যের দিক। 'ব্রহ্ম' বা মন্ত্র উভয়ধর্মা [৫১৪]।

নিঘণ্টুতে যে-কয়টি পৃথিব্যায়তন সত্ত্বের নাম আছে, শেষের দুটি ছাড়া ঋক্‌সংহিতায় তাদের সবার উদ্দেশ পাওয়া যায়। আবার সেখানে 'অশ্বা' আর 'অগ্নায়ী' ছাড়া সবাই হয় সূক্তভাক্, অথবা কোন-না-কোনরকমে একই সূক্তের অন্তর্গত। খুব সম্ভবত এইজন্যই এদের বিশেষ করে পৃথক উল্লেখ করা হয়েছে। এদের মধ্যে আছে পশু-পক্ষী অরণ্যানী ওষধি অপ্ আর নদী—এরা সবাই পৃথিবীর অঙ্গীভূত; আছে কতকগুলি যজ্ঞোপকরণ, সংগ্রামোপকরণ, কৃষির উপকরণ, অন্ন আর অক্ষ—এরা মানুষের ব্যবহারে লাগে। অথচ মানুষের উল্লেখ কোথাও নাই, কিন্তু ঋভুগণ পিতৃগণ এবং ঋষিগণের উল্লেখ আছে অন্তরিক্ষস্থান এবং দ্যুস্থান দেবতাদের সঙ্গে—এটি লক্ষণীয়। অপ্রত্যাশিতভাবে এইসঙ্গে যদি কোনও পার্থিব সত্ত্বের (যেমন অহি ধেনু সুপর্ণ ইত্যাদির) উদ্দেশ পাওয়া যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে তাকে উপমান বা প্রতীকরূপে গ্রহণ করতে হবে।

এইবার খুব সংক্ষেপে এই পার্থিব সত্ত্বদের পরিচয় নেওয়া যাক।

---

৫১৪ পৃথিব্যায়তন ছত্রিশটি সত্ত্বের মধ্যে যাস্ক রাত্রি হতে অগ্নায়ী পর্যন্ত ছয়টিকে অচেতন বলে ধরছেন না, এটি লক্ষণীয়। এদের মধ্যে প্রথম চারটি সূক্তভাক্, শেষের দুটি ঋগ্‌ভাক্। অগ্নায়ী তো স্পষ্টতই দেবতা, চিদ্‌বৃত্তি শ্রদ্ধাও তা-ই। 'উষাসানক্তা' যখন যুগ্মদেবতা, তখন নক্তার পর্যায় রাত্রিও দেবতা। অরণ্যানী পৃথিবীরই এক মহনীয় রূপ, সে-যুগে গ্রামের চাইতেও আয়তনে বৃহত্তর। যা চেতনায় ব্যাপ্তিবোধকে উদ্দীপ্ত করে, তা-ই দেবতা। প্রকরণ থেকে মনে হয়, 'অপ্বা' সপ্তশতীর চামুণ্ডার মত শত্রুমর্দিনী দিব্যশক্তি বলে দেবতা।

নিঘণ্টুতে প্রথম নামই হল **অশ্বের**। এ অশ্বমেধের অশ্ব, ঋক্‌সংহিতায় দীর্ঘতমা ঔচথ্যের দুটি সূক্তে তার স্তুতি আছে [৫১৫]। অধিভূতদৃষ্টিতে সে পার্থিব সত্ত্ব হলেও, দেবতার উদ্দেশে হব্যরূপে কল্পিত হওয়ায় অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে সে দিব্য অশ্ব। সে 'দেবজাত',[১] সমুদ্র হতে বা জ্যোতির্বাষ্প হতে সে উঠে এসেছে।[২] সবার আগে ইন্দ্র এতে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, আলোর দেবতারা সূর্য হতে একে কুঁদে বার করেছিলেন,[৩] এ বস্তুত আদিত্য সোম যম বরুণ এবং ত্রিত,[৪] এর তিনটি করে বাঁধন—অপ্‌এ সমুদ্রের গভীরে এবং দ্যুলোকে,[৫] এর পিছনে রথ, তারপর একটি তরুণ, তারপর গোযুথ, তারপর কুমারী মেয়েদের বঁধু ভগ, তারপর সখাদের দল।[৬] এ-বর্ণনায় অশ্ব সর্বদেবময় সূর্যাশ্ব। বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথমেই বলা হচ্ছে, অশ্বমেধের এ-অশ্ব বিশ্বরূপ—উষা তার শির, সূর্য চক্ষু, সংবৎসর আত্মা ইত্যাদি, এককথায় 'সমুদ্র এবাস্য বন্ধুঃ সমুদ্রো য়োনিঃ'; মৃত্যুরূপী আদি অব্যক্তের সে মেধ্য শরীর, পুনর্মৃত্যুজয়ের সাধন।[৭] আবার অশ্বমেধের অশ্ব যজমানেরই প্রতীক, তার গতি পরম সধস্থের দিকে।[৮] লক্ষণীয়, এই অশ্বই পৃথিব্যায়তন সত্ত্ব হয়েও দেবতা; কিন্তু 'দধিক্রাবা' বা 'এতশ' অশ্ব হয়েও[৯] পৃথিব্যায়তন নয়—একটি অন্তরিক্ষস্থান,[১০] আরেকটি সূর্যাশ্ব।[১১]

অশ্বের পর **শকুনি** বা পাখি। গৃৎসমদের দুটি সূক্ত তার উদ্দেশে রচিত [৫১৬]। কি পাখি, তার নাম নাই। শৌনক বলছেন, ইন্দ্রই কপিঞ্জল বা চাতকরূপে ঋষির যাত্রার সময় ডেকে উঠেছিলেন।[১] সে যা-ই হ'ক, ছোট্ট দুটি সূক্তে পাখির গানে ঋষির চিত্ত যেন আনন্দে গলে পড়ছে: ওর গান যেন ভেসে আসছে দাঁড়ে-টানা নায়ের মতন। ও সুমঙ্গল, ও ভদ্রবাদী—ওকে যেন বাজে বা ব্যাধে না ছোঁয়। ওর গান যেন উদ্‌গাতার সামগান, যেন সোমসবনে ব্রহ্মপুত্রের শংসন। ভদ্র হ'ক পুণ্য হ'ক ওর গান। ও যদি চুপ করেও থাকে, তবুও ওকে জানাব আমাদের মনের খুশি।[২]

এই খুশিকে উপচে পড়তে দেখি বসিষ্ঠের **মণ্ডূক**-স্তুতিতে [৫১৭]। শকুনিসূক্তের

---

৫১৫ ঋ. ১।১৬২, ১৬৩ সূ.। [১]১।১৬২।১। [২]১।১৬৩।১, [৩] ২, [৪] ৩, ৪, [৫] ৪। [৬] তু. অনু ত্বা রথো অনু মর্যো অর্বন্ অনু গাবো হনু ভগঃ কনীনাম্, অনু ব্রাতাসস্ তব সখ্যম্ ঈয়ুঃ ৮; এই মন্ত্রাংশটিতে পৌরাণিক ভাগবতধর্মের বীজ নিহিত রয়েছে [বিদ্র. 'ভগ']। [৭]বৃ. ১।১-২ ব্রা; দ্র. বেমী. পৃ. ১৮৮-৯০। [৮] তু. ঋ. ১।১৬৩।১৩, দ্র. টীমূ. ৪৪০৪। অশ্বসূক্ত দুটির প্রথমটিতে ক্রিয়ার প্রাধান্য, দ্বিতীয়টিতে তত্ত্বের। [৯] দ্র. নিঘ. ১।১৪। [১০] নিঘ. ৫।৪। [১১]তু. ঋ. যদ্ ঈম্ (এঁকে অর্থাৎ সূর্যকে) আশুর্ (ক্ষিপ্রগামী) বহতি দেব এতশঃ ৭।৬৬।১৪। অনুরূপ 'তার্ক্ষ্য', 'পৈদ্ব' পরে দ্র.।

৫১৬ ঋ. ২।৪২, ৪৩ সূ.। [১] বৃদে. ৪।৯৩-৯৪। [২] আংশিক স্বচ্ছন্দানুবাদ। 'উদ্‌গাতা'র নাম ঋ.তে শুধু এখানেই। 'ব্রহ্মপুত্র' সা.র মতে ব্রহ্মগণের ব্রাহ্মণাচ্ছংসী। সূক্তদুটিকে শুভশকুনবাচী মনে না করে কবিহৃদয়ের উচ্ছ্বাস বলাই সঙ্গত। অপশকুনের জন্য দ্র. ঋ. ১০।১৬৫ সূ.।

৫১৭ ঋ. ৭।১০৩ সূ.। [১] তু. ১,৫,৭,৮। 'শাক্তস্যে.ব বদতি শিক্ষমাণঃ' (৫) এই মন্ত্রাংশে আদিবেদাঙ্গ 'শিক্ষা'র নিরুক্তি পাওয়া যাচ্ছে। আচার্য 'শাক্ত' বা শক্তিমান্, মন্ত্রের মাধ্যমে শক্তিসঞ্চারে সমর্থ; আর অন্তেবাসী 'শিক্ষমাণ'—সেই শক্তিকে গ্রহণ করছে। শক্ ধাতুর প্রয়োগ ল.। এই শক্তি ইন্দ্রের 'শচী' বা আচার্যের ওজঃশক্তি (তু. তৈউ. শিক্ষাবল্লী ৪।১। [২] নি. ৯।৬। [৩] শৌ. ৪।১৫, ৭।১৮ সূ; শৌ. ৪।১৫।১৩=ঋ. ৭।১০৩।১। যাস্ক শৌ. ৪।১৫।১৪ও ব্যাখ্যা করেছেন।

মতই এ-সূক্তটি নিসর্গবর্ণনার একটি সুন্দর উদাহরণ। এর পিছনে কোনও নিগূঢ় অর্থ আছে কিনা, তা নিয়ে ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা মাথা ঘামিয়েছেন। কেউ-কেউ বলছেন, এটি একটি ব্যঙ্গকবিতা—এতে ব্রাহ্মণদের সামগান বা ব্রহ্মচারীদের বেদপাঠকে ব্যাঙের ডাকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কয়েকজায়গায় মণ্ডূকদের ব্রাহ্মণ বা শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে তুলনা করা হলেও[১] সমস্ত সূক্তটির অর্থব্যঞ্জনা হতে কিন্তু এ-মত সমর্থিত হয় না। সূক্তটিতে বর্ষারম্ভজনিত একটি আহ্লাদের ছবি, কারও প্রতি কোনও কটাক্ষ নাই, শেষ ঋকের প্রার্থনাটি তো অবৈদিক দেবনিদ্‌দের হতেই পারে না। সাম্প্রতিক মত হচ্ছে, এটি বৃষ্টির জন্য তুকের মন্ত্র (rain-spell), যদিও Geldner লক্ষ্য করেছেন সমস্ত সূক্তটিতে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা বোঝায় এমন একটি কথাও নাই। যাস্কও বলছেন, 'বসিষ্ঠ বর্ষণকামনায় "পর্জন্যের" স্তব করলেন। মণ্ডূকেরা তাঁকে অনুমোদন করল। মণ্ডূকদের অনুমোদন করতে দেখে তিনি এই স্তব করলেন।'[২] বর্ষণকামনার দুটি সূক্ত শৌনকসংহিতায় আছে, তাদের একটিতে এই সূক্তের মাত্র প্রথম মন্ত্রটি নেওয়া হয়েছে।[৩] মন্ত্রের মূল তাৎপর্যের দিকে লক্ষ্য না রেখে বিশেষ-কোনও প্রয়োজনে তার বিনিয়োগের রেওয়াজ খুব প্রাচীন। এমনি করে একই মন্ত্র নিঃশ্রেয়স এবং অভ্যুদয় দুই অর্থেই বিনিযুক্ত হতে পারে, মন্ত্রশাস্ত্রের এটি সাধারণ রীতি। সায়ণও সূক্তব্যাখ্যার গোড়ায় বলছেন, 'বৃষ্টিকামেনৈ.তৎ সূক্তং জপ্যম্।' এ হল গরজের্ কথা। কিন্তু আসলে সূক্তটির তাৎপর্য কি ?

প্রথমেই লক্ষণীয়, এই সূক্তের আগেই আছে দুটি পর্জন্যসূক্ত এবং তারও আগে দুটি বিষ্ণুসূক্ত [৫১৮]। প্রথম বিষ্ণুসূক্তে একটি তৃচ ইন্দ্র-বিষ্ণুর।[১] আবার সেই চিরাগত সঙ্কেতের কথা স্মরণ করিয়ে দিই। ইন্দ্র শম্বরের নবনবতিপুর ভেদ করে[২] 'শুষ্ণ' বা অনাবৃষ্টির সন্তাপ নির্জিত করেন, দ্যুলোক হতে ঝরান অমৃত আনন্দের ধারা। তা-ই পর্জন্যের ধারাসার, যা তিন ভুবনের তিনটি কোশ হতে ঝরে পড়ে।[৩] এদেশে এইটি ঘটে সূর্য যখন উত্তরায়ণের চরম বিন্দুতে—সবরকমেই বিষ্ণু তাঁর 'পদে পরমে মধ্ব উৎসে'।[৪] এমনি করে ইন্দ্র পর্জন্য আর বিষ্ণুর মিলন ঘটে যখন, তখন 'ব্রতচারী ব্রাহ্মণের'[৫] বজ্রতেজ বা ওজঃশক্তি বৃত্রের সমস্ত গ্রন্থি বিদীর্ণ-বিকীর্ণ করে অন্তরিক্ষের প্রাণ আর দ্যুলোকের প্রজ্ঞাকে অঝোরে ঝরাতে পারে জীবনের 'পরে। সে তার এক পরম আনন্দের দিন। বসিষ্ঠের মণ্ডূকস্তুতিতে সেই জ্যোতিরুৎসবের ছবি। ভৌম অত্রির পৃথিবীসূক্তের মত এটিও পর্জন্যস্তুতির পরিশেষ।

ব্রহ্মোপলব্ধির বর্ণনায় রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'মনে হল, সচ্চিদানন্দ যেন সমুদ্র আর আমি যেন তাতে একটি মীন।' এখানেও অনুরূপ বর্ণনা : শুকনা ভিস্তির মত সরোবরে

---

৫১৮ দ্র. ঋ. ৭।৯৯-১০২সূ.। [১] ঋ. ৭।৯৯।৪-৬। [২] ৭।৯৯।৫। [৩] ৭।১০১।৪। পর্জন্য অন্তরিক্ষস্থান হলেও অগ্নির মত ত্রিষধস্থ। [৪] তু. ঋ. ১।১৫৪।৫। [৫] ৭।১০৩।১।

ও শয়ান ছিল, ওদের মধ্যে ছিল আকুলতা, ছিল তৃষ্ণা। দিব্য অপ্ ছুটে এল ওর কাছে, ওরা কোলাহল করে উঠল [৫১৯]। প্রাবৃট্ এসে যখন ঝরে পড়ল ওদের 'পরে, ওরা খল্‌খল্ করে ডাকতে-ডাকতে এ ওর দিকে ছুটে চলল। অপ্‌এরা যখন ছাড়া পেল, তখন কী আনন্দ ওদের। এ ওকে জড়িয়ে ধরে, লাফিয়ে ওঠে—'পৃশ্নি' কণ্ঠ মিলায় 'হরিতে'র সঙ্গে। সংবৎসরের ওই একটি দিন, যখন বর্ষা নামে। ওরা তাকে ভোলে না। কানায়-কানায় ভরা সরোবরের দিকে-দিকে ওরা ডেকে চলে—অতিরাত্র সোমযাগে ব্রাহ্মণেরা যেমন সাম গায় সারা রাত ধরে।[১]

'সংবৎসরস্য প্রাবৃষীণম্ অহঃ'—সংবৎসরের সেই একটি দিন যখন বর্ষা নামে। এই দিনটির কথা আগেও বলেছি। গুরুপূর্ণিমাতে, ধর্মচক্রপ্রবর্তনতিথিতে, অম্বুবাচীতে, লৌকিক 'কাজরী' বা 'হরিয়ালী' উৎসবে আজও এদিনটির স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে। এই দিনটির প্রতীক্ষায় ব্রতচারী ব্রাহ্মণেরা সংবৎসরকাল (যেন) শুয়ে কাটান, আর এদিনটি এলে পর্জন্যের ধারাসারে প্রাণ-পাওয়া বাকে মুখরিত হয়ে ওঠেন মণ্ডূকের মত [৫২০]। সারা বছর ধরে 'ব্রহ্ম' বা বৃহতের চেতনাকে তাঁরা পোষণ করে এসেছেন, এইবার সোম্য আনন্দে পরিষিক্ত হয়ে তাঁরা তাকে রূপায়িত করেন বাকে।[১] এই বাক্ অকামহত শ্রোত্রিয়ের ব্রহ্মানন্দোপলব্ধিজনিত সেই সামগান এবং ব্রহ্মঘোষ যার বর্ণনা আমরা তৈত্তিরীয়োপনিষদে পাই।[২] সংবৎসরব্যাপী তপস্যার তাপে স্বেদাক্ত হয়ে অধ্বর্যুরা বেরিয়ে আসেন সৌরদীপ্তিকে অন্তরে বহন ক'রে। ব্রাহ্মণ কি অধ্বর্যু কেউ আর আড়াল থাকেন না, সবাই আবির্ভূত হন সবার কাছে।[৩] সংবৎসরের এই শেষ মাসটিতে নিগূঢ় হয়ে আছে 'দেবহিতি' বা দেবতার দান অর্থাৎ অন্তরের জ্যোতির প্রসাদ, তাকে তাঁরা আগলে রেখেছেন এতদিন। আজ এই দিনটিতে যখন তাকে প্রকট করবার 'ঋতু' বা লগ্ন এল, ঋত্বিক বলেই তাঁরা তাকে লঙ্ঘন করলেন না, বর্ষার ধারাসারের সঙ্গে-সঙ্গে মহাবীরের মত মুক্তি দিলেন তপের তাপকে আর জ্যোতিকে।[৪] এঁরাই আমাদের

---

৫১৯ ঋ. দিব্যা আপো অভি যদ্ এনম্ আয়ন্ দৃতিং ন শুষ্কং সরসী শয়ানম্…যদ্ ঈম্ এনাঁ উশতো অভ্য্‌অবর্ষীৎ তৃষ্যাবতঃ ৭।১০৩।২, ৩। ল. 'এনম্' এবং 'এনান্'-এর সহচার। অমৃত আনন্দ পায় একজনই, কিন্তু তা ভোগে লাগে অনেকের। [১] তু. ৭।১০৩।৩,৪ ; ব্রাহ্মণাসো অতিরাত্রে ন সোমে সরো ন পূর্ণম্ অভিতো বদন্তঃ, সংবৎসরস্য তদ্ অহঃ পরি ষ্ঠ যন্ মণ্ডূকাঃ প্রাবৃষীণং বভূব ৭।

৫২০ ঋ. সংবৎসরং শশয়ানা ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ, বাচং পর্জন্যজিন্বিতাং প্র মণ্ডূকা অবাদিষুঃ ৭।১০৩।১। সংযমে শক্তির সংহরণ এবং যথাসময়ে বাকে তার বিচ্ছুরণ। পর্জন্যের ধারাসারে বা সোম্য আনন্দের নিরন্তর নির্ঝরে বাক্ জেগে ওঠে। [১] ঋ. ব্রাহ্মণাসঃ সোমিনঃ বাচম্ অক্রত ব্রহ্ম কৃণ্বন্তঃ পরিবৎসরীণম্ ৭।১০৩।৮। [২] তু. তৈউ. ১।১০, ৩।১০।৫-৬। [৩] ঋ. অধ্বর্যবঃ ঘর্মিণঃ সিষ্বিদানা আবির্ ভবন্তি গুহ্যা ন কে চিৎ ৭।১০৩।৮। 'ঘর্ম' সৌরদীপ্তি < √ঘৃ 'দীপ্তিক্ষরণয়োঃ'। ব্রাহ্মণেরা 'সোমিনঃ' বা সোম্য আনন্দের আধার (দ্র. ৯।১১৩ সূ.) 'ব্রাহ্মণ' এবং 'অধ্বর্যু' তু. ১০।৭১।১১। [৪] তু দেবহিতিং জুগুপুর্ দ্বাদশস্য (দ্বাদশমাসাত্মক বৎসরের) ঋতুং ন প্র মিনন্ত্য্ এতে, সংবৎসরে প্রাবৃষ্য্ আগতায়াং তপ্তা ঘর্মা অশ্নুবতে বিসর্গম্ ৭।১০৩।৯। 'তপ্তা ঘর্মাঃ' শ্লিষ্ট, বোঝাচ্ছে ব্রতচারী ঋত্বিকদের যাঁরা সংবৎসরকাল সোমযাগ করে সঞ্চয় করেছেন তপঃশক্তি এবং জ্যোতি ; আবার ঘর্ম

দিলেন আলোর সন্ধান, মর্ত্যজীবনের শতবর্ষকে ধন্য করলেন অন্তর্জ্যোতির দীপ্তিতে। এইবার দ্যুলোক হতে সহস্রধারায় নির্ঝরিত সোম্য আনন্দের প্লাবনে আমাদের জীবনকে উত্তীর্ণ করুন অমৃতের কূলে।[৫]

বলা বাহুল্য, সূক্তশেষের 'মণ্ডূক' আর সূক্তারম্ভের 'ব্রাহ্মণ' এক। যাস্কের নিরুক্তি মেনে বলতে পারি, ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মবিদ্ মণ্ডূক, কেননা তিনি ব্রহ্মানন্দে 'নিমজ্জিত', 'প্রমুদিত' বা 'মত্ত' [৫২১]। শেষের ব্যুৎপত্তির বীজ সংহিতাতেই আছে।[১]

তিনটি সচেতন সত্ত্বের পর এইবার অচেতন সত্ত্বের প্রসঙ্গ 'ওষধি' পর্যন্ত [৫২২]। তাদের প্রথমেই পাই অক্ষ, ঋক্‌সংহিতার বিখ্যাত অক্ষসূক্তে যাদের প্রসঙ্গ আছে। সূক্তের ঋষি কবষ ঐলুষ, দশম মণ্ডলের একটি উপমণ্ডল তাঁর রচনা।[১] অক্ষসূক্তটি আছে উপমণ্ডলের একেবারে শেষে। এটি ঋষির আত্মবিলাপ : জুয়াখেলার প্রতি তাঁর নিদারুণ আসক্তি, তার ফলে সুখের সংসারে আগুন লেগে গিয়ে বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো অবস্থা, অবশেষে সবিতার প্রসাদে সুমতির উদয় হওয়াতে জুয়াখেলা ছেড়ে দিয়ে চাষবাসে মন লাগানো—এসমস্তই সূক্তটিতে মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। তাঁর কবিত্বশক্তির লক্ষণীয় পরিচয় অন্যান্য সূক্তগুলিতেও পাওয়া যায়।

কবষের জীবন বিচিত্র—অনেকটা যেন রত্নাকর থেকে বাল্মীকি হওয়ার মত। ব্যসন ছেড়ে তিনি ডুবলেন গভীরের সাধনায়। তাঁরই ভাষায় 'নিহিত করা হয়েছে যাঁকে সবার মধ্যে, অপ্‌সমূহে যিনি অপগূঢ়, দেবতাদের ব্রতপতি (বরুণ) তাঁর কথা আমায় বলেছেন। তারপর হে অগ্নি, ইন্দ্র তোমাকে জেনে আমায় বললেন। তাঁর অনুশাসন মেনেই আমি (তোমার কাছে) এলাম। ক্ষেত্রবিদ্ যে নয়, সে যখন ক্ষেত্রবিৎকে পুছল,

---

গ্রীষ্ম ঋতুও বোঝাচ্ছে, তার পরেই বর্ষা (বিসর্গঃ)। অগ্নিষ্টোমের অন্তর্গত একটি অনুষ্ঠানের নাম 'প্রবর্গ্য' যা যজমানকে দিব্যদেহ করে (ঐব্রা. ৪।৫)। এই প্রবর্গ্যে দেবতাদের উদ্দেশে 'ঘর্ম' আহুতি দেওয়া হয়। 'মহাবীর' নামে একটি পাত্রে ঘিয়ের সঙ্গে দুধ গরম করা হয়, তাকে বলে 'ঘর্ম'। এই 'ঘর্ম' সূর্যস্বরূপ এবং অমৃতজ্যোতি (মা. ৩৯।৫)। এখানে এই ঘর্মের ধ্বনি থাকা অসম্ভব নয়। ৫ তু. ঋ. গোমায়ুর্ অদাদ্ অজমায়ুর্ অদাদ্ পৃশ্নির্ অদাদ্, ধরিতো নো বসূনি, গবাং মণ্ডূকাঃ দদতঃ শতানি সহস্রসাবে প্র তিরন্ত আয়ুঃ ৭।১০৩।১০। মণ্ডূকেরা কেউ 'গোমায়ু'—ডাকে গরুর মত, কেউ 'অজমায়ু'—ডাকে ছাগলের মত ; আবার 'গো' উষার বাহন, 'অজ' পূষার (নিঘ. ১।১৫)। কেউ 'হরিৎ' বা হিরণ্যদ্যুতি বা সোনালী, কেউ 'পৃশ্নি' বা আদিত্যবর্ণ— মরুদ্‌গণের মাতার মত। 'গবাং শতানি' একশ'টি কিরণ : শতবর্ষ জীবনের প্রত্যেকটি বর্ষই জ্যোতির্ময় (তু. ঈ. ২)। 'সহস্রসাব' (তু. ঋ. ৩।৫৩।৭)—সহস্রবর্ষব্যাপী সবন বা সোমযাগ, সৃষ্টির আদিতে 'বিশ্বসৃজাময়নম্' নামক দেবযজ্ঞ (দ্র. তা. ২৫।১৮ ও তত্র সাভা.)।

৫২১ দ্র. নি. ৯।৫। তু. শব্রা. এতদ্ বৈ যত্রৈ তৎ প্রাণা ঋষয়ো হগ্নিং সমস্কুর্বংস্, তম্ অদ্ভির্ অবোক্ষংস্, তা আপঃ সমস্কন্দংস্ তে মণ্ডূকা অভবন্ (৯।১।২।২১) অর্থাৎ মণ্ডূক অগ্নিধাত্ত প্রাণের প্রতীক। ১ তু. ঋ. অপাং প্রসর্গে (তু. বিসর্গন্ ৯) যদ্ 'অমন্দিষাতাম্' ৭।১০৩।৪। সমস্ত সূক্তটিতে সংবৎসরব্যাপী 'গবাময়ন' সোমযাগের ধ্বনি আছে। Jacobiর মতে এখানে বর্ষার আরম্ভে নববর্ষের ইঙ্গিত আছে (তু. ৭)।

৫২২ তার মধ্যে ব্যতিক্রম 'বৃষভঃ' (১৭) ; 'ওষধি' সপ্রাণ, কিন্তু অচেতন (দ্র. মীসূ. ১।২।৩১, ব্রসূ. ২।১।৫)। ১ ঋ. ১০।৩০-৩৪ সূ.।

(তার পরেই না) সে এগিয়ে যায় ক্ষেত্রবিদের অনুশাসনে। অনুশাসনের এইটুকু হচ্ছে ভাল : ক্ষিপ্রগামিনী (অপ্‌দের) ধারাকে মানুষ পেয়ে যায় [৫২৩]।' তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির পরিচয় নিজেই দিয়েছেন এইভাবে : 'মর্ত্য মানব সর্বতোভাবে মনন করবে সেই অগ্নিস্রোতের, ঋতের পথকে প্রণতি দিয়ে চাইবে দখল করতে। আর নিজের সামর্থ্যের উপরেই থাকবে তার নির্ভর ; শ্রেয়স্কর দক্ষকে নিজের মন দিয়ে আঁকড়ে ধরবে। ধ্যানকে নিহিত করা হল, বয়ে চলল ধারারা ; ঘাটে যেমন (আসে), তেমনি করে তিমিরনাশকের কাছে আসছেন রক্ষী (দেবতারা)। আমরা পৌঁছলাম গিয়ে পরম-পাওয়ার বীর্যে, পরম বিদ্বান্ হলাম অমৃতদের।'[১]

কিন্তু তাঁর কুখ্যাত অতীত প্রেতচ্ছায়ার মত তখনও তাঁকে অনুসরণ করছে। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে পাই, সরস্বতীর তীরে ঋষিদের সত্র শুরু হয়েছে। কবষ তার শরীক হতে চাইলেন। ঋষিরা রুখে উঠলেন, 'দাসীর ব্যাটা, জুবাড়ি, অব্রাহ্মণ! যজ্ঞদীক্ষা নিতে চাও আমাদের সঙ্গে ?' তাঁরা তাঁকে টেনে নিয়ে গেলেন অনেক দূরে মরুভূমিতে : ব্যাটা পিপাসায় মরুক এখানে। ছাতিফাটা পিপাসায় কবষ অপোনপ্ত্রীয়সূক্তে অপ্‌দের আহ্বান করলেন আর সরস্বতীর জল কল্লোলিত হয়ে উঠল তাঁকে ঘিরে। ঋষিদের চমক ভাঙ্‌ল : 'দেবতারা এঁকে জানেন দেখছি। না, না, এঁকে আমাদের মাঝে ডেকে নিই [৫২৪]।'

কালে কবষ ত্রসদস্যুবংশের রাজা কুরুশ্রবণের প্রিয় পুরোহিত হয়েছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র উপমশ্রব সম্ভবত কবষের অমর্যাদা করেন। একটি সূক্তে এই নিয়ে কিছু খেদোক্তি পাওয়া যায়। সেখানেও বলার ঢংটি অপূর্ব [৫২৫]। ঋক্‌সংহিতার সপ্তম মণ্ডলে দাশরাজ্ঞসূক্তে এক 'শ্রুতং বৃদ্ধম্ অপ্সু' কবষকে পাই, যুদ্ধে ইন্দ্র

---

৫২৩ ঋ. নিধীয়মানম্ অপগূল্‌.হম্ অপ্‌সু প্র মে দেবানাং ব্রতপা উবাচ, ইন্দ্রো বিদ্বাঁ অনু হি ত্বা চচক্ষ তেনা.হম্ অগ্নে অনুশিষ্ট আগাম্। অক্ষেত্রবিৎ ক্ষেত্রবিদং হ্য্ অপ্রাট্ স প্রৈ.তি ক্ষেত্রবিদা.নুশিষ্টঃ, এতদ্ বৈ ভদ্রম্ অনুশাসনস্যো.ত স্রুতিং বিন্দত্য্ অঞ্জসীনাম্ ১০।৩২।৬-৭। 'অপ্‌গূল্‌.হম্ অপ্‌সু' দ্র. সৌচীক অগ্নি। 'ক্ষেত্রবিৎ' প্রজ্ঞাবান্ আচার্য, যিনি ক্ষেত্র বা আধারের খবর জানেন (তু. 'ক্ষেত্রজ্ঞ' গী. ১৩।১-৭ ; 'ক্ষেত্রস্য পতিঃ' ঋ. ৪।৫৭।১-৩, দ্র. 'শুনাসীর' পরে)। 'স্রুতিম্ অঞ্জসীনাম্' তু. 'অঞ্জঃসব', দ্র. 'উলূখলমুসল' পরে। আরও তু. বৌদ্ধশাস্ত্রের 'স্রোতাপত্তি'। [১] ঋ. পরি চিন্ মর্তো দ্রবিণং মমন্যাদ্ ঋতস্য পথা নমসা বিবাসেৎ, উত স্বেন ক্রতুনা সংবদেত শ্রেয়াংসং দক্ষং মনসা জগৃভ্যাৎ। অধায়ি ধীতির্ অসসৃগ্রম্ অংশাস্ তীর্থে ন দস্মম্ উপ যন্ত্য্ উমাঃ, অভ্য্ আনশ্ম সুবিতস্য শূষং নবেদসো অমৃতানাম্ অভূম ১০।৩১।২-৩। 'দক্ষ' সঙ্কল্প, সৃষ্টির বীর্য (টী. ২৩৩৩)। 'অংশ' অংশু, কিরণ, সৌম্য আনন্দের ধারা (তু. টী. ৪২৮৩)। 'দস্ম' পরম দেবতা যাঁর আবির্ভাবে সব আঁধার কেটে যায়। তাঁকে যে-ভূমিতে পাওয়া যায়, তা-ই পরম 'তীর্থ'। তাঁকে পেলে সবাই আসেন আপনা হতে। দেবতারা তখন 'উমাঃ' (< √ অব্ 'আগলে থাকা') নিত্যসামীপ্যে ঘিরে থাকেন। 'সুবিত' প্রতিতু. 'দুরিত' ; তু. ক. ১।২।২৪। **নবেদাঃ** সেই পরম বিদ্বান্ যিনি জানেন, চরম তত্ত্বকে জানতে গিয়ে সব জানা যখন ফুরিয়ে যায়, তখনকার সেই 'না জানাই' সত্যকার জানা (দ্র. বেমী. পৃ. ১৭৩৩৫৪, ১৮৭৪৭১)।

৫২৪ ঐব্রা. ২।১৯ : অপোনপ্ত্রীয়সূ. ঋ. ১০।৩০, যা দিয়ে কবষরচিত উপমগুলের আরম্ভ।

৫২৫ দ্র. ঋ. ১০।৩৩।৪-৯।

তাঁর প্রতি বিরূপ। এই কবষ আর দশম মণ্ডলের কবষ একই হওয়া সম্ভব। তাহলে কবষ একজন বিখ্যাত প্রাচীন ঋষি। অক্ষসূক্তটি হয়তো তাঁর অতীতের স্মৃতিরোমন্থন। বিখ্যাত ঋষির রচনা বলেই সহজে এটি ঋক্‌সংহিতায় স্থান পেয়েছে, নইলে অক্ষকে দেবতা করে তোলা একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়—'আত্মাই সব হয়েছেন' এই যুক্তিতেও। তবে কবষের জীবন থেকে এবং তাঁর অক্ষসূক্ত থেকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষালাভের প্রচুর অবকাশ আছে, একথা অনস্বীকার্য। আবার অক্ষ 'ঋতি' বা নিয়তির প্রতীক, পাশার দান কার ভাগ্যে কিভাবে পড়বে কেউ বলতে পারে না। এর পিছনে রয়েছে যেন বৃহত্তর কোনও শক্তির স্বাতন্ত্র্য, মানুষ যার ক্রীড়নক। এক-জায়গায় বসিষ্ঠও একথা বলেছেন [৫২৬]। এ-শক্তি অপদেবতা নয়, উপদেবতা নয়—বুঝি সেই পরম মায়াবীরই এক দুর্বোধ মায়া। যে মৌজবান্ পর্বতের শিখর হতে সোম নেমে আসে, অক্ষক্রীড়ার প্ররোচনাও আসে সেইখান থেকে, অতএব অক্ষও 'মৌজবান্' —ঋষিবিকল্পের মাধ্যমে শৌনকের এটি নিষ্ঠুর একটি রসিকতা কিনা বলা যায় না।[১]

অক্ষের পর গ্রাবা বা সোম ছেঁচবার পাথর। এটি যজ্ঞের উপকরণ সুতরাং এতে দেবভাবের আরোপ স্বাভাবিক। ঋক্‌সংহিতার দশম মণ্ডলের একটি সূক্তে তার স্তুতি আছে [৫২৭]। ঋষি অর্বুদ কাদ্রবেয় সর্প, তাঁর কথা সবিস্তারে আগেই বলেছি।[১] ব্রাহ্মণে 'গ্রাবস্তুৎ' হোতৃগণের চতুর্থ ঋত্বিক। সংহিতায় পাই 'গ্রাবগ্রাভ',[২] তিনি দুহাতের দশ আঙুল দিয়ে অভিষবের পাথরটিকে চেপে ধরেন। তার ফলাও বর্ণনা এই সূক্তেই আছে।[৩] পাথরের 'সোনালী চাপ পাক দিয়ে চলে'—এ যেন সোনালী-সবুজ রংএর সিদ্ধি ঘোঁটার ছবি।[৪] 'অন্ধঃ' হয়ে ছিল যে গুহার গহনে, চাপ পেয়ে

---

৫২৬ দ্র. ঋ. ৭।৮৬।৬, টী. ২৩৩৩। ১ শৌনকের ঋষিবিকল্পনার হেতু অক্ষসূক্তেই আছে: ঋ. সোমস্যে.র মৌজবতস্য ভক্ষো বিভীদকঃ'—পাশাখেলা যেন মৌজবত সোমের পানের মত (উন্মাদন) ১০।৩৪।১।

৫২৭ ঋ. ১০।৯৪ সূ.। আরও দ্র. ১০।১৭৫ সূ., ঋষি উর্ধ্বগ্রাবা সর্প আর্বুদি এই অর্বুদেরই পুত্র। অথচ পিতার মত তাঁরও একটি সংজ্ঞা 'সর্প', মনে হয় তাঁদের বংশপদবী। উর্ধ্বগ্রাবার সূক্তে সবিতার উল্লেখ ল.। সবিতার 'প্রসবে' বা প্রেষণায় গ্রাবারা সক্রিয় হয়, এ-ইঙ্গিত গভীর। সবিতার প্রেরণায় ভোরের অন্ধকার হতে আলোর উদয়ন, আর গ্রাবার নিপীড়নে 'অন্ধঃ' সোমের পবমান হতে-হতে 'অংশু' বা 'ইন্দু' হওয়া—দুটি একই ব্যাপার। এ যেন প্রজ্ঞার সমান্তরালে আনন্দের উন্মেষ। যা ছিল ওষধি, তা হয়ে উঠছে আলোকধেনু, একথা সূক্তেই আছে (১০।১৭৫।২)। ১ দ্র. টী. ১২৭২। অর্বুদ কাদ্রবেয়কে আমরা শব্রা.তেও পাই। অশ্বমেধযজ্ঞে 'পারিপ্লব' আখ্যানের রীতি আছে। ছাড়া-পাওয়া অশ্ব একবছর ধরে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়ায়। ততদিন যজ্ঞভূমিতে হোতা সবাইকে প্রত্যহ পারিপ্লব আখ্যান শোনান। এটি দশদিনের একটি পালার মতন, ঘুরে-ঘুরে শোনানো হয়। পঞ্চম দিনের আখ্যান অর্বুদ কাদ্রবেয়ের, যিনি সর্পদের রাজা। 'সর্পেরা এবং সর্পবিদেরা সেখানে জড়ো হয় এবং তাদের সর্পবিদ্যার উপদেশ দেওয়া হয় (শব্রা. ১৩।৪।৩।৯)।' আশ্বলায়নশ্রৌ.র মতে এই সর্পবিদ্যা বিষবিদ্যা (১০।৭।৬)। কিন্তু এ আবার অমৃতবিদ্যাও হতে পারে। বাংলার বিষহরি যেমন বিষনয়নে চেয়ে মারেন, তেমনি আবার অমৃতনয়নে চেয়ে জিইয়ে তোলেন। সর্পবিদ্যার কথা ছা.তেও আছে (৭।১।২, ২।২, ৭।১) ২ ঋ. ১।১৬২।৫। ৩ ১০।৯৪।৭-৮। ৪ তেষাম্ আধানং (চাপ) পর্য্‌-এতি হর্য্যতম্ ৮। অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে সোমরস

সে হল 'সোম', পবমান বা ক্রমে পরিশুদ্ধ হয়ে হল 'অংশু' বা একটি কিরণ। সেই অংশুর 'পীযূষ' বা আপ্যায়নী অমৃতধারার প্রথম স্বাদ পেয়েছিল এই গ্রাবারা,[৫] যারা 'দামাল ছেলের মত বারবার মাকে ঢুঁ মারছে।'[৬] এই পাথরেরা 'অদ্রি', কেউ তাদের দীর্ণ করতে পারে না, বজ্রমণির মত অপরকে তারা বিদ্ধ করে কিন্তু তাদের কেউ বিদ্ধ করতে পারে না। আবার তারা 'পর্বত' চলেছে ঢেউ তুলে,[৭] পাখির মত ডাকতে-ডাকতে চলেছে দ্যুলোকের পানে, আর সূর্যশ্বেত তাদের চাপে নীচে গড়িয়ে পড়ছে প্রচুর রেতোধার।[৮] বর্ণনা এখানে অধিদৈবত, যার অধ্যাত্ম প্রতিরূপ হল বজ্রকন্দের নিপীড়নে আনন্দের ভোগবতী ধারাকে রূপান্তরিত করা অলকানন্দার উজানধারায়।

তারপর **নারাশংস** বা নরের স্তুতি [৫২৮]। যাস্কের উদাহরণে ঋক্‌সংহিতার প্রথম মণ্ডলের একটি সূক্ত উদ্দিষ্ট।[১] এটি এবং তার আগেরটি দুটিই দানস্তুতি। ঋক্‌সংহিতার অষ্টম মণ্ডলে অনেক সূক্তের শেষে ছোট-ছোট দানস্তুতি আছে।' সায়ণ বলেন, 'য়া তেনো.চ্যতে সা দেবতা' যখন, তখন দানস্তুতির দেবতা দান।[২] বস্তুত দান একটি দৈবী সম্পদ বা দিব্য বৃত্তি।[৩] দক্ষিণাও দানের মধ্যে। প্রথম সূক্তের একটি মন্ত্রে দক্ষিণাবানের স্তুতি আছে।[৪] সংহিতার দানসূক্তের একটি বচন সাম্যবাদের প্রেরণা যোগাতে পারে: 'কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী'—তার কেবলই পাপ, যে একা-একা খায়।[৫]

নারাশংস বা দানস্তুতির উপলক্ষ্য রাজা। এইপ্রসঙ্গে যাস্কের মন্তব্য: 'যজ্ঞের সঙ্গে সংযুক্ত বলে রাজা স্তুতি পেতে পারেন, এবং রাজার সঙ্গে যুক্ত বলে এর পর যুদ্ধোপকরণের স্তুতি [৫২৯]।' নারাশংসের পর **রথ** দিয়ে শুরু করে **অশ্বাজনী** বা

সোনালী, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ওজোধারা জ্যোতির্ময় 'হর্য্‌ত' < √হৃ 'ঝলমল করা'>হরি 'সোনালী ঘোড়া'। [৫] ত উ সুতস্য সোমস্যা.ন্ধসো হংশোঃ পীয়ূষং প্রথমস্য ভেজিরে ৮; দ্র. টী. ৪২৮। [৬] আ ক্রীল.য়ো ন মাতরং তুদন্তঃ ১৪। [৭] তৃদিলা (< √তৃদ্‌ 'বিদ্ধ করা') অতৃদিলাসো অদ্রয়ঃ ১১, অদ্রয়ঃ পর্বতাঃ ১। [৮] স্থঙ্‌নি য়ন্ত্যা উপরস্য (উপল, পাষাণ; নিঘ. মেঘ ১।১০) নিষ্কৃতং পুরু রেতো দধিরে সূর্যশ্বিতঃ ৫। রেতোধারা উর্ধ্বস্রোতা হলেই অমৃতত্বের কারণ হয়—এটি যোগীদের একটি প্রাচীন এবং সর্বজনীন প্রসিদ্ধি। শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণনায়, 'দেখলাম, আত্মা একেকটি পদ্মের সঙ্গে ঠক্‌ঠক্‌ করে রমণ করছে, আর অধোমুখ পদ্ম উর্ধ্বমুখ হচ্ছে।' সন্ধাভাষায় এর একটি বর্ণনা ঋ.তে আছে: 'সিঞ্চন্তি নমসা.বতম্‌ উচ্চাচক্রং পরিজ্‌মানম্‌, নীচীনবারম্‌ অক্ষিতম্‌। অভ্যারম্‌ ইদ্‌ অদ্রয়ঃ নিষিক্তং পুষ্করে মধু, অবতস্য বিসর্জনে'—(দেবতারা) সেচন করলেন নেমে এসে কূপের মধ্যে (সোমরস)—(যে-কূপের) উপরে চক্র, নীচে দুয়ার, যা ছড়িয়ে গেছে দিকে-দিকে অক্ষয় হয়ে। হাতের কাছেই অদ্রিরা; নিষিক্ত হল পুষ্করে মধু যখন কূপ হতে ধারা বইতে লাগল ৮।৭২।১০-১১। উপরের চক্রটিই পুষ্কর বা পদ্ম, অন্যত্র মূর্ধন্যকমল (৬।১৬।১৩, টী. ২০৬)। নীচের দিকে মুখকরা কূপটি হঠযোগের ভাষায় মূলাধার, সেখানে অন্ধঃ-সোমের ভোগবতী ধারা পাতালবাহিনী। অবত 'পরিজ্‌মা' অর্থাৎ সেও একটি চক্র বা পদ্ম, তার শলাকা বা দলগুলি বাইরের দিকে ছড়ানো।

৫২৮ দ্র. টীমূ. ৩৬৮। [১] ঋ. ১।১২৬ সূ.। [২] ঐ, সূক্তভূমিকা। [৩] দ্র. বৃ. ৫।২।২। সেখানে দান বিশেষ করে মানুষের ধর্ম, তাই এখানে দানস্তুতি পৃথিব্যায়তন সত্ত্ব। [৪] ঋ. ১।১২৫।৬। এইপ্রসঙ্গে দ্র. দক্ষিণাসূ. ১০।১০৭।৩। [৫] ঋ. ১০।১১৭,৬. ঋষি 'ভিক্ষু' আঙ্গিরস, তু. বৃ. ভিক্ষাচর্যা ৩।৫।১, ৪।৪।২২। আরও তু. ছা. ৪।৩।৫-৮।

৫২৯ নি. ৯।১১। [১] দ্র. ঋ. ৬।৪৭।২৬-৩১, ৭৫ সূ.। শেষেরটি সংগ্রামসূক্ত। এইসব উপকরণের সঙ্গে

চাবুক পর্যন্ত পাই নয়টি উপকরণের নাম।[১] রথস্তুতির তৃচটিতে[২] রথকে স্পষ্টত 'দেবরথ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাকে বলা হয়েছে দ্যাবাপৃথিবী আর অপ্ হতে সম্ভৃত ওজের দ্বারা গঠিত ইন্দ্রের বজ্র।[৩] অতএব সে ধর্মযুদ্ধের উপকরণ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে শত্রু 'বৃত্র' বা অবিদ্যা, ইন্দ্র বজ্রশক্তিতে যাকে বধ করেন।[৪] এই দেহই তখন রথ।[৫] এমনিতর একটি ধ্বনি তৃচটিতে পাওয়া যায়।[৬] এই সূক্তেই রথের সঙ্গে-সঙ্গে দুন্দুভিরও স্তুতি আছে।[৭] অন্যান্য উপকরণের স্তুতি আছে সংগ্রামসূক্তে, যার শেষ কথা হচ্ছে 'ব্রহ্ম বর্ম মমা.ন্তরম্'—বৃহতের ভাবনা ও বীর্যই আমার আন্তর কবচ।[৮]

এর পর আছে **উলূখল** এবং একই সূক্তে **উলূখল-মুসলের** কথা [৫৩০]। সূক্তটির রচয়িতা শুনঃশেপ বা দেবরাত, ঐতরেয়ব্রাহ্মণে তাঁর কাহিনী প্রসিদ্ধ।[১] 'অঞ্জঃসব' নামে একটি বিশিষ্ট সোমসবনের তিনি প্রবর্তক। এ-সূক্তটিতে তারই বিবৃতি। 'অঞ্জঃসব' সংজ্ঞার অর্থ ক্রিয়াবিশেষবাহুল্য বর্জন করে অতি সহজ উপায়ে বিদ্যুদ্‌গতিতে সোমের সবন এবং আহুতি।[২] শুনঃশেপ তার বর্ণনা দিচ্ছেন সন্ধাভাষায়। সোমকে বলা হচ্ছে 'উলূখলসুত'। কিন্তু যজ্ঞে উলূখল-মুসল দিয়ে পুরোডাশের জন্য ব্রীহি বা ধান কোটা হয়, আর সোম ছেঁচা হয় (সবন) দুটি অধিষবণফলকের উপর গোচর্ম বিছিয়ে তাতে সোম রেখে 'গ্রাবা' বা পাথরের আঘাতে। তারপর সোমরস মেষলোমের 'পবিত্র' বা ছাঁকনিতে ছেঁকে 'দ্রোণকলশে' ঢালতে হয়, আর সেখান থেকে নিয়ে হোম করা হয়। এসমস্তেরই সুস্পষ্ট উদ্দেশ সূক্তটিতে আছে, তবুও বলা হচ্ছে 'অঞ্জঃ' সোমের সবন হ'ক উলূখল আর মুসল দিয়ে।[৩] আবার তাদের 'বনস্পতি' বলাতে[৪] সমস্ত ব্যাপারটিতে অগ্নি-সোমের যুগ্মসম্পর্ক ধ্বনিত হচ্ছে। তাছাড়া সূক্তের প্রথমদিকের বর্ণনা স্পষ্টতই আদিরসাশ্রিত। যেমন অরণিমন্থনে অগ্নির 'প্রজনন',[৫] এখানেও তেমনি উলূখল-মুসলের সংঘট্টে ইন্দ্রপান সোমের প্রজনন। শতপথব্রাহ্মণের স্পষ্ট উক্তি, 'য়োনির্ উলূখলং···শিশ্নং মুসলম্।'[৬] শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে যেমন নিজের দেহেই অধরারণি

যোগ করতে হবে 'আর্ত্নী', যা তালিকার শেষে দ্বন্দ্বের অন্তর্গত (৩৩)। [২]ঋ. ৬।৪৭।২৬-২৮। [৩]৬।৪৭।২৭ (২৮)। এখানে অপ্ অন্তরিক্ষের ; কাজেই রথটি ত্রিলোকের ওজোদ্বারা নির্মিত। তু. তৈব্রা. বজ্রো বৈ রথঃ ১।৩।৬।১, শ. ৫।১।৪।২ ; আরও তু. শ. ১।২।৪।১। বস্তুত রথ বনস্পতির 'সহঃ' বা সার দ্বারা নির্মিত (ঋ. ৬।৪৭।২৭ ; তু. ৩।৫৩।২০), তাই রথ পৃথিব্যায়তন সত্ত্ব। মন্ত্রটিতে 'ওজঃ' আর 'বজ্রে'র সমীকরণ ল.। [৪]তু. সা.র উদ্ধরণ : 'ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রম্ উদয়চ্ছৎ, স ত্রেধা ব্যভবৎ, স্ফ্যস্ তৃতীয়ং রথস্ তৃতীয়ং য়ূপস্ তৃতীয়ম্' (ঋ.৬।৪৭।২৭)। [৫]তু. ক. ১।৩।৩। [৬] আরও দ্র. সাধারণ রথাঙ্গের স্তুতি ঋ. ৩।৫৩।১৭-২০। সংগ্রামসূক্তেও রথের কথা আছে ৬।৭৫।৮। [৭]৬।৪৭।২৯-৩১। [৮]৬।৭৫।১৯। অত্র তু. ক. ১।২।২৫, ব্রহ্ম এবং ক্ষত্র দুইই পরমদেবতার ওদন (দ্র. বেমী. ১৭৬৩৮৯)।

৫৩০ ঋ. ১।২৮ সূ.। [১]দ্র. ঐব্রা. ৭।১৫···। 'শুনঃশেপ' নামটি রাহস্যিক। 'শ্বা' প্রাণের প্রতীক, 'শেপ' (তু. 'শিপ্র') প্রজননাঙ্গ, বীর্য। দ্র. টী.:শেষ। [২]দ্র. ঐব্রা. ৭।১৭। 'অঞ্জস্'< √অঞ্জ্, 'ব্যক্ত হওয়া, প্রকাশ পাওয়া'> 'অঞ্জসা' ক্ষিপ্রগতিতে (বিদ্যুতের মত)। [৩]ঋ. ১।২৮।৬, ৭। [৪]৬,৮। [৫]দ্র. ৩।২৯।১। [৬]দ্র. টীমূ. ৪৪১২।

এবং উত্তরারণির সহায়ে মন্থনের দ্বারা অগ্নিপ্রজননের কথা পাই,[৭] এখানেও তা-ই। রাহস্যিক ভাষায় এটি 'উধ্বর্মন্থ', যা 'পুত্রমন্থের' বিপরীত। এইটিই শুনঃশেপদৃষ্ট 'অঞ্জঃসব', যা হঠযোগের ভাষায় যোনিকন্দের নিপীড়ন এবং আহননের দ্বারা সোম্য আনন্দধারার উজান বওয়ানো। শুনঃশেপের বর্ণনায়, 'পৃথুবুধ্ন' বা বিস্তীর্ণমূল গ্রাবা অভিষবের জন্য উপর থেকে নেমে আসছে দুটি জঘনের মত পাশাপাশি-রাখা অধিষবণফলক দুটির উপর—যেমন মুসল নেমে আসে উলূখলে। সেই উলূখলে আসুত সোমের ধারা উজান বইছে,[৮] আর ইন্দ্র নেমে এসে বারবার তাকে পান করছেন।[৯] উলূখলে ধান কোটে মেয়েরা। তাই কৌশলে একটি মেয়েকে এখানে এনে শুনঃশেপ বলছেন : এই সবনের সময় একটি নারী একবার অপচ্যুত আরেকবার উপচ্যুত হয়ে তার শক্তির প্রকাশ করছে।[১০] আপাতদৃষ্টিতে 'অপচ্যব' হল উলূখল থেকে মুসলটি তুলে নেওয়া, আর 'উপচ্যব' হল আবার তাকে নামিয়ে আনা। কিন্তু বস্তুত এই 'নারী' ইন্দ্রমাতা[১১], অথবা শুনঃশেপের ইষ্টদেবী দেবজননী অদিতি[১২]—অন্যত্র যাঁকে সামান্যত বলা হয়েছে 'যোষা' বা নারী।[১৩] রাহস্যিক অর্থে অপচ্যব হল মুসলের উলূখলে নেমে আসা, যা সাধারণ ক্রিয়ার বিপরীত। কিন্তু উধ্বর্মন্থে এইটিই প্রথম দরকার, সাধনশাস্ত্রে যাকে বলা হয় শক্তিপাত।[১৪] লোকোত্তর হতে মহাশক্তি মুসলের বেগে নেমে এসে আধারের কন্দমূলকে আঘাত করে আবার ফিরে যান তাঁর স্বধামে। ওইটি তাঁর উপচ্যব। অন্যত্র তাঁর এই নামা-ওঠাকে বলা হয়েছে 'সার্পরাজ্ঞীর অপানন এবং প্রাণন'।[১৫] তার ফলে

---

[৭]শ্বে. ১।১৪। [৮]সোমের উজান বওয়ার বর্ণনা ঋ.র অনেকজায়গায় তু. ৯।৬৪।২২, ৬৩।৮… ; দ্র. টী. ১১৪৩। এই ব্যাপারের সঙ্গে তু. উত্তরারণি এবং অধরারণির সাহায্যে অগ্নিপ্রমন্থন। [৯]ঋ. যত্র গ্রাবা পৃথুবুধ্ন ঊর্ধ্বো ভবতি সোতবে, উলূখলসুতানাম্ অবে.দ্ ব্ ইন্দ্র জল্গুলঃ (নেমে এসে হে ইন্দ্র, বারবার পান কর)। যত্র দ্বাব্ ইব জঘনা.ধিষবণ্যা কৃতা, উলূখলসুতানাম্…১।২৮।১-২। দ্বিতীয় মন্ত্রের ভাষ্যে স্কন্দ : 'যথা মৈথুনকালে স্ত্রীপুংস-জঘনে, এবম্ অভিষবকালে পরস্পরসম্পর্কাব্ অধিষবণফলক-গ্রাবাণৌ কৃতৌ।' কিন্তু বস্তুত অধিষবণফলক দুটিই এবং তাদের এখানে জঘনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ফলক দুটির উপর নেমে আসছে 'গ্রাবা' (১)। Geldner 'পৃথুবুধ্ন' বিশেষণ থেকে এটিকে উলূখল মনে করেছেন, কিন্তু বস্তুত তা নয়। গ্রাবা মুসল, তার নীচের দিকটা একটু মোটা। তাঁর সঙ্কেতিত মন্ত্রে 'উলূখলবুধ্ন যূপে'র কথা আছে, 'পৃথুবুধ্ন উলূখলের' কথা নাই। এখানে আঙ্গিরসের ধ্বনি সুস্পষ্ট। তবে ব্যাপারটি পুত্রমন্থ নয়, উধ্বর্মন্থ—একথা মনে রাখতে হবে। [১০]ঋ. যত্র নার্য্ অপচ্যবম্ উপচ্যবং চ শিক্ষতে…১।২৮।৩। বেঙ্কটমাধব বলছেন, 'যত্র অভিষবপ্রবৃত্তং গ্রাবাণং দৃষ্ট্বা স্ত্রী ভর্তরি প্রবেশকৌশলং নির্গমনকৌশলং চ শিক্ষতে।' কিন্তু বস্তুত পুরুষই প্রবেশ করে, নারী নয়। স্কন্দ : 'যজ্ঞে, মৈথুনকালে স্বজঘনে নারী.র পুরুষায়, একো হ্যভিষবগ্রাবা ইতরস্মৈ গ্রাব্ণে অপগমনম্ উপগমনং চ শিক্ষতে।' কিন্তু মূলে নারী উপমান নয়। 'শিক্ষতে' সায়ণ বলছেন 'অভ্যাসং করোতি'। কিন্তু ধাতুটির মূল অর্থ 'সমর্থ হওয়া'। [১১]তু. তম্ (ইন্দ্রকে) উ চিন্ নারী নর্যং (পৌরুষসম্পন্নকে) সসূব ৭।২০।৫। আরও বিবরণ দ্র. টীমূ. ৪৩০। [১২]দ্র. শুনঃশেপের উপমণ্ডলের প্রথমেই তাঁর ব্যাকুল প্রার্থনা : 'কো নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্ দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ'—কে আমাদের মহীয়সী অদিতির কাছে ফিরিয়ে দেবে? পিতাকে যে আমি দেখতে চাই, আর মাতাকে ১।২৪।১। শুনঃশেপ ত্রিধা বদ্ধ (১।২৪।১৫); আর 'অদিতি' অবন্ধনা। তিনিই ইষ্টদেবীরূপে শুনঃ-শেপের মাতা, আর বরুণ পিতা—যিনি প্রত্যক্ষ হয়ে তাঁর বন্ধনমোচন করলেন (১।২৫।১৮,২১)। অদিতি আর বরুণ মহাশূন্যে যুগনদ্ধ পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতি। বিদ্র. পরে। [১৩]দ্র. ১০।৫৩।১১, টীমূ. ২৯৭। [১৪]সংহিতায় এই শক্তিপাতকে বলা হয় 'আবেশ' তু. ১০।৮১।১। আরও তু. ঐউ. সীমানং বিদার্য…১।৩।১২। [১৫]দ্র. ঋ.

সোমের ধারা 'আধারের একটি শুভ্র পথ' ধরে ওঠা-নামা করতে থাকে[১৩]এবং পথের দুটি মেরুর মধ্যে খেলতে থাকে বিদ্যুতের দীপনী। এইটি অগ্নঃসবের তাৎপর্য।

কিন্তু ক্রিয়াটি এখানেই শেষ হয় না। পূত সোমকে সমর্থ করবার জন্য তাকে 'ত্র্যাশীঃ' [৫৩১] করতে হয় অর্থাৎ তার সঙ্গে মেশাতে হয় পরপর তিনটি জিনিস—'যবের' ছাতু, 'গো'দুগ্ধ এবং 'দধি', যারা যথাক্রমে তারুণ্য বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানঘনতার প্রতীক।[১] এই ব্যাপারটি হল মন্থকর্ম[২]—যেমন এখন আমাদের সিদ্ধি ঘোঁটা।[৩] যা দিয়ে ঘোঁটা হয়, তা হল 'মন্থা' বা মন্থনদণ্ড। মন্থনের সময় দণ্ডটিকে স্থির রাখবার জন্য হয় দুদিক থেকে দুহাত দিয়ে চেপে ধরতে হয়, নয়তো একদিকে কিছুর সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে উল্টাদিকে দড়ি পেঁচিয়ে টানাটানি করতে হয়। মন্ত্রে একে বলা হয়েছে 'মন্থার বিবন্ধন।'[৪] তার উদ্দেশ্য, দণ্ডটা যাতে এদিকে-ওদিকে না হেলে, ঋজু থাকে এবং তার মূল দৃঢ়ভাবে পাত্রে সংলগ্ন থাকে। তাতে মন্থন সুচারু হয়। অধ্যাত্ম সোমের মন্থনের সময়ও প্রয়োজন মেরুদণ্ডের ঋজুতা এবং মূলবন্ধ। শুনঃশেপ বলছেন, অনুপান-মেশানো সোম অশ্বের মত তেজস্বী এবং আশুগতি, বিবন্ধন দিয়ে তার রাস টেনে রাখতে হয়—নইলে মহাবায়ু মাথায় চড়ে বিপদ ঘটাতে পারে।[৫]

এই চারটি মন্ত্রে অগ্নঃসবসূক্তের প্রথম পর্ব। চারটি মন্ত্রেরই শেষে একটি ধ্রুবা

১০।১৮৯।২, টীমূ. ১২৭২, ৩২০। [১৩]দ্র. ৯।১৫।৩, টী. ১১৪।...প্রসঙ্গত বলা চলে, 'শুনঃশেপ' সংজ্ঞাটি সম্ভবত ঋষিথুনের দীর্ঘরতের ব্যঞ্জনাবাহী, যাকে যুগনদ্ধ শিব-শক্তির নিত্যসামরস্যের প্রতীকরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। অগ্নঃসবের পরিণাম এই সামরস্যের অনুভবে। মধ্যপ্রদেশে খাজুরাহোর লক্ষ্মণমন্দির যে-বেদির উপর প্রতিষ্ঠিত, তার দক্ষিণপূর্ব কোণের ভিত্তিগাত্রে উৎকীর্ণ উলূখল-মুসলযুক্ত একটি ভাস্কর্যে এই সূক্তের বিষয়বস্তুর ছায়াপাত হয়েছে বলে মনে হয়। মন্দিরটি দশম শতাব্দীর।

৫৩১ তু. ঋ. ৫।২৭।৫। [১] 'যব' ।।যুবন্ < √যু 'সোমত্ত হওয়া'। 'গো'=পয়ঃ বা দুধ, পঞ্চামৃতের প্রথম অমৃত। শুভ্র বলে এটি সত্ত্বশুদ্ধির প্রতীক। দুধ জমলেই 'দধি'=বিজ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন দুধকে নির্জনে রেখে দই পেতে তাহতে মাখন তোলার কথা। [২]তু. ছা. ৫।২।৪। [৩]খুব সম্ভবত কোনসময়ে সিদ্ধি বা ভাং ছিল সোম। তু. ঋ. গোভির্ ভঙ্গং পরিষ্কৃতম্ ৯।৬১।১৩। 'গোভিঃ' গোজাত দুগ্ধ দিয়ে, রহস্যার্থ 'আলো দিয়ে।' 'ভঙ্গ'>ভাং। বাংলার দুর্গোৎসব অশ্বমেধের বিকল্প। অশ্বমেধ একটি সোমযাগ। সোমযাগের প্রকৃতি অগ্নিষ্টোম। অগ্নিষ্টোম পাঁচ দিন ধরে হয়, শেষের দিনটি সুত্যাদিবস—সোম ছেঁচে তার রস আহুতি দেবার দিন। দুর্গাপূজাও বস্তুত পাঁচ দিনের ব্যাপার, ষষ্ঠীতে বোধন থেকে শুরু করে দশমীতে বিসর্জন পর্যন্ত। এই শেষের দিনটি 'বিজয়া'। এই দিনে দুধে-মেশানো ভাংএর শরবৎ পান করবার রীতি আছে। এই ভাংএর নাম 'বিজয়া'। স্মরণ করিয়ে দেয়, সোমপানে মত্ত হয়ে ইন্দ্রের বিচিত্র কীর্তির কথা (তু. ঋ. ২।১৫সূ. বিশেষত ১,৮,৯ : আরও তু. সপ্তশতীতে মহিষমর্দিনীর মধুপানে মত্ত হয়ে অসুরবধ। দুর্গাপূজা এই মহিষমর্দিনীর পূজা, যার সঙ্গে তু. ইন্দ্রের বৃত্রবধ ঋ. ২।১৫।১)। উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ে-পাহাড়ে প্রচুর ভাংএর গাছ আপনি জন্মায়। [৪]ঋ. যত্র মন্থাং বিবধ্নতে রশ্মীন্ (ঘোড়ার লাগাম) যমিতবা (সংযত করার জন্য) ইব ১।২৮।৪। [৫]ঐ। তু. বায়ুর উদ্দেশে কাম্ব : 'তীব্রা সোমাস আ গহ্যাশীর্বন্তঃ (যবের ছাতু, দুধ এবং দই মেশানো) সুতা ইমে, বায়ো তান্ প্রস্থিতান্ পিব ১।২৩।১। সোমের মত্ততা মাথার দিকে উজিয়ে চলছে, বায়ু তাকে প্রথম পান করবেন, তাইতে সোম শুচি হবে অর্থাৎ সোম্য আনন্দের রাস টানতে হবে বায়ু বা প্রাণের সাহায্যে (তু. শ্বে. বায়ুরোধ এবং সোমের উপচে পড়া ২।৬, নীচে দ্র.)। আরও তু. ইন্দুঃ সমুদ্রম্ উদ্ ইয়র্তি বায়ুভিঃ'—ইন্দু সমুদ্রের দিকে উজিয়ে চলেন বায়ুদের সঙ্গে ৯।৮৪।৪।

আছে। ঐতরেয়ব্রাহ্মণ বলছেন, অঞ্জঃসবযাগের হোম করা হয়েছিল এই চারটি ঋক্ দিয়ে, প্রত্যেক ঋকের শেষে 'স্বাহা' যুক্ত ক'রে [৫৩২]। সেখানেই পাই, এর পরের চারটি মন্ত্র দিয়ে শুনঃশেপ সোমের অভিষব করেছিলেন এবং শেষ ঋক্‌টি দিয়ে তাকে দ্রোণকলশে ঢেলেছিলেন। এখানে আহুতির মন্ত্রগুলিকেই অনুষ্ঠানের ক্রমভঙ্গ করে প্রথমে বিন্যস্ত করা হয়েছে এইজন্য যে, উত্তমাধিকারীর বেলায় আত্মদর্শন যেমন শ্রবণেই সিদ্ধ হতে পারে, অঞ্জঃসবও তেমনি একটি সিদ্ধ ব্যাপার—তা আর-কোনও অনুষ্ঠানের অপেক্ষা রাখে না। আধারের উলূখলে সোম অভিষুত হয়েই রয়েছে, এখন দেবতা নেমে এসে তাকে পান করলেই হয়। যার তা হয়নি, সেই মন্দাধিকারীর জন্য বিশেষ অভিষবের নির্দেশ দেওবা হয়েছে সূক্তের দ্বিতীয় পর্বে। অঞ্জঃসব যে বহিরনুষ্ঠাননিরপেক্ষ একটি অন্তর্যাগ, এইতেই তা বোঝা যায়।[১]

দ্বিতীয় পর্বে উলূখল-মুসল বনস্পতিরূপে সমস্ত আধারব্যাপী নাড়ীতন্ত্রবাহিত অগ্নিশিখাসমূহের প্রতীক। মুসলটি তখন যেন উলূখলে প্রোথিত, দুটিতে মিলে যেন একটি সমূল বৃক্ষকাণ্ড। যোগে একে বলা হয়েছে মূলাধার হতে উচ্ছ্রিত সুষুম্ণকাণ্ড, তন্ত্রে যার একটি লোকাতত প্রতিরূপ হল গৌরীপট্ট হতে উদ্‌গত স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। শুনঃ-শেপ উলূখলকে সম্বোধন করে সন্ধাভাষায় বলছেন, 'হে বনস্পতি, এই যে বাতাস তোমার অগ্রভাগকে বিশেষ করে সঞ্চালিত করছে। অতএব ইন্দ্রের পানের জন্য সবন কর সোমের, হে উলূখল [৫৩৩]।' যোগের বর্ণনা, যোনিকন্দের নিপীড়ন বা আকুঞ্চনের ফলে মূলাধারস্থিত কন্দর্পবায়ু সুষুম্ণকাণ্ডের ভিতর দিয়ে উর্ধ্বগামী হয়।[১] উপনিষদের বর্ণনা, যেখানে অগ্নির অভিমন্থন হয়, যেখানে বায়ু উপরে উঠে নিরুদ্ধ হয়ে যায়, যেখানে সোম উপচে পড়ে, সেইখানে সঞ্জাত হয় মন।[২] যোগীর অনুভবে এই হল কুণ্ডলিনীর মূলাধার হতে মাথায় চড়া এবং তার ফলে সহস্রারচ্যুতামৃতের ক্ষরণ। উলূখল আর মুসল এখানে যুগনদ্ধ। 'তারা উর্ধ্ববিহারী, জ্যোতির্ময় দুটি অশ্ব হয়ে চর্বণ করে আঁধারের সোম।'[৩]

---

৫৩২ ঐব্রা. ৭।১৭। [১]দ্র. ঐব্রা. সাভা. 'অঞ্জসা' ঋজুমার্গেণ 'সবঃ' সোমাভিষবঃ যস্মিন্ যাগে…সোঽয়ম্ অঞ্জঃসবঃ, ইষ্টিপশুসাংকর্যম্ অন্তরেণ…অনুষ্ঠিতত্বাৎ ৭।১৭।

৫৩৩ ঋ. উত স্ম তে বনস্পতে বাতো বি বাত্য্‌ অগ্রম্ ইৎ, অথো ইন্দ্রায় পাতবে সুনু সোমম্ উলূখল ১।২৮।৬। [১]এই ক্রিয়াকে অবলম্বন করে হঠযোগে অঞ্জঃসবের একটি প্রকার হল 'শৃঙ্গার-সাধন'। [২]তু. শ্বে. অগ্নির্ যত্রা.ভিমথ্যতে বায়ুর্ যত্রা.ধিরুধ্যতে, সোমো যত্রা.তিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ২।৬; তু. টী. ৫০০। ঋ. ১।২৮।৬এ সায়ণের মন্তব্য: 'ত্বরোপেতমুসলপ্রহারৈর্ বায়ুর্ বিশেষেণ প্রসরতি খলু' স্বাভাবিক এবং রাহস্যিক দুই অর্থেই নেওয়া যেতে পারে। [৩]ঋ. আয়জী বাজসাতমা তা হ্য্‌ উচ্চা বিজর্ভৃতঃ, হরীইব অন্ধাংসি বপ্সতা'—এইখানেই যজ্ঞসাধক তারা, বজ্রশক্তিকে কেউ ছিনিয়ে আনতে পারে না তাদের মত, যেহেতু তারা উচ্চে বিহার করে, জ্যোতির্ময় দুটি অশ্বের মত অন্ধঃ-সোম চর্বণ করে ১।২৮।৭। 'বিজর্ভৃতঃ' (চোয়াল দুটি) ফাঁক করে (Geldner)। ঋ.র কোন-কোনও জায়গায় এই অর্থ। কিন্তু ভাষ্যকারেরা সবাই 'বিহার করে' এই অর্থই করেছেন।

তারপর **বৃষভ** আর **দ্রুঘণ**। এদের উল্লেখ আছে দশম মণ্ডলের একটি সূক্তে [৫৩৪]। সূক্তটি ঋষি মুদ্‌গলের বিজয়গাথা—কেমন করে তিনি রথের দৌড়ে ('আজি'তে) 'শতবৎসহস্র গো' জিনে নিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কে ছিল, সংহিতায় তার উল্লেখ নাই। বৃহদ্দেবতায় শৌনক বলছেন, মুদ্‌গল ইন্দ্র-সোমকে হারিয়ে দিয়েছিলেন।[১] মূলসূক্তে কিন্তু ইন্দ্রের কাছেই তাঁর দুটি প্রার্থনা এবং একটি কৃতজ্ঞতাখ্যাপন আছে।[২] প্রথম প্রার্থনাটি দৌড় আরম্ভ হবার আগে, ইন্দ্র যেন তাঁর রথটিকে আগলে থাকেন। তার পরেই দৌড়ের একটি উজ্জ্বল ছবি: রথ ছুটছে, মুদ্‌গলের স্ত্রী ইন্দ্রসেনা তার সারথি, হাওবায় তাঁর কাপড় উড়ছে। সঙ্গে-সঙ্গে মুদ্‌গলের প্রার্থনা: রথের গতিতে কোনও শত্রু যেন বাধার সৃষ্টি না করে—হ'ক সে দাস বা আর্য।

মুদ্‌গলের রথটি বড় বিচিত্র। তার জোবালের একদিকে জোতা হয়েছে একটি বৃষভ, আর আরেকদিকে একটি 'দ্রুঘণ' বা মুগুর। এমন অদ্ভুত রথ দিয়ে ইন্দ্র-সোমকে দৌড়ে হারিয়ে দেওয়া—মানুষের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি [৫৩৫]। দেবতার প্রসাদ ছাড়া এ সম্ভব হয় না—এ যেন তাঁরই ইচ্ছায় তাঁকে ছাড়িয়ে যাওয়া। সূক্তের শেষে মুদ্‌গল তাই বলছেন: 'তুমি বিশ্বজগতের চক্ষুরও চক্ষু হে ইন্দ্র। তাই তো বৃষভ তুমি, বীর্যবর্ষীর সঙ্গে ক্লীবকে জুড়ে [রথ] হাঁকিয়ে আজিতে তুমি চাও সম্পদ ছিনিয়ে নিতে।'[১] রহস্যের এই ইঙ্গিতটুকু ছাড়া সমস্ত সূক্তটিতে আছে এই অদ্ভুত রথদৌড়ের একটি কৌতুকোচ্ছল বর্ণনা।

বৃহদ্দেবতায় শৌনক বলছেন, 'শাকটায়ন মনে করেন, সূক্তটি একটি ইতিহাস বা প্রাচীন কাহিনী [৫৩৬]।' এ-দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তব। কিন্তু এদেশে ইতিহাসরচনার প্রাচীন রীতি হচ্ছে, কোনও বাস্তব ঘটনাতে যদি অধ্যাত্মতত্ত্বের ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়, তবে কেবল তারই স্মৃতিটুকু জিইয়ে রেখে আর-সব ভুলে যাওয়া। জাতির সত্যকার ইতিহাস শেষপর্যন্ত এইভাবেই গড়ে উঠতে পারে।

মুদ্‌গলের রথদৌড়ের ইতিহাস কঠোপনিষদের প্রসিদ্ধ উপমাটি স্মরণ করিয়ে দেয়: 'আত্মাকে রথী বলে জেনো, আর শরীরকে রথ। বুদ্ধিকে জেনো সারথি।...আর ইন্দ্রিয়দের বলা হয় অশ্ব [৫৩৭]।' মুদ্‌গলের রথে সারথি ইন্দ্রসেনা বা ইন্দ্রেরই শক্তি।

---

৫৩৪ ঋ. ১০।১০২ সূ.। [১]বৃদে. ৮।১২। [২]ঋ. ১০।১০২।১, ৩,:১২।

৫৩৫ বৃষভ এবং দ্রুঘণ দুইই মর্ত্যমানবের আত্মশক্তির প্রতীক, তাই তারা পার্থিব। পরে দ্র.। [১]ঋ. ত্বং বিশ্বস্য জগতশ্ চক্ষুর্ ইন্দ্রা.সি চক্ষুষঃ, ব়.ষা য়দ্ আ:জিং ব়.ষণা সিষাসসি চোদয়ন্ বধ্রিণা য়ুজা ১০।১০২।১২। ল. মন্ত্রটি নিত্যবর্তমানের বর্ণনা এবং ক্রিয়াপদটি সনন্ত, যা বোঝাচ্ছে দেবতার সত্যসঙ্কল্পের নিত্যস্ফুরণ। 'চক্ষুষশ্ চক্ষুঃ' তু. কে. ১।২, ব্রহ্মের লক্ষণ।

৫৩৬ বৃদে. ৮।১১।

৫৩৭ ক. ১।৩।৩৪। [১]'দ্রুঘণ' হল 'দ্রু' বা বৃক্ষের 'ঘন' বা শিলীভূত রূপ, বনস্পতি অগ্নি যার মধ্যে

দুটি বাহনের একটি বৃষভ, সে প্রাণবান্। সংহিতায় 'বৃষভ' ইন্দ্রের একটি বহুপ্রযুক্ত বিশেষণ, বলতে গেলে তাঁর একচেটিয়া। দ্রুঘণ নিষ্প্রাণ, কিন্তু ইন্দ্রের বজ্রের সঙ্গে তার সাদৃশ্য সহজেই মনে আসে। মুদ্গলের রথদৌড়ের রহস্য এখন স্পষ্ট। আমরা সবাই মুদ্গল বা মুদ্গর বা বজ্রধর ইন্দ্রের 'সযুক্ সখা'। আমাদের দেহরথে তাঁরই শক্তি কাজ করছে জড় (অন্ন),[১] প্রাণ ও ধীরূপে—এসবই তিনি। তাঁরই প্রেষণায় সেই রথকে ছোটাতে হবে 'শতবৎসহস্র গোযূথ' বা অনন্তজ্যোতিকে জয় করবার জন্য, যা আছে সূর্য-সোমেরও ওপারে।[২]

তারপর পিতু বা অন্ন। ঋক্‌সংহিতার প্রথম মণ্ডলের একটি সূক্তে তার স্তুতি আছে [৫৩৮]। পিতু বলতে অন্ন এবং পানীয় দুইই বুঝতে হবে।[১] এই সূক্তেই পিতুকে সোম বলা হয়েছে। অন্নপ্রশস্তি উপনিষদেও আছে।[২]

তারপর নদী এবং তাদের মধ্যেই বিশিষ্ট দুটি নদী বিপাট্ এবং শুতুদ্রি—পৌরাণিক বিপাশা এবং শতদ্রু। সিন্ধুর সঙ্গে এদের উল্লেখ আছে ঋক্‌সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের একটি সূক্তে, আর নদীসূক্তটি আছে দশম মণ্ডলে [৫৩৯]। সরস্বতী যেমন নদী, তেমনি দেবী ; তাঁর কথা আগেই বলা হয়েছে।[১] অধিদৈবত দৃষ্টিতে নদী সূর্যরশ্মি, আর অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে নাড়ী।[২]

তারপর অপ্। ঋক্‌সংহিতায় তিনটি অপ্‌সূক্ত আছে, দেবতা যেখানে অবিকল্পিত [৫৪০]। তাছাড়া আর তিনটি সূক্তে দেবতাবিকল্প আছে।[১] বিকল্পিত দেবতারা অগ্নি ঘৃত অপাংনপাৎ সূর্য এবং গো (বহুবচনে)। প্রথম দুটি দেবতা পৃথিবীস্থান, তৃতীয়টি অন্তরিক্ষস্থান আর শেষের দুটি দ্যুস্থান। সুতরাং অপ্‌এরা আছে তিন লোকেই। যাস্ক পৃথিবীস্থান অপ্‌এর উদাহরণ দিতে দশম মণ্ডলের নবম সূক্তটি বেছে নিয়েছেন। তার প্রথম তৃচের সঙ্গে আমরা পরিচিত, কেননা ওটি সন্ধ্যাবন্দনার অঙ্গীভূত।[২]

জমাট বেঁধে জড় হয়ে আছেন। এই জড়ের পারিভাষিক সংজ্ঞা হল 'অন্ন' (দ্র. বেমী. ১৬৯৩২৪, ১৭১)। ২তু. ক. ২।২।১৫। ইন্দ্র আদিত্য, দিনের আলো ; সোম এই আদিত্যের ওপারে রাতের আলো। শতবৎসহস্র কিরণ রয়েছে অহোরাত্রের ওপারে (দ্র. বেমী. ৮৯৭০)।

৫৩৮ ঋ. ১।১৮৭ সূ.। ১তু. পিতুং পপিরান্ ১।৬১।৭। ২দ্র. তৈউ. ৩।৭-৯ ; টী. ৩৭৩।

৫৩৯ ঋ. ৩।৩৩ সূ. ; ১০।৭৫ সূ.। ২দ্র. টীমূ. ৪০৭...। ২দ্র. টীমূ. ১১১।

৫৪০ ঋ. ৭।৪৭, ৪৯, ১০।৯ সূ.। **অপ্**॥ আপ্ (>আপঃ) <আ √*অপ্ 'চলা'>প্রাপ্ 'পাওয়া', 'পৌছনো'। তু. শ. সে.দং সর্বম্ আপ্নোদ্ যদ্ ইদং কিং চ, যদ্ আপ্নোৎ তস্মাদ্ আপঃ ১।১।১।১৪, ২।১।১।৪, ৪।৫।৭।৭। ১দ্র. ঋ. ৪।৫৮ সূ., দেবতা 'অগ্নিঃ, সূর্যো বা, আপো বা, গাবো বা', ঘৃতস্তুতির্ বা ; ১০।১৯ সূ.. 'আপঃ গাবো বা' ; ১০।৩০ সূ, 'আপঃ অপাংনপাদ্ বা' (দ্র. কবষের আপোনপ্‌ত্রীয়সূ., টীমূ. ৫২৪)। ২আপো হি ষ্ঠা (হচ্ছ) ময়োভুবস্ (আনন্দরূপিণী) তা ন ঊর্জে (অন্তরাবৃত্তির বীর্যের অভিমুখে) দধাতন, মহে রণায় চক্ষসে (মহাজ্যোতির্ময় আনন্দকে যাতে দেখতে পাই)। যো বঃ শিবতমো রসঃ তস্য ভাজয়তে. (ভাগী কর) হ নঃ, উশতীর্ (উতলা) ইব মাতরঃ। তস্মা (তাঁর দিকে, পরমদেবতার দিকে) অরং (একাগ্র হয়ে) গমাম বো (অর্থাৎ তিনি তোমাদের বঁধু) যস্য ক্ষয়ায় (ধামের দিকে) জিন্বথ (প্রাণচঞ্চলা হয়ে ছুটেছ), আপো জনয়থা

এখানে পার্থিব জলের কথাই বলা হচ্ছে, যা আমাদের দেহের ব্যাধি বাক্যের গ্লানি মনের পাপ ধুয়ে নেয়;[৩] অথচ এই অপ্-ই যে দিব্য, তার ধারায় যে ক্ষরিত হচ্ছে শিব-শক্তির সামরস্যের আনন্দ, ঋষি সেকথা ভুলছেন না।[৪] অপ্-এর মধ্যে রয়েছে 'রয়ি' বা সংবেগ,[৫] তাই পার্থিব অপ্-এর বিশিষ্ট নিদর্শন হল 'নদী' এবং নিঘণ্টুতে ছুটি নাম পাশাপাশি—যদিও শতপথব্রাহ্মণে সতের রকম অপ্-এর কথা আছে।[৬] অন্তরিক্ষের অপ্ হল বৃষ্টির ধারা, তার দেবতা হলেন 'অপাং নপাৎ' এবং 'পর্জন্য'। যাস্ক এরই অনুষঙ্গে 'সরস্বতী' আর 'সরস্বান্'এর নাম করেছেন। আগের ছুটির ব্যঞ্জনা প্রাণের দিকে এবং পরের ছুটির—প্রজ্ঞার দিকে। নিঘণ্টুকার অন্তরিক্ষস্থান দেবতাদের মধ্যে আর পৃথক করে অপ্-এর নাম করেননি। অন্তরিক্ষস্থান বরুণও জলের দেবতা, কিন্তু মেঘবাষ্পরূপে। দ্যুস্থান অপ্ সংহিতায় 'দেবীর্ আপঃ', 'স্বর্বতীর্ আপঃ'।[৭] নিঘণ্টুতে তা-ই হয়েছে দ্যুস্থান 'সমুদ্র'—ঢেউখেলানো সেই জ্যোতির পারাবার, প্রাণ ও প্রজ্ঞার ঝলকে সরস্বতী যার প্রচেতনা জাগান আমাদের মধ্যে।[৮] তার দেবতা অবশ্যই দ্যুস্থান 'বরুণ'। সপ্তম মণ্ডলে বসিষ্ঠের স্তুতি বিশেষ করে অন্তরিক্ষস্থান ও দ্যুস্থান অপ্-দের। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অপ্ প্রাণের ধারা।[৯]

অপ্-এর পর ওষধি—যা অপ্-এর সার অর্থাৎ যার মধ্যে পার্থিব অপ্ প্রাণবন্ত হয়েছে [৫৪১]। ওষধিদের রাজা হল 'সোম', যা পবমান হয়ে 'দেবপান'রূপে[১] আমাদের দেয় অমৃতের অধিকার। এই দিব্য সোমের প্রশস্তি ঋক্‌সংহিতার নবম মণ্ডলটি জুড়ে। এখানে পৃথিব্যায়তন ওষধি হল তারা, যারা ভৈষজ্যের কাজে লাগে। ঋক্‌সংহিতার একটি সূক্ত তাদের উদ্দেশে রচিত, ঋষি আথর্বণ ভিষক্।[২] একটি সূক্তে সপত্নীবাধন ওষধির কথা পাওয়া যায়।[৩] এইধরনের অনেক সূক্ত শৌনকসংহিতায় আছে। ওষধি সম্পর্কে আলোচনা আগেই হয়ে গেছে।[৪]

(নতুন করে জন্ম দাও) চ নঃ ১০।৯।১-৩। পুনঃস্নানের নিগূঢ় তাৎপর্য এই তৃচটিতে ফুটে উঠেছে। [৩]দ্র. ৫-৮। [৪]'শং নো দেবীর্ অভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে, শং য়োর্ অভি স্রবন্তু নঃ'—শিবময়ী হ'ন দেবী অপ্-এরা আমাদের অভিযানের জন্য, পানের জন্য; শান্তি ও শক্তি বইয়ে দিন আমাদের মধ্যে ১০।৯।৪। **অভিষ্টি**<অভি+ √স্তি॥ স্থি<স্থা, উপসর্গযোগে বোঝাচ্ছে গতি (তু. উপ-স্থা, প্র-স্থা; Ar. base *stā*, তু. Eng, *still*), অভিযান। নদীর জলে নৌকা ভাসানো যায়, জল যেন তখন শান্ত থাকে। [৫]নিঘ.তে উদকনাম ১।১২, তার মধ্যে আছে 'রয়ি'; উদকনামের পরেই নদীনাম। [৬]রাজসূয়ে সতেররকম জল যোগাড় করতে হয় যজমানের অভিষেকের জন্য; সপ্তদশ হল প্রজাপতির সংখ্যা, আর প্রজাপতি যজ্ঞস্বরূপ—এইজন্য (শ. ৫।৩।৪।১-২২)। তু. ঋ. য়া আপো দিব্যা উত রা স্রবন্তি খনিত্রিমা উত রা স্বয়ংজাঃ, সমুদ্রার্থা য়াঃ শুচয়ঃ পাবকাস্ তা আপো দেবীর্ ইহ মাম্ অবন্তু ৭।৪৯।২। [৭]তু. ১।২৩।১৮, ৮৩।২, ৩।১২।৬, ৩৪।৮, ৪।৩।১২, ৭।৪৭।৩, ৪৯।১-৪, ১।১০।৮, ৫।২।১১, ৮।৪০।১০, ১১…। অধিদৈবত দৃষ্টিতে পার্থিব অপ্-ও 'দেবী'। [৮]ঋ. ১।৩।১২, দ্র. টী. ৩৭৩। [৯]তু. তৈত্রা. প্রাণা রা আপঃ ৩।২।৫।২, তা. ৯।৯।৪, শ. ৩।৮।২।৪…।

৫৪১ তু. ছা. এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ, পৃথিব্যা আপো রসো, হপাম্ ওষধয়ো রসঃ, ওষধীনাং পুরুষো রসঃ ১।১।২। প্রতিতু. শ. আপো হ রা ওষধীনাং রসঃ ৩।৬।১।৭। [১]ঋ. ৯।৭৭।২৭। [২]১০।৯৭ সূ.। [৩]১০।১৪৫। [৪]দ্র. টীমূ. ১০৮, ২২৭।

অদেবতা হয়েও যারা দেবতার স্তুতি পায়, তাদের কথা হল। এরপর নিঘণ্টুতে ছয়টি নাম আছে, যারা প্রত্যক্ষত দেবতারই নাম। তাদের গোড়াতে পাই **রাত্রি** ঋক্‌সংহিতার দশম মণ্ডলের একটি সূক্ত তাঁর উদ্দেশে রচিত [৫৪২]। রচনা কুশিক সৌভরের অথবা রাত্রি ভারদ্বাজীর। অম্ভৃণকন্যা বাকের মত ভরদ্বাজকন্যা রাত্রি যদি এই সূক্তের ঋষিকা হয়ে থাকেন, তাহলে এটি তাঁর আত্মস্তুতি বা আত্মোপলব্ধি। সপ্তশতীর গোড়ায় এই রাত্রিসূক্ত পাঠ করে শেষে বাক্‌সূক্ত পাঠ করতে হয়। এ যেন অব্যক্তের আনন্ত্য হতে ব্যক্তের আনন্ত্যে উত্তীর্ণ হওয়া।[১] উষাসা-নক্তার প্রসঙ্গে নক্তা বা রাত্রির কথা আগে কিছুটা আলোচিত হয়েছে।[২] বৈদিক ঋষিরা মুখ্যত সূর্যের উপাসক, তাঁদের অধিকাংশ অনুষ্ঠান দিনের আলোয়। তবুও রাতের আঁধারকে তাঁরা উপেক্ষা করেননি। অগ্নিহোত্রযাগ শুরু হয় সন্ধ্যায়—এ যেন আঁধারের বুক চিরে আলোর কূলে উত্তীর্ণ হওয়ার সাধনা। আবার পাঞ্চরাত্র সোমযাগের মধ্যবিন্দু হল 'অতিরাত্র'—যা রাত্রির সাধনা। এই যাগটির উল্লেখ ঋক্‌সংহিতাতেও আছে।[৩] পাঞ্চরাত্রে অনুষ্ঠেয় আর দুটি যাগের স্তোত্র-শস্ত্রসংখ্যায় রাত্রির ভাবনা অনুস্যূত—উক্‌থে তাদের সংখ্যা পনের, আর ষোড়শীতে ষোল। এগুলি স্পষ্টতই চন্দ্রকলার সংখ্যা।[৪]

পৃথিবীর মত রাত্রিও 'জগতো নিবেশনী' [৫৪৩]। এ দুটি দেবীর বুকে সবার বিশ্রাম—যেমন দিনের পর দিন, তেমনি শেষের দিনে। তাইতে রাত্রি 'দিবো দুহিতা' হয়েও[১] পৃথিবীস্থান দেবতা। আবার অঘমর্ষণ সূক্তে দেখি, রাত্রি লোকোত্তরা, কালাতীতা: সৃষ্টির আদিতে সর্বতঃসমিদ্ধ তপ হতে জন্মাল সত্য এবং ঋত—যারা অধিষ্ঠান ও ছন্দোরূপে ভব্যতার অব্যক্ত যোগ্যতা (potentiality) মাত্র। সেই যোগ্যতাই প্রাদুর্ভূত হল রাত্রিরূপে, যার বুকে অব্যক্ত জ্যোতির সমুদ্র ঢেউএ-ঢেউএ দুলে উঠল।[২] এই ঢেউএর দোলা অব্যক্তের সেই শক্তিস্পন্দ, যাহতে অক্ষরের ক্ষরণ সম্ভাবিত।[৩] রাত্রিসূক্তে রাত্রিও তাই 'উর্ম্যা' বা উর্মিলা।[৪] সেই তরঙ্গদোদুল সমুদ্র হতে জন্মাল কাল—সংবৎসররূপে ফুটল অহোরাত্রের আলো আর কালো,

---

৫৪২ ঋ. ১০।১২৭ সূ.। ব্যু. < √রা 'দানে'+ত্র+ঈ। তু. 'রা-কা' পূর্ণিমার রাত্রি। 'রাত্রী' তাহলে অমা পূর্ণিমা দুইই—এইটি মনে রাখতে হবে। [১]এদেশে দুর্গাপূজা হয় 'দেবী'পক্ষে, রাতে তখন আলোর জোয়ার। তার আগে-পরে যথাক্রমে 'পিতৃ'পক্ষ আর 'প্রেত'পক্ষ—দুটিতেই আলোর ভাটা। আগেরটি আমাদের মৃত্যুগ্রস্ত পার্থিব জীবনের প্রতিরূপ। তার পরে 'দিব্য' বা আলোর জীবন—ঋষিরা যার উপাসক। কিন্তু আলোকে জানার পর কালোকেও জানতে হয়, কেননা দুয়ে মিলে অস্তিত্বের পূর্ণতা। তাই 'প্রেত'পক্ষে আবার লোকোত্তরের অমানিশায় ঝাঁপ দেওয়া—মুনিরা যার সাধক। রাত্রী এই তিনটি পক্ষেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কঠোপনিষদে প্রেতপক্ষের 'প্রেতি'র রহস্যই ছিল নচিকেতার জিজ্ঞাস্য (১।১।২০-২২)। [২]দ্র. টীমূ. ৩৮৯-৯১। [৩]তু. ঋ. ৭।১০৩।৮। [৪]ভাগবতধর্মের বীজ এইখানে (দ্র. 'ভগ')।

৫৪৩ তু. শৌ.তে পৃথিবী 'হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশনী' ১২।১।৬; ঋ.তে 'হ্বয়ামি রাত্রিং জগতো নিবেশনীম্' ১।৩৫।১, দ্র. টী. ২৪২। ল. রাত্রিসূক্তে নি √বিশ্-এর প্রয়োগ ৪,৫। [১]১০।১২৭।৮। [২]ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাৎ তপসো ঽধ্য্ অজায়ত, ততো রাত্র্য্ অজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ১০।১৯০।১। [৩]তু.

বিশ্ব যেন চোখ মেলে চাইল, আর তাইতে কালের বশ হল।[৫] এই কালাতীততাই রাত্রির পরম স্বরূপ—যেমন নিদ্রায়, সমাধিতে, মৃত্যুতে, প্রলয়ে। এই অপ্রকেততা বা সর্বনিরোধ বা অসম্প্রজ্ঞানেই ভারদ্বাজী রাত্রির আত্মোপলব্ধির পরিচয়। রাত্রিসূক্তের অনুধ্যান করতে হবে তারই অনালোকের আলোকে।

রাত্রি 'দেবী', রাত্রি আলোর মেয়ে [৫৪৪]। সে-আলো জ্যোছনার, নক্ষত্রের ঝিকিমিকির; এবং তাও ছাপিয়ে বারুণী শূন্যতার সেই পরঃকৃষ্ণ আভা, যার অনুভায় ব্যক্তজ্যোতির বিভাতি।[১] এই রাত্রি 'আয়তী'—তিনি আসছেন। যেমন উষার আসা মধ্যনিশীথের অন্ধতমিস্রার কুহরে আলোর স্পন্দন জাগিয়ে, তেমনি তাঁর আসা মধ্যাহ্নদীপ্তির অবক্ষয়ের অন্তরালে এক অনালোক নৈঃশব্দ্যের সন্তননকে গাঢ়তর করে। সন্ধ্যার কূলে এসে ব্যক্তের জ্যোতি নিবে গেল, ফুটল অব্যক্তের ঐশ্বর্য। যে-একটি প্রত্ন অজর এবং দৃঢ় নক্ষত্র ছিল পার্থিবচেতনার উদ্ভাসক, তার নির্বাণে দ্যুলোকের সুদূর প্রত্যন্তের পটে দেখা দিল লক্ষ নক্ষত্রের জ্যোতিঃস্ফুলিঙ্গে লক্ষ জগতের সূচনা।[২] ব্যক্তের নেপথ্যচারিণী সেই কালো মেয়েটির অগণিত চোখের তারায় ফুটল অব্যক্তের আরেক রূপ—যার শ্রী সবছাপানো, যা মর্মের গভীরে নিহিত হয়ে নিঃশব্দে উৎসারিত করে সোম্য আনন্দের অজস্র নির্ঝর।[৩]

তারপর [৫৪৫] আঁধার নিঃশব্দে নেমে এল মৃত্যুর মতন। অচিত্তির সর্বনাশা আচ্ছন্নতায় ইন্দ্রিয় অসাড় হয়ে গেল।[১] অস্তিত্বের উজান-ভাটা ছেয়ে রইল এক 'অপ্রকেতং···গহনং গভীরম্',[২] সেখানে 'ন চক্ষুর্ গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ'।[৩] কিন্তু অচিত্তির সেই নিঃসান্দ্রতার মধ্যেই অনুভব করছি, ধীরে-ধীরে ফুটছে দেবী রাত্রির

১।১৬৪।৪১-৪২। ৪১০।১২৭।৩; নিঘ. ১।৭। ৫ঋ. সমুদ্রাদ্ অর্ণবাদ্ অধি সংবৎসরো অজায়ত, অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতো বশী ১০।১৯০।২।

৫৪৪ ঋ. রাত্রী ব্যখ্যদ্ আয়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ, বিশ্বা অধি শ্রিয়ো ধিত ১০।১২৭।১। ১ক. ২।২।১৫; ছা. ১।৬।৬। ২দ্র. ঋ. ৬।৬৭।৬, ১০।৮৮।১৩, ৬৮।১১। ল. সূর্যও নক্ষত্র। ৩তু. সোমেনা.দিত্যা বলিনঃ সোমেন পৃথিবী মহী (মহিমময়ী), অথো নক্ষত্রাণাম্ এষাম্ উপস্থে (কোলে) সোম আহিতঃ ১০।৮৫।২। সোমের আলো রাত্রিতে, দিনের কোলাহল যখন শান্ত। সোম আনন্দচেতনা—প্রেমের এবং প্রপঞ্চোপশমের। তা-ই রাত্রির দান। এই আনন্দচেতনা উজিয়ে চলছে পৃথিবী হতে আদিত্যে, আদিত্য হতে তার ওপারে নক্ষত্রের ঝিকিমিকিতে।

৫৪৫ ঋ. 'ও.ব৴.প্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্য্ উদ্বতঃ, জ্যোতিষা বাধতে তমঃ'—বিশাল হয়ে ছাইলেন অমর্ত্যা (সেই) দেবী, যা-কিছু আছে গভীরে. আছে উজানে। জ্যোতি দিয়ে হটিয়ে দিচ্ছেন আঁধার ১০।১২৭।২। ওব৴প্রাঃ'=আ উরু অপ্রাঃ। 'নি-বৎ' যা আছে গভীরে বা অব্যক্তের গুহাশয়নে। 'উদ্-বৎ' যা আছে উপরে অর্থাৎ ঊর্ধ্বস্রোতা চেতনার উত্তুঙ্গ ভূমিসমূহে। অস্তিত্বের ব্যক্তমধ্য পর্ব হল দিনের আলোয় স্ফুরিত জগৎ। তার উপরে-নীচে আছে অব্যক্তের দুটি পরার্ধ, প্রত্যক্চেতনার মধ্যবিন্দু হতে একটি নেমে গেছে নীচের দিকে, আরেকটি উজিয়ে গেছে উপরের দিকে। ব্যক্তকে ঘিরে অব্যক্তের এই বর্তুলতাই রাত্রির বারুণী শূন্যতা। ১এই অনুভবের সঙ্গে তু. উপনিষদের মৃত্যুকালীন বর্ণনা: ছা. ৬।১৫। সেও অধ্যাত্মরাত্রির অনুভব। ২তু. ঋ. ১০।১২৯।৩,১। ৩কে. ১।৩।

অমৃতবর্ণ জ্যোতি যা তমিস্রার সংসর্পণকে নিঃশব্দে হটিয়ে দিচ্ছে। আর তাইতে অসৎকল্প সত্তার আদিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে অনালোকের আলোকে।

অবর্ণ আলোয় গড়া সেই কালো মেয়েটি চলছেন তো চলছেন [৫৪৬]। আর সেই চলার হিল্লোলে তাঁরই মধ্য হতে বেরিয়ে এলেন আরেক আলোর মেয়ে—তাঁরই বোন্ উষা। কিন্তু পৃথিবীতে প্রতিদিন আমরা যে-উষার দেখা পাই, এ-উষা তিনি নন। ইনি আদিত্যের উদয়াস্তের ওপারে সেই সকৃদ্বিদ্যুতের দীপনী, যার বিভাতি উষসানক্তের আবর্তনহীন সকৃদ্দিবার অনির্বাণ দীপ্তি।[1] কোথায় অন্ধকার? ওই যে আপনাহতে সে মিলিয়ে যাচ্ছে আলোর বুকে।[2]

তিনটি ঋকে গেল লোকোত্তর রাত্রির বর্ণনা—তন্ত্রে ও পুরাণে যিনি মহারাত্রি বা মহাকালী। তারপর চারটি ঋকে লৌকিক রাত্রির বর্ণনা, ঋষি বা ঋষিকা যাকে ওই লোকোত্তর ভূমি হতেই দেখছেন। তাঁর এ-দেখা যেন আকাশের মত বিবিক্ত থেকেও সবার মধ্যে নেমে এসে দেখা। বলছেন :

'হে অপরূপা, হে অনির্বচনীয়া, আজ তুমি আমাদের কাছে এলে মাটি-মায়ের মত তোমার সর্বশ্রান্তিহরা কোলখানি বিছিয়ে দিতে। পাখিরা গাছের ডালে-ডালে বাসায় ফিরছে। আমরাও তলিয়ে যাই তোমার অতলে, আর তুমিও অন্তঃসলিলা নদীর মত আমাদের বয়ে নিয়ে চল নতুন উষার উপকূলে [৫৪৭]।

'তোমার গভীরে আমি জেগে আছি, হে নিশীথিনী। দেখছি, গ্রামগুলি তলিয়ে গেছে তোমার মধ্যে, তলিয়ে গেছে দ্বিপদ চতুষ্পদ আর পাখিরা। অমৃতসন্ধানী যে-পুরুষেরা শ্যেনের মত দ্যুলোক হতে সোম ছিনিয়ে আনবে বলে অতন্দ্র তপস্যায় আঁধার পাড়ি দিতে চায়, তারাও দেখছি ঢলে পড়ল তোমার বুকে [৫৪৮]।

'যে-রাত বাইরে, সে-রাত বুঝি অন্তরেও। দেখছি, অচিত্তির গহন হতে বেরিয়ে আসছে বুভুক্ষু প্রাণের উত্তালতা, অদয়াবীর প্রশমকে তারা দাঁতে ছেঁড়ে নখে আঁচড়ায়

---

৫৪৬ ঋ. 'নির্ উ স্বসারম্ অস্কৃতো.যসং দেব্য্ আয়তী, অপে.দ্ উ হাসতে তমঃ'—নিজের ভিতর থেকে বোন্ উষাকে বার করলেন (সেই) দেবী আসতে-আসতে। দূরে চলে যেতে চাইছে অন্ধকার ১০।১২৭।৩। 'অস্কৃত'=অকৃত। 'আয়তী' চেতনায় নামতে-নামতে। [1]দ্র. ছা. ৩।১১।১-৩, ৮।৪।২; বৃ. ২।৩।৬। তু. তন্ত্রের 'স্থিরা সৌদামিনী'। [2]আগের মন্ত্রে পেয়েছি, অন্ধকারকে তিনি বাধা দিচ্ছেন (বাধতে); কিন্তু এখানে অন্ধকার নিজেই পালিয়ে যেতে চাইছে (অপ হাসতে)। চেতনা তখন 'চক্রবর্তী' বা 'স্বরাট্' এবং 'সম্রাট্'।

৫৪৭ ঋ. 'সা নো অদ্য যস্যা বয়ং নি তে যামন্ন্ অবিক্ষ্মহি, বৃক্ষে ন বসতিং বয়ঃ'—সেই (তুমি) আমাদের মধ্যে (নেমে এসো), যে-তোমার চলার মধ্যে আমরা তলিয়ে যাই গাছের বাসায় পাখির মত ১০।১২৭।৪। বহুবচনের ব্যবহার ল.। ঋষি বা ঋষিকা এখন সবার সঙ্গে এক। 'যামনি'—যাত্রাপথে। ব্যক্ত বিভূতির অন্তরালে এক অব্যক্ত অসম্ভূতির স্রোত বয়ে চলেছে—নিরুদ্ধ চেতনায় সদৃশপরিণামের মত।

৫৪৮ ঋ. 'নি গ্রামাসো অবিক্ষত নি পদ্বন্তো নি পক্ষিণঃ, নি শ্যেনাসশ্ চিদ্ অর্থিনঃ'—গ্রামগুলি তলিয়ে গেল, তলিয়ে (গেল) পা-ওয়ালারা, তলিয়ে (গেল) পাখাওয়ালারা। এমন-কি তলিয়ে (গেল) সেই শ্যেনেরা, যারা খুঁজছে ১০।১২৭।৫। শ্যেনের অমৃত আহরণের কাহিনী দ্র. ঋ. ৪।২৬ সূ.। পুরাণে এই শ্যেন গরুড়। তু. শ. যদ্ গায়ত্রী শ্যেনো ভূত্বা দিবঃ সোমম্ আহরৎ, তেন সা শ্যেনঃ ৩।৪।১।১২ (১।৮।২।১০)।

—বুঝি-বা তাদের মূল ওপড়ানো যাবে না কোনদিনই। চুপি-চুপি বেরিয়ে আসে নিশাচর প্রমাদের অনবধানতা যা আমাদের সঞ্চিত আলোক-বিত্তকে হরণ করে। হে রাত্রি, তুমি তাদের দূরে হটিয়ে দাও। ঢেউএর পর ঢেউ তুলে চলেছ তুমি, অন্ধকার হতে আলোর কূলে ভিড়িয়ে দিও আমাদের খেয়ার তরী [৫৪৯]।'

তার পরের মন্ত্রটিতে [৫৫০] সর্বাত্মভাবের ব্যঞ্জনা আরও গভীর হয়েছে একবচনের ব্যবহারে। 'আমিই যেন অবিদ্যার তমিস্রায় আচ্ছন্ন বিশ্বের প্রতিভূ। সে-তমিস্রা কোথাও আলোর লেশমাত্র সূচনাহীন পরঃকৃষ্ণতায় নিঃসান্দ্র, কোথাও রঙের মায়ায় মনভুলানো, কোথাও-বা নকল আলোর বিরোচন। একে যদি না হটাতে পারি, আমার অন্তরের আলো বিশ্বের কাছে ঋণী হয়ে থাকবে। হে রাত্রি, লোকোত্তরা তুমিই তো শশ্বতী উষার সকৃদ্‌বিভাতি, বিশ্বের মুখ হতে তুমিই অপাবৃত কর তমিস্রার এই অপিধান।'

তারপর শেষ মন্ত্রটিতে সবার পুরোধা হয়ে সর্বজনীন একটি প্রার্থনা: 'হে রাত্রি, হে দ্যুলোকদুহিতা, বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন এই আলোকরশ্মিদের আমি গুটিয়ে নিয়ে এলাম তোমার কাছে, তুমি এদের স্বীকার কর। তুমিও সর্বজয়া, তুমিও গোপা ; তাই তোমারও কাছে এরা যেন সুরের স্তবক। তুমি এদের গ্রহণ কর [৫৫১]।'

রাত্রির পরেই **অরণ্যানী** [৫৫২], যার মধ্যে দিনের বেলাতেও যেন রাত্রির রহস্য থমথম করতে থাকে। অরণ্যের সঙ্গে আর্যসংস্কৃতির যোগ সুপ্রসিদ্ধ, যা আজও

---

৫৪৯ ঋ. 'য়াবয়া বৃ্কং বৃ্ক্যং য়বয় স্তেনম্ ঊর্ম্যে, অথা নঃ সুতরা ভব'—দূরে খেদাও বৃককে আর বৃকীকেও, খেদাও দূরে চুপিসারে আসা চোরকে, ওগো উর্মিলা। তারপর আমরা যেন সহজে তোমার পারে যাই ১০।১২৭।৬। বৃক আর বৃকী এক জোড়া, তারা বংশবিস্তার করে চলে। আমাদের আশয়গুলিও (complexes) তা-ই (তু. বৃ্সয়স্য শেষঃ ১।৯৩।৪, টী. ৮৯ ; প্রজাং রিবস্য বৃ্সয়স্য মায়িনঃ ৬।৬১।৩ ; আরও তু. সপ্তশতীর 'রক্তবীজ')। এদের চৈত্তিক বিবৃতি দ্র. ৭।৮৬।৬, টী. ২৩৩৩। অন্তর্জগতের এই দুঃস্বপ্নহীন রাত্রিই 'সুতরা'—যদি তা অমানিশাও হয়।

৫৫০ ঋ. 'উপ মা পেপিশৎ তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তম্ অস্থিত, উষ ঋণে.ব য়াতয়'—কাছে আমার আঁধার এল—কালো রঙীন আর ঝলমলে। ওগো উষা, (ওরা যে) ঋণের মত, (ওদের) তুমি সরিয়ে দাও ১০।১২৭।৭। 'কৃষ্ণ' অন্ধতামিস্র, যেমন রাতের গভীরে। 'পেপিশৎ' (< √ পিশ্, দ্র. টী. ২৯৩) যেমন ভোরের আকাশে আলো-আঁধারির বুকে রঙের খেলা। 'ব্যক্ত' যেমন সবিতৃকালের আকাশ ও পৃথিবী—আলোর উৎস তখনও নেপথ্যে। তিনরকম তমঃ সাংখ্যের তিনটি গুণের প্রতীক। এটি অবিদ্যোপহত জীবনের ছবি। তু. সপ্তশতীর তিনটি চরিত্রে তিনরকমের অসুর ; শব্রা. অসুরদের তিনটি পুরী ৩।৪।৪।৩। 'উষা' তু. ঋ. ১।১১৩।৮, ১৫।

৫৫১ ঋ. 'উপ তে গা ইবা.করং বৃ্ণীষ্ব দুহিতর্ দিবঃ, রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে'—তোমার কাছে গোযূথের মত আনলাম (এদের), বরণ কর (এদের), দ্যুলোকদুহিতা। হে রাত্রি, (এনেছি এদের) স্তোমের মত—বিজয়ীর কাছে ১০।১২৭।৮। 'উপ √কৃ' কাছে আনা, গুটিয়ে আনা (যেমন 'অপ √কৃ' দূরে সরিয়ে দেওয়া, তু. যজুঃসংহিতার প্রথমেই 'বৎসাপকরণ' মন্ত্র)। কাদের, তার উল্লেখ নাই। পূর্বমন্ত্রে সর্বাত্মভাব এবং ঋষিঋণের ব্যঞ্জনা থাকায় 'বিশ্বের সবাইকে'। আমি আলো পেয়েছি। কিন্তু সে-আলো সবার মধ্যে ফুটিয়ে না তোলা পর্যন্ত আমি বিশ্বের কাছে ঋণী হয়ে থাকব। তাই সবাইকে নিয়ে এলাম তোমার কাছে। তুমি গোপা, এরা যেন গোযূথের মত। তুমি এদের বরণ কর (তু. ক. ১।২।২৩)। এরা যেন 'স্তোম' বা সুরের স্তবক (তু. ঋ. ১।৮৯।৮), এদের জীবন তোমারই বিজয়গাথা। 'জিগ্যুষে' কাঠকসংহিতার পাঠ 'জিগ্যুষী'—রাত্রির বিশেষণ (১৪।১৬ ; তু. তৈব্রা. ২।৪।৬।১০ ও তত্র সাভা.)।

বিচ্ছিন্ন হয়নি। অরণ্য বিশেষ করে মুনিপন্থীদের তপঃক্ষেত্র। লক্ষণীয়, অরণ্যানীসূক্তের ঋষি দেবমুনি, যদিও তাঁর রচনায় শৌনকসংহিতার পৃথিবীসূক্তের মত অরণ্যানীর বাস্তব রূপটিই অপরূপ হয়ে ফুটেছে। ঋষি বলছেন :

'অরণ্যানী, ওগো অরণ্যানী, ওই যে তুমি! কোথায় হারিয়ে যাচ্ছ যেন। কেন গ্রামকে তুমি (মোটেই) পোছ না? আচ্ছা, তোমার কখনও কি ভয় করে না [৫৫৩] ?

'ওই ঝিল্লী ডাকছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গত করছে চিচ্চিক। বীণাঝঙ্কারের সঙ্গে যেমন চলেন [রাজা], তেমনি (ওরা) মহিমা বাড়াচ্ছে অরণ্যানীর [৫৫৪]।

'ওই বুঝি গরুরা ঘাস খাচ্ছে, ওই যেন দেখা যাচ্ছে একখানা ঘর। আবার অরণ্যানী সন্ধ্যা হলে গাড়ির মত (ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ) ছাড়ে [৫৫৫]।

'ওই শোন, গরুকে কে ডাকছে যেন। ওই শোন, একটা গাছ বুঝি কাটল কে! সন্ধ্যায় কেউ অরণ্যানীতে থাকে যদি, ভাববে ওই যেন কে চেঁচিয়ে উঠল [৫৫৬]।

'অরণ্যানী তো কাউকে মারেন না—যদি আর-কেউ না এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। (বরং) তাঁর স্বাদু ফল খেয়ে (মানুষ) যেমন-খুশি তাঁর কোলে আশ্রয় নেয় [৫৫৭]।

'অঞ্জনের গন্ধে সুরভি, কৃষকহীনা হয়েও অন্নপূর্ণা, মৃগগণের মাতা এই অরণ্যানীর প্রশস্তি উচ্চারণ করলাম আমি [৫৫৮]।'

অরণ্যানীর পরেই **শ্রদ্ধা**—স্মরণ করিয়ে দেয় উপনিষদের প্রসিদ্ধ সেই উক্তি : যারা অরণ্যে শ্রদ্ধা এবং তপস্যা আশ্রয় করে উপাসনা করে, তারা মৃত্যুর পর আলোর

---

৫৫২ ঋ. ১০।১৪৬ সূ.। সংজ্ঞাটির অর্থ 'অরণ্যপত্নী' বা 'মহারণ্য'। [১]দ্র. ছা. ৮।৫।৩ (বেমী. ১৬১২৭৮), ৫।১০।১ ; মু. ১।২।১১ ; বেমী. ৯৬১।

৫৫৩ ঋ. অরণ্যান্য্, অরণ্যান্য্, অসৌ য়া প্রে.ব নশ্যসি, কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি ন ত্বা ভীর্ ইব বিন্দতীঁ৩ ১০।১৪৬।১।

৫৫৪ ঋ. বৃষারবায় বদতে য়দ্ উপা.বতি চিচ্চিকঃ, আঘাটীভির্ ইব ধাবয়ন্ন্, অরণ্যানির্ মহীয়তে ১০।১৪৬।২। 'বৃষারব' ষাঁড়ের মত জোরদার আওয়াজ যার, বড় ঝিঁঝি। 'চিচ্চিক' (শব্দানুকৃতি) ছোট ঝিঁঝি। 'ধারয়ন্' ['রাজা' উহ্য], লোকলস্করকে ধাওয়া করাচ্ছেন বাদ্যভাণ্ডের সঙ্গে-সঙ্গে—এই তাঁর মহিমা। অরণ্যানীও তেমনি।

৫৫৫ ঋ. উত গাব ইবা.দন্ত্য্ উত বেশ্মে.ব দৃশ্যতে, উতো অরণ্যানিঃ সায়ং শকটীর্ ইব সর্জতি ১০।১৪৬।৩। সন্ধ্যাবেলায় আরণ্যানীর স্তব্ধতায় নানা বিভ্রমের বর্ণনা। পরের মন্ত্রেও তা-ই।

৫৫৬ গাম্ অঙ্গৈ.ষ আ হ্বয়তি দার্ব্, অঙ্গৈ.ষ অপা.বধীৎ, বসন্ন্, অরণ্যান্যাং সায়ম্ অক্রুক্ষদ্ ইতি মন্যতে ১০।১৪৬।৪।

৫৫৭ ঋ. ন বা অরণ্যানির্ হন্ত্য্, অন্যশ্, চেন্ না.ভিগচ্ছতি, স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধ্বায় য়থাকামং নি পদ্যতে ১০।১৪৬।৫। 'অন্যঃ' বাঘ চোর ইত্যাদি (সা.)।

৫৫৮ ঋ. আঞ্জনগন্ধিং সুরভিং বহ্বন্নাম্ অকৃষীবলাম্, প্রা.হং মৃগাণাং মাতরম্ অরণ্যানিম্ অশংসিষম্ ১০।১৪৬।৬। 'মৃগ' বন্যজন্তু।

পথ ধরে চলে যায়; যারা গ্রামে থেকে ইষ্টাপূর্ত এবং দানের উপাসনা করে, তাদের ধরতে হয় ধোঁয়ার পথ [৫৫৯]। ঋক্‌সংহিতার শ্রদ্ধাসূক্তে[১] কিন্তু শ্রদ্ধাকে যজ্ঞ ও দানের সঙ্গেও যুক্ত করা হয়েছে। অবশ্য এই দৃষ্টিই প্রাচীন এবং সম্যক্ দৃষ্টি। দ্রব্যযজ্ঞই হ'ক আর জ্ঞানযজ্ঞই হ'ক, দুয়েরই ভিত্তি হল শ্রদ্ধা। কঠোপনিষদে নচিকেতার আখ্যানে এটি স্পষ্ট হয়েছে। বাজশ্রবসের শ্রদ্ধাহীন যজ্ঞ তাকে নিয়ে যাবে অনন্দ লোকে, আর নচিকেতার কিশোরহৃদয়ে শ্রদ্ধার আবেশ তার সামনে খুলে দিল লোকোত্তরের দুয়ার।[২] শ্রদ্ধাতেই সাধনার শুরু, তাই শ্রদ্ধা পৃথিব্যায়তন।

ঋক্‌সংহিতার শ্রদ্ধাসূক্তের ঋষিকা শ্রদ্ধা কামায়নী। অর্থাৎ শ্রদ্ধার জন্ম কাম হতে। এই কাম যে হৃদয়ের আকূতি, সে-ইঙ্গিত সূক্তের মধ্যেই আছে [৫৬০]। অবশ্য এ-কাম দেবকামের দিব্য কাম, তার অমৃতত্বের পিপাসা। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণেও দেখি, শ্রদ্ধা 'কামবৎসা অমৃতং দুহানা...দেবী প্রথমজা ঋতস্য, বিশ্বস্য ভর্ত্রী জগতঃ প্রতিষ্ঠা. ঈশানা দেবী ভুবনস্যা.ধিপত্নী।' তাঁর কাছে প্রার্থনা: 'সা নো লোকম্ অমৃতং দধাতু।'[১]

শ্রদ্ধাসূক্তে বলা হচ্ছে: দেবযজন বা সাধনার প্রথমকৃত্যই হল অগ্নিসমিন্ধন এবং তাতে নিজেকে আহুতি দেওয়া। এ-দুয়ের মূলে রয়েছে শ্রদ্ধা। অগ্নি 'উষর্বুৎ'—নবজীবনের উষায় জাগেন। উষা প্রাতিভসংবিতের অরুণ রূপ। নেপথ্য হতে সবিতার প্রচোদনা তার পরিণাম। তার পরেই দিক্‌চক্রবালের উর্ধ্বে ভগের আবির্ভাব। শ্রদ্ধা তাঁর মূর্ধায় অর্থাৎ আগে শ্রদ্ধা, তার পর দেবতার প্রত্যক্ষ দর্শন [৫৬১]। সোমযাগের তিনটি সবনে যে-আহুতি, তা বস্তুত শ্রদ্ধারই আহুতি।[১] দেবতাকে যে দেয় বা দিতে চায়, সে-ই সত্যকার সম্ভোগের অধিকারী। শ্রদ্ধাই দেবপ্রশস্তিকে তার কাছে প্রিয় করে তোলে।[২] হৃদয়ের আকূতি নিয়ে শ্রদ্ধার উপাসনা যে করে, সে-ই আলোর সন্ধান

---

৫৫৯ তু. ছা. ৫।১০।১...। [১]ঋ. ১০।১৫১ সূ.। বু্যা. দ্র. টী. ২০৪২। আরও তু. শ্রদ্ অস্মৈ ধত্ত স জনাস ইন্দ্রঃ ২।১২।৫। [২]ক. ১।১।২,৩...। তু. ঐব্রা. শ্রদ্ধা পত্নী সত্যং য়জমানঃ ৭।১০; শাং. শ্রদ্ধৈ.র সকৃদিষ্টস্যা.ক্ষিতিঃ, স য়ঃ শ্রদ্দধানো য়জতে তস্যে.ষ্টং ন ক্ষীয়তে ৭।৪।

৫৬০ ঋ. ১০।১৫১।৮। [১]তৈব্রা. ৩।১২।৩।১-২; আরও তু. ২।৮।৮।৮।

৫৬১ তু. ঋ. শ্রদ্ধয়া.গ্নিঃ সম্ ইধ্যতে শ্রদ্ধয়া হূয়তে হবিঃ, শ্রদ্ধাং ভগস্য মূর্ধনি...১০।১৫১।১। [১]তু. শ্রদ্ধাং প্রাতর্ হবামহে শ্রদ্ধাং মধ্যন্দিনং পরি, শ্রদ্ধাং সূর্যস্য নিম্রুচি ৫। [২]প্রিয়ং শ্রদ্ধে দদতঃ প্রিয়ং শ্রদ্ধে দিদাসতঃ, প্রিয়ং ভোজেষু য়জ্বস্ব্ অস্মাকম্ উদিতং (বাণী) কৃধি ২। [৩]শ্রদ্ধাং হৃদয়্যয়া.কূত্যা শ্রদ্ধয়া বিন্দতে বসু ৪। [৪]দ্র. ১০।৯০।১৫-১৬। [৫]শ্রদ্ধাং দেবা য়জমানা বায়ুগোপা উপাসতে ১০।১৫১।৪। বায়ু এখানে মাতরিশ্বা, যিনি সৃষ্টির আদিতে অদিতিহৃদয়ের প্রথম উচ্ছ্বাস (দ্র. ৩।২৯।১১, টী. ৩৫৬২; ল. মূলে 'রাতস্য সর্গো অভবৎ সরীমণি'; যেন তার আগে 'আনীদ্ অবাতং স্বধয়া তদ্ একম্' ১০।১২৯।২)। তাঁহতেই দেবযজ্ঞের প্রবর্তন বলে দেবতারা 'বায়ুগোপাঃ'। [৬]য়থা দেবা অসুরেষু শ্রদ্ধাম্ উগ্রেষু চক্রিরে ১০।১৫১।৩। পুরুষের একপাদ সম্ভূতি, যাহতে এই সব-কিছু; আর তাঁর যে-ত্রিপাদ উজিয়ে গিয়ে দ্যুলোকে অমৃত হয়ে আছে, তা অসম্ভূতি (দ্র. ১০।৯০।৩-৪; ঈ. ১২-১৪)। আমরা জানি, ঋ.তে দেবতারাও অসুর (দ্র. টীমূ. ১৩৬)। অতএব একই পুরুষ সম্ভূতিতে 'দেব' এবং অসম্ভূতিতে 'অসুর'। সম্ভূতি 'সৎ'-শব্দবাচ্য, আর অসম্ভূতি 'অসৎ'-শব্দবাচ্য। কিন্তু এও জানি সৎএর

পায়।[৩] যে-দেবযজ্ঞ সৃষ্টির মূলে,[৪] শ্রদ্ধাই তার আধার।[৫] আর দেবতাদের শ্রদ্ধা ওজস্বী সেই অসুরদের প্রতি, বরুণ যাঁদের প্রমুখ।[৬]

শ্রদ্ধার পর **পৃথিবী**, যাঁর কথা আগেই বলা হয়েছে। লক্ষণীয়, নিঘণ্টুকার পৃথিবীকে অন্তরিক্ষস্থান এবং দ্যুস্থান দেবতাদের মধ্যেও ধরেছেন। এখানে পৃথিবীপ্রসঙ্গে যাস্ক যে-ঋক্‌টি উদ্ধৃত করেছেন, তা যদি মৃত্যুর পর শবকে সমাহিত করার উপলক্ষ্যে রচিত হয়ে থাকে, তাহলে এই মৃন্ময়ী পৃথিবীই তার দেবতা [৫৬২]। অন্তরিক্ষস্থান পৃথিবীর সূক্তটি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

পৃথিবীর পর দেবতা **অপ্‌বা**। ঋক্‌সংহিতার একটি সংগ্রামসূক্তের একটিমাত্র ঋকে এঁর উল্লেখ আছে। অপ্‌বাকে বলা হচ্ছে শত্রুদের চিত্তকে সম্মোহিত করতে, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ করে দিতে, হৃদয়ে শোকের আগুন জ্বালিয়ে তুলতে—যাতে তারা অন্ধতমিস্রায় তলিয়ে যায় [৫৬৩]। সপ্তশতীর অসুরদলনী দেবীর মতই ইনি ভয়ঙ্করী। শৌনকসংহিতার একটি মন্ত্রে অপ্‌বাকে বলা হয়েছে উদরাময়।[১] সায়ণ বলছেন—'পাপাভিমানিনী দেবতা।' যাস্ক বলছেন, 'ব্যাধির্‌ বা ভয়ং বা।'[২] এদের প্রভাব পৃথিবীতেই আছে, অন্যত্র নাই।[৩]

তার পর **অগ্নায়ী**। ঋক্‌সংহিতায় অগ্নিপত্নীর উদ্দেশে কোনও সূক্ত নাই, দুটি ঋকে তাঁর উল্লেখ আছে [৫৬৪] অন্যান্য দেবপত্নীদের সঙ্গে। বেদের তেত্রিশ দেবতাই সপত্নীক।[১] অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা, তাঁর পত্নীও তা-ই।

এর পর আটটি 'দ্বন্দ্ব' বা যুগ্মদেবতার নাম। তার মধ্যে উলূখল-মুসল, দ্যাবা-পৃথিবী বিপাট্‌-ছুতুদ্রী এবং আর্ত্নীর কথা আগেই হয়ে গেছে। বাকী—

হবির্ধানদ্বয় বা সোমযাগে সোম প্রভৃতি মহাবেদিতে বয়ে নেবার জন্য দুখানি গাড়ি। হবির্ধান যজ্ঞোপকরণ, তার উদ্দেশে ঋক্‌সংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডলে একটি তৃচ এবং দশম মণ্ডলে একটি সূক্ত আছে [৫৬৫]। তৃচটিতে আছে, 'দ্যাবাপৃথিবী আমাদের এই সিদ্ধ দ্যুলোকস্পর্শী যজ্ঞকে দেবতাদের কাছে অর্পণ করুন।'[১] ঐতরেয়-

---

বোঁটার বাঁধন অনৃৎএ (ঋ. ১০।১২৯।৪ ; টী. ৮৪১, ১০৩, ১১৭৪)। তাইতে সৃষ্টিযজ্ঞের প্রবর্তনকালে দেবতাদের শ্রদ্ধাখ্যাপন অসুরদের প্রতি।

৫৬২ ঋ. ১।২২।১৫, দ্র. টীমূ. ৪৬২।

৫৬৩ ঋ. অমীষাং চিত্তং প্রতিলোভয়ন্তী গৃহাণা.ঙ্গান্য্‌ অপ্‌বে পরে.হি অভি প্রে.হি নির্‌ দহ হৃৎসু শোকৈর্‌ অ.ন্ধেনা.মিত্রাস্‌ তমসা সচন্তাম্‌ ১০।১০৩।১২। [১]শৌ. ৯।৮।৯। [২]নি. ৬।১২। যাস্কের ব্যু. যদ্‌ এনয়া বিদ্ধো হপব্রীয়তে (√ব্রী ; তু. IE. √ *uəi* 'to go')। [৩]তু. ক. স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিং চনা.স্তি, ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি ১।১।১২।

৫৬৪ ঋ. ১।২২।১২, ৫।৪৬।৮। [১]তু. পত্নীবতস্‌ ত্রিংশতং ত্রীংশ্‌ চ দেবান্‌ ৩।৬।৯, দ্র. টী. ১৩৯।

৫৬৫ ঋ. ১০।১৩ সূ. ; ২।৪১।১৯-২১। [১]দ্যাবা নঃ পৃথিবী ইমং সিধ্রম্‌ অদ্য দিবিস্পৃশম্‌, যজ্ঞং দেবেষু

ব্রাহ্মণ এইথেকে হবির্ধান শকট দুটিতে দ্যাবাপৃথিবী-দৃষ্টির বিধান করেছেন, কেননা 'দ্যাবাপৃথিবী হচ্ছে দেবতাদের হবির্ধান' অর্থাৎ দ্যুলোক-ভূলোক দিব্য অমৃতের বাহন, সব অমৃতময় বা আনন্দময়।[২] তৈত্তিরীয়সংহিতার সায়ণভাষ্যের একজায়গায় যজমান এবং তাঁর পত্নী হবির্ধানদ্বয়ের সঙ্গে একাত্মক, এমন-একটি ইঙ্গিত আছে।[৩] এই ভাবনার সমর্থন ঋক্‌সংহিতায় বিশ্বামিত্রমণ্ডলের গোড়াতেই পাওয়া যায়:[৪] অন্তর্যামী চান, মানুষ সোম্য আনন্দের বীর্যবান্ বাহন হ'ক। হবির্ধানসূক্তটিতে সন্ধাভাষায় এই ভাবনারই পল্লবন। প্রথম দুটি মন্ত্রে গাড়ি-চলার বর্ণনা এবং তাতে বলা হচ্ছে—তার পরম গতি সেই 'উরুলোকে' যা দেবকাম মানুষদের লক্ষ্য। তৃতীয় মন্ত্রটিতে অমৃতসন্ধানীর অভ্যারোহের বর্ণনা, যার কথা আগেই বলেছি।[৫] চতুর্থ মন্ত্রটিতে মৃত্যু এবং অমৃতত্বের দ্বন্দ্ব এবং তার সমাধান বর্ণিত হয়েছে এইভাবে: 'দেবতাদের জন্যই [তিনি] বরণ করলেন মৃত্যুকে, কিন্তু প্রজার জন্য অমৃতকে বরণ করলেন না। বৃহস্পতিকে [তাঁরা] করলেন যজ্ঞ এবং ঋষি। প্রিয় তনুকে যম ছাপিয়ে গেলেন।'[৬] ঋকের প্রথমার্ধে অনুক্ত কর্তা পরমপুরুষ 'অমৃত আর মৃত্যু দুইই যাঁর ছায়া'।[৭] দেবতাদের জন্য তাঁর মৃত্যুবরণ হল দেবযজ্ঞে তাঁর আত্মাহুতি—যার ফলে বিশ্বের বিসৃষ্টি।[৮] কিন্তু এই প্রজাত বিশ্ব মৃত্যুর বশ হল, তাকে তিনি অমৃত করতে চাইলেন না।[৯] এদিকে পরমপুরুষ স্বয়ং অমৃত এবং মৃত্যু তাঁর আত্মা বলে[১০] মর্ত্য মানুষের মধ্যে জাগল অমৃতের পিপাসা। সে-পিপাসার তর্পণ সম্ভব হল আবার যজ্ঞ দিয়েই, মানুষ সোমপানের দ্বারা অমৃতের অধিকার অর্জন করল।[১১] এই যজ্ঞও দেবেষিত, কিন্তু তা বিসর্গ নয়—উৎসর্গ, অর্থাৎ আত্মাহুতির দ্বারা মানুষের উপরে উঠে যাওয়া। এই যজ্ঞের পুরোধা হলেন বৃহস্পতি বা মন্ত্রবীর্য, অথবা তিনিই হলেন যজ্ঞের স্বরূপ।[১২] কিন্তু সোমযাগের ফলে যে-অমৃতত্ব, তা বৈবস্বত যমের দান—এই মর্ত্যতনু যতই প্রিয় হ'ক না কেন, তাকে ছাপিয়ে আদিত্যবর্ণ পুরুষকে জানা এবং তাঁর সাযুজ্য লাভ করা।[১৩]...তারপর শেষ ঋক্‌টিতে হবির্ধানস্থিত শিশু সোমের প্রশস্তি—আধারে সপ্তসিন্ধু এবং মরুদ্‌গণের দ্বারা শিশু অগ্নির মতই তাঁর কলায়-কলায় আপ্যায়ন।[১৪]

য়চ্ছতাম্ ২।৪১।২০। ২ঐব্রা. ১।২৯। দেবযজ্ঞের অনুকরণেই মনুষ্যযজ্ঞ। ৩তৈস. ৪।১।১।২। ৪তু. ঋ. সোমস্থ মা তরসং রক্ষ্য্‌ অগ্নে রহিং চকর্থ বিদথে য়জধ্যৈ ৩।১।১। 'রহিম্'এর অন্বয় 'রক্ষি' এবং 'চকর্থ' দুটি ক্রিয়ারই সঙ্গে। ৫দ্র. টীমূ. ৪৫৮৭। ৬দেবেভ্যঃ কম্ অবৃণীত মৃত্যুং প্রজায়ৈ কম্ অমৃতং না.বৃণীত, বৃহস্পতিং য়জ্ঞম্ অকৃণ্বত ঋষিং প্রিয়াং য়মস্ তন্বং প্রা.রিরেচীৎ ১০।১৩।৪। ৭১০।১২১।২। ৮দ্র. ১০।৯০;৬,৯...। ৯এই প্রসঙ্গে তু. বৃ. ১।২ ব্রা.। ১০তু. বৃ. ১।২।৭। ১১ঋ. ৮।৪৮।৩, টী. ১০৮, ১১৩। ১২'বৃহস্পতি' 'ব্রহ্মণস্পতি' 'বাচস্পতি' সবাই সেই বাকের অধীশ্বর যা বৃহৎ চেতনার বা ব্রহ্মচৈতন্যের বাহন। এই বাকই মন্ত্র এবং মন্ত্র যজ্ঞের মুখ্য সাধন। ১৩দ্র. মা. ৩১।১৮। আলোচ্যমান মন্ত্রের যম আর বরুণ এক (তু. ঋ. ১০।১৪।৭, টী. ১৯৬৫)। ল. হবির্ধান সূক্তটি বিন্যস্ত হয়েছে যমমণ্ডলে। যজমান এবং যজমানপত্নী যদি নিজেদের দেহকে হবির্ধান বা সোমবাহন করতে পারেন, তাহলে এখানেই তাঁরা মৃত্যুঞ্জয় হবেন (তু. শ্বে. ২।১২)। আরও ল., সূক্তের ঋষি 'আঙ্গি হবির্ধান' অথবা 'বিবস্বান্ আদিত্য' অর্থাৎ সোমবাহন, যাঁর অঙ্গ সূর্যত্বক্ হয়ে গেছে। ১৪তু. ঋ. ৩।১ সূ.।

তারপর আরেকটি দ্বন্দ্ব শুনাসীর। ঋক্‌সংহিতায় বামদেবের কৃষিসূক্তে এ-দুটির উল্লেখ পাওয়া যায় [৫৬৬]। সূক্তটির প্রথমেই একটি তৃচে ক্ষেত্রপতির প্রশস্তি। নিঘণ্টুতে ক্ষেত্রপতি অন্তরিক্ষস্থান দেবতা। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেহই ক্ষেত্র।[১] অধ্যাত্ম-সাধনার সঙ্গে ভূমিকর্ষণের উপমা আমাদের জানা আছে। যোগেশ্বর বলরাম হলধর, এদেশের প্রাকৃত কল্পনায় শিব চাষী। ঋক্‌সংহিতাতেও পাই: 'লাঙ্গল দেন মাটিতে কবিরা, জোয়ালে গরু জোতেন আলাদা করে ধ্যানীরা—দেবতাদের উদ্দেশে, সৌম্য আনন্দের কামনায়।'[২] কৃষিপ্রধান দেশে চাষের উপমা সহজেই মনে আসে।

যাস্কের মতে কৃষিসূক্তের শুন এবং সীর অধিদৈবতদৃষ্টিতে যথাক্রমে বায়ু এবং আদিত্য [৫৬৭]। পৃথিব্যায়তন সত্ত্ব হিসাবে 'সীর' লাঙ্গল এবং 'সীতা' লাঙ্গলপদ্ধতি।[১] সীর থেকেই সীতা; সুতরাং সীরে আদিত্যদৃষ্টি সহজেই মাধ্যন্দিনসংহিতার সুষুম্ণ সূর্যরশ্মির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু 'শুন' তাহলে কি? সূক্তে শব্দটির দুটি প্রয়োগ আছে। একটি ক্রিয়াবিশেষণরূপে একক প্রয়োগ, বোঝাচ্ছে 'অনায়াসে, আনন্দের সঙ্গে'।[২] কিন্তু সীরের সঙ্গে সমাসবদ্ধ হয়ে শুন যেমন 'আনন্দ' বোঝাতে পারে, তেমনি 'প্রাণ'ও বোঝাতে পারে। এই অর্থ ঋক্‌সংহিতাতেই পাওয়া যায়।[৩] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যা প্রাণ, অধিদৈবতদৃষ্টিতে তা-ই বায়ু। সুতরাং 'শুন' বায়ু এবং অন্তরিক্ষস্থান বলে তিনিই মতান্তরে ক্ষেত্রপতি। 'শুনাসীর' ইন্দ্র।[৩]

ব্রাহ্মণে সংবৎসরব্যাপী চাতুর্মাস্যযাগের চারটি পর্বের শেষ পর্ব শুনাসীরীয় [৫৬৮]। সাকমেধযাগের পর শুনাসীরীয়। শতপথব্রাহ্মণ বলছেন: সাকমেধযাগের ফলে দেবতারা বৃত্রের উপর জয়লাভ করে যে শ্রীমন্ত হলেন, তা-ই হল 'শুন'; আর সংবৎসরকে জয় করে তাঁরা যে রসিক হলেন, সেই রস হল 'সীর'। যে শুনাসীরীয়যাগ করে, সে এই শ্রী আর রস উভয়কেই পায়।[১] অর্থাৎ শুনাসীরীয়যাগের ফলে সংবৎসরব্যাপী যে আদিত্যদ্যুতির সাধনা তা সার্থক হল, অবিদ্যার অন্ধকার দূর হয়ে গেল, জীবনে এল শ্রী এবং প্রজ্ঞা।[২] অথবা অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স। শুনাসীরীয় পুরোডাশটি দ্বাদশকপাল বা বারোটি খাপরার—স্পষ্টতই আদিত্যের দ্যোতক। তারপরেই আহুতি

---

৫৬৬ ঋ. ৪।৫৭।৫, ৮। [১]তু. ঋ. ১০।৩২।৭; গী. ১৩।২-৩। দ্র. টী. ৫২৩। [২]ঋ. সীরা যুঞ্জন্তি কবয়ো যুগা বি তন্বতে পৃথক্, ধীরা দেবেষু সুম্নয়া ১০।১০১।৪; দ্র. ৩; আরও দ্র. সাভা. ১০, ১১। সমস্ত সূক্তটিই যজ্ঞবিষয়ক। 'সীর' লাঙ্গলের ফাল, লাঙ্গল।

৫৬৭ নি. ৯।৪০। [১]দ্র. ঋ. ৪।৫৭।৬, ৭। [২]নিঘ.তে 'শুন' সুখ ৩।৬। [৩]ঋ. ৮।৪৬।২৮ (বেমী. ১১৬৭৬)। শুন॥ শ্বন্ 'কুকুর', ঘ্রাণশক্তির তীব্রতাহেতু যে প্রাণের প্রতীক। [৪]তু. বৃদে. বায়ুঃ শুনঃ সূর্য এরা.ত্র সীরঃ শুনাসীরৌ বায়ুসূর্যৌ বদন্তি, শুনাসীরং যাস্ক ইন্দ্রং তু মেনে, সূর্যেন্দ্রৌ তৌ মন্যতে শাকপূণিঃ ৫।৮। কিন্তু যাস্ক তা বলছেন না, কিংবা শাকপূণির মতও উদ্ধার করছেন না। তবে তৈস. ১।৮।৭।১ এবং তৈব্রা. ১।৭।১।১এ ইন্দ্র শুনাসীর অর্থাৎ শুন এবং সীর সমন্বিত (সা.)।

৫৬৮ দ্র. শ. ২।৬।৩ ব্রা.; কাত্যায়নশ্রৌ. ৫ম অধ্যায়; টী. ৩১৬। [১]শ. ২।৬।৩।২এর মর্মানুবাদ। [২]তু. প্র. ২।১৩। [৩]শ. ২।৬।৩।৫-৯। [৪]দ্র. ঋ. শুনাসীরাব্ ইমাং বাচং জুষেথাং যদ্ দিবি চক্রথুঃ পয়ঃ. তেনে.মাম

দিতে হয় বায়ুর উদ্দেশে দুধ, কেননা বায়ুই বৃষ্টিকে প্রপ্যায়িত করেন, তাইতে ওষধি জন্মায়, তাই খেয়ে মায়ের দুধ হয়। অর্থাৎ সংবৎসরের এক অংশ জুড়ে আমরা প্রকৃতিতে প্রাণের যে-উপচয় দেখতে পাই, তার মূলে আছে বায়ুর বা মহাপ্রাণের প্রসাদ। 'বায়ব্য পয়ে'র পর একটি খাপরায় সূর্যের উদ্দেশে একটি পুরোডাশ দিতে হয়। আকাশে এক সূর্য, সবার তিনি 'গোপা' এবং 'বিধাতা'; তাই তাঁর উদ্দেশে এককপাল পুরোডাশ। এই যাগটির দক্ষিণা হল একটি সাদা ঘোড়া, না পেলে একটি সাদা ষাঁড়। ব্রাহ্মণ স্পষ্টই বলছেন, এ হল ওই সূর্যের প্রতীক।[৩] শুন বায়ু এবং সীর আদিত্য এই প্রকল্প শুনাসীরীয়যাগের অনুষ্ঠান হতে সমর্থিত হচ্ছে। যাগটি পড়ে ফাল্গুন মাসে। এক বছরের ফসল ঘরে উঠেছে, আবার নতুন করে চাষের আয়োজন করতে হবে—এই ভাবনাটি চাতুর্মাস্যযাগের পিছনে রয়েছে এবং বামদেবের কৃষিসূক্তে বাইরে-ভিতরে দুটি চাষের ব্যাপারকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সূক্তে শুনাসীরের উদ্দেশে দুটি মন্ত্রের একটিতে অন্তরের কৃষির আরেকটিতে বাইরের কৃষির ইঙ্গিত।[৪] সূক্তের গোড়ায় ক্ষেত্রপতিপ্রশস্তিতে ভূলোক অন্তরিক্ষ দ্যুলোক সব মধুময় হয়ে যাওয়ার বর্ণনা।[৫] এ যেন মানব-'জনম আবাদ করে সোনা ফলানো'র উল্লাস।

সবার শেষে দুটি দ্বন্দ্ব **দেবী জোষ্ট্রী** এবং **দেবী ঊর্জাহুতী**। ঋক্‌সংহিতায় এই দেবীদের কোনও উল্লেখ নাই, যদিও 'ঊর্জাহুতি' শব্দটি একজায়গায় আছে [৫৬৯]। যজুঃসংহিতায় এবং ব্রাহ্মণে এঁরা অনুযাজদেবতা।[১] অনুযাজদেবতারা স্বরূপত অগ্নি, অতএব এঁরা অগ্নির বিভূতি বলে পৃথিবীস্থান। তাই পৃথিব্যায়তন সত্ত্বদের মধ্যে এঁদের সমাবেশ। সংহিতার বর্ণনায়, দুজন জোষ্ট্রীর একজন দূর করেন পাপ আর দ্বেষ, আরেকজন বয়ে আনেন বরেণ্য জ্যোতিঃ। তাইতে তাঁরা 'জোষ্ট্রী' অর্থাৎ আত্মার তর্পণের দেবতা। আর ঊর্জাহুতিদের একজন বয়ে আনেন এষণা (ইষ্‌) এবং অন্তরা-বৃত্তির বীর্য (ঊর্জ্‌), আরেকজন অন্নপূর্ণা হয়ে পুরানো ফসলের সঙ্গে নতুন ফসলের

উপ সিঞ্চতাম্'—হে শুন এবং সীর, এই বাকে সুতৃপ্ত হও তোমরা, কেননা তোমরা দ্যুলোকে রচেছ আপ্যায়নী ধারা। তা-ই দিয়ে এই (বাককে) কাছে এসে সিক্ত কর ৪।৫৭।৫। আদিত্য পৃথিবীর রসকে দ্যুলোকে আকর্ষণ করলে তা মেঘ হয়। বায়ুর সহায়ে সেই মেঘ বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে, পৃথিবী সুজলা ও শস্যশ্যামলা হয়। এটি নৈসর্গিক ব্যাপার। অধ্যাত্মজগতেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটে। ঊর্ধ্বস্রোতা প্রাণ দ্যুলোক হতে জ্যোতির্‌রাসার হয়ে ঝরে পড়ে জীবনে, তার নিষেকে আধারের শুষ্কতা এবং বন্ধ্যাত্ব ঘোচে। এটি ভিতরের কর্ষণ। বাইরের কর্ষণের বর্ণনা ঋ. 'শুনং নঃ ফালা বি কৃষন্তু ভূমিং, শুনং কীনাশা অভি যন্তু বাহৈঃ, শুনং পর্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীরা শুনম্ অস্মাসু ধত্তম্'—স্বচ্ছন্দে আমাদের ফালেরা কর্ষণ করুক ভূমি, স্বচ্ছন্দে চাষীরা চলে আসুক বলদ নিয়ে। স্বচ্ছন্দে পর্জন্য (মাটি ভিজিয়ে দিন) মধু দিয়ে আর পয়োধারাদের দিয়ে। শুন এবং সীর প্রাণকে আমাদের মধ্যে করুন নিহিত ৪।৫৭।৮। [৫]দ্র. টী. ১৮৫১।

৫৬৯ ঋ. ৮।৩৯।৪, দ্র. টী. ২৯০। [১]দ্র. টী. ২৭৭; মৈস. ৪।১৩।৮; তৈব্রা. ৩।৬।১৩। [২]দ্র. নি. ৯।৪১-৪৩।

মিলন ঘটান যার ফলে সবাই মিলে পানাহার করবার সুযোগ ঘটে। কেউ বলেন, স্বরূপত এই দেবীরা দ্যাবাপৃথিবী, কেউ বলেন অহোরাত্র। কাথক্য বলেন, এঁদের একজন শস্য, আরেকজন সংবৎসর ; অর্থাৎ জীবনের বনিয়াদ যে-অন্নে এবং পরিণাম যে-আলোতে, এঁরা তাই।[২]

পৃথিবীস্থান দেবতাদের পরিচয় এইখানে শেষ হল। দেখলাম, পৃথিবীতে একই জ্যোতি, একই দেবতা—তিনি অগ্নি। পৃথিবী অগ্নিগর্ভা, তাই তিনিও দেবী। জাতবেদারূপে অগ্নি আমাদের প্রাণ, আমাদের লোকোত্তরের এষণার আদি সংবেগ, আমাদের তপঃশক্তি, আমাদের অভীপ্সার শিখা। তিনি বস্তুত 'ত্রিষধস্থ'—যেমন আছেন পৃথিবীতে, তেমনি আছেন অন্তরিক্ষে এবং দ্যুলোকে। মানুষ আর দেবতার মধ্যে দূত তিনি—যেমন মানুষকে তুলে নেন দেবতার কাছে, তেমনি দেবতাকে নামিয়ে আনেন মানুষের মধ্যে। প্রত্যেক আধারে তিনি গুহাহিত, মন্থনের বীর্যে তাঁকে আবিষ্কার করাই আমাদের প্রথম পুরুষার্থ। পৃথিবীর অগ্নিকে নিয়ে যেতে হবে দ্যুলোকে—এই আমাদের পরম পুরুষার্থ। অথবা পৃথিবীর অগ্নিই আমাদের নিয়ে যাবেন দ্যুলোকে—অগ্নিজ্যোতি উদ্দীপ্ত হয়ে পরিণত হবে সৌরজ্যোতিতে, আত্মচৈতন্য বিস্ফারিত হবে ব্রহ্মচৈতন্যে।

পৃথিবী আর দ্যুলোকের মাঝখানে অন্তরিক্ষ। অন্তরিক্ষ বেদে দ্যাবাপৃথিবীর মত দেবতা হয়ে ওঠেনি—তা 'লোক' বা দেবতার ধাম। পৃথিবী শান্তা, দ্যুলোক শান্ত ; কিন্তু অন্তরিক্ষ নিত্যক্ষুব্ধ—তমঃ আর সত্ত্বের মধ্যে সাংখ্যের রজোগুণের মত। এই ক্ষোভ যুগপৎ আদিত্যের ক্ষোভ এবং দেবাসুরের সংগ্রাম। বেদে সন্ধাভাষায় এ-দুটিকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যে-দেবতা বা দেবতারা এই অন্তরিক্ষলোকের অনিপদ্যমান নায়ক, এবার তাঁদের কথা।

নিঘণ্টুতে অন্তরিক্ষস্থান বা মধ্যস্থান সত্তরটি দেবতার নাম আছে। তাঁদের তিনটি পর্যায়ে সাজানো হয়েছে—প্রথমে আলাদা-আলাদা দেবতা, তারপর দেবগণ এবং সবার শেষে স্ত্রীদেবতা। আমরাও নিঘণ্টুর এই পরিগণনকে অনুসরণ করব, তবে কিনা বোঝবার সুবিধার জন্য অনেকজায়গায় ক্রমভঙ্গের প্রয়োজন হবে।

ঘ. অন্তরিক্ষস্থান দেবতা ১ : বায়ু-বর্গ

নিঘণ্টুতে অন্তরিক্ষস্থান দেবতাদের প্রথমেই নাম করা হয়েছে বায়ুর [৫৭০]। যাস্কও অন্যত্র বলছেন, নৈরুক্তদের মতে তিনটি মাত্র দেবতা—পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরিক্ষে

---

৫৭০ নিঘ. ৫।৪। [১]নি. ৭।৫। [২]দ্র. বেমী. পৃ. ২৯২-৯৩। [৩]নি. ৭।১০। [৪]তু. কে. ৩।৮-৯।

বায়ু বা ইন্দ্র, আর দ্যুলোকে সূর্য। তাঁরা মহাভাগ (মহেশ্বর) বলে তাঁদের একেক-জনের অনেক নাম।'[১] আবার এই তিনটি দেবতাও যে এক সৎএরই বিভূতি, এ আমরা আগেই দেখেছি। যাস্কের উক্তিতে অন্তরিক্ষে দেবতাবিকল্পের কারণ কি, তাও ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।[২] নিঘন্টুতে বায়ুর নাম প্রথমে করা হলেও অন্তরিক্ষে যে ইন্দ্রেরই প্রাধান্য, যাস্ক একথা স্পষ্টই বলেছেন।[৩] ইন্দ্রের বিশিষ্ট কর্ম হল বৃত্রকে বধ করে তার অবরোধ হতে প্রাণকে মুক্ত করা এবং আধারকে রসানুষিক্ত করে তার বন্ধ্যাত্ব ঘোচানো। এর জন্য বলের প্রয়োজন হয়। তাইতে যা-কিছু বলকৃতি, তা ইন্দ্রের কর্ম। বলা যেতে পারে, তা বায়ুরও কর্ম।[৪] অন্তরিক্ষস্থান সমস্ত দেবতার এইটি সাধারণ ধর্ম। তাঁরা মহাপ্রাণের বিভূতি।

নিঘন্টুতে বায়ুর পর আছে বরুণ রুদ্র ইন্দ্র ও পর্জন্যের নাম। পর-পর এই পাঁচটি দেবতার উল্লেখ যে বর্ষণরূপ একটি নৈসর্গিক ব্যাপারের ইঙ্গিত করছে, দুর্গের এ-প্রকল্পের কথাও আগে বলেছি [৫৭১]। বর্ষণ অন্তরিক্ষের ব্যাপার, যেমন জ্যোতির প্রকাশ দ্যুলোকের। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে একটির তাৎপর্য প্রাণে, অপরটির প্রজ্ঞায়।[১] দেবতা-মাত্রেরই স্বরূপ হল জ্যোতি। অন্তরিক্ষে আমরা নৈসর্গিক দুটি জ্যোতির সাক্ষাৎ পাই—একটি বিদ্যুৎ, আরেকটি চন্দ্রমা। একটি প্রাণের জ্যোতি,[২] আরেকটি প্রজ্ঞার। এই দুটি জ্যোতিকে বুদ্ধিস্থ রেখে আমরা অন্তরিক্ষস্থান নৈসর্গিক দেবতাদের দুটি বর্গ পাই—একটিতে আছেন বায়ুপ্রমুখ বাত বরুণ রুদ্র অপাংনপাৎ ইন্দ্র মরুদ্‌গণ ও পর্জন্য, আরেকটিতে সোমপ্রমুখ ইন্দু চন্দ্রমা অনুমতি রাকা সিনীবালী কুহূ এবং আরও কয়েকজন দ্যুস্থান দেবতা—বিশেষ কারণে যাঁদের অন্তরিক্ষে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। নৈসর্গিক এই কাঠামোটি অন্তরিক্ষস্থান দেবতাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি। একে ধরেই আমরা তাঁদের স্বরূপ আলোচনায় অগ্রসর হব।

অন্তরিক্ষের মূলতত্ত্ব হল বায়ু। ভূতরূপী বায়ুকে আমরা অহরহ নিশ্বাসের সঙ্গে ভিতরে টেনে নিয়ে বেঁচে আছি। তাই অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বায়ু প্রাণ। আমরা যেন এক অপার অতল প্রাণসমুদ্রে মীনের মত নিমজ্জিত থেকে তাতেই বিচরণ করছি। যে-বায়ু বাইরে, সেই বায়ুই অন্তরে। যে-প্রাণ সবার মধ্যে, সেই প্রাণ আমারও মধ্যে। বিশ্বায়ুর সঙ্গে এমন প্রত্যক্ষনিবিড় ওতপ্রোত সম্পর্ক বুঝি আর-কোনও ভূতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়নি—এক আকাশ ছাড়া। তাইতে এই প্রত্যক্ষাবগম সম্পর্ককে অনুভব-গোচর করা আত্মচৈতন্যকে বিশ্বচৈতন্যে ব্যাপ্ত করবার এক অমোঘ সাধন। তারই অনুকূলে শুনি ব্রহ্মবাদীর কণ্ঠে উপনিষদের এই উদাত্ত ঘোষণা: 'বায়ুর্ অনিলম্ অমৃতম্'

---

৫৭১ দ্র. টী. ২৪২। [১]ল. কৌ.তে ইন্দ্র একাধারে প্রাণ এবং প্রজ্ঞা, আর তত্ত্বত এ-দুটি এক ৩।২-৩। [২]সংহিতায় বিদ্যুতের অধিষ্ঠাতৃদেবতা 'অপাং নপাৎ' (ঋ. ২।৩৫, ১০।৩০ সূ.; নিঘ. ৫।৪)।

—(আমার কাছে) এই বায়ু প্রাণময় অমৃত ; 'নমস্ তে বায়ো, ত্বম্ এব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মা.সি, ত্বাম্ এব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি'—নমস্কার তোমায়, হে বায়ু ; তুমিই হচ্ছ প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম ; তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলে ঘোষণা করব [৫৭২]। বায়ু বা প্রাণ বা তার সহজপ্রত্যক্ষ ক্রিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস সেই আদিযুগ হতে আজ পর্যন্ত এদেশের অধ্যাত্মসাধনার একটা বিরাট্ অংশ জুড়ে রয়েছে—কিন্তু সেকথা পরে। এখন কেবল এইটুকু প্রণিধেয়, বৈদিকভাবনায় পৃথিবীস্থান অগ্নি হতে অন্তরিক্ষস্থান বায়ুতে উত্তরণ অধ্যাত্মপ্রগতির মধ্যপর্ব, ব্যাপ্তিচৈতন্যের প্রথম পাঠ। অভীপ্সার অগ্নিশিখা লেলিহান হয়ে ছড়িয়ে পড়ে মিশে যায় বায়ুতে।[১] সে যেমন দেহকে তপস্বান্ করে, তেমনি আশেপাশের বায়ুমণ্ডলকেও প্রতপ্ত করে। এই ভাবনা সমিদ্ধ চৈতন্যের তেজস্ক্রিয়া এবং সামর্থ্যের পরিচায়ক।

একই বায়ু, কিন্তু বৈভবের ভেদে সংহিতায় তার বিভিন্ন সংজ্ঞা—যেমন দেখেছি অগ্নির বেলায়। সংহিতায় এমনতর তিনটি সংজ্ঞা পাওয়া যায়—বাত মরুদ্‌গণ এবং মাতরিশ্বা। নিঘণ্টুতে দেবতার নামতালিকায় 'মাতরিশ্বা' উহ্য, যদিও যাস্ক প্রসঙ্গক্রমে নিরুক্তে শব্দটির ব্যুৎপত্তি দিয়েছেন [৫৭৩]। নিঘণ্টুকার বায়ুকে অন্তরিক্ষস্থান দেবতাদের প্রথমে স্থান দিলেও আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা সংজ্ঞাগুলিকে এই পরম্পরায় সাজাতে পারি : বাত বায়ু মরুদ্‌গণ মাতরিশ্বা। এর মধ্যে প্রথম তিনটিতে সূক্ষ্মতার তারতম্য আছে—যেন এক বায়ুই ত্রিষধস্থ হয়ে বিরাজ করছেন পৃথিবীর কাছাকাছি, অন্তরিক্ষে এবং দ্যুলোকের উপান্তে। মাতরিশ্বা তাঁর একটি অতিপ্রাচীন এবং মহনীয় সংজ্ঞা।

প্রথম ধরা যাক বাত। একই ধাতু হতে নিষ্পন্ন বাত এবং বায়ুর মধ্যে দেবতা হিসাবে কোনও তফাত না থাকলেও সংহিতায় যেখানে দেবতার অধিভূত রূপ উদ্দিষ্ট, সেখানে 'বাত' সংজ্ঞাটি ব্যবহার করা হয়েছে। তখন 'বাত' বলতে বোঝায় 'বাতাস' —যেমন দেখি এই বর্ণনাগুলিতে : 'মধু বাতা ঋতায়তে', 'যথা বাতঃ পুষ্করিণীং সমিঙ্গয়তি সর্বতঃ', 'যথা বাতো যথা বনং যথা সমুদ্র এজতি', 'ধুনোতি বাতো যথা বনম্' 'উদ্‌নঃ শিপালম্ ইব বাতঃ,' 'বাতো বহতি বাসম্ অস্যাঃ' 'বৃষ্টিং পরিজ্‌মা বাতো দদাতু' ইত্যাদি [৫৭৪]। এসবজায়গায় বাত প্রত্যক্ষগোচর নিসর্গশক্তি, কেবল শেষের উদাহরণটিতে তা দেবতা হয়ে উঠেছে। এই বাতই আবার আমাদের মধ্যে এসে হয়েছে 'আত্মা' বা নিশ্বাস-প্রশ্বাসে সঞ্চরণশীল জীবচৈতন্য। এই জীবচৈতন্যের

---

৫৭২ ঈ. ১৭ ; তৈউ. ১।১। [১]তু. ছা. বায়ুর্ বাব সংবর্গঃ, যদা বা অগ্নির্ উদ্‌বায়তি বায়ুম্ এবা.প্যেতি, যদা সূর্যো হস্তম্ এতি বায়ুম্ এবা. প্যেতি, যদা চন্দ্রো হস্তম্ এতি বায়ুম্ এবা.প্যেতি ৪।৩।১।

৫৭৩ নি. ৭।২৬।

৫৭৪ দ্র. ঋ. ১।৯০।৬, ৫।৭৮।৭,৮, ১০।২৩।৪, ৬৮।৫, ১০২।২, ৭।৪০।৬। তু. বাতের সঙ্গে অগ্নির সম্পর্ক

উৎসরূপী বাত দেবতা। তিনি আমাদের নিশ্বসিতের মূলভূত সেই 'মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতম্'[২] যিনি সৃষ্টির আদিতে অপ্রকেত সলিলের গহন গভীরে 'আনীদ্ অবাতম্'—বাতাস ছিল না, তবু নিঃশ্বাস ফেললেন।[৩] সেই নিশ্বসিতের প্রকট রূপ এই সৃষ্টি। তার অভিব্যক্তির তিনটি পর্বের কথা অন্যত্র বলেছি।[৪] তারই পরের পর্বে 'বাতস্য সর্গো অভবৎ সরীমণি'—বাতের সৃষ্টি হল, যখন সব-কিছু সরতে লাগল।[৫] এমনি করে স্রোতের মত যা সরে-সরে যায়, তা-ই হল কারণ-'সলিল'—গৌরীরূপিণী বাক্ তাঁর হাম্বারবে যাকে তক্ষণ করে অব্যাকৃত বিশ্বকে ব্যাকৃত করেন,[৬] আর তারপর সেই বিসৃষ্ট বিশ্বভুবনকে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে ঝড়ের মত (বাত ইব) বয়ে চলেন।[৭] বাতের দেবত্বের এই মহত্তম পরিচয়।

কিন্তু ব্যাপারটি অন্তরিক্ষের। শতপথব্রাহ্মণ বলেন, দ্যুলোক আর ভূলোক সৃষ্টির আগে এক হয়ে ছিল—যেমন উপনিষদের বর্ণনায় পাই, সৃষ্টির আগে 'আত্মা' আর 'ইদম্' একাকার। দুটি লোক যখন ফাঁক হতে শুরু করল, তখন তাদের মধ্যে যে-আকাশ দেখা দিল, তা-ই হল 'অন্তরিক্ষ' [৫৭৫]। এই আকাশ নাম-রূপের নির্বাহক।[১] তার আবির্ভাবজনিত যে-ক্ষোভ, তা-ই ব্রহ্মক্ষোভ।[২] সংহিতার বর্ণনায় তা হল 'বাতস্য সর্গঃ'। আর এইজন্য এই বাত অন্তরিক্ষচারী।[৩] তিনি বরুণের আত্মা—যে-বরুণ অব্যাকৃত মহাশূন্যের দেবতা।[৪] সৃষ্টি সেই অব্যাকৃতের নিশ্বসিত। এই বোঝাতে নিঘণ্টুতে হিরণ্যগর্ভ বিশ্বকর্মা ত্বষ্টা এবং প্রজাপতিকে অন্তরিক্ষে স্থান দেওয়া হয়েছে। এঁরা সবাই বিসৃষ্টির দেবতা। এঁদের মধ্যে ত্বষ্টার ভাবনা সবচাইতে প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ। নিঘণ্টুতে ত্বষ্টার পরেই বাতের স্থান, এটি লক্ষণীয়।

স্বাভাবিক কারণেই ঋক্‌সংহিতার কয়েকজায়গার বাতের সঙ্গে পর্জন্যের সংস্তব দেখা যায় [৫৭৬]। বাত-পর্জন্য মনে হয় একটি প্রত্যাহার, তার মধ্যে পূর্বোল্লিখিত

১।১৪৮।৪, ৪।৭।১০, ৭।৩।২, ১০।১৪২।৪। [১]তু. আত্মের বাতঃ ১।৩৪।৭. ৭।৮৭।২, ১০।১৬।৩ (এখানে 'বাত' স্পষ্টত দেবতা)। দ্র. টী. ৩৫৭। [২]তু. বৃ. ২।৪।১০, ৪।৫।১১। [৩]দ্র. ঋ. ১০।১২৯।১-২। [৪]দ্র. টীম্. ৩৫৬। [৫]ঋ. ৩।২৯।১১। **সরীমন্** < √সৃ 'সরে-সরে যাওয়া' (তু. 'সলিল'।।* সরিল, পুরাণের কারণবারি, তু. ঋ. ১।১৬৪।৪১, ১০।১২৯।৩)+ঈমন্ (তু. 'বরীমন্', 'ভরীমন্')। এটি 'অক্ষরের ক্ষরণ', তু. ১।১৬৪।৪২। [৬]১।১৬৪।৪২, দ্র. টী. ১২৫*। [৭]১০।১২৫।৮।

৫৭৫ শ. ৭।১।২।২৩। তু. ঐউ. ১।১।১। [১]ছা. ৮।১৪।১। [২]উপনিষদের উপমা 'আদিত্যের ক্ষোভ' ছা. ৩।৫।৩। [৩]তু. ঋ. ১।১৬১।১৪ টী. ১৬০।· আরও তু. সূর্যো নো দিবস্ পাতু বাতো অন্তরিক্ষাৎ, অগ্নির্ ন পার্থিবেভ্যঃ ১০।১৫৮।১। এখানে বাত=বায়ু। সূর্য বায়ু অগ্নি পরমদেবতার তিনটি বিভূতি (তু. ক. ২।২।৯-১১)। কৌ.তে এরা অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যথাক্রমে প্রজ্ঞা প্রাণ ও ভূত, যদিও সেখানে প্রাণে ব্রহ্মদৃষ্টিহেতু তারই প্রাধান্য (৩।৯)। ঋ.তে এই তিনটি দেবতা 'ত্রয়ঃ কেশিনঃ (১।১৬৪।৪৪)। [৪]তু. 'আত্মা তে বাতো রজ আ নবীনোৎ'—আত্মা তোমার বাতাস হয়ে ভুবন (প্রতিধ্বনিত করে) গর্জে চলল ৭।৮৭।২। **নবীনোৎ** < √নু 'শব্দ করা,' ভৃশার্থে; তু. 'প্র-ণব' যা দ্যাবাপৃথিবীর বিযোজনজনিত 'স্ফোট' বা আদি বাক্। তাহতে সৃষ্টি। সৃষ্টি তাইতে অন্তরিক্ষের ব্যাপার।

৫৭৬ ঋ. ৬।৫০।১২, ১০।৬৫।৯, ৬৬।১০—অন্যান্য দেবতার সঙ্গে। কেবল এই দুজন 'পর্জন্যবাতা বৃষভা পৃথিব্যাঃ পুরীষাণি জিন্বতম্ অপ্যানি'—হে পর্জন্য এবং বাত, পৃথিবীর পরে 'হে বীর্যবর্ষী,

অন্তরিক্ষস্থান সব নৈসর্গিক দেবতাই আছেন। পুবালী হাওরা বইতে লাগল, আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল, শোনা গেল দেওবার গুরুগর্জন, চমকাল বিদ্যুৎ—ইন্দ্রের বৃত্রসংহারের উন্মাদনায় থরথরিয়ে উঠল প্রাণের অন্তরিক্ষ। অবশেষে কবন্ধ মেঘের বিদীর্ণ বক্ষ হতে নামল পর্জন্যের ধারাসার। প্রাণের বিজয়মহিমার এই পুরা ছবি ধরা আছে বাত-পর্জন্যের প্রত্যাহারের মধ্যে। তাঁরা তাই সর্বাপূরক চিন্ময় প্রাণের নিষেকে পৃথিবীর বন্ধ্যাত্ব ঘোচান;[১] মহাজ্যোতির্ময় বজ্র তাঁদের হাতে;[২] আমাদের জ্যোতিরেষণাকে তাঁরা আপ্যায়িত করেন তাঁদের সংবেগে।[৩] দীর্ঘ অনাবৃষ্টির পর প্রাণের অন্তরিক্ষ যখন মেঘবাষ্পের আর্দ্রতায় ছেয়ে যায়, তখন তার মধ্যে আসন্ন বর্ষণের সংবেগ সঞ্চারিত করেন তাঁরা; আর তখনই আমাদের সত্যকার আকূতিতে প্রসন্ন মরুদ্গণ নতুন করে গড়েন আমাদের ভুবনকে—কেননা তাঁরা কবি, তাঁরা জগতের অধিষ্ঠান।[৪]

ঋক্সংহিতায় বাতের উদ্দেশে ছোট্ট দুটি সূক্ত পাওরা যায় দশম মণ্ডলের শেষের দিকে [৫৭৭]। ঋষিনামে সাযুজ্যভাবনার ইঙ্গিত আছে। প্রথম সূক্তের ঋষি 'বাতায়ন অনিল'—ঈশোপনিষদে উল্লিখিত সিদ্ধপ্রাণের অমৃতানুভবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[১] দ্বিতীয় সূক্তের ঋষি 'বাতায়ন উল' প্রাণের সর্বব্যাপিত্বের সূচক।[২] অনিল বলছেন:

'এখন বাতের রথের মহিমার কথা আমি (বলছি)। সব ভেঙে-চুরে ছুটেছে (রথ), বজ্রের গর্জন তুলছে তার নির্ঘোষ। দ্যুলোক ছুঁয়ে চলেছে সে, সব অরুণ করে। আবার ছুটেছে পৃথিবীর রেণু উড়িয়ে দিকে-দিকে [৫৭৮]।

'দিকে-দিকে সামনে-পিছনে চলে বাতের বিচিত্র বিভূতিরা। এঁর কাছে আসে ওরা—মেলায় যেমন মেয়েরা। সেই সঙ্গিনীদের নিয়ে একই রথে দেবতা চলেন এই বিশ্বভুবনের রাজা হয়ে [৫৭৯]।'

অপ্ হতে জাত কুয়াসাদের প্রাণচঞ্চল কর তোমরা ৬।৪৯।৬। 'অপ্যানি পুরীষাণি' সৃষ্টির আদিতে মহাপ্রাণের জ্যোতির্বাষ্পও (তু. পিতরং…দিব আহুঃ পরে অর্ধে পুরীষিণম্ ১।১৬৪।১২)। **পুরীষ** 'পৃণাতেঃ পূরয়তের্ বা' নি. ২।২২ (তু. IE. *pele* to fill, Lat. *ptere* 'to fill')। ১৬।৪৯।৬, পর্জন্যবাতা বৃষভা পুরীষিণা ১০।৫৫।৯। ২বাতাপর্জন্যা মহিষস্য তন্যতোঃ (ধর্তারৌ) ১০।৬৬।১০। ৩পর্জন্যবাতা পিপ্যতাম্ ইষং নঃ ৬।৫০।১২। ৪দ্র. টী.র প্রারম্ভ + 'সত্যশ্রুতঃ কবয়ো যস্য গীর্ভির্ জগতঃ স্থাতর্ জগদ্ আ কৃণুধ্বম্'—সত্যশ্রবণকারী হে কবিগণ, যার বাণীতে (তোমরা প্রসন্ন) হে জগতের অধিষ্ঠান (মরুদ্গণ), (তার) জগৎকে আকার দাও তোমরা ৬।৪৯।৬। 'কবয়ঃ' মরুতেরা; তাঁরাই একবচনে 'স্থাতঃ'—'গণ' বোঝাতে।

৫৭৭ ঋ. ১০।১৬৮, ১৮৬ সূ.। অনুক্রমণিকায় দেবতা 'বায়ু'; কিন্তু সূক্তে পাই 'বাত'। ১ঈ. ১৭। ২'উল'॥ 'উর' < √বৃ 'ছেয়ে ফেলা'।

৫৭৮ ঋ. বাতস্য নু মহিমানং রথস্য রুজন্ এতি স্তনয়ন্ অস্য ঘোষঃ, দিবিস্পৃগ্ যাত্য্ অরুণানি কৃণ্বন্ উতো এতি পৃথিব্যা রেণুম্ অস্যন্ ১০।১৬৮।১। পশ্চিমের 'আঁধি'র ছবি। বাত যেন রথের মত—এই ধ্বনিও আছে (Geldner)।

৫৭৯ ঋ. সং প্রেরতে অনু বাতস্য বিষ্ঠা ঐনং গচ্ছন্তি সমনং ন যোষাঃ, তাভিঃ সযুক্ সরথং দেব ঈয়তে ঽস্য বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা ১০।১৬৮।২। ল. √ঈর্এর তিনটি উপসর্গ 'সম্' (তু. 'সমীর') 'প্র', 'অনু'—বোঝাচ্ছে ঝড়ের এলোমেলো দাপট (তু. ১।১৬৪।৩১)। তারাই বাতের শক্তিরূপ 'বিষ্ঠাঃ' অর্থাৎ যাদের বিচিত্র স্থিতি (তু. যাবদ্ ব্রহ্ম 'বিষ্ঠিতং' তাবতী বাক্ ১০।১১৪।৮)। **সমন** 'সংগ্রাম' নিঘ. ২।১৭; মূলত 'সম্-মেলন,' উপসর্গ

'অন্তরিক্ষের পথে-পথে চলতে গিয়ে তিনি তো থেমে যান না একদিনের জন্যেও। অপ্‌দের সখা ইনি, (সৃষ্টির) প্রথম জাতক ও ঋতবান্—কোথায়-বা তাঁর জন্ম, কোথা হতে হলেন আবির্ভূত [৫৮০] ?

'আত্মা তিনি দেবতাদের, ভুবনের প্রাণ, যেমন খুশি বিচরণ করেন এই দেবতা। নির্ঘোষই এঁর শোনা যায়, রূপ তো দেখা যায় না। সেই বাতের উদ্দেশে চলুক আমাদের আহুতির অভিযান [৫৮১]।'

ঝড় আর এলোমেলো হাওয়ার মাতামাতিতে বিশ্বপ্রাণের দোলা লেগেছে ঋষির হৃদয়ে। এ যেন সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তে সেই 'মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতম্', যেন অরূপা 'গৌরীর্ মিমায় সলিলানি তক্ষতী'।

পরের সূক্তটি একটি বিশ্বজনীন প্রার্থনা। তাতে দার্শনিকতা নাই, আছে বিপ্রের কম্প্রহৃদয়ের আকূতি। ঋষি বলছেন :

'বাত বয়ে আনুন ভৈষজ্য—যা শান্তিস্বরূপ আনন্দস্বরূপ হবে আমাদের হৃদয়ে। আমাদের আয়ুর প্রতরণ হ'ক তাঁর প্রসাদে [৫৮২]।

'তাছাড়া হে বাত, পিতা তুমি আমাদের, আবার ভ্রাতা, আবার আমাদের সখাও। সেই তুমি এমন কর যেন আমরা বেঁচে থাকি [৫৮৩]।

'ওই যে হে বাত, তোমার ঘরে অমৃতের সঞ্চয় নিহিত, তাথেকে আমাদের দাও—বাঁচবার জন্য [৫৮৪]।'

এখানে অন্তর্নিহিতধাত্বর্থ এবং তার পরেই প্রত্যয় (সন্ + অন ; তু. নি-ম্ন, অব-ত, প্র-তম···), অথবা ধাতুকল্পনা নিষ্প্রয়োজন। ঝড় বইলে পর পাতার মর্মরে গাছের দোলায় নদীর বুকের কাঁপনে ফুটে ওঠে যেন নৃত্য গীত বাদ্য আর চামরবীজন সহ রাজসমারোহের ছবি।

৫৮০ ঋ. অন্তরিক্ষে পথিভির্ ঈয়মানো ন নি বিশতে কতমচ্ চনা হঃ, অপাং সখা প্রথমজা ঋতাবা ক্ব স্বিজ্ জাতঃ কুত আ বভূব ১০।১৬৮।৩। 'অপাং সখা' তু. বৃষ্টিং পরিজ্মা বাতো দদাতু ৭।৪০।৬, দ্র. টীমূ. ৫৭৪। আরও তু. বাত-পর্জন্যের সংস্তব। 'প্রথমজা' তু. ৩।২৯।১১, দ্র. টীমূ. ৫৭৪৫। 'প্রথমজা ঋতস্য' বিশ্বমূল তত্ত্ব : তু. ১।১৬৪।৩৭, প্রথমজা ঋতাবা ৬।৭৩।১ (বৃহস্পতি), • ঋতস্য ১০।৫।৭ (অগ্নি), ৬১।১৯ (ঐ), • ঋতেন ১০।৯।১। ঋকের শেষ পাদ তু. ১০।১২৯।৬। 'ন নি বিশতে' তু. অনিপদ্যমানম্' ১।১৬৪।৩১।

৫৮১ ঋ. আত্মা দেবানাং ভুবনস্য গর্ভো যথাবশং চরতি দেব এষঃ, ঘোষা ইদ্ অস্য শৃণ্বিরে ন রূপং তস্মৈ বাতায় হবিষা বিধেম ১০।১৬৮।৪। এখানে উপনিষদুক্ত সেই মহাভূতের নিশ্বসিত। সমস্ত জগৎ একটা প্রাণস্পন্দন (তু. ক. যদ্ ইদং কিং চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্ ২।৩।২)।

৫৮২ ঋ. বাত আ বাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদে, প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ ১০।১৮৬।১।

৫৮৩ ঋ. উত বাত পিতা.সি ন উত ভ্রাতো.ত নঃ সখা, স নো জীবাতবে কৃধি ১০।১৮৬।২। শেষ পাদের 'জিজীবিষা' বৈদিক অধ্যাত্মভাবনার বৈশিষ্ট্য ; তু. 'জীবাতবে' প্রতরং সাধয়া ধিয়ো হব্যে ১।৯৪।৪, অয়ম্ অগ্নিঃ··· দেবো • কৃতঃ ১০।১৭৬।৪···। এ-বাঁচা আলোর মধ্যে বাঁচা : তু. মা জ্যোতিষঃ প্রবসথানি গন্ম বি ষূ মৃধঃ (অবজ্ঞাকারীদের) শিশ্রথঃ (শিথলে দাও, যাতে তারা এলিয়ে পড়ে) 'জীবসে' নঃ ২।২৮।৭। আরও তু. অস্মে শতং শরদো • ধাঃ ৩।৩৬।১০ (দ্র. শৌ. পশ্যেম শরদঃ শতম্···১৯।৬৭), ঋ. যস্য তে দ্যুম্নবৎ পয়ঃ (জ্যোতির্ময় আপ্যায়নী ধারা) পবমানা.ভৃতং দিবঃ, তেন নো মৃল. (নন্দিত কর) • ৯।৬৬।৩০। সু. ঈ. ২।

৫৮৪ ঋ. যদ্ অদো বাত তে গৃহে ঽমৃতস্য নিধির্ হিতঃ, ততো নো দেহি জীবসে ১০।১৮৬।৩।

দেহে আরোগ্য, হৃদয়ে শান্তি আর সুখ, দেবতাকে জানা আত্মীয় বলে, তাঁর অমৃতের শরীক হওয়া—এই তো জীবনের কৃতার্থতা।

বাতের পর **বায়ু**, নিঘণ্টুতে যিনি অন্তরিক্ষস্থান দেবতাদের প্রথমগামী। তাঁর সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা এই প্রকরণের গোড়াতেই করা হয়েছে। এখন তাকে ভিত্তি করে তাঁর বৈশিষ্ট্যের প্রপঞ্চন করা যাক।

প্রথমেই লক্ষণীয়, অন্তরিক্ষস্থান দেবতাদের পুরোধারূপে বায়ু আর ইন্দ্রের বিকল্প থাকলেও সংহিতায় ইন্দ্রের তুলনায় তাঁর পুরুষবিধতা খুবই অস্পষ্ট। ভূতরূপে তিনি নীরূপ [৫৮৫], কিন্তু দেবতারূপে 'দর্শত' বা দর্শনীয় এবং 'কেশী'। তখন বিদ্যুদ্দাম তাঁর কেশ।[১] মরুদ্‌গণ তত্ত্বত বায়ুরই প্রকারভেদ, অথচ সংহিতায় তাঁদেরও চিত্রকল্প ইন্দ্রের মত প্রোজ্জ্বল। বায়ুর বর্ণনায় নীরূপতার দিকে এই-যে ঝোঁক, মনে হয় অতি সহজেই তা অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণের সঙ্গে তাঁর সমীকরণের অনুকূল হয়েছে। বিরাট্ পুরুষের প্রাণ হতে বায়ুর জন্ম, একথা সংহিতাতেই পাই।[২] ব্রাহ্মণে, বিশেষত তার উপনিষদ্-ভাগে, প্রাণের প্রসঙ্গ বায়ুকেও ছাপিয়ে উঠেছে—এটি লক্ষ্য করবার মত। একে যজ্ঞভাবনার অধ্যাত্ম রূপান্তরের সূচক বলে ধরে নিতে পারি। ক্রমে এটি একটি বিশিষ্ট সাধনাধারায় পর্যবসিত হল—মুনিরা হলেন যার বাহন। ঋক্‌সংহিতার মুনিসূক্তে বাত এবং বায়ুর সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এর ইশারা মেলে।[৩] সেখানে দেখি, মুনিরা 'বাত-রশনাঃ'—বাতাস তাঁদের কটিবন্ধ বা লাগাম অর্থাৎ তাঁরা নগ্ন এবং প্রাণসংযমনের সাধক।[৪] যখন দেবতারা তাঁদের মধ্যে আবিষ্ট হন, তখন তাঁরা বাতাসের সংবেগের অনুগমন করেন।[৫] তাঁরা বলেন, '(নিঃসঙ্গ) মুনির ভাবে উন্মত্ত আমরা বাতাসেই রয়েছি অধিষ্ঠিত। তোমরা মর্ত্যেরা আমাদের শরীরটাকেই (শুধু) দেখ—(আমাদের

---

৫৮৫ তু. ঋ. 'ত্রয়ঃ কেশিন ঋতুথা বি চক্ষতে সংবৎসরে বপত এক এষাম্, বিশ্বম্ একো অভি চষ্টে শচীভির্ ধ্রাজির্ একস্য দদৃশে ন রূপম্'—তিনটি কেশবান্ দেবতা স্বতচ্ছন্দে চেয়ে-চেয়ে দেখেন ; এঁদের একজন বছরে-বছরে কামিয়ে দেন (পৃথিবীকে) ; বিশ্বের দিকে একজন চেয়ে থাকেন তাঁর সব শক্তি নিয়ে ; সংবেগই একজনের দেখা যায়—রূপ নয় ১।১৬৪।৪৪। তিনটি দেবতা যথাক্রমে অগ্নি সূর্য এবং বায়ু। অগ্নির কেশ তাঁর অর্চিঃ, বায়ুর কেশ বিদ্যুৎ, আর সূর্যের কেশ তাঁর রশ্মি (বৃদে. ১।৯৪)। শীতের শেষে বছরে-বছরে পাহাড়ে আগুন লাগে, পাহাড় নেড়া হয়ে যায়—এটি উত্তরাখণ্ডেরও একটি সাধারণ ঘটনা। তাকেই এখানে বলা হয়েছে পৃথিবীকে কামিয়ে দেওয়া। **শচী**< √শক্ 'সমর্থ হওয়া', শক্তি (নিঘ. 'কর্ম' ২।১, 'বাক্' ১।১১, 'প্রজ্ঞা' ৩।৯)। ইন্দ্র 'শক্র', তাঁর শক্তি 'শচী'—অতএব তিনি 'শচীর' শচীপতি (ঋ. ৮।৩৭।১-৬…)। পুরাণে 'শচী' ইন্দ্রাণী, ঋ.তেও তাঁর আভাস পাওয়া যায় ; তাঁর পুত্রেরা শত্রুঘ্ন, তাঁর কন্যা বিরাট্, তিনি সপত্নী (১০।১৫৯।৩)। বায়ুর গতিই দেখা যায় ঝড়ের মাতনে—কিন্তু রূপ নয়। অন্যত্র বাতাসের নির্ঘোষই শোনা যায়—রূপ দেখা যায় না ১০।১৬৮।৪। [১]দ্র. টী. ২৩১১ ; তু. 'অপশ্যং' গোপাম্ অনিপদ্যমানম্ ১।১৬৪।৩১। 'দর্শত' ১।২।১। তবে সংজ্ঞাটির অর্থ 'দর্শনীয়' এবং 'দর্শক' দুইই হতে পারে। [২]প্রাণাদ্ বায়ুর্ অজায়ত ১০।৯০।১৩। [৩]দ্র. ১০।১৩৬ সূ.। [৪]১০।১৩৬।২ ; তৈআ. ২।৭।১ ; দ্র. বেমী. পৃ. ৯৫১০, ১০৯৪৮। অত্র সা.র মন্তব্য : 'প্রাণোপাসনয়া প্রাণরূপিণো বায়ুভাবং প্রপন্না ইত্যর্থঃ।' [৫]ঋ. বাতস্যা.নু ধ্রাজিং যন্তি যদ্ দেবাসো অবিক্ষত ১০।১৩৬।২। শ্বে.তে

নয়)।[৬] বস্তুত, দেবতার প্রেরণায় মুনি যেন বাতাসের ঘোড়া, বায়ুর সখা। তাইতে দুটি সমুদ্রই তিনি ছেয়ে আছেন—যা পুবে, আর যা পশ্চিমে।[৭] বায়ু তাঁর কাছে এসে মন্থন করলেন, আর পেষণ করলেন কুজিকা—কেশী বা জটাধর মুনি বিষের পাত্র নিয়ে যা পান করলেন রুদ্রের সঙ্গে।[৮] এই শেষের মন্ত্রটিতে হঠযোগের প্রাণনিরোধ, কুণ্ডলিনী উত্থাপন এবং বিষপানে শিবের মৃত্যুঞ্জয় হওয়ার সুনিশ্চিত ইঙ্গিত আছে। 'বিষ' সম্ভবত ঋষিদের সোমের মতন এমন-কোনও উন্মাদন পানীয়, যার ক্রিয়া নাড়ীতন্ত্রে ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ে যেন আগুন ধরিয়ে দেয়।[৯]

বায়ু আর প্রাণের একতা ঋক্‌সংহিতায় স্পষ্ট উল্লিখিত হলেও উপনিষদের পঞ্চ-বৃত্তিক প্রাণের উদ্দেশ সেখানে আমরা পাই না—যদিও 'প্রাণ' সংজ্ঞার উল্লেখ একাধিক জায়গায় আছে [৫৮৬]। ঋক্‌সংহিতার একজায়গায় প্রাণ আর অপান এই দুটি মুখ্য বৃত্তির কথা পাওয়া যায়।[১] যজুঃসংহিতায় প্রাণ অপান ব্যান এবং উদানের উল্লেখ আছে।[২] সংহিতায় সমানের সন্ধান পাওয়া যায় না।[৩] শৌনকসংহিতার প্রাণসূক্তে[৪]

এটি অগ্নিমন্থনের পরিণামে বায়ুর অধিরোহণের ফল, যোগীরা যাকে বলেন 'মহাবায়ুর মাথায় চড়া'। [৬]ঋ. উন্মদিতা মৌনেয়েন বাতাঁ তস্থিমা বয়ম্, শরীরে.দ্ অস্মাকং যূয়ং মর্তাসো অভি পশ্যথ ১০।১৩৬।৩। 'মৌনেয়' তু. বৃ. ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ, বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্যা.থ মুনিঃ, অমৌনং চ মৌনং চ নির্বিদ্যা.থ ব্রাহ্মণঃ ৩।৫।১। [৭]ঋ. বাতস্যা.শ্বো বায়োঃ সখা হথো দেবেষিতো মুনিঃ, উভৌ সমুদ্রাব্ আ ক্ষেতি যশ্ চ পূর্ব উতা.পরঃ ১০।১৩৬।৫। 'বাতস্য অশ্বঃ' বাতাসই যেন ঘোড়া; তু. ১০।১৬৮।১, টী. ৫৭৮। অশ্বের উল্লেখে বাতের নৈসর্গিক রূপ সূচিত হচ্ছে। 'বাত' এবং বায়ু'র ভেদ ল.। হঠযোগের 'অশ্বিনী'-মুদ্রায় মহাবায়ু উজান বয়। কিন্তু ক্রিয়ার মূলে দেবতার বা দিব্যভাবনার প্রেরণা থাকা চাই। সে-প্রেরণা দেন প্রজাপতি—হুঙ্কাররূপ 'অনিরুক্ত সঞ্চর ত্রয়োদশ স্তোভে'র দ্বারা (ছা. ১।১৩।৩, দ্র. বেমী. পৃ. ১১৬৭৭; প্রজাপতি 'অনিরুক্ত' অর্থাৎ অনির্বচনীয় ঐব্রা. ৬।২০, তৈব্রা. ১।৩।৮.৫, তা. ১৮।৬।৮, শব্রা. ১।১।১।১৩…)। মুনি পূর্বাপর দুটি সমুদ্র ছেয়ে থাকেন—সূর্যের মত: পূর্বে তাঁর উদয়, পশ্চিমে অস্তময়ন (তু. অন্তরিক্ষেণ পততি বিশ্বা রূপা.বচাকশৎ ৪)। [৮]বায়ুর্ অস্মা উপা.মন্থৎ পিনষ্টি স্ম কুনন্নমা, কেশী বিষস্য পাত্রেণ যদ্ রুদ্রেণা.পিবৎ সহ ১০।১৩৬।৭। মুনি রুদ্রের সঙ্গে বিষের পাত্রে বিষ পান করলেন। সে-বিষকে পেষণ করলেন কুনন্নমা। সংজ্ঞাটির ব্যু.তে সা.: 'কুৎসিতম্ অপি ভৃশং নময়িত্রী, স্বয়ং নময়িতুম্ অশক্যা মাধ্যমিকা বাক্, কুপূর্বান্ নময়তেঃ পচাদ্যচি যঙো লুক্।' কিন্তু ধাতুটি ণিজন্ত কল্পনা করা অনাবশ্যক—'কুৎসিতং যথা স্যাৎ তথা ভৃশং নমতি' এ-ব্যাখ্যাই সহজ। 'কুনন্নমা' তাহলে 'বিশ্রীরকমের কুঁজো মেয়ে।' তন্ত্রে কুণ্ডলিনীকে বলা হয় 'কুব্জিকা'—সাপের মত স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে পেঁচিয়ে আছেন বলে। বেদে তিনি 'অহিঃ বুধ্ন্যঃ'। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মূলাধারস্থিত যোনিকন্দ। তার 'পেষণে' বা আকুঞ্চনে 'অন্ধঃ' বা ভোগবতী সোমের ধারা বায়ুর দ্বারা আলোড়িত হয়ে উজান বয়। এইটিই বায়ুর 'উপমন্থন'। তার ফলে অন্ধঃ হয় শুচি সোম—যা বিষ ছিল, তা হয় অমৃত। তা-ই রুদ্রের বিষপানে অমর হওয়া। ল. কুণ্ডলিনীযোগ হঠযোগীদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত এবং তাঁরা মুনিপন্থী ও শৈব। [৯]'বিষ' < √বিষ্ 'সক্রিয় হওয়া, ছড়িয়ে পড়া'। বিষপানে মৃত্যু হয়। আবার যোগের সমাধিও জীয়ন্তে মরার অবস্থা। তাই তা যেন অলৌকিক বিষপান। নেশার দ্বারা বাইরের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে অন্তশ্চেতন হওয়া আজ পর্যন্ত এদেশে আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ। ঋষিদের সোম ছিল ভাং। মুনিদের বিষ কি ধুতুরা, যা শিবের প্রিয়? …ঋ.তে বিষপ্রসঙ্গ দ্র. ১।১৯১।১০-১৬।

৫৮৬ ঋ.তে সাধারণ অর্থে প্রাণের উল্লেখ: আয়ুঃ প্রাণঃ ১।৬৬।১, বিশ্বস্য হি প্রাণনং জীবনং ত্বে ১।৪৮।১০, য়ম্ উ দ্বিষস্ তম্ উ প্রাণো জহাতু ৩।৫৩।২১, ১০।৯০।১৩, যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি ১২৫।৪, 'ইন্দ্রঃ' বিশ্বস্য জগতঃ প্রাণতস্ পতিঃ ১।১০১।৫। [১]১।১৬৯।২; দ্র. টী. ৩২০, ১২৭২। [২]মা. ১৫।৬৪। [৩]ঋ.তে 'সমান' অনেক আছে, কিন্তু তা 'স-মান'। [৪]শৌ. ১১।৪।

প্রাণের দার্শনিক বিবৃতি আছে, কিন্তু তার পশ্চাৎপটে রয়েছে বাত-পর্জন্যের ছবি। এমনি করে অধিভূত বাত, অধিদৈবত বায়ু আর অধ্যাত্ম প্রাণ সংহিতায় ওতপ্রোত হয়ে আছে। বায়ুর প্রসঙ্গে এই কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে।

ঋক্‌সংহিতায় বায়ুর উদ্দেশে মাত্র দুটি পূর্ণ সূক্ত আছে [৫৮৭]। তার আশেপাশে এবং অন্যত্রও কয়েকটি ইন্দ্র-বায়ুসূক্ত আছে, যাদের মধ্যে দুটি দেবতা এমনভাবে মিশে আছেন যে তাঁদের পৃথক করা কঠিন। বরং দেখা যায়, অনেকজায়গাতে বায়ুর ধর্মই ইন্দ্রে উপচরিত হয়েছে।[১] এছাড়া বায়ুর উদ্দেশে কিছু প্রকীর্ণ মন্ত্রও আছে।[২]

এইসব সূক্তে এবং মন্ত্রে বায়ুর সর্বদেবসাধারণ গুণ ছাড়া এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে: বায়ু 'শ্বেত', বায়ু 'নিযুত্বান্', বায়ু সোমের 'শুচিপা' এবং 'পূর্বপা'। একে-একে এই তিনটি বিশেষণের আলোচনা করা যাক।

বসিষ্ঠ বায়ুকে বলছেন 'শ্বেতং ররুধিতিং নিরেকে'—তিনি শুভ্র হয়ে জ্যোতি নিহিত করেন শূন্যতায় [৫৮৮]। আর তখনই নির্মেঘ নির্মল উষার আলোয় চারদিক ঝলমলিয়ে ওঠে, বিপুল জ্যোতি খুঁজে পান ধ্যানীরা, গুহাহিত রশ্মির বৈপুল্যকে অপাবৃত করেন উতলা সাধকেরা, আর তাঁদের সেই আবরণমোচনের সঙ্গে-সঙ্গে ভোরের আলোয় বয়ে চলে প্রাণের ধারারা।[৩] এখানে ফলশ্রুতিসমেত প্রাণের ধ্যানের একটি বর্ণাঢ্য বিবৃতি পাচ্ছি, ঔপনিষদভাবনায় দেখি যার বিচিত্র প্রপঞ্চন। গোড়ার কথা হল 'নিরেক' বা ভিতরটাকে একেবারে খালি করে দেওয়া। নৈসর্গিক রীতিতে এটি হয় সুষুপ্তির সময়। তখন মন থাকে না, কিন্তু প্রাণের আগুন হয়ে সে শূন্যতায় জ্বলতে থাকে, তার আলোই পরমলোকে অধিষ্ঠিত পুরুষের স্বয়ংজ্যোতি বা বিশুদ্ধ আত্মবোধ। এই বোধের নৈসর্গিক বা অধিভূত প্রতীক হল নীরূপ বায়ুর শুভ্রতা—যেমন এই মন্ত্রে বর্ণিত ভোরের আলোয় ঝলমল অন্তরিক্ষের রিক্ততায়। অন্তরিক্ষ একেবারে শূন্য নয়, সেখানে দেবতা আছেন প্রাণরূপে।[৪] এ-দেবতার তনু

---

৫৮৭ ঋ. ১।১৩৪, ৪।৪৮ সূ.। [১]তু. ১।১৩৫, ৪।৪৬, ৪৭, ৭।৯০, ৯১, ৯২, দুটি দেবতার প্রকীর্ণ উল্লেখ ৫।৫১।৪-৭,১০। [২]১।২।১-৩, ২৩।১, ২।৪১।১, ২, ৮।২৬।২০-২৫, ৪৬।২৫-২৮, ১০১।৯-১০।

৫৮৮ ঋ. ৭।৯০।৩। **নিরেক**<নি √রিচ্, 'সব-কিছু খালি করে দেওয়া', শূন্যতা (তু. বৈপ.): দ্র. ঋ. ৮।২৪।৩, আ নিরেকম্ উত প্রিয়ম্ ইন্দ্র দর্ষি জনানাম্ (যে-রিক্ততাকে মানুষেরা ভালবাসে, তার আবরণ উন্মোচন কর ; এই রিক্ততা 'শম্') ৪, ৩৩।২, শীর্ষন্ ইন্দ্রস্য ক্রতবো নিরেকে (মূর্ধন্য শূন্যতায় তাঁর যত সৃষ্টিবীর্য) ৯৬।৩, দদাশদ্ অসন্ নিরেকে অদ্রিবঃ সখা তে (সব তোমায় দিয়ে রিক্ত হয়ে যে তোমার সখা হয়, হে বজ্রধর) ৭।২০।৮, ১।৫১।১৪। এইথেকে 'ধনাভাব' ৭।১৮।২৩। [৩]তু. উচ্ছন্ন্ উষসঃ সুদিনা অরিপ্রা উরু জ্যোতির্ বিবিদুর্ দীধ্যানাঃ, গব্যং চিদ্ ঊর্বম্ উশিজো বিবব্রুস্ তেষাম্ অনু প্রদিবঃ সস্রুর্ আপঃ ৭।৯০।৪। 'সুদিন' আলোয় ঝলমল, যেমন 'দুর্দিন' মেঘে ছাওয়া (তু. ইন্দ্র…ধেহি সুদিনত্বম্ অহ্নাম্ ২।২১।৬)। 'অরিপ্রা'< √রিপ ॥লিপ্, 'লেপন করা ; ময়লা মাখান'। [২]প্র. ৪।১০০। [৩]বৃ. ৪।৩।৯-২০। [৪]তু. মা. য়ো দেবানাং চরসি প্রাণথেন ১১।৩৯। সমগ্র

স্বচ্ছ হতেও স্বচ্ছ, দ্যুলোকের প্রকাশকে কখনও তা আড়াল করে না। আলো যদি প্রজ্ঞার প্রতীক হয়, তাহলে বায়ুর মধ্যে প্রজ্ঞা আর প্রাণ একাকার—যেমন দেখেছি কৌষীতক্যুপনিষদে ইন্দ্রের বেলায়। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তাই বলতে পারি, প্রাণের স্বচ্ছতাতেই প্রজ্ঞার অবাধ প্রকাশ। পতঞ্জলির প্রাণায়াম তারই সাধন, তার ফল প্রকাশাবরণের ক্ষয়।[৫] বেদে বায়ুর এই নীরূপ স্বচ্ছতার সংজ্ঞা হল 'নিরেক' আর তার ভিতর দিয়ে প্রজ্ঞার স্বচ্ছন্দ প্রকাশের ফলে তিনি দর্শত' এবং 'শ্বেত'। বায়ুর এই জ্যোতিঃস্বরূপতা দ্যোতিত হয়েছে শৌনকসংহিতার একটি বায়ুসূক্তে এবং তৈত্তিরীয়সংহিতায় বায়ুর উদ্দেশে শ্বেতপশু আলম্ভনের বিধানে।[৬]

বায়ু 'নিয়ুত্বান্', বসিষ্ঠের ভাষায় 'শ্বেতঃ…নিয়ুতাম্ অভিশ্রীঃ'—তিনি শুভ্র, নিয়ুতেরা তাঁর আশ্রয় এবং তিনি তাদের অধিষ্ঠাতা [৫৮৯]। নিঘণ্টুতে বায়ুর বাহনদের বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল 'নিয়ুৎ'।[১] কিন্তু ঋক্‌সংহিতায় কোথাও-কোথাও ইন্দ্রও নিয়ুত্বান্ এবং তা বায়ুর সঙ্গে ইন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্যই।[২] এই কারণে একজায়গায় মরুদ্‌গণও 'নিয়ুত্বন্তঃ'।[৩] এছাড়া সোম অশ্বিদ্বয় এবং মিত্রাবরুণের বেলাতেও নিয়ুৎএর উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪]

বায়ুর বাহনদের নাম 'নিয়ুৎ' হল কেন? শব্দটি স্পষ্টতই এসেছে 'যু' ধাতু থেকে, যার একটি অর্থ হচ্ছে 'যুক্ত করা'। যাস্ক অর্থত এই ব্যুৎপত্তি দিয়েও বলছেন, নিয়মন বা নিয়ন্ত্রণ অর্থও এর মধ্যে আছে [৫৯০]। তাঁর এই প্রকল্পের সমর্থন সংহিতাতেই পাই।[১] কিন্তু 'যু' ধাতুর আরেকটি অর্থ হচ্ছে 'বেষ্টন করা' যাথেকে নিষ্পন্ন হয়েছে 'য়ো-নি' বা গর্ভাশয়।[২] 'নি-যুৎ'এর মধ্যে এই অর্থের ধ্বনি আছে। উপসর্গের

বায়ুমণ্ডল যেন প্রাণের তরঙ্গবিথার, আর তা বিশ্বদেবতার নিশ্বসিত। [৫]যোসূ. ২।৫২। [৬]শৌ. বায়ো যৎ তে তপঃ…হরঃ…অর্চিঃ…শোচিঃ…তেজস্ তেন তম্ অতেজসং কৃণু য়ো অস্মান্ দ্বেষ্টি য়ং বয়ং দ্বিষ্মঃ ২।২০ সূ.। এটি একটি শত্রুনাশন সূক্ত। শেষের উক্তিটি বেদের অনেকজায়গায় পাওয়া যায়। যাঁরা অহিংসাকে মহাব্রত বলে ঘোষণা করেন (দ্র. যোসূ. ২।৩১), তাঁরা কেউ এক গালে চড় দিলে আরেক গাল ফিরিয়ে দেবার কথা বলবেন। কিন্তু এতে বুদ্ধের সায় থাকলেও কৃষ্ণের সায় নাই। বেদপন্থীর নীতি হল, আমরা কারও প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করব না। কিন্তু কেউ যদি নিরর্থক বিদ্বেষ দেখায়, আমরা তার সমুচিত জবাব দেব। এটা ক্ষাত্রধর্ম, এবং ব্রাহ্মণ্যের সঙ্গে তার বিরোধ নাই। দ্র. টী. ৪৮৮…। এই সূক্তটির আগে অগ্নির উদ্দেশে অনুরূপ একটি সূক্ত আছে এবং পরে আছে সূর্য চন্দ্র ও অপ্‌দের উদ্দেশে একই ছাঁচের তিনটি সূক্ত। মনে হয়, অগ্নিসূক্তটিই আদিম, পরেরগুলি তার অনুকৃতি। পৃথিবী অন্তরিক্ষ দ্যুলোক, বিশ্বের মন আর প্রাণ সব আত্মবীর্যে সন্দীপ্ত হয়ে উঠুক, ব্রহ্মদ্বেষীরা নির্বীর্য হ'ক—প্রার্থনার এই তাৎপর্য।…তু. তৈস. ২।১।১।১, দ্র. টী. ৩৩৯[১]।

৫৮৯ ঋ. ৭।৯১।৩। **অভিশ্রী**—তু. (বৈশ্বানরঃ) রাজা হি কং ভুবনানাম্ অভিশ্রীঃ ১।৯৮।১, রিরাণ, মিত্রাবরুণয়োর্ ০ ১০।১৩০।৫, ৯।৭৯।৫, ৮৬।২৭…। [১]নিঘ. ১।১৫। [২]ঋ. ১।১০১।৯, ৪।৪৭।৩, ৬।২২।১১, ৪০।৫, ৮।৯৩।২০…। [৩]৫।৫৪।৮; অধ য়দ্ এষাং নিয়ুতঃ পরমাঃ সমুদ্রস্য চিদ্ ধনয়ন্ত (ছুটে চলে) পারে (অন্তরিক্ষস্থ প্রাণসমুদ্রের উপান্তে) ১।১৬৭।২ (তু. ৬।৬২।১১)! [৪]২।৪১।৩, ৯।৮৯।৬; ৬।৬২।১১, ৭।৭২।১, ১০।২৬।১, ৩।৫৮।৭; ১।১৮০।৬।

৫৯০ তু. নি. নিয়ুতো নিয়মনাদ্ বা নিয়োজনাদ্ বা ৫।২৮। [১]তু. ঋ. নিয়ুত্বানা নিয়ুতঃ…ইন্দ্রবায়ূ ৭।৯১।৫, ৪০।২; আরও তু. ১০।৭০।১০ (√যু)। [২]দ্র. নি. য়োনির্ এতস্মাদ্ এব, পরিয়ুতো ভবতি ২।৮।

ব্যঞ্জনা সহ শব্দটির অর্থ তাহলে দাঁড়ায় 'ভিতরের খাত' যা বায়ুকে বেষ্টন করে আছে। এই খাতগুলি আমাদের সুপরিচিত নাড়ী ('নালী.'), যার আসল অর্থ নল। হঠযোগে (এবং আয়ুর্বেদেও) বায়ুর বাহন হল 'নাড়ী'। বেদে অপ্ অগ্নি এবং বায়ু তিনটিই প্রাণের প্রতীক এবং অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তিনটি যে নাড়ীর ভিতর দিয়ে চলাচল করে—এ-অনুভবের সঙ্গে আমরা পরিচিত। নিযুত্বান্ মরুদগণ এবং ইন্দ্র তারই সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতম প্রকাশ।[৩]

নাড়ীর সঙ্গে নদীর সাম্যের কথা আগেই বলেছি। নিযুৎ তাই একাধারে নাড়ী এবং তার অন্তঃসঞ্চারী প্রবাহ। তাইতে দেখি, বায়ু যখন নিযুৎদের ছুটিয়ে চলেন তাদের অধীশ্বর হয়ে, তখন বিদ্যুতের ঝলকে তাঁর পথ আলো হয়ে ওঠে [৫৯১]। এটি বায়ুর উদানগতির ফলে নাড়ীতে-নাড়ীতে জ্যোতির্ময় প্রাণসঞ্চরণের বর্ণনা। বায়ু তখন সম্ভোগের খরস্রোত বইয়ে দেন আমাদের আধারে, যার ফলে তার গভীরে সিদ্ধ হয় প্রজ্ঞা ও প্রাণের বীর্য।[১] কিন্তু স্বভাবত নাড়ীজাল অশ্বত্থ-পত্রের শিরাজালের মত আধারের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। সংহিতায় নিযুৎএরা তাই 'শতিনী' এবং 'সহস্রিণী'।[২] তাদের মধ্যে প্রবাহিত প্রাণের ধারাকে একটি খাতে গুটিয়ে আনা যোগের মুখ্য সাধনা।[৩] নিযুৎ-সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তির মধ্যে তার ইশারা

আধুনিক ব্যু. ধাতুসম্পর্কহীন IE. *ieu-ni, iouni* 'right place' Av. *yaonəm* 'place, home'। কিন্তু এ-অর্থেও শব্দটি ধাতুজ হতে কোনও বাধা নাই, কেননা গৃহেরও বেষ্টনী আছে। √যু 'সংযুক্ত করা' বা 'বিযুক্ত করা' দুইই বোঝায় (তু. ঋ. ১।১৮৯।১)। যোনিও গর্ভ গ্রহণ এবং মোচন দুইই করে। [৩]'নিযুৎ' শুধু প্রাণপ্রবাহ নয়, তার সহচরিত ধ্যানপ্রবাহও, তু. ধিয়ো ন নিযুতঃ ৬।৩৫।৩। স্ম. তন্ত্রে নাড়ী আজ্ঞাবহা এবং সংজ্ঞাবহা দুইই। শ.তে 'উদানো বৈ নিযুতঃ' ৬।২।২।৬। উপনিষদে উদান সুষুম্নসঞ্চারী প্রাণের উর্ধ্ব প্রবাহ (প্র. ৩।৭, ছা. ৮।৬।৬; দ্র. বেমী. ২১৫৭৪৪)। মরুদ্গণের নিযুতেরা তাই 'পরমা' ১।১৬৭।২।

৫৯১ তু. ঋ. রহ বায়ো নিযুতো যাহি ৭।৯০।১ (১।১৩৫।২; 'রহ=বাহয়'); (বায়ুঃ) দ্যুতদ্যামা নিযুতঃ পত্যমানঃ ৬।৪৯।৪। [১]তু. প্র যাভির্ যাসি দাশ্বাংসম্ অচ্ছা (সব দেয় যে তার পানে) নিযুদ্ভির্ বায়ব্ ইষ্টয়ে (প্রেষণা দিতে তু. কে. ১।১) দুরোণে (সোমপাত্রে, আধারে), নি নো (আমাদের জন্য) রয়িং সুভোজসং যুবস্ব যুবস্ব (বইয়ে দাও) নি বীরং (বীর্য) গব্যম্ (অর্থাৎ আলোর) অশ্ব্যং (অর্থাৎ প্রাণের ওজস্বিতার) রাধঃ (ঋদ্ধি) ৭।৯২।৩। এখানে নি √যু হতে নিযুৎএর ব্যু. পাওয়া যাচ্ছে: 'যাকে গভীরে যোজিত বা প্রবাহিত করা হয়' (তু. ৭।৯১।৫, ৪০।২)। বায়ুর প্রবাহ যেন 'অপ্এর রয়ি' বা প্রাণের সংবেগ। এই প্রবাহণ মিত্রাবরুণেরও কাজ (১।১৮০।৬)। [২]দ্র. ১।১৩৫।১, ৩, ৭।৯২।৫; তু. ২।৪১।১। মা.তে পাই: 'একয়া চ দশভিশ্ চ স্বভূতে ('হে স্বয়ম্ভু', বায়ুর সম্বোধন) দ্বাভ্যাম্ ইষ্টয়ে বিংশতী চ, তিসৃভিশ্ চ বহসে ত্রিংশতা চ নিযুদ্ভির্ বায়ব্ ইহ তা বি মুঞ্চ ২৭।৩৩। নদীদের খরস্রোত সমুদ্রে পড়ে যেমন শান্ত হয়ে যায়, তেমনি প্রাণের সংবেগ তলিয়ে যায় হৃদ্য বা মূর্ধন্য সমুদ্রে (তু. ঋ. ৪।৫৮।১১, ৮।৯৬।৩)। ছা.তে হৃদয়ের নাড়ী একশ' এক ৮।৬।৬; তু. বৃ.তে নাড়ী বাহাত্তর হাজার ২।১।১৯, ৪।২।৩। তন্ত্রে নাড়ীর নানা সংখ্যা ও নাম দেওয়া হয়েছে। [৩]তু. সধ্রীচীনা নিযুতো দাবনে ধিয় উপ ব্রুবত ঈং ধিয়ঃ'—সম্মিলিত হয়ে নিযুৎএর দানের জন্য ধ্যানবৃত্তিরা প্রার্থনা জানায় তাঁর (বায়ুর) কাছে ১।১৩৪।২। চিত্ত একাগ্র হলে প্রাণের স্রোত একটি খাতে বইতে থাকে—বিশেষ করে সুষুম্ণাপথে, এটি যোগীর সাধারণ অনুভব। এখানে মহাপ্রাণের কাছে উপাসকের প্রার্থনা, 'আমার প্রত্যয়ের একটি নাড়ীর মধ্য দিয়ে তুমি প্রবাহিত হও।' এটি যেমন বায়ুর বেলায়, তেমনি হয় অপ্এর বেলায়—কেননা

আছে।[৪] নিযুৎ তখন আর শত সহস্র নয়—একটি মাত্র। ঋক্‌সংহিতায় তার নাম 'পূর্ণা', শৌনক-যজুঃ-সংহিতায় এবং উপনিষদে 'পুরীতৎ'।[৫] একজায়গায় তাকে প্রাণস্রোতের 'নতুনতর নিযুৎ' বা খাতও বলা হয়েছে।[৬] আরেকজায়গায় তা 'ইন্দ্রের' বজ্র—দ্যুলোককে স্তম্ভিত করে ত্বষ্টা যাকে তক্ষণ করেছেন।[৭] অগ্নি পৃথিবীস্থানে দেবতা হলেও তাঁর শিখারা নিযুৎ।[৮] আবার সোমও নিযুত্বান্, কেননা 'ভিতরের একটি শুভ্র পথ দিয়ে তিনি নীত হন বিশেষ করে'।[৯] এককথায় নিযুৎএরা ত্রিষধস্থ: অগ্নি, ইন্দ্র, সোম তিন ভুবনের তিন দেবতার মধ্যেই প্রাণ উর্ধ্বস্রোতা। শতপথব্রাহ্মণে নিযুৎ তাই উদানবায়ু। চেতনার তিনটি ভূমির ভিতর দিয়ে প্রসৃত একটি জ্যোতিঃসরণি আছে তাদের, যা বেয়ে অশ্বিদ্বয় আধারে নেমে আসেন পাষাণের আড়ালে অবরুদ্ধ আলোকধারার পথ খুলে দিতে-দিতে।[১০] একেই অন্যত্র বলা হয়েছে আনন্দের দেবতা মিত্রাবরুণের দ্বারা নিযুৎদের সংহরণ এবং স্বধার বীর্যে পরিপূর্ণ ধ্যানচেতনার সর্জন।[১১]

বায়ুর বা প্রাণের উর্ধ্বগতির কি ফল, একটি বায়ব্য মন্ত্রে তার এই বর্ণনা: 'প্রবুদ্ধ

উভয়েই প্রাণস্রোত (তু. ঋ. ৪।৫৮।৫, টী. ১৩১৬; ১১, টী. ২১৩৪)। ৪<নি √যু. তু. 'তং নো অগ্নে…রয়িং নি বাজং শ্রুত্যং যুবস্ব'—আমাদের গভীরে হে অগ্নি, সেই সংবেগ এবং ওজঃ জুটিয়ে আন যা হবে শ্রুতির সাধন অথবা শ্রুতিলভ্য ৭।৫।৯; ৯২।৩, টী. ৫৯১১। ৫তু. 'বি সূনৃতা দদৃশে রীয়তে ঘৃতম্ আ পূর্ণয়া নিযুতা যাথো অধ্বরম্'—ওই যে সুন্দরীকে দেখা গেল, বইছে জ্যোতির ধারা; তোমরা দুজন (ইন্দ্র আর বায়ু) পূর্ণা নিযুৎ বেয়ে এস অধ্বরে (যেখানে কুটিলতা সরল হয়ে গেছে) ১:৩৫।৭। **সূনৃতা**॥ 'সূনরী' < সুন্দরী > *সুন্নরী; < √ স্বদ্॥ সানুনাসিক *স্বন্দ্, অতএব 'সুন্দর' মূলত 'স্বদনীয়' (sweet)। মূলে √*নৃ॥ নৃৎ আছে, এই প্রকল্প থেকে নিষ্ঠান্ত তির্যক রূপ 'সূনৃত'। ল. নিঘ.তে 'সূনৃতা' উষা (১।৬৯), আবার অন্ন (২।৭, স্বাদু অর্থে)। এখানে 'উষা'। মন ও প্রাণের একতানতায় মধ্যনাড়ী বেয়ে জ্যোতির ধারা ঋজু হয়ে বইতে লাগল, ফুটল উষার আলো। উষার কথা পরের মন্ত্রেই আছে। এই মধ্যনাড়ী বা 'পূর্ণা নিযুৎ' অন্যত্র 'রেতস' ৪।৫৮।৫, টী. ১৩১৬। **পুরীতৎ** দ্র. শৌ. ৯।৭।১১, ১০।৯।১৫, মা. ২৫।৮, কাঠ. ২৭।৮।১, তৈস. ৫।৭।১৬।১; কৌ. ৪।১৮, বৃ. ২।১।১৯। সাধারণত তার স্থান নির্দেশ করা হয় হৃদয়ে, যা বায়ুর অধিষ্ঠান। ৬তু. ঋ. 'তাম্ অনু ত্বা নবীয়সীং নিযুতং রায় ঈমহে'—তাইতে তোমার কাছে সংবেগের সেই নতুনতর নিযুৎটি আমরা চাইছি (হে পূষা) ঋ. ১।১৩৮।৩। যোগের ভাষায় একে বলা হয় 'মেধানাড়ী', সাধনার ফলে যা আধারে যেন নতুন করে খুলে যায় এবং দৃষ্টির সামনে অলখের দুয়ার মুক্ত করে (তু. ঈ. ১৫)। ৭ঋ. তক্ষদ্ বজ্রং নিযুতং তস্তম্ভদ্ দ্যাম্ ১।১২১।৩। নাড়ীটি যেন দ্যুলোককে ধরে রাখবার স্তম্ভ (তু. শৌ. স্কম্ভব্রহ্ম ১০।৭ সূ.)। স্ম. তন্ত্রের 'বজ্রাণী নাড়ী। ৮তু. ঋ. ১০।৩।৬, ৮।৬, অপো গা অগ্নে 'যুবসে নিযুত্বান্' (প্রাণ ও জ্যোতির সঙ্গে নাড়ীসঞ্চারী অগ্নির যোগ, ইন্দ্র তাঁর সহচর) ৬।৬০।২। ৯শুক্রস্য…গবাশিরঃ…নিযুত্বতঃ (সোমস্য) ২।৪১।৩, অসৎ (হ'ক) ত উৎস গৃণতে (স্তোতার বেলায়) নিযুত্বান্ (নাড়ীসঞ্চারী) ৯।৮৯।৬; ৯।১৫।৩, টী. ১১৪২। ১০আ পরমাভির্ উত মধ্যমাভির্ নিযুদ্‌ভির্ যাতম্ অবমাভির্ অর্বাক্, দৃল্‌হস্য চিদ্ গোমতো বি ব্রজস্য দুরো বর্তং গৃণতে চিত্ররাতী ৬।৬২।১১, টীমূ. ৩৮১২। এখানে নিযুৎরা যেমন 'পরম' 'মধ্যম' এবং 'অবম', তেমনি অন্যত্র দেখি বরুণের পাশও উত্তম মধ্যম এবং অবম ১।২৫।২১। এই পাশগুলি এই মন্ত্রে 'গোমান্ ব্রজ' বা আলোর অবরোধ—উপনিষদে যাদের বলা হয় 'গুহাগ্রন্থি' (তু. মু. ৩।২।৯; ২।১।১০, (২।৯, ছা. ৭।২৬।২, ক. ২।৩।১৫)। এইটি ঐউ.তে সীমার বিদারণের দ্বারা আধারে আলোর অনুপ্রবেশ ১।৩।১২। তু. তন্ত্রের 'শক্তিপাত'। ১১তু. ঋ. 'নি যদ্ যুবেথে নিযুতঃ সুদানূ উপ স্বধাভিঃ সৃজথঃ পুরন্ধিম্'—যখন গুটিয়ে আন নিযুৎদের তোমরা দুজন হে কল্যাণদাতা, তখনই আত্মনিহিতির বীর্যে প্রবর্তিত কর পূর্ণতার ধ্যান ১।১৮০।৬।

কর তুমি পূর্ণতার ধ্যানকে—বঁধু যেমন (জাগায়) ঘুমন্ত প্রিয়াকে ; চোখের সামনে ফুটিয়ে তোল দ্যুলোক আর ভূলোক, ঝলমলিয়ে তোল উষাদের, শ্রুতির তরে ঝলমলিয়ে তোল উষাদের [৫৯২]।' ধ্যানচেতনার পূর্ণ উদ্বোধনে পৃথিবী হতে পরমব্যোম পর্যন্ত সব আলোয় আলোময় হয়ে ওঠার সুন্দর ছবি। এইটিই জ্যোতিরগ্র আর্যের পরম পুরুষার্থ, অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে সোমযাগের ফলশ্রুতি।[1] বায়ুর সঙ্গে সোমের তাই একটি বিশিষ্ট সম্পর্ক আছে। ইন্দ্র যেমন 'সোমপাতম' বা সোমপায়ীদের মধ্যে অগ্রতম,[2] বায়ুও তেমনি 'শুচিপা'।[3] এই বিশেষণটি বায়ুতে নিরূঢ়। আগেই দেখেছি, 'শুচি' বিশেষ করে অগ্নির বিশেষণ। কাজেই বায়ুর সম্পর্কে সোমকে শুচি বলায় তাঁর সঙ্গে অগ্নিসম্বন্ধ ধ্বনিত হচ্ছে। শুচি সোম তাহলে অগ্নিশোধিত 'পবমান' সোম।[4] এই সোম 'গৌর' বা শুভ্রবর্ণ—তপস্যার আগুনে পরিপূত নির্মল আনন্দ।[5] যদিও তাতে বিশেষ করে ইন্দ্রের ভাগ, তবু বায়ুই তাকে পান করেন সবার প্রথমে।[6] বায়ুর এই পূর্বপীতির তাৎপর্য প্রাণের শোধনের দ্বারা সোমের ভোগবতী অন্ধধারার শোধন।[7] বেদে যা বায়ু বা প্রাণ, সাংখ্য-যোগে তা-ই ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় শুদ্ধ হয় সংযমের দ্বারা।[8] যোগের ইন্দ্রিয়সংযম এবং প্রাণায়াম আর বেদের অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে যূপে আলম্ভনীয় পশুর সংজ্ঞপন[9] একই সাধনার বিভিন্ন ধারা। পশুরা বায়ব্য—আরণ্য এবং গ্রাম্য দুটি তাদের ভেদ।[10] আরণ্য পশুকে পোষ মানিয়ে গ্রাম্য করা বায়ুর কাজ, আমরা

৫৯২ ঋ. প্র বোধয়া পুরন্ধিং জার আ সসতীম্ ইব, প্র চক্ষয় রোদসী বাসয়োষসঃ শ্রবসে বাসয়োষসঃ ১।১৩৪।৩। শ্রবঃ দিব্যশ্রুতি, পরমব্যোমে সহস্রাক্ষরা গৌরীর নাদকে শোনা। মরমীয়ারা আকাশে দেখেন রূপের আলো, আবার তাকে ছাপিয়ে শোনেন অরূপের ঝঙ্কার। বেদে তা-ই যথাক্রমে 'চক্ষঃ' এবং 'শ্রবঃ'। [1]দ্র. ৯।১১৩, ১১৪ সূ.। [2]ইন্দ্রে এই বিশেষণ নিরূঢ় ১।৮।৭, ২।১১, ৬।৪২।২, ৮।৬।৪০, ১২।১,২০। সোমের মাধ্যন্দিন সবন বিশেষ করে ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট। সূর্য তখন মূর্ধন্য আকাশে, তাইতে সোমের উৎসবনও চরমে ওঠে। প্রজ্ঞান ও আনন্দের পরম অনুভব তখন। আর ইন্দ্র তার অধিদেবতা। [3]দ্র. ৭।৯০।২, ৯১।৪, ৯২।১, ১০।১০০।২। [4]দ্র. আগ্নীসূ. ৯।৫, টী. ৮৯১। আরও তু. পবমান সোমের সঙ্গে পবমান অগ্নির বর্ণনা ৯।৬৬।১৯-২১, টী. ১৬৯। [5]তু. 'ভরায় সু ভরত ভাগম্ ঋত্বিয়ং প্র বায়বে শুচিপে ক্রন্দদিষ্টয়ে, গৌরস্য যঃ পয়সঃ পীতিম্ আনশে'—(দেবতার) আবেশের জন্য স্বচ্ছন্দে বয়ে আন তাঁর কালোচিত ভাগ, এগিয়ে (দাও) তা বায়ুর কাছে—যিনি শুচিপায়ী এবং এষণায় মুখর, শুভ্র পয়ঃপানের পেয়েছেন যিনি অধিকার ১০।১০০।২। **ভর**<√ভৃ॥ হৃ. 'বহন করা' তু. নি. ভরতের্ বা ৪।২৪, IE. *bher-*'to bear', Gk. *phere* 'I bear'। নিঘ.তে 'সংগ্রাম' (২।২৭), কিন্তু কি করে তা স্পষ্ট নয়। ঋ.র 'ভরে-ভরে পুরোযোধা (ইন্দ্রাবরুণৌ ৬।৮২।৯)'—এখানে সংগ্রাম অর্থ সহজেই আসে। কিন্তু শব্দটির মূল অর্থ 'আবেশ' ঃ তু. ''ভরুণ>ভ্রূণ', গর্ভিণীতে যা নিহিত এবং সে যাকে বহন করে ; অগ্নি যাদের মধ্যে আবিষ্ট এবং তাঁকে যারা বহন করে, তারা 'ভরত'। এখন আধারে দেবতার আবেশে অসুরের সঙ্গে তাঁর একটা সংগ্রামের সূচনা হয়। এথেকে ভরের মধ্যে সংগ্রামের ধ্বনি আসতে পারে, কিন্তু বস্তুত তা সাধন-সমর। ঋ.তে শব্দটি বিশেষ করে ব্যবহৃত হয়েছে ইন্দ্র মরুদ্গণ এবং সোমের সম্পর্কে। প্রথম দুটি দেবতা অন্তরিক্ষস্থান এবং আমাদের সাধনসমরের নায়ক। তাঁদের বেলায় 'ভর' আবেশ এবং তজ্জনিত সংগ্রাম বা উত্তালতা দুইই বোঝাতে পারে। কিন্তু সোমের বেলায় 'আবেশ' অর্থই সঙ্গত হয়, বিশেষত সোমকে যখন বলা হচ্ছে 'ভরেষু-জা' (ঋ. ১।৯১।২১, অনন্য প্রয়োগ)। ল. এখনও বাংলায় আবেশকে বলা হয় 'দেবতার ভর'। 'গৌরস্য পয়সঃ' তু. গবাশির সোম। 'শুক্র' শুক্ল বা সোমের বিশেষণ বহুজায়গায়। আরও তু. ৪।৫৮।২। [6]তু. ১।১৩৪।১, সোমানাং প্রথমঃ পীতিম্ অর্হসি ৬, ১৩৫।১, ৪, ত্বং হি পূর্বপা অসি ৪।৪৬।১। [7]তু. পিবা সুতস্যা. ন্ধসো অভি প্রয়ঃ (দেবতাদের প্রীতির জন্য) ৫।৫১।৫। [8]তু. ক. ১।৩।৩-৯। [9]দ্র. টিম্, ৪৪০৩, ৪৪৪। [10]ঋ.

যাকে বলব প্রাণের বা ইন্দ্রিয়ের শোধন। অতএব বায়ুও সোমের মত 'পবমান'। অন্তত ব্রাহ্মণে এই ভাবটি সুপরিস্ফুট—সেখানে 'কোঽয়ং পবতে' বায়ুর সাধারণ বর্ণনা।[১১] এই পবমান বায়ু পবমান সোমকে পান করে শুচি করলে তবে তা হয় 'দেবপান' বা 'ইন্দ্রপান'।[১২]

এমনি করে ইন্দ্রের মতই বায়ুর সঙ্গে সোমের একটি ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়েছে সংহিতার বহু মন্ত্রে। বায়ু 'সোমরভঃ'—সোমকে তিনিই আঁকড়ে ধরেন [৫৯৩]। বায়ুগৃহীত হয়ে সোমের ধারা উজান বইতে থাকে। এই অধ্যাত্মব্যাপারের অধিযজ্ঞ রূপ হল বায়ুর উদ্দেশে পবমান সোমের আহুতি। তার একটি বর্ণনা : 'পূত হতে-হতে বয়ে চল সৃষ্টিবীর্যের সাধন হয়ে দেবতাদের পানের তরে, হে হিরণ্ময়—মরুদ্গণ আর বায়ুর তুমি উন্মাদন। হে পবমান, ধ্যানের দ্বারা নিহিত তুমি—(অদিতির) যোনির দিকে আরাব তুলতে-তুলতে তোমার ধর্মানুসারে বায়ুতে আবিষ্ট হও। (এই যে) দেবতাদের সঙ্গে শোভা পাচ্ছেন বীর্যবর্ষী এবং (আমাদের) প্রিয় কবি ওই যোনিতে—যিনি বৃত্রঘাতী এবং দেবত্বের সম্ভোগ যাঁর অনুত্তম।'[১] সোম্য আনন্দ এখানে মহাবায়ুর প্রচোদক। বায়ুর সঙ্গে-সঙ্গে সোম উজিয়ে চলছেন পরমব্যোমের দিকে—যেমন তাঁর ধর্ম বা রীতি। সেখানে পৌঁছলে পর পরমদেবতার সাযুজ্যে অন্ধকার চিরলুপ্ত হয়ে গেল, ফুটল কবির দৃষ্টি এবং অভিনব সৃষ্টির নৈপুণ্য। সোমের আবেশে বায়ু মাতাল হয়ে ওঠেন, তাঁর মধ্যে জাগে এষণা ও ঋদ্ধির সংবেগ—একথাও একজায়গায় পাই।[২] অন্যত্র : পবিত্রে বা ছাঁকনিতে সবনের পর সোম সঙ্গত হন বায়ুর সঙ্গে, ইন্দ্রের সঙ্গে, সূর্যের রশ্মির সঙ্গে।[৩] পবিত্র মেষলোমের তৈরী, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সংজ্ঞা-বাহী সূক্ষ্ম নাড়ীজাল—সংহিতাতেই যাকে বলা হয়েছে 'অণ্বী ধী' বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধ্যান-

---

১০।৯০।৮। তু. মা. বায়বঃ স্থ ১।১। ১১শ. ২।৬।৩।৭, ১।১।৪।২২, ১।৭।১।২২, ২।৫।১।৫, ঐব্রা. ৪।২০, ২৬, ১।৭...। ঋ.তে সোমই 'পবমান'। মোটের উপর অগ্নি বায়ু সোম সবার সঙ্গেই পবিত্রতার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ঋ. ৮।১০১।১৪তে 'পবমান' শ.র মতে বায়ু ২।৫।১।৪। ১২ ঋ. ৯।৯৭।২৭, ৯৬।৩, ১৩, ১০।৩০।৯।

৫৯৩. তু. ঋ. 'বায়োশ্ চিদ্ আ সোমরভস্তরেভ্যঃ'—(সোম ছেঁচবার পাষাণেরা) বায়ুর চাইতেও নিবিড় করে সোমকে আঁকড়ে ধরে ১০।৭৬।৫। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এটি যোনিমুদ্রার দ্বারা আধারকন্দের নিপীড়ন, যাতে বায়ু সুষুম্ণা নাড়ীর ভিতর দিয়ে উজান বইতে পারে। আরও তু. বায়ুঃ সোমস্য রক্ষিতা ১০।৮৫।৫। ১পবস্ব দক্ষসাধনো দেবেভ্যঃ পীতয়ে হরে, মরুদ্ভ্যো বায়বে মদঃ। পবমান ধিয়া হিতো ঽভি যোনিং কনিক্রদৎ, ধর্মণা বায়ুম্ আ বিশ। সং দেবৈঃ শোভতে বৃষা কবির্ যোনাব্ অধি প্রিয়ঃ, বৃত্রহা দেববীতমঃ ৯।২৫।১-৩। 'যোনি' অদিতির উপস্থ (দ্র. ৯।২৬।১) অর্থাৎ পরমব্যোম, যা দক্ষের জন্মস্থান (১০।৫।৭ দ্র. টীমু. ১৬৪৬, ১৭৩১)। 'কনিক্রদৎ' তু. রেতোধা পর্জন্য (৫।৮৩।১)। তাইতে সোম 'দক্ষসাধন'। এখানে বৃষভ-ধেনুর রূপকের ভিতর দিয়ে আদি-মিথুনের ব্যঞ্জনা (তু. 'বৃষা' [৩])। ল. 'দেববীতম' বিশেষ করে সোম। ২তু. মৎসি বায়ুম্ ইষ্টয়ে রাধসে চ ৯।৯৭।৪২। বায়ুতে সোমের আবেশ ৯।৪৬।২, ৬৩।২২, ৬৭।১৮. ৯৬।১৬, ৯৭।১১ (বহুবচন ল.) ২৫, ৪৯, ১৩।১ (এখানে সহস্রধারার কথা আছে)। ৩সম্ ইন্দ্রেণোত বায়ুনা সুত এতি পবিত্র আ সং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ ৯।৬১।৮।

বৃত্তি।[৪] তার মধ্য দিয়ে বায়ুবাহিত এবং ইন্দ্রপূত হয়ে সোমের সহস্রধারা সূর্যরশ্মির মত উজান বইছে—এ-বর্ণনা মরমীয়া অনুভবের।

বায়ুসম্পৃক্ত সোমের বর্ণনায় আরও দেবতার নাম করা হয়েছে। বায়ুর সঙ্গে ইন্দ্র তো আছেনই, তাছাড়া আছেন মরুদ্গণ ভগ পূষা বিষ্ণু মিত্রাবরুণ এবং বরুণ [৫৯৪]। এই দেবতাদের সামান্য পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। তাথেকে হৃদয় ভ্রূমধ্য মূর্ধা এবং তারও উজানে পরমব্যোম পর্যন্ত বায়ুবাহিত আনন্দধারার গতিপথের একটি ইশারা পাওয়া যায়।[১] অবশ্য এই উজানধারার শুরু অগ্নিস্থান থেকে। সেখানে অগ্নি-বায়ুর সহচারের কথা সংহিতায় এইভাবে আছে : 'খেলতে-খেলতে আমাদের মধ্যে হে রশ্মি, আবির্ভূত হলে তুমি—তোমার সংবিৎ এল অগ্নিবাত্ত বায়ুর সংবিৎএর সঙ্গে। প্রবাহস্থিত এঁর (জ্বালার) তরঙ্গেরা হ'ক দুর্বারের মত তীক্ষ্ণ এবং সুশানিত।'[২] বায়ুর প্রেরণায় নাড়ীসঞ্চারী অগ্নিশিখারা সমস্ত গ্রন্থি বিদীর্ণ বিকীর্ণ করে অধৃষ্যগতিতে লকলকিয়ে উঠছে। তাদের মাঝখানে বনস্পতির কাণ্ডের মত অগ্নির একটি রশ্মি—অন্যত্র যাকে তুলনা করা হয়েছে 'বেতস' বা 'স্কম্ভে'র (স্তম্ভের) সঙ্গে।[৩] এই রশ্মি সেই 'অন্তঃশুভ্রবান্ পথ' যার ভিতর দিয়ে সোমের ধারা উজিয়ে চলে। ধারা আসে ভগস্থান হৃদয়ে। সেখানে আনন্ত্যের দেবী অদিতির প্রসাদ নামে রিক্ততার রূপে। তার কুহরে বায়ুর নিযুৎদের প্রেরণায় ভগের আনন্দ উজান বয় বরুণ মিত্র অর্যমার দিব্য আবেশের অভিমুখে।[৪] এমনি করে বায়ুর সৌমনস্যে বা প্রশান্তবাহিতায় 'অন্তঃপবিত্রে'র তন্তুতে-তন্তুতে শুভ্র সোমের ধারা সঞ্চারিত হয় যখন, তখন তারুণ্য জ্যোতি এবং প্রজ্ঞানঘনতার দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে তা আমাদের উৎসর্গসাধনাকে করে দ্যুলোক-ছোঁয়া।[৫]

---

৪ দ্র. ৯।২৬।১। তু. ক. অগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া ১।৩।১২। ধী-র বাহন নাড়ীজাল যেন 'কেশঃ সহস্রধা ভিন্নঃ' (বৃ. ৪।২।৩); তার সঙ্গে তু. পবিত্র সম্পর্কে 'অশ্ব' বা 'অশ্বী' শব্দের বহুল প্রয়োগ (৯।১৬।২, ১।৩।৪…)।

৫৯৪ দ্র. ঋ. ৯।২৭।২, ৬৩।১০, ২৫।১, ৩৪।২, ৬৫।২০. ৪৪।৫, ৬১।৯, ৬৩।৩, ৩৩।৩, ৭০।৮, ৮৫।৬, ১০৮।১৬, ৮৪।১। ১অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ভগ হৃদয়ে, পূষা ভ্রূমধ্যে, বিষ্ণু ও মিত্র মূর্ধায়, বরুণ তারও উজানে। মরুদ্গণ এবং ইন্দ্র ভ্রূমধ্যে। ২ক্রীল.ন্ নো রশ্ম আ ভুবঃ সং ভস্মনা বায়ুনা বেবিদানঃ, তা অস্য সন্ ধৃষজো ন তিগ্মাঃ সুসংশিতা বক্ষ্যো বক্ষণেস্থাঃ ৫।১৯।৫। 'রশ্ম' তু. মা. সুষুম্ণঃ সূর্যরশ্মিঃ ১৮।৪০ ; তন্ত্রে সুষুম্ণা অগ্নিনাড়ী। 'ক্রীল.ন্' তু. সুষুম্ণায় বিদ্যুৎতন্তুর মত কুণ্ডলিনীর 'দীপনী'। **ভস্ম** < √ ভস্ 'খেয়ে ফেলা, চিবিয়ে খাওয়া', ইন্ধনের অবশেষ, যা অগ্নিষ্বাত্ত (তু. ঈ. অথে.দং ভস্মান্তং শরীরম্ ১৭)। এখানে বায়ুর বিণ. তু. 'ভস্মনা দতা' ১০।১১৫।২। **বক্ষী** ॥ বক্ষণা (নিঘ. নদী ১।১৭) < √ বহ্. 'বয়ে চলা'। 'বক্ষণা' বা 'বক্ষণ' নদীর প্রবাহ, নাড়ীতে অগ্নিস্রোত। 'বক্ষী' সেই স্রোতের প্রবহমান বীচিভঙ্গ। ৩তু. ঋ. ৪।৫৮।৫ (টী. ১৩০৫, ১০।৫,৬ ; মা. ১৮।৪০। ৪তু. ঋ. 'মিত্রস্ তন্ নো বরুণো রোদসী চ দ্যুভক্তম্ ইন্দ্রো অর্যমা দদাতু, দিদেষ্টু দেব্য অদিতী **রেক্ণো** বায়ুশ্ চ যন্ নিযুবতে ভগশ্ চ'—বরুণ মিত্র অর্যমা ইন্দ্র এবং রোদসী দ্যুলোকের সেই আবেশ আমাদের দিন, আর দেবী অদিতি দিশারিনী হ'ন রিক্ততার—বায়ু আর ভগ যখন গুটিয়ে আনেন নিযুৎদের ৭।৪০।২। মন্ত্রে উল্লিখিত দেবতাদের পরম্পরায় সূচিত হচ্ছে দেবযানের পথ। তাঁরা আদিত্য—অদিতি সবার উজানে মহাশূন্যে। এখানে ইন্দ্র-বায়ুর সহচার ল.। ৫তু. আ নো যজ্ঞং দিবিস্পৃশং বায়ো যাসি সুমন্মভিঃ (সৌমনস্য নিয়ে), অন্তঃ পবিত্রে উপরি শ্রীণানো ('ত্র্যাশির' যব দুধ আর দই মেশানো সোমরস) অয়ং শুক্রো অয়ামি (নিয়ত ধারায় প্রবাহিত করা হল, < √ যম্ 'নিয়ন্ত্রিত করা, দেওয়া') তে (তোমার উদ্দেশে) ৮।১০১।৯ তু. আশীর্বান্ সোম ১।২৩।১। বায়ু তখন শতধার ১০।১০৭।৪।

কিন্তু আগেই বলেছি, ইন্দ্রের সঙ্গে বায়ুর সম্পর্ক সবচাইতে ঘনিষ্ঠ—বিশেষ করে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে। বসিষ্ঠ বলছেন, 'যতক্ষণ সংজ্ঞা আছে তনুতে, যতক্ষণ আছে ওজস্বিতা, যতক্ষণ নর-বীরেরা চোখ দিয়েই ধ্যান করে, ততক্ষণ শুচিপা ইন্দ্র-বায়ু শুচি সোম পান করুন আমাদের মধ্যে (হৃদয়ের) বর্হিতে আসন পেতে [৫৯৫]।' বলা বাহুল্য, দেহের এই সংবেগ বায়ুর ধর্ম আর ওজঃ বা বজ্রতেজ ইন্দ্রের ধর্ম। আবার অন্যত্র দেখি, বায়ুর সঙ্গে ইন্দ্র বিজয়ী হন গোমতীর ধারাদের মধ্যে, আর দুর্বার বেগে (সাধককে) নিয়ে চলেন আরও আলোর দিকে।[1] এই গোমতী একটি নদী, যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জ্যোতিষ্মতী এবং তা পর্বতমালার আড়ালে লুকানো।[2] এর মধ্যে 'বল' বা বৃত্রের দ্বারা অবরুদ্ধ প্রাণের ধারাদের মুক্তির ধ্বনি আছে—যা ইন্দ্রের একটি বিশিষ্ট কর্ম। ইন্দ্র-বায়ুর এই সহচারকে এদেশের মরমীয়ারা বলেছেন 'মন-পবনের নাও'।[3] এই নাওএ চড়ে উজানধারায় অমৃত-সমুদ্রে পৌঁছন যায়। সংহিতার ভাষায়, 'ইন্দ্রের হৃদ্য এই ইন্দু সমুদ্রের দিকে উজিয়ে চলে বায়ুদের সঙ্গে-সঙ্গে।'[4]

অধ্যাত্মসাধনার দিক দিয়ে বায়ু এমনি করে আবহমান কাল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাথেকে পৃথিবীস্থান অগ্নি অন্তরিক্ষস্থান বায়ু এবং দ্যুস্থান সূর্যকে নিয়ে আদিদেবতার একটি ত্রয়ীর কথা সংহিতাতেও পাওয়া যায় [৫৯৬]।

বায়ুর পর **মরুদ্‌গণ**। নিঘণ্টুতে তাঁদের উল্লেখ বায়ুর পরে নয়, মধ্যস্থান 'দেব-গণে'র

---

৫৯৫ ঋ. য়াবৎ তরস্ তন্বো য়াবদ্ ওজো য়াবন্ নরশ্‌ চক্ষসা দীধ্যানাঃ, শুচিং সোমং শুচিপা পাতম্ অস্মে ইন্দ্রবায়ূ সদতম্ বর্হির্ ইদম্ ৭।৯১।৪। **তরঃ** < √ তৄ 'পার হওয়া—যেমন সাঁতরে, বুক দিয়ে ঢেউ ঠেলে,' তাহতে 'এগিয়ে চলা সব-কিছুকে অভিভূত করে'। চোখ বুজে ধ্যান নয়, চোখ মেলেই ধ্যান—যেমন কবীরের সহজ সমাধিতে। এটি বৈদিক সাধনার বৈশিষ্ট্য। দেবতা সেখানে 'ওষধিষু বনস্পতিষু'—শুধু অতীন্দ্রিয় নন, পরন্তু চিন্ময়প্রত্যক্ষের গোচর। [1]তু. য়ো বায়ুনা জয়তি গোমতীষু প্র ধৃষ্ণুয়া নয়তি বস্যো অচ্ছ ৪।২১।৪। বস্যঃ < বসীয়সঃ < বসু (জ্যোতির্ময়) + ঈয়স্, জ্যোতিষ্মত্তর। তু. 'উত্তরজ্যোতি' ১।৫০।১০, টী ১০৭। [2]আসলে একটি গোমতী, কিন্তু শাখাপ্রশাখায় বহু। তাই 'গোমতীষু'; তু. 'এষ ক্ষেতি রথবীতির্ মঘবা গোমতীর্ অনু, পর্বতেষ্‌ অপশ্রিতঃ'—রথে যাঁর আনন্দ, সেই মহিমময় দেবতা এই যে বাস করছেন গোমতীদের ধারায়-ধারায়, পর্বতদের আড়াল ঘুচিয়ে ৫।৬১।১৯। এখানে 'রথবীতি' শ্রুতসোম একজন ঋষি (১৮), সাযুজ্যবোধে দেবতার সঙ্গে এক হয়ে গেছেন বলে দেবতাও 'রথবীতি' (তু. ১০।১০১।৯, টী. ১৩১,৩৫৭)। 'গোমতী' নাড়ীতন্ত্রের উপমান। তু. ঋ.তে বহুপ্রযুক্ত 'গোমান্ ব্রজঃ' (১।৮৬।৩, ৫।৩৪।৫, ৭।২৭।১…), গরুর খোঁয়াড়. নাড়ীতন্ত্রের গ্রন্থি। ইন্দ্র তাকে বিদীর্ণ বিকীর্ণ করেন। তা-ই তাঁর গোমতীসমূহে বিজয় এবং একটি সূক্তে তিনি 'অপ্সুজিৎ' সংজ্ঞায় প্রথিত (৮।৩৬)। [3]তন্ত্রে মন আর মরুৎকে এক করে জপের বিধান আছে। তা-ই শ্বাসে-শ্বাসে অর্থভাবনা সহ জপ, যার পর্যবসান 'অজপা'য়। [4]তু. ইন্দুঃ সমুদ্রম্ উদ্ ইয়র্তি বায়ুভিঃ ৯।৮৪।৪। ল. 'বায়ু' বহুবচনে, যেমন 'গোমতী'ও।

৫৯৬ তু. ঋ. ১।১৬৪।৪৪, টী. ৫৮৫; ১০।১৫৮।১, টী. ৫৭৫৩।…ব্রাহ্মণে বায়ু 'পবমান', একথা আগেই বলেছি। তাছাড়া বায়ুসম্পর্কে এই বিশিষ্ট উক্তিগুলি ল. বায়ু 'তেজ' (তৈ. ৩।২।৯।১), 'সমুদ্র' (শ. ১৪।২।২।২, জ. মা. ৩৮।৭), 'অন্তরিক্ষসৎ বসু' (শ. ৬।৭।৩।১১, জ. মা. ১২।১৪), 'বিশ্বকর্মা' (শ. ৮।১।১।৭, জ. মা. ১৫।১৬) 'প্রাণ' (ঐ. ২।২৬, তা. ৪।৬।৮, তৈ. ৩।১০।৮।৪, শ. ৪।৪।১।১৫…), সর্বদেবের 'আত্মা' (শ. ১৪।৩।২।৭), সূর্য হতে পবমান (শ. ৫।১।২।৭), 'শুক্র' (শ. ৬।২।২।৭)। উপনিষদে তাঁর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, তিনি 'সংবর্গ' (ছা. ৪।৩।১…) বা 'পরিমর'রূপে (কৌ. ২।১২) লয়স্থান।

প্রকরণে—যদিও সেখানেও তাঁরা বায়ুর মতই প্রথমগামী [৫৯৭]। মরুদ্‌গণ বেদের মুখ্য দেবতাদের অন্যতম। ঋক্‌সংহিতার বহু মন্ত্রে বিক্ষিপ্তভাবে তাঁদের উল্লেখ ছাড়া অন্তত ত্রিশটি পূর্ণ সূক্ত তাঁদের উদ্দেশে রচিত হয়েছে।[১] আর্ষমণ্ডলগুলির মধ্যে সর্বত্র তাঁরা বিশেষভাবে স্তুত—একমাত্র বামদেবমণ্ডলে তাঁদের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক, যদিও অন্যত্র গোতম এবং তাঁর বংশের ঋষির রচিত মরুৎসূক্তের অভাব নাই।[২] ঋষিদের মধ্যে অত্রিবংশীয়েরাই মরুদ্‌গণের স্তুতিতে মুখর। এই বংশের শ্যাবাশ্ব তাঁদের উদ্দেশে একটি গোটা উপমণ্ডলই রচনা করে ফেলেছেন, আর অত্রিমণ্ডলটি শেষও হয়েছে বিষ্ণুসহচরিত মরুদ্‌গণের একটি সূক্ত দিয়ে—অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যা বিশেষ ব্যঞ্জনাবহ।[৩] এসমস্তই বৈদিক দেবমণ্ডলীর মধ্যে মরুদ্‌গণের প্রাধান্য এবং গুরুত্বের সূচক।

সাধারণত বেদে তিনটি দেব-গণ প্রসিদ্ধ—বসুগণ রুদ্রগণ আর আদিত্যগণ। তার মধ্যে ধরা যেতে পারে, রুদ্রগণই মরুদ্‌গণ। ঋক্‌সংহিতায় মরুদ্‌গণ স্পষ্টতই 'রুদ্রিয়' বা রুদ্রের পুত্র বলে উল্লিখিত হলেও [৫৯৮], একাধিকজায়গায় তাঁদের বলা হয়েছে 'রুদ্রাঃ'।[১] নিঘণ্টুতে এটি মধ্যস্থান অন্যতর দেব-গণের সংজ্ঞা।[২] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মধ্য- বা অন্তরিক্ষ-স্থান দেবতাদের স্বরূপ হল প্রাণ। বাত বায়ু এবং মরুদ্‌গণ তিনটিই প্রাণের স্থূল সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মতর রূপ। আধিভৌতিক বায়ুমণ্ডল যে-চিৎশক্তির দ্বারা আবিষ্ট, তা-ই 'বাত'—দেবতারূপে যিনি আমাদের প্রাণক্রিয়ার আশ্রয়।[৩] বায়ু তাঁরই সূক্ষ্ম অধ্যাত্মরূপ। অধিরোহী বায়ু যখন ভ্রূমধ্য ভেদ করে মহাশূন্যে উঠে যায়, তখন করোটির মধ্যে আলোর ঝড়ের মত যে জ্যোতির্ময় বিশ্বপ্রাণের অনুভব হয়, তা-ই মরুদ্‌গণ। বায়ুর অনুভব ব্যষ্টিগত তার ইশারা 'সংবর্গ' বা ভিতরে গুটিয়ে-আসা প্রলয়ের দিকে।[৪] আর মরুদ্‌গণের অনুভব সমষ্টিগত, তার ইশারা আত্মচৈতন্যের বিচ্ছুরণ ও ব্যাপ্তির দিকে। মুনিপন্থায় বায়ু যেমন একটি প্রধান সাধন, ঋষিপন্থায় তেমনি মরুদ্‌গণ। সংহিতার দৃষ্টি অধিদৈবত, তাই সেখানে মরুদ্‌গণের প্রাধান্য ; আর উপনিষদের দৃষ্টি অধ্যাত্ম, তাই সেখানে বায়ুর প্রাধান্য—যদিও তার একজায়গায় প্রসঙ্গক্রমে ব্যষ্টি ও সমষ্টি বায়ুর কথাও আছে।[৫] ব্রাহ্মণে 'প্রাণা বৈ মারুতাঃ':[৬] এইখানে অধিদৈবত হতে অধ্যাত্ম ভাবনায় অবরোহণের ইঙ্গিত পাই।

---

৫৯৭ দ্র. নিঘ. ৫।৪।১, ৫।৫।৮, নি. ১১।২। [১]ঋ. ১।৩৭-৩৯, ৬৪, ৮৫-৮৮, ১৬৬-১৬৮, ১৭২ ; ২।৩৪ ; ৫।৫২-৫৯, ৮৭ ; ৬।৬৬ ; ৭।৫৬-৫৯ ; ৮।৭, ২০, ৯৪ ; ১০।৭৭, ৭৮ সূ.। [২]দ্র. নোধা গৌতম ১।৬৪, গোতম রাহুগণ ১।৮৫-৮৮ সূ.। তৃতীয় মণ্ডলের ২৬ সূ.র তিনটি তৃচে যথাক্রমে বৈশ্বানর অগ্নি মরুদ্‌গণ এবং আত্মার প্রশস্তি ল.। এটি বিশ্বচেতনার ভূমিতে দেবতার সঙ্গে সাযুজ্যানুভবের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। অগ্নি এখানে বৈশ্বানর, মরুদ্‌গণও বিশ্বপ্রাণ ; উভয়ের সহচার ব্যঞ্জনাবহ। মরুদ্‌গণের উদ্দেশে একটি মাত্র তৃচ, কিন্তু তাতেই নিবিদের মত তাঁদের বৈশিষ্ট্যগুলি বলিষ্ঠ রেখায় ফুটে উঠেছে। 'অগ্নের্ ভামং (বিভা) মরুতাম্ ওজ ঈমহে (আমরা চাই)' এই সংক্ষিপ্ত উক্তিতে অগ্নি-মরুদ্‌গণের সহচারের তাৎপর্য সুপরিস্ফুট (৩।২৬।৬)। [৩]দ্র. শ্যাবাশ্ব আত্রেয় ৫।৫২-৬১ সূ. (৬০ সূ. আগ্নামারুত ; ৬১ সূ. মরুদ্‌গণের এবং উপাখ্যানযুক্ত) ; এবয়ামরুৎ আত্রেয় ৫।৮৭ ('এবয়ামরুৎ' বিষ্ণুর সংজ্ঞা, ঋষিরও ওই নাম ; টীমূ. ৬২৫৫)।

৫৯৮ দ্র. ঋ. ১।৩৮।৭, ১১৪।৬,৯, ২।৩৩।১, ৩৪।১০, ৫।৬০।৫...। [১]২।৩৪।৯, ৫।৫৪।৪, ৬০।৬...। [২]নিঘ. ৫।৫।৯। [৩]তু. ঋ. আনীদ্ অবাতম্ ১০।১২৯।২। [৪]তু. ছা. ৪।৩।১-৪। [৫]বৃ. ৩।৩।২। [৬]শ. ৯।৩।১।৭ ;

আবার সংহিতায় মরুদ্‌গণ যে প্রাণ, তা সূচিত হয়েছে গোতম রাহুগণের একটি দর্শনে : তিনি দেখলেন, মরুতেরা দিকে-দিকে ছুটে চলছেন বরাহের মত ; তাঁদের গায়ে চাকা-চাকা সোনালী ডোরা, তাঁদের দাঁতগুলি লোহার।[৭] বরাহ যে প্রাণের প্রতীক, পৃথিবীর বেলায় তা আলোচিত হয়েছে।[৮]

আগেই দেখেছি, বায়ু বস্তুত অদৃশ্য হলেও দেবতারূপে তিনি 'দর্শত'—অবশ্য ভাবকের দৃষ্টিতে। কিন্তু তবুও তাঁর রূপের দিকটা সংহিতায় পরিস্ফুট নয়। ঋক্‌সংহিতায় ঋষিরা মরুদ্‌গণকে মনের সাধে সাজিয়েছেন আভরণ আর প্রহরণ দুইই দিয়ে—শক্তিসাধকেরা শক্তিকে যেমন সাজান। তাঁরা তাঁদের মাথায় দিয়েছেন 'শিপ্রা' বা উষ্ণীষ, কাঁধে মৃগচর্ম, বাহুতে কেয়ূর, হাতে কঙ্কণ, পায়ে নূপুর (সবারই নাম 'খাদি'), গলায় সোনার হার আর ফুলের মালা, বুকে সোনার বর্ম ; প্রহরণের মধ্যে হাতে কুঠার আর ধনু—কখনও বজ্র, পিঠে তূণীর ; আবার হাতে বিশেষ করে আছে 'ঋষ্টি' বা বর্শা, তা বিদ্যুতের তৈরী [৫৯৯]। বেদে আর-কোনও দেবতার রূপ বোধ হয় এত স্পষ্ট হয়ে ফোটেনি, এক উষা ছাড়া আর কারও ছবি আঁকতে ঋষিদের এত উল্লাস দেখা যায় না। রুদ্রের মতই মরুদ্‌গণ নিঃসন্দেহে ঝড়ের দেবতা। কিন্তু সে-ঝড় যে আলোর ঝড়, তাঁদের বর্ণাঢ্য চিত্রণ হতে সেবিষয়ে কোনও সংশয় থাকে না। তাঁদের ঘিরে কেবল বিদ্যুতের ছড়াছড়ি,[১] তার 'অঞ্জিভিঃ' বা ঝলকে-ঝলকে তাঁরা বায়ুরই মত 'তনূষু শুভ্রাঃ'।[২] এই শুভ্রতা আকাশে যে-একটি মসৃণ

তু. ঋ. মরুদ্‌ভিঃ…ৱিশ্বমিন্বেভির্ (বিশ্বব্যাপী) আয়ুভিঃ ৫।৬০।৮। সংহিতায় আয়ু প্রাণের প্রকারভেদ। [৭]তু. এতৎ ত্যন্ ন য়োজনম্ (যোগযুক্ততা) অচেতি (নজরে পড়েনি কারও [ন অচেতি]) , সস্বর্ (ঘোষণা করলেন) হ য়ন্ মরুতো গোতমো ৱঃ, পশ্যন্ হিরণ্যচক্রান্ অয়োদংষ্ট্রান্ ৱিধাৱতো ৱরাহূন্ ১।৮৮।৫। মরুদ্‌গণ এখানে উর্ধ্বস্রোতা, পার্থিবচেতনার জড়ত্ব বিদীর্ণ করে উজিয়ে চলছেন (দ্র. ৭।৫৮।১)। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মধ্যনাড়ীর পথ বেয়ে তাঁদের চলা যেন আলোকস্তম্ভের মত। তারই পর্বে-পর্বে একেকটি আলোর ভুবনের প্রকাশকে এখানে বলা হয়েছে 'হিরণ্যচক্র'। তু. শৌ. অষ্টাচক্রা দেৱানাং পূঃ…তস্যাং হিরণ্ময়ঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাৱৃতঃ ১০।২।৩১। **য়োজনম্** তাঁদের অন্যোন্যযোগজনিত বিতান বা পরম্পরা, তু. তদ্ ৱীর্যং ৱো মরুতো তন্ মহিত্বনং (মহিমা) দীর্ঘং ততান সূর্যো ন য়োজনম্ (অর্থাৎ পুঞ্জিত সূর্যরশ্মির বিতানের মত) ৫।৫৪।৫। তাঁদের 'বিধাবন' মধ্যনাড়ী হতে শাখানাড়ীসমূহে বিদ্যুতের মত বিসর্পণ। [৮]দ্র. টী. ৪৫৬।

৫৯৯ তু. ঋ. ৱিদ্যুন্মহসো অভিদ্যবঃ (দ্যুতি যাঁদের ঠিকরে পড়ছে) শিপ্রাঃ শীর্ষন্ হিরণ্যয়ীঃ, শুভ্রা ৱ্যঞ্জত (ঝলক হানলেন, ব্যক্ত হলেন) শ্রিয়ে (এ কী শ্রী তাঁদের !) ৮।৭।২৫, ১,৬৪।৪, ১।১৬৬।১০, ঋষ্টিৱিদ্যুতঃ ১।১৬৮।৫, ৫।৫২।১৩, ৫৩।৪, অংসেষু ৱ ঋষ্টয়ঃ পৎসু খাদয়ো ৱক্ষঃসু রুক্মা মরুতো রথে শুভঃ, অগ্নিভ্রাজসো ৱিদ্যুতো গভস্ত্যোঃ (দুটি হাতে) শিপ্রাঃ শীর্ষসু ৱিততা হিরণ্যয়ীঃ ৫।৫৪।১১, ৱাশীমন্ত ঋষ্টিমন্তো মনীষিণঃ সুধন্বান ইষুমন্তো নিষঙ্গিণঃ ৫৭।২, গণং…খাদিহস্তম্ ৫৮।২…। [১]দ্র. ৮।৭।২৫, ১।৬৪।৫, ৯, ১৬৮।৫, অন্যে.নং. অহ ৱিদ্যুতো মরুতো জজ্ঝতীর্ ইৱ (যেন ঝলমল করছে)। ভানুর্ অর্ত ত্মনা দিৱঃ (প্রভা ছড়িয়ে পড়ল আপনাহতে দ্যুলোক থেকে ৫।৫২।৬, ১৩, ৫৪।১১, স্বৱিদ্যুতঃ ৮৭।৩…। ঝড়ের দেবতা তু. ৱাতান্ ৱিদ্যুতাম্ তৱিষীভির্ অক্রত (করলেন) ১।৬৪।৫। [২]১।৮৫।৩ (৭।৫৬।১১) ; তু. ৮।৭।২, ১৪, ২৫, ২৮, ১।.৬৭।৪, ৭।৫৬।১৬, ৮।২০।৪। এই প্রসঙ্গে 'শুভে' (শুভ্রতার জন্য, আলো ফোটাতে) পদের পুনঃপুনঃ ব্যবহার ল. : ১।৮৭।৩, ৮৮।২, ১৬৭।৬, ৫।৫২।৮, ৫৭।৩, তৈ.তারদ্ অন্যে মরুতো য়থেমে ভ্রাজন্তে রুক্মৈর্ আয়ুধৈস্ তনূভিঃ, আ রোদসী ৱিশ্বপিশঃ পিশানাঃ সমানম্ অঞ্জ্যঞ্জতে শুভে কম্'—এমন করে অন্য মরুতেরা তো ঝলমল করেন না যেমন এঁরা (অর্থাৎ আমি যাঁদের দর্শন পেয়েছি) করছেন সোনার আয়ুধে আভরণে তনুতে; বিশ্বরঞ্জন তাঁরা দ্যাবাপৃথিবীকে রঞ্জিত করে একইরকম ঝলকে ঝলসে

আলোর পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে, তার পারিভাষিক সংজ্ঞা 'ভানু'।[৩] মরুতেরা 'স্বভানবঃ'—ঝড়-বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর প্রসন্ন-নির্মল আকাশের মত।[৪] এই ভানুই ক্রমে সূর্যের মত জ্বলে ওঠে, মরুতেরা তখন 'পাবকাসঃ শুচয়ঃ সূর্যা ইব',[৫] সূর্যের রশ্মির মত তাঁরা ঝলমলে,[৬] হিরণ্ময় স্থিরদীপ্তিতে প্রজ্বল[৭]—এককথায় তাঁরা 'সূর্যত্বচ আদিত্যাসঃ'।[৮] তন্ময় এই জ্যোতিরুদ্ভাস হতেই তাঁদের নাম হয়েছে 'মরুৎ', যার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হল 'বিদ্যুতের দীপ্তিতে ঝলমল।[৯] এরই রূপান্তর হল 'মর্য' বা তারুণ্যে ঝলমল, যা তাঁদের বহুপ্রযুক্ত বিশেষণ।[১০]

ব্রাহ্মণে মরুতেরা 'রশ্ময়ঃ' [৬০০]। কিন্তু রশ্মিগুলি পৃথক্-পৃথক্ বিচ্ছুরিত নয়, তারা সবাই মিলে একটি পুঞ্জভাবের সৃষ্টি করেছে, অতএব তাদের মধ্যে ভেদ দুর্নিরীক্ষ্য। তাই মরুদ্গণের মধ্যে ছোট-বড়-মাঝারির ভেদ নাই, তাঁরা সবাই একরকম।[১] এইথেকে বৈদিক অদ্বৈতভাবনার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মেলে। মরুতেরা 'দিবস্পুত্রাসঃ'—দ্যুলোকের সমব্যাপ্ত আলোক হতে প্রাদুর্ভূত।[২] কিন্তু এই প্রাদুর্ভাব 'বি-ভূতি' বা আলাদা-আলাদা হওয়া নয়—'সম্-ভূতি' বা সব-কিছু একসঙ্গে হওয়া। সম্ভূতি হল অব্যাকৃত হতে ব্যাকৃতির প্রথম ধাপ। তখনকার অনুভব 'সংবিৎ', কিন্তু 'সংজ্ঞান' নয়।[৩] তাই দেখি, ঋক্‌সংহিতায় মরুদ্গণের সংখ্যা দেওয়া আছে, কিন্তু নাম নাই।[৪] এই ব্যাপার 'দেবীর্ আপঃ'-র বেলাতেও। অপ্ আর মরুৎ দুইই বোঝাচ্ছে প্রাণকে—কিন্তু সাধারণত একটি নেমে আসে পৃথিবীর দিকে, আরেকটি উজিয়ে যায় দ্যুলোকের দিকে। মরুতেরা তাই 'অনবভ্ররাধসঃ'[৫] তাঁদের ঋদ্ধি বা সিদ্ধি কখনও ভাটিয়ে যায় না, তাঁদের প্রসাদ আধারে

উঠছেন শুভ্র আলো ফোটাতে ৭।৫৭।৩। [৩]তু. ক. 'অনুভা' ২।২।১৫ ; ঋ. 'শ্রিয়সে কং ভানুভিঃ সং মিমিক্ষিরে তে রশ্মিভিস্ ত ঋক্বভিঃ সুখাদয়ঃ'—ভানুতে-ভানুতে তাঁদের মেশামিশি···শিখায়-শিখায়—সুন্দর নূপুর যাঁদের পায়ে ১।৮৭।৬। ঋক্ব॥ 'অর্চিঃ' < √ঋচ্ 'শিখা হয়ে জ্বলে ওঠা ; গান গাওয়া'। শিখা অগ্নির, রশ্মি সূর্যের, আর ভানু যেমন আলোকপ্লাবিত আকাশের। [৪]তু. ১।৩৭।২, ৮।২০।৪, ৫।৫৩।৪, ৫৪।১, ৬।৪৮।১২, ১।৮২।২। তু. উষা ৬।৬৪।৪। কিন্তু বিণ. মরুদ্গণেই নিরূঢ়। অধিকন্তু তাঁরা 'চিত্রভানবঃ' ১।৮৬।১১। [৫]১।৬৪।২ ; তু. ৫।৫২। [৬]বিরোকিণঃ সূর্যস্যে.ব রশ্ময়ঃ ৫।৫৫।৩, মহিত্বম্ (মহিমা) দিদৃক্ষেণ্যং (দর্শনীয়) সূর্যস্যে.ব চক্ষণম্ (দর্শন) ৪। [৭]স্থারশ্মানো হিরণ্যয়াঃ ৫।৮৭।৫। [৮]দ্র. ৭।৫৯।১১+১০।৭৭।২। [৯]< √স্মৃ॥ মৃ॥ মর্ 'দীপ্তি দেওয়া, ঝলমল করা' ; তু. 'মরীচি' কিরণ, 'মর্মর' সাদা পাথর Gk. *marmairein* 'to shine', Eng. *morn*। আরও তু. প্রতি 'স্মরেথাং' (সামনে ঝলমলিয়ে উঠলে) তুজয়দ্ভির্ এবৈঃ (চেতিয়ে-তোলা চলনে)···ইন্দ্রাসোমা ৭।১০৪।৭। √স্মৃ-র 'স্মরণ করা, মনে পড়া' অর্থ এইথেকে ; 'স্মৃতি' যেন হঠাৎ আলোর ঝলকানি। ছা.তে সনৎকুমারের 'স্মর' তাই আকাশে অভিনবের বিদ্যুদ্দীপনী ৭।১৩।১ (দ্র. বেমী. ১৫৭[২]৬২। ল. নিঘ.তে 'মরুৎ' হিরণ্য ১।২। যাস্কের ব্যু. মরুতোঽমিতরাবিণো বা.মিতরোচিনো বা মহদ্ দ্রবন্তি ইতি বা (নি. ১১।১৩) অর্থাৎ তাঁরা বিপুল গর্জনে বয়ে চলা আলোর ঝড়। এই ব্যু. আর্থিক। [১০]তু. ঋ. ১।৬৪।২, ৫।৫৩।৩, ৫৯।৬, ৭।৫৬।১। ঋক্‌গুলির 'দিবো মর্যাঃ' আর 'রুদ্রস্য মর্যাঃ' যদি সমার্থক হয়, তাহলে রুদ্র=দ্যৌঃ। ল. তন্ত্রে শিবের আকাশবীজ (হং)।

৬০০ তু. তা. ১৪।১২।৯, শ. ৯।৩।১।২৫। [১]ঋ. তে অজ্যেষ্ঠা অকনিষ্ঠাস উদ্ভিদো (মাটি ফুঁড়ে ওঠেন, তু. বরাহ টী. ৫৯৮৩) ঽমধ্যমাসো মহসা (আলোর শক্তিতে ও মহিমায়) বি বাবৃধুঃ ৫।৫৯।৬, ৬০।৫। [২]১০।৭৭।২। [৩]তু. বৌদ্ধদর্শনে নাম-ধাতুর প্রথমে 'বেদনা' (sensation), তারপর 'সংজ্ঞা' (perception)। [৪]তৈস.তে নাম আছে কিন্তু তারা যেন শুধু নামের জন্যই নাম (দ্র. টীমু. ৬০২৪, ৬০৩)। [৫]তু. ঋ. 'প্র স্কম্ভদেষ্ণা

বৃষ্টির ধারাসারে নেমে এলেও[৬] চেতনাকে তা উদ্দীপ্তই করে। তাঁরা 'নির্ঋতির অকূল হতে উজিয়ে গিয়ে পৌঁছন বিশোক নাকে।'[৭] এ-বিবৃতি হঠযোগের ভাষায় মূলাধারে অব্যক্তের গুহাশয়ন হতে ভ্রূমধ্যের উজানে ব্যক্তিচেতনার বিশ্বচেতনায় বিস্ফারণের সূচক। অন্যত্র তারই বর্ণনা : 'বইয়ে দেন তাঁরা ওজঃশক্তিতে একটি রশ্মিপথ সূর্যের যাওয়ার জন্য, (আর তারপর ওই) তাঁরা ভানুর উদ্ভাসে-উদ্ভাসে ছড়িয়ে পড়লেন।[৮]...(তখন) পৃশ্নি হয়ে (পৃশ্নিপুত্রেরা) দোহন করেন বজ্রধরের জন্য মধু-র তিনটি সরোবর জলভরা মশকের মত ওই উৎস হতে।'[৮] আর এমনি করে আধারে নিগূঢ় হয়ে আছে যে-তমিস্রা তাকে তাঁরা দাবিয়ে দেন সমস্ত লোলুপতার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে, ফুটিয়ে তোলেন সেই জ্যোতি— আমরা উতলা হয়েছি যার জন্য।[৯] আমরা তখন মাথা উঁচু করে দাঁড়াই, যেন নতুন করে বাঁচি।[১০] আমাদের মূর্বন্য আকাশে তখন সূর্য উঠেছে। তার প্রভায় মরুতেরা তখন আলোর পুরুষ, আনন্দে মাতাল দ্যুলোকের বীর—আমাদের মধ্যে তাঁদের সুষম আবেশ।[১১] আমাদের সৌরচেতনায় তখন তাঁরা ফুটিয়ে তোলেন সর্বাত্মভাবের মহিমা।[১২] তারপর একসময় দেখি, এই শুক্লভাতি যেন মিলিয়ে যায় পরঃকৃষ্ণের নীলিমায়, তবুও মরুদ্‌গণের গতিবেগ থামতে চায় না—বারুণী মহাশূন্যতায় সারি-সারি উড়ে চলেন তাঁরা হাঁসের মত, যাদের বুক সাদা কিন্তু পিঠ নীল।[১৩]

অনরভ্ররাধসো অলাতৃণাসঃ'—স্কম্ভ বা আলোকস্তম্ভ (তু. শৌ. স্কম্ভব্রহ্ম ১০।৭ সূ., তত্র 'য়ো রেতসং হিরণ্যয়ং তিষ্ঠন্তং সলিলে বেদ, স বৈ গুহ্যঃ প্রজাপতিঃ' ৪১ ; এইপ্রসঙ্গে তু. ঋ. ৪।৫৮।৫, টী. ১৩১৬) যাঁদের দান, যাঁদের ঋদ্ধিতে নাই ভাটার টান (তু. 'অবভৃথ' যজ্ঞের শেষে যজমানের স্নান এবং যজ্ঞপাত্রগুলিকে ভাটার স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া যাতে তারা সমুদ্রে পৌঁছতে পারে ; সমুদ্র অবশ্যই পরিপ্লাবী বৃহৎ চৈতন্যের প্রতীক), যাঁরা অনায়াসেই বিদ্ধ করেন প্রাণের অবরোধ (< অলম্‌+আ √ তৃদ্‌ 'বিদ্ধ করা' নি. ৬।২ ; তু. রাজা 'প্রতর্দন' কৌ. ৩।১। **'অলাতৃণ'** সংজ্ঞাটি সংহিতায় আরেকবার মাত্র আছে 'বল' বা বৃত্রানুচর আবরিকা শক্তির বিশেষণরূপে ঋ. ৩।৩০।১০ ; সেখানে ব্যু. কর্মবাচো, 'ইন্দ্র যাকে সহজেই বিদ্ধ ও বিদীর্ণ করে জ্যোতির ধারাকে মুক্ত করতে পারেন') ১।১৬৬।৭। আরও তু. ২।৩৪।৪, ৩।২৬।৬, ৫।৫৭।৫। [৬] বৃষ্টির বর্ণনা তু. ১।৩৮।৭-৯, ৫৮।৭, রর্ধনির্ণিজঃ ৩।২৬।৫। এখানে মরুদ্‌গণ এবং অপ্‌-এর সমতা, দুয়েরই উষর আধারে প্লাবন আনেন তু. শৌ. ৪।১৫।৫-১০। আরও তু. ঐব্রা. আপো বৈ মরুতঃ ৬।৩০। [৭] ঋ. নক্ষন্তে নাকং নির্ঋতের্‌ অরংশাৎ ৭।৫৮।১ 'ঋত' cosmos, **'নির্ঋতি'** chaos ; তু. শ. কৃষ্ণা বৈ নির্ঋতিঃ ৭।২।১।৭ ; ব্রাহ্মণে অনেকজায়গায় নির্ঋতি 'পৃথিবী', তন্ত্রে যা মূলাধার (তু. তৈব্রা. নির্ঋ তৈ্য মূলবর্হণী ১।৫।১।৪, তত্র সা.), শৈবদর্শনে নিবৃত্তিকলা বা ভূতের শেষ তাত্ত্বিক পরিণাম)। বংশ বা বাঁশ অব্যাকৃত মূল হতে পর্বে-পর্বে উপরের দিকে উঠে যায় (তু. ঋ. ১।১০।১-২) ; অবংশ সেই অব্যাকৃত (তু. ১০।১২৯।১-৩ ; আরও তু. ২।১৫।২, ৪।৫৬।৩)। [৮] সৃজন্তি রশ্মিম্‌ ওজসা পন্থাং সূর্যায় য়াতবে, তে ভানুভির্‌ বি তস্থিরে।...ত্রীণি সরাংসি পৃশ্নয়ো দুদুহ্রে বজ্রিণে মধু, উৎসং কবন্ধম্‌ উদ্রিণম্‌ ৮।৭।৮,১০। তিনটি সরোবর তু. উপনিষদের তিনটি 'আবসথ' (ঐ. ১।৩।১২) যারা যথাক্রমে মূর্ধা ভ্রূমধ্য ও হৃদয় (তু. গী. ৮।১০, ১২-১৩)। [৯] তু. ঋ. গোতম রাহুগণের প্রার্থনা : গূহতা গুহ্যং তমো বি য়াত বিশ্বম্‌ অত্রিণম্‌, জ্যোতিষ্‌ কর্তা য়দ্‌ উশ্মসি ১।৮৬।১০। 'অত্রিন্‌' < √ অদ্‌ 'খাওয়া', তু. 'ক্রব্যাদ্‌' (১০।৮৭।২,৫) রাক্ষসী শক্তি দ্র. টী. ৮১। তাদের 'নিগূহিত' করতে হবে পাতালে, যেন সেখানে থেকে আর মাথা তুলতে না পারে (তু. ৭।১০৪।২,৩ দ্র. টী. ১৮৯১0। তু. অগস্ত্য মৈত্রাবরুণির প্রার্থনা : উর্ধ্বান্‌ নঃ কর্ত জীবসে ১।১৭২।৩। [১১] তু. য়ন্‌ মরুতঃ সভরসঃ স্বর্ণরঃ সূর্যে উদিতে মদথা দিবো নরঃ ৫।৫৪।১০। **'সভরসঃ'** সম্বোধনে, সমান 'ভরস্‌' বা আবেশ (< √ ভৃ বহন করা', তু. 'ভ্রূণ' 'ভর') যাঁদের আমাদের মধ্যে। অনন্য প্রয়োগ। [১২] অচ্ছা সূরীন্‌ সর্বতাতা (লক্ষ্যার্থে সপ্তমী) জিগাত (ছুটে চল) ৭।৫৭।৭। **সূরি** < 'সূর' সূর্য ॥ 'স্বর্‌'। [১৩] তু. সমশ্‌ চিদ্‌ধি তন্বঃ শুম্ভমানা আ হংসাসো

এমনি করে মরুতেরা যেমন রুদ্রগণ, তেমনি আবার আদিত্যগণও। অর্থাৎ উপনিষদের ভাষায় তাঁরা ইন্দ্রেরই মত প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ [৬০১]। কিন্তু মুখ্য আদিত্য-গণের সঙ্গে তাঁদের তফাত—ওঁদের নাম রূপ গুণ ও কর্মের ভেদ আছে, কিন্তু এঁদের নাই। এ যেন অব্যাকৃত প্রাণের সমরসতা হতে ব্যাকৃত চৈতন্যের বিস্পষ্টতায় উত্তীর্ণ হওয়া। আর সেই বিস্পষ্টতার আধার অন্তরিক্ষের উপান্তে ইন্দ্র আর দ্যুলোকের মূর্ধায় বিষ্ণু—যাঁদের সঙ্গে মরুদ্‌গণের ঘনিষ্ঠ যোগ। কিন্তু সেকথা পরে।

এবার তাঁদের সংখ্যার কথা। ঋক্‌সংহিতার একজায়গায় তাঁরা 'ত্রিসপ্ত' বা একুশজন, শৌনকসংহিতাতেও তাই [৬০২]। আরেকজায়গায় কিন্তু তাঁরা 'সপ্ত⋯সপ্ত শাকিনঃ' অর্থাৎ উনপঞ্চাশ জন শক্তিধর দেবতা।[১] মনে হয়, সপ্ত আদিত্যের মত মূলত সাত জন মরুতের একটি গণ[২]—যেমন অন্যত্র পাই 'আপো মাতরঃ সপ্ত', 'সপ্তা.পো দেবীঃ' বা সপ্ত সিন্ধু,[৩] যাঁরা সবাই প্রাণের ধারা বা সমুদ্র। লোকভেদে অথবা ধামভেদে তাঁরা হয়েছেন একুশ বা উনপঞ্চাশ। মাধ্যন্দিনসংহিতার একজায়গায় ছয়টি গণের এবং আরেকজায়গায় আরেকটি গণের উল্লেখ পাওয়া যায়—নাম সহ।[৪] নামগুলি অনেকটা মরুদ্‌গণের বিশেষণের তালিকার মত—বিশেষত 'ঈদৃঙ্', 'অন্যাদৃঙ্', 'সদৃঙ্', 'প্রতিসদৃঙ্' ইত্যাদি নাম তাঁদের মধ্যে একটা অস্পষ্ট স্বগতভেদের মাত্র সূচনা করে।⋯ব্রাহ্মণে মরুতেরা সপ্তগণে বিভক্ত[৫] এবং তাঁদের উদ্দিষ্ট পুরোডাশও সপ্তকপাল।[৬] মুণ্ডকোপনিষদে পাই, 'সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ⋯সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত।'[৭]

আবার ঋক্‌সংহিতার একজায়গায় দেখি, 'ত্রিঃ ষষ্টিঃ⋯মরুতো বাবৃধানা উস্রা ইব রাশয়ঃ'—তিন ষাট্ মরুদ্‌গণ বেড়ে চলেছেন—আলোর যেন রাশি [৬০৩]। তিন ষাট্'কে অনেকে বলেছেন 'তেষট্টি', কেননা তাতে সাতের গুণিতক পাওয়া যায়। কিন্তু মনে হয়, 'তিন ষাট' এখানে বোঝাচ্ছে একশ' আশি এবং তা লক্ষ্য করছে সূর্যের উত্তরায়ণের দিনগুলিকে। তখন আলোর ক্রমিক উপচয়, যা জ্যোতির্ময় প্রাণেরই উপচয়। তাইতে মরুতেরা 'বাবৃধানাঃ'।[১] সায়ণ 'তিন ষাট্'কে তেষট্টি ধরে নয়টি গণের কথা বলছেন এবং

নীলপৃষ্ঠা অপপ্তন্ ৭।৫৯।৭। **সস্বঃ** গোপনে-গোপনে (তু. নিব. ৩।২৫, তত্র দুর্গ 'সুপ্তম্ ইব' < √ সস্‌ 'ঘুমানো'); ঋ. ৭।৫৮।৫, ৬০।১০। সবার আড়াল দিয়ে উড়ে চলেছেন—তনু শুভ্র, কিন্তু পৃষ্ঠ নীল। তাঁদের গতি তখনও থামে না, তু. ৫।৫৪।১০।

৬০১ তু. কৌ. ৩।২।

৬০২ তু. ঋ. (ইন্দ্রঃ) সত্বভিস্ ত্রিসপ্তৈঃ ১।১৩৩।৬ ; শৌ. ত্রিসপ্তাসো মরুতঃ ১৩।১।৩। [১]ঋ. ৫।৫২।১৭। [২]তু. শ. সপ্ত-সপ্ত হি মারুতা গণাঃ ৯।৩।১।২৫। [৩]ঋ. ৮।৯৬।১, ১০।১০৪।৮ ; ১।৩২।১২, ২।১২।৩, ৪।২৮।১⋯। [৪]মা. ১৭।৮০-৮৫, ৩৯।৭। তৈস.তে কিন্তু পাঁচটি গণের উল্লেখ পাই ৪।৬।৫।৫-৬। [৫]শ. ২।৫।১।১৩, ৫।৪।৩।১৭, তৈ. ১।৬।২।৩, ২।৭।২।২। [৬]তা. ২১।১০।২৩, শ. ২।৫।১।১২, ৫।৩।১।৬। [৭]মু. ২।১।৮। ইতিহাস-পুরাণে 'উনপঞ্চাশ পবন' প্রসিদ্ধ।

৬০৩ ঋ. ৮।৯৬।৮। অত্র Geldner টী. দ্র.। [১]তু. 'সাকং জাতাঃ সুভ্বঃ সাকম্ উক্ষিতাঃ শ্রিয়ে চিদ্

সংহিতা ও আরণ্যক হতে প্রমাণ উদ্ধার করেছেন। কিন্তু নানাকারণে তা সঙ্গত মনে হয় না।[২]

আগেই দেখেছি, দেবতারা ত্রিষধস্থ। কোনও-একটি লোকে তাঁদের বিশেষ প্রকাশ ঘটলেও সেই লোকেই তাঁরা অবরুদ্ধ থাকেন না। মরুদ্‌গণও তাই অন্তরিক্ষস্থান দেবতা হয়েও 'বেড়ে চলেন পৃথিবীতে, বিপুল অন্তরিক্ষে, মহাদ্যুলোকের সধস্থে বা চিৎকেন্দ্রে—নদীদের বাঁকে-বাঁকে [৬০৪]'। এই কথাই অন্যভাবে বলা হয়েছে: তাঁরা 'পৃশ্নিমাতরঃ' দ্যুলোকে—কেননা পৃশ্নি বৃহতের সংস্পর্শ; তাঁরা 'সিন্ধুমাতরঃ' অন্তরিক্ষে—কেননা সিন্ধু চিন্ময় প্রাণের ধারা; তাঁরা 'গোমাতরঃ' পৃথিবীতে—কেননা গো পৃথিবীতে অবরুদ্ধ চিজ্জ্যোতি।[১] অবশ্য তাঁরা মুখ্যত 'অন্তরিক্ষভাজনা ঈশ্বরাঃ'।[২] কিন্তু অন্তরিক্ষে

আ প্রতরং রার্‌ধুর্‌ নরঃ, রিরোকিণঃ সূর্যস্যে.র রশ্ময়ঃ শুভং য়াতাম্‌ অনু রথা অবৃৎসত—একসঙ্গে জন্মালেন তাঁরা, সুমঙ্গল তাঁদের আবির্ভাব; একসঙ্গেই তাঁরা বেড়ে চলেন; শ্রীর দিকেই আরও বিশেষ করে বেড়ে চলেছেন (এই) বীরেরা; ঝলমলে তাঁরা সূর্যের রশ্মির মত; শুভের দিকে তাঁরা চললেন যখন, পিছনে-পিছনে রথেরা চলল গড়িয়ে ৫।৫৫।৩। ঋকের চতুর্থ পাদটি সূক্তের ধুরা। মরুদ্‌গণের আলোকঝঞ্ঝার গতি তীব্র হতে ক্রমে তীব্রতর হতে থাকে। তার লক্ষ্য হল '**শ্রী**' এবং '**শুভ্‌**'এ পৌঁছনো। এই দুটি সংজ্ঞা ঋ.তে বহুপ্রযুক্ত—দ্বিতীয়টি বিশেষ করে মরুদ্‌গণের বেলায় (তু. ৩।২৬।৪, ১।৬৪।৪, ৮৭।৩, ৮৮।২, ১২৭।৬, ১৬৭।৬, ৫।৫২।৮, ৫৭।৩, ৬৩।৫, ৭।৫৭।৩…; সর্বত্র লক্ষ্যের দ্যোতনা; দ্র. টীমু. ৫৯৯২)। এই শুভ্‌ বা 'শুভ্র শোভা' হল আলোর একটি শুভ্রচ্ছটা যাকে আমরা সৌরকরোজ্জ্বল নীলাকাশের লাবণ্যরূপে দেখতে পাই। নীলাকাশ বিষ্ণু, আর তাঁতে 'নিত্যশ্রিত' এই শুভ্র লাবণ্যই তাঁর 'শ্রী'। উপনিষদে তা-ই হয়েছে আদিত্যবর্ণ পুরুষের 'নীলং পরঃ কৃষ্ণম্‌' আর 'শুক্লং ভাঃ'। দুটি মিলিয়ে বিষ্ণুর 'পরমপদ'। বিশ্বপ্রাণের আলোকঝঞ্ঝা ছুটে চলেছে তারই দিকে। তাইতে বিষ্ণুর এক সংজ্ঞা 'এবয়ামরুৎ' (দ্র. টীমু. ৬২৫: অশ্বিদ্বয়ের বেলাতেও 'শ্রী' ও 'শুভ'এর সহচার দ্র. ৬।৬৩।৬)।…আরও তু. তা. ১৪।১২।৯, শ. ৯।৩।১।২৫। [২]দ্র. সাভা.। বস্তুত তৈস.তে পাঁচটি গণে মাত্র পঁয়ত্রিশটি নাম পাওয়া যায় (৪।৬।৫।৫-৬); মা.তে আরও দুটি গণ বেশী আছে (১৭।৮৫, ৩৯।৭)। তৈআ.র দুটি অনুবাকে (৪।২৪-২৫) সাত+সাত+পাঁচ মোট উনিশটি নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে চারটি নাম পুনরুক্ত। আবার মা.র নামতালিকার চারটি নাম তৈআ.তে পুনরুক্ত। মা.র 'সাসহ্বান্‌' আর তৈআ.র 'সহসহ্বান্‌' যদি এক হয়, তাহলে আরও একটি নাম কমে যায়। সুতরাং নামের সংখ্যা তেষট্টি কোনমতেই হয় না—আরণ্যকের পুনরুক্তি বাদ দিয়ে মা. আর তৈআ.র মোট সংখ্যা হয় ষাট্‌। ঋ.র 'তিন ষাট্‌' উত্তরায়ণের তিন ঋতুতে তারই ত্রিগুণিত সংখ্যা কি না বিবেচ্য।

৬০৪ ঋ. য়ে বাবৃধন্ত পার্থিবা য় উরাব্‌.অন্তরিক্ষ আ, বৃজনে বা নদীনাং সধস্থে বা মহো দিবঃ (৫।৫২।৭; 'নদীনাং বৃজনে' উপনিষদের ভাষায় গুহাগ্রন্থিতে, হঠযোগে একেকটি চক্রে নাড়ীর সঙ্গমস্থলে, তু. 'অপাম্‌ অনীকে সমিথে' ৪।৫৮।১১, টী. ২১৩৪); ত্যান্‌ নু পূতদক্ষসো (শুদ্ধসঙ্কল্প, সত্যসঙ্কল্প) দিবো বো মরুতো হুবে, অস্য সোমস্য পীতয়ে। ত্যান্‌ নু য়ে বি (পৃথক করে) রোদসী তস্তভুর্‌ (স্তম্ভের মত ধরে রয়েছেন) মরুতো হুবে, অস্য…। ত্যং নু মারুতং গণং গিরিষ্ঠাং (পার্থিব চেতনার মূর্ধায়, তু. টী. ৪২৮) বৃষণং হুবে, অস্য…৮।৯৪।১০-১২। [১]তু. 'য়দ্‌ য়ূয়ং পৃশ্নিমাতরো মর্তাসঃ স্যাতন, স্তোতা বো অমৃতঃ স্যাৎ'—যদি তোমরা হে পৃশ্নিমাতৃকগণ, মর্ত্য হতে আর তোমাদের স্তোতা হত অমৃত (তাহলে সে তোমাদের এমন করে দুঃখ দিত না। এটি অভিমানের কথা, যার মধ্যে দেবতা ও মানুষের সম্বন্ধের নিবিড়তম প্রকাশ, দ্র. টীমু. ২৫১৭) ১।৩৮।৪, অতঃ পরিজ্‌মন্‌ (চারদিক থেকে ছুটে আসছ যারা; গণ উদ্দিষ্ট, তাই একবচন) আ গহি দিবো বা রোচনাদ্‌ অধি (দ্যুলোকের ঝলমলানি হতে) ১।৬।৯, ৮।৭।৩, ১৭, ১।৮৫।২, ৫।৫৯।৬ (এই মন্ত্রে তাঁদের আবার 'উদ্‌ভিদঃ' বলা হয়েছে, তখন তাঁরা পৃথিবীর পুত্র); 'সিন্ধুমাতরঃ' ১০।৭৮।৬ ('সিন্ধু' এখানে সরস্বতী, তাঁর সঙ্গে মরুদ্‌গণের ঘনিষ্ঠ যোগ দ্র. টীমু. ৪১২; সরস্বতীতে যেমন প্রাণ ও প্রজ্ঞার সমাহার, মরুদ্‌গণেও তা-ই। সূক্তটির একটি ছাড়া প্রত্যেক ঋকের প্রতি পাদে মরুদ্‌গণের বিচিত্র উপমান ল.); 'গোমাতরঃ' ১।৮৫।৩ ('গো' এখানে পৃশ্নি বা পৃথিবী দুইই হতে পারে; অনুরূপ ভাবনা তু. ৫।৫৯।৬)। [২]দ্র. শাব্রা. ৭।৮। [৩]তু. ঋ. ১।১৬৮।৪, ৫।৫৬।১, য়দ্‌ উত্তমে মরুতো মধ্যমে বা য়দ্‌

থাকলেও তাঁদের প্রজ্ঞা ও বীর্য আহৃত হয় দ্যুলোক থেকে, তাই দ্যুলোকের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ—যেমন ইন্দ্রের। দুটি দেবতাকেই স্থাপন করতে হয় রোদসীর পরম প্রত্যন্তে যা দ্যুলোকের সন্নিহিত। মরুদ্‌গণ তাই যেন অনায়াসে নেমে আসেন দ্যুলোক থেকে,[৩] তার উপান্তে বিশোক নাককে তাঁরা নির্ঝরিত করেন ঝলমল পিপ্পলের মত,[৪] বিষ্ণুর পরমপদে মধু-র উৎসকে উছলে তোলেন।[৫] শ্রেষ্ঠতম নর তাঁরা, একে-একে আসেন সুদূরের পরমপ্রান্ত হতে,[৬] যে-মহাব্যোমে তাঁরা নিষণ্ণ ছিলেন উত্তুঙ্গ পর্বতের মত।[৭] ওইখান থেকে তাঁরা নেমে আসেন পৃথিবীর 'পরে—ঝড়ের গর্জনে, বিদ্যুতের ঝলকে, বৃষ্টির ধারাসারে। তাঁদের চলার বেগে এই পৃথিবী তখন বিপুলা হয়; ভর্তা যেমন ভার্যার গর্ভাধান করে, তেমনি আপন বীর্যের উপচয়কে তাঁরা নিহিত করেন তার মধ্যে।[৮] এমনি করে দ্যুলোক হতেই তাঁদের শক্তিপাতে মর্ত্য আধারের বন্ধ্যাত্ব ঘোচে। মরুদ্‌গণ তখন দ্যুলোক আর ভূলোকের মধ্যে সেতুস্বরূপ, যেমন চিৎ ও জড়ের মধ্যে প্রাণ সেতু।

পৃথিবীতে মরুদ্‌গণের বিশেষ যোগ পর্বত আর নদীর সঙ্গে। তার মধ্যে সংহিতায় আবার নদীসম্পর্কের উপরে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। এর নৈসর্গিক কারণ সুস্পষ্ট। পাহাড়ের চূড়ায় মেঘ জমে, সেই মেঘ গলে পাহাড়ী নদীর বুকে ঢল নামায়—সূর্যের উত্তরায়ণের শেষে এটি উত্তরাখণ্ডের একটি সাধারণ ঘটনা। এই ব্যাপারকে মরুদ্‌গণের বেলায় একটি অধ্যাত্মব্যঞ্জনার বাহনরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। পর্বতের অক্ষোভ্যতা ও তুঙ্গতা—বিশেষত চিরতুষারে ঢাকা হিমবানের শৃঙ্গগুলি—তাকে একটা মহিমা দান করেছে [৬০৫]। উপনিষদেও পর্বতকে ধ্যানগম্ভীরতার উপমানরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।[১] সংহিতার একটি মারুতসূক্তে দেবতার উদ্দেশে 'মতি' বা মননকে বলা হয়েছে 'গিরিজা' অর্থাৎ ভ্রূমধ্যনিহিত অগ্র্যবুদ্ধি হতে জাত।[২] যজুঃসংহিতায় রুদ্র 'গিরিশন্ত',[৩] উপনিষদে মহাশক্তি 'হৈমবতী'।[৪] ঋক্‌সংহিতায় ইন্দ্র, সোম ও বিষ্ণু—সবাই 'গিরিষ্ঠাঃ' অর্থাৎ ভ্রূমধ্য- বা মূর্ধন্য-চেতনায় প্রতিষ্ঠিত।[৫] চেতনার উত্তরায়ণের একটি রূপক হল 'পর্বতের সানু

য়া.য়মে সুভগাসো (আবেশ যাঁদের অনায়াস) দিবি ষ্ঠ ৫।৬০।৬ (তিনটি দ্যুলোক যথাক্রমে নাক স্বর্ এবং দিব্)। [৪]তু. ৫।৫৪।১২, টী. ১৫৭৩। [৫]তু. ১।১৫৪।৫ + ৭।৫৭।১। [৬]তু. কে ষ্ঠা (হস্ছ) নরঃ শ্রেষ্ঠতমা য় একএক আয়য়, পরমস্যাঃ পরাবতঃ (অর্থাৎ বিশ্বোত্তীর্ণ মহাশূন্য হতে, যার ওপারে আর-কিছুই নাই তু. ১০।১২৯।১) ৫।৬১।১। এটি ঋষি শ্যাবাশ্বের একটি দর্শন। [৭]তু. ৫।৮৭।৯। [৮]প্রথিষ্ট যামন্ পৃথিবী চিদ্ এষাং ভর্তে.ব গর্ভং স্বম্ (আত্মপ্রতিরূপ) ইচ্ছবো ধুঃ ৫।৫৮।৭।

৬০৫ তু. ঋ. য়স্যে.মা হিমবন্তো মহিত্বা ১০।১২১।৪, শং নঃ পর্বতা ধ্রুবয়ো ভবন্তু ৭।৩৫।৮। [১]ছা. ৭।৬।১। [২]তু. ঋ. ৫।৮৭।১, আরও তু. দিবঃ শর্ধায় (দ্যুলোকের গণদেবতার উদ্দেশে) শুচয়ো মনীষা গিরয়ো না.প উগ্রা (যেন গিরির মত, যেন প্রবাহের মত বজ্রতেজে) অস্পৃধ্রন্ (স্পর্ধিত হয়ে উঠল) ৬।৬৬।১১ (অর্থাৎ সমস্ত বাধা ঠেলে উজিয়ে উঠল দ্যুলোকের দিকে, আবার সেখান থেকে নেমে এল বন্যার স্রোতে; উপমার্থীয় 'ন'র অন্বয় উভয়ত)। দ্র. ক. ২।১।১২। [৩]মা. ১৬।২,৩; তৈস. ৪।৫।১।১। [৪]কে. ৩।১২, অর্থাৎ হিমবানের দুহিতা; 'হিমবান্' পার্থিবচেতনার অক্ষোভ্য মূর্ধন্য শুভ্রতার উপমান। [৫]ঋ. ইন্দ্র ১০।১৮০।২; সোম ৯।১৮।১, ৬২।৪, ৮৫।১০,

হতে সানুতে আরোহণ।[৬] অতএব দ্যুলোক বা তার প্রত্যন্তে স্থিত মরুদ্‌গণ 'বিরাজ করেন পর্বতে',[৭] তাঁরাও 'গিরিষ্ঠা'[৮], একদিকে তাঁরা মহাব্যোমে যেমন পর্বতের মত অচলপ্রতিষ্ঠ, আরেকদিকে তেমনি তাঁরা উদ্দাম ঝঞ্ঝার বেগে পাহাড়কেও কাঁপিয়ে তোলেন, টলিয়ে দেন।[৯] পাহাড় সেখানে বৃত্রের অন্ধতামিস্রের অনড়তা। ইন্দ্রের বৃত্রহত্যায় মরুদ্‌গণই তাঁর মুখ্য সহকারী।

নদীর সঙ্গে মরুদ্‌গণের সম্পর্ক আরও নিবিড়। 'মরুদ্‌বৃধা' হয় নদীর সাধারণ একটি বিশেষণ, অথবা সরস্বতীর নামান্তর। শেষেরটি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী [৬০৬]। অভীপ্সার উজানবেগে অথবা আবেশের ভাটার টানে যেখানেই 'নদীনাং বৃজনে' বা নদীর বাঁকে অর্থাৎ নাড়ীপথে প্রাণের স্রোত অবরুদ্ধ,[১] সেখানেই মরুদ্‌গণ উপচে উঠে সকল বাধা ভাসিয়ে নেন। তারই জন্য শর্যণাবৎ সুষোমা আর আর্জীকীয়ে রথচক্রকে তাঁরা গভীরে নামিয়ে দেন।[২] নাড়ীতে-নাড়ীতে বিশ্বপ্রাণের ধারা তখন 'সহস্রিয়াসো অপাং নো.র্ময়ঃ'—হাজারে-হাজারে গড়িয়ে-চলা জলের ঢেউএর মত।[৩] 'পরুষ্ণী' নাড়ীর পর্বে-পর্বে তখন মরুদ্‌গণের রথনেমি বজ্রের বীর্যে অদ্রির বাধা ভেঙে চলে, আর সেই সংক্ষোভে তাঁদের শুদ্ধপ্রাণ নদীর বুকে যেন ধোঁয়ারে বা জ্যোতির নীহারিকা সৃষ্টি করে।[৪] অসিক্লীর কৃষ্ণধারায়, সিন্ধুর শুভ্রস্রোতে এবং তারও পরে সমুদ্রের পর সমুদ্রের অকূল

তং মমৃজানং (পরিমার্জিত, বিশুদ্ধ) মহিষং ন সানৌ (গিরিশৃঙ্গে জ্যোতিঃশক্তির মত; তু. সপ্তশতীতে মহিষাসুর-বধের পূর্বে দেবীর আবির্ভাব; **মহিষ** প্রাণের প্রতীক—যেমন 'গো' প্রজ্ঞার, 'অশ্ব' ওজের; সংহিতায় দেবতারা 'মহিষ' অনেকজায়গায়; 'অসুরে'র মত পরে তার অর্থের অপকর্ষ ঘটেছে) অংশুং দুহন্ত্যু.ক্ষণং (ওজঃশক্তিরূপী কিরণকে দোহন করে মতিরা; 'উক্ষন্' < √ রজ্, 'সামর্থ্যে উপচে পড়া'; ষাঁড়—অশ্বেরই মত ওজঃশক্তির প্রতীক) গিরিষ্ঠাম্. তং বাবশানং (উতলা সোমকে) মতয়ঃ সচন্তে (জড়িয়ে ধরে) ত্রিতো বিভর্তি বরুণং সমুদ্রে (আর তখন মনস্বান্ সাধক ত্রিত হয়ে ধারণ করে বরুণকে সমুদ্রে; ত্রিত কুৎসের মত ইন্দ্রসহচর সিদ্ধপুরুষ বা দিব্যপুরুষ, দ্র. টীমু. ২৬১; সোমই এখানে বরুণ বা অব্যক্ত আনন্ত্যের দেবতা; 'সমুদ্র' সর্বতোব্যাপ্ত প্রাণচেতনার প্রতীক) ৯৫।৪; বিষ্ণু ১।১৫৪।২। [৬]তু. ১।১০।২। [৭]৮।৭।১। [৮]৮।৯৪।১২, টী. ৬০৪। [৯]১।৩৭।১২, ৩৯।৫, ৮।৭।৪, ৫।৫৯।৭, ৩।২৬।৪...।

৬০৬ দ্র. টীমূ ৪১২। [১]শ্ব. ৫।৫২।৭, টী. ৬০৪। [২]দ্র. টীমু. ১১১৩। [৩]১।১৬৮।২। আরও তু. 'ধারাবরা মরুতঃ (প্রবহমান দিব্যপ্রাণের স্রোত) 'ভূমিং ধমন্ত অপ গা অবৃণ্বত (গুহাগ্রন্থিতে ফুঁ দিয়ে অপাবৃত করলেন কিরণদের) ২।৩৪।১ (**ভূমি** < √ ভৃ 'বহন করা, ধারণ করা' ভর্তা তু. ১।৩১।১৬, ৪।৩২।২. ৭।৫৬।২০; তু. 'ভরত' অগ্নিবাহক, টীমূ. ৪১৯; যা বহন করা হয়, তা 'ভ্রূণ'; সুতরাং 'ভূমি' চিদগ্নির আশয়; Geldnerএর উপস্থাপনা 'বাঁশির মত কোনও বাদ্যযন্ত্র, তু. ৩।৩০।১০' সম্ভবত এখানে ধ্বনিত; সুষুম্ণকাণ্ডের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির নিগূঢ় যোগ স্ম.)। [৪]উত স্ম তে পরুষ্ণ্যাম্ ঊর্ণা (মেষলোম) বসত (পরলেন) শুন্ধ্যবঃ (শুদ্ধসত্ত্বেরা), উত পব্যা রথানাম্ অদ্রিং ভিন্দন্ত্যো.জসা ৫।৫২।৯। নদীর খরস্রোতে তার বুকে বাষ্পসৃষ্টিকে পশমের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। ঊর্ধ্বস্রোতা প্রাণ তার গতিপথে আলোর কুয়াশা সৃষ্টি করে ছুটে চলেছে, এই ছবি মনে আসে। অনুরূপ বর্ণনা বজ্রক্ষেপী ইন্দ্রের বেলায়: শ্রিয়ে (শ্রীকে পেতে, দ্র. টী. ৬০৩১) পরুষ্ণীম্ উষমাণ (পরে আছেন যিনি) ঊর্ণাম্ (পশমের মত করে), যস্যাঃ পর্বাণি (যার পর্বগুলিকে; এই 'পর্ব' অন্যত্র 'বৃজন' বা বা বাঁক, যোগের নাড়ীগ্রন্থি বা চক্র) সখ্যায় (উপাসককে সাযুজ্য দিতে) বিব্যে (আস্বাদন করেছেন, < √ বী + লিট্ এ) ৪।২২।২। ঐন্দ্রী চেতনার আনন্দধারার মহাশূন্যের দিকে উজান বওয়ার বর্ণনা। পরুষ্ণী আধুনিক ইরাবতী বা রাবী। এখানে অবশ্য 'পন্থানাং মধ্যা' বা মধ্যনাড়ীর প্রতীক। ঋষি যখন যে-নদীর তীরে

বিথারে আছে যে সর্বার্তিহর ভৈষজ্য, তা মরুদ্‌গণ বহন করছেন তাঁদের তনুতে।[৫] তাইতে ত্রিস্রোতা সোমের অন্ধধারাকে তাঁরা রূপান্তরিত করেন প্রাণের শুভ্র সারস্বতধারায়, যা অবশেষে নিজেকে হারিয়ে ফেলে প্রচেতনার মহার্ণবের পরম্পরায়।[৬] তখন মরুদ্‌গণের দাক্ষিণ্যে অসিক্নী বা যমুনার কৃষ্ণস্রোতই প্রজ্ঞা আর ওজের ঋদ্ধির বাহন হয়।[৭]

থাকেন, তখন তা-ই তাঁর সুষুম্ণা। যেমন এখনও উত্তরাখণ্ডের বহু নদীর নাম 'গঙ্গা'। [৫]য়ৎ সিন্ধৌ য়দ্ অসিক্ন্যাং য়ৎ সমুদ্রেষু মরুতঃ সুবর্হিষঃ (বৃহতের এষণা অনায়াস যাঁদের মধ্যে), য়ৎ পর্বতেষু ভেষজম্। বিশ্বং পশ্যন্তো বিভৃথা তনুষ্বা. ৮।২০।২৫-২৬। **অসিক্নীর** ধারা কৃষ্ণ, আর সিন্ধুর ধারা শুভ্র। ল. যমুনা আর গঙ্গার বেলাতেও তাই। রহস্যদৃষ্টিতে একটি মৃত্যুর ধারা (তু. যমুনা॥ যমী), আরেকটি জীবনের। কিন্তু ভেষজ বা অমৃত দুয়ের মধ্যেই আছে। অসিক্নী হতে ভেষজ উদ্ধরণ তু. 'অয়ং চক্রম্ ইষণৎ সূর্যস্য ন্যে.তশং রীরমৎ সস্‌মাণম্, আ কৃষ্ণ ঈং জুহুরাণো জিঘর্তি ত্বচো বুধ্নে রজসো অস্য য়োনৌ। অসিক্ন্যাং য়জমানো ন হোতা'—ইনি (ইন্দ্র) ছুটিয়ে দিলেন সূর্যের চক্র; (আবার) এতশকে থামিয়ে দিলেন, সে যখন চলছিল; (তখন) কুণ্ডলীপাকানো কৃষ্ণ (সোম) এঁকে অভিষিক্ত করেন ত্বকের গভীর বোধ যেখানে—এই প্রাণলোকের (সেই) যোনিতে, (সেই) অসিক্নীতে যজনশীল হোতা (অগ্নির) মত ৪।১৭।১৪-১৫। তাৎপর্য: যতক্ষণ দিন, ততক্ষণ আলোর অমৃতে ইন্দ্রের অভিষেক। কিন্তু যখন দিন থাকে না, ইন্দ্রের ইচ্ছাতেই সূর্যাশ্ব এতশ ঢলে পড়ে বারুণী শূন্যতার অন্ধতামিস্রে, তখনও কিন্তু অমৃতের ক্ষরণ রুদ্ধ হয় না। সে-সোম্যধারা সৌরকরোজ্জ্বল 'ইন্দু' নয়, অসিক্নীর কালো জলে বয়ে-চলা 'অন্ধঃ'-সোমের ধারা। এই অসিক্নীর স্থান স্পর্শচেতনার উৎসমূলে—উপস্থে (তু. বৃ. সর্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগ্ একায়নম্…সর্বেষাম্ আনন্দানাম্ উপস্থ একায়নম্ ২।৪।১১; তৈউ. প্রজাতির্ অমৃতম্ আনন্দ ইত্যু.পস্থে ৩।১০; কৌ. কেনা.নন্দং রতিং প্রজাতিম্ ইতি উপস্থেনে.তি ১।৭), যোগের ভাষায় মূলাধারে বা যোনিকন্দে। প্রাকৃত চেতনায় এইখানে অন্ধঃ-ওষধির ভোগবতী ধারা। তাকে পবমান সোমে বা ইন্দুতে রূপান্তরিত করাই হল 'অতিরাত্র' যাগের রহস্য (তু. ঋ. ব্রাহ্মণাসো অতিরাত্রে ন সোমে সরো ন পূর্ণম্ অভিতো বদন্তঃ ৭।১০৩।৭, দ্র. টীমূ. ৫১৯[১]; এই ব্রাহ্মণেরা 'মণ্ডূক' বা আনন্দমাতাল। বিদ্র. 'ভগ'-প্রসঙ্গে)। রাতের আঁধারে সব আলো ডুবে গেছে, কিন্তু তবুও অসিক্নীর কূলে জেগে আছেন অগ্নিহোত্রীর প্রাণের দেবতা অগ্নি হোতা হয়ে (তু. প্র. ৪।২-৩। তাঁর আনন্দযাগের আর বিরাম নাই। বামদেব গৌতমের আভাসিত এই তত্ত্বই পরে প্রপঞ্চিত হয়েছে ভাগবতধর্মের 'দিনে গোষ্ঠ এবং রাত্রে রাসে'। দেবতার আনন্দলীলা চলছে অহোরাত্র। মন্ত্রের 'কৃষ্ণ' বাসুদেব কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়ে দেয়।…ঋ. ৮।২০।২৫এর 'ভেষজ' মরুদ্‌গণের রুদ্রসম্পর্ক সূচিত করছে। ঘোর বা কান্ত যা-ই হন না কেন, তাঁরা শুভ্র প্রাণ বলে আরোগ্যের নিদান (তু. ছা. ১।২।৭…)। [৬]তু. ঋ. ১।৩।১২। আলোচিত মন্ত্রে সিন্ধুতে সরস্বতীর ব্যঞ্জনা আছে, কেননা তিনিই 'নদীতমা' ২।৪১।১৬, টী. ৪০৮)। [৭]তু. 'সপ্ত মে সপ্ত শাকিন একমেকা শতা দদুঃ, য়মুনায়াম্ অধি শ্রুতম্ উদ্ রাধো গব্যং মৃজে, নি রাধো অশ্ব্যং মৃজে'—সাত-সাতা (উনপঞ্চাশজন; তু. তৈস. ২।২।১১।১: দ্র. অত্র সা. পৌরাণিক প্রসিদ্ধি এই, অদিতির গর্ভস্থিত বায়ুকে ইন্দ্র উনপঞ্চাশভাগে খণ্ডিত করলেন অর্থাৎ পরমব্যোমের অব্যাকৃত মহাপ্রাণকে লোকসংস্থানের অনুরোধে ব্যাকৃত করলেন) শক্তিধরেরা এককজন একশটি করে (গো আর অশ্ব) আমাকে দিয়েছেন; তাইতে যমুনার তীরে আলোকের বিশ্রুত ঋদ্ধিকে উর্ধ্বে আমি পরিমার্জিত করি, ওজস্বিতার ঋদ্ধিকে করি নিম্নে পরিমার্জিত ৫।৫২।১৭। যমুনা আর অসিক্নী তত্ত্বত এক, দুয়েরই কৃষ্ণধারা, ভোগবতীর মরণাবগাহিনী অন্ধধারা। এই ধারাকে উজান বওয়ানো মরুদ্‌গণের কাজ। তা তাঁরা করেন শতক্রতুর বীর্যে—এই ধ্বনি মন্ত্রের 'শতা'তে। গো আর অশ্ব বা প্রজ্ঞা আর প্রাণের ঋদ্ধি তখন উপচে ওঠে। প্রজ্ঞার মূলে প্রাণ, এটি কৌ.র প্রসিদ্ধি। তাই মধ্যনাড়ী-বাহী প্রজ্ঞার স্থান উর্ধ্বে ('উৎ'). আর প্রাণের স্থান নিম্নে ('নি'; এইসঙ্গে তু. ও.র্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যু.দ্বতঃ ১০।১২৭।২, টীমূ. ৫৪৫; যমুনার মত রাত্রিও কালো মেয়ে)। প্রজ্ঞা আর প্রাণ দুইই সোমের ধারা। কিন্তু প্রাকৃত চেতনায় তারা অবিশুদ্ধ। পবমান সোমের মতই উভয়কে 'মার্জিত' করতে হয় (ল. ঋ.তে সোমসম্পর্কে 'মৃজ্' ধাতুর অতিবহুল প্রয়োগ; তু. ধী-র মার্জন ১।৯৫।৮, টী. ১৯৬[১], স্তোমের 'উন্মার্জন' ১০।১৬৭।৪)। তার ফলে যা পাই, তা 'রাধঃ' বা ঋদ্ধি। পৌরাণিক বলবেন, যমুনার ধারাকে উজান বইয়ে প্রজ্ঞা আর প্রাণরূপিণী 'রাধা'কে পাওয়াই পরমপুরুষার্থ।

নদীর সঙ্গে মরুদ্‌গণের এই নিবিড় সম্পর্ক হতে তাঁরা 'সিন্ধুমাতরঃ'—সিন্ধু তাঁদের মাতা [৬০৭]। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নদী যে নাড়ীর প্রতীক, এ আমরা আগেই দেখেছি।[১] সিন্ধু নদীর একটি সামান্যসংজ্ঞা আর ভৌগোলিক সিন্ধু নদীদের মধ্যে মুখ্য। অধিদৈবত-দৃষ্টিতে সিন্ধু অন্তরিক্ষে স্যন্দমান প্রাণপ্রবাহ, পরমপুরুষ জগতীচ্ছন্দ দিয়ে যাকে স্তম্ভিত করেছেন দ্যুলোকে[২] অর্থাৎ সরস্বতীর উজানধারা যেমন বিনশনে মিলিয়ে যায়, তেমনি সিন্ধুরও ধারা পৃথিবী হতে উজান বইতে-বইতে স্তব্ধ হয়ে যায় দ্যুলোকের আলোর সমুদ্রে।[৩] আবার বৃত্রের অবরোধ হতে মুক্ত সপ্তসিন্ধুর ধারা উৎসারিত হচ্ছে মিত্রাবরুণের আনন্ত্য হতে[৪]—দেবতার শক্তিপাত বা আবেশের দিক্ থেকে একথাও বলা চলে। যেমন ভূলোক আর দ্যুলোকের মধ্যে উজান-ভাটায় অগ্নির দৌত্য, তেমনি প্রাণের প্রবহণও উজান-ভাটায়। সিন্ধু তখন অন্তরিক্ষস্থান মরুদ্‌গণ ইন্দ্র ও সরস্বতী তিনজনেরই মাতা অর্থাৎ প্রাণ ওজঃ এবং প্রজ্ঞার উৎস। 'পরাবৎ' বা পরমব্যোমের ওই সুদূর হতে বিশ্ব-প্রাণের উতল ধারা ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ করে আধারে যখন নেমে আসে, তখন সে যেন দ্যুলোকের গর্জনে ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।[৫] ধারা আর্জীকের শতধার উৎস হতে সুষোমার খাত বেয়ে নেমে আসে শর্যণাবতে গভীর হয়ে। আর তাইতে নাড়ীতে-নাড়ীতে মুক্তি পায় প্রাণের শুভ্র সংবেগ, মরুদ্‌গণের দাক্ষিণ্যে আমাদের মধ্যে ফোটে মহিমা।[৬] নাড়ীবাহিত এই প্রাণসংবেগই মরুদ্‌গণের বাহন 'নিযুতঃ'—বায়ুর মত, যাদের কথা আগে বলেছি। দ্যুলোকের প্রত্যন্তে আছে এক আলোর সমুদ্র। তার পারে যখন

---

৬০৭ তু. ঋ. শুরয়ঃ (সূর্যপ্রভ) সিন্ধুমাতরঃ ১০।৭৮।৬। সংজ্ঞাটি বিণ. সরস্বতীর (দ্র. টী. ৪১০), সোমের ৯।৬১।৭, অশ্বিদ্বয়ের ১।৪৬।২ এবং ইন্দ্রের বেলায় (তু. গর্ভো য়ো বঃ সিন্ধবো মধ্ব উৎসঃ ১০।৩০।৮)। [১]দ্র. টী. ১১১২। [২]১।১৬৪।২৫, টী. ২৫০। **সিন্ধু**—একবচনে আর বহুবচনে দুটি প্রয়োগই আছে। নিঘ. 'সিন্ধবঃ' নদ (১।১৩)। নি. ব্যু. < √ স্য (৫।২৭, সম্ভবত 'সর্তবে সপ্ত সিন্ধূন্' এই মন্ত্রাংশ থেকে), অথবা < √ স্যন্দ্ (১০।৫)। প্রায় সর্বত্র অর্থ 'প্রবহন্ত জলরাশি' (এই অর্থে 'অপ্'এর বিণ. ঋ. ১।১২৫।৫, ৩।৩৬।৬, ৯।২।৪, ৬৬।১৩)। সমুদ্র আর সিন্ধু আলাদা (তু. ৩।৩৬।৭, ৬।১৯।৫, ৩৬।৩, ৮।৬।৪, ৩৫, ৪৪।২৫, ৯।৮৮।৬, ১০।৬৫।১৩...), যদিও দু'এক জায়গায় সিন্ধু যেন সমুদ্রের আভাস আনে। ভৌগোলিক সিন্ধুর নাম নানাজায়গায় আছে (৩।৩৩।৩, ৫, ৫।৫৩।৯, ৮।২৬।১৮ ('শ্বেতয়াররী' শুভ্রপ্রবাহা) ১০.৬৪।৯), কিন্তু তাতেও সরস্বতীর মতই প্রতীকের ইশারা মেলে। সিন্ধু প্রাণের ধারা, 'বৃত্র' বা অবিদ্যাশক্তির দ্বারা অবরুদ্ধ; ইন্দ্র তাকে মুক্তি দিলেন, একথা অনেকজায়গায় আছে (৪।১৭।১, ১৮।৭, ১৯।৫, ৮।৩২।২৫...)। এই প্রসঙ্গে সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ (১।৩২।১২, ২।১২।১২; আরও তু. ১।৩৫।৮, ১০২।২, ২।১২।৩, ৪।২৮।১, ৮।৫৪।৪, সুদেবো অসি বরুণ যস্য তে সপ্ত সিন্ধবঃ অনুক্ষরন্তি কাকুদং সূর্ম্যং সুষিরাম্ ইব (বরুণের কাকুদ্ বা তালু হতে সপ্তসিন্ধুর ধারা ক্ষরিত হচ্ছে যেন ফাঁপা অথচ জ্বলন্ত একটি লৌহস্তম্ভের ভিতর দিয়ে, তু. মা. ১৭।৭৬, তত্র মহীধর; ঋ.তে **সূর্মী** স্তম্ভাকৃতি অগ্নিশিখা ৭।১।৩, পদপাঠে অবগ্রহ নাই; ব্যু. < 'স্বর্' আলো অথবা 'সু + ঊর্মি' তালে-তালে ঢেউ উঠছে যার মধ্যে, তু. নদী বা সমুদ্রের বুকে জলস্তম্ভ যা মধ্যনাড়ীর উপমান হতে পারে) ৮।৬৯।১২, ৯।৬৬।৬...। সূর্য সিন্ধুদের আতত করেছেন তাঁর রশ্মি দিয়ে, আর তাদের জন্য খুঁড়েছেন ঢেউ-খেলানো পথ (৭।৪৭।৪ টী. ১১১২); এই সূর্যরশ্মিরাই উপনিষদে হৃদয় হতে প্রতত নাড়ীজাল (তু. কৌ. ৪।১৯)। মধু-র উৎস ইন্দ্র এই সিন্ধুদের সন্তান (ঋ. ১০।৩০।৮) অর্থাৎ নাড়ীতে প্রাণস্রোত উজান বইলেই দিব্যচেতনার আবির্ভাব হয় (তু. বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ

মরুদ্‌গণের 'পরমা নিযুৎ'এরা চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখনই বুঝি, তাঁরা আসছেন আমাদের কাছে তাঁদের প্রসাদ নিয়ে, বৃহৎ-দ্যুলোক-ছাওয়া অনুত্তম জ্যোতিদের নিয়ে সুমায়া হয়ে।[৭] তখন আমাদের জীবনে অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স দুইই নেমে আসে—দ্যুলোকের ওপারে কুণ্ডলিত আলোর আবরণকে আমরা অনায়াসে বিদীর্ণ করতে পারি।[৮]

১।১৫৪।৫, টীম্. ৯১৭)। আরও তু. 'সপ্তা.পো দেবীঃ সুরণা অমৃক্তা য়াভিঃ সিন্ধুম্ অতরঃ ইন্দ্র পূর্ভিৎ, নবতিং স্রোত্যা নব চ স্রবন্তীর্ দেবেভ্যো গাতুং মনুষে চ বিন্দঃ'—সাতটি অপ্, যাঁরা জ্যোতির্ময়ী আনন্দময়ী এবং অক্ষতা, যাঁদের দিয়ে তোমার সিন্ধুতরণ, হে পুরন্দর ইন্দ্র, (তোমার পার হওয়া) নিরানব্বইটি বহতা স্রোত ; (এমনি করে) দেবতাদের আর মানুষের জন্য পথ খুঁজে'পেলে তুমি (১০।১০৪।৮ ; এখানে সিন্ধু মধ্যনাড়ী, যার স্রোতে বৃত্রশক্তির নিরানব্বইটি অবরোধ ; ইন্দ্র তাদের ভেদ করে ধারাকে বহতা করে দিলেন, আর তাইতে রচিত হল মানুষের জন্য দেবযানের পথ ; সাতটি অপ্ বিশ্বপ্রাণের চিদানন্দময় নিত্যধারা)। কুৎস আঙ্গিরসের সূক্তগুলির (১।৯৪...) ধুরাতে সিন্ধু স্পষ্টত পৃথিবী ও দ্যুলোকের মধ্যে অন্তরিক্ষচারিণী প্রাণধারা আর এই অন্তরিক্ষ যোগীর 'হৃদ্য সমুদ্র' (৪।৫৮।৫)। মিত্রাবরুণ (বিশেষ করে বরুণ) 'সিন্ধুপতী,' কেননা আনন্ত্যচেতনার ওই সমুদ্রে সমস্ত নাড়ী-স্রোতের পর্যবসান (৭।৬৪।২ ; তু. য়ঃ সিন্ধূনাম্ উপো.দয়ে [উৎসমূলে] সপ্তস্বসা [সাতটি সিন্ধু বরুণের সাতটি বোন] স মধ্যমঃ [মধ্যস্থান] ৮।৪১।২, ৯।৯০।২ ; ইন্দ্রও একই কারণে 'পতিঃ সিন্ধূনাম্ অসি রেবতীনাম্ [বেগবতী, খরস্রোতা] ১০।১৮০।১, সোমও ৯।১৫।৫, ৮৬।৩৩...)। যে-'অবি' বা মেষলোমের ভিতর দিয়ে ছেঁকে সোমকে মার্জিত ও পূত করা হয়, একজায়গায় সেও সিন্ধু : 'হরির্ (জ্যোতির্ময় সোম) মিত্রস্য সদনেষু (যেখান দিয়ে চলেন, তার পর্বে-পর্বে ফোটে আনন্ত্যের ব্যক্তজ্যোতি) সীদতি মর্মৃজানো হরিভিঃ সিন্ধুভির্ বৃষা' ৯।৮৬।১১। এখানে 'অবি' বা সূক্ষ্ম নাড়ীজাল সোম্য আনন্দধারার বাহন (আরও তু. 'অয়ং সিন্ধুভ্যো অভবদ্ উ লোককৃৎ' অর্থাৎ আনন্দের স্রোত পড়ছে গিয়ে সমুদ্রের অনিবাধ বৈপুল্যে ২১)। অগ্নি 'শ্রিতো বিশ্বেষু সিন্ধুষু' (৮।৩৯।৮, টী. ২৩০৩) —এখানে সিন্ধু স্পষ্টত নাড়ীবাহিত শক্তিস্রোত। আবার 'সিন্ধু' বায়ুবাহী নাড়ীতন্ত্র : 'দ্বা.বিমৌ বাতৌ (অর্থাৎ নিশ্বাস এবং প্রশ্বাস) বাত আ সিন্ধোর্ (এইটি প্রশ্বাস, নাড়ীতন্ত্র হতে উজিয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে) আ পরাবত (এইটি নিশ্বাস, মহাশূন্য হতে আবিষ্ট হচ্ছে নাড়ীতন্ত্রে), দক্ষং (সামর্থ্য) তে অন্য আ বাতু (এখানে বয়ে আনুক) পরা.ন্যো বাতু য়দ্ রপঃ (আময়, অ-সুখ ; প্রশ্বাসের সঙ্গে তা মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবে) ১০।১৩৭।২। তেমনি সোমও 'সিন্ধোর্ উচ্ছ্বাসে পতয়ন্তম্ উক্ষণম্'—প্রাণস্রোতের উচ্ছ্বসনে উড়ে চলেন ওজস্বান্ (৯।৮৬।৪৩ ; আরও তু. 'সিন্ধোর্ উর্মা' ১২।৩, ১৪।১, ২১।৩, ৮৫।১০, সিন্ধুষ্ব.স্তর্ উক্ষিতঃ ৭২।৭, সিন্ধুষু শ্রিতঃ ৮৬।৮)। অবশেষে পাই, 'জগতা সিন্ধুং দিব্য.স্তভায়ৎ'—জগতীচ্ছন্দ দিয়ে দ্যুলোকে সিন্ধুকে স্তম্ভিত করলেন (১।১৬৪।২৫)। কে, তার উল্লেখ নাই। দেবতা অনিরুক্ত হলে বোঝায় 'প্রজাপতি'কে বা স্রষ্টা ঈশ্বরকে। সিন্ধুকে অর্থাৎ সরস্বতী বা প্রাণ ও প্রজ্ঞার উজান ধারাকে দ্যুলোকে স্তব্ধ করা তাঁর শাশ্বত বিধান। জগতী দীর্ঘতম মাত্রার ছন্দ, তার বারোটি অক্ষর একটি পরিপূর্ণ আদিত্যায়নের প্রতীক। তাকে দিয়ে সিন্ধুকে দ্যুলোকে স্তব্ধ করার অর্থ উপনিষদের ভাষায় হল, জীবনের পূর্ণ পরিক্রমার শেষে সূর্যদ্বার ভেদ করে অব্যয়াত্মা পুরুষে সমাপন্ন হওয়া (তু. মু. ১।২।১১ ; আরও তু. ঋ. ৩।৫৩।৯, তারই নাম 'সিন্ধুতরণ')। [৩]কুৎসের ধুরায় (দ্র. টী. ২৫০) এ-ই তাৎপর্য : সেখানে বরুণ মিত্র এবং অদিতি আনন্ত্যের তিনজন দেবতা, আর পৃথিবী সিন্ধু (বা অন্তরিক্ষ) আর দ্যৌঃ এই তিনটি লোক পাশাপাশি। পৃথিবী অদিতি হয়ে এইখানে আমাদের কোল দিয়েছেন। সেখান থেকে প্রাণের 'শ্বেতযাবরী' সিন্ধুর ধারা 'মিত্রযাতিত' (১।১৩৬।৩, ৩।৫৯।৫, ৮।১০২।১২ ; দেবযান পথে তাঁর আলোই দিশারী) হয়ে মিলিয়ে যায় বারুণী মহাশূন্যতায়। আর তা-ই জীবনকে 'মহৎ' করে। [৪]তাই তাঁরা 'সিন্ধুপতী' ৭।৬৪।২, টী. ৬০৭২। [৫]তু. উশনা ('গণ' উহ্য, তাই একবচন—যদিও ক্রিয়া বহুবচনে) য়ৎ পরাবত উক্ষো রন্ধ্রম্ অয়াতন, দ্যৌর্ ন চক্রদদ্ (কর্তা 'যজমান' উহ্য ; 'ক্রদ্' দ্যুলোকের গর্জন আর মানুষের ক্রন্দন দুইই বোঝাচ্ছে ;' দ্যৌঃ'র উপমেয় মরুদ্‌গণ) ভিয়া ৮।৭।২৬। **'উক্ষ্ণঃ রন্ধ্রঃ'** ব্রহ্মরন্ধ্র ; 'উক্ষা' দ্যুলোক, তু. উক্ষণ্যুর্ (দ্যুলোককে চেয়ে ; 'উক্ষা' আর 'পৃশ্নি' একটি মিথুন, 'উক্ষন্'এ পৃশ্নির ধ্বনি আছে) অগ্নীণাৎ (অগ্নিকে) ঋষিঃ ৮।২৩।১৬। তা.তে 'উক্ষো রন্ধ্রঃ' একজন ঋষির নাম, নামের মধ্যেই সাধনার সঙ্কেত, তু. 'মূর্ধন্বান্' ঋ. ১০।৮৮ সূ.। তাঁর রচিত সামের নাম 'ঔক্ষ্যরন্ধ্র' (সামস. ৫১৭..., ঋ. ৯।১০৭।২১...), তা-ই দিয়ে 'অঞ্জসা স্বর্গং লোকম্ অপশ্যৎ' (তা. ১৩।৯।১৯)। তার মধ্যে সমুদ্রগামী সোমধারার কথা আছে। এটি সোমের উজানধারা ; ভাটায় ওই 'উক্ষ্ণঃ রন্ধ্রঃ' থেকেই ঐউ.র 'বিদৃতি' বা 'নান্দন

মরুদ্‌গণের একটি বৈশিষ্ট্য, তাঁদের মধ্যে ঘোর এবং কান্ত দুটি রূপেরই সমাবেশ ঘটেছে। এর নৈসর্গিক হেতু সুস্পষ্ট। আসলে তাঁরা ঝড়ের দেবতা। ঝড়ের আকাশ যেমন 'ঘোর' 'উগ্র' এবং 'ঘোরবর্পা' [৬০৮] বা চণ্ডমূর্তি, ঝড় থামলে আকাশ তেমনি প্রশান্ত মসৃণ ও স্নিগ্ধ। এই দুটি ভাব পর্যায়ক্রমে আমরা দেখতে পাই রুদ্র ও শিবের মধ্যেও। ঝড়ের আকাশে রুদ্র 'শিকান্' অর্থাৎ দেখান শক্তির খেলা, ঝড়ের পর সেই আকাশেই তিনি 'ধ্রুবান্ শিবঃ' বা আত্মস্থ শিব।[১] সংহিতায় রুদ্র একজন প্রখ্যাত দেবতা। কিন্তু সেখানে পৌরাণিক শিবের স্থান অধিকার করে আছেন বরুণ, কেননা দুজনেই প্রশান্ত প্রসন্ন এবং অনিবাধ আকাশের দেবতা। সংহিতায় রুদ্র আর শিব মিলে আছেন মরুদ্‌গণের মধ্যে—তাঁরাই পৌরাণিক শিবভাবনার মূলে—যাঁর মধ্যে মরুদ্‌গণের মত ঘোর ও কান্ত দুটি রূপ মিশে আছে।[২]

মরুদ্‌গণের ঘোররূপ ফুটে উঠেছে তাঁদের গতিতে—সব-কাঁপানো সব-টলানো ঝড়ের

দ্বার' (১।৩।১২)। [৬]তু. ঋ. আ নো মথস্থ (মহিমার < √ মহ্, 'মহান্ হওয়া' তু. নিয়ুত্বতা রথেনা. য়াহি দাবনে রায়ো মথস্থ দাবনে ১।১৩৪।১) দাবনে অশ্বৈর্ হিরণ্যপাণিভিঃ ('পাণি' কর=কিরণ, তু. সবিতা হিরণ্যপাণি) দেবাস উপ গন্তন। য়দ্ এষাং পৃষতী (মরুদ্‌গণের বাহন নিঘ. ১।১৫, ফুটফুটে মৃগী, তু. কার্তিকের পেখমতোলা ময়ূর, তারকাখচিত আকাশের প্রতীক; আরও তু. দ্বীপিচর্ম-পরা রুদ্র) প্রষ্টির্ (পুরোগামী বাহন) রহতি রোহিতঃ, য়ান্তি শুভ্রা রিণন্ (বইয়ে দিয়ে, এই প্রবাহই 'রয়ি') অপঃ। সুষোমে শর্যণাবত্যা.র্জীকে পস্ত্যাবতি, য়যুর্ নিচক্রয়া নরঃ (দ্র. টী. ১১১৩, আর্জীক 'পস্ত্যাবান্' অর্থাৎ বহুশাখানাড়ীযুক্ত, তু. উর্ধ্বমূল অবাক্‌শাখ অশ্বত্থ, যা বিশ্বমূল প্রাণ ক. ২।৩।১-২) ৮।৭।২৭-২৯। [৭]ঋ. আ নো অবোভির্ মরুতো য়ান্ত্ব.চ্ছা জ্যেষ্ঠেভির্ বা বৃহদ্ দিবৈঃ (তু. অমায় [দুর্বার < 'অম' বল] বো মরুতো য়াতবে দ্যৌর্ জিহীত উত্তরা বৃহৎ [ক্রিয়াবিণ. 'বৃহৎ হয়ে'] ৮।২০।৬, ব্রহ্মভাবের বর্ণনা) সুমায়াঃ, অধ য়দ্ এষাং নিয়ুতঃ পরমাঃ সমুদ্রস্য চিদ্ ধনয়ন্ত (< √ ধন্ 'ছুটে চলা' > 'ধন' লক্ষ্য, অর্থ) পারে ১।১৬৭।২। মরুদ্‌গণের নিজস্ব বাহন 'পৃষতী', একেকজনের একেকটি। বায়ুর বিভূতি বলে 'নিযুৎ'ও তাঁদের বাহন। আবার অগ্নি-মরুতের সংস্তব প্রসিদ্ধ (তু. ১।১৯ সূ., ৩।২৬।৪)। আর অগ্নির বাহন 'রোহিত' (নিঘ. ১।১৫), সুতরাং মরুদ্‌গণেরও তা-ই (তু. ঋ. ১।৩৯।৬, ৮।৭।২৮। তবে কিনা মরুতেরা পৃষতী ঋষ্টি বাশী (বাইস্) আর অঞ্জি (বিদ্যুৎশিখা) নিয়েই জন্মান (১।৩৭।২)। পৃষতীরা হিরণ্ময় (৫।৫৫।৬)। [৮]না.স্য বর্তা (বারণকারী) ন তরুতা (অভিভবকারী) ন্ব.স্তি মরুতো য়ম্ অবথ বাজসাতৌ (ওজঃসিদ্ধিতে), তোকে বা গোষু তনয়ে য়ম্ অপ্সু (সর্বত্র লক্ষ্যার্থে সপ্তমী) স ব্রজং দর্তা পার্যে অধ দ্যোঃ ৬।৬৬।৮। **তোক**।।স্বচ্, 'বৃহতের স্পর্শ' তাইতে আধারে নবজাতকরূপে দেবতার আবির্ভাব, যিনি ক্রমে বেড়ে চলবেন আপন ঘরে (১।১।৮, টী. ১৭১২)। তাঁর এই আবেশের সন্তনন বা অনুবৃত্তি হল **তনয়**। 'গো' প্রজ্ঞা, 'অপ্' প্রাণ। এসবই আসে 'বাজ' বা ওজঃশক্তির সাধনায়।

৬০৮ তু. ঋ. ১।১৬৭।৪; ১৬৬।৬, ৮, ৫।৫৭।৩, ৬।৬৬।৫, ৬, ৭।৫৭।১, ৮।২০।১২; ১।১৯।৫, ৬৪।২ (মরুদ্‌গণে নিরূঢ়)। [১]দ্র. ঋ. ১০।৯২।৯, বেমী. ১১৯।৮৪। [২]ল. মরুৎদের গণকে বলা হয় 'ব্রাত' (তু. ব্রাতং-ব্রাতং গণংগণং ৩।২৬।৬, ৫।৫৩।১১); এদিকে আবার শিবোপাসকেরাও 'ব্রাত্য'। মনে হয়, তারাই পৌরাণিক শিবের প্রমথগণ, যাদের মধ্যে বৈদিক মরুদ্‌গণের ছায়া থাকা খুবই সম্ভব। পৌরাণিক গণপতির মধ্যে বৃহস্পতি আর রুদ্র এসে মিলে গেছেন, একথা আগেই বলেছি (বেমী. ২৩৬৬)। তাঁর হাতির মাথা মনে করিয়ে দেয় তিব্বতীদের মুখোসপরা প্রেতনৃত্য। পৌরাণিক শিব নটরাজ। আবার ঋ.তে দেখি, মরুদ্‌গণও 'নৃতবো রুক্মবক্ষসঃ' ৮।২০।২২ (এই প্রসঙ্গে তু. সৃষ্টির প্রাক্‌কালে দেবতাদের নৃত্য হতে রেণুর [cosmic dust] উৎপত্তি ১০।৭২।৬)।

উদ্দাম বেগে তাঁদের ছুটে চলায়। মরুৎসূক্তগুলিতে তার ফলাও বর্ণনা আছে [৬০৯]। সে-চলা ('যাম') যেন 'উগ্র মন্যু' বা দেবতার রুদ্র রোষ—যার সামনে তলিয়ে যায় মানুষ, নুয়ে পড়ে পর্বত আর গিরি।[১] যা-কিছু পৃথিবীতে অনড় হয়ে আসন পেতে আছে, তাঁদের গর্জনে তারা কাঁপতে থাকে।[২] তাঁদের চলার বেগে ভয়ে থরথরিয়ে ওঠে ওষধি বনস্পতি পাহাড় আর মানুষ—সারা পৃথিবীটাই যেন টলতে থাকে।[৩] তাঁরা তখন 'ত্বেষয়ামাঃ' —বীর্য উথলে ওঠে তাঁদের চলায় : পর্বতে-পর্বতে নির্ঘোষ জাগে, দ্যুপৃষ্ঠ টলমল করে, ভয়ত্রস্ত হয় যত বনস্পতি, লতাগুল্ম যেন রথ হাঁকিয়ে সামনে ছোটে।[৪]

তাঁদের এই দুর্ধর্ষ অভিযানে 'বীর্যবর্ষী পৌরুষের' যে-প্রকাশ, তা সন্দীপ্ত হয় 'বৃত্রতূর্যে'র জন্য—যে-বৃত্র আমাদের মধ্যে প্রাণের ধারাকে অবরুদ্ধ এবং প্রজ্ঞার আলো-কে আবৃত করে রেখেছে। সে-বাধা ভাঙ্‌বার জন্য মানুষ আর দেবতার যুদ্ধ চলছে অবিরাম। সে-যুদ্ধে এই মরুদ্‌গণই 'শুষ্ম' আর 'ক্রতু'র, প্রাণ আর প্রজ্ঞার যোগান দিয়ে চলেন। তাঁরা আধারে নামিয়ে আনেন প্রাণের মহাপ্লাবন, ভূলোক আর দ্যুলোকের মধ্যে প্রজ্ঞার সূর্যকে করেন সংস্থাপিত, পর্বে-পর্বে নিহিত করেন বজ্রের বীর্য। আর তাইতে পর্বে-পর্বে বৃত্রকে দীর্ণ করে যে-পর্বতদের আড়ালে সে লুকিয়ে থাকে তাদের অনাথ করেন [৬১০]!

বৃত্রতূর্যের সময় যে-মরুদ্‌গণ ঝড়ের তাণ্ডবে দুর্ধর্ষ এবং ঘোর, ঝড় থামলে পর তাঁরাই আবার শান্ত এবং কান্ত। তখন তাঁরা 'বীরাসঃ…মর্য্যাসো ভদ্রজানয়ঃ'—বীর বটে, তবুও তারুণ্যে ঝলমল তাঁরা, ঝলমল আর কল্যাণী জায়া তাঁদের সঙ্গিনী [৬১১]। তখন তাঁদের রথে আয়ুধ আর কাঁধে বর্শা থাকলেও বাহুতে বল চিত্তে ওজঃ আর শীর্ষে পৌরুষ থাকলেও বিশ্বশ্রী তাঁদের তনুতে রংএর বাহার খুলে দেয়।[১] তখন তাঁরা কেবল আলো, কেবল শোভা, কেবল শ্রী।[২] তাঁদের তনুতে তখন সর্বরোগহর ভৈষজ্য বা আরোগ্য, যা

---

৬০৯ তু. ঋ. ১।৩৭।৬-৮, ৩৮।৭-১০, ৩৯।৫-৬, ৬৪।৩, ৫।৫৪।৩-৪…। [১]নি বো যামায় মানুষো দধ্র উগ্রায় মন্যবে, জিহীতো পর্বতো গিরিঃ ১।৩৭।৭। এই 'উগ্র মন্যু'র সঙ্গে তু. ঋ.র দুটি মন্যুসূক্ত (১০।৮৩, ৮৪), সপ্তশতী যাদের প্রপঞ্চন। [২]তু. অধ স্বনান্ মরুতাং বিশ্বম্ আ সদ্ম পার্থিবম্, অরেজন্ত প্র মানুষাঃ ১।৩৮।১০। [৩]১।৩৯।৫, ৮।৭।৪, ৩৪, ১।৮৫।৪, ৮, ৮৭।৩…। [৪]যৎ ত্বেষয়ামা নদয়ন্ত পর্বতান্ দিবো বা পৃষ্ঠং নর্যা অচুচ্যবুঃ, বিশ্বো বো অজ্মন্ ভয়তে বনস্পতী রথীয়ন্তী.ব প্র জিহীত ওষধিঃ ১।১৬৬।৫।

৬১০ তু. ঋ. সম্ উ ত্যে মহতীর্ অপঃ সং ক্ষোণী সম্ উ সূর্যম্, সং বজ্রং পর্বশো দধুঃ (ওজঃশক্তি দিয়ে বিভিন্ন পর্বগুলিকে বা আধারের ভূমিগুলিকে সংহিত করেন অর্থাৎ জুড়ে দেন)। বি বৃত্রং পর্বশো যযুর্ বি পর্বতাঁ অরাজিনঃ, চক্রাণা বৃষ্ণি (নিত্যনির্ঝরিত) পৌংস্যম্। অনু ত্রিতস্য যুধ্যতঃ শুষ্মম্ আবন্ন্ উত ক্রতুম্, অন্বি.ন্দ্রং বৃত্রতূর্যে ৮।৭।২২-২৪। আধারের পর্বে-পর্বে যেখানেই বৃত্রের অবরোধ, সেখানেই তাঁরা চালেন বজ্রের তেজ। পর্বে-পর্বে শয়ান বলে এই বৃত্র 'পর্বতবাসী শম্বর' (দ্র. টী. ৫৮২)। 'ত্রিত' ইন্দ্রসহচর আপ্ত্য দেবতা, আবার ঋষিও (দ্র. টীমূ. ২৬১)।

৬১১ তু. ঋ. ৫।৬১।৪। 'মর্য' < √মৃ ॥স্মৃ 'ঝলমল করা, ঝলসে ওঠা.' > 'মরুৎ'। তাঁরা নিত্যতরুণ, তাই 'বৃহদ্ বয়ো দধিরে' ৫।৫৫।১। [১]অংসেষু বো মরুতো অংসয়োর্ অধি সহ ওজো বাহ্বোর্ বো বলং হিতম্, নৃম্ণা শীর্ষস্বা.য়ুধা রথেষু বো বিশ্বা বঃ শ্রীর্ অধি তনূষু পিপিশে ৫।৫৭।৬। [২]এই ভাবটি ৫।৫৫ সূ.র ধুয়াতে : শুভং

তাঁরা আহরণ করেন সিন্ধুর শুক্ল আর অসিক্লীর নীল ধারা হতে, পর্বতের গুহা হতে, সমুদ্রের বিথার হতে।[৩] তাঁদের নিত্যসহচর আমাদেরও ঘিরে তখন নির্ঝরিত হয় শান্তি শক্তি প্রাণের ধারা উষার আলো আর আরোগ্য।[৪] তাঁদের গর্জন তখন রূপান্তরিত হয় সঙ্গীতে,[৫] চণ্ডবেগ যেন স্তন্যপায়ী শিশুর ক্রীড়ায়।[৬] এইটি দেববীর্যের স্বাভাবিক পরিণাম—দুর্বর্ষ তারুণ্য হতে ক্রীড়োচ্ছল শৈশবে ফিরে যাওয়া, স্বধার সহজ লীলায়নে আবার ছোট্ট শিশুটির মত হয়ে যাওয়া।[৭]

এই গেল মরুদ্‌গণের সাধারণ পরিচয়। তারপর তাঁদের জন্মরহস্য এবং অন্যান্য দেবতার সহচারের কথা।

মরুদ্‌গণ 'রুদ্রিয়াঃ' এবং 'পৃশ্নিমাতরঃ' অর্থাৎ রুদ্র তাঁদের পিতা এবং মাতা 'পৃশ্নি' [৬১২]। একটি মন্ত্রে পাই : 'যখন বন্ধুত্ব চাইলাম আমি, তখন সেই সূর্যপ্রতিমেরা ধেনুকে ঘোষণা করলেন মাতা বলে, পৃশ্নিকে ঘোষণা করলেন মাতা বলে। তারপর সংবেগী রুদ্রকে বললেন পিতা সেই শক্তিমানেরা'।[১] আরেকজায়গায় আছে : 'সুকর্মা রুদ্র এঁদের যুবক পিতা, আলোঝলমল পৃশ্নি এঁদের কাছে সুদুঘা'।[২] রুদ্রের সঙ্গে মরুদ্‌গণের আত্মীয়তা এতই নিবিড় যে একাধিকজায়গায় 'রুদ্রাঃ' বলে তাঁদের উল্লেখ আছে, একথা গোড়াতেই বলেছি। রুদ্রগণ আর মরুদ্‌গণ একই প্রাণতত্ত্বের দুটি বিভাব—রুদ্রগণে বা রুদ্রে তার ঘোররূপ প্রকট, শান্তরূপ নেপথ্যে; আর মরুদ্‌গণে দুটিই স্পষ্ট। রুদ্র বেদের একজন প্রখ্যাত অন্তরিক্ষস্থান দেবতা, তাঁর কথা পরে বলছি। কিন্তু পৃশ্নি কে?

য়াতাম্ অনু রথা অবৃৎসত, দ্র. টী. ৬০৩১। [৩]দ্র. টীমূ. ৬০৬৫। [৪]অতী.য়াম (পার হয়ে যাব) নিদম্ (দেবদ্রোহিতা, দ্র. টীমূ. ৫৭১) তিরঃ স্বস্তিভির্ হিত্বা.বদ্যম্ অরাতীঃ (বিত্তশাঠ্য, কার্পণ্য), বৃষ্ট্বী (ঝরিয়ে) শং (শান্তি) য়োর্ (শক্তি) আপ উস্রি (< √বস্ 'আলো দেওয়া') ভেষজং (রুদ্রসম্পর্ক সূচিত করছে) স্যাম মরুতঃ সহ ৫।৫৩।১৪। [৫]তু. য় উগ্রা (বৃত্রবধের সময়) অর্কম্ আনৃচুঃ (অগ্নিসাম গাইতে লাগলেন বৃত্রবধের পর) ১।১৯।৪, ১৬৬।৭, ৮৫।২, ৫।৫২।১। [৬]তে হর্ম্যেষ্ঠাঃ শিশবো ন শুভ্রা বৎসাসো ন প্রক্রীলি.নঃ পয়োধাঃ (< √ধে 'স্তনপান করা') ৭।৫৬।১৬; 'হর্ম্য' আলোয় ঝলমল তুষারশিখর, কৈলাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়) ৭।৫৬।১৬, ১।৩৭।১, ৫, ৮৭।৩, ১৬৬।২, শিশূলা ন ক্রীল.য়ঃ সুমাতরঃ ১০।৭৮।৬। [৭]আদ্ (তার পরেই অর্থাৎ আধারে আলো আর শ্রী ফুটিয়েই দ্র. ৪) অহ স্বধাম্ অনু (আত্মস্থিতির সামর্থ্য আছে বলেই) পুনর্ গর্ভত্বম্ এ.রিরে (উষার আলোয় জন্মেছিলে শিশু হয়ে দ্র. ৩; কাজের শেষে আবার সেই শিশু হয়ে গেলে) ১।৬।৪। তু. বৃ. ৩।৫ ব্রা., বেমী. ২০১৬১৮।

৬১২ দ্র. ঋ. ১।৩৮।৭, ২।৩৪।১০, ৩।২৬।৫, ৫।৫৭।৭, ৭।৫৬।২২...; রুদ্রস্য পুত্রাঃ ৫।৫৯।৮, ৬।৬৬।৩, ০ মর্যাঃ ১।৬৪।২, ৭।৫৬।১, ০ সূনরঃ ৮।২০।১৭, ১।৮৫।১...। পৃশ্নিমাতরঃ ১।৩৮।৪, ৮৫।২, ৫।৫৭।২, ৫৯।৬...। আরও দ্র. ১।১৬৮।৯, ৫।৫২।১৬, ৫৮।৫...। [১]প্র য় মে বন্ধেষে গাং বোচন্ত সূরয়ঃ পৃশ্নিং বোচন্ত মাতরম্, অধা পিতরম্ ইষ্মিণং রুদ্রং বোচন্ত শিক্বসঃ ৫।৫২।১৬। ল. পৃশ্নির কথা বলতে গিয়ে তাঁরা হয়ে গেলেন 'সৌরকরোজ্জ্বল', আর রুদ্রের কথায় 'শক্তিমান্'। মাতার কাছ থেকে আসছে তাঁদের প্রজ্ঞা, আর পিতার কাছ থেকে প্রাণ। আপাতদৃষ্টিতে এখানে মাতা-পিতার স্বরূপের বিপর্যয়। [২]যুবা পিতা স্বপা রুদ্র এষাং সুদুঘা পৃশ্নিঃ সুদিনা মরুদ্ভ্যঃ ৫।৬০।৫। এখানেও অনুরূপ ভাব। বাবা শক্তি, মা আলো। পৃশ্নির ভূমিকা অদিতির মত শান্ত, আর রুদ্র প্রাণচঞ্চল।

পৃশ্নির গো বা ধেনুরূপের বর্ণনা ঋক্‌সংহিতার একাধিকজায়গায় আছে। সর্বত্র তিনি দিব্যধেনু—বৃষভ-ধেনুরূপী আদিমিথুনের অন্যতর [৬১৩]। কিন্তু তাবলে পৃশ্নির মৌলিক অর্থ ধেনু নয়। নিঘণ্টুতে পৃশ্নিকে আদিত্য এবং দ্যুলোকের সাধারণ নাম বলা হয়েছে।[১] যাস্ক শব্দটিকে প্র√অশ্ বা √স্পৃশ্ হতে ব্যুৎপন্ন বলছেন।[২] দ্বিতীয় প্রকল্পই সমীচীন মনে হয়। আকাশ এবং আলো অথবা আকাশভরা আলো সব-কিছুকে ছুঁয়ে আছে, জড়িয়ে আছে; তাই আদিত্য এবং দ্যৌঃ 'পৃশ্নি'।[৩] সংহিতায় 'মধ্যে দিবো নিহিতঃ পৃশ্নির্ অশ্মা' এবং 'গোঃ পৃশ্নিঃ' বোঝাচ্ছে সূর্যপিণ্ড এবং আদিত্যকে।[৪] এইথেকে পৃশ্নির অর্থ 'আদিত্যবর্ণ' 'উজ্জ্বল'। মণ্ডূকসূক্তে মণ্ডূকদের বর্ণের কথায় 'পৃশ্নি' আর 'হরিৎ' বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে।[৫] সেখানে 'পৃশ্নি' আদিত্যবর্ণ বা চকচকে সোনালী, আর 'হরিৎ' সবজে সোনালী। মরুদ্‌গণের মাতা পৃশ্নি তাহলে বিশ্বের সেই আদিজননী, যিনি দ্যুলোক-ভূলোকে পরিব্যাপ্ত আলো হয়ে সবাইকে ছুঁয়ে আছেন।[৬] যে-মাতার মধ্যে বিশ্বের আদিম প্রাণ মাতরিশ্বা উচ্ছূন হয়ে ওঠেন[৭], তিনি সেই অদিতি। তিনি স্বরূপে যেমন অখণ্ডিতা অবন্ধনা হয়ে আছেন দ্যুলোকে, তেমনি বি-রূপা হয়ে পৃথিবীতে আছেন অবরুদ্ধ চিজ্জ্যোতি বা 'গো'রূপে। মরুদ্‌গণ তাই 'গোমাতরঃ' বা 'গোবন্ধবঃ'।[৮] সংহিতাতেই তিনি

---

৬১৩ দ্র. ঋ. ৪।৩।১০ (টী. ১৭১৪), ৫।৬০।৫, ১৬০।৩ (টী. ৪৫৭৬), ৪।৫।৭ (টী. ২১৩৬)। [১]নিঘ. ১।৪। [২]নি. পৃশ্নির্ আদিত্যো ভবতি, প্রাশ্নুত এনং বর্ণ ইতি নৈরুক্তাঃ; সংস্প্রষ্টা রসান্ সংস্প্রষ্টা ভাসং সংস্পৃষ্টো ভাসে.তি বা ২।১৪। ইওরোপীয় প্রকল্প mottled বা চিত্রবর্ণের আভাস এতে নাই। [৩]তু. 'পৃষ্টো' দিবি • অগ্নিঃ পৃথিব্যাং • বিশ্বা ওষধীর্ আ বিবেশ ঋ. ১।৯৮।২, টী. ৩২৭৩; অগ্নির বিণ. 'পৃষ্টবন্ধু' ৩।২০।৩; (ইন্দ্রঃ) ধর্তা দিবো রজসস্ • উধ্বর্ঃ ৪৯।৪ (সা. পৃষ্টঃ সর্বত্র বর্তমানঃ)। 'পৃশ্নি'ও তা-ই। আরও তু. 'পৃক্ষ' টী. ৪০১। [৪]৫।৪৭।৩, ১০।১৮৯।১। উভয়ত্র শব্দটি পুংলিঙ্গ। 'গোঃ' বৃষভ (তু. ৬।৬।৪ 'দ্যুলোক')। [৫]৭।১০৩।৪,৬,১০। [৬]তু. বাকের উক্তি: 'অহং সুবে পিতরম্ অস্য মূর্ধন্ মম য়োনির্ অপ্স্ব্.ন্তঃ সমুদ্রে, ততো বি তিষ্ঠে ভুবনা.নু বিশ্বো.তা.মূং দ্যাং বর্ষ্মণো.প স্পৃশামি'—আমি প্রসব করি পিতাকে এই (জগতের) মূর্ধায়, আমার যোনি অপ্‌দের গভীরে সমুদ্রের মধ্যে; সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ি বিশ্বভুবনের সর্বত্র, আর ওই দ্যুলোককে নিত্যনির্ঝরিত তুঙ্গতা দিয়ে ছুঁয়ে থাকি ১০।১২৫।৭। 'পিতা' পরমব্যোমে যিনি বিশ্বের অধ্যক্ষ (১০।১২৯।৭)। অদিতিরূপে বাক্ তাঁরও জননী। এইটি তাঁর লোকোত্তর স্বরূপ: তখন তিনি অসম্ভূতি, আর পিতা সম্ভূতি—যেমন পৃশ্নি আলো, রুদ্র শক্তি। অসম্ভূতি হয়েও তিনি বিশ্বসম্ভূতির প্রচোদিকা, তাই জননী। 'যোনি' গর্ভাশয় ও গর্ভ দুইই বোঝাচ্ছে, কেননা তিনি স্বয়ম্ভূ—নিজেই নিজেকে জন্ম দেন। 'অপ্' অব্যাকৃত কারণসলিল (তু. ১।১৬৪।৪১-৪২)। তাঁর বিশ্বভুবনরূপে ছড়িয়ে পড়া বিশ্বের পিতা হয়ে। অথচ তিনি 'অতিষ্ঠাঃ' (তু. অত্য.তিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ ১০।৯০।১), সবাইকে ছাপিয়ে থেকেও বিশ্বব্যাপারের প্রবর্তিকা হয়ে দ্যুলোক থেকে উদ্যত হয়ে আছেন। দ্যুলোককে এইভাবে স্পর্শ করে আছেন বলে তিনি 'পৃশ্নি'। [৭]দ্র. ৩।২৯।১, টী. ৩৫৬২। [৮]'গোমাতরঃ' ১।৮৫।৩। তু. 'গোভির্ বাণো অজ্যতে সোভরীণাং রথে কোশে হিরণ্যয়ে, গোবন্ধবঃ সুজাতাস ইষে ভুজে মহান্তো নঃ স্পরসে নু'—আলোয়-আলোয় হৃদয়ের বাঁশি মাখা হয়ে যায় সোভরীদের (ঋষিদের নাম)—(এই তাদের) রথে (যা নাকি) হিরণ্ময় কোশ; আলোর সঙ্গে বন্ধন যাঁদের, তাঁরা (তাতে) অনায়াসে জাত হলেন এষণা আর সম্ভোগের জন্য, মহান্ (হলেন) আমাদের বিজয়ের জন্য (বা উদ্দীপনের জন্য) এই এখনই ৮।২০।৮। **বাণ** আসলে বাঁশের বাঁশি। এখানে বোঝাচ্ছে হৃদয়কে। বাঁশিতে ছিদ্র থাকে, হৃদয়েও তেমনি পাঁচটি 'দেবসুষি' বা জ্যোতির্ময় ছিদ্র আছে, যাদের মধ্য দিয়ে পঞ্চপ্রাণ প্রবাহিত হয় (ছা. ৩।১৩।১...; আরও তু. প্র. বয়ম্ এতদ্ 'বাণম্' অবষ্টভ্য

রহস্যময়ী[৯] : 'তা-ই হ'ক এক আলোর কুয়াসা তার কাছে, যে ঠাহর করতে পারল : একই ধেনু, কিন্তু (সবার) ঈশ্বরী। মর্ত্যদের কাছে একজনের (পালান) দোহনের জন্য উপচে উঠল ; (আর) একবারই শুক্র (জ্যোতি) ঝরালেন পৃশ্নি পালান হতে।'[১০]

নিঘন্টুতে রুদ্র অন্তরিক্ষস্থান বলে নির্দিষ্ট হলেও যজুঃসংহিতায় তিনি পরম-দেবতা [৬১৪]। তিনি যে বিশেষ করে মুনিদের দেবতা, তার ইশারা আমরা ঋক্‌সংহিতাতেই পাই।[১] সেখানে তাঁর শিবরূপের সন্ধানও পেয়েছি।[২] যদি রুদ্রকে শিবের ঘোররূপ বলে স্বীকার করি, আর শিব যদি স্বরূপত হন আকাশ[৩] বা 'দ্যৌঃ পিতা', তাহলে মরুদ্‌গণ যে রুদ্র আর পৃশ্নির পুত্র একথার পৌরাণিক বিবৃতি দাঁড়ায় : মরুদ্‌গণ গিরিশ আর গিরিজার পুত্র, আমাদের সুপরিচিত দেবসেনাপতি কুমারের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে তাঁদের একটি সংহত রূপ। বলতে পারি, দেবসেনাপতির দেবসেনাই মরুদ্‌গণ, সংহিতায় যাঁরা ইন্দ্রের 'দৈবীর্ বিশঃ'[৪], বৃত্রবধে তাঁর নিত্যসহচর। তাঁদের কুমাররূপের বর্ণনা : 'তাঁরা হর্ম্যস্থিত শিশুদের মত শুভ্র, স্তন্যপায়ী বাচ্চাদের মত খেলা করে বেড়ান।'[৫] ঋগ্‌বেদে দুটি 'শিশু'-দেবতার সন্ধান পাই বিশেষ করে : একটি অগ্নি, আরেকটি মরুদ্‌গণ। দুয়ের সংস্তবও প্রসিদ্ধ। একটি শিশু বা কুমার পার্থিব, আরেকটি দিব্য। বড় যত্নে লালন করতে হয় বলে একটি শিশু, আরেকটি অধ্যাত্মশক্তির সহজতায় শিশু। দুইই অদিতির পুত্র। পুরাণে কুমার 'অগ্নি', তাঁর নক্ষত্র কৃত্তিকা অগ্নিপুঞ্জবৎ। অগ্নিও দিব্য বৃষভ ও ধেনুর পুত্র।[৬]

মরুদ্‌গণের মাতা পৃশ্নি যে আদিজননী অদিতি, তার আভাস পাই এই মন্ত্রে :

রিধারয়ামঃ ২।২ ; শৌ. আ য়োনিং গর্ভ এতু তে পুমান্ বাণ ইবে.ষুধিম্ ৩।২৩।২, 'গর্ভঃ' বা জীব যেন 'বাণ', লোকোত্তর হতে মাতৃযোনিতে নিক্ষিপ্ত)। রাণ ॥ বাণ, দুইই শর হতে। তন্ত্রে 'বাণ'লিঙ্গ শিব হৃদয়ে। হৃদয় আছে দেহের রথে'। রথটি একটি হিরণ্ময় কোশ বা আলোর ভাণ্ডার (দ্র. ৮।২২।৯ ; তু. মু. হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্ ২।২।৯)।' **স্পরস্** < √ স্পৃ ॥ স্পৃৎ ॥ পৃৎ 'জয় করা' > (অ)প্সরস্, যারা বিদ্যুৎঝলকের মত ? শ. মরুদ্‌গণের অভিযান 'শুভ' ও 'শ্রী'র উদ্দেশে।...নিঘ.তে অদিতি পৃথিবী (১।১), দ্র. শৌ. পৃথিবীসূক্ত। আবার গো = অদিতি এবং বাক্ (ঋ. ৮।১০১।১৪-১৫)। [৯]তু. এতানি ধীরো (ধ্যানী) নিণ্যা (রহস্য) চিকেত পৃশ্নির্ যদ্ ঊধো (পালানে, সপ্তমী) মহী জভার (মরুৎদের) ৭।৫৬।৪। [১০]রপুর্ নু তচ্ চিকিতুষে চিদ্ অস্তু সমানং নাম ধেনু পত্যমানম্, মর্তেষ্ব.ন্যদ্ দোহসে পীপায় সকৃচ্ ছুক্রং দুদুহে পৃশ্নির্ ঊধঃ ৬।৬৬।১। ল. 'ধেনু' ক্লীবলিঙ্গ, 'ব্রহ্মে'র মত যার মধ্যে পুরুষ-প্রকৃতি দুইই আছে। শুক্রজ্যোতির 'সকৃদ্'-দোহন তু. ছা. সকৃদ্দিবা ৩।১১।৩, সকৃদ্বিভাতি ৮।৪।২ ; বৃ. সকৃদ্বিদ্যুত্ত ২।৩।৬।

৬১৪ তু. মা. শতরুদ্রিয়মন্ত্রসমূহ, অধ্যায় ১৬ ; আরও তু. শ্বে. একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থে ৩।২ (তৈস. ১।৮।৬।১)। [১]দ্র. ঋ. ১।১৩৬।৭, টীমূ. ৫৮৫। [২]দ্র. ১০।৯২।৯, রুদ্র 'শিকস্' বা শক্তিমান্, আবার তিনিই 'শিবঃ স্বরান্' বা আত্মস্থ শিব—মরুদ্‌গণ তাঁর সহচর, দ্র. বেমী. ১১৯৮৪। [৩]তন্ত্রে শিববীজ হং = আকাশ। [৪]তু. মা. ১৭।৮৬। [৫]ঋ ৭।৫৬।১৬, দ্র. টী. ৬১১৬। [৬]ল. 'পৃষতী' চিত্রবর্ণ, আর 'ময়ূর'ও তা-ই। তু. সা. পৃষত্যঃ শ্বেতবিন্দ্বঙ্কিতা মৃগ্য ইত্যৈ.তিহাসিকাঃ, নানাবর্ণা মেঘমালা ইতি নৈরুক্তাঃ ১।৬৪।৮। পূর্বের প্রকল্পটি তারকাখচিত আকাশের উপমান।

'কৃতবর্ষণ রুদ্রের যাঁরা হচ্ছেন পুত্র, যাঁদের নাকি (বিশ্ব-)ধাত্রীই ভরণে সমর্থা—কেননা মহাজ্যোতির মাতা বলে তিনি পান (তাঁদের), (এমনি) মহিমা তাঁর—সেই পৃশ্নিই তো সম্ভূতির জন্য (নিজেই নিজের) গর্ভাধান করলেন [৬১৫]।' রুদ্র মরুদ্গণের পিতা হয়েও যেন সাংখ্যের পুরুষের মত বীজনিষেকের বেলায় তটস্থ বা 'আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরতঃ'—তাঁর সৃষ্টি শুধু দৃষ্টির প্রেষণায়। অদিতি তাই নিজেই নিজের গর্ভাধান করছেন, তাইতে তিনি কুমারী থেকেই জননী—তিনি একাধারে বৃষভ এবং ধেনু দুইই। অক্ষরের ক্ষরণের মূলে এই রহস্য। দর্শনের ভাষায় এখানে নিমিত্ত এবং উপাদান অভিন্ন। তা-ই এখানে 'সু-ভূ', উপনিষদে যাকে বলা হয় 'সম্-ভূতি'।[১] অদিতি তখন নিজের মধ্যেই পেলেন একটি 'মহঃ' বা জ্যোতিঃপুঞ্জ যার বিচ্ছুরণ হল 'সাকং জাতাঃ সুভ্বঃ সাকম্ উক্ষিতাঃ' মরুতেরা—যাঁরা সম্ভূতিরূপে একসঙ্গে জন্মালেন, ওজস্বী হয়ে উঠলেন একসঙ্গে, 'বিরোকিণঃ সূর্যস্যে.ব রশ্ময়ঃ'—সূর্যের রশ্মির মত ঝলমলে।[২]

সব দেবতাই 'পত্নীবান্' [৬১৬]। তাই 'শিশু' মরুদ্গণ 'মর্য' বা তরুণ হয়ে হলেন 'ভদ্রজানি'—কল্যাণী যাঁদের জায়া।[১] সংহিতায় এই মরুৎপত্নীর নাম 'রোদসী'। শব্দটির আদ্যুদাত্ত এবং অন্তোদাত্ত দুটি রূপ পাওয়া যায়। তার মধ্যে আদ্যুদাত্ত রূপটি দ্যাবাপৃথিবীর প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা। মরুদ্গণের সঙ্গে একজায়গায় ছাড়া[২] আর সর্বত্র অন্তোদাত্ত রূপটি ব্যবহার করা হয়েছে। এই পদটি ধরা আছে নিঘন্টুর দৈবতকাণ্ডে; যাস্ক তার অর্থ করেছেন 'রুদ্রস্য পত্নী'।[৩] যাস্কের এই ব্যাখ্যায় কিন্তু একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়। সংহিতায় রোদসী মরুদ্গণের সহচরী, এইটুকুই পাওয়া যায়—তিনি কার পত্নী, তার স্পষ্ট কোনও উল্লেখ নাই। মরুদ্গণ 'ভদ্রজানি'—শুধু এইথেকে আমরা অনুমান করছি, রোদসীই সেই সুভদ্রা জায়া। যাস্কের ব্যাখ্যা যদি সত্য হয়, তাহলে রোদসী আর পৃশ্নি এক হয়ে যান। পৃশ্নি মরুদ্গণের মাতা, তিনি আবার তাঁদের পত্নী হন কি করে?

লৌকিক দৃষ্টিতে এর সমাধান নাই, কিন্তু মরমীয়ার দৃষ্টিতে আছে। সেখানে সম্বন্ধের অতিচার সহজেই ঘটতে পারে। তখন দেখি, দেবতা নিজের দুহিতাতেই

---

৬১৫ ঋ. রুদ্রস্য যে মীল্.হুষঃ (< √ মিহ্, 'বর্ষণ করা' তু. 'মেঘ') সন্তি পুত্রা যাংশ্, চো নু দাধৃবির্ ভরধ্যৈ, বিদে হি মাতা মহো (পুঞ্জজ্যোতি মরুদ্গণের ; তু. তৈউ. মহ ইতি আদিত্যঃ ১।৫।২) মহী যা, সে.ৎ পৃশ্নিঃ সুভ্বে (< সু √ ভূ 'হওয়া' সুখপ্রসব, সম্ভূতি ; প্রতিতু. অভ্ব কিছু না হওয়া, নির্ঋতি, অসম্ভূতি তু. দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ১।১৮৫।২ ধুরা ; নিঘ. 'মহৎ' ৩।৩, কিন্তু অত্র সা. মহতো ভয়হেতোঃ পাপাৎ) গর্ভম্ অধাৎ (গর্ভাধান করলেন নিজেই নিজের—কেননা তিনিই শিব, তিনিই শক্তি ; তু. Virgin Mother, তন্ত্রের 'কুমারী', পুরাণের 'সতী', সংহিতার 'বশা'—সবার মূলে এই রহস্য) ৬।৬৬।৩। আরও তু. রুদ্র 'মীল্.হুষ্টম' ১।৪৩।১, তার পরের ঋকেই অদিতির উল্লেখ ল.। [১]তু. ঈ. ১২-১৪ ; আরও দ্র. ঋ. বাকের উক্তি : এতাবতী মহিনা 'সম্ বভূব' ১০।১২৫।৮। [২]৫।৫৫।৩।

৬১৬ তু. ঋ. ৩।৬।৯। [১]৫।৬১।৪। [২]দ্র. ঋ. ১।১৬৪।৯। [৩]নিঘ. ৫।৫ ; নি. ১১।৫০।

গর্ভাধান করছেন—যিনি নন্দিনী, তিনিই দয়িতা [৬১৭]; রুদ্রের বোন অম্বিকা তাঁর জায়া[১]—কেননা শিব-শক্তি একই সত্তার বৃন্তে জোড়াফুলের মত; অদিতি দক্ষের জননী, আবার দক্ষ অদিতির পিতা[২]—কেননা সিদ্ধ আর সাধ্যের মধ্যে সম্পর্ক হল একই শক্তির উজান-ভাটার। এই মরুদ্গণ যেমন 'রুদ্রিয়' বা রুদ্রের পুত্র, তেমনি আবার তাঁরাই 'রুদ্র'—পুত্রই সমর্থ হলে হয় পিতা। অদিতি একাধারে পিতা, মাতা এবং পুত্র।[৩] বাংলার লৌকিক পুরাণে দেখি, মহাশক্তি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবকে প্রসব করে বললেন, 'তপ কর।' তারপর তাঁরা যখন তপোমগ্ন, তাঁদের কাছে এসে বললেন, 'এইবার আমাকে শক্তিরূপে গ্রহণ কর।' ব্রহ্মা-বিষ্ণু পারলেন না, কিন্তু শিব মাতাকেই জায়ারূপে গ্রহণ করলেন। প্রখ্যাত মনোবিদ্ Jung দেখিয়েছেন, জগতের সমস্ত Hero-mythএর বীজভাব হল, Heroমাত্রেই পরশুরামের মত মাতৃহন্তা। অর্থাৎ যে-শক্তি হতে আমরা প্রসূত, শৈশবে যার অনুগত, একদিন তাকে হাতের মুঠায় আনতে পারাই যথার্থ পৌরুষ। সপ্তশতীতে দেবীকে তাই বলতে শুনি, 'জগতে যে আমার প্রতিবল বা প্রতিস্পর্ধী হতে পারবে, সংগ্রামে জয় করে আমার দর্প দূর করবে, সে-ই আমার ভর্তা হবে।'[৪] অবিদ্যার জাতক জীব অবিদ্যাকে নাশ করেই শিব হয়। বীরের এই মাতৃবধের রকমফের হল জননী-শক্তিকে জায়া-শক্তিতে রূপান্তরিত করা। তাইতে যে শিশু মরুদ্গণ একসময় 'পৃশ্নিমাতরঃ', তাঁরাই আবার সামর্থ্যের উপচয়ে 'বীরাসঃ··· মর্যাসো ভদ্রজানয়ঃ'। আর এই সুভদ্রা জায়া রুদ্রপত্নী রোদসী বা পৃশ্নি বা অদিতি স্বয়ং।

ঋক্সংহিতায় সুভদ্রা রোদসীর এই পরিচয়: মরুদ্গণের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁদেরই রথে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সুমঙ্গল আনন্দ বহন করে। তিনি সুজাতা, সুভগা, সুবৃষ্টা —অতএব মহিমময়ী, মরুদ্গণের নিত্যসঙ্গিনী [৬১৮]। মরুদ্গণের রথে তিনি

---

৬১৭ দ্র. ঋ. ১।৭১।৫, ১৬৪।৩৩; টী. ১০০১। [১]মা. ৩।৫৭; তৈস. এক এব রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থে৷··· এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রা.ম্বিকয়া তং জুষস্ব ১।৮।৬।১। [২]ঋ. ১০।৭২।৪-৫, টী. ২৩৩৩। [৩]১।৮৯।১০, টী. ১৭৪৩। [৪]দ্র. ৫।১২০।

৬১৮ তু. ঋ. আ যস্মিন্ তস্থৌ সুরণানি বিভ্রতী, সচা মরুৎসু রোদসী···যস্মিন্ত্ সুজাতা সুভগা মহীয়তে সচা মরুৎসু মীল্.হুষী ৫।৫৬।৮৯। শ্যাবাশ্ব আত্রেয়ের একটি দর্শনের পরিশেষ। [১]আ বন্ধুরেষ.মতির্ ন দর্শতা বিদ্যুন্ ন তস্থৌ মরুতো রথেষু বঃ ১।৬৪।৯ **অমতি** নিঘ. 'রূপ' (৩।৭; মধ্যোদাত্ত; আদ্যুদাত্ত 'মননের অভাব' তু. আরে অস্মদ্ অমতিং আরে অংহঃ ৪।১১।৬, ৩।১৬।৫, ৭।১।১৯···)। মধ্যোদাত্ত: অমতির্ ন সত্যঃ ১।৭৩।২, ০ তিং ন শ্রিয়ং ৫।৪৫।২, পৃথ্বীম্ ০ তিং সুজানঃ ৭।৩৮।২··· ; সর্বত্রই অর্থ দীপ্তি বা বল (তু. 'অম' আদ্যুদাত্ত বোঝায় 'বল' ৫।৫৬।৩)। তু. নি. অমতির্ অমাময়ী মতির্ আত্মময়ী ৬।১২, উদাহরণ দিচ্ছেন, 'উর্ধ্বা যস্যা.মতির্ ভা অদিদ্যুতৎ সবীমনি (প্রেরণার বেলায়) সাম. ৫।২।৩।৮। টীকায় দুর্গ: 'এবম্ অমতিশব্দেনা.ত্মপ্রকাশগতম্ আদিত্যবিজ্ঞানম্ উচ্যতে, স হি প্রকাশসতত্ত্ব এব না.ন্যৎ প্রকাশান্তরম্ অপেক্ষতে।' সুতরাং 'অমতি' সাবিত্রদ্যুতির বল, ছটা; [২]ঋ. উক্তে যুজন্ত রোদসী সুমেকে, অধ স্মৈ.ষু রোদসী স্বশোচির্ আ.মবৎসু তস্থৌ ন রোকঃ ৬।৬৬।৬। ধারাবর্ষণে আকাশ আর পৃথিবী যেন একাকার হয়ে গেছে। তার মধ্যে বিদ্যুৎপ্রভাসের মত রুদ্রপত্নী রোদসীর আবির্ভাব। তু. কে. ইন্দ্র 'তস্মিন্নে.বা.কাশে স্ত্রিয়ম্ আজগাম বহুশোভমানাম্ উমাং হৈমবতীম্' ৩।১২ এবং 'তস্যৈ.ষ আদেশো

ঝিলিক হানেন বিদ্যুতের মত, রথের আসনে বসে থাকেন প্রচ্ছটার মত সুদর্শনা।[১] ভূলোক আর দ্যুলোককে মরুদ্গণ যুক্ত করেন যখন, তখন আপন শিখায় আপনি দীপ্ত হয়ে তাঁদের মধ্যে তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন প্রভাসের মত।[২]

অগস্ত্য মৈত্রাবরুণির একটি মরুৎসূক্তে আছে: রোদসী সংশ্লিষ্টা হয়ে আছেন মরুদ্গণের সঙ্গে—সুনিবিষ্টা, জ্যোতিরভিসারিণী, হিরণ্যবসনা, নিশ্চলা—মুঠায় ধরা বর্শার মত। গুহাসঞ্চারিণী তিনি—মানুষের ঘরনীর মত; সভায় উচ্চারিতা বাকের মত তিনি, যা নাকি বিদ্যার পরিণাম [৬১৯]। মরুতেরা এসে এই যুবতীর সঙ্গে মিশে গেলেন—তিনি তখন যেন সাধারণী (নারী); (আর) তাঁরা শুভ্র, অশ্রান্ত। রোদসীকে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করলেন না; ঘোররূপ এই দেবতারা আস্বাদন করলেন সেই বৃহতীকে সখ্যের জন্য।[১] সংসক্তির জন্য আস্বাদন করলেন যখন এঁদের এই অসুরোপমা রোদসী—যিনি এলোকেশী, পৌরুষ যাঁর মননে, তখন সূর্যার মত এলেন তিনি লক্ষ্যবেদ্ধাদের রথে ঝলমল আলোর ছটা হয়ে—যেন নীহারিকার চলনের মত।[২] স্থাপিত করলেন (রথে) সেই যুবতীকে যুবারা—শুভ্রতার জন্য যিনি নিঃশেষে মিশে

য়দ্ এতদ্ রিদ্যুতো রাদ্যুতদ্ আ৩ ইতী.ন্ স্বমীমিষদ্ আ৩ ৪।৪। এখানে প্রথম 'রোদসী' আদ্যুদাত্ত, বোঝাচ্ছে দ্যাবাপৃথিবীকে, যাঁরা সর্বদেবতার প্রত্যাহার (দ্র. টীমূ. ১৪০)। বর্ষায় দ্যুলোক-ভূলোকের একাকার হওয়া বোঝাচ্ছে বিশ্বব্যাপী অমৃতচেতনার ধারাসার (তু. ঋ. ১।৯০।৬-৮, টী. ৪৬৩১)। তার মধ্যে বিদ্যুতের ঝলকে দ্বিতীয় রোদসীর আবির্ভাব। সংজ্ঞাটি তখন অন্তোদাত্ত। স্বরে ভেদ রেখে একই সংজ্ঞার ব্যবহার বোঝাচ্ছে রুদ্রপত্নীর বিশ্বব্যাপিত্ব এবং সর্বদেবময়ত্ব (তু. ক. অদিতির্ দেবতাময়ী ২।১।৭)।

৬১৯ ঋ. মিম্যক্ষ য়েষু সুধিতা ঘৃতাচী হিরণ্যনির্ণিগ্ উপরা ন ঋষ্টিঃ, গুহা চরন্তী মনুষো ন য়োষা সভাবতী রিদথ্যে.র সং রাক্ ১।১৬৭।৩। 'সুধিতা' যুগনদ্ধা। **ঘৃতাচী** < ঘৃত + √ অঞ্চ্ 'চলা' জ্যোতির দিকে চলছেন যিনি ('ঘৃত' দ্র. টী. ১৬৪১; তু. ১।২।৭)। **উপরা** < 'উপ' কাছে; তু. 'অবর' নীচে। সা. 'মেঘমালা' (তু. নিঘ. 'উপরঃ' মেঘ, ॥'উপলঃ' ১।১০) মরুদ্গণের বর্শা বিদ্যুতের। 'উপরা ঋষ্টিঃ' তু. তন্ত্রে 'স্থিরা সৌদামিনী'। 'গুহা চরন্তী য়োষা' তু. তন্ত্র 'শাম্ভবী রিদ্যা গুপ্তা কুলবধূর্ ইব'।' এটি সাধনদশায়। সিদ্ধিদশায় এই যোষাই 'সভাবতী' সবার সামনে প্রকটিতা ব্রহ্মঘোষরূপে, যা নাকি বিদ্যার ফল। রোদসী এখানে বাক্ বা সরস্বতী, যিনি 'মরুদ্বৃধা' (তু. টীমূ. ৪১২)। আরও তু. ঋ. বাকের আত্মঘোষণা ১০।১২৫ সূ.। [১]পরা (দূর হতে এসে) শুভ্রা অয়াসো (< √ য়স্ 'শ্রান্ত হওয়া' তু. আয়াস) য়ব্যা (< 'য়বী' যুবতী, তু. 'যব' তারুণ্যের প্রতীক < √ য়ু 'সঙ্গত হওয়া; সোমত্ত বয়স পাওয়া') সাধারণ্যে.ব (বহু মরুতের এক পত্নী, যেমন পঞ্চপাণ্ডবের দ্রৌপদী; তু সাংখ্যে বহু পুরুষের একই প্রকৃতি; অথবা সপ্তশতীতে বহু দেবতার শক্তির পুঞ্জনে এক দেবীর আবির্ভাব; রোদসী ছিলেন মা, হলেন পত্নী—আপাতদৃষ্টিতে এটা অনাচার), ন রোদসী অপ নুদন্ত ঘোরা (যেমন মহাশক্তিকে শিব প্রত্যাখ্যান করেননি) জুষন্ত র্.ধং সখ্যায় দেবাঃ ৪। এখানে রোদসী অন্তোদাত্ত হয়েও কর্মে দ্বিতীয়ার দ্বিবচন, তাইতে দ্যাবাপৃথিবীর ধ্বনি। [২]জোষদ্ য়দ্ ঈম্ অসুর্যা সচধ্যৈ রিষিতস্তুকা রোদসী নৃমণাঃ, আ সূর্যে.র রিধতো রথং গাৎ, ত্বেষপ্রতীকা নভসো নে.ত্যা ('ইত্যা' < √ ই 'চলা') ৫। [৩]আস্থাপয়ন্ত যুবতীং য়ুবানঃ শুভে নিমিশ্লাং রিদথেষু পজ্রাম্, অর্কো য়দ্ রো মরুতো হবিষ্মান্ গায়দ্ গাথং সুতসোমো দুরস্যন্ ৬। প্র তদ্ রিরক্মি রক্ম্যো য় এষাং মরুতাং মহিমা সত্যো অস্তি, সচা য়দী র্.ষমণা অহংয়ুঃ স্থিরা চিজ্ জনীর্ রহতে সুভাগাঃ ৭। 'জনীঃ' অন্যান্য জননীরা বা মাতৃশক্তিরা, যাঁরা রোদসীর পরিকর (তু. তন্ত্রে শক্তির অষ্টনায়িকা)। মরুদ্গণ যখন আলাদা-আলদা, তখন একেক মরুৎএর একেকটি জায়া। তাঁরা রোদসীরই বিভূতি। মরুদ্গণ যখন একটি পুঞ্জজ্যোতি, তখন এই জনীদের সমবায়ে রোদসী এক রুদ্রের এক পত্নী—এই ভাবটিও আছে।

গেলেন (তাঁদের সঙ্গে), বিত্তার সাধনায় যিনি বলরূপা। হে মরুদ্‌গণ, গানের শিখা এখন তোমাদের উদ্দেশে (উদ্দীপ্ত হল) হবির সঙ্গে, গাইল গাথা সোমসবনকারী প্রজ্বল করতে তোমাদের।[৩] বলবার মত যে সত্য মহিমা আছে এই মরুদ্‌গণের, আমি তারই প্রবক্তা : বর্ষণের প্রবেগ যাঁর মননে, যিনি আপ্তকাম এবং স্থির, সেই (রোদসী) এই যে সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলেছেন সৌভাগ্যবতী মাতৃকাদের।'[৪]

অগস্ত্যের এই রোদসীপ্রশস্তির মধ্যে আমরা সপ্তশতীর দেবী আর তন্ত্রের কালীর আভাস পাচ্ছি। বিশ্বপ্রাণের জননী রুদ্রপত্নী এই রোদসী শাক্তের মহাশক্তি। রুদ্রপুত্রকে রুদ্রে রূপান্তরিত করবার অমোঘ বীর্য তাঁরই আছে। অম্ভৃণকন্যা বাকের মত তিনিই বলতে পারেন, 'যাকে-যাকে আমি কামনা করি, তাকে আমিই উগ্র করি, তাকে করি ব্রহ্মা, তাকে করি ঋষি, তাকে সুমেধা [৬২০]।' এই রোদসী আর পৃথিবীরূপিণী রোদসীতে[১] কোনও তফাত নাই—একজন চিন্ময়ী, আরেকজন মৃন্ময়ী। স্বরে ভেদ এইটুকু বোঝাবার জন্য। পৃথিবীরূপিণী রোদসীও যে রুদ্রপত্নী, তার পরিচয় তন্ত্রের গৌরীপট্ট আর শিবলিঙ্গের প্রতীকে—বিরূপাক্ষ যেখানে স্বয়ম্ভূ এবং উর্ধ্বলিঙ্গ। এই ভাবনার সমর্থন আছে অগস্ত্যেরই মরুদ্‌গণকে দেওয়া একটি অনন্যপর বিশেষণে—তাঁরা 'স্কম্ভদেষ্ণাঃ'[২]। অগস্ত্যের শাক্ত ভাবনার পরিচয় আছে তাঁর রচিত ইন্দ্রসূক্ত আর অশ্বিসূক্তসমূহের ঠিক মাঝখানে স্থাপিত অগস্ত্য-লোপামুদ্রা-সংবাদে —যা তন্ত্রের ভোগ-যোগ-সমন্বয়বাদের পুরোধা।[৩]

এইবার মরুৎসহচর দেবতাদের কথা। ঋক্‌সংহিতায় বিশেষ করে চারটি দেবতাকে মরুদ্‌গণের সহচররূপে বর্ণনা করা হয়েছে : অগ্নি ইন্দ্র পূষা ও বিষ্ণু। তাছাড়া শৌনক-

---

৬২০ তু. ঋ. ১০।১২৫।৫, টী. ৩০১। [১]**রোদসী** < পুংলিঙ্গ *'রোদস্' (আদ্যুদাত্ত)। 'রোদাঃ' এবং 'রোদসী' দুয়ের একশেষ দ্বন্দ্বে 'রোদসী'—স্ত্রীলিঙ্গে। নিঘ.তে দ্যাবাপৃথিবীর যতগুলি একশেষ নাম আছে, তার মধ্যে প্রায় সবগুলি স্ত্রীলিঙ্গ-একশেষ—এটি ল.। ঋ.তে পুংলিঙ্গ-একশেষের একমাত্র উদাহরণ 'রোদসোঃ' (৯।২২।৫)। যাস্কের মতে 'রোদসী=রোধসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিরোধনাৎ (ঠেকিয়ে রাখে বলে) ; রোধঃ কূলং, নিরুণদ্ধি স্রোতঃ' (নি. ৬।১)। অর্থাৎ রোদসী যেন দুটি কূল। কিসের দু'কূল? অন্তরিক্ষের বা প্রাণসমুদ্রের। অন্তরিক্ষ রুদ্রভূমি ; তার একপ্রান্তে পৃথিবী, আরেক প্রান্তে দ্যুলোক। তাইতে রোদসীর ইশারা রুদ্রভূমির দুটি উপান্তের দিকে—একটি পৃথিবীর শেষ, আরেকটি দ্যুলোকের শুরু। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এ-দুটি যথাক্রমে উপনিষদের 'জাগরিতান্ত' আর 'স্বপ্নান্ত' (ক. ২।১।৪ ; ছা. ৬।৮।১ ; বৃ. ৪।৩।১৮, সেখানে 'বুদ্ধান্ত' আর 'স্বপ্নান্ত') নামে দুটি সন্ধিভূমি। দুয়ের মধ্যে চিন্ময় প্রাণভূমি, অধ্যাত্মচেতার যা ভাবলোক। মৃন্ময়ী রোদসী সেখানে চিন্ময়ী। [২]ঋ. ১।১৬৬।৭, টী. ৬০০৫। [৩]১।১৭৯ সূ. তু. তত্র : অগস্ত্যঃ খনমানঃ খনিত্রৈঃ প্রজাম্ অপত্যং বলম্ ইচ্ছমানঃ, উভৌ বর্ণাব্ ঋষির্ উগ্রঃ পুপোষ (সা. কামং চ তপশ্ চ) ৬। তন্ত্রে অগস্ত্যের শক্তিসূত্র এবং লোপামুদ্রা বা হাদি-বিদ্যা দুইই প্রসিদ্ধ।

সংহিতায় অপ্‌এর সহচারও উল্লেখযোগ্য [৬২১]। অন্যান্য দেবীর মধ্যে রোদসীর কথা এইমাত্র হয়ে গেল, সরস্বতীর কথা আগে হয়েছে।[১] একজায়গায় ইন্দ্রাণী বলছেন, 'উতা.হম্ অস্মি বীরিণীর্ ইন্দ্রপত্নী মরুৎসখা।'[২] এটিতে ইন্দ্রসাহচর্যের অনুকৃতি। চেতনার উত্তরায়ণের দিক থেকে প্রথম লক্ষণীয় সহচার হল মরুদ্‌গণের সঙ্গে অগ্নির। ঋক্‌-সংহিতায় দুটি আগ্নামারুত-সূক্ত আছে—একটি মেধাতিথি কাণ্বের, আরেকটি শ্যাবাশ্ব আত্রেয়ের।[৩] দুটিতেই মরুদ্‌গণের বর্ণনার প্রাধান্য। প্রথমটিতে একটি ধুবা আছে: 'মরুদ্‌ভির্ অগ্ন আ গহি।' এতে স্পষ্টতই সূচিত হচ্ছে শক্তিপাত: অগ্নি এখানে দিব্য, দ্যুলোক হতে আলোর ঝড়ে মরুদ্‌গণকে তিনি নামিয়ে আনেন এইখানে—জীবনের এই যজ্ঞবেদিতে। দ্যুলোকের উত্তম ভূমি বা তৃতীয় দ্যুলোক[৪] যে-নাক, তারই ঝলমল আলোয় তাঁরা বসে আছেন। তাঁরা দুলিয়ে দেন পর্বতদের ঢেউ-খেলানো সমুদ্রের উপর দিয়ে। তাঁরা নিজেদের আতত করেন (ওই) সমুদ্রের উপর দিয়ে—ওজস্বিতায়।'[৫] অন্তরিক্ষের প্রাণচঞ্চল জ্যোতিঃসমুদ্রের উপর বৃত্রের মায়া ছায়া ফেলেছে মেঘের মত। দ্যুলোকের আলোকের ঝড়ে মরুদ্‌গণ তাদের উড়িয়ে নেন, বজ্রসূচিকা ঋষ্টির বিদ্যুৎফলকে তাদের দীর্ণ করে আলো হয়ে ছড়িয়ে পড়েন উতলা প্রাণের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে। মরুদ্‌গণকেই অগ্নি নিয়ে আসছেন এইখানে।...মেধাতিথির এই ছবিটি শ্যাবাশ্ব একেবারে নামিয়ে এনেছেন পৃথিবীর বুকে: 'দুর্বর্ধ বনানী দুলতে থাকে তোমাদের ভয়ে, পৃথিবীর কাঁপন ধরে—পর্বতেরও। বিপুল উত্তুঙ্গ পর্বত —সেও যে ভয় পেয়েছে, দ্যুলোকের সানুদেশ কাঁপছে তোমাদের গর্জনে। যখন তোমরা খেলা করে বেড়াও বর্শা নিয়ে, তখন বন্যার মত বহুধারার সঙ্গমনে তোমরা ছুটে চল। হে অগ্নি, হে বিশ্ববেদা মরুদ্‌গণ, উত্তর-দ্যুলোক হতে যখন তোমাদের ঢল নামে এক সানু হতে আরেক সানু বেয়ে, তখন আনন্দে মাতাল তোমরা ঘোর-গর্জনে সব বিদাররেখা বিলুপ্ত করে আনন্দ নিহিত কর সেই যজমানের মধ্যে —নিজেকে যে নিংড়ে দিয়েছে।'[৬]

---

৬২১ দ্র. শৌ. ৪।১৫।৫-১০, বর্ষার সুন্দর বর্ণনা। [১]দ্র. টীমূ. ৪১২। [২]ঋ. ১০।৮৬।৯। [৩]১।১৯, ৫।৬০ সূ.। [৪]উত্তম দ্যুলোক তু. যদ্ উত্তমে মরুতো মধ্যমে বা যদ্ বা.বমে সুভগাসো দিবি ষ্ঠ ৫।৬০।৬। [৫]তু. যে নাকস্যা.ধি রোচনে দিবি দেবাস আসতে...য় ঈঙ্খয়ন্তি পর্বতান্ তিরঃ সমুদ্রম্ অর্ণবম্...আ যে তন্বন্তি রশ্মিভিস্ তিরঃ সমুদ্রম্ ওজসা ১।১৯।৬-৮। দ্যুলোকের মূর্ধা বা মূর্ধন্যচেতনার আলোঝলমল দিব্যপ্রাণের ঝড় নেমে আসছে শুক্রসমুদ্রের উত্তরঙ্গ বিথারে—তার বর্ণনা। [৬]বনা চিদ্ উগ্রা জিহতে নি বো ভিয়া পৃথিবী চিদ্ রেজতে পর্বতশ্ চিৎ। পর্বতশ্ চিন্ মহি বৃদ্ধো বিভায় দিবশ্ চিৎ সানু রেজতে স্বনে বঃ, যৎ ক্রীল.থ মরুতো ঋষ্টিমন্ত আপ ইব সধ্র্যঞ্চো ধবধ্বে।...অগ্নিশ্ চ যন্ মরুতো বিশ্ববেদসো দিবো বহধ্ব উত্তরাদ্ অধি ষ্ণুভিঃ, তে মন্দসানা ধুনয়ো রিশাদসো বামং ধত্ত যজমানায় সুন্বতে ৫।৬০।২,৩,৭। **রিশাদস্** < রিশ (< √ রিশ্ 'ছেঁড়া' বিদাররেখা) + √ অদ্ (খেয়ে ফেলা), সমস্ত ভেদচিহ্ন বিলুপ্ত করে দেন যিনি। তু. শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণনা, 'ঝড় উঠলে কোন্‌টা আমপাতা আর কোন্‌টা তেঁতুলপাতা তা চেনা যায় না।' আরও তু. ঈ. শুক্রম্ অকায়ম্ অব্রণম্ ৮।...অগ্নি-মরুদ্‌গণের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ৮।১০৩।১৪।

পৃথিবীস্থান অগ্নির পর মরুদ্‌গণের সংস্তব অন্তরিক্ষস্থান ইন্দ্রের সঙ্গে। ইন্দ্রসাহচর্য মরুদ্‌গণের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এইথেকে সংহিতায় ইন্দ্রের একটি নিরূঢ় সংজ্ঞা হল মরুত্বান্ [৬২২]। মরুত্বান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে কুৎস আঙ্গিরসের রচিত একটি পুরা সূক্তই আছে, যার ধুরা হল 'মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে।'[1] মরুদ্‌গণের সাহচর্যেই ইন্দ্র বৃত্রবধ করেছিলেন, একথা নানাজায়গায় নানাভাবে পাওয়া যায়।[2] ইন্দ্র 'গণেষু গণপতিঃ' —সে-গণ মরুদ্‌গণ।[3] নিত্যসহচর এই গণের সহায়ে বৃত্রবধ করলেও এমন একসময় আসে, যখন ইন্দ্র 'কেবল' বা নিঃসঙ্গ হয়ে যান। সপ্তশতীতেও আমরা অনুরূপ ভাবনার সন্ধান পাই। নিশুম্ভবধের পর শুম্ভ দেবীর প্রতি কটাক্ষ করে বলেছিল, 'তুমি তো অন্যের বল আশ্রয় করে যুদ্ধ করছ।' দেবী তার উত্তরে বলেছিলেন, 'এক আমিই আছি এই জগতে, আমি ছাড়া দ্বিতীয় আর কে আছে? এই দেখ, আমার বিভূতিরা আমার মধ্যেই প্রবেশ করছে।'[4] এ সেই বৈদিক অদ্বৈতবাদের বিশিষ্ট ভঙ্গিমা, যার আলোচনা সবিস্তারে আগে করেছি। এই ভাবনা অগস্ত্য মৈত্রাবরুণির রচিত একটি সংবাদসূক্তে এইভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মরুদ্‌গণ ইন্দ্রকে বললেন, 'আমাদের স্বধা বা আত্মস্থিতির আনুকূল্যেই তো তোমার ভূতি বা আত্মলাভ।' উত্তরে ইন্দ্র বললেন, 'মরুদ্‌গণ, তোমাদের সে-স্বধা কোথায় ছিল, যখন একা আমাকে তোমরা লাগিয়ে দিলে অহিহত্যায়? আমি তো তখন ওজস্বী জ্যোতিষ্মান্ এবং উপচিতবীর্য হয়ে সমস্ত শত্রুর প্রহরণ নুইয়ে দিলাম আমার প্রহরণের হানায়-হানায়। আমিই মনু বা বিশ্বমানবের জন্য এই নিখিলানন্দ-জ্যোতির্ময় অপ্‌দের সুগম করে দিয়েছি বজ্রবাহু হয়ে।' মরুদ্‌গণ সেকথা স্বীকার করে নিয়ে বললেন, 'হে মহাজ্যোতি, তোমার (বীর্য) অনিরুদ্ধই বটে। কেউ নাই, তোমার মত কেউ নাই দেবতাদের মধ্যে (তেমন—যেমন) আমরা তোমায় জানি।'[5]

---

৬২২ এই বিশেষণটি আর পাওয়া যায় সোম ও রুদ্রের বেলায়। তু. ঋ. পবমানা অসৃক্ষত পবিত্রম্ অতি ধারয়া, মরুত্বন্তো মৎসরা ইন্দ্রিয়া হয়া মেধাম্ অভি প্রয়াংসি চ'—পবমান (সোমেরা) বয়ে চলল পবিত্রের ভিতর দিয়ে একটি ধারায়; তারা মরুত্বান্, আনন্দ-মাতাল, ইন্দ্রের অশ্ব; (চলল তারা) মেধার দিকে, প্রেমের দিকে ৯।১০৭।২৫ (**পবিত্র**—অশুদ্ধ 'অন্ধঃ' সোমকে যা 'পূত' করে, মেষলোমের ছাঁকনি, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নাড়ীজাল; 'ধারয়া' তু. ৯।১৫।৩, টী. ১১৪২; 'ইন্দ্রিয়াঃ হয়াঃ' তু. ক. ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্ আহুঃ ১।৩।৪; আমাদের পরিচিত 'ইন্দ্রিয়' তাহলে ইন্দ্রবীর্যের বহির্বিচ্ছুরণ, ইন্দ্র আত্মা; এখানে ইন্দ্রিয়পথে সোম্য আনন্দের বহিঃপ্রকাশকে লক্ষ্য করা হচ্ছে—মধুচেতনায় যা হয়, তু. ঋ. ১।৯০।৬-৮; 'মেধা' নিঃশ্রেয়সলাভের জন্য মনঃসমাধান, আর 'প্রয়ঃ' প্রেয়ঃ, তু. ক. ১।২।১-২; সোম নিঃশ্রেয়স এবং অভ্যুদয় দুইই দেবেন); 'অয়ং বিদচ্ চিত্রদৃশীকম্ অর্ণঃ শুক্রসদ্মনাম্ উষসাম্ অনীকে, অয়ং মহান্ মহতা স্কম্ভনেনো-দ্ দ্যাম্ অস্তভ্নাদ্ বৃষভো মরুত্বান্'—ইনি পেলেন চিত্রদর্শন সেই টলমলে সরোবর, যা আছে শুক্রসদনা উষাদের পুঞ্জভাবে; ইনি মহান্—মহাস্তম্ভরূপে ধরে রইলেন দ্যুলোককে, বীর্যবর্ষী আর মরুত্বান্ হয়ে ৬.৪৭।৫ (সোমের ধারা উজান বইছে আলোর ঝড় হয়ে, পৌঁছছে গিয়ে মূর্ধন্যচেতনার পরম ব্যোমে; সে যেন একটা জলস্তম্ভের মত; 'অর্ণঃ' তু. ১।৩।১২, টী. ৩৯৩)। 'রুদ্র' দ্র.। [1]দ্র. ১।১০১ সূ.। ধুরা আছে ১-৭ পর্যন্ত; বাকী চারটি মন্ত্রের তিনটিতেই মরুদ্‌গণের উল্লেখ ল.। [2]তু. অয়ম্ ইন্দ্রো মরুৎসখা বি বৃত্রস্যা-ভিনচ্ ছিরঃ, বজ্রেণ শতপর্বণা। বাবৃধানো (সংবর্ধিত হয়ে) মরুৎসখে-ন্দ্রো বি বৃত্রম্ ঐরয়ৎ (ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলেন), সৃজন্ত্ সমুদ্রিয়া অপঃ (মহাশূন্যে জ্যোতির প্রসরণ) ৮।৭৬।২-৩ (সমগ্র সূ.টি মরুত্বান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে); ১০।১১৩।৩, ৩।৪৭।৩-৪...। [3]১০।১১২।৯, দ্র. বেমী. পৃ. ২৩৬৬৬। [4]দ্র. সপ্তশতী ১০।৩-৪। [5]ঋ. ইন্দ্র স্বধাম্ অনু হি নো

সংবৎসরাত্মক গবাময়নযাগের উপান্ত্যদিবসে মহাব্রতের অনুষ্ঠান করতে হয়। ঐতরেয়ারণ্যকে তার রহস্যের বিবৃতি আছে [৬২৩]। সেদিনকার মাধ্যন্দিন-সবনের দুটি প্রধান শস্ত্র হল মরুত্বতীয় আর নিষ্কেবল্য। দুটিই ইন্দ্রের উদ্দেশে—একটিতে তিনি মরুত্বান্, আরেকটিতে নিঃশেষে 'কেবল'[১] বা একেবারে একা। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে নিষ্কেবল্যশস্ত্রকে বলা হয়েছে যজমানের আত্মা।[২] শতপথব্রাহ্মণে এই প্রসঙ্গে যজমানের সঙ্গে ইন্দ্রের একাত্মতা দেখানো হয়েছে।[৩] নিষ্কেবল্যশস্ত্র পাঠ করতে হয় দোলায় চড়ে।[৪] এটি সূর্যের উত্তরায়ণের সূচক। উত্তরায়ণের চরমবিন্দুতে আদিত্যের মাধ্যন্দিন মহিমায় ইন্দ্রের বা আত্মজ্যোতির অনুত্তম প্রকাশ। স্বধায় প্রতিষ্ঠিত আদিত্যবিম্বে ইন্দ্র তখন 'কেবল' এবং তাঁহতে পরিকীর্ণ রশ্মিজালে তিনি মরুত্বান্ বা জ্যোতির্ময় বিশ্বপ্রাণের নির্ঝরণ।[৫]

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইন্দ্রের স্থান যেমন ভ্রূমধ্যে [৬২৪], তেমনি পূষারও। ইন্দ্র অন্তরিক্ষস্থান আর পূষা দ্যুস্থান। উপনিষদের ভাষায় একজন প্রাণ, আরেকজন প্রজ্ঞা। আধ্যাত্মিক স্থানসাম্যহেতু পূষার সঙ্গে মরুদ্‌গণের সহচার ইন্দ্রসহচারের অনুরূপ—কেবল এক্ষেত্রে জোর পড়বে প্রজ্ঞার উপর। এই সহচারের আভাস পাওয়া যায় শংযু বার্হস্পত্যের দুটি মন্ত্রে, যেখানে পূষাকে মরুদ্‌গণের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে, তিনি যেন গুহাহিত আলোকবিত্তকে আমাদের কাছে প্রকট করেন শতে-শতে, হাজারে-

---

বভূথ। ক স্যা রো মরুতঃ স্বধা.সীদ্ যন্ মাম্ একং সম্ অধত্তা.হিহত্যে, অহং হ্যু.গ্রস্ তবিষস্ তুবিষ্মান্ বিশ্বস্য শত্রোর্ অনমং বধস্নৈঃ।...অহম্ এতা মনবে বিশ্বশ্চন্দ্রাঃ সুগা অপশ্ চকর বজ্রবাহুঃ। অনুত্তমা তে মঘবন্ নকির্ নু ত্বাবাঁ অস্তি দেবতা বিদানঃ ১।১৬৫।৫,৬,৮,৯। সূ.র দেবতা মরুত্বান্ ইন্দ্র, এটি মহাব্রতে মরুত্বতীয়শস্ত্রের অন্তর্গত (ঐআ. ৫।১।১)।

৬২৩ ঐআ. ১।১।১...। ১এই বিণ. বিশেষভাবে ইন্দ্রের বেলায় প্রযুক্ত, তু. ঋ. ১।৭।১০, ৪।২৫।৭ ; ৭।৯৮।৫,. ১।৫৭।৬ ; মাধ্যন্দিনং সবনং কেবলং তে ৪।৩৫।৭ (১০।৯৬।১৩)। ২ঐব্রা. ৮।২। ৩শ. ৪।৫।৫।৮। ৪ঐআ ১।২।৩। ৫ঋ.র খিলকাণ্ডের নিবিদধ্যায়ে (৫।৫) প্রথমে অগ্নির নিবিৎ, তারপরেই 'মরুত্বান্' ইন্দ্রের নিবিৎ এবং তারপরে 'কেবল' ইন্দ্রের নিবিৎ ঃ 'ইন্দ্রো মরুত্বান্ সোমস্য পিবতু। মরুৎস্তোত্রো মরুদ্‌গণঃ। মরুৎসখা মরুদ্‌বৃ.ধঃ। ঘ্নন্ বৃ.ত্রা সৃজদ্ অপঃ। মরুতাম্ ওজসা সহ। য ঈম্ এনং দেবা অবমদন্। অপ্.তূর্যে বৃ.ত্রতূর্যে। শম্বরহত্যে গবিষ্টৌ। অর্চন্তং গুহ্যা পদা। পরমস্যাং পরাবতি। আদ্ ঈং ব্রহ্মাণি বর্ধয়ন্। অনাধৃষ্টা ন্যো.জসা। কৃণ্বন্ দেবেভ্যোঃ দুবঃ। মরুদ্‌ভিঃ সখিভিঃ সহ। ইন্দ্রো মরুত্বা ইহ শ্রবদ্ ইহ সোমস্য পিবতু। প্রে.মাং দেবো দেবহূতিম্ অবতু দেব্যা ধিয়া। প্রে.দং ব্রহ্ম প্রে.দং ক্ষত্রম্। প্রে.মং সুন্বন্তং যজমানম্ অবতু। চিত্রশ্ চিত্রাভির্ ঊতিভিঃ। শ্রবদ্ ব্রহ্মাণ্য্ আ.বসা গমৎ।'

৬২৪ অধিলোকদৃষ্টিতে ভ্রূমধ্য হল অন্তরিক্ষের ঊর্ধ্বপ্রত্যন্ত। সেইখানেই মরুদ্‌গণ ইন্দ্র এবং পূষার ধাম। ভ্রূমধ্যের সঙ্গে তু. তৈউ.র 'ইন্দ্রযোনি' যা 'অন্তরেণ তালুকে য এষ স্তন ইবা.বলম্বতে' (১।৬।১)। তার উপরেই ঐউ.র 'বিদৃতি' বা 'নান্দনদ্বার' (১।৩।১২), যার ঊর্ধ্বপ্রত্যন্ত আমাদের পরিচিত 'ব্রহ্মরন্ধ্র' (ঋ.তে 'উৎসো রন্ধ্রঃ' ৮।৭।২৬)। ইন্দ্রযোনি ঋ.তে '**কাকুৎ**' তু. ঋ. যা তে কাকুৎ সুকৃতা যা বরিষ্ঠা যয়া শশ্বৎ পিবসি মধ্ব ঊর্মিম্ (অমৃতচেতনা ঢেউ খেলে চলে ওইখান থেকে পরমব্যোমের দিকে) ৬।৪১।২, ৮।৬৯।১২ (টী. ৬০৭২ ; আরও তু. ১।৮।৭)। নি.তে 'কাকুৎ' বাক্ (১।১১), সা. জিহ্বা (ঋ. ১।৮।৭)। কিন্তু নি.তেই 'কাকুদং তাম্বি.ত্যা.চক্ষতে

হাজারে।[১] এটি ইন্দ্রের বৃত্রবধের অনুরূপ ব্যাপার—ভ্রূমধ্যে আলোর ঝড় তুলে তার উজানে মূর্ধন্যচেতনায় সহস্ররশ্মি আদিত্যের আবির্ভাব ঘটানো।[২] তখন মরুদ্‌গণও আদিত্যকল্প 'দিবো নরঃ'।[৩]

ইন্দ্র-বিষ্ণুর সহচার ঋগ্‌বেদে প্রসিদ্ধ [৬২৫]। তাঁরাই শম্বরের নিরানব্বইটি পুর বিদীর্ণ করে পরমজ্যোতিকে চেতনায় ফুটিয়ে তোলেন।[১] ইন্দ্র প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ,[২] আর সেই প্রজ্ঞার পরিপূর্ণ প্রকাশ বিষ্ণুতে—যাঁর পরমপদ সর্বসাক্ষী অনিমেষ দৃষ্টিরূপে আতত হয়ে আছে দ্যুলোকে।[৩] মরুদ্‌গণ ইন্দ্রের নিত্যসহচর। অতএব তাঁরা বিষ্ণুরও সহচর। তাইতে বিষ্ণুর একটি সংজ্ঞা হল 'এবয়ামরুৎ' অর্থাৎ মরুদ্‌গণ স্বচ্ছন্দগতিতে চলেন যাঁর সঙ্গে। তার অর্থ, ইন্দ্র যেমন প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ, বিষ্ণু তেমনি প্রাণাত্মক প্রজ্ঞা। প্রাণ ও প্রজ্ঞা অবিনাভূত। প্রজ্ঞা যেমন প্রাণের দিশারী,[৪] তেমনি প্রজ্ঞার প্রকাশে প্রাণের ঝড় বয়ে যায় আধারে। এই অনুভব হয়েছিল অত্রিবংশের এক ঋষির, যিনি মরুত্বান্ বিষ্ণুর সাযুজ্যলাভ করে নিজের পরিচয় দিয়েছেন 'এবয়ামরুৎ' বলে। ঋক্‌সংহিতার পঞ্চম মণ্ডল শেষ হয়েছে তাঁর রচিত একটি মরুৎসূক্ত দিয়ে, যার প্রত্যেক মন্ত্রে 'এবয়ামরুৎ' সংজ্ঞাটি আলগাভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।[৫] তার শেষ মন্ত্রে মরুদ্‌গণকে বলা হয়েছে, তাঁরা যেন প্রচেতনায় মহাব্যোমে পর্বতের মত তুঙ্গতম।[৬]

ঋক্‌সংহিতার খিলকাণ্ডের নিবিদধ্যায়ে মরুদ্‌গণের নিবিদে তাঁদের একটি পূর্ণ ও সংহত পরিচয় আছে [৬২৬]।

মরুদ্‌গণের পর বায়ুবর্গের চতুর্থ দেবতা **মাতরিশ্বা**। আগেই বলেছি, নিঘণ্টুতে দেবতাদের নামের মধ্যে মাতরিশ্বার উল্লেখ নাই, যদিও বেদে তিনি একজন প্রাচীন এবং

(৫।২৭, উদাহরণ ঋ. ৮।৬৯।১২)। এই তালুর সামনেই ভ্রূমধ্য, যোগের আজ্ঞাচক্র। [২]তু. তং (সেই পূষাকে) ইন্দ্রং ন সুক্রতুং বরুণং ন মায়িনম্ অর্যমণং ন মন্দ্রং (আনন্দমাতাল) সৃপ্রভোজনং (বিদ্যুদ্‌বিসর্পের মত সম্ভোগ যাঁর, বিষ্ণুর বিণ.) বিষ্ণুং ন স্তুষে আদিশে (তাঁর আদেশের জন্য, আমাদের দিশারী হবেন বলে, তু. ৬।৫৬।১)। ত্বেষং শর্ধো ন মারুতং তুবিষ্বণ্য্‌নর্বাণং (যাঁর নাগাল পাওয়া যায় না, পূষার বিণ.) পূষণং সং যথা শতা, সং সহস্রা কারিষচ্‌ চর্ষণিভ্য আঁ, আবির্ গূল্‌হা বসূ করৎ সুবেদা (সহজলভ্য, তু. 'সম্প্রজ্ঞাত') নো বসূ করৎ ৬।৪৮।১৪,১৫। মরুদ্‌গণ ইন্দ্র আর পূষা ভ্রূমধ্যে, বরুণ মিত্র অর্যমা আর বিষ্ণু তার উজানে পরমব্যোমে। [২]তু. ঈ. পূষার কাছে হিরণ্ময় পাত্রের আড়াল ঘোচানোর প্রার্থনা ১৫। [৩]তু. ঋ. মরুতঃ সভরসঃ (একসঙ্গে আবেশ যাঁদের ঘটে আধারে) স্বর্ণরঃ (আলোর পুরুষ) সূর্যে উদিতে (এই সূর্যোদয় মূর্ধন্য আকাশে) মদথা দিবো নরঃ, ন বো হশ্বাঃ শ্রথয়ন্তা- (ঝিমিয়ে পড়ে না)হ সিস্রতঃ (চলতে-চলতে) সদ্যো (একদিনেই অর্থাৎ নিমেষেই) অস্যা-ধ্বনঃ পারম্ (বিষ্ণুর পরমপদ, পরমব্যোম তু. ক. ১।৩।৯) অশ্নুথ (পৌঁছে যাও) ৫।৫৪।১০; আরও তু. ঋ. দিবস্ পুত্রাস আদিত্যাসঃ ১০।৭৭।২।

৬২৫ দ্র. ঋ. ৬।৬৯ সূ., ১।১৫৫।১-৩, ৭।৯৯।৪-৬। [১]তু. ৭।৯৯।৫, টী. ১৪২। [২]তু. কৌ. ৩।৮। [৩]ঋ. ১।২২।২০, টী. ৪৬২। [৪]তু. ৬।৪৮।১৪, টীমূ. ৬২৪[১]। [৫]৫।৮৭ সূ.। অসমস্ত প্রয়োগ দ্র. ৫।৪১।১৬। [৬]জ্যেষ্ঠাসো ন পর্বতাসো ব্যোমনি ৫।৮৭।৯।

৬২৬ মরুতো দেবা সোমস্য মৎসন্। সুষ্টুভঃ স্বর্কাঃ। অর্কস্তুভো বৃহদ্বয়সঃ। শূরা অনাধৃষ্টরথাঃ। ত্বেষাসঃ পৃশ্নিমাতরঃ। শুভ্রা হিরণ্যখাদয়ঃ। তবসো ভন্দদিষ্টয়ঃ। নভস্যা বর্ষনির্ণিজঃ। মরুতো দেবা ইহ শ্রবন্… (৫।৫।৯; তু. ২, দ্র. টী. ৬২৩৫)।

প্রমুখ দেবতা। অবশ্য তিনি হবির্ভাক্ বা সূক্তভাক্ নন—ঋগ্‌ভাক্ মাত্র ; কিন্তু বহু ঋকে তাঁর উল্লেখ আছে এবং তাতে তাঁর তাত্ত্বিক রূপটি বিশেষ করে ফুটে উঠেছে। একটি ঋকে তাঁর নামের আর্থিক ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয়েছে এই বলে, 'যখন (নিজেকে) ব্যাপ্ত করলেন বা রূপায়িত করলেন মায়ের মধ্যে মাতরিশ্বা (অথবা, 'যখন···মধ্যে, তখন তিনি মাতরিশ্বা') ; (আর তাইতে) বাতের সৃষ্টি হল সরে-সরে যাওয়াকে আশ্রয় করে [৬২৭]।' দ্বিতীয় প্রকল্পে মাতরিশ্বা অগ্নির নামান্তর। এর সমর্থন ঋক্‌সংহিতাতেও পাওয়া যায়। অগ্নি তখন 'মিত্র' বা 'বৈশ্বানর' অর্থাৎ তিনি বিশ্বাত্মক।[১] কিন্তু অগ্নি থেকে মাতরিশ্বাকে আলাদা করেই উল্লেখ করা হয়েছে অনেকজায়গায়।

যাস্ক 'মাতরিশ্বা'র ব্যুৎপত্তি দিচ্ছেন শ্বস্ বা অন্ ধাতু হতে। তাঁর মতে 'মাতা' অন্তরিক্ষ, আর মাতরিশ্বা তাতে নিঃশ্বাস বা প্রাণরূপে প্রবাহিত বায়ু [৬২৮]। মাতরিশ্বা = বায়ু, এ-সমীকরণ ঋক্‌সংহিতায় স্পষ্টত না থাকলেও শৌনকসংহিতার অনেকজায়গায় তাঁকে প্রবহন্ত বায়ুরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[১] যজুঃসংহিতাতেও মাতরিশ্বা বায়ু।[২] ব্রাহ্মণে মাতরিশ্বা স্পষ্টতই বায়ু, এবং অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণ।[৩] সুতরাং যাস্কের প্রকল্প অমূল নয়। মনে হয়, ঋক্‌সংহিতাতেই তার সমর্থন আছে। একজায়গায় পাই : 'দুটি দীপ্তি পাশাপাশি থেকে ত্রিবৃৎ (ভুবনকে) ব্যাপ্ত করেছেন। তাঁদের তৃপ্তির শরীক হলেন মাতরিশ্বা।'[৪] এখানে দুটি দীপ্তি পৃথিবীতে অগ্নি, আর দ্যুলোকে সূর্য। অতএব অন্তরিক্ষে মাতরিশ্বা তাঁদের আনন্দের শরীক।[৫] যে-ঋক্‌টিতে তাঁর নামের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয়েছে, তার অর্থ এও হতে পারে : লোকাদি অগ্নি বা বৈশ্বানর যখন নিজেকে মায়ের মধ্যে রূপায়িত করলেন, তখন তিনি হলেন মাতরিশ্বা ; আর কারণসলিল যখন সরতে লাগল, তখন তিনি হলেন বাতাসের বিসৃষ্টি বা বায়ুর প্রবাহ। এই ব্যাখ্যায় মাতরিশ্বাই বাত বা বায়ু—স্বরূপে ; তাঁর অগ্নিধর্ম ঔপচারিক। 'আনীদ্ অবাতং স্বধয়া তদ্ একম্' : সৃষ্টির আদিতে তৎস্বরূপের এই-যে প্রাণন, তাই মাতরিশ্বা। সৃষ্টির যে আদিম প্রবেগ, তাকে যেমন পরমপুরুষের নিঃশ্বসিতের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে,[৬] তেমনি তাকে বলা যেতে পারে আদিমাতার হৃত্সমুদ্রের উচ্ছূনতা বা কেঁপে ওঠা। এই মাতা বস্তুত তখন 'মহী মাতা' অদিতি, বিশ্বাবরক 'বরুণের' যিনি নিত্যসঙ্গিনী। তাঁকে অন্তরিক্ষ বলাও অসঙ্গত নয়, কেননা সৃষ্টি প্রজ্ঞাত্মক প্রাণের 'এজন' বা কম্পন,[৭]

---

৬২৭ ঋ. ৩।২৯।১১; দ্র. টী. ৩৫৬২, ৫৭৪৫। [১]মিত্রো অগ্নির্ ঈড্যো মাতরিশ্বা ৩।৫।৯, বৈশ্বানরং মাতরিশ্বানম্ উক্থ্যম্ ২৬।২, ১০।৮৮।১৯।

৬২৮ নি. ৬।২৬। [১]তু. শৌ. ৮।১।৫, ১০।৭।২, ৪, ৯।২৬, ১২।১।৫১, ১৩।৩।১৯··· । [২]তৈস. ৪।১।৪।১, ৪।১২।৫, ৫।১।৫।১··· ; মা. ১১।৩৯, ১।২। [৩]তু. ঐব্রা. প্রাণো মাতরিশ্বা ২।৩৮ ; শ. অয়ং বৈ বায়ুর্ মাতরিশ্বা যোঽয়ং পবতে ৬।৪।৩।৪ ; তৈব্রা. ২।৩।৯।৫-৬। [৪]ঋ. ঘর্মা (< √ঘৃ 'দীপ্ত হওয়া') সমন্তা ত্রিবৃতং ব্যাপতুস্ তয়োর্ জুষ্টিং মাতরিশ্বা জগাম ১০।১১৪।১। তু. শ. ১১।৬।২।২। [৫]তু. ঋ. অগ্নি বায়ু এবং সূর্যের ত্রিতয় ১০।১৫৮।১, টী. ৫৭৫৩। [৬]তু. বৃ. অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্ এতদ্ যদ্ ঋগ্‌বেদঃ···২।৪।১০। [৭]তু. ক. ২।৩।২। [৮]তু. ছা. ৩।৫।৩।

আর তার আধার হল অন্তরিক্ষ। নিঘণ্টুতে এইজন্য প্রজাপতি বিশ্বকর্মা ত্বষ্টা প্রভৃতিকে বলা হয়েছে অন্তরিক্ষস্থান দেবতা। কিন্তু সেকথা যথাস্থানে। 'মাতরিশ্বা' সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি তাহলে 'শ্‌' ধাতু হতে, যার অর্থ 'কেঁপে ওঠা'। উপনিষদে একেই বলা হয়েছে 'আদিত্যের ক্ষোভ',[৮] সংহিতায় তৎস্বরূপের আদিকাম যা 'মনসো রেতঃ প্রথমম্'—সমর্থ মনের প্রথম প্রবেগ।[৯] তা-ই হল মাতরিশ্বারও স্বরূপ।

বায়ুবর্গের সব দেবতা বস্তুত অদৃশ্য হলেও মরুদ্‌গণের বর্ণনায় আমরা ঋষিদের রূপোল্লাসের পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু এদিক দিয়ে মাতরিশ্বা মরুদ্‌গণের একেবারে বিপরীত। তাঁর নাম আছে, কর্মও আছে—কিন্তু রূপ রথ বাহন বা প্রহরণ কিছুই নাই। তিনি একটি অমূর্ত তত্ত্ব মাত্র। তাঁর কর্মও প্রবৃত্তিধর্মী নয়, প্রকাশধর্মী। মরুদ্‌গণ ও মাতরিশ্বা দুইই বিশ্বপ্রাণ, কিন্তু মাতরিশ্বায় ফুটেছে তাঁর অঘোর শিবরূপ। সৃষ্টির আদিতে প্রাণের প্রথম উন্মেষ বলে তিনি 'ভুবনস্য পতিঃ প্রজাপতিঃ' [৬২৯], বিশ্বোত্তীর্ণ যে 'অনেজদ্ একং মনসো জবীয়ঃ', তাঁর মধ্যে তিনি নিহিত করেন ভুবনে-ভুবনে প্রবহন্ত 'অপঃ' বা প্রাণের ধারা।[১] অথবা তিনিই অপার কারণসলিল,[২] কিংবা কারণসলিলে প্রবিষ্ট এবং সেখানে দেবতাদের সঙ্গে একীভূত।[৩] আবার বিসৃষ্টিতে তিনিই ভূতে-ভূতে প্রাণ এবং অপানের ক্রিয়া।[৪]

এ তাঁর সামান্য কর্ম। তাঁর বিশিষ্ট কর্ম হল অগ্নির মন্থন এবং আবিষ্করণ। ঋক্-সংহিতায় নানাভাবে তাঁর এই পরিচয়টি স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে: মাতরিশ্বাই প্রথমে অগ্নিকে জন্ম দিলেন [৬৩০]। অগ্নি ছিলেন গুহাহিত হয়ে, মাতরিশ্বাই তাঁকে মন্থন করে আবিষ্কার করলেন।[১] পরমব্যোমে অগ্নি জন্মালেন যখন, তখন তিনি সবার আগে আবির্ভূত হলেন মাতরিশ্বার কাছে।[২] সেই লোকাদি অগ্নিকে মাতরিশ্বাই এখানে

---

[৯]ঋ. ১০।১২৯।৪। বিসৃষ্টির আদি প্রবেগকে উপনিষদে বলা হয়েছে তৎস্বরূপের 'ঈক্ষা' বা পরমপুরুষের 'কাম' বা 'তপঃ'। তিনটির মধ্যে একটি বিশিষ্ট পরম্পরা আছে।

৬২৯ শৌ. ১৯।২০।২। [১]মা. ৪০।৪ (ঈ. ৪)। [২]তু. ঋ. অকূপারঃ সলিলো মাতরিশ্বা ১০।১০৯।১। **অকূপারঃ** সলিলের বিশেষণ। যাস্ক বলেন, নি. আদিত্যো হপ্য্‌.কূপার উচ্যতে হকূপারো ভবতি দূরপারঃ, সমুদ্রো···মহাপারঃ, কচ্ছপো···ন কূপম্ ঋচ্ছতী.তি ৪।১৮। ঋ.তে আর একটি মাত্র প্রয়োগ ৫।৩৯।২ (ইন্দ্র)। 'কু' ছোট, যেমন 'কুনদী'। সুতরাং ব্যু.গত অর্থ, যাকে পার হওয়া যায় না। নি.র প্রকল্পে 'কচ্ছপ' < কশ্যপ = আকাশ, কচ্ছপের খোলার মত বলে। আকাশ সমুদ্র আর আদিত্য তিনটিই পরম্পরাক্রমে বিসৃষ্টির আদিতে—সত্তা প্রাণ ও প্রজ্ঞারূপে। উল্লিখিত ঋকের 'অকূপার সলিল' কারণসমুদ্র। মাতরিশ্বার তা বিণ. হতে পারে, অথবা দুটি আলাদাও হতে পারে। মাতরিশ্বা তখন বায়ু (সা.)। দুইই 'প্রথমজা ঋতেন' অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে একটি স্বতচ্ছন্দা আবির্ভাব। ঋ.তে এমনিতর আরও দুটি তত্ত্ব হল 'তপঃ' এবং 'আপো দেবীঃ'। এই শেষেরটিও বোঝাচ্ছে দ্যুলোকস্থ কারণসমুদ্রকে। সুতরাং পুনরুক্তি এড়াতে অকূপার এবং সলিল (যিনি সরে-সরে যাচ্ছেন, তু. ৩।২৯।১১) দুটিই মাতরিশ্বার বিণ. হতে পারে। [৩]শৌ. অপ্ স্বা.সীন্ মাতরিশ্বা প্রবিষ্টঃ প্রবিষ্টা দেবা সলিলান্যা.সন্, বৃহন্ হ তস্থৌ রজসো বিমানঃ পবমানো হরিত আ বিবেশ ১০।৮।৪০। [৪]শৌ. উপ হ্বয়ে মাতরিশ্বনা প্রাণাপানৌ ৫।১০।৮।

৬৩০ ঋ. ১০।৪৬।৯, টী. ২৩২[৪]। [১]গুহা সন্তং মাতরিশ্বা মথায়তি ১।১৪১।৩, ৭১।৪। [২]১।১৪৩।২

নিয়ে এলেন সুদূর হতে, দ্যুলোক হতে—মনুর কাছে, ভৃগুর কাছে।[৩] ওপার হতে এমনি করে অগ্নিকে এপারে নিয়ে আসেন বলে মাতরিশ্বাও 'দূত'—বিবস্বানের।[৪] বলা যেতে পারে, তাঁর এই দৌত্য অমর্ত্যের অনুপ্রাণনা জাগায় মর্ত্যের হৃদয়ে, তার মধ্যে জাগায় অভীপ্সার আগুন, তাকে করে সারস্বত রসসম্ভারের রসিক—যা এই মাতরিশ্বারই প্রসাদ।[৫] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেখতে গেলে, এই ব্যাপারে সূচিত হচ্ছে প্রাণের সঙ্গে চিত্ত-দীপ্তির অবিনাভাব—আমাদের মধ্যে বিশ্বপ্রাণের প্রেষণাতেই ওপারের আগুন জ্বলে ওঠে। এইদিক দিয়ে বৃহস্পতির সঙ্গে মাতরিশ্বার সাম্য। বৃহস্পতি বৃহৎ চেতনার দিশারী। চেতনার সঙ্কোচ দূর করে যখন বৈপুল্যের অভিব্যক্তি ঘটান, তখন ঋতের সাধনায় তিনিই সম্ভূত হন বিভু মাতরিশ্বারূপে।[৬] আবার বিবস্বান্ ও যমের সঙ্গেও মাতরিশ্বার নিবিড় সম্পর্ক দ্যোতিত করে বিশ্বপ্রাণ ও জ্যোতির্ময় মরণের মিতালি—প্রাকৃতমৃত্যুজিৎ যোগী যার রহস্য জানেন।[৭] মাতরিশ্বা বা বায়ুকে ধরে অন্তরাবৃত্তির পথে পরমভূমিতে পৌঁছবার যে একটি সাধনপদ্ধতি ছিল, তার কথা আগেই উল্লেখ করেছি।[৮] বাতরশন মুনিরা ছিলেন এই পথের পথিক। মাতরিশ্বা এইজন্যই বিগ্রহবান্ না হয়ে তত্ত্বে পর্যবসিত হয়েছিলেন কি না তা বিবেচ্য।[৯]

২ মধ্যস্থান বরুণ

নিঘণ্টুতে বায়ুর পর আছেন **বরুণ**। স্বরূপত ইনি আদিত্য হলেও এখানে 'মধ্যম' বা অন্তরিক্ষস্থান দেবতা। ঋক্‌সংহিতাতেই এই বলে তাঁর উল্লেখ আছে [৬৩১]। তবে সেখানে মিত্রসহচরিত দ্যুস্থান বরুণেরই প্রাধান্য—যথাস্থানে তার আলোচনা করা যাবে।

অন্তরিক্ষস্থান বরুণ স্বভাবতই অপ্‌এর অধিপতি [৬৩২]—কেননা অপ্ প্রাণের প্রতীক, আর অন্তরিক্ষ প্রাণলোক। এই অপ্‌এর ব্যাপ্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করি বৃষ্টির

টী. ১৯৬, ২০৭[১]। [৩]১।১২৮।২, টী. ২০৫[১] ; ৬০।১, টী. ১৯৯ ; যদী ভৃগুভ্যঃ পরি মাতরিশ্বা গুহা সন্তং হব্যবাহং সম্ ঈধে ৩।৫।১০। [৪]৬।৮।৪, টী. ৩৩২। [৫]তু. ঋ. যঃ পাবমানীর্ অধ্যেত্যৃ.ষিভিঃ সংভৃতং রসম্, সর্বং স পূতম্ অশ্নাতি স্বদিতং মাতরিশ্বনা। পাবমানীর্ য়ো অধ্যেত্যৃ.ষিভিঃ সংভৃতং রসম্, তস্মৈ সরস্বতী দুহে ক্ষীরং সর্পির্ মধূ.দকম্ ৯।৬৭।৩১-৩২ (দ্র. টী. ৪১৮[১])। পবমান সোমের উদ্দিষ্ট ঋক্ 'পাবমানী'। মাতরিশ্বার দ্যুলোক হতে অগ্নি আহরণের সঙ্গে তু. গ্রীক পুরাণে প্রমেথেউসের স্বর্গ হতে মানুষের জন্য আগুন চুরি। এই ব্যাপারটি তন্ত্রে 'শক্তিপাত' বা পঞ্চকৃত্যকারী শিবের অনুগ্রহশক্তির ক্রিয়া। [৬]বৃহস্পতিঃ স হ্ (যখন) অঞ্জো বরাংসি (< √ বৃ 'ছাওয়া' তু. 'উরু') বিভ্বা.ভবৎ সম্ ঋতে মাতরিশ্বা ১।১৯০।২। [৭]তু. ঋ. ৬।৮।৪ (টী. ৩৩২), ১।১৬৮।৪৬ (টী. ১১৭)। [৮]দ্র. টী. ৪২। [৯]ইন্দ্র আর মাতরিশ্বার সাম্য তু. ততক্ষ সূরঃ (ইন্দ্রঃ) শবসা [বজ্রম্], ঋভুর্ ন ক্রতুভির্ মাতরিশ্বা [সন্] ১০।১০৫।৬ ; মাতরিশ্বা=সোম ৮।৫২।২ ; মাতরিশ্বা বর আর বধূর হৃদয়কে এক করে দিচ্ছেন ১০।৮৫।৪৭। বিশ্বপ্রাণরূপে মাতরিশ্বা ওজঃ আনন্দ এবং প্রেম।

৬৩১ দ্র. ঋ. ৮।৪১।২ (টী. ৬০৭২ 'সিন্ধু')।

৬৩২ তু. তৈত্রা. অপ্সু বৈ বরুণঃ ১।৬।৫।৬। [১]তু. ঋ. য়া আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি খনিত্রিমা (খন্তা দিয়ে খুঁড়ে বার-করা, যেমন কুয়ায়) য়াঃ স্বয়ংজাঃ (যেমন নৈসর্গিক ফোয়ারায়), সমুদ্রার্থা য়াঃ শুচয়ঃ

ধারায় সিন্ধুর প্রবাহে আর 'অর্ণব' বা ঢেউ-খেলানো সমুদ্রের মহিমায়। দ্যুলোক থেকে নামে বৃষ্টির ধারাসার, চলে নদীর খাত বেয়ে, অবশেষে সমুদ্রের অকূল পাথারে ব্যাপ্ত এবং সম্ভৃত হয়,[১] এই নৈসর্গিক ব্যাপারের অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট। এ যেন দ্যুলোকের শক্তিপাতের ফলে নাড়ীতে-নাড়ীতে প্রাণের উচ্ছল প্রবাহের অবশেষে প্রচেতনার সমুদ্রে মিলিয়ে যাওয়া।[২] সংহিতায় নানাভাবে তার বর্ণনা আছে: 'যিনি অসুর, অপ্ নিষিক্ত করে তিনি আমাদের পিতা হলেন···হে বরুণ, অপ্‌দের ঢেলে দাও নিম্নগা করে';[৩] 'অপ্‌দের শিশু এই বরুণ মাতৃতমা নদীদের মধ্যে রচেছেন তাঁর সধস্থ;'[৪] 'নীচের দিকে মুখ খোলা যে-কবন্ধের, (তার জল) ঢেলে দিলেন বরুণ রোদসী আর অন্তরিক্ষে; তাইতে বিশ্বভুবনের রাজা ভিজিয়ে দিলেন ভূমিকে, বৃষ্টি যেমন (ভেজায়) যবের (ক্ষেত); ভিজিয়ে দেন তিনি ভূমিকে—পৃথিবী আর দ্যুলোককে, যখন তারপরেই বরুণ চান দোহন করতে: মেঘের বসন পরল পর্বতেরা আর আলোর বীর্য চেয়ে (তাদের) শিথিল করে দিলেন বীরেরা;'[৫] 'হে মিত্রাবরুণ, হে ক্ষিপ্রদ, আমাদের জন্য দ্যুলোক হতে ঢেলে দাও ইলা আর বৃষ্টি;'[৬] মিত্রাবরুণ সিন্ধুপতি;[৭]

পারকাস্ (দুটি অগ্নিবিশেষণে অগ্নিস্রোতের ধ্বনি) তা আপো দেবীর্ ইহ (এই আধারে) মাম্ অবন্তু ৭।৪৯।২ (তু. টীমূ. ৫৪০৭)। ঋকের শেষ পাদটি ধুরা। ২তু. ১।৩।১২, টী. ৩৯৩, ৪১৭৫। 'প্রচেতনা' চেতনার অগ্রাভিযান ও বিস্ফারণ—যেমন সানু হতে সানুতে আরোহণের সময় দিগন্তের বিস্ফারণ (তু. ১।১০।২)। বরুণ 'প্রচেতাঃ', সমুদ্র 'প্রাচেতস'। ৩ শৌ. অপো নিষিঞ্চন্ অসুরো পিতা নঃ···বরুণা.ব নীচীর্ অপঃ সৃজ ৪।১৫।১২। মনে রাখতে হবে, বর্ষার ধারাসার দেবতার অজস্র প্রাণ এবং অমৃত আনন্দের প্রসাদ। ৪মা. পস্ত্যাসু চক্রে বরুণঃ সধস্থম্ অপাং শিশুর্ মাতৃতমাস্ব.ন্তঃ ১০।৭। 'পস্ত্যা' নদী, নাড়ীর প্রতীক; তাদের সঙ্গমস্থান 'সধস্থ'; 'অপ্' বা বিশ্বপ্রাণের সমুদ্র হতে আধারে শিশুরূপে বরুণ সেখানে সংভৃত; নাড়ীবাহিত প্রাণস্রোত মায়ের মত তাঁকে পুষ্ট করছে (দ্র. টীমূ. ২৪৬, ১১১; ঋ. অম্বিতমে সরস্বতি ২।৪১।১৬, টী. ৪০৮; ১।১৬৪।৪৯, টী. ২২১)। ৫ঋ. নীচীনবারং (=দ্বারং) বরুণঃ কবন্ধং প্র সসর্জ রোদসী অন্তরিক্ষম্ (তাতে ত্রিভুবন প্লাবিত হল), তেন বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা যবং (তারুণ্যের প্রতীক; বর্ষার অভাবে শুকিয়ে ছিল, এখন তাজা হয়ে উঠল—এই ধ্বনি) ন বৃষ্টির্ ব্যু.নত্তি ভূম (যার মধ্যে সব-কিছু হবার সম্ভাবনা আছে, তু. ক. 'ভরা' ২।১।১২, ১৩)। উনত্তি ভূমিং (ভূতজননী, যিনি সব হচ্ছেন) পৃথিবীম্ উত দ্যাং যদা দুগ্ধং (যা গুহাহিত ছিল তার প্রকাশ—যেমন ক্ষেতের সোনার ফসল, দুই অর্থেই) বরুণো.দ্ ইৎ। সম্ অভ্রেণ বসত পর্বতাসস্ তবিষীয়ন্তঃ প্রথয়ন্ত বীরাঃ (মরুদ্‌গণ) ৫।৮৫।৩, ৪। **কবন্ধ** ·দৃতি, মশক, ভিস্তি। তার মাথা নাই, পা নাই (তু. 'অপাদশীর্ষা গুহমানো অন্তা' ৪।১।১১, টী. ৩১৯, ১৬৪৪), অতএব অব্যাকৃত, অথচ তাহতেই শক্তির নিঃস্রব। নিঘ. 'উদক' ১।১২। নি. কবন্ধং মেঘম্, কবনম্ উদকং ভবতি, তদ্ অস্মিন্ ধীয়তে, উদকম্ অপি কবন্ধম্ উচ্যতে। বন্ধির্ অনিভৃতত্বে, কম্ অনিভৃতং চ ১০।৪। তু· 'অর্বাগ্‌বিল উর্ধ্ববুধ্ন' পাত্র। যবের ক্ষেতে বৃষ্টি এখানে উপমান; সুতরাং ভূমিকে ভিজিয়ে দেওয়ার অর্থ রাহস্যিক: আধারের বন্ধ্যাত্ব ঘোচানো। তখন ভূমি হল পয়স্বিনী ধেনু। বরুণ তাকে দোহন করে বার করলেন প্রাণ আর আলো। পর্বত ধ্যানচেতনার প্রতীক। তাকে ঘিরে আসন্নবর্ষণ প্রাণ থমথম করছে। এলেন মরুদ্‌গণ আলোর ঝড় নিয়ে। মেঘ গলে গিয়ে পর্বতকে অভিষিক্ত করল। পৃথিবীর বন্ধ্যাত্ব ঘুচল। **তবিষীয়ৎ** < √ তবিষী-য় (চাওয়া অর্থে, নামধাতু); **তবিষী** < √ তু 'শক্তিতে বেড়ে চলা'+ইস্+ঈ স্ত্রীলিঙ্গে, শক্তি, বল (নিঘ. ২।৯)। তু. নিঘ. 'তবিষঃ। তবসঃ' মহৎ (৩।৩); নি. ত্বিষ্ 'দীপ্তিকর্মা' ৮।১৪। সুতরাং 'তবিষী' আলোর বীর্য (তু. ইন্দ্রের 'দেবী তবিষী' ঋ.১।৫৬।৪)। ৬ঋ. ৭।৬৪।২, টীমূ. ৪০৫২। ৭৭।৬৪।২।

সপ্তসিন্ধু ক্ষরিত হয় বরুণের কাকুৎ বা তালু হতে;[৮] উজানধারায় তিনি তাদের উৎসমূলে;[৯] সিন্ধু যেন দ্যুলোকের মত: বরুণ তাকে নামিয়ে আনলেন; তিনি যেন একটি বিন্দু, তিনি শ্বেত মৃগ, আলোকবীর্যময়।[১০]

বিন্দু হতে সিন্ধু শতধারায় নেমে আসে—পড়ে গিয়ে সমুদ্রে। সে-সমুদ্র কিন্তু বরুণই: তিনিই একমাত্র সমুদ্র [৬৩৩], এক রহস্যময় সমুদ্র।[১] সমুদ্রের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ, আমরাও তাঁকে এখন সমুদ্রের দেবতা বলেই জানি। সংহিতাতেও দেখি: মরুদ্গণ যেমন চলেন দ্যুলোকে, অগ্নি ভূমিতে, বাত অন্তরিক্ষে—তেমনি বরুণ চলেন জলে-জলে, সমুদ্রে-সমুদ্রে।[২] সমুদ্র একটি নয়। পৃথিবীতে যেমন জলের সমুদ্র, অন্তরিক্ষে তেমনি প্রাণের সমুদ্র, দ্যুলোকে আলোর সমুদ্র। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তারা যেন ভূতমাত্রা প্রাণমাত্রা আর প্রজ্ঞামাত্রার অক্ষীয়মাণ শতধার উৎস।[৩] তিনটি সমুদ্রই বরুণের, অথবা তারা বরুণই। সমুদ্রের অকূল বিথারে তাঁর নামের সার্থকতা। তিনি বরুণ কিনা সব-কিছুকে 'বেড়ে আছেন' বা 'ছেয়ে আছেন'[৪]—যেমন পৃথিবীর স্থলকে জল হয়ে, আবার অন্তরিক্ষকে বাতাস হয়ে, দ্যুলোককে আলো হয়ে। ছেয়ে থেকে ফুরিয়ে যাননি, ছাপিয়ে গেছেন। তাই তিনি সেই মায়ী পুরুষ, যিনি এই ভূমিকে 'আবৃত' করেও তার 'অতিষ্ঠাঃ'।[৫] তখন তিনি এক তৃতীয় সমুদ্র—অব্যক্ত আনন্ত্যের রহস্যময় (অপীচ্য) সমুদ্র। এই বরুণ এক পরম শূন্যতা, তিনি আমাদের অত্যন্ত আপন হলেও আমরা তাঁর নাগাল পাই না।[৬] কিন্তু অন্তরিক্ষস্থান বরুণকে সহজেই খুব কাছে পাই।

৮দ্র. টীমু. ৬০৭২। ৯দ্র. টী. ঐ। ১০অব সিন্ধুং বরুণো দ্যৌর্ ইব স্থাদ্ দ্রপ্সো ন শ্বেতো মৃগস্ তুবিষ্মান্ ৭।৮৭।৬। সিন্ধু এখানে সিন্ধুনদের মোহানার কাছে সমুদ্র, তাই আলোছাওয়া আকাশের উপমা। দ্রপ্স 'বিন্দু'—বিশেষত সোমরসের (তু. ১০।১৭।১১-১৩); রেতোবিন্দু তু. ৭।৩৩।১১, টী. ২০৬ (দ্র. নি. ৫।১৩-১৪, তত্র দুর্গ, ব্যু. < √ প্সা 'খাওয়া'; বস্তুত < √ দ্রু 'দ্রব হওয়া, গলে পড়া')। সিন্ধু সম্ভূত হল একটি বিন্দুতে, সেই বিন্দুটি বরুণ। শৈবতন্ত্রে শিব 'শ্বেতবিন্দু'। এখানে বরুণও তা-ই। ওই অক্ষর বিন্দু হতে সিন্ধুর ক্ষরণ (তু. ঋ. ১।১৬৪।৪২, টী. ১২৫৫)। 'শ্বেত' বিণ. এখানে উভয়ান্বয়ী। দ্রপ্সরূপে বরুণ প্রজ্ঞা, মৃগরূপে প্রাণ। 'শ্বেত মৃগ' তু. 'গৌরী' শ্বেতমৃগীরূপে পরমব্যোমে পরা বাক্ ১।১৬৪।৪১।

৬৩৩ তু. ঋ. ইমাম্ উ নু কবিতমস্য (কবিশ্রেষ্ঠ বরুণের) মায়াং মহীং (মহতী) দেবস্য নকির্ (কেউ না) আ দধর্ষ (মোকাবিলা করতে পেরেছে), একং যদ্ উদ্না (জল দিয়ে) ন পৃণন্তি (পূরতে পারে) এনীর্ (শুভ্রা) আসিঞ্চন্তীর্ (ঢেলে-ঢেলে) অবনয়ঃ (ধারারা) সমুদ্রম্ ৫।৮৫।৬। ল. নদীর ধারারা শুভ্র, কিন্তু সমুদ্রের জল নীল। সব আলো কালো হয়ে যায় বরুণের রহস্যে তলিয়ে গিয়ে, তাই তাঁর তল পায় না। এই তাঁর মহাকাব্য, তাঁর মায়া। ১স সমুদ্রো অপীচ্যঃ ৮।৪১।২। ২দিবা যান্তি মরুতো ভূম্যা.গ্নির্ অয়ং বাতো অন্তরিক্ষেণ যাতি, অদ্ভির্ যাতি বরুণঃ সমুদ্রৈঃ ১।১৬১।১৪। ৩তু. কৌ. ৩।৮। ৪তু. নি. বরুণো বৃণোতী.তি সতঃ ১০।৩। ৫তু. ঋ. ১০।৯০।১। সেখানে 'বৃত্বা'তে বরুণের ধ্বনি আছে। ৬তু. 'মা.হং মঘোনো বরুণ প্রিয়স্য ভূরিদাব্.ন আ বিদং শূনম্ আপেঃ. মা রায়ো রাজন্ৎ সুয়মাদ্ অব স্থাম্'—হে বরুণ, মহিমময় তুমি, প্রিয় তুমি, তুমি ভূরিদাতা; তুমি (আমার) আপন: (তোমার) শূন্যতাকে যেন আমি না পাই; হে রাজা, সুসংযত সংবেগ হতে যেন বিচ্যুত না হই ২।৩৭।১১। একদিকে তাঁর রিক্ততা—কেননা আলোর মূলে যে-কালো, তিনি তা-ই। দুর্বার তার সঙ্কর্ষণ, কিন্তু সেই সবখোয়ানোর টানে যেন তলিয়ে না যাই। আদিত্যগণ বরুণ আর বিশ্বদেবগণের উদ্দিষ্ট তিনটি সূক্তের শেষ ঋক্। দেবতার ক্রম ল.। প্রথম সূক্তটিতে 'অভয় জ্যোতি'র জন্য একটা ব্যাকুলতা আছে (২।২৭।১১, ১৪), তার

তিনি চিরন্তন সেই নেয়ে, যিনি আমাদের প্রাণসমুদ্রে পাড়ি জমান। ঋষি বসিষ্ঠের ভাষায়: 'আমি আর বরুণ যখন নায়ে চড়ব, মহাসমুদ্রে পাড়ি জমাব, যখন ঢেউএর চূড়ায়-চূড়ায় চলব আমরা, তখন দোলায় দুলতে-দুলতে দুজনে এগিয়ে যাব সেই শুভ্রতার পানে।'[৭] দেবতাকে জড়িয়ে ধরে মানুষ তাঁর সঙ্গে পাড়ি দিচ্ছে তাঁর হাজার-দুয়ারী ঘরের দিকে, মাঝে-মাঝে ভয় হয়, 'এই বুঝি দুজনার বাঁধন ছিঁড়ে যায়'—সখ্যরতির এ এক মধুর নিদর্শন।[৮]

বর্ষার প্রারম্ভে একটি চাতুর্মাস্যযাগ শুরু হত, তার নাম 'বরুণপ্রঘাস'। নাম থেকেই এতে বরুণের প্রাধান্য সূচিত হচ্ছে। শতপথব্রাহ্মণ বলছেন, প্রজাপতি এই

শেষেই শূন্যতার প্রতি এই ভীতি এবং তা দূর করবার জন্য বিশেষ করে বরুণের কাছে প্রার্থনা। এ যেন আদিত্যের শুক্ল ভাতি হতে পরঃকৃষ্ণ নীলে উত্তরণের সামনে থমকে দাঁড়ানো। তার পরের বরুণসূক্তেও এই ভাব—সাধনার মধ্যে হঠাৎ যেন তন্তুচ্ছেদ না হয়, জ্যোতি হতে পরবাসী না থাকি যেন (২।২৮।৫,৭)। আদিত্যদ্যুতি হতে বারুণী রাত্রিতে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। তার পরেই আবার লোকোত্তর থেকে নেমে এসে বৈশ্বদেবদ্যুতিতে উদ্‌ভাসিত হওয়া—দেবতাকে অত্যন্ত আপন বলে জানা (২।২৯।৪)। প্রত্যেকটি সূক্তের শেষে ওই মোক্ষভীতিতে সূচিত হচ্ছে ঋষিপন্থার বৈশিষ্ট্য—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, ফিরে এসে 'রসে-বশে' থাকা, 'ভাবমুখে' থাকা। **শূন** তু. ঋ. 'মা সখ্যুঃ শূনম্ আ বিদে মা পুত্রস্য প্রভূবসো, আবৃৎবদ্ ভূতু তে মনঃ'—সখার শূন্যতা যেন না পাই, না পাই পুত্রের, হে প্রভূতজ্যোতি; ঘুরে-ঘুরে আসুক তোমার মন (আমার কাছে, হে ইন্দ্র) ৮।৪৫।৩৬, দেবতা সাযুজ্যে সখা (তু. ১।১৬৪।২০), ব্যাবহারিক জীবনে পুত্র; 'মো ষু দেবা অদঃ স্বর্ (ওই স্বর্জ্যোতি) অব পাদি (হেলে পড়ে) দিবস্ পরি (অর্থাৎ মাধ্যন্দিন সূর্য যেন উজিয়ে যায়, ঢলে না পড়ে), মা সোম্যস্য শম্ভুবঃ শূনে ভূম কদা চন (তারপর সোম্য চেতনার প্রশান্তি যেন অমানিশার শূন্যতায় না মিলিয়ে যায় কখনও)' ১।১০৫।৩, কূপে নিমজ্জিত ত্রিতের প্রার্থনা; 'মা শূনে অগ্নে নি ষদাম নৃণাম্'—পৌরুষের সাধকদের শূন্যতায় যেন তলিয়ে না যাই, হে অগ্নি ৭।১।১১ বিপ্রের সাধনা ঋদ্ধির, রিক্ততার নয়; 'মা শূনে ভূম সূর্যস্য সংদৃশি ভদ্রং জীবন্তো জরণাম্ অশীমহি'—আমরা যেন শূন্যতায় না যাই সূর্যের সন্দর্শন পেতে-পেতে, প্রহ্বল হয়ে বেঁচে থেকে পৌঁছই যেন জরায় (ঋষির 'জিজীবিষা') ১০।৩৭।৬; ৩।৩৩।১৩ (সর্বনাশ অর্থে)। ব্যু. ? < √শূ 'ফেঁপে ওঠা' এবং তারপর ফেটে পড়া আর মিলিয়ে যাওয়া। > 'শূন্য' ঋ.তে নাই, কিন্তু অথর্ববেদে আছে। মুনিপন্থার শূন্যবাদের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, উপনিষদে যা 'অসৎ' (ঋ.তেও আছে), 'অসম্ভূতি' বা 'বিনাশ'। [৭]আ যদ্ রুহাব বরুণশ্‌চ নাবং প্র যৎ সমুদ্রম্ ঈরয়াব মধ্যম্, অধি যদ্ অপাং স্নুভিস্ (সানুভিঃ) চরাব প্র প্রেঙ্খ ঈঙ্খয়াবহৈ শুভে কম্ ৭।৮৮।৩। তার পরেই এই আকাঙ্ক্ষার পূর্তি: 'বসিষ্ঠং হ বরুণো নাব্য্‌াধাদ্ ঋষিং চকার স্বপা মহোভিঃ, স্তোতারং বিপ্রঃ সুদিনত্বে অহ্নাং যান্ নু দ্যাবস্ ততনন্ যাদ্ উষাসঃ'—বসিষ্ঠকে বরুণ নায়ে বসালেন, (তাকে) ঋষি করলেন (সেই) সুকর্মা (তাঁর) জ্যোতিঃশক্তির বৈপুল্যে, স্তোতা (করলেন তাঁকে সেই) ভাবকম্প্র (দেবতা) যাতে ঝলমলিয়ে ওঠে দিনগুলি, যখনই দ্যুলোকেরা হল আতত, যখনই (আতত হল) উষারা ৪। বরুণ বা আকাশের নায়ে চড়ার অর্থই হল যথার্থ 'বসিষ্ঠ' বা উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক অর্থাৎ সূর্য হওয়া। তখন ঋষিকে ঘিরে কেবল আলোর ছড়াছড়ি (তু. পূর্ব ঋকের 'শুভে' দ্র. টী. ৫৯৯২)। **সুদিনত্বে** আলোর ঝলমলানির জন্য (লক্ষ্যার্থে সপ্তমী)। 'দিন' < √*দিব্ 'আলো দেওয়া,' দীপ্তি। সুদিনের বিপরীত 'দুর্দিন', যখন মেঘের ছায়ায় আলো ম্লান হয়ে যায়। তু. ৩।৮।২, ২৩।৪, ১০।৭০।১। **যাৎ** < যৎ (য), পঞ্চমীর একবচন।...বরুণের নৌকার প্রসঙ্গ তু. ৭।৬৫।৩ (৬।৬৮।৮), ৮।৪২।৩; দেহতরীর আভাস ৮।২৫।১১। আরও তু. শৌ. কুমারী মেয়ের ভগের নৌকাতে চড়া (২।৩৬।৫), যা শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাস স্মরণ করিয়ে দেয়। [৮]ঋ. 'ক ত্যানি নৌ সখ্যা বভূবুঃ সচাবহে যদ্ অবৃকং পুরা চিৎ, বৃহন্তং মানং বরুণ স্বধাবঃ সহস্রদ্বারং জগমা গৃহং তে'—কোথায় আমাদের সেসব সখ্য রয়েছে এখন, দুজন দুজনকে জড়িয়ে ছিলাম বিনা আঁচড়ে সেই আগে যখন? হে বরুণ, হে স্বধাবান্, তোমার বৃহৎ বিথারে, তোমার হাজারদুয়ারী ঘরে আমি গিয়েছি যে ৭।৮৮।৫]।

যাগের সাহায্যে তাঁর প্রজাদের বরুণের পাশ থেকে মুক্ত করেছিলেন, তাইতে তারা নীরোগ আর নিষ্পাপ হয়ে জন্মেছিল [৬৩৪]। আরও বলেছেন, এই যাগের ফলে যজমান বরুণ হয়ে যায়, জয় করে বরুণের সাযুজ্য।[১] এদেশে বর্ষা নামে যখন, তখন সূর্য উত্তরায়ণের চরম বিন্দুতে। অর্থাৎ দ্যুলোকে তখন আদিত্যজ্যোতির পূর্ণতম দাক্ষিণ্য বা প্রজ্ঞাপারমিতার সিদ্ধি, আর অন্তরিক্ষে অবরোধমুক্ত প্রাণের প্লাবন। দুইই পরমানন্দ্যের দেবতা বরুণের প্রসাদ—যুগপৎ প্রজ্ঞা আর প্রাণের চরম চরিতার্থতা। বরুণপ্রঘাসে চারটি বিশিষ্ট আহুতির বিধান আছে; তার তিনটি ইন্দ্রাণী বরুণ ও মরুদ্‌গণের উদ্দেশে, শেষেরটি 'ক'এর উদ্দেশে একটি এককপাল বা একটি খাপরায় সেঁকা পুরোডাশ। এই এককপাল পুরোডাশ অদ্বৈতভাবনার জ্ঞাপক। 'ক' হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি বা বরুণ বা আনন্দব্রহ্মের সাঙ্কেতিক সংজ্ঞা।[২] বরুণের বৃষ্টি 'রাধো অমৃতত্বং' বা অমৃতত্বের সিদ্ধি যা আমাদের পরমকাম্য।[৩] বর্ষার প্রারম্ভে বরুণপ্রঘাসে সূচিত হচ্ছে অন্তরিক্ষস্থান বরুণের এই মহিমা।[৪]

৩ রুদ্র

নিঘণ্টুতে বরুণের পর আছেন রুদ্র। দুর্গের প্রকল্প আবার স্মরণ করি: গ্রীষ্মের শেষে প্রতপ্ত অন্তরিক্ষে এলোমেলো হাওয়া বইছিল প্রথম। তারপর মেঘে-মেঘে আকাশ ঢেকে গেল। বর্ষার বরুণকে দেখছি, আসন্ন বর্ষণের মেঘ হয়ে চিত্তের আকাশে থমথম করছেন। এই মেঘ যখন জল হয়ে ঝরে না, তখন সে 'বৃত্র' (যে ঢেকে থাকে), অথবা 'নমুচি' (মেঘে অবরুদ্ধ জলকে যে মুক্তি দেয় না); যখন ঝরে, তখন সে 'বরুণ'—যিনি নমুচির সঞ্চিত বৃত্তকে ছিনিয়ে নেন [৬৩৫]। বর্ষণের আগে মেঘ গুরুগুরু

---

৬৩৪ শ. ২।৫।৩।১। ১২।৬।৪।৮। দ্র. ঋ. ১০।১২১ সূ. (ঋক্ ১০); বরুণ বিশ্বভুবনের সম্রাট্ ৮।৪২।১ (তু. ৫,৮৫।১,৩)। আরও তু. শ. কং বৈ প্রজাপতিঃ ২।৫।২।১৩; শাংব্রা. সুখস্থৈ.র তন্ নামধেয়ং কম্ ইতি ৫।৪। বরুণ 'ব্রহ্ম' দ্র. দ্যুস্থান বরুণ। [৩]ঋ. বৃষ্টিং বাং রাধো অমৃতত্বম্ ঈমহে ৫।৬৩।২। সমস্ত সূক্তটি এই অমৃতবর্ষণের বর্ণনা: মিত্র বর্ষণ করেন আলো, আর বরুণ প্রাণ। [৪]দ্র. কাত্যায়নশ্রৌ. ৫ম অধ্যায়। বরুণ-প্রঘাসের শুরু আষাঢ়ী পূর্ণিমায় (দ্র. টীমু. ৩১৬)।

৬৩৫ তু. মা. ২০।৭১। আরও তু. ঋ. য়দ্ অপ্রভূতী (অনায়াসে) বরুণো নির্ অপঃ সৃজৎ ১০।১২৪।৭। ঋ.তে নমুচিকে বধ করছেন ইন্দ্র 'অপাং ফেনেন' অর্থাৎ অবহেলে অথবা প্রাণোচ্ছ্বাসে (৮।১৪।১৩)। [১]দ্র. নি. ১০।৫; তু. শ. য়দ্ অরোদীৎ তস্মাদ্ রুদ্রঃ ৬।১।৩।১০। আরও স্ম. ভুলোক-দ্যুলোকের দুটি প্রত্যন্ত 'রোদসী' বা 'ক্রন্দসী', যারা অন্তরিক্ষলোকের বেষ্টনী। পরস্পরের মুখামুখি দাঁড়িয়ে হাঁক-ছাড়া দুটি সেনাকেও বলে 'ক্রন্দসী'। নি.তে মেঘগর্জন মাধ্যমিকা বাক্ (দ্র. ২।৯, ১০।৪৬...) বা অন্তরিক্ষস্থ শব্দব্রহ্ম, যাথেকে বিসৃষ্টির সূচনা (বিদ্র. পরে)। [২]রুধ্র॥ রুধির। তু. ঋ.তে রুদ্র 'অরুষ' (১।১১৪।৫); 'অরুণ' মা. ১৬।৬, 'বভ্রু তাম্র রিলোহিত' ১৬।৭, 'রোহিত' ১৯। অধুনা কারও-কারও মতে 'শিব' লাল পাথর থেকে—এটি কষ্টকল্পনা। বস্তুত 'অরুষ রুদ্র' ঝড়ের লাল মেঘের দেবতা। তু. 'বাতায় কপিলা বিদ্যুদ্ বর্ষায় লোহিনী মতা।' পুরাণে শিবের গজাসুর বধ করে কৃত্তিবাস হওয়ার মূলে এই নৈসর্গিক ব্যাপার। গজ মেঘের উপমান (তু. মেঘদূত ১।২, 'গজলক্ষ্মী'), যেমন ইন্দ্রের ঐরাবত। মেঘদূতে লাল মেঘ যেন গজাসুরের রক্তাক্ত চর্ম (১।৩৬)। মা.র ১৬।৭এ ঝড়ের মেঘের ছবি।

গর্জনে ডেকে ওঠে—যেন জানিয়ে দেয়, এর পর অন্তরিক্ষে শুরু হবে ঝড় বৃষ্টি আর বিদ্যুতের মাতন। এই গর্জনই রুদ্রের 'রোদন'। ব্রাহ্মণে সংজ্ঞাটির ব্যুৎপত্তি তাই 'রুদ্' ধাতু হতে, যার মৌলিক অর্থ 'গর্জন করা'।[১] কারও-কারও মতে বিকল্প ব্যুৎপত্তি 'রুধ্র' হতে, যার অর্থ রক্তবর্ণ।[২]

নিঘণ্টুতে রুদ্র ছাড়া মধ্যস্থান দেবগণের মধ্যে রুদ্রগণের উল্লেখ আছে [৬৩৬]। সংহিতায় বহুস্থানে উল্লিখিত তিনটি দেবগণের মধ্যে তাঁরা অন্যতম।[১] দেবতার ছকের মধ্যে রুদ্র ও রুদ্রগণ একটা মুখ্যস্থান অধিকার করে আছেন, সুতরাং ঋক্‌সংহিতায় রুদ্রের সূক্তসংখ্যা কম বলে তিনি একজন অপ্রধান দেবতা—এ-যুক্তি অচল। মরুদ্‌গণের কথা কিছু আগেই হয়ে গেছে, রুদ্র তাঁদের পিতা। তাহলে রুদ্রগণের সঙ্গে মরুদ্‌গণের সম্পর্ক কি? তাঁরাই কি মরুদ্‌গণ? কিন্তু মনে হয়, দুটি গণের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। রুদ্রগণের অধিকার মরুদ্‌গণের চাইতে ব্যাপক। মরুদ্‌গণ অন্তরিক্ষস্থান হলেও দ্যুলোক-ঘেঁষা, আর রুদ্রগণ অধিকন্তু এই পৃথিবীতেও অসংখ্যাত হয়ে হাজারে-হাজারে বিচরণ করেন।[২] একদিকে তাঁরাই যেমন মরুদ্‌গণ—ইন্দ্রসহচর, হিরণ্যরথচারী, কল্যাণ-পথের দিশারী, তৃষার্ত হয়ে যে জল চায় তার কাছে যেন আলোর নির্ঝর;[৩] তেমনি আরেকদিকে তাঁরাই আমাদের পরিচিত শিবের প্রমথগণ। অর্থাৎ মরুদ্‌গণ শুধু আলো—ঘোর এবং উগ্র হলেও; আর রুদ্রগণ আলো আর কালো দুইই। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মরুদ্‌গণ প্রাণের ঊর্ধ্বস্রোত—চলেছেন শ্রী ও শুভের দিকে; আর রুদ্রগণ প্রাণের স্বাস্থ্য আর বিকার দুইই। দুটি গণেরই গণপতি হলেন রুদ্র। কিন্তু একটি গণ তাঁর পুত্র বা আত্মজ—'সাকংজাত'রূপে তাঁর শক্তির সুষম প্রকাশ, আরেকটি গণ তাঁর বিভূতির বিচিত্র ও বিষম বিচ্ছুরণ।[৪] আবার বায়ুকে এঁদের সঙ্গে জড়িয়ে প্রাণের দিক থেকে বিচার করে দেখলে বলা যায়, বায়ু বিশ্বমূল প্রাণের একটি সামান্য সংজ্ঞা। বায়ু বিরাট্ পুরুষের প্রাণ, তিনি অদিতিতে উচ্ছ্বসিত মাতরিশ্বা—তাঁর সাধনায় রূপকল্পনার স্থান নাই। এই প্রাণই যখন ভুবনে-ভুবনে সঞ্চরমাণ ঊর্ধ্বস্রোতা একটি চিৎশক্তি, তখন তা মরুদ্‌গণ। আর রুদ্রকে ঋক্‌সংহিতাতেই পাই বিরাট্‌-পুরুষরূপে, যজুঃসংহিতায় তিনি একরুদ্র। অথর্ববেদে যাঁকে ব্রাত্য একঋষি ও বিশ্বের সৎপতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে,[৫] তিনি তত্ত্বরূপে প্রাণ আর দেবতারূপে রুদ্র। সংহিতায় তাঁরই একাদশধা বিভূতি[৬] রুদ্রগণ, ব্রাহ্মণে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যাঁদের বলা হয়েছে দশটি প্রাণ আর তাদের অধিপতি আত্মা[৭]। ঋক্‌সংহিতায় ইন্দ্রের মত রুদ্রও 'মরুত্বান্',

৬৩৬ নিঘ. ৫।৫। [১]দ্র. টীমু. ১৪১। [২]বা. অসংখ্যাতা সহস্রাণি যে রুদ্রা অধি ভূম্যাম্ ১৬।৫৪। [৩]তু. ঋ. আ রুদ্রাস ইন্দ্রবন্তঃ সজোষসো হিরণ্যরথাঃ সুবিতায় গন্তন,···তৃষ্ণজে ন দিব উৎসা উদন্যবে ৫।৫৭।১। দ্র. নি. ১১।১৫। [৪]তু. পুরাণের শিব, তাঁর পুত্র দেবসেনাপতি কুমার, এবং তাঁর অনুচর প্রমথগণ। [৫]তু. প্র. ২।১১। [৬]দ্র. ঋ. ১।১৩৯।১১, টীমু. ১৩৯[১], ১৪১। [৭]শ. ১১।৬।৩।৭; এই 'আত্মা' উপনিষদে 'মুখ্যপ্রাণ'

এটি লক্ষণীয়।[৮] ইন্দ্র সেখানে পরমপুরুষ,[৯] রুদ্রও তা-ই—বিশেষত তিনি যখন সপ্তভুবনসঞ্চর মরুদ্‌গণের পিতা। তিনি যে চিন্ময় প্রাণ, এ বোঝাতে একজায়গায় তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে 'দ্যুলোকের বরাহ' বলে।[১০]

রুদ্রের উপাসনা উপনিষদের ভাষায় 'মুখ্যপ্রাণে'র উপাসনা। বৈদিক সাধনার এটি একটি প্রধান ধারা। আরেকটি ধারা প্রজ্ঞার উপাসনা। তার দেবতা বিষ্ণু। যজুর্বেদে এবং অথর্ববেদে রুদ্রকে আমরা পাই পৌরাণিক শিবের রূপে—যদিও এই ভাবনার সুস্পষ্ট ইশারা ঋক্‌সংহিতাতেই আছে [৬৩৭]। তেমনি ব্রাহ্মণে বিষ্ণুকে পাই নারায়ণরূপে।[১] শিব আর নারায়ণের উপাসনা ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। শৈব আর ভাগবত ধর্ম এদেশের দুটি মুখ্য গণধর্ম। এখন ইতিহাস-পুরাণ তাদের বেদ; কিন্তু সুদূর অতীতে ত্রয়ীতেও তাদের সুস্পষ্ট উদ্দেশ পাওয়া যায়। শৈবধর্মের অধিযজ্ঞ রূপ আমরা পাই যজুর্বেদের শতরুদ্রীয়হোমে, আর ভাগবতধর্মের পাই পুরুষমেধযজ্ঞে। বৈদিক যজ্ঞ সাধারণত যজমানের একার ব্যাপার, অন্তরের গভীরে দেবতার সঙ্গে তার সাযুজ্যের সাধনা। কিন্তু এই দুটি অনুষ্ঠানে দেবতা যেন চোখের সামনে দেখা দিয়েছেন বিশ্বরূপ হয়ে, বিরাট্ হয়ে। পুরুষমেধযজ্ঞ স্পষ্টতই ঋক্‌সংহিতার পুরুষসূক্তের ছাঁচে ঢালা—দেবতা নিজেই যেখানে যজ্ঞের পশু; আর সে-পশু বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হতে অন্ত্যজ পর্যন্ত সবাই।[২] শতরুদ্রীয়-হোমমন্ত্রেও দেখি, রুদ্রই সব হয়েছেন—'দেব-তির্যঙ্-নরাদি', নরের মধ্যে চোর-ডাকাত—সবই তিনি, চেতন-অচেতন সবই।[৩] উভয়ত্র দেখতে পাচ্ছি দেবতা বিশ্বরূপ, তিনিই সব হয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। এই সুপ্রাচীন আর্যভাবনার মৌল মহাবাক্য হল ঋক্‌সংহিতার 'পুরুষ এবে.দং সর্বম্'।[৪] তারই প্রতিরূপ যজুঃসংহিতায় শৈবধর্মের মহাবাক্য 'এক এব রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থে।'[৫] আর ইতিহাস-পুরাণে ভাগবতধর্মের মহাবাক্য 'বাসুদেবঃ সর্বম্'।[৬] এসবেরই ঔপনিষদ প্রতিরূপ হল 'সর্বং খল্বি.দং ব্রহ্ম'।[৭] আর একে ভিত্তি করেই বেদান্তের ন্যায়প্রস্থানে শাঙ্কর বৈষ্ণব ও শৈব মতের প্রপঞ্চন।

এই গেল বৈদিক ভাবনার মূলগত ঐক্যের দিক, ঋক্‌সংহিতার আবহে আমরা যার সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। কিন্তু ভাবনা আর উপাসনার বৈচিত্র্য থেকে এরই মধ্যে আবার অনৈক্যেরও সূত্রপাত হয়। বিষ্ণুর উপাসনা আদিত্যের উপাসনা, তাঁকে

(ছা. ১।২।৭...)। [৮]ঋ. ১।১১৪।১১, ২।৩৩।৬। [৯]তু. ৬।৪৭।১৮...। বিশেষত তিনি যখন নিষ্কেবল্য, দ্র. টীমূ. ৬০২। [১০]দিবো বরাহম্ ১।১১৪।৫। মরুদ্‌গণও বরাহ ১।৮৮।৫, দ্র. টীমূ. ৫৯৮৭।

৬৩৭ দ্র. ঋ. ১০।৯২।৯, বেমী. পৃ. ১১৯৮৪। [১]শ. ১৩।৬।১।১...। দ্র. 'ভগ', 'বিষ্ণু'। [২]দ্র. মা. ৩০।৫...। [৩]মা. ১৬।১-৬৬। [৪]ঋ. ১০।৯০।২। [৫]তৈস. ১।৮।৬।১; তু. শ্বে. ৩।২। [৬]গী. ৭।১৯। [৭]ছা. ৩।১৪।১।

চোখে দেখা যায়—তিনি আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী হিরণ্ময় পুরুষ, কল্যাণতম রূপের আধার [৬৩৮]। আর রুদ্রের উপাসনা তত্ত্বত বায়ুর উপাসনা—তাঁর রূপ দেখা যায় না, যদিও বেগ অনুভূত হয়।[১] তিনি যখন পরমদেবতা, তখন তাঁর সম্বন্ধে উপনিষদের উক্তি : 'ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপম্ অস্য।'[২] রূপী দেবতা আমার চোখের সামনে, সেখানে দ্রষ্টা আর দৃশ্যের দ্বৈত আছে। কিন্তু দেবতা যখন অরূপ বায়ু বা প্রাণ, তখন প্রতি নিশ্বাসে তাঁকে আমার ভিতরে টেনে আনি, তাঁর সঙ্গে একাকার হয়ে যাই। তাইতে বিষ্ণুর উপাসনায় যেমন জোর পড়ে অধিদৈবত দৃষ্টির উপর, তেমনি রুদ্রের উপাসনায় পড়ে অধ্যাত্মদৃষ্টির উপর। চেতনার অন্তরাবৃত্তি তখন তার সাধন। সাধনার এই ধারাটি পুষ্ট হয়েছিল 'বাতরশন মুনি'দের দ্বারা, যাঁরা বায়ুর দ্বারা মথিত বিষ একই পাত্রে পান করেন রুদ্রের সঙ্গে।[৩]

উপাসনার ভেদ সূচিত করে লক্ষ্যেরও ভেদ। চরমে আকাশ বা শূন্যতাই সবার লক্ষ্য বটে, কিন্তু এই শূন্যতারও রকমফের আছে। ঋষির সাধনা শেষ পর্যন্ত পৌঁছয় বারুণী শূন্যতার অনিবাধ বৈপুল্যে ; আর মুনির অন্তরাবৃত্ত সাধনা পৌঁছয় যাম্য শূন্যতার অমাকুহরে [৬৩৯]। ঋষির শূন্যতা একদিকে যেমন 'নীলং পরঃকৃষ্ণম্', আরেকদিকে তেমনি 'শুক্লং ভাঃ'তে ঝলমল : বিষ্ণুর পরমপদে রয়েছে 'ভূরিশৃঙ্গ কিরণযূথেরা', রয়েছে 'মধু-র উৎস'।[১] আর মুনির শূন্যতা তমোগূঢ় তমিস্রার এক অপ্রকেততা, যদিও তার মধ্যে প্রাণের প্রবাহ নিঃশব্দে সরে-সরে যাচ্ছে।[২] সেখানে দিন নাই, রাত নাই—আছেন কেবল শিব ; আর তাঁর আভাহীন উদ্ভাসে বিভাত হচ্ছে এখানকার যা-কিছু সব।[৩]

এমনি করে আর্যভাবনায় প্রস্থানভেদ দেখা দিল, যদিও গোড়ায় এ-ভেদ ছিল না। একদিকে আলো জীবন আর আনন্দ নিয়ে দেখা দিল ঋষিপ্রস্থান—বিষ্ণু যার পুরোধা ; আরেকদিকে অন্ধকার মৃত্যু আর দুঃখের অবরোধ দীর্ণ করে মুনিপ্রস্থান—রুদ্র যার পুরোধা। প্রাণ তো শুধু আলো নয়, সে কালোও। জীবনের পূর্বাহ্নে যেমন দেখি প্রাণের উপচয়, তেমনি অপরাহ্নে দেখি প্রাণের অপচয়—জরা ব্যাধি আর মৃত্যুর আকারে। এইগুলি রুদ্রের 'হেতি' বা প্রহরণ—আসে দুঃখের হানায় মানুষকে উদ্দীপ্ত করতে

---

৬৩৮ দ্র. ছা. ১।৬।৬-৭, ঈ. ১৬। [১]তু. ঋ. ১।১৬৪।৪৪, ১০।১৬৮।৪, টী. ২৩১১। [২]ক. ২।৩।৯ ; শ্বে. ৪।২০। ল. দুটিই যোগোপনিষৎ। ইতিহাস-পুরাণে শিব যোগেশ্বর। [৩]তু. ঋ. ১০।১৩৬।২,৭ ; দ্র. টীমূ. ৫৮৫।

৬৩৯ দ্র. ঋ. ১।১৬৪।৩৬, টী. ৪২ ; ১০।১৪।৭, টীমূ. ১২৭৪, ১৯৬৫। [১]তু. ১।১৫৪।৫,৬। [২]১০।১২৯।৩। [৩]তু. শ্বে. ৪।১৮, ৬।১৪ ; ক. ২।২।১৫।

[৬৪০]। ভীরু তার সামনে নুয়ে পড়ে, কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা জানায়, 'হে রুদ্র, মা নো রধীঃ'—আমাদের বধ করো না।[১] আর যে বীর, সে এই বিষই রুদ্রের সঙ্গে একই পাত্রে পান করে হয় 'নীলগ্রীব', হয় মৃত্যুঞ্জয়।

ভয়াল আর অভয়ঙ্কর রুদ্র—দুয়ের কথাই সংহিতায় জড়িয়ে আছে। যিনি রুদ্র, তিনিই শিব। বৃত্রের অবরোধ ভাঙ্‌তে মেঘে-ছাওয়া আকাশে যাঁর গর্জন আনে আসন্ন বর্ষণের সূচনা, বর্ষণশেষে নির্ধৌত-নির্মল আকাশের প্রসন্ন মহিমায় তিনিই দেখা দেন শিব হয়ে। শার্যাত মানবের একটি অনুশাসনে একই দেবতার এই দ্বৈত-লীলার সুস্পষ্ট পরিচয় আছে: 'স্তোমকে তোমাদের আজ প্রণতির সঙ্গে পাঠিয়ে দাও রুদ্রের উদ্দেশে—যিনি শক্তিমান এবং বীরদের আশ্রয়; (পাঠিয়ে দাও তাঁদেরও উদ্দেশে) যাঁরা স্বচ্ছন্দচারী এবং (তোমাদেরই জন্য) উতলা, যাঁদের সঙ্গে নিয়ে আত্মস্থ শিব হয়ে (তোমাদের) তিনি দ্যুলোক হতে জড়িয়ে ধরেন—তাঁর ঈশনাকে তাঁরই মধ্যে সমাহিত রেখে [৬৪১]।' এখানে দেখছি, রুদ্ররূপে যাঁর মধ্যে শক্তির 'উন্মেষ', শক্তির 'নিমেষে' তিনিই আত্মস্থ শিব। রুদ্র এখানে 'মরুত্বান্'।[১] মরুদ্গণের 'এবয়াব' বিশেষণটি লক্ষণীয়, কেননা এটি বিশেষ করে বিষ্ণুসহচর মরুদ্গণের বেলায় ব্যবহার করা হয়েছে।[২] দীপ্ত প্রাণের ঝড় রূপান্তরিত হয় মন্দ সমীরণে, যখন তা পৌঁছয় পরমপদে—সে এখন বিষ্ণুরই হ'ক বা রুদ্রেরই হ'ক।

রুদ্র আর শিব যে একই তত্ত্বের এপিঠ-ওপিঠ, এই মন্ত্রটি তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আনুষঙ্গিক প্রমাণ পাওয়া যাবে সংহিতার অন্যান্য মন্ত্রের আলোচনায়। তখন দেখব, শিবকে বাইর থেকে আমদানি করবার কোনই দরকার হয় না, তিনি রুদ্রের সঙ্গেই জড়িয়ে আছেন। রুদ্র বৈদিক আর শিব বেদবাহ্য—এ-প্রকল্প অমূল এবং অযৌক্তিক। তবুও উপাসনায় যাঁরা সূর্যের চাইতে বায়ুর উপর জোর দিলেন বেশী, তাঁরা ক্রমে মূল বৈদিক ধারা হতে দূরে সরে যেতে লাগলেন। তাঁদের সাধনায় যাগের চাইতে যোগ হল বড়। সংহিতায় ব্রাহ্মণে এবং উপনিষদে এর উদ্দেশ পাই। তৈত্তিরীয়সংহিতায়

---

৬৪০ < √হি 'প্রেরণা দেওয়া'। নি. হেতির্ হন্তেঃ ৬।১। [১]তু. ঋ. মা নো মহান্তম্ (বড়কে) উত মা নো অর্ভকং (ছোটকে) মা ন উক্ষন্তম্ (যে বেড়ে চলছে) উত মা ন উক্ষিতম্, মা নো রধীঃ পিতরং মো.ত মাতরং মা নঃ প্রিয়াস্ তন্বো রুদ্র রীরিষঃ (অনিষ্ট করো না)। মা নস্ তোকে (আত্মজে) তনয়ে (সন্ততিতে) মা ন আয়ৌ মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ, বীরান্ মা নো রুদ্র ভামিতো (ক্রুদ্ধ হয়ে) রধীর্ হবিষ্মন্তঃ সদম্ ইৎ ত্বা হবামহে ১।১১৪।৭-৮।

৬৪১ ঋ. স্তোমং বো অদ্য রুদ্রায় শিক্বসে ক্ষয়দ্বীরায় নমসা দিদিষ্টন, যেভিঃ শিবঃ স্ববাঁ এবয়াবভির্ দিবঃ সিষক্তি স্বয়শা নিকামভিঃ ১০।৯২।৯ (দ্র. বেমী. পৃ. ১১৯৮৫)। 'ক্ষয়দ্বীর' বীর্যের নিবাস বা ঈশ্বর, ঋ.তে প্রায়শ রুদ্রের বিণ. (১।১১৪।১,২,৩,১০, অত্র)। 'এবয়াবা' মরুদ্গণের বিণ. (তু. ২।৩৪।১১, ৫।৪১।১৬)। শিব দ্যুলোক হতে আধারে নামিয়ে আনেন আলোর প্লাবন—বাত্যামুক্ত আকাশের মত। [১]দ্র. টীমু. ৬৩৬৮। [২]তু. ঋ. ৫।৮৭।১-৯, টীমু. ৬২৫।

আছে, 'দেবতারা রুদ্রকে যজ্ঞ থেকে সরিয়ে দিলেন, তাইতে তিনি যজ্ঞকে বিদ্ধ করলেন [৬৪২]।' শতপথব্রাহ্মণে পাই: 'দেবতারা দ্যুলোকের দিকে উঠে গেলেন। কিন্তু যে-দেবতা পশুদের ঈশান, তাঁকে এখানে রেখে গেলেন। তাইতে তিনি হলেন বাস্তব্য।'[১] কিন্তু রুদ্রের সঙ্গে যোগ একেবারে ছিন্ন হল না, তিনিই আবার 'স্বিষ্টকৃৎ' (শোভনযজ্ঞকারী) অগ্নিরূপে যজ্ঞকে পূর্ণাঙ্গ করলেন। শ্বেতাশ্বতর একটি রুদ্রদৈবত উপনিষদ্। তাতে যাগের কথা নাই, কিন্তু গোড়াতেই আছে আন্তর অগ্নিমন্থনের কথা, সংহিতার কতকগুলি মন্ত্র দিয়ে যোগের উপস্থাপনা এবং তারপর তার প্রপঞ্চন।[২] কঠ যমদৈবত একটি উপনিষদ। তার মধ্যে অগ্নিচয়নবিধি হল গৌণ, মুখ্য হল মৃত্যুপ্রোক্ত 'কৃৎস্ন'-যোগবিধি।[৩] এই সম্প্রদায়ভেদের চূড়ান্ত পরিচয় পাই শৌনকসংহিতার ব্রাত্য-কাণ্ডে, যার কথা আগে বলেছি[৪] এবং পরেও আবার বলতে হবে। 'ব্রাত্য' সংজ্ঞাটি রুদ্রের গণের প্রতি ইঙ্গিত করছে কি না, এও চিন্তনীয়।[৫] ব্রাত্যেরা পুবদেশের—সেখানে 'স'র উচ্চারণ 'শ'। আজ পর্যন্ত বাংলায় এই উচ্চারণ। ব্রাত্যদের মহাদেব 'শর্ব', কিন্তু আসলে তিনি 'সর্ব' বা সর্বময়, এমন-একটা ইঙ্গিত শতপথব্রাহ্মণে পাওয়া যায়।[৬]

রুদ্রের সাধারণ পরিচয় এই। এরপর সংহিতা হতে তাঁর বিশিষ্ট পরিচয় সংগ্রহ করা যাক। প্রথমে ধরা যাক ঋক্‌সংহিতা, তারপর যজুঃসংহিতা এবং অবশেষে শৌনকসংহিতা। যজুঃসংহিতা ত্রয়ীর অন্তর্গত, শৌনকসংহিতা তার বাইরে। রুদ্র সেখানেই গণধর্মের দেবতা-রূপে বর্ণিত—ইতিহাস-পুরাণে যার প্রপঞ্চন পাই। ঋক্‌সংহিতায় রুদ্রের উদ্দেশে মাত্র তিনটি পূর্ণ এবং একটি খণ্ডিত সূক্ত পাওয়া যায় [৬৪৩]। কিন্তু সূক্তসংখ্যা কম হলেও বিক্ষিপ্তভাবে বহু মন্ত্রে তাঁর এবং তাঁর গণের উল্লেখ আছে। জীবনের কালো দিকটা তাঁর ঘোর মুখ, তাঁর 'হেতি' বা প্রহরণ। মানুষ তাকে ভুলতে পারে না। তাঁর দক্ষিণ মুখের প্রসন্নতার জন্য আর্ত প্রার্থনা আপনি তার কণ্ঠে জাগে। তাই দেবমণ্ডলীর মধ্যে রুদ্রের স্থান কখনও অপ্রধান হতে পারে না। আলো আর ছায়া, মৃত্যু আর অমৃত হয়ে তিনি জীবনের সবখানি ছেয়ে আছেন।

ঋক্‌সংহিতায় প্রায় সব দেবতাই সুদক্ষিণ—মানুষের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ভয়ের নয়, ভালবাসার। কেবল বরুণ আর রুদ্রের বেলায় যেন তার ব্যতিক্রম দেখি। কিন্তু

---

৬৪২ তৈস. দেবা বৈ যজ্ঞাদ্ রুদ্রম্ অন্তরায়ন্ত, স যজ্ঞম্ অবিধ্যৎ ২।৬।৮।৩। [১]শ. ১।৭।৩।১...। [২]শ্বে. ১।১৩-১৬; ২।১-৫, ৮-১৩। [৩]ক. ২।৩।১৮। [৪]দ্র. বেমী. পৃ. ৭৮-৮৪। [৫]তু. মরুদ্‌গণের 'ব্রাত' ঋ. ৩।২৬।৬, ৫।৫৩।১১। [৬]শ. অগ্নির্ বৈ স দেবস্ তস্যৈতানি নামানি, শর্ব ইতি যথা প্রাচ্যা আচক্ষতে, ভব ইতি যথা বাহীকাঃ, পশূনাং পতী রুদ্রো অগ্নির্ ইতি ১।৭।৩।৮।

৬৪৩ ঋ. ১।৪৩ (খণ্ডিত), ১১৪, ২।৩৩, ৭।৪৬ সূ.।

বরুণকে ভয় করি তিনি অজানা রহস্যের সমুদ্র বলে, আর রুদ্রকে ভয় করি ব্যাধি আর মৃত্যুর আকারে তাঁর হানা অত্যন্ত প্রকট বলে। একটা ভয় যেন ওপারের, আরেকটা এপারের। কিন্তু স্বভাবে উগ্র হলেও [৬৪৪] তাঁর রূপ ভয়াল নয়। তিনি যুবা,[1] তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 'স্থির' অর্থাৎ তাদের বাঁধুনি আলগা নয়, তারা সোনালী আভায় জড়ানো শুভ্রতায় ঝলমল করছে;[2] তিনি 'সুশিপ্র' অর্থাৎ তাঁর চোয়াল দুটি সুগঠিত;[3] তাঁর মাথায় জটা,[4] গলায় 'যজত এবং বিশ্বরূপ' হার,[5] হাতে যেমন ধনু আর বাণ, তেমনি ভেষজ[6] অর্থাৎ জীবন আর মৃত্যু দুইই তাঁর দান। তাঁর হানা বিদ্যুতের হানা হয়ে ঘুরে বেড়ায় বটে পৃথিবীতে, কিন্তু তার পিছনেই থাকে সেই আশুতোষের সহস্র ভৈষজ্য।[7] কখনও তিনি 'বভ্রু' বা পিঙ্গলবর্ণ বৃষভ—ক্রমে শ্বেতবর্ণ হয়ে উঠছেন উপচীয়মান বীর্যের ঝলমলানিতে।[8]

---

৬৪৪ তু. ঋ. ২।৩৩।৯, মৃগং ন ভীমম্ (এই বিণ. বিষ্ণুরও, তু. ১।১৫৪।২ ; সম্ভবত বোঝাচ্ছে সিংহকে ; বিষ্ণুর বেলায় 'গিরিষ্ঠাঃ' পদটী উভয়ান্বয়ী ; সুতরাং 'ভীমত্ব' এখানে এসেছে মহিমবোধ থেকে—ভয় থেকে নয়, যা এদেশের দেববাদের বৈশিষ্ট্য) উপহত্নুম্ উগ্রম্ ১১। অত্র তু. মা. ১৬।৪০ ; শৌ. ১৫।৫।১০, ১১।২।২১। [1]ঋ. ২।৩৩।১১, ল. এইখানেই তিনি 'ভীম'। [2]স্থিরেভির্ অঙ্গৈঃ পুরুরূপ উগ্রো বভ্রুঃ শুক্রেভিঃ পিপিশে হিরণ্যৈঃ ২।৩৩।৯। 'পুরুরূপ' তু. ইন্দ্র (৬।৪৭।১৮)। তিনিই সব হয়েছেন। [3]ঐ ৫। **সুশিপ্র** দ্র. নি. শিপ্রে হনূ নাসিকে বা ৬।১৭। 'নাসিকে' দুটি নাসারন্ধ্র, তু. প্রপ্রুথ্যা শিপ্রে (খাওয়ার আগ্রহে নাক দিয়ে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে—ঘোড়ার মত, তু. snort) ৩।৩২।১। হনু বা চোয়াল অর্থে তু. ১।১০১।১০, ৮।৭৬।১০, ১০।৯৬।৯, আ তে হনূ হরিবঃ (হে জ্যোতির্বাহন) শূর শিপ্রে রুহৎ সোমো ন পর্বতস্য পৃষ্ঠে (অর্থাৎ কুক্ষি থেকে সোম আরোহণ করল হনুতে—যেন পর্বতের উপরে) ৫।৩৬।২। এখানে 'হনু' এবং 'শিপ্র' পর্যায়বাচী হলেও একসঙ্গে আছে, সুতরাং একটি আরেকটির বিশেষণ। মূলত দুটি শব্দই বোঝায় 'বীর্য', 'সঙ্কল্পের দৃঢ়তা'। কঠিন সঙ্কল্পের অনুভাব হচ্ছে দুটি চোয়াল এঁটে যাওয়া, যেমন একাগ্রতার অনুভাব ভ্রূকুঞ্চন। দুটি শব্দেরই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থে বীর্যের অনুষঙ্গ আছে। 'হনু' < √হন্ 'যা আঘাত করে,' যেমন বজ্র, পুংপ্রজনন ; দুইই বীর্যের দ্যোতক ; তু. রামায়ণের 'হনুমান্।' অনুরূপ 'শিপ্র'॥'শেপ' (দ্র. নিঘ. ৩।২৯, নি. ৩।২১ ; তু. ঋ. যা ন উরূ উশতী বিশ্রয়াতে যস্যাম্ উশন্তঃ প্রহরাম শেপম্ ১০।৮৫।৩৭) নি. শপতেঃ স্পৃশতিকর্মণঃ, আধুনিক ব্যু. Lat. *cippus* 'arrow', IE. *keipo kipo* 'arrow' ; তু. 'শিফা' শিকড়, চাবুকের রজ্জু (মনু. ৯।২৩০)। এইথেকে 'সুশিপ্রে' সুবীর্যের ধ্বনি আছে। ঋষি শুনঃশেপের নামেও এই ধ্বনি ('শ্বা' প্রাণের প্রতীক, দ্র. বেমী. পৃ, ১:৫৭৬)। [4]দ্র. ঋ. 'কপর্দী' ১।১১৪।১, ৫ (এখানে রুদ্র 'দিবো বরাহঃ'—যেন কেশর ফুলিয়ে ছুটে আসছেন)। জটা হয় মেঘের, নয়তো পাহাড়ের। পৌরাণিক শিবের জটায় গঙ্গা আটকে গেছেন—উত্তরাখণ্ডের পরিষ্কার ছবি। দেবতাদের মধ্যে আর কপর্দী হলেন পূষা ৬।৫৫।২, ৯।৬৭।১১। [5]বিভর্ষি…নিষ্কং যজতং বিশ্বরূপম্ ২।৩৩।১০'—বিশ্বরূপ' বা সব-কিছু হার হয়ে গলায় দুলছে। পুরাণে শিবের গলায় ফণিহার (প্রাণ), অথবা হাড়ের মালা (মৃত্যু)। বিশ্বরূপ নিষ্ক যে-সে হার নয়, তাই তার 'যজত' বিণ.। [6]দ্র. ২।৩৩।১০ ('সায়ক')। মা.তে 'ইষু'। তার ফলাও বর্ণনা ১৬।৫৪-৬৬ : দ্যুলোকে বৃষ্টি, অন্তরিক্ষে বাত্যা, পৃথিবীতে অন্ন। ধনুই রুদ্রের বিশিষ্ট প্রহরণ : তু. ঋ. অহং রুদ্রায় ধনুর্ আ তনোমি ১০।১২৫।৬। এই ধনু মা.তে 'পিনাক' (১৬।৫১)। তু. ঋ. রুদ্রায় স্থিরধন্বনে…ক্ষিপ্রেষবে দেবায় স্বধাব্নে ৭।৪৬।১। একজায়গায় 'বজ্রবাহু' (২।৩৩।৩), যদিও তিনি ইন্দ্র নন। [7]যা তে দিদ্যুদ্ অবসৃষ্টা দিবস্ পরি ক্ষ্ময়া চরতি পরি সা বৃণক্তু (এড়িয়ে যাক) নঃ, সহস্রং তে স্বপিবাত ভেষজা মা নস্ তোকেষু তনয়েষু রীরিষঃ ৭।৪৬।৩। [8]প্র বভ্রবে বৃষভায় শ্বিতীচে মহো (সেই মহান্ দেবতার) মহীং সুষ্টুতিম্ ঈরয়ামি, নমস্যা (নমস্কার কর) কল্মলীকিনং (ঝলমল সেই দেবতাকে) নমোভির্ গৃণীমসি (আমরা গাই) ত্বেষং (আলোকবীর্যময়) রুদ্রস্য নাম (নাম) ২।৩৩।৮। বিদ্যুতে উদ্ভাসিত ঝড়ের মেঘের পটভূমিকায় পিঙ্গলজট

স্বরূপত তিনি সূর্যের মত শুক্লতা, সোনার মত ঝক্‌ঝকে, দেবতাদের শ্রেষ্ঠ জ্যোতি।[৯] তিনি 'পুরুরূপ' বা বিশ্বরূপ—এই বিশ্বের রূপে-রূপে প্রতিরূপ।[১০]

কিন্তু লক্ষণীয়, বৈদিক দেবতারা রথচারী হলেও রুদ্রের বাহ্যিক বর্ণনায় রথের উল্লেখ নাই। একজায়গায় তাঁকে 'গর্তসদ্' বলা হয়েছে বটে, কিন্তু তার অর্থ অন্যরকম—তা এখনই দেখব।

রূপের পর তাঁর তত্ত্ব আর গুণের কথা। ঋক্‌সংহিতায় রুদ্র যে পরমদেবতা, তার প্রমাণ তাঁর 'অসুর' সংজ্ঞায়। কোনও দেবতার লোকোত্তর অনির্বচনীয় মহিমা এবং প্রাণোচ্ছলতা বোঝাতে তাঁকে অসুর বলা হত, এর ইঙ্গিত আগেই করা হয়েছে [৬৪৫]। একজায়গায় পাই: 'রুদ্রের যজন কর মহাসৌমনস্যের জন্য, সম্নত প্রণতি দিয়ে সেই জ্যোতির্ময় অসুরকে সন্দীপ্ত কর।'[১] আরেকজায়গায় আছে: 'ঈশান যিনি এই বিশাল ভুবনের, সেই রুদ্র থেকে তাঁর অসুর্য যেন বিযুক্ত না হয়।'[২] তিনি অনির্বচনীয়—কেননা তিনি মনীষার ওপারে, তিনি অব্যক্ত; অথচ সর্বজনের তিনি অন্তশ্চর।[৩] এইজন্যই তাঁর একটি সংজ্ঞা 'গর্তসদ্'—যার রাহস্যিক অর্থ হল দেহরথের গুহায় অর্থাৎ হৃদয়ে বা মূর্ধায় যিনি নিষণ্ণ।[৪] ঋক্‌সংহিতার তিনটি মিত্রাবরুণসূক্তে সন্ধাভাষায় এই 'গর্তে'র বর্ণনা দেওয়া হয়েছে: এটি আছে ইলার গভীরে; এ সোনা-ঝলমল, কিন্তু এর ভিত্তি লোহার; সুভদ্র (দেহ-)ক্ষেত্রের ঝলমলানিতে এ নিখাত রয়েছে আর দ্যুলোকে ঝল্‌সে উঠছে ঘোড়ার চাবুকের মত; মধু উপচে পড়ছে এথেকে; এ-গর্ত বৃহৎ; এখানে আরোহণ করে এখানে থেকেই মিত্রাবরুণ দেখতে পান অদিতি আর দিতিকে; একে মানুষ কুঁদে বার করে মন দিয়ে—তখন তার ধ্যানচেতনা হয় উধ্বর্গ আর জন্মায় ধারণাশক্তি।[৫] এই গর্তেই আছে রুদ্রের যত চিরন্তন ধাম; তাদের মধ্যেই রুদ্রের প্রাণচঞ্চল তারুণ্য তাঁদের চেতনায় ফুটে ওঠে—যাঁরা বিজ্ঞানী, যাঁরা ওইখানে তাঁদের সেই মনটিকে নিহিত করেছেন ধাপে-ধাপে।[৬]

শুভ্র মহাদেবের আভাসন। ৯য়ঃ শুক্র ইব সূর্যো হিরণ্যম্ ইব রোচতে, শ্রেষ্ঠো দেবানাং বসুঃ ১।৪৩।৫। ১০ ২।৩৩।৯। পরেই আছে তিনি বিশ্বভুবনের ঈশান এবং 'অসুর'। সব মিলিয়ে তিনি বিশ্বের অন্তর্যামী, বিশ্বাত্মক এবং বিশ্বোত্তীর্ণ। আরও তু. ৬।৪৭।১৮ (ইন্দ্র)।

৬৪৫ দ্র. টীমূ. ১৪৬। তু. Av. *ahura*। ১ঋ. যক্ষ্বা মহে সৌমনসায় রুদ্রং নমোভির্ দেবম্ অসুরং দুবস্য ৫।৪২।১১। ২ঈশানাদ্ অস্য ভুবনস্য ভূরের্ ন বা উ যোষদ্ রুদ্রাদ্ অসুর্যম্ ২।৩৩।৯। ৩ ৮।৭২।৩, দ্র. টী. ২১৩৮। ৪২।৩৩।১১। বিশেষণটি অনন্যপর। ৫অধি গর্তে মিত্রা.সাথে বরুণে.ল.স্ব.ন্তঃ ৫।৬২।৫, দ্র. টী. ৪০৫৭; হিরণ্যনির্ণিগ্ অয়ো অস্য স্থূণা বি ভ্রাজতে দিব্য্.শ্বাজনী.ব, ভদ্রে ক্ষেত্রে নিমিতা তিল্বিলে (তু. 'তিল্বিলায়ধ্বম্' ৭।৭৮।৫, উষাদের প্রতি) বা সনেম (যেন ছিনিয়ে নিতে পারি) মধ্বো অধিগর্ত্যস্য ৭; হিরণ্যরূপম্ উষসো ব্যুষ্টাব্ (উষার আলো ফুটলে পরে) অয়ঃস্থূণম্ উদিতা সূর্যস্য (সূর্য উঠলে পর), আ রোহথ বরুণ মিত্র গর্তম্ অতশ্ চক্ষাথে অদিতিং দিতিং চ (শক্তির আনন্ত্য এবং সান্ততা দুইই) ৮; বৃহন্তং গর্তম্ আশাতে ৫।৬৮।৫ (এই 'বৃহৎ গর্তে'র সঙ্গে তু. 'উরুঃ বরুত্র্' ব্রহ্মরন্ধ্র দ্র. ৮।৭।২৬, টী. ৬০৭৫); যো বাং গর্তং মনসা তক্ষদ্ এতম্ ঊর্ধ্বাং ধীতিং কৃণবদ্ ধারয়চ্ চ ৭।৬৪।৪। 'গর্ত' রথে রথীর বসবার জায়গা দ্র. ৬।২০।৯। রুদ্র 'গর্তসদ্', তু. মা. 'গহ্বরেষ্ঠ' ১৬।৪৪। ৬তু. ঋ. তদ্ ইদ্ রুদ্রস্য চেততি যহ্বং প্রত্নেষু ধামসু, মনো যত্রা বি তদ্ দধুর্ বিচেতসঃ ৮।১৩।২০।

রুদ্রের অনির্বচনীয় অথচ 'সন্নিহিত গুহাচর' স্বরূপের এই পরিচয়। দেবতার ভাবনা যখন নির্বচনীয়, তখন তাঁর স্বরূপ কি? উপনিষদে পাই, ব্রহ্ম অনন্ত সত্য জ্ঞান আর আনন্দ [৬৪৬]। প্রত্যগনুভবগোচর এই স্বরূপ যে সব দেবতারই, তার একটি নিদর্শন বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে বেদের অন্যতম মুখ্য দেবতা অগ্নির বেলায়।[১] ব্রহ্মের এই স্বরূপলক্ষণ রুদ্রেরও। তিনি 'স্বধাবান্'—আপনাতে আপনি আছেন;[২] তিনি 'স্ববান্ স্বযশা শিব'—আত্মস্থ, আত্মসমাহিতেশন;[৩] তিনি 'সৎপতি'—বিশ্বে যা-কিছু আছে, অধিষ্ঠানরূপে তার অধীশ্বর;[৪] আবার যা-কিছু হচ্ছে, তিনি তারও পিতা।[৫] এই তাঁর সৎস্বরূপ। তিনি 'প্রচেতাঃ'—চেতনার সমুদ্রবৎ বিস্ফারণ; তিনি আমাদের 'গাথপতি মেধপতি'—গানের আর ধ্যানের অধীশ্বর,[৬] অর্থাৎ আমাদের অধ্যাত্মচেতনার মূলে তাঁরই চেতনার প্রচোদনা। এই তাঁর চিৎস্বরূপ। আর তাঁর আনন্দস্বরূপের পরিচয় ফুটেছে বারবার তাঁর কাছে 'সুম্ন' এবং 'ময়ঃ' চাওয়ায়।[৭] আনন্দময় বলেই ভয়াল হলেও তিনি আশুতোষ—তিনি 'ঋদূদর' অর্থাৎ তাঁর হৃদয় কোমল;[৮] তিনি 'স্বপিরাত', তাঁকে প্রসন্ন করতে বেগ পেতে হয় না।[৯] তাঁর 'সৌমনস' বা প্রসন্নচিত্তের প্রসাদ সুবিপুল,[১০] তাঁর সুমঙ্গল সুমতি (প্রসাদ) যেমন করে আমাদের চিত্তকে প্রসন্নতায় ভরিয়ে দেয় এমন আর-কিছুতেই নয়।[১১]

দেবতা সৎ চিৎ এবং আনন্দ। কিন্তু তিনি নিঃশক্তিক নন—রুদ্র তো ননই।

এখানে পূর্বোক্ত ধ্যান ও ধারণার উদ্দেশ পাওয়া যায়। 'মনো বি দধুঃ' > মন্ধাতা (৮।৩৯।৮; নিঘ.তে 'মেধাবী' ৩।১৫), সমাধিমান্ পুরুষ। এসব জায়গায় রাজযোগের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

৬৪৬ তৈউ. ২।১।১, ৮।১...; দ্র. বেমী. ১৬৮৩২১। ১দ্র. টীমূ. ১৮৮ এবং তার আগে। ২ঋ. ৭।৪৬।১। ৩১০।৯২।৯। ৪২।৩৩।১২। ৫ভুবনস্য পিতরম্ ৬।৪৯।১০। ৬১।৪৩।১; প্রচেতনা 'সাম্রাজ্য'; তু. স (রুদ্র) হি ক্ষয়েণ (এখানকার স্থিতি বা ঐশ্বর্য, ছা.তে 'রাজ্য' ২।২৪।৩-৫) ক্ষম্যস্য (পার্থিব) জন্মনঃ সাম্রাজ্যেন (তু. ছা. ২।২৪।১১-১৬) চেততি (চেতনা জাগান), অবন্ন্ (তোমার প্রসাদ নিয়ে) অবন্তীর্ উপ নো দুরশ্ (তু. ছা. ঐ 'লোকদ্বার', 'দেবীর্ দ্বারঃ' টীমূ. ৩৮০...) চর ৭।৪৬।২। 'জন্ম' এখানে 'জন' বা 'জন্ম' দুই অর্থেই নেওয়া চলে। পার্থিব জন্মে অভ্যুদয়, দিব্যজন্মে নিঃশ্রেয়স। তা-ই প্রচেতনা। 'গাথপতিং মেধপতিম্' ১।৪৩।৪। অনন্যপর বিণ.। 'গাথ' সামগান, 'মেধ' সমাধি < মনস্ √ ধা (তু. অবে. মজ্.দা < মন্জ্.ধা) দ্র. টী. ৬৪৫৬। ঋষির সাধন 'গাথ', মুনির 'মেধ'। অতএব ঋষিপন্থা আর মুনিপন্থা দুইই রুদ্রের আশ্রিত। গানের কথায় নাচের কথাও আসে। নটরাজ শিব এখন প্রসিদ্ধ। ঋ.তে 'নৃতু' (নট) মরুদ্গণের বিণ. (৮।২০।২২; তু. ৫।৫২।১২)। কিন্তু মুখ্য দেবতা ইন্দ্র 'নৃতু' বহুজায়গায় (৮।৬৮।৭, ৯২।৩, ১।১৩০।৭, ২।২২।৪, ৬।২৯।৩, ৮।২৪।৯, ১২; ৫।৩৩।৬)। এইটিই রুদ্র-শিবে উপচরিত হয়েছে। ৭তু. ১।৪৩।৪, ১১৪।৩, ৯, ১০, ২।৩৩।১, ৬; উত নো ময়স্ কৃধি ১।১১৪।২ (> মা. ময়স্কর ১৬।৪১)...। নিঘ.তে দুটিই 'সুখ' ৩।৬। ৮ঋ. ২।৩৩।৫। তু. নি. ঋদূদরঃ সোমো মৃদূদরো মৃদুর্ উদরেষ্বি-তি বা ৬।৩। **উদর** অন্তর, হৃদয়। তু. ঋ. উত স্যো (বরুণ) মানুষেষ্বা. যশস্ চক্রে (তাঁর ঈশনাকে ফুটিয়ে তুললেন অর্থাৎ তারা তাঁকে স্বীকৃতি দিল) অসামা (পুরাপুরি) অস্মাকম্ উদরেষ্বা. (এবং আমাদের অন্তরেও) ১।২৫।১৫। তু. বাংলায় 'পেটে কথা থাকে না', 'পেটে-পেটে এত বুদ্ধি' ইত্যাদি। ৯৭।৪৬।৩; পদচ্ছেদ 'সু + অপিরাত,' দ্র. টী. ১৯৬১। ১০৫।৪২।১১। ১১ভদ্রা হি তে সুমতির্ মৃল.য়ত্তমা ১।১১৪।৯।

তিনি 'তব্যান্'—তাঁর বীর্য যেমন উপচে পড়ছে, এমন আর কারও নয় [৬৪৭]। এই রুদ্রবীর্য 'রুদ্রিয়',[১] যেমন ইন্দ্রবীর্য 'ইন্দ্রিয়'। রুদ্রিয় মরুদ্‌গণেরও সংজ্ঞা, সুতরাং বস্তুত তা একটা আলোর ঝড়, যার মধ্যে আছে প্রজ্ঞার প্রাণোচ্ছলতা। তাঁর বীর্য অকৃপণ হয়ে ঝরে আমাদের 'পরে, তাই তিনি 'ভূরিদাতা', তিনি 'মীল্‌হুষ্টম' বা অবন্ধ্য শক্তির অনুপম নির্ঝর।[২] এ তাঁর প্রসাদ। আবার তারই সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর 'রিষ্টি', 'ক্রোধ' এবং 'বধ'[৩]—জীবনে দুঃখের আকারে, ব্যাধি শোক ক্লিষ্টতা দ্বেষ ও মৃত্যুর হানায়।[৪] কিন্তু যেমন দুঃখ তিনি, তেমনি তার প্রতীকারও তিনিই। জীবনের আধি-ব্যাধির বরেণ্য ভৈষজ্য তাঁরই হাতে,[৫] তিনিই ভিষক্‌দের ভিষক্‌তম।[৬] তাপে তপ্ত হয়ে তাঁরই কাছে ছুটে যাই—জানি তাঁর 'জলাষ' ভেষজ আমাদের সব জ্বালা জুড়িয়ে দেবে।[৭] তাইতো বলি, তাঁর প্রসাদ আমাদের গায়ের বর্ম, মাথার ছাদ, নিখিলের শরণ।[৮] যেমন তাঁর হাতে আছে বিষের পাত্র, তেমনি মর্ত্যের ভোগ্য অমৃতও তাঁর হাতে।[৯] মৃত্যুর বৃন্ত হতে ফলের মত তিনি আমাদের মুক্তি দেন—অমৃতের বৃন্ত হতে নয়।[১০] তাঁর আদেশে উদ্দীপ্ত হয় বৃহতের এষণা, উচ্চারিত হয় জীবনের প্রশস্তি।[১১] তিনি যেমন ভয়াল তেমনি দয়াল, যেমন রুদ্র তেমনি শিব—দেবতাদের মধ্যে অন্তম জ্যোতি।[১২] দ্যুলোক-ভূলোকের ঈশান তিনি,[১৩] তিনিই আমাদের উৎসর্গ-ভাবনাকে সিদ্ধ করেন অগ্নির মত।[১৪]

---

৬৪৭ তু. ঋ. ১।৪৩।১, তবস্তমম্ তবসাম্ ২।৩৩।২। [১]তু. ১।৪৩।২, ৭।৪০।৫, ১০।৬৪।৮। [২]২।৩৩।১২, ১।৪৩।১। [৩]১।১১৪।৭, ৮, ২।৩৩।৪, ৭।৪৬।৪...। [৪]২।৩৩।২, ১।১১৪।৭, ৮...। [৫]হস্তে বিভ্রদ্ ভেষজা বার্যাণি ১।১১৪।৫। [৬]ভিষক্‌তমং ত্বা ভিষজাং শৃণোমি ২।৩৩।৪; আরও তু. শংতমেভিঃ...ভেষজেভিঃ ২, ১২, সহস্রং... ভেষজা ৭।৪৬।৩...। মা.তে 'প্রথমো দৈব্যো ভিষক্' ১৬।৫। [৭]ঋ. ঘৃণীব (< √ ঘৃ 'গরম হওয়া,' রোদ) চ্ছায়াম্ অরপা (নিষ্পাপ, তু. নি. ৪।২১) অশীয়া. (যেন পৌঁছতে পারি তাঁর কাছে), বিবাসেয়ং (পেতে চাই) রুদ্রস্য সুম্নম্ ২।৩৩।৬, ক স্য (সেই) তে রুদ্র মৃল.য়াকুর্ (জুড়িয়ে-দেওয়া) হস্তো যো অস্তি ভেষজো জলাষঃ (জলের মত শীতল) ৭; তু. রুদ্রং জলাষভেষজম্ ১।৪৩।৪। [৮]তু. (রুদ্র) শর্ম বর্ম চ্ছর্দির্ অস্মভ্যং যংসৎ ১।১১৪।৫। [৯]তু. ১০।১৩৬।৭ + ১।১১৪।৬ (অমৃত মর্তভোজনম্)। [১০]উর্বারুকম্ ইব বন্ধনান্ মৃত্যোর্ মুক্ষীয় মা.মৃতাৎ ৭।৫৯।১২। 'উর্বারুক' কর্কটী বা কাঁকুড় (তা. ৯।২।১৯, তত্র সা.)। [১১]ঋ. আ নো ভজ (আমাদের মধ্যে আবিষ্ট হও) বর্হিষি জীরশংসে (নিমিত্তার্থে সপ্তমী—আ-ভজ্ ধাতুর প্রয়োগে) ৭।৪৬।৪। 'বর্হিঃ' বৃহতের প্রতি উদগ্র এষণার প্রতীক (দ্র. টীমূ. ৩৭৫...)। **জীরশংস** (তৎপুরুষ সমাস) জীবনের প্রশস্তি অর্থাৎ তার সার্থকতা। তু. স ত্বং ন ইন্দ্র সূর্যে সো অপ্‌স্ব.নাগাস্ত্ব (নিরঞ্জনতার জন্য) আ ভজ জীরশংসে ১।১০৪।৬। জিজীবিষার (ঈ. ২) সার্থকতা নিরঞ্জন হয়ে প্রজ্ঞা আর প্রাণের অধিগমে, বৃহতের এষণায়। আরও তু. প্রজ্ঞা আর প্রাণের দেবতা সরস্বতীর কাছে আকূতি: ঋ. অপ্রশস্তা ইব স্মসি প্রশস্তিম্ অম্ব নস্ কৃধি ২।৪১।১৬। [১২]১।৪৩।৫, টী. ৬৪৪৯। [১৩]তু. শৌ. ভবো দিবো ভব ঈশে পৃথিব্যা ভব আ পপ্র উর্ব.ন্তরিক্ষম্ ১১।২।২৭। ঋ.তে 'ঈশানাদ্ অস্য ভুবনস্য ভূরেঃ' ২।৩৩।৯। 'ঈশান' ঈশ্বর সংজ্ঞার প্রাচীনতম রূপ, কিন্তু ঋ.তে দেবতাদের সাধারণ বিণ.। এখন সংজ্ঞাটি শিবে নিরূঢ়। [১৪]'যজ্ঞসাধ্' ১।১১৪।৪। কিন্তু ঋ.তে এই বিণ. অগ্নির (১।৯৬।৩, ১২৮।২; যজ্ঞসাধনঃ ১।১৪৫।৩, সোম ৯।৭২।৪)। ব্রাহ্মণে এবং ইতিহাস-পুরাণে যজ্ঞ আর রুদ্রে বিরোধের কথা আছে। রুদ্র-শিব মুনিধারার দেবতা, এও ল.। এই বিণ. তাহলে প্রাক্তন অবিরোধের সূচক। তাছাড়া ঋ.তে কোথাও-কোথাও রুদ্র আর অগ্নি এক (দ্র. টীমূ. ৬৬২)।

এই রুদ্রের শক্তি 'রোদসী', তাঁর কথা সবিস্তারে আগেই বলা হয়েছে [৬৪৮]। তিনিই ধেনুরূপিণী পৃশ্নি, রুদ্র তখন বৃষভ।[১] আবার রুদ্রপুত্র মরুদ্গণ যখন আদিত্য,[২] তখন রোদসী অদিতি। তাই কণ্ব ঘোরের রুদ্রসূক্তের প্রথমেই এই দেবমিথুনের প্রশস্তি পাই।[৩] সেখানে দেখি, অদিতিই সবার মধ্যে রুদ্রবীর্যের প্রসাদ নামিয়ে আনছেন। ঋক্সংহিতায় এই দেবমিথুনের দ্বিদল বীজমন্ত্র হল 'শংয়োঃ', তার বহুজায়গায় এর উল্লেখ আছে।[৪] 'শম্' বোঝায় শান্তি এবং উপশম।[৫] তা-ই শিবের স্বরূপ।[৬] 'য়োঃ' 'য়োষা'-শব্দের প্রতীকাক্ষর, যার মৌলিক অর্থ যৌবনবতী, সমর্থা। এই যোষা আদি 'স্ত্রী'— যজুঃসংহিতায় যিনি 'অম্বিকা' বা জগন্মাতা[৭] উপনিষদে ঐন্দ্রী চেতনার প্রত্যন্তে

---

৬৪৮ দ্র. টীমূ. ৬১৬...। [১]ঋ.তে গৃৎসমদের সূক্তে বারবার তাঁর এই সংজ্ঞা : ২।৩৩।৪, ৬, ৭, ৮, ১৫। এটি মুখ্য দেবতাদেরও সাধারণ সংজ্ঞা—তাঁদের বীর্য এবং নিষেকসামর্থ্য বোঝাতে। রুদ্রের বৈশিষ্ট্য, তাঁর রথ নাই বাহনও নাই। মা.তে পাই, 'আখুস্ তে পশুঃ'—ইঁদুর তোমার পশু (৩।৫৭)। কিন্তু তা বাহন বোঝায় কি (দ্র. তত্র মহীধর)? পুরাণে ইঁদুর গণেশের বাহন (না পশু?); রুদ্রও রুদ্রগণের পতি। পৌরাণিক ভাবনার বীজ হয়তো এইখানে। রুদ্রের বাহনের ন্যূনতা সম্ভবত ওতেই পূরণ করা হয়েছে তাঁকে বৃষবাহন করে। এই বৃষকে কেউ-কেউ তিব্বতের 'ইয়ক' বা চমরের সঙ্গে তুলনা করতে চান। [২]ঋ. ১০।৭৭।২,৮। [৩] ১।৪৩।১-২। রুদ্র যে এখানে পরমদেবতা, তা দ্বিতীয় মন্ত্রে অদিতির এবং তৃতীয় মন্ত্রে মিত্রাবরুণের সহচার হতে বোঝা যায়। তৃচের শেষে 'বিশ্বে সজোষসঃ' বা সুষম বিশ্বচেতনার উল্লেখ ল.। এ হল বিশ্বাতীত হতে বিশ্বে অবরোহণ, যার উদ্দেশ বেদের ভাবনায় এবং অনুষ্ঠানে বহুজায়গায় পাওয়া যায়। [৪]বিদ্র. শম্-সূক্ত ৭।৩৫। তার প্রথম মন্ত্রেই 'শং য়োঃ' পৃথক দেবতা : শং ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতাম্ অবোভিঃ (প্রসাদ নিয়ে) শং ন ইন্দ্রাবরুণা রাতহব্যা (সব আহুতি দিয়েছি যাঁদের), শম্ ইন্দ্রাসোমা সুবিতায় (চলা যাতে সহজ হয়; বিপরীত 'দুরিত') শং য়োঃ শং ন ইন্দ্রপূষণা বাজসাতৌ (ওজোলাভের প্রয়াসে) ৭।৩৫।১। চেতনার উত্তরায়ণের সুস্পষ্ট ছক। আগাগোড়া ইন্দ্র 'পুরএতা' বা পুরোগামী (তু. স নো বোধি পুরএতা সুগেষ্.ত দুর্গেষু পথিকৃদ্ বিদানঃ ৬।২১।১২)। পথের প্রথম পর্বে তাঁর সহচর অভীপ্সার দেবতা অগ্নি। তারপর উপান্ত্যপর্বে একর্ষি পূষা (তু. ঈ. ১৫-১৬)। তারপর সূর্যদ্বারভেদের পর (তু. মু. ১।২।১১) আনন্দের দেবতা সোম। তারপর শূন্যতার দেবতা বরুণ। এর পর ইন্দ্র নাই, আছেন শং এবং য়োঃ (তু. কে. আকাশ এবং স্ত্রী, যক্ষ এবং উমা ৩।১২)।...ঋষি শংযু বার্হস্পত্য যে এই বীজমন্ত্রের প্রবক্তা, তা তাঁর নাম হতেই বোঝা যায়। ঋ.তে তাঁর সূক্তগুলি (৬।৪৪-৪৬, ৪৮) রহস্যোক্তিতে পূর্ণ। ব্রাহ্মণে এই মন্ত্রের উচ্চারণকে বলা হয় 'শংয়োর্বাকঃ'। তু. শাং. শংয়ুর্ হ বৈ বার্হস্পত্যঃ সর্বান্ য়জ্ঞাঞ্ ছময়াঞ্চকার, তস্মাৎ শংয়োর্বাকম্ আহ, প্রতিষ্ঠা বৈ শংয়োর্বাকঃ ৩।৮; (শ. ১১।২।৭।২৯); শংয়ুর্ হ বৈ বার্হস্পত্যো হঞ্জসা য়জ্ঞস্য সংস্থাং বিদাঞ্চকার, স দেবলোকম্ অপীয়ায়, তৎ তদ্ অন্তর্হিতম্ ইব মনুষ্যেভ্য আস ১।৯।১।২৪। নি.তে মন্ত্রটির ব্যাখ্যা : শমনং চ রোগাণাং য়াবনং চ ভয়ানাম্ ৪।২১। [৫]নিঘ.তে এই পরম্পরা ল. : সুম্নম্। শেবম্। শিবম্। শম্। কম্ ইতি...সুখনামানি ৩।৬। তু. শৈবদর্শনে 'আনন্দো বিশ্রান্তিঃ', বৌদ্ধদর্শনে নির্বাণ মহাসুখ। উপনিষদেও 'কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম' (ছা. ৪।১০।৫)। [৬]তু, মাণ্ডূ. প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্ ৭। [৭]তু. মা. এষ তে রুদ্র ভাগঃ, সহ স্বস্রা.ম্বিকয়া তং জুষস্ব স্বাহা (৩।৫৭)। রুদ্র আর অম্বিকা—যেমন বরুণ আর অদিতি। শক্তি শিবের অবিনাভূত। সৃষ্টির ঊর্ধ্বে কুমারীদশায় তিনি স্বসা। মাতৃত্ব তখন তাঁর মধ্যে বীজাকারে; এই বোঝাতে হ্রস্বার্থে 'ক'। উপনিষদের ভাষায় এটি 'অসম্ভবে'র অবস্থা (ঈ. ১৩)। তু. সংহিতায় বাকের গুহাহিত তিন পদ (ঋ. ১।১৬৪।৪৫)। গোভিলের ভাষায়, তারপর যেন 'ঊর্ধ্বং ত্রিরাত্রাৎ সম্ভবঃ' গৃহ্যসূ. ২।৫।৭ এবং তখন বিসৃষ্টি। এইটিই ঋ.তে সন্ধাভাষায় বর্ণিত : 'ত্র্যম্বকং য়জামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্' ৭।৫৯।১২। পুরুষের যে-ত্রিপাদ ঊর্ধ্বে উজিয়ে গেল এবং দ্যুলোকে অমৃত হয়ে রইল (১০।৯০।৪, ৩), তাতে গুহাহিত তিনটি শক্তি তিনটি অম্বিকা। তাঁদের সঙ্গে যুগনদ্ধ অথচ অসম্ভূত রুদ্র ত্র্যম্বক। তখন তাঁর 'গন্ধ' বা আভাসমাত্রই পাওয়া যায়। তিনি তখন 'পূষা', লোকোত্তরের উপান্তে দিশারীরূপে (তু. ১০।১৭।৩, টী. ২৪১৬); তন্ত্রের ভাষায় ভ্রূমধ্যের রুদ্রগ্রন্থিতে ইতরলিঙ্গ শিব, তার ওপারে মহাশূন্য। এই মন্ত্রটির মা.তে পাঠ 'সুগন্ধিং পতিবেদনম্' এবং সেখানে কুমারী

আকাশের শূন্যতায় প্রতিভাসমানা 'বহুশোভমানা হৈমবতী উমা'।[৮] 'শং য়োঃ' তাই ইতিহাস-পুরাণে প্রথিত শিব-শক্তির বীজমন্ত্র। তান্ত্রিক লক্ষ্য করবেন, দেবনাগরলিপিতে 'শং'এর অন্তে একটি বিন্দু, আর 'য়োঃ'র অন্তে দুটি বিন্দু বা 'বিসর্গ'। 'স্ববান্' বা কেবল শিব শক্তিযুক্ত হয়ে প্রকট হলেন, আত্মার দ্বেধাপাতনে এক দুই হলেন।[৯] তাইতে বিসৃষ্টির সূচনা হল। বেদের এই মন্ত্রটি এই দৃষ্টিতে একটি গভীর ব্যঞ্জনার বাহন। ঋক্‌সংহিতার 'তচ্ছংয়োঃ বৃণিমহে' স্মরণ করিয়ে দেয় শিব-শক্তির সামরস্যজনিত মহাসুখ।[১০] এই শংয়োঃ আমাদের আদিপিতা মনু পেয়েছিলেন যজ্ঞের ফলরূপে ; আমরা তারই উত্তরাধিকারী।[১১]

ঋক্‌সংহিতায় রুদ্রের এই পরিচয়ই পল্লবিত হয়েছে যজুঃ- এবং অথর্ব-সংহিতায় —একেবারে নতুন কথা সেখানে খুব বেশী পাওয়া যায় না। বভ্রু অরুষ বিষপায়ী রুদ্র শতরুদ্রীয়-হোমমন্ত্রে 'নীলগ্রীব বিলোহিত শিতিকণ্ঠ নীললোহিত' [৬৪৯], 'কপর্দী'[১] আবার 'উষ্ণীষী'ও।[২] 'স্থিরধন্বার' ধনুর নাম হয়েছে 'পিনাক'।[৩] ঋক্‌সংহিতায় রুদ্র 'গিরিষ্ঠা' একথা নাই, কিন্তু সেখানে সেটি রুদ্রপুত্র মরুদ্‌গণেরও বিশেষণ ; যজুঃসংহিতায় তিনি 'গিরিশন্ত', 'গিরিচর'।[৫] মূজবৎ-পর্বত তাঁর বাসস্থান[৬]—ঋক্‌সংহিতায় যে মূজবৎ-পর্বত সোমের উৎপত্তিস্থল।[৭] এই অনুষঙ্গে ইতিহাস-পুরাণে শিব 'সোমনাথ', 'চন্দ্রশেখর'। রুদ্রের 'পশুপতি' নাম প্রসিদ্ধ।[৮] তার সূচনা ঋক্‌সংহিতার এই মন্ত্রে: তিনি শঙ্কর হ'ন আমাদের মেষ-মেষী গো-অশ্ব এবং নর-নারীর প্রতি।[৯] শৌনকসংহিতায় 'পশুপতি' সংজ্ঞার বিবৃতিতে যে পাঁচটি পশুর নাম করা হয়েছে, তার চারটিকে এখানে পাওয়া যাচ্ছে।[১০] পুরুষসূক্তে পশুরা বায়ব্য, তারা প্রাণশক্তির প্রতীক।[১১] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে রুদ্র প্রাণ, তাইতে তিনি পশুপতি।[১২]

মেয়েদের প্রসঙ্গ আছে (৩।৬০, ভাষ্য দ্র.)। [৮]কে. ৩।১২। হৈমবতী উমা ॥ মা. গিরিশন্ত রুদ্র (১৬।২-৪)। [৯]তু. বৃ. স হৈ.তাবান্ আস য়থা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষক্তৌ, স ইমম্ এরা.ত্মানং দ্বেধা.পাতয়ৎ, ততঃ পতিশ্ চ পত্নী চা.ভবতাম্ ১।৪।৩। [১০]ঋ. ১।৪৩।৪। 'শং-য়োঃ' এখানে সমস্ত পদ, বোঝাচ্ছে শিব-শক্তির যুগনদ্ধতা। এর আর একটি মাত্র উদাহরণ ১।৩৪।৬। ১।৪৩।৬এ আছে 'শং নঃ করতি'>শঙ্কর। 'শম্' এখানে কল্যাণ, অভ্যুদয়। মা.তে পাই 'শঙ্কর' এবং 'শম্ভব' (১৬।৪১)। ঋ.তে দেবতার বিশেষণরূপে 'শম্ভূ' অনেক আছে, কিন্তু 'শঙ্কর' নাই। [১১]ঋ. য়চ্ ছং চ য়োশ্ চ মনুর্ আ য়েজে পিতা তদ্ অশ্যাম তব রুদ্র প্রণীতিষু ১।১১৪।২ ; য়ানি মনুর্ অবৃণীতা নস্ তা শং চ য়োশ্ চ রুদ্রস্য বশ্মি ২।৩৩।১৩।

৬৪৯ মা. ১৬।৭, ৮, ২৮, ৪৭। [১]মা ১৬।১০, ২৯, ৪৩ ; ২২২। মা.র 'হরিকেশ' (১৬।১৭) পিঙ্গল-জটাধারী, ঋ.র 'বভ্রু' আর 'কপর্দী'র মিশ্রণ। [৩]মা. ১৬।৫১, ৩।৬১। ফলাও বর্ণনা ১৬।৯-১৪। [৪]দ্র. টীমু. ৬০৫। [৫]মা. ১৬।২, ৩ ; গিরিশ ৪, গিরিশয় ২৯ ; ২২। [৬]মা. ৩।৬১। [৭]ঋ. ১০।৩৪।১, টী. ৫২৮১। [৮]মা. ১৬।২৮, ৪০, ১৭। শৌ. ১১।২।১, ২, ৫, ৯, ১১। [৯]ঋ. শং নঃ করত্য.র্বতে সুগং মেষায় মেষ্যে, নৃভ্যো নারিভ্যো গবে ১।৪৩।৬। [১০]শৌ. চতুর্ নমো অষ্টকৃত্বো ভবায় দশকৃত্বঃ পশুপতে নমস্ তে, তবে.মে পঞ্চ পশবো বিভক্তা গাবো অশ্বাঃ পুরুষা অজাবয়ঃ ১১।২।৯। তু. ঋ. ১০।৯০।৮। জলে-স্থলে অন্তরিক্ষে সব পশুই পশুপতির, তু. শৌ. ১১।২।২৪-২৫। আরও তু. শৌ. পৃথিবীতে যা-কিছু 'আত্মন্বৎ' ও প্রাণবৎ অর্থাৎ শ্বাস ফেলছে ও বেঁচে আছে, সবই পশুপতির (১১।২।১০)। [১১]তু. ঋ. ১০।৯০।৮, ১৩। [১২]তু. 'পশুপতি' ॥ 'গোপা'—

রুদ্রের সঙ্গে মুনিদের যোগাযোগের কথা আগেই বলা হয়েছে—তাঁরা রুদ্রোপাসনার একটি বিশিষ্ট ধারার বাহন [৬৫০]। নাম থেকে বোঝা যায়, মুনিরা নিঃসঙ্গ। ঋক্‌সংহিতার বর্ণনায় দেখি, তাঁরা জটাধর—হয় দিগম্বর, অথবা মলিনবসন। শৌনক-সংহিতার 'বিদ্বান ব্রাত্য' প্রব্রাজক, অতএব ভিক্ষোপজীবী। বাজসনেয়সংহিতার রুদ্র 'ব্যুপ্তকেশ' অর্থাৎ তাঁর মাথা মুড়ানো এবং তিনি 'দরিদ্র'।[১] এইসব বর্ণনায় শিব আর শৈব, উপাস্য আর উপাসক একাকার।[২]

শিবের সঙ্গে লিঙ্গোপাসনার ঘনিষ্ঠ যোগ। লিঙ্গোপাসনা মূলত অবৈদিক হলেও অনার্য নয় [৬৫১]। বৈদিক ধর্মে নানাদিক দিয়ে তার ছোঁয়াচ লেগেছে, ব্রাহ্মণের 'মহাব্রত' এবং উপনিষদের 'বামদেব্যব্রত' তার প্রমাণ।[১] প্রজনন প্রাণের একটা মৌল ব্যাপার। তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলে না, আর্যেরাও তা করেননি। রিরংসার ঊর্ধ্বায়নই হল ব্রহ্মচর্য, যা আর্যসাধনার মূল স্তম্ভ। ঊর্ধ্বায়নের সাধনায় নিরোধ আর আপ্যায়ন দুইই অপরিহার্য—দুয়ের সমন্বয়েই সাধনার সিদ্ধি। ঋক্‌সংহিতায় অগস্ত্য মৈত্রাবরুণির একটি উক্তিতে তার ইঙ্গিত আছে, এ আমরা আগেই দেখেছি।[২] এর মধ্যে নিরোধের দিকে স্বভাবতই বেশী জোর পড়েছে মুনিধারায় বা শৈবভাবনায়, আর আপ্যায়নের দিকে পড়েছে ঋষিধারায় বা বৈষ্ণবভাবনায়। চলতি কথায় মদন-দহনের দ্বারা কামজয় করেন শিব,[৩] আর মদনমোহনের দ্বারা বিষ্ণু। সংযম উভয়-ক্ষেত্রেই একান্ত প্রয়োজন। এই সংযমের ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে 'শিপিবিষ্ট' বিশেষণটিতে। ঋক্‌সংহিতায় 'শিপিবিষ্ট' বিষ্ণুরই বিশেষণ এবং নামটি যে নিন্দনীয় সে-ইঙ্গিতও আছে।[৪] ভাগবতে ভগবানকে রাসলীলায় 'আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ' বলা হয়েছে।[৫] শিপি-বিষ্টের রহস্যার্থও তা-ই।[৬] বাজসনেয়সংহিতায় এই নামটি রুদ্রেরও।[৭] নিঘণ্টুতে

বিষ্ণুর বিণ. (ঋ. ১।২২।১৮, ৩।৫৫।১০, দ্র. টী. ১৯০। পশুপতির 'পশু' সর্বজীবের প্রাণ। 'গো'ও পশু, কিন্তু কিরণের ব্যঞ্জনা আছে বলে বোঝায় প্রজ্ঞা। অন্তরিক্ষস্থান রুদ্র প্রাণ, আর দ্যুস্থান বিষ্ণু প্রজ্ঞা। গণধর্মের এই দুটি দেবতা দুটি সাধনতন্ত্রের প্রতিরূপ। পরমধামে দুইই এক—যা প্রাণ তা-ই প্রজ্ঞা, যা প্রজ্ঞা তা-ই প্রাণ। এই প্রসঙ্গে দ্র. মা. উতৈ.নং গোপা অদৃশ্রন্ ১৬।৭ (দ্র. বেমী. ৮০২৭)।

৬৫০ দ্র. টীমূ. ৫৮৫ ; বেমী. 'ব্রাত্য' পৃ. ৭৫...। [১]মা. ১৬।২৯. ৪৭। তু. বামদেবের দারিদ্র্য, দ্র. বেমী. ১১৮। এই ভিক্ষুরা বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মে 'অর্হৎ'। মনে হয়, তার পূর্বাভাস রুদ্রের অর্হত্বে : তু. ঋ. অর্হন্ বিভর্ষি সায়কানি ধন্বা.র্হন্ নিষ্কং যজতং বিশ্বরূপম, অর্হন্ন্ ইদং দয়সে ('রক্ষসি' সা.) বিশ্বম্ অভ্বং (অব্যাকৃত, দ্র. টী. ৬১৫), ন বা ওজীয়ো রুদ্র ত্বদ্ অস্তি ২।৩৩।১০। ঋ.তে অগ্নিই বিশেষ করে 'অর্হন্'। অগ্নি-রুদ্র সম্পর্ক পরে দ্র.। [২]মুনি॥ 'যতি'। ঋ.তে তিনি নিন্দিত নন, তিনি ইন্দ্ররক্ষিত এবং ভৃগুর সঙ্গে তাঁর উল্লেখ (৮।৩।৯, ৬।১৮), দেবতাদের উপমান (১০।৭২।৭) ; সোমও 'যতি' (৯।৭১।৭)। তাঁর সংজ্ঞার ব্যু. দ্র. 'অগ্নয়ে . যতয়ে মতীনাম্' ৭।১৩।১। কিন্তু তৈস.তে তিনি গর্হিত, তু. ইন্দ্রো যতীন্ত্ সালাবৃকেভ্যঃ প্রায়চ্ছৎ ৬।২।৭।৫ (দ্র. বেমী. ১০৯।১৮)।

৬৫১ দ্র. টীমূ. ৬৮। [১]দ্র. টীমূ. ৬৬ .. ; বেমী. ২৩৭৭০... ; টীমূ. ৫৩০। [২]ঋ. ১।১৭৯।৫-৬, টীমূ. ৬২০৩। [৩]দ্র. বেমী. ৮৩, জ্যেষ্ঠব্রাত্য 'শমনীচমেঢ্র'। [৪]তু. ঋ. ৭।১০০।৬। [৫]ভা. ১০।৩০।২৫ ; তত্র শ্রীধর : 'এবম্ অপি আত্মন্যে.ব অবরুদ্ধঃ সৌরতশ্ চরমধাতুর্ ন তু স্খলিতো যস্যে.তি কামজয়োক্তিঃ'। [৬]বিদ্র. পরে

শিপিবিষ্ট এবং বিষ্ণু দুটি নাম পাশাপাশি আছে।[৮] যাস্ক বলেন, ঔপমন্যবের মতে আগের নামটি কুৎসিতার্থীয়—কেননা তাতে উদীয়মান সূর্যকে 'অপ্রতিপন্নরশ্মি' বলে 'নির্বেষ্টিত' (অনাচ্ছাদিত) পুংপ্রজননের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এবং তাতে ঋক্‌সংহিতাতেই ওই আক্ষেপ।[৯] আমরা জানি, এই উদীয়মান সূর্য 'ভগ'—দিকচক্রবাল বিদীর্ণ করে পৃথিবীতে তিনি আদিত্যের প্রথম আবির্ভাব। বিষ্ণুর তিনটি পদক্ষেপের এইটি প্রথম—দ্বিতীয়টি মধ্য-গগনে এবং পরম বা তৃতীয়টি লোকোত্তরে। এই ভগের প্রতীক আমাদের সুপরিচিত শাল-গ্রাম-শিলা। বৈষ্ণবের শালগ্রাম আর শৈবের শিবলিঙ্গ দুইই 'শিপিবিষ্ট' এবং স্থূলভাবে গ্রহণ করলে ঔপমন্যবের মতে কুৎসিতার্থীয়। এরই ইঙ্গিত বহন করছে বাজসনেয়-সংহিতায় রুদ্রের আর দুটি নাম—'জঘন্য' এবং 'বুধ্ন্য'।[১০] তার মধ্যে প্রথম নামের অর্থ স্পষ্ট। দ্বিতীয়টি স্মরণ করিয়ে দেয় 'উধ্বর্বুধ্ন অর্বাগ্‌বিল চমস' বা ওলটানো হাঁড়ির কথা।[১১] সমুদ্রতল হতে সূর্যোদয়ের ঠিক এই রূপ। আর এ রূপ শিপিবিষ্টের—ভগের এবং রুদ্রের।...দেখা যাচ্ছে, বৈদিক আর্যেরা সাক্ষাৎভাবে লিঙ্গোপাসক না হলেও তার রহস্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং গৌণভাবে তাকে স্বীকারও করেছেন। সংহিতায় এবং ব্রাহ্মণে প্রজননব্যাপার নিয়ে আলোচনা কিছু কম পাওয়া যায় না। প্রাণনের এই মুখ্য বৃত্তিটিকে ঋষিরা উন্নাসিক অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখবার ভণ্ডামি করেননি, তাকে দেখেছেন উপনিষদের ভাষায় বলতে গেলে 'বিদ্যয়া শ্রদ্ধয়োপনিষদা'। তাঁদের পরিদৃষ্ট কামবিজ্ঞান পৃথিবীতে অদৃষ্টপূর্ব—একথা জোর করেই বলা যেতে পারে। কিন্তু সে-প্রসঙ্গ পরে।

দেখলাম, ঋক্‌সংহিতার রুদ্রে আর যজুঃসংহিতার রুদ্রে মৌলিক বা গুরুতর কোনও পার্থক্য নাই। বাজসনেয়সংহিতায় রুদ্রের একটি বিশেষণ পাই, যা ঋক্‌সংহিতায় নাই—তিনি 'কৃত্তিবাসাঃ' [৬৫২]। 'কৃত্তি' পশুচর্ম। ইতিহাস-পুরাণে এই পশু দ্বীপী বা চিতাবাঘ, অথবা গজ। চিতাবাঘের চামড়া স্মরণ করিয়ে দেয় মরুদ্‌গণের বাহন পৃষতী এবং কুমারের বাহন ময়ূর।[১] সবই তারকাখচিত আকাশের প্রতীক—সংহিতার ভাষায় যা বিশ্বরূপ। দেবতা বিশ্বরূপের অধিষ্ঠান এবং তা ছাপিয়েও।[২] ত্বষ্টা বিশ্বরূপের পিতা, ইন্দ্র তার হন্তা।[৩] একজন প্রতিষ্ঠা, আরেকজন অতিষ্ঠা। এক্ষেত্রেও দ্বীপিচর্ম-পরিহিত রুদ্র অতিষ্ঠা। আবার স্কন্দপুরাণে পাই, গজাসুরকে বধ করে শিব তার রক্তাক্ত চর্ম পরিধান করেছিলেন। এ-কল্পনার মূল যে ঋক্‌সংহিতায় আছে, তা আগেই বলা হয়েছে।[৪] রুদ্র তখন বৃত্রহন্তা বর্ষকর্মা ইন্দ্রের সমধর্মা। পুরাণে গজাসুর মহেশাভিমানী রাজা

'বিষ্ণু'। [৭]মা. ১৬।২৯। [৮]নিঘ. ৪।২। [৯]নি. ৫।৮। তু. মা. উব্বটভাষ্য ১৬।২৯। দ্র. ঋ. ৭।১০০।৬। [১০]মা. ১৬।৩২। [১১]দ্র. শৌ. ১০।৮।৯; বৃ. ২।২।৩।

৬৫২ মা. ৩।৬১, ১৬।৫১। [১]দ্র. টী. ৬০৭৬। [২]তু. ঋ. ১০।৯০।১। [৩]দ্র. টীমূ. ৪২৯। [৪]দ্র. টী.

মহেশ, শম্ভুত্বের অভিমানী শুক্তের মত।...বাজসনেয়সংহিতায় কৃত্তিবাসকে বলা হচ্ছে: 'হে দেবতা, অত্যুত্তম নির্ঝর তুমি, তুমি শিবতম। শিব হও, প্রসন্ন হও আমাদের প্রতি। পরমবৃক্ষে তোমার আয়ুধ রেখে কৃত্তিবাস হয়ে বিচরণ কর আমাদের আশে-পাশে (আ), এস পিনাক ধারণ করে।'[৫] পরমবৃক্ষ ব্রহ্মবৃক্ষ, ঋক্‌সংহিতার 'সুপলাশ বৃক্ষ'—যার তলায় যমের সভা বসে।[৬] মৃত্যুবাণ সেইখানে রেখে কৃত্তিবাস শিব হয়ে এখানে আসবেন—অসংখ্যাত সহস্র রুদ্রগণ নিয়ে। তাঁদের যে-ইষু রৌদ্র, তাকে তিনি সহস্র-যোজন দূরে রাখবেন; আর যে-ইষু শিবময়, তা দ্যুলোকে হবে বর্ষণ, অন্তরিক্ষে বাতাস, আর পৃথিবীতে অন্ন।[৭]...ইতিহাস-পুরাণের শূলপাণি রুদ্রকে আমরা সংহিতায় পাই না, পাই ষড্‌বিংশব্রাহ্মণে।[৮] কিন্তু ঋক্‌সংহিতায় তাঁর আভাস আছে।[৯]

যজুঃসংহিতায় রুদ্রের স্বরূপের মোটামুটি এই পরিচয়, যা ঋক্‌সংহিতার ভাবনারই অনুবৃত্তি। কিন্তু তাঁর বিশিষ্ট পরিচয় পাই শতরুদ্রীয়-হোমমন্ত্রে তাঁর বিশ্বরূপ-বর্ণনের উল্লাসে। পুরুষসূক্তের পুরুষ বিশ্বরূপ 'সহস্রাক্ষ'; রুদ্রও তেমনি 'সহস্রাক্ষ' কিনা সবার চোখ তাঁর চোখ [৬৫৩]—এই দিয়ে তাঁর বিশ্বরূপ-ভাবনার সূচনা। রুদ্র ছাড়া বিশ্বভুবনে আর কিছুই নাই—জগতের চেতন-অচেতন সব-কিছুই তিনি। একই রুদ্র অসংখ্যাত সহস্র রুদ্র হয়ে বিচরণ করছেন পৃথিবীতে শিব এবং অশিবের নিদান হয়ে। তিনি দেবতাদের হৃদয়, মানুষের মধ্যে ঋষি ও কবি (গৃৎস), অধিবক্তা সভাপতি, গণপতি, ব্রাতপতি, সূত, ক্ষত্তা, তক্ষা, রথকার, কামার, কুমার, নিষাদ—এমন-কি চোর-ডাকাতের সর্দার, জোচ্চোর, নিশাচর সবই তিনি। বড় ছোট, দীর্ঘ হ্রস্ব, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ—সব তিনি। যে জেগে আছে বা ঘুমিয়ে আছে, যে শুয়ে আছে বা বসে আছে, যে দাঁড়িয়ে আছে বা ছুটছে—সেও তিনি। তিনি শুধু পশুপতি নন—সব পশুই তিনি, এমন-কি সূক্ষ্ম কৃমি-কীটও। তিনিই আছেন পথে-ঘাটে, নদী-নালায়-সরোবরে, মেঘে-বাতাসে—সর্বত্র। তিনি সর্বভূতের অধিপতি—তিনিই সর্বভূত। বিচিত্র রূপে তিনি বিশ্বরূপ, ভবরূপে সব হচ্ছেন, সর্বরূপে সব হয়ে আছেন।[১]

৬৫২। [৫]মা. মীঢুষ্টম শিবতম শিবো নঃ সুমনা ভব। পরমে বৃক্ষে আয়ুধং নিধায় কৃত্তিং বসান আচর, পিনাকং বিভ্রদ্ আগহি ১৬।৫১। [৬]ঋ. ১০।১৩৫।১; দ্র. বেমী. ৯০০...। পুরাণে শিবের বেলায় ব্রহ্মবৃক্ষ 'বিল্ব'। তার কাঁটা কি এখানে 'আয়ুধ' বা শিবশূল? [৭]দ্র. মা. ১৬।৫৪-৫৬। [৮]ষড়্‌বিংশব্রা. ৫।১১। [৯]ঋ. ১।১৫২।২; টীমূ. ৬৮২।

৬৫৩ মা. ১৬।৮, ১৩, ২৯; তু. শৌ. ১১।২।৩, ৭। [১]দ্র. মা. ১৬।৫৪-৬৬, ৪৬, ২৫, ৫, ২৪, ৩৪, ২৬, ২৭, ২০, ৩০, ৩২, ২৩, ২৮, ৪৪, ৪৩, ৩৭, ৪২, ৩১, ৩৮, ৫৯। এটি রুদ্রের বিভূতিবিস্তরের সামান্য উদ্দেশ মাত্র। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সমস্ত অধ্যায়টি পঠনীয়। ইতিহাস-পুরাণে দেববিভূতির অনুরূপ বর্ণনা তু. গীতা ও সপ্তশতী।

এককথায় তিনি ছাড়া বিশ্বভুবনে দ্বিতীয় আর কিছুই নাই। সব হয়ে সবার 'গর্তসদ্' বা 'গহ্বরেষ্ঠ' অর্থাৎ অন্তর্যামী তিনি—সবার 'ঈশান' বা ঈশ্বর। তিনি 'ভগবান্' [৬৫৪]।

এই শিবই অথর্ববেদে হলেন 'মহাদেব'—যে-নামে তাঁকে আমরা বেশী করে চিনি। অথর্ববেদ ত্রয়ীর বাইরে, জনসাধারণের সঙ্গে তার যোগ ঘনিষ্ঠ। এই বেদে রুদ্র ব্রাত্যদের দেবতা একব্রাত্য মহাদেব। তাঁর এই পরিচয় : ব্রাত্য ছিলেন (আদিতে), (তবে কিনা) চরিষ্ণু হয়েই। তিনিই প্রজাপতিকে সমীরিত (বায়ুর মত চঞ্চল) করলেন। সেই প্রজাপতি নিজের মধ্যে দেখলেন এক সুবর্ণ (জ্যোতি) তাকে তিনি প্রজাত করলেন (অর্থাৎ তাকেই প্রজারূপে ব্যাকৃত করলেন)। তা-ই এক হল, তা-ই ললাম (টিকলি) হল, তা-ই মহৎ হল, তা-ই জ্যেষ্ঠ হল, তা-ই ব্রহ্ম হল, তা-ই তপ হল, তা-ই সত্য হল। তাইতে (বিশ্ব) প্রজাত হল। সেই (ব্রাত্য) বেড়ে চললেন। তিনি মহান্ হলেন। তাইতে তিনি মহাদেব হলেন। তিনি দেবতাদের ঈশ্বরত্ব লাভ করলেন। (তাইতে) তিনি ঈশান হলেন। তিনি একব্রাত্য হলেন। তিনি একটা ধনু নিলেন। তা-ই ইন্দ্রধনু। নীল তাঁর উদর, আর লোহিত পৃষ্ঠ। নীল দিয়েই অপ্রিয় জ্ঞাতিকে তিনি একেবারে ঢেকে ফেলেন [৬৫৫]। তার পর দিকে-দিকে চরিষ্ণুরূপে তিনি ছড়িয়ে পড়লেন—তার বর্ণনা।[১] তার শেষে আছে, তিনি বিরুত (টলটলে) মহিমা হয়ে পৃথিবীর শেষপর্যন্ত গেলেন। (তাইতে) তিনি সমুদ্র হলেন।[২]

এই বর্ণনার সারকথা হল, একব্রাত্য মহাদেবই এই যা-কিছু সব হলেন। হলেন তাঁর প্রাজাপত্যশক্তির বিচ্ছুরণে। সে-শক্তি হিরণ্যগর্ভ। তাতেই সৃষ্টির মূলতত্ত্বগুলি উৎপন্ন হল। তাহতে বিরাটের আবির্ভাব হল। এ-আবির্ভাব তাঁরই আত্মবিবর্ধন—তাঁর বৃহৎ হওয়া, সমস্ত দেবতার ঐশ্বর্য নিয়ে ঈশান মহাদেব হওয়া। আকাশে ইন্দ্রধনুচ্ছটা যেন তাঁর বহুশোভমানা আত্মশক্তির বিচ্ছুরণ। তার গভীরে মৃত্যুর নীলিমা, আর

---

৬৫৪ 'ঈশান' এখন যেমন শৈবদের তেমনি 'ভগবান' বিশেষ করে ভাগবতদের দেবতা। ঈশান ভাগবতদের বেলায় হয়েছেন ঈশ্বর—যেমন গীতায়। 'ভগবান্' রুদ্রেরও সংজ্ঞা হওয়ায় এটিকে গণধর্মের পরমদেবতার সামান্যসংজ্ঞা বলে ধরা যেতে পারে। এটিতে দেবাবিষ্ট বা দেবমানবেরও সাধারণ পরিচয় প্রাচীনকাল হতেই—আবেশের বাহক বা সঞ্চারক হিসাবে।

৬৫৫ শৌ. ব্রা্ত্য আসীদ্, ঈয়মান এব স প্রজাপতিং সমৈরয়ৎ। স প্রজাপতিঃ সুবর্ণম্ আত্মন্ অপশ্যৎ, তৎ প্রাজনয়ৎ। তদ্ একম্ অভবৎ, তল্ ললামম্ অভবৎ, তজ্ জ্যেষ্ঠম্ অভবৎ, তদ্ ব্রহ্মা.ভবৎ, তৎ তপো ঽভবৎ, তৎ সত্যম্ অভবৎ:; তেন প্রাজায়ত (অর্থাৎ প্রজাপতির আত্মজ্যোতির এক ভাগ অব্যাকৃত রইল, আরেক ভাগ বিশ্বরূপে ব্যাকৃত হল, দ্র. ঋ. ১০।৯০।৩, ৪)। সো ঽবর্ধত, স মহান্ অভবৎ, স মহাদেবো অভবৎ, স একব্রাত্যো ঽভবৎ। স ধনুর্ আদত্ত। তদেবে.ন্দ্রধনুঃ, নীলম্ অস্যো.দরং লোহিতং পৃষ্ঠম্। নীলেনৈ.বা.প্রিয়ং ভ্রাতৃব্যং প্রোর্ণোতি, লোহিতেন দ্বিষন্তং বিধ্যতী.তি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি ১৫।১।১-৮। দ্র. বেমী. ৭৮...। [২]শৌ. স মহিমা সদ্রুর ভূত্বা.ন্তং পৃথিব্যা অগচ্ছৎ। স সমুদ্রো ঽভবৎ ১৫।৭।১।

বাইরে জীবনের লালিমা—যেমন প্রাথমিক ইন্দ্রধনুতে দেখা যায়। তাইতে তিনি নীল-লোহিত। আবার এও বলা চলে, তাঁর লালিমা যেন জীবনের রক্তঝরা দ্বন্দ্ব, আর নীলিমা যেন মৃত্যুর সবছাওয়া শান্তি। পৃথিবীতে তিনি রুদ্র—প্রাণচঞ্চল সমুদ্রের মত।

একব্রাত্য মহাদেবের এই প্রশস্তিতে রুদ্রের বিশ্বরূপকেই দেখতে পেলাম এক নতুন ভঙ্গিতে। একব্রাত্যের উপাসনায় তাঁর সঙ্গে যিনি সাযুজ্যলাভ করেছেন, তিনি 'বিদ্বান্ ব্রাত্য'। একব্রাত্যের মত তিনিও আত্মমহিমায় দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁর সাতটি প্রাণ, সাতটি অপান, সাতটি ব্যান। তারাই দেবতা মানুষ পশু শ্রদ্ধা দীক্ষা যজ্ঞ পৃথিবী দ্যুলোক ইত্যাদি সব হয়েছে। তাঁর দক্ষিণ নয়ন সূর্য বাম নয়ন চন্দ্র, দক্ষিণ কর্ণ অগ্নি বাম কর্ণ সোম, অহোরাত্র দুটি নাসারন্ধ্র, দিতি আর অদিতি দুটি শীর্ষ-কপাল। দিনে তিনি পশ্চিমমুখী, আর রাত্রে পুবমুখী অর্থাৎ তিনি আদিত্যস্বরূপ [৬৫৬]। দুটি ব্রাত্যের বিবরণ মিলিয়ে নিলে আমরা উপনিষদুক্ত অদ্বৈত-বেদান্তের তিনটি সমীকরণ একসঙ্গে পাই: পুরুষ বা ব্রহ্মই সব-কিছু হয়েছেন; এই আত্মাই ব্রহ্ম; এই আত্মাই সব-কিছু। এই তিনটি পরম অনুভবের সহাবস্থান সংহিতার আর-কোথাও এমন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। ব্রহ্মবেদরূপে অথর্ববেদের এইটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। আর এই সামগ্রিক ভাবনার ধারক হলেন শিবোপাসক ব্রাত্যেরা, পরবর্তী যুগে ভারতীয় দর্শনের তর্কপ্রস্থানে যাঁদের মনীষার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রয়েছে।

এইবার দেখা যাক্ রুদ্রের সঙ্গে অন্যান্য দেবতার সম্পর্ক। মরুদ্‌গণের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা আমরা জানি। কণ্ব ঘৌরের রুদ্রসূক্তে মিত্রাবরুণ এবং সোমের সহচার লক্ষণীয় [৬৫৭]। মিত্র ও বরুণ ব্যক্ত ও অব্যক্ত আনন্ত্যের দেবতা। এই সূক্তের প্রথমেই অদিতি যে রুদ্রপত্নী, তার ইঙ্গিত আছে।[১] অদিতি মিত্রাবরুণেরও জননী, তিনি অখণ্ডিতা অবন্ধনা আনন্ত্যচেতনা। সুতরাং এই তিনটি দেবতার সহচারে রুদ্র যে এখানে পরমপুরুষ, এ-ভাবনা সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়। সেইসঙ্গে সোমেরও সহচারে আমাদের কাছে চন্দ্রশেখর মৃত্যুঞ্জয় শিবের ব্যঞ্জনা বয়ে আনে। সূক্তের শেষ ঋক্‌টিতে সোমকে বলা হচ্ছে: তুমি অমৃত; তোমার যে-প্রজারা (অর্থাৎ দেবতারা) ঋতের পরমধামে, (বিশ্বভুবনের) নাভিতে মূর্ধা হয়ে হে সোম, তুমি তাঁদের ভালবাস; তাঁরা তোমার সান্নিধ্যকামী, হে সোম, তুমি তা জান।[২] রুদ্রসহচর এই সোমকে অনায়াসেই তাঁর মূর্ধায় অমৃত ইন্দুকলারূপে স্থাপন করা যায়।

---

৬৫৬ দ্র. শৌ. ১১।১৪-১৮ পর্যায়; বেমী. ৭৯...। তু. রুদ্র এবং দিকে-দিকে তাঁর ইষু (শৌ. ৩।২৬-২৭ সূ.)। আরও তু. শৌ.তে আদিত্যরূপী পরমদেবতার বর্ণনায় 'সো হর্য়মা স বরুণঃ স রুদ্রঃ স মহাদেবঃ'—রুদ্র আর মহাদেব সংজ্ঞা পাশাপাশি (১৩।৪।৪)।

৬৫৭ দ্র. ঋ. ১।৪৩।৩, ৭-৯। ১দ্র. টীমূ...৬৪৮৩। ২ঋ. যাস্ তে প্রজা অমৃতস্য পরস্মিন্ ধামন্ ঋতস্য,

এই প্রসঙ্গে বার্হস্পত্য ভরদ্বাজের একটি সূক্তে সোম ও রুদ্রের সংস্তব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঋষি বলছেন :

'হে সোম, হে রুদ্র, ধরে থাক অসুর্যকে। (আমাদের) এষণারা সংগত হ'ক তোমাদের কেন্দ্রে (অরের মত)। আধারে-আধারে সাতটি রত্ন নিহিত করে শঙ্কর হও আমাদের দ্বিপদ আর চতুষ্পদের প্রতি [৬৫৮]।

'হে সোম, হে রুদ্র, উপড়ে ফেল বিষম ব্যাধি যত, যা আমাদের আধারে আবিষ্ট হয়েছে। ঠেকিয়ে রাখ নির্ঋতিকে—ওকে দূরে ঠেলে দিয়ে। আমাদের মধ্যে সুভদ্রা শ্রুতি উঠুক ফুটে [৬৫৯]।

মূর্ধা নাভা সোম বেন আভূষন্তীঃ সোম বেদঃ ১।৪৩।৯। ঋতের পরমধাম 'অক্ষর ব্যোম' (১।১৬৪।৩৯)। সেখানে বিশ্বদেবেরা নিষণ্ণ। তাঁরা অমৃত আনন্দের সন্তান। সেই সোম্য আনন্দে তাঁরা নিত্যসঙ্গত। সোম বিশ্বভুবনের নাভি হতে (তু. ১০।৮২।৬) প্রবহমান একটি ঊর্ধ্বস্রোতঃ (তু. ৯।৮৫।১২)। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নাভি হতে মূর্ধার দিকে উজিয়ে যাওয়া একটি ঊর্ধ্বধারা (দ্র. ৯।৯৮।৩, টীমূ. ১১৩, ১৪৮২)।

৬৫৮ ঋ. সোমারুদ্রা ধারয়েথাম্ অসুর্যং প্র রাম্ ইষ্টয়ো ঽরম্ অশ্নুবন্তু, দমে-দমে সপ্ত রত্না দধানা শং নো ভূতং দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ৬।৭৪।১। 'অর' < √ ঋ 'চলা' এখানে কেন্দ্রানুগ গতি—যেমন চক্রশলাকার গতি নাভির দিকে। তু. 'অরং কৃতাঃ' টীমূ. ৪৮১। 'সপ্ত রত্ন' দ্র. টীমূ. ২২১। সমস্ত এষণার কেন্দ্রাভিসরণে আধারের পর্বে-পর্বে চিজ্জ্যোতির স্ফুরণ। 'শং ভূতম্' > শম্ভু। 'দ্বিপৎ' মানুষ, মনোময়—দেবতার উপাসক। 'চতুষ্পৎ' পশু, প্রাণময়—দেবতার বাহন। দেবতা স্বয়ং চিন্ময়। তাঁর উপাসনায় মন আর প্রাণ পৌঁছবে শম্-এ বা শান্তিতে, শিবসাযুজ্যে। আধারে সপ্তরত্ন আধানের এই পরিণাম।

৬৫৯ ঋ. সোমারুদ্রা বি বৃহতং বিষূচীম্ অমীবা যা নো গয়ম্ আবিবেশ, আরে বাধেথাং নির্ঋতিং পরাচৈর্ অস্মে ভদ্রা সৌশ্রবসানি সন্তু ৬।৭৪।২। **গয়** নিঘ.তে 'গৃহ' (অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আধার, তু. 'দম' রাহস্যিক অর্থে আগের ঋকেই) ৩।৪; আত্মার 'অপত্য' (তু. 'প্রজা', 'তোক তনয়') ২।২; 'ধন' (লক্ষ্য) ২।১০ বা জয়লব্ধ সম্পদ্। < √ জি ॥ *গি 'জয় করা'। সোম গয়সাধন মদের স্রষ্টা (ঋ. ৯।১০৪।২)। তু. ঔর্ণবাভের মতে বিষ্ণুর পরম বা তৃতীয় পদ 'গয়শিরসি' অর্থাৎ সেখানে পৌঁছনই চরম জয় (নি. ১২।১৯; দ্র. টী. ১১৫২৩)। এইথেকে মুনিধারায় 'জিন' অর্থাৎ প্রেতপক্ষের অমানিশাতেও জেগে-থাকা মৃত্যুঞ্জয় মহাবীর। বুদ্ধের লক্ষ্য এই 'গয়শিরসি' পৌঁছন। 'বিষূচী' < বিষু (পরস্পরের বিপরীত দিকে তু. ক. ১।২।৪) √ অঞ্চ্ 'চলা' তু. 'বিসূচীকা' ওলা-ওঠা, ভেদ-বমি। ধাতুবৈষম্য ব্যাধির নিদান—এটি আয়ুর্বেদমতে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে 'দ্বয়াবিতা' বা চিত্তের দোটানাই ব্যাধি। 'পরাচৈঃ' <পরা (দূরে) √ অঞ্চ্ 'চলা', যারা দূরে সরিয়ে দিতে পারে তাদের দিয়ে। **সৌশ্রবস** পরমা বাকের শ্রুতি, যে-বাক্ গৌরীরূপে পরমব্যোমে সহস্রাক্ষরা (ঋ. ১।১৬৪।৪১)। ইনিই আবার একপদী বাক্ বা ওঙ্কার। শেষ পাদ পুনরুক্ত ৬।১।১২; আরও তু. ১৩।৫, ৬৮।৮, আজিং সৌশ্রবসং জয়েম ৭।৯৮।৪, ১।১৬২।৩, ১০।৩৬।৭, আ তং ভজ (তাতে আবিষ্ট হও) সৌশ্রবসেষ্ব্.গ্নে উক্থউক্থ আ ভজ শস্যমানে (অর্থাৎ এখানে থেকে সে যখন প্রশস্তিবাচন করবে, তখন ওখান থেকে সাড়া আসবে), প্রিয়ঃ সূর্যে প্রিয়ো অগ্না ভবাতি (যেন হয় সে; অগ্নি ও সূর্য সাধনার আদি এবং অন্ত) উজ্ জাতেন ভিনদ্ (যা জন্মেছে তাকে দিয়ে গোত্রভিদ্ ইন্দ্রের মত [তু. ৬।১৭।২] সে যেন উজিয়ে যায়) উজ্ জনিত্বৈঃ (তার পরেও সে যেন উজিয়ে যায়—যারা জন্মাবে তাদের নিয়ে অর্থাৎ তার উত্তরায়ণ যেন হয় অশ্রান্ত তু. ১।৫০।১০, টী. ১৪৭) ১০।৪৫।১০। সৌশ্রবসের সঙ্গে যুক্ত 'সৌমনস' বা মনঃপ্রসাদ (৪)। দেবতা যখন প্রসন্ন, তখনই তিনি সাড়া দেন। তু. ছা. শ্রোত্র ঋক্, মন সাম—দুটিতে একটি মিথুন ১।৭।৩।

'হে সোম, হে রুদ্র, তোমরা আমাদের তনুতে এই যত-সব ভেষজ কর নিহিত। খসিয়ে ফেল মোচন কর আমাদের থেকে—কৃত যে-পাপ নিবদ্ধ হয়ে আছে আমাদের তনুতে [৬৬০]।

'তীক্ষ্ণ তোমাদের আয়ুধ, তীক্ষ্ণ তোমাদের প্রহরণ, তোমরা সুশিব হে সোম, হে রুদ্র। সুপ্রসন্ন হও আমাদের প্রতি। প্রমুক্ত কর আমাদের বরুণের পাশ হতে। রাখাল হও আমাদের—কল্যাণমনন হয়ে [৬৬১]।

যাস্ক বলছেন, অগ্নিকেও রুদ্র বলা হয় [৬৬২]। তাঁর উদাহৃত মন্ত্রটি এই: 'সঙ্গীতে জাগ তুমি, হে দেবতা। তৎস্বরূপকে বিছিয়ে দাও আমাদের মধ্যে। প্রতি প্রবেশকের যজনীয় রুদ্রের উদ্দেশে সুদর্শন স্তোম (আমরা পাঠাব)।'[১] এখানে অগ্নি রুদ্ররূপে অন্তরিক্ষের বিদ্যুৎ, এবং সত্যসন্ধিৎসুর অভীপ্সা আর পরমব্যোমের অনিবাধতার মধ্যে সেতুস্বরূপ। এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে বামদেব গৌতমেরও একটি মন্ত্রে: 'তোমাদের যিনি রাজা এবং ধূর্তিহীন সাধনার রুদ্র, হোতা যিনি সত্যের যাজক—দ্যুলোক-ভূলোকের মধ্যে সঙ্ক্রমাণ, সেই অগ্নিকে বজ্রগর্জনের আভাস পাওয়ার আগেই হিরণ্ময়রূপে তোমাদের আগলে থাকবেন বলে আকার দাও।'[২] এখানে অগ্নি অন্তরিক্ষের বিদ্যুৎ ও বজ্ররূপে রুদ্র। এই বিদ্যুতের ঝলককে অন্যত্র বলা হয়েছে 'পূর্বচিত্তি' বা প্রথম আলোর ঝলক, যা সত্যদর্শনের সূচনা আনে চেতনায়।[৩]

---

৬৬০ ঋ. সোমারুদ্রা যুবম্ এতান্য.স্মে বিশ্বা তনূষু ভেষজানি ধত্তম্, অব স্যতং মুঞ্চতং যন্ নো অস্তি তনূষু কৃতম্ এনো অস্মৎ ৬।৭৪।৩। তনূতে 'অমীবা' বা ব্যাধি; তার প্রতিষেধক ভেষজ। আবার সেই তনুতেই 'এনঃ' বা পাপ বা আধি; তার প্রতিষেধ মুক্তিতে। ল. তনূ এখানে দেহ এবং আত্মা দুইই বোঝাচ্ছে। বৈদিক সাহিত্যে 'তনূ' এবং 'আত্মা' বিনিময় শব্দ। রুদ্রের ভৈষজ্য আনবে আরোগ্য, আর সোমের ভৈষজ্য মুক্তি।

৬৬১ ঋ. তিগ্মায়ুধৌ তিগ্মহেতী সুশেবৌ সোমারুদ্রা.বিহ সু মৃল.তং নঃ, প্র নো মুঞ্চতং বরুণস্য পাশাদ্ গোপায়তং নঃ সুমনস্যমানা ৬।৭৪।৪। বরুণের **পাশ** তাঁর মায়া—যা নীচে মাঝে আর উপরে অর্থাৎ দেহে প্রাণে আর মনে জড়িয়ে গিয়ে আমাদের চেতনাকে সঙ্কুচিত করে রেখেছে (১।২৪।১৩,১৫, ২৫।২১, ৭।৮৮।৭)। এ যেন পশুর মত সংসারে হাজার যূপে আমাদের বেঁধে রেখেছে। এহতে মুক্ত হতে পারলে আমরা পাব প্রশম—যা বরুণেরই আরেক রূপ: তু. শুনস্ চিচ্ ছেপং নিদিতং (নিবদ্ধ) সহস্রাদ্ যূপাদ্ অমুঞ্চো অশমিষ্ট (শান্ত হয়ে গেল) হি ষঃ, এবা.স্মদ্ অগ্নে বি মুমুগ্ধি পাশান্ ৫।২।৭)। পাশ দিয়ে তিনি বাঁধেন, আবার তিনিই বন্ধন খসিয়ে দেন—এই তাঁর মায়া। ঋকের পূর্বার্ধ =শৌ. ৫।৬।৫-৭; পরেই আছে, 'মুমুক্তম্ অস্মান্ দুরিতাদ্ অবদ্যাজ্ জুষেথাং (আস্বাদন কর) যজ্ঞম্ অমৃতম্ অস্মসু ধত্তম্।' এই হল পাশমুক্তির স্বরূপ।…তু. ভগসূক্তে 'প্রাতঃ সোমম্ উত রুদ্রং হুবেম' (ঋ. ৭।৪১।১); বরুণের কথাও সেখানে আছে। রুদ্র আর বরুণ দুইই সোমনাথ।

৬৬২ নি. ১০।৭। [১]ঋ. জরাবোধ তদ্ বিবিড্ঢি (< √বিষ্ 'ব্যাপ্ত করা, ছাওয়া') বিশেবিশে (প্রত্যেক বিশ্এর কাছে) যজ্ঞিয়ায় স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকম্ ১।২৭।১০। 'জরা' < √জৄ 'গান গাওয়া'। [২]আ বো রাজানম্ অধ্বরস্য রুদ্রং হোতারং সত্যযজং রোদস্যোঃ, অগ্নিং পুরা তনয়িত্নোর্ অচিত্তাদ্. ধিরণ্যরূপম্ অবসে কৃণুধ্বম্ ৪।৩।১। তু. অগ্নিং রুদ্রং যজ্ঞানাম্ ৩।২।৫; আরও তু. ৮।৭২।৩, টী. ২১৩৬; ৪।৩।৩। [৩]তু, ঋ. ১।৮৪।১২, ১১২।১, ১৫৯।৩, ৮।৩।৯, প্র তম্ ইন্দ্র নশীমহি (পাই যেন) রয়িং গোমন্তম্

সেই দর্শনে আশ্বস্ত হওয়ার পর শুরু হয় দেবাসুরের দ্বন্দ্ব—রুদ্রের বজ্রগর্জনে যার ইঙ্গিত। বিদ্যুৎস্ফুরণে ভূলোকের দ্যুলোকাভিসারী সত্যের চিত্র চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখনই যে-দেবতা প্রাণের রাজা, তাঁকে সোনার ঠাকুর করে নিতে হয়। তবেই তিনি কবচ হয়ে বিরুদ্ধ শক্তির অপঘাত হতে আমাদের বাঁচান। আগেই বলেছি, রুদ্র-শিবের উপাসনা বিশেষ করে জোর ধরেছিল মুনিদের মধ্যে, যার অনুবৃত্তি আজপর্যন্ত আমাদের সমাজে চলে এসেছে। এইথেকে আর্যদের মধ্যে বৈদিক ও অবৈদিক ভাবনার একটা চিড় ভারতীয় দর্শনকে আজও দ্বিধাবিভক্ত করে রেখেছে, একথাও বলেছি। ইন্দ্র বৈদিকদের প্রমুখ দেবতা। মুনিপন্থী বৌদ্ধদের মধ্যে তাঁকে বুদ্ধের পায়ের তলায় নামিয়ে আনবার একটা রেওয়াজ ছিল : এর পূর্বাভাস দেখতে পাই অথর্ববেদের এই মন্ত্রমালায় : '[হে রুদ্র], ইন্দ্রের গৃহ হচ্ছ তুমি। সেই তোমাতে আমি প্রপন্ন। সেই তোমাতে আমি প্রবেশ করছি [তোমারই মত] সর্বগু সর্বপুরুষ সর্বাত্মা সর্বতনু হয়ে, আমার যা-কিছু আছে সব নিয়ে। ইন্দ্রের শরণ হচ্ছ তুমি। সেই তোমাতে আমি প্রপন্ন…। ইন্দ্রের বর্ম হচ্ছ তুমি। সেই তোমাতে…। ইন্দ্রের আবরক হচ্ছ তুমি। সেই তোমাতে…[৬৬৩]।' এখানে স্পষ্টতই ইন্দ্রকে ছাপিয়ে রুদ্র—যেমন আদিত্যকে ছাপিয়ে আকাশ, মিত্রকে ছাপিয়ে বরুণ, প্রতিষ্ঠাকে ছাপিয়ে অতিষ্ঠা, সৎকে ছাপিয়ে অসৎ। এই লোকোত্তরের উপাসনা ঋষিপন্থায় সর্বাবরক বরুণের উপাসনা, আর মুনিধারায় সর্বনিরোধক যম বা মৃত্যুর উপাসনা। শৌনকসংহিতায় রুদ্র তাই যম, মৃত্যু, পাপনাশন, নির্ঋতি, বভ্রু বা নীললোহিত, শর্ব, ধানুকী, নীলশিখণ্ড।[১] যমের মত একজায়গায় তাঁর কুকুরদের কথাও আছে।[২]

ব্রাহ্মণে অগ্নির সঙ্গে রুদ্রের সমীকরণ পাওয়া যায় অনেকজায়গায় [৬৬৪]। রুদ্রগণ প্রাণ। রুদ্রগণে একাদশ রুদ্র অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দশটি প্রাণ এবং আত্মা।[১] তৈত্তিরীয়-

---

অশ্বিনা (অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও প্রাণের সংবেগ) প্র ব্রহ্ম (চেতনার বিস্ফারণ) পূর্বচিত্তয়ে ৬।৯, ১২।৩৩, ২৫।১২, ৯।৯৯।৫। ঋ.র সর্বত্র 'পূর্বচিত্তয়ে' এই রূপটিই আছে। তু. কে. ৪।৪।

৬৬৩ শৌ. ইন্দ্রস্য গৃহো হসি। তং ত্বা প্র পদ্যে, তং ত্বা প্র বিশামি—সর্বগুঃ সর্বপূরুষঃ সর্বাত্মা সর্বতনূঃ—সহ য়ন্ মে হস্তি তেন। ইন্দ্রস্য শর্মা.সি। তং ত্বা…। ইন্দ্রস্য বর্মা.সি। তং ত্বা…। ইন্দ্রস্য বরূথম্ অসি। তং ত্বা… ৫।৬।১১-১৪। 'সর্বগুঃ' সব গো যাঁতে আছে; 'গো' পশু অথবা অন্তর্জ্যোতির প্রতীক; অতএব রুদ্র সর্বজ্যোতি, পশুপতি, সর্বান্তর্যামী; আমিও তা-ই। মন্ত্রে আত্মা এবং তনুর ভেদাভাস সূচিত হচ্ছে (তু. ক. ১।২।২৩)। বিশেষণগুলি উভয়ান্বয়ী, বোঝাচ্ছে উপাস্য-উপাসকের সাযুজ্য (তু. ঋ. ১।১৬৪।২০)।…রুদ্র সর্বব্যাপী তু. শৌ. য়ো অগ্নৌ রুদ্রো য়ো অপ্স্.বন্তর্ য় ওষধীর্ বীরুধ আবিবেশ, য় ইমা বিশ্বা ভুবনানি চাকৢপে (গড়েছেন) তস্মৈ রুদ্রায় নমো হস্ব.গ্নয়ে ৭।৮৭।১। রুদ্র ও অগ্নির সমীকরণ ল.। [১]দ্র. ৬।৯৩।১। [২]শৌ. ১১।২।৩০। তু. ঋ. ১০।১৪।১১-১২; দ্র. বেমী. ১১৬৭৬।

৬৬৪ তু. শ. ৫।৩।১।১০, ২।৪।১৩…; তা. ১২।৪।২৪, তৈব্রা. ১।১।৫।৮-৯, ৬।৬…। [১]শ. কতমে

সংহিতার ব্রাহ্মণে শরৎ ঋতুকে বলা হয়েছে রুদ্রের বোন অম্বিকা।[২] বসন্ত হতে বর্ষা পর্যন্ত আদিত্যজ্যোতির উপচয়, শরৎ হতে শুরু হয় অপচয়। সে যেন প্রাণকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। তাই অম্বিকার মাধ্যমে রুদ্রের হিংসা। এই তাঁর ভয়ঙ্কর রূপ।[৩]...ব্রাহ্মণে প্রজাপতি আর রুদ্রের একটি কাহিনী আছে, যার বীজ ঋক্‌সংহিতাতেই পাওয়া যায়।[৪] প্রজাপতি মৃগরূপ ধরে নিজের দুহিতাতে সঙ্গত হলেন। দেবতারা তাঁর এই যৌনাতিচারে ক্রুদ্ধ হয়ে রুদ্রকে বললেন, একে বিদ্ধ কর। রুদ্র মৃগব্যাধ হয়ে তা-ই করলেন। তখন প্রজাপতির অর্ধেক বীজ মাটিতে পড়ল, আর তাহতে দেবতা ঋষি আর পশুদের সৃষ্টি হল। দেবতাদের ক্রোধ শান্ত হলে তাঁরা প্রজাপতির শরীর থেকে রুদ্রের সেই শল্য কেটে বার করে নিলেন। বস্তুত প্রজাপতি যজ্ঞ, তাই তাঁর দেহের এই রুদ্রশল্যবিদ্ধ অংশটুকুও যাতে খোয়া না যায় তার উপায় করতে লাগলেন। ওটির নাম হল প্রাশিত্র। ওটি সবিতার কাছে নিয়ে যেতে ওর তেজে সবিতার হাত খসে পড়ল। তারপর ভগের কাছে নিয়ে যেতে তাঁর চোখ অন্ধ হয়ে গেল। এমনি করে পূষার দাঁতও খসে পড়ল। আর শেষে বৃহস্পতি (মতান্তরে ইন্দ্র) তার তেজকে উপশান্ত করলেন।[৫] কাহিনীটিতে সন্ধাভাষায় রুদ্রের তত্ত্বকে প্রাজাপত্য সৃষ্টির ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে। সব সৃষ্টিই আত্মশক্তির উন্মীলন। নিমীলিত শক্তি পুরুষের মধ্যে ভ্রূণ বা সম্ভাবনার আকারে নিগূঢ় হয়ে আছে। স্রষ্টার কাম বা 'প্রথমং মনসো রেতঃ' তাকে যতক্ষণ কলায়-কলায় উপচে তুলতে থাকে, ততক্ষণ তার কন্যাদশা। সমর্থা হলে ওই আত্মজা শক্তিতেই স্রষ্টা বীজাধান করেন।[৬] প্রজাপতি সৃষ্টির দেবতা, রুদ্র প্রলয়ের। প্রজাপতি পূর্ণসত্যের আধখানা মাত্র। অন্যত্র তাকে বলা হয়েছে ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপ বা বৃত্র—ইন্দ্র যাকে বধ করেছিলেন।[৭] এখানেও পাচ্ছি, রুদ্রের দ্বারা প্রাজাপত্য সৃষ্টির বেধ—উপনিষদে যাকে বলা হয়েছে সূর্যদ্বারভেদ।[৮] এই অতিবেধা তেজের কাছে আদিত্যের নিম্নবর্তী সব দেবতা নির্বীর্য হয়ে যান।[৯] তাকে ধারণ করতে পারেন কেবল ইন্দ্র বা বৃহস্পতি বা উভয়েই, কেননা তাঁরাই লোকোত্তরগামী পরম প্রাণ এবং প্রজ্ঞা।[১০]

রুদ্রা ইতি? দশে.মে পুরুষে প্রাণা, আত্মা একাদশঃ ১১।৬।৩।৭। তাই রুদ্রগণের উদ্দেশে মাধ্যন্দিনসবনে একাদশকপাল পুরোডাশ (তৈব্রা. ১।৫।১১।৩; দ্র. শ. ৪।৩।৫।১, শাং. ১৬।১, ৩০।১); ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দও তাঁদের (তা. ১।২।৭)। [২]দ্র. তৈব্রা. ১।৯।১০।৪। [৩]শ. ৯।১।১।৬। [৪]দ্র. ঋ. ১।৭১।৫ (টী. ১০০; বেমী. ১৯১৫২২), ১৬৪।৩৩; ১০।৬১।৫-৭। [৫]দ্র. ঐব্রা. ৩।৩৩, শাংব্রা. ৬।১০, তা. ৮।২।১০, শ. ১।৭।৪।১...। [৬]দ্র. এই তত্ত্বের পল্লবন বৃ. ১।৪।১-৫। [৭]দ্র. ত্বষ্টা. টীমূ. ৪২৮-৩০। [৮]মু. ১।২।১১। [৯]দ্র. বেমী. ৮৯। [১০]তু. কে. ৪।১-৩; তৈউ. ২।৮, ইন্দ্র—বৃহস্পতি—প্রজাপতি—ব্রহ্ম। পুরাণে ইন্দ্র দেবরাজ, বৃহস্পতি দেবগুরু।

৪ অপাং নপাৎ

রুদ্রের পর অপাং নপাৎ। নিঘণ্টুতে কিন্তু রুদ্রের পরেই আছেন ইন্দ্র—অপাং নপাৎএর নাম নৈসর্গিক দেববর্গের বাইরে, 'বৃহস্পতি' প্রভৃতি কয়েকজন আধ্যাত্মিক দেবতার পরে। তাঁর নামের অর্থ 'অপ্‌দের যিনি নাতি'। সায়ণ বলেন, 'অপ্‌ হতে জন্মায় ওষধি-বনস্পতি, আর তাহতে জন্মান এই অগ্নি—তাই তিনি অপ্‌দের নাতি' [৬৬৫]। সংহিতায় কিন্তু তিনি একাধারে অপ্‌দের গর্ভাধায়ক এবং শিশু, আবার তাদের মধ্যেই তাঁর বিলাস।[১] তিনি যে অগ্নিরই এক রূপ, একথার সেখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে।[২] নিঘণ্টুতে তিনি অন্তরিক্ষস্থান দেবতা। অতএব তিনি অন্তরিক্ষের অগ্নি বা বিদ্যুৎ। অগ্নির তিনটি জন্মস্থানের একটি অন্তরিক্ষ—এ আমরা আগেই দেখেছি।[৩] নিসর্গদৃষ্টিতে বর্ষার প্রাক্‌কালে মেঘের গুরু-গুরু গর্জনে যেমন পাই রুদ্রকে, তেমনি মেঘের বুকে বিদ্যুতের উদ্‌ভাসে পাই অপাং নপাৎকে। তার পরেই বৃত্রহা ইন্দ্রের দ্বারা মেঘকে বিদীর্ণ করে অবরুদ্ধ প্রাণের মোচন। এইভাবে দেখলে রুদ্র আর ইন্দ্রের মধ্যে অপাং নপাৎকে স্থাপন করা অযৌক্তিক হয় না। তাতে ইন্দ্রের বর্ষকর্মের ছবিটি উজ্জ্বল হয়ে ফোটে—যদিও অপাং নপাৎএর তত্ত্ব এই নৈসর্গিক ব্যাপারের চাইতেও অনেক গভীর।

ঋক্‌সংহিতায় অপাং নপাৎএর উদ্দেশে মাত্র দুটি সূক্ত পাওয়া যায়—একটি গৃৎসমদ শৌনকের, আরেকটি কবষ ঐলুষের—যাঁর কথা আগেই বলেছি [৬৬৬]। কবষের সূক্তটিতে দেবতা বস্তুত অপ্‌, বিকল্পে অপাং নপাৎ। তাতে সাক্ষাৎভাবে অপাং নপাতের উদ্দেশে দুটি মাত্র ঋক্‌ আছে।[১] এছাড়া ঋক্‌সংহিতার অনেকজায়গায় বিক্ষিপ্ত-ভাবে তাঁর উল্লেখ আছে।[২] যেসমস্ত দেবতার সঙ্গে তিনি উল্লিখিত, তাঁদের মধ্যে অহির্বুধ্ন্য এবং সবিতা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ঐতরেয়ব্রাহ্মণের কাহিনী হতে অপাং নপাৎএর সরস্বতীসম্পর্কও সূচিত হয়।[৩]

সম্প্রদায়প্রসিদ্ধি ছাড়াও অপাং নপাৎ যে বিদ্যুৎ তা বোঝা যায় তাঁর 'আশুহেমা' এবং 'পেরু' এই দুটি বিশেষণ হতে। প্রথম বিশেষণটি বলতে গেলে তাঁতেই নিরূঢ় [৬৬৭],

---

৬৬৫ ঋ. সাভা. ২।৩৫।১। ১দ্র. ঋ. ২।৩৫।১৩ ; ৩,৪,৫,৮,৯,১১,১৪,১০।৩০।৪। ২তু. ১।১৪৩।১, ৩।৯।১, ৫।৪১।১০, ১০।৮।৫, ৩০।৪ (টী. ২১৫৩)। ৩দ্র. টীমূ. ২৩০।

৬৬৬ ঋ. ২।৩৫, ১০।৩০ সূ. ; 'কবষ' দ্র. টীমূ. ৫২২...। ১ঋ. ১০।৩০।৩,৪। ২তু. ১।২২।৬, ১২২।৪, ১৮৬।৫, ২।৩১।৬, ৩।৯।১, ৫।৪১।১০, ৬।১৩।৩, ৫০।১৩, ৫২।১৪, ৭।৩৪।১৫, ৩৫।১৩, ৪৭।২...। ৩ঐব্রা. ২।১৯ ; আরও দ্র. সাভা. ২।৩৫।৩।

৬৬৭ দ্র. ঋ. ২।৩৬।১, ৭।৪৭।২ ; অগ্নির বিণ. ২।১।৫ ; অশ্বিদ্বয়ের অশ্বেও এই বিদ্যুতের গতি ।১১৬।২ (তু. অশ্বিদ্বয় নিজেরাও 'আশুহেষসা' ৮।১০।২। আরও তু. 'হেষন্তং পেরুম্‌' ৩।৮৪।২। < √ হি

অর্থ ক্ষিপ্রসঞ্চারক। তারই পরিণামে তিনি 'পেরু' অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবী এবং অন্তরিক্ষ আপূরিত হয় তাঁর উল্লাসে।[১] এই বিশেষণটিও বিদ্যুৎ সম্পর্কেই খাটে।[২]

অপাং নপাৎ স্বরূপত অন্তরিক্ষস্থান হলেও অগ্নির মত তিনিও ত্রিষধস্থ। গৃৎসমদ তাঁকে স্থাপন করছেন, 'পরম পদে', সেখান থেকে তিনি এখানে অগ্নি হন; কবষ বলছেন, 'তিনি অনিন্ধন হয়ে দীপ্তি পাচ্ছেন অপ্‌দের গভীরে'; ভৌম অত্রি বলছেন, 'তিনি বীর্যবর্ষী ভৌম (অত্রির) শিশু; আমি ত্রিত হয়ে চিত্তের স্বচ্ছন্দ আবর্জনের দ্বারা তাঁর স্তব করলাম [৬৬৮]।' এখানকার অগ্নি আর ওখানকার অগ্নি অপাং নপাৎ যে এক, একথা অন্যত্রও পাই : 'অপাং নপাৎ সব আলো নিয়ে প্রিয় হোতারূপে পৃথিবীতে নিষণ্ণ হলেন ঋতু অনুসারে।'[১] এটি দেবতার 'নিষত্তি'[২], আবেশ বা শক্তিপাতের বর্ণনা। আবার পাই, এখানকার জাতবেদাই হন অপাং নপাৎ।[৩] এটি তাহলে তাঁর উজানধারা। দুয়ে মিলে রোদসীর মধ্যে তাঁর নামা-ওঠা, তন্ত্রে যাকে বলা হয় সুষুম্ণ-কাণ্ডের মধ্যে বিদ্যুতের দীপনী।[৪] তার একটি সুন্দর বর্ণনা আছে মাধ্যন্দিনসংহিতায় : 'অগ্নির পুঞ্জদ্যুতি যিনি, সেই অপাং নপাৎ অপ্‌দের মধ্যে আবিষ্ট হলেন তাঁর অসুর্যকে বজায় রেখে। আধারে-আধারে সমিধের যজন করছ তুমি, হে অগ্নি। তাইতে জ্যোতির প্রতি তোমার জিহ্বা অর্থাৎ শিখা হ'ক উচ্চরিত।'[৫]

এই ব্যাপারটি ঘটে নাড়ীতন্ত্রে—বিশেষ করে মধ্যনাড়ী সুষোমাতে [৬৬৯]। নাড়ীর উপমান নদী, তাই নাড়ীসঞ্চারী অপাং নপাৎকে গৃৎসমদ বলছেন 'নাদ্য' বা নদীসম্পৃক্ত, 'তাঁর বৈপুল্যকে আপূরিত করে নদীরা'।[১] আবার নদী চলে সাপের মত এঁকে-বেঁকে। তাই অহিও প্রাণবহা নাড়ীর উপমান। একটি অহি আছেন বোধের

'ছোটান; ছোটা'। [১]তু. সূর্যোদয়ের বর্ণনা ১।১১৫।১। [২]দ্র. টীমূ. ৮৬৭৩। অপাং নপাৎ 'পেরু' ৭।৩৫।১৩; সোম 'অপাং পেরুঃ' ১০।৩৬।৮; সোমানুগৃহীত দেবতারা ৯।৭৪।৪। বর্ষার পৃথিবীকে 'পেরুম্ অস্তস্ত.জুনি' (৫।৮৪।২) বলাতে 'পেরু' যে বিদ্যুৎ, তাতে আর সংশয় থাকে না।

৬৬৮ দ্র. ঋ. ২।৩৫।১৪,১৩; ১০।৩০।৪, টী. ২১৫৩; বৃষ্ণো অস্তোষি ভূম্যস্য গর্ভং ত্রিতো নপাতম্ অপাং সুবৃক্তি ৫।৪১।১০ ('ত্রিত' তু. ১০।৪৬।৩, টী. ২৬৫)। [১]অপাং নপাদ্ যো বসুভিঃ সহ প্রিয়ো হোতা পৃ.সীদদ্ ঋত্বিয়ঃ ১।১৪৩।১। 'ঋত্বিয়' বিশিষ্ট 'ঋতুতে' বা বিশিষ্ট কালে আবির্ভূত। পরের মন্ত্রেই তাঁকে বলা হচ্ছে 'পরম ব্যোমে জায়মান' (দ্র. টীমূ. ১৯৬, ২০৭১)। সমস্ত সূক্তটি কিন্তু অগ্নির। [২]দ্র. বেমী. ১০০৮। [৩]ঋ. ভুরো অপাং নপাজ্ জাতবেদঃ ১০।৮।৫। শৌনকের মতে কিন্তু জাতবেদাই মধ্যমস্থান অগ্নি (বৃদে. ১।৯৯)। [৪]তু. ঋ. বিশ্বে দেবা মম শৃণ্বন্তু যজ্ঞিয়া উভে রোদসী অপাং নপাচ্ চ মন্ম (মনজাত এই বাক্) ৬।৫২।১৪। উদ্দিষ্ট দেবতাদের দ্বারা সূচিত হচ্ছে ভূলোক আর দ্যুলোকের মধ্যে অপাং নপাতের দীপনী এবং তার ফলে বিশ্বচেতনার উল্লাস। দ্যাবাপৃথিবী সর্বদেবের দুটি বন্ধনী (দ্র. টী. ১৪০১)। [৫]মা. অগ্নের্ অনীকম্ অপ আ বিবেশাপাং নপাৎ প্রতিরক্ষন্ন্ অসুর্যম্, দমে-দমে সমিধং যক্ষ্যগ্নে (সমিধের যজন হল তাকে আত্মসাৎ করে অগ্নিময় করা, দ্র. উব্বট ; যজ্ঞ রূপান্তরের সাধন), প্রতি তে জিহ্বা ঘৃতম্ উচ্চরণ্যৎ স্বাহা ৮।২৪।

৬৬৯ দ্র. ঋ. ৮,৬৪।১১, টী. ১১১৩; ৭।২৯, টী. ৬০৭৬; ১।১৬৪।৩০, টী. ২৪৬। [১]২।৩৫।১,৩।

গভীরে, নদীদের উৎসে, তাঁর নাম 'অহির্বুধ্ন্য'।[২] ব্রাহ্মণে তিনি গার্হপত্য অগ্নি অর্থাৎ জীবচৈতন্য।[৩] এই অহির্বুধ্ন্য আর 'কাদ্রবেয় অর্বুদ সর্প'[৪] একই তত্ত্ব। দুইই আছেন 'স্বচো বুধ্নে রজসো অস্য যোনৌ'—স্পর্শচেতনার গভীরে, প্রাণলোকের যোনিতে, যেখানে কুণ্ডলীপাকানো অন্ধঃসোমের পরিস্রব।[৫] আমরা এখন তাকে বলি মূলাধার। এটি আবার 'অশ্মা' বা 'অদ্রি'ও—যা আয়ুরূপী অগ্নির জন্মকন্দ এবং সোমসবনের উপকরণ।[৬] অপাং নপাৎ এই অশ্মা বা অর্বুদ বা অহির্বুধ্ন্যের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত বলেই ভৌম অত্রি তাঁকে বলেছেন 'বৃষ্ণো ভূম্যস্য গর্ভঃ'। অগস্ত্য মৈত্রাবরুণি তাঁদের অন্যোন্যসম্পর্কের কথায় বলছেন: 'আর অহির্বুধ্ন্য আমাদের দিন আনন্দ। বাছুরের জন্য পীনস্তনী (ধেনুর মত) উতলা হয়েছে সিন্ধু। (এখন) আমরা যেন অপাং নপাৎকে ছোটাতে পারি—মনের বেগে-চলা বীর্যবর্ষীরা যাঁকে বহন করে।'[৭] সিন্ধু এখানে মরুদ্‌বৃধা সেই মধ্যনাড়ী সরস্বতী বা সুষোমা, যার খাত বেয়ে অপাং নপাতের অগ্নিস্রোত উজান বইবে। বৃষারা সেই 'ইন্দ্রিয় হয়' বা প্রাণের ওজোবীর্য, মন যাদের সংযমিত এবং ক্ষিপ্র করেছে। সব আয়োজন হয়ে গেছে, এবার অহির্বুধ্ন্য তাঁর কুণ্ডলমোচন করলেই হয়।

অহির্বুধ্ন্যের সঙ্গে বলতে গেলে নিত্যযুক্ত দেবতা হলেন 'অজ একপাৎ' [৬৭০]। 'অজ' হলেন বিশ্বোত্তর 'একং তৎ', যাঁর নাভিতে অর্পিত 'একং সৎ'—যিনি এই সব-কিছু হয়েছেন। উপনিষদের ভাষায় তিনি চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম, সংহিতার ভাষায় চতুষ্পাৎ পুরুষ। তাঁর ত্রিপাদ গুহাহিত, দ্যুলোকে তা অমৃত হয়ে আছে: আর একপাদ হয়েছে এই বিশ্বভূত।[১] এই অজ একপাৎ অধিদৈবতরূপে 'দ্যুলোকে নিহিত এক স্পর্শময় অশ্মা' বা চিদ্‌ঘন পিণ্ড।[২] তাহলে সত্তার এক মেরুতে পাই অহির্বুধ্ন্যকে—প্রাণচেতনার পিণ্ডরূপে, আরেক মেরুতে অজ একপাৎকে প্রজ্ঞানঘনতারূপে। অপাং নপাৎ দুয়ের মধ্যে বিদ্যুতের দীপনী হয়ে ওঠা-নামা করছেন—এই দুটি দেবতার সঙ্গে তাঁর সাহচর্যের এই হেতু।[৩]

---

[২]ঋ. ৭।৩৪।১৬-১৭, টী. ৪। আরও তু. স্বচো বুধ্নে ৪।১৭।১৪-১৫ টী. ৬০৬।৫। [৩]ঐব্রা. ৩।৬; তু. শাংব্রা. ১৬।৭। [৪]দ্র. টী. ১২৭২। [৫]দ্র. টী, ৬০৬।৫। [৬]দ্র. ঋ. ১০।২০।৭; টীমূ. ১৮৬১, ২২৮; ৬।৪৮।৫। [৭]উত নো হহির্ বুধ্ন্যো ময়স্ কঃ শিশুং ন পিপ্যুষী.ব (< √পী 'ফেঁপে' ওঠা') বেতি (< √বী চাওয়া; কাছে যাওয়া; সম্ভোগ করা) সিন্ধুঃ, যেন নপাতম্ অপাং জুনাম মনোজুবো (মনের 'জবন' বা সংবেগ যাদের ছোটায়, তু. ১০।৭১।৮; মু.তে মনোজবা অগ্নির তৃতীয় জিহ্বা ১।২।৪) বৃষণো যং বহন্তি ১।১৮৬।৫।

৬৭০ নিঘ.তে দ্যুস্থান (৫।৬); বিদ্র. পরে। [১]দ্র. ঋ. ১০।৮২।৬; পাদো অস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদ্ অস্যা.মৃতং দিবি। ত্রিপাদ্ উর্ধ্ব উদ্ ঐৎ পুরুষঃ পাদো হস্যে.হা.ভবৎ পুনঃ ১০।৯০।৩,৪। [২]তু. মধ্যে দিবো নিহিতঃ পৃশ্নির্ অশ্মা ৫।৪৭।৩, দ্র. টী. ৮০। উপনিষদে তিনি প্রাজাপত্য সূর্য (প্র. ১৬; তু. বৃ. একহংস ৪।৩।১১)। 'পৃশ্নি' নিঘ.তে দ্যুলোক এবং আদিত্যের সাধারণ নাম (১।৪)। 'পৃশ্নি' বৃষভও, যেমন এখানে (তু. ঋ. ১০।১৮৯।১)। [৩]তু. অহির্বুধ্ন্য, অজ একপাৎ এবং অপাং নপাতের সহচার ২।৩১।৬।

ঋক্‌সংহিতার কয়েকটি মন্ত্রে যেভাবে অপাং নপাতের সঙ্গে সবিতার সহচারের উল্লেখ আছে, তাতে দুটি দেবতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ সূচিত হয় [৬৭১]। একটি মন্ত্রে মনে হয়, সবিতা যেন অপাং নপাতেরই বিকল্প।[১] সবিতা দিক্‌চক্রবালের নীচে অদৃশ্য থেকে অন্ধকারের বক্ষ হতে আলো-কে উৎসারিত করেন দ্যুলোকে। অহির্বুধ্ন্যের সহচরিত অপাং নপাতের প্রেরণায় প্রাণেরও কুণ্ডলমোচন এবং ঊর্ধ্বপ্রবহণ ঘটে এইভাবে। এই-দিক দিয়ে অপাং নপাৎও প্রাণের সবিতা বা প্রচোদয়িতা—যেমন দ্যুস্থান সবিতা প্রজ্ঞার। একটি মন্ত্রে এর আভাস পাওয়া যায়। ঋষি বার্হস্পত্য ভরদ্বাজ বলছেন: 'সে-ই হয় সর্বসত্ত্বের পতি, প্রাণোচ্ছ্বাসে মরণ হানে বৃত্রকে হে অগ্নি, ভাবকম্প্র হয়ে পণির (কাছে খোরানো) ওজঃকে করে আহরণ, যাকে তুমি হে প্রচেতা হে ঋতজাত, অপাং নপাতের সঙ্গে সুষম হয়ে সংবেগের দ্বারা কর প্রচোদিত।'[২] বৃত্র আসুরী বৃত্তি, আর পণি রাক্ষসী বৃত্তি—দুইই অবিদ্যাশক্তি।[৩] ওজস্বী প্রাণের সংবেগে অবিদ্যার আঁধারকে নির্জিত করে অগ্নি উপাসককে প্রচেতনায় এবং ঋতে প্রতিষ্ঠিত করেন অপাং নপাতের সহায়ে—কেননা তিনিই 'আশুহেমা', তিনিই অশ্বিদ্বয়ের মত অন্ধতমিস্রার বুক চিরে প্রাণের তুরঙ্গকে ছোটান আলোর কূলে।[৪]

অপাং নপাতের এই পরিচয়। দেখলাম, নৈসর্গিক দেবতারূপে তিনি অন্তরিক্ষস্থান হলেও তাঁর স্বরূপ বিশেষ করে বহন করছে একটি অধ্যাত্মব্যঞ্জনা: তিনি নাড়ীসঞ্চারী প্রাণস্রোত। অপ্‌ প্রাণের সাধারণ উপমান। ওষধিতে তা অন্তঃপ্রজ্ঞ হয়ে নিহিত রয়েছে। সোম ওষধিদের রাজা, তিনি 'সুষুম্ণ'-কাণ্ডবাহী আনন্দচেতনার বিদ্যুন্ময় উদ্‌ভাস। অপ্‌এর আবেশ ওষধিতে, তাতে বিদ্যুতের দীপনী—এমনি করে অপাং নপাৎ অপ্‌দের 'নাতি' [৬৭২]। কবষ এবং গৃৎসমদের সূক্ত দুটিতে তাঁর রহস্যের এই বিবৃতি। কবষ বলছেন:

'অধ্বর্যুগণ, অপ্‌দের কাছে যাও, যাও সমুদ্রে। অপাং নপাতের যজন কর হবি দিয়ে। তিনি তোমাদের দেবেন আজ সুপরিপূত লহরী। তাঁর উদ্দেশে মধুময় সোমের সবন

৬৭১ দ্র. ঋ. ১।২২।৬, ২।৩১।৬, ৬।৫০।১৩, ১০।১৪৯।২। ১অপাং নপাতম্‌ অবসে সবিতারম্‌ উপ স্তুহি, তস্য ব্রতান্যুশ্মসি (আমরা চাই জীবনে সিদ্ধ করতে) ১।২২।৬। ল. 'তস্য' সর্বনামটি একবচনে। ২স সৎপতিঃ শবসা হন্তি বৃত্রম্‌ অগ্নে বিপ্রো বি পণের্‌ ভর্তি বাজম্‌ যং ত্বং প্রচেত ঋতজাত রায়া সজোষা নপ্‌ত্রাপাং হিনোষি ৬।১৩।৩। 'হিনোষি' ল. অগ্নি এবং অপাং নপাৎ দুই-ই 'আশুহেমা' (দ্র. টী. ৬৬৭)। ৩দ্র. টীমু. ৮৯৩। ৪দ্র. টীমু. ৬৬৭। আরও তু. ১০।১৪৯।২, সেখানে ১।২২।৬-এর মতই সবিতা অপাং নপাতের বিকল্প। সূক্তটি সাবিত্র। 'অপাং নপাৎ সবিতা তস্য বেদ'—জানেন, কারণসমুদ্র জলকে উঠে কি করে সৃষ্টি হল (দ্র. টীমু, ৪৫৪২)। ল. নিঘ.তে 'সবিতা' মধ্যমও (৫।৪)। আবার ত্বষ্টাও সবিতা। অনেক-জায়গায় সংজ্ঞাটি সামান্যবাচী।

৬৭২ তিনি যে অপ্‌দের 'পুত্র' নন, একথা নি.তে স্পষ্ট (দ্র. ১০।১৮, ৮।৫)।

কর তোমরা [৬৭৩]।'—দেবতার উপাসনা করতে হবে জীবনের সব মধু নিংড়ে তাঁর মধ্যে আহুতি দিয়ে। তার জন্য প্রাণকে করতে হবে খরস্রোতা, সমুদ্রসঙ্গামী। দেবতার সৌম্য প্রসাদের নির্ঝরণে আমাদের মধ্যেও তখন লহরে-লহরে বইবে আনন্দের ধারা।

'যে-তুমি অনিন্ধন হয়ে জ্বলে উঠলে অপ্‌দের গভীরে, যে-তোমাকে ভাবকম্প্র বিপ্রেরা চেতিয়ে তোলে আর্জবের সাধনায়, সেই তুমি হে অপাং নপাৎ, মধুমতী অপ্‌দের ঝরাও—যাদের দিয়ে ইন্দ্র সংবর্ধিত হলেন বীরকর্মের জন্য [৬৭৪]।'—অনিন্ধন বিদ্যুতের দীপনীতে তিনি ঝলক হানেন নাড়ীতন্ত্রের গভীরে, যখন অহির কুণ্ডলমোচন ক'রে ভাবকেরা প্রাণের দেবতাকে করে ঋজুস্রোতা। দ্যুলোক হতে দেবতার প্রসাদ তখন ঝরে পড়ে সোম্যমধুর ধারাসারে, আর তাইতে বৃত্রঘাতী ইন্দ্রচেতনা উপচে ওঠে বীর্যে।

গৃৎসমদ বলছেন :

'আমি বইয়ে দিলাম ওজঃকাম হয়ে এই বাকের সাধনাকে। নন্দিত হ'ন নদীর দেবতা আমার জাগরণী বাণীতে। অশ্বকে ছোটান অপাং নপাৎ। নিশ্চয় তিনি সুরঞ্জিতা করবেন তাদের, কেননা তিনি যে সুতৃপ্ত হবেন (তাদের দিয়ে) [৬৭৫]।'—চাই বজ্রের তেজ বৃত্রের আড়াল ভাঙ্‌বার জন্য। তাই হৃদয় হতে উৎসারিত হল উদ্‌বোধিনী বাণীর এই ধারা নাড়ীতন্ত্রবাহিত সেই বিদ্যুন্ময় দেবতার উদ্দেশে, যিনি ভালবেসে একে স্বীকার করবেন, এর মধ্যে ফোটাবেন ইন্দ্রধনুচ্ছটার সুষমা।

'এঁর উদ্দেশে হৃদয় হতে সুন্দর করে কুঁদে-বার-করা সেই মননকে সুন্দর করে আমরা বাঙ্ময় করি—নিশ্চয় তিনি একে জানবেন। অপাং নপাৎ তাঁর অসুর্যের মহিমায় মালিক হয়ে এই বিশ্বভুবনের জন্ম দিয়েছেন [৬৭৬]।'—বাঙ্ময় শিল্পে হৃদয়ের

---

৬৭৩ ঋ. অধ্বর্যবো হপ ইতা সমুদ্রম্ অপাং নপাতং হবিষা যজধ্বম্, স বো দদদ্ উর্মিম্ অদ্যা সুপূতং তস্মৈ সোমং মধুমন্তং সুনোত ১০।৩০।৩। অপ্‌এ যাওয়া এবং সমুদ্রে যাওয়া হল অপ্‌ থেকে সমুদ্রে যাওয়া, প্রাণের বিচিত্র ধারাকে মহাপ্রাণে মিলিয়ে দেওয়া। 'সুপূত' পবমান সোমের ধারা, যা দেবতার কাছ থেকে বইবে আমাদের মধ্যে।

৬৭৪ ঋ. যো অনিধ্মো (অতএব বৈদ্যুত) দীদয়দ্ অপ্স্ব্.অন্তর্ যং বিপ্রাস ঈল.তে অধ্বরেষু, অপাং নপাৎ মধুমতীর্ অপো দা যাভির্ ইন্দ্রো বাবৃ.ধে বীর্যায় ১০।৩০।৪। ল. 'অধ্বর' সেই সাধনা যার মধ্যে ধূর্তি বা কুটিলতা নাই (দ্র. টী. ২০১৫)। এইথেকে হঠযোগে কুণ্ডলিনীর বিদ্যুৎতন্তুরূপে সোজা হয়ে উপরে ওঠা। 'মধুমতী' অগ্নি-সোমসম্পর্ক সূচিত করছে।

৬৭৫ ঋ. উপে.ম্ অসৃক্ষি বাজযুর্ বচস্যাং চনো দধীত নাদ্যো গিরো মে, অপাং নপাদ্ আশুহেমা কুবিৎ স সুপেশসস্ করতি জোষিষদ্.ধি ২।৩৫।১। **আশুহেমা** দ্র. টী. ৬৬৭। 'আশু' ক্ষিপ্রগামী অশ্ব (নিঘ. ১।১৪, ২।১৫) ঋ.তে ওজস্বিতার প্রতীক (১০।৭৩।১০ টী. ১২০)। তাকে যিনি ছোটান (< √হি)। **বচস্যা** বাকের সাধনা, তু. ২।১০।৬। অনুরূপ 'তপস্যা'। 'সুপেশস্' দ্র. 'পিংশত' টী. ২৯৩। এই মন্ত্রটি সমস্ত সূক্তের ভূমিকা।

৬৭৬ ঋ. ইমং স্ব.স্মৈ হৃদ আ সুতষ্টং মন্ত্রং বোচেম কুবিদ্ অস্য বেদৎ, অপাং নপাদ্ অসুর্যস্য মহ্না বিশ্বান্য.র্যো ভুবনা জজান ২।৩৫।২। 'হৃদঃ সুতষ্টম্' তু. ১০।৭১।৮। 'অসুর্য' দেবতার লোকোত্তর স্বরূপ, দ্র. টীমু. ১৩৬। সুতরাং অপাং নপাৎ পরমদেবতা।

আকৃতিকে ফুটিয়ে তুলি দেবতার উদ্দেশে। তিনি তাকে গ্রহণ করুন—লোকোত্তর মহিমায় নিষণ্ণ থেকে বিশ্বভুবনের যিনি স্রষ্টা।

'একটি ধারায় সঙ্গত হয় কেউ-কেউ, (আবার) মিশে যায় কেউ-কেউ তাঁর মধ্যে : (এমনি করে) একই বিশাল (সমুদ্রকে) নদীরা করে আপূরিত। সেই শুচি এবং প্রজ্বল অপাং নপাৎকে শুচি অপ্-এরা ঘিরে রয়েছে চারদিক থেকে [৬৭৭]।'—দেবতা নির্মল জ্যোতির্ময় প্রাণের সমুদ্র। অশ্বত্থপত্রের শিরাজালের মত নাড়ীতন্ত্রবাহিত প্রাণের শুচি-শুভ্র ধারারা তাঁর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে উছলে উঠছে।

'তিনি যুবা। সুস্মিতা যৌবনবতী অপ্-এরা লাবণ্য মাখিয়ে ঘিরে আছে তাঁকে চারদিক থেকে। তিনি শুক্র-শুচি শক্তিতে মহাবেগে আমাদের মধ্যে জ্বলে উঠেছেন—অনিন্ধন অথচ জ্যোতির্বসন হয়ে অপ্-দের গভীরে [৬৭৮]।'—দেবতা বিদ্যুন্ময়। তাই অনিন্ধন জ্যোতিরুদ্ভাসে ঝলমল করছেন আমাদের প্রাণের গভীরে সুদীপ্ত শক্তির ফোয়ারা হয়ে। তাঁর তারুণ্যকে ঘিরে বিশ্বপ্রাণের অপ্সরোদ্যুতি সৃষ্টি করছে এক সুস্মিত তারুণ্যের প্রচ্ছটা।

'এই দেবতা ঢলে না পড়েন যাতে, তার জন্যে তিনটি দিব্যা নারী তাঁতে নিহিত করতে চাইছেন অন্ন। (অপ্-এরা) প্রস্তুতই ছিল যেন। তিনি কাছে গিয়ে তাদের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করেছেন যখন, (তখন) তিনি পীযূষ পান করে চলেন প্রথম প্রসূতিদের [৬৭৯]।'—বিশ্বের যিনি জনক, তিনিই আবার নবজাতক আমাদের

---

৬৭৭ ঋ. সম্ অন্যা যন্ত্যু.প যন্ত্য.ন্যাঃ সমানম্ উর্বং নদ্যঃ পৃণন্তি, তম্ উ শুচিং শুচয়ো দীদিবাংসম্ অপাং নপাতং পরি তস্থুর্ আপঃ ২।৩৫।৩। **উর্ব** < 'বিশাল', বোঝাচ্ছে সমুদ্রকে (দ্র. সাভা. 'বড়বানল')। নিঘ.তে সমুদ্র অন্তরিক্ষের একটি নাম (১।৩)। অবশ্য এটি মেঘের সমুদ্র (এখন যেমন বিমান থেকে দেখা যায়)। তার মধ্যে 'নদীরা' আঁকাবাঁকা বিদ্যুতের ধারা। এই ছবি অহিভূষণ শিবেরও। পুরাণে তিনি অহির্বুধ্ন্য। সমস্ত ধারা গিয়ে (উপ) সঙ্গত হচ্ছে একটি ধারায় (সম্)। তু. 'সুষোমা' বা সুষুম্ণা-কাণ্ড। অহির উপমার জন্য দ্র. ঋ. ১।৭৯।১, টী. ৩১৯।

৬৭৮ ঋ. তম্ অস্মেরা যুবতয়ো যুবানং মর্মৃজ্যমানাঃ পরি যন্ত্যা.পঃ, স শুক্রেভিঃ শিক্বভী রেবদ্ অস্মে দীদায়া.নিধ্মো ঘৃতনির্ণিগ্ অপ্সু ২।৩৫।৪। **অস্মেরা** বস্তুত 'স্মেরা' উচ্চারণ-সৌকর্যের জন্য পদাদি সংযুক্তবর্ণের আগে অকারাগম। 'স্মেরা' অর্থের জন্য তু. অপাং নপাতেরই (মধ্যমাগ্নি) আরেকটি বর্ণনা : শিরাভির্ ন স্ময়মানাভির্ (বিদ্যুদ্ভিঃ) আগাৎ (অগ্নিঃ), পতন্তি মিহঃ (ধারাঃ) স্তনয়ন্ত্য.ভ্রাঃ (মেঘাঃ) ১।৭৯।২। অথবা 'অস্মেরা' প্রয়োগের সঙ্গে তু. বাংলায় 'অকুমার' বা 'অকুমারী'=বস্তুত কুমার বা কুমারী। আরও তু. সাদৃশ্য বোঝাতে বৈদিক 'ন' > 'অ' (?)। তাছাড়াও তু. ৪।৫৮।৮। **মর্মৃজ্যমানা** < √মৃজ্ 'শৌচালঙ্কারয়োঃ' (সা.) 'মার্জনা' প্রসাধন, যেমন প্রতিমায় গর্জনতেল মাখানো : তু. সুসংকাশা (সমুজ্জ্বলা) মাতৃমৃষ্টে.ব যোষা' ১।১২৩।১১, উষার বর্ণনা। মৃজ্ ধাতুর এই প্রয়োগ পবমান সোমের বেলায় অনেক আছে। 'নির্ণিক্' ধোয়া কাপড়। সমস্ত ঋক্‌টি একটি দিব্যদর্শন। অপ্-এরা যেন অপ্সরা, দেবতার নর্মসঙ্গিনী।

৬৭৯ ঋ. অস্মৈ তিস্রো অব্যথ্যায় নারীর্ দেবায় দেবীর্ দিধিষন্ত্য.ন্নম্, কৃতা ইবো.প হি প্রসর্স্রে অপ্সু স পীযূষং ধয়তি পূর্বসূনাম্ ২।৩৫।৫। **অব্যথ্য** অটলতা < √ ব্যথ্ 'কাঁপা, টলা'। 'কৃতা' প্রস্তুত তু. 'কৃতং স্মর' (ঈ. ১৭)। 'পীযূষ' দ্র. **টী.** ৪২৮। 'পূর্বসূ' আদিমাতা, অপাং নপাৎ তাঁদের আদিতনয় (দ্র. অগ্নির জন্মরহস্য টীমু. ২৩০, ঋ. ৩।১ সূ.)। অপ্-এরা জননী এবং জায়া দুইই (দ্র. টীমু. ৬৩৭)।

আধারে। অপ্-রূপিণী বিশ্বমাতৃকারাই তখন তাঁর জননী। এই কুমারের জন্য তাঁদের কোল পাতাই থাকে। তিনি তাতে শয়ান থেকে পান করেন তাঁদের স্তন্যসুধা। বড় সন্তর্পণে লালন করতে হয় এই শিশুটিকে। তাই মহাশক্তির ত্রিধা-মূর্তি ইলা সরস্বতী আর ভারতী ব্যাকুল হয়ে ওঠেন এই বিদ্যুৎশিশুর অন্ন যোগাতে।

'এইখানেই এই অশ্বের জন্ম, আর এই স্বর্জ্যোতির। দ্রোহী আর অনিষ্টকারীর সম্পর্ক হতে তুমি বাঁচাও আলোর সাধকদের। কাঁচা পুরীতে রয়েছেন সেই পরম, যাঁকে কেউ ভুলতে পারে না। কার্পণ্যেরা যেন তাঁর নাগাল না পায়, (নাগাল না পায় যেন) যত অনৃত (আচরণ) [৬৮০]।'—আমাদের এই অপরিণত আধারে দিব্য প্রাণ আর প্রজ্ঞার আশ্বাস নিয়ে সেই বিদ্যুদ্দীপ্ত পরমের আবির্ভাব—যেন একটা বিস্ময়। স্বমহিমায় তাঁর স্ফুরণ, সে তো সহজ নয়। আমাদেরই দ্রোহ দ্বেষ কার্পণ্য আর অনৃত তাঁকে ঘিরে রয়েছে—কে তাদের অপঘাত হতে তাঁকে বাঁচাবে? বাঁচাবেন তিনিই নিজে। আর বাঁচাবে আমাদের গভীরে গোপন সেই আকূতি তাঁর জন্য, যা কিছুতেই তাঁকে ভুলতে দেয় না।

'তাঁর আপন ঘরে স্বচ্ছন্দক্ষরা যাঁর ধেনু (তাঁরই জন্যে) করেছেন স্বধার আপ্যায়ন, তিনি সুভৃত অন্নের অন্নাদ। সেই অপাং নপাৎ অপ্‌দের গভীরে প্রকট করেন আবর্জনের বীর্য, আলোকবিত্ত দিতে বেদ্ধার কাছে হন বিভাসিত [৬৮১]।'—স্বধামে স্বয়ং অদিতি তাঁর ধাত্রী—যাঁর নিত্যনির্ঝরিত স্তন্য তাঁর স্বধাকে করে আপ্যায়িত, আধারে-আধারে তাঁকে করে স্বাদু পিপ্পলের অত্তা। সেই অন্নে পুষ্ট হয়ে একদিন মহাবীর্যে তিনি তদ্‌গত উপাসকের চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দেন, অকৃপণ আলোর দাক্ষিণ্যে তাকে করেন উদ্‌ভাসিত।

---

৬৮০ ঋ. অৎস্যা-ত্র জনিমাস্য চ স্বর্ দ্রুহো রিষঃ সংপৃচঃ পাহি সূরীন্, আমাসু পূর্ষু পরো অপ্রমৃষ্যং না-রাতয়ো বি নশন্ না-নৃতানি ২।৩৫।৬। 'অশ্ব' সূর্যাশ্ব, 'এতশ'; দিব্য প্রাণ; তার বিশ্বরূপের বর্ণনা দ্র. বৃ. ১।১ ব্রা.। 'স্বর্' সূর্য; দিব্য প্রজ্ঞা। তাঁর উপাসক 'সূরি' (তু. ঋ. ১।২২।২০)। **আমাসু** তু. ১।৬২।৯, ২।৪০।২, ৬।১৭।৬ ৭২।৪, ৮।৮৯।৭; সর্বত্র 'আমাসু পক্বম্' কাঁচার মধ্যে পাকা, যেমন গরুর পালানে দুধ; উপমেয়, আমাদের অপরিণত আধারে গুহাহিত সেই পরম। 'অপ্রমৃষ্য' < √ মৃষ 'খেয়াল না করা, ভুলে যাওয়া' (তু. 'অচিত্তি')। 'অরাতি' < √ রা 'দান করা', দেবতাকে যে দেয় না (তু. 'রক্ষস্বী', 'পণি')।

৬৮১ ঋ. স্ব আ দমে সুদুঘা যস্য ধেনুঃ স্বধাং পীপায় সুভ্বন্ন্ অন্নম্ অত্তি, সো অপাং নপাদ্ ঊর্জয়ন্ন্ অপ্স্বন্তর্ বসুদেয়ায় বিধতে বি ভাতি ২।৩৫।৭। 'স্বে দমে' আপন ঘরে, আমাদের এই আধারে (তু. ১।১।৮, টী. ১৭১২) 'ধেনু' মাধ্যমিকা বাক্ বা মেঘগর্জন (সা.); বস্তুত অদিতি (দ্র. টী. ২৩২৬)। 'স্বধাং পীপায়' আত্মস্থিতির বীর্য এল ধেনুর 'পয়ঃ' হতে, অদিতিই তাঁতে শক্তিসঞ্চার করলেন। দেবতার স্বধাই পথের বাধা ঠেলতে পারে। 'অন্নম্ অত্তি' (তু. ১০।১২৫।৪) এইথেকে পুরুষের প্রসিদ্ধ ঔপনিষদ সংজ্ঞা 'অন্নাদ' (তু. ঋ. 'পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি' ১।১৬৪।২০ > 'পিপ্পলাদ'; 'মধ্বদ' ২২; স্বাদু পিপ্পল আর মধু এখানকার সুভৃত অন্ন)।

'যিনি অপ্‌দের মধ্যে শুচি ও দিব্য (জ্যোতিতে) ঋতময় ও অনির্বাণ বিভায় বিপুল হয়ে ছড়িয়ে পড়েন, [তিনি যেন বনস্পতি]। এঁর শাখা হল আরসব ভুবন। (তাঁহতেই) প্রজাত হয় ওষধিরা ফুল-ফল নিয়ে [৬৮২]।'—তাঁর পরমধামে তিনি যেন সহস্রশাখ বিদ্যুতের এক বনস্পতি—স্বচ্ছন্দে ঝলমল করছেন অজস্র জ্যোতির ঝলকে। তিনি কাণ্ড, আর বিশ্বভুবন তাঁর শাখা-প্রশাখা। তাঁহতে উদ্‌গত হয়ে তাঁকেই জড়িয়ে আছে তাঁর আনন্দলতিকা শক্তিরা ফুল আর ফলের ভারে নুয়ে প'ড়ে।

'অপাং নপাৎ যখন আরূঢ় হলেন [অদিতির] উপস্থে কুটিলাদের মধ্যে ঋজু ও উন্নত হয়ে বিদ্যুতের বসন প'রে, (তখন) তাঁর সর্বাতিশায়ী মহিমাকে বহন করে হিরণ্যবর্ণা চঞ্চলা তরুণীরা (তাঁকে ঘিরে) পাক খেয়ে চলে [৬৮৩]।'—আধারের কুণ্ডলশয়ন হতে বিদ্যুতের দেবতা একদিন ঊর্ধ্বস্রোতা হয়ে আরূঢ় হন তাঁর স্বধামে। তখন তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার মহিমাকে বিদ্যোতিত ক'রে হিরনবরনী বিদ্যুদ্‌বালারা ঝিলিক হানতে থাকে তাঁকে ঘিরে।

'হিরণ্ময় তাঁর রূপ, হিরণ্ময় তাঁর সন্দর্শন। সেই-যে অপাং নপাৎ তিনি হিরণ্যবর্ণ—(যখন) হিরণ্ময় যোনি হতে (নেমে এসে) নিষণ্ণ হন (আধারে)। যারা হিরণ্য দিতে জানে, তারাই অন্ন দেয় এঁকে [৬৮৪]।'—সোনার দেবতার সবই যে সোনা। সোনার ধাম হতে নেমে আসেন এই হৃদয়ে, স্পর্শমণির ছোঁয়ায় তাকেও করেন সোনা। সেই সোনা আবার যখন ফিরিয়ে দিতে পারি তাঁকে, তখনই তাঁর সত্যকার তর্পণ।

'সেই তাঁর পুঞ্জদ্যুতি যে কী সুচারু, আর তাঁর নামও। অপাং নপাতের (সে-দ্যুতি) গোপনে বেড়ে চলে। যাঁকে সমিদ্ধ করে যৌবনবতীরা এমনি করে, হিরণ্যবর্ণ জ্যোতি হল

---

৬৮২ ঋ. য়ো অপ্স্বা. শুচিনা দৈব্যেন ঋতাবা.জস্র উর্বিয়া রিভাতি, বয়া ইদ্ অন্যা ভুবনাম্য.স্য প্র জায়ন্তে বীরুধশ্ চ প্রজাভিঃ ২।৩১।৮। 'অজস্র' < √ জস্ 'অবসন্ন হওয়া'। 'বয়াঃ' তু. ১।৫৯।১,টী. ৩২৬১। **ভুবন** যা-কিছু হয়ে চলেছে (Becoming) ; বিভূতি :(তু. ভূতি ॥ Gk. *phusis* 'nature')। যা হয়েছে, তা 'ভূত' (তু. আদিব্যাহৃতিদ্বয় 'ভূঃ', 'ভুবঃ' যথাক্রমে পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ, অন্ন ও প্রাণ, আধুনিক ভাষায় জড় ও শক্তি)। দুয়ের ঊর্ধ্বে উপনিষদের 'ভূমা' (< 'ভূয়স্' তু. ছা. ৭।২৩।১ ; ঋ তে ক্লীবলিঙ্গ 'ভূম' ভূমি, পৃথিবী ; পুংলিঙ্গে বোঝায় 'ব্যাপ্তি, বৈপুল্য' (১০।৯৮।১২)। 'বীরুধ্' দ্র. টীমূ. ২২১৭,৮। এখানে ওষধী-বনস্পতির ছবিতে অগ্নি-সোমের ধ্বনি।

৬৮৩ ঋ অপাং নপাদ্ আ হ্য.স্থাদ্ উপস্থং জিহ্মানাম্ ঊর্ধ্বো বিদ্যুতং বসানঃ, তস্য জ্যেষ্ঠং মহিমানং বহন্তীর্ হিরণ্যবর্ণাঃ পরি য়ন্তি য়হ্বীঃ ২।৩৫।৯। 'উপস্থ' অদিতির, তু. ১০।৫।৭, টী ১৭৩। 'জিহ্মানাম্', তু জিহ্মানাম্ ঊর্ধ্বঃ স্বয়শা (আপন ঈশনায় আপনি ঈশ্বর) উপস্থে ১।৯৫।৫ অগ্নির বর্ণনা। 'জিহ্মা' অদিতির হিরণ্যবর্ণা বিদ্যুদ্‌বিভূতি। এখানে উপস্থের সঙ্গে অন্বয়ও সম্ভব। তাহলে বোঝাবে 'বহু বিদ্যুতের সমবায়ে গড়া অদিতির কোল'। অদিতি আদিমাতা, আরসবাই ধাত্রী—যেমন উমা আর কৃত্তিকারা (তু. ৩।১।৪,৬; টী. ৯১৪)। ঋক্‌টিতে সব মিলিয়ে অহিভূষণ শিবের ছবি।

৬৮৪ ঋ. হিরণ্যরূপঃ স হিরণ্যসংদৃগ্ অপাং নপাৎ সেদ্ উ হিরণ্যবর্ণঃ, হিরণ্যয়াৎ পরি য়োনের্ নিষদ্য হিরণ্যদা দদত্য.ন্নম্ অস্মৈ ২।৩৫।১০। তু. ছা. হিরণ্ময় পুরুষ (১।৬।৬)।

তাঁর অন্ন [৬৮৫]।'—যেমন চারু তাঁর রূপ, তেমনি চারু তাঁর নাম। এই আধারেই গোপনে তিনি বেড়ে চলেছেন নিত্যতরুণী জলবালাদের সন্দীপন আপ্যায়নে। তাঁরা অন্নপূর্ণা, সোনার আলো তাঁর অন্ন।

'ইনি বহু [দেবতার] কনিষ্ঠ এবং (আমাদের) সখা। এঁর উদ্দেশে তন্ময় হয়ে চলি আমি যজ্ঞ প্রণতি আর আহুতি নিয়ে। সম্মার্জন করি তার কূটের, প্রতিষ্ঠিত করতে চাই তাঁকে খণ্ড-খণ্ড ইন্ধন দিয়ে, পুষ্ট করি অন্নে, ঘুরে-ঘুরে বন্দনা করি ঋক্ দিয়ে [৬৮৬]।'—সবার বড় হয়েও তিনি আমার মধ্যে নেমে এসেছেন সখা হয়ে—সবার নীচে। আমার প্রণতি আর আত্মাহুতি দিয়ে তাঁকে পেতে চাই। তাঁর বন্দনাগান করি, তাঁর সামর্থ্যকে উপচে তুলি নানা উপচারে, তাঁর সন্দীপন কূটকে করি লাবণ্যময়।

'সেই বীর্যবর্ষী দেবতাই জন্ম দিলেন তাদের মধ্যে ভ্রূণকে, (আবার) শিশু হয়ে তাদের স্তন্য পান করেন তিনি, তাঁকে তারা লেহন করে। সেই অপাং নপাতই একেবারে অম্লানবর্ণ হয়ে যেন অন্যের তনু নিয়ে এখানে কাজ করেছেন [৬৮৭]।'—পরমধামে যিনি পরমপিতা, আমাদের মধ্যে তিনিই নেমে আসেন নবজাতক হয়ে। প্রাণরূপিণী তাঁর শক্তিরা একবার তাঁর প্রিয়া, আবার তাঁর জননী। স্বরূপচ্যুতি না ঘটিয়েই এখানে আসেন তিনি। অথচ মনে হয়, এ যেন আর কেউ।

'এই পরমপদে ছিলেন যিনি, অবিনাশী (তেজে) জ্বলছিলেন নিত্যকাল ধরে, (সেই অপাং) নপাতের কাছে অপ্ এরা জ্যোতির অন্ন বহন করে আপন আলোর বসনে (ঝলমল হয়ে) তাঁর চারদিকে উড়ে বেড়ায় চঞ্চলা তরুণীরূপে [৬৮৮]।'—যে-পরমপদে শাশ্বতকাল

---

৬৮৫ ঋ. তদ্ অস্যা.নীকম্ উত চারু নামা.পীচ্যং বর্ধতে নপ্তুর্ অপাম্, যম্ ইন্ধতে যুবতয়ঃ সম্ ইত্থা হিরণ্যবর্ণং ঘৃতম্ অন্নম্ অস্য ২।৩৫।১১। 'অনীকম্' রশ্মিসমূহরূপং শরীরম্ (সা.)। 'চারু নাম' তু. ঋ. কস্য...মনামহে চারু দেবস্য নাম (১।২৪।১); মননের ফলে দেবতার নামই মন্ত্র হয়ে ওঠে। তু. গুহ্যং চারু নাম ৯।৯৬।১৬। জলবালাদের দ্বারা অগ্নির আপ্যায়ন দ্র. ৩।১ সূ.। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে জলে আগুন ধরা, প্রাণে যোগাগ্নিময় হওয়া।

৬৮৬ ঋ. অস্মি বহূনাম্ অবমায় সখ্যে যজ্ঞৈর্ বিধেম নমসা হবির্ভিঃ সং সানু মার্জ্মি দিধিষামি বিল্মৈর্ দধাম্য.ন্নৈঃ পরি বন্দ ঋগ্‌ভিঃ ২।৩৫।১২। 'বহূনাম্ অবমঃ' তু. ঐব্রা. ১।১। 'সানু' দ্র. ঋ. ২।৩।৭, টী. ৩৯৯৬, ৬।৪৮।৫. টী. ২০৫৩, ৩।৫।৩। **বিল্ম** তু. নি. ভিল্মং ভাসনম্ ইতি বা ১।২০। 'ভিল্ম' < √ ভিদ্ (?) 'টুকরা করা'।

৬৮৭ ঋ. স ঈং বৃষা.জনয়ৎ তাসু গর্ভং স ঈং শিশুর্ ধয়তি তং রিহন্তি, সো অপাং নপাদ্ অনভিম্লাতবর্ণো ঽন্যস্যে.বে.হ তন্বা বিবেষ ২।৩৫।১৩। যৌনাতিচার তু. টীমূ. ১০০১, ৬১৭।

৬৮৮ ঋ অস্মিন্ পদে পরমে তস্থিবাংসম্ অধ্বস্মভির্ বিশ্বহা দীদিবাংসম্, আপো নপ্‌ত্রে ঘৃতম্ অন্নং বহন্তীঃ স্বয়ম্ অৎকৈঃ পরি দীয়ন্তি যহ্বীঃ ২।৩৫।১৪। 'পরম পদ' পরমব্যোম। 'অস্মিন্' বোঝাচ্ছে এই-খানে অর্থাৎ হৃদয়াকাশে (তু. ছা. যাবান্ বা.য়ম্ আকাশস্ তাবান্ এষো ঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ...যচ্ চা.স্যে.হা.স্তি যচ্ চ না.স্তি সর্বং তদ্ অস্মিন্ সমাহিতম্ ৮।১।৩)। 'অধ্বস্মভিঃ' ধ্বংসরহিতৈঃ [অৎকৈঃ] 'দীদিবাংসম্' [অপাং নপাতম্] স্বয়ম্ অৎকৈঃ [দীপ্তানাঃ] 'যহ্বীঃ পরি দীয়ন্তি'—এই অন্বয়ই সুসঙ্গত হয়। ঋকের পূর্বার্ধ অপাং নপাৎএর এবং উত্তরার্ধ জলবালাদের বর্ণনা। উভয়পক্ষে

ধরে দেবতা জাজ্বল্যমান, সে তো এইখানে, এই হৃদয়ে। সেখানে আমার আত্মাহুতিই তাঁর অন্ন, যা তার ছোঁয়াতেই আগুন হয়ে ওঠে। তাঁর নিত্যসঙ্গিনী বিদ্যুদ্‌বসনা জলবালারা তা নিত্য বয়ে নিয়ে যায় তাঁর কাছে, তাঁকে ঘিরে নিত্য তাদের জ্যোতিরুৎসব চলে মহাশূন্যে।

'আমি দিলাম হে অগ্নি, সুনিবাস [দৈব্য] জনকে, আর দিলাম সুমহিমদের আবর্জনের অনায়াস বীর্য। সেসবই সুভদ্র, যা-কিছু দেবতাদের প্রসাদ। বৃহৎকে আমরা যেন ঘোষণা করতে পারি বিস্তার সাধনায় সুবীর্য হয়ে [৬৮৯]।'—বিদ্যুতের দেবতা নেমে এসেছেন এই হৃদয়ের পরমব্যোমে। এবার আমি আপ্তকাম এবং সুদক্ষিণ। তাইতে দেবতাকে দিলাম আধারে অচল প্রতিষ্ঠা আর সমর্থ মানুষকে অন্তরাবৃত্তির বীর্য। আমার সব-কিছু আজ দেবরক্ষিত, তাই সবই সুমঙ্গল।...বিস্তার সাধনায় যেন আমরা বীর্যশালী হতে পারি, সেই 'ঋতং বৃহৎ'কে ঘোষণা করতে পারি জীবন দিয়ে।

অপাং নপাৎএর প্রসঙ্গ এইখানে শেষ হল।

৫ ইন্দ্র

গ্রীষ্মের খরদহনের পর পুবালী হাওবায় আকাশে মেঘ জমেছে। শোনা যাচ্ছে গুরুগুরু দেয়ার ডাক। ঘন-ঘন বিদ্যুৎ-চমকে দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। চারদিক থমথম করছে। তবুও মেঘ হতে জল ঝরছে না। সব শুকিয়ে গেল, পৃথিবী বন্ধ্যা হয়ে রইল। অথচ আদিত্য এসে পৌঁছেছেন উত্তরায়ণের চরমবিন্দুতে। প্রজ্ঞার অনুত্তর মহিমা—কিন্তু প্রাণ কই? কে তাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে?—বৃত্র। কে সে-অবরোধ ভাঙ্‌বেন? বিদ্যুদ্-ঋষ্টি রুদ্রিয় মরুদ্‌গণের সহায়ে পরমদেবতা **ইন্দ্র**। এইবার তাঁর কথা।

রূপসম্পদ সমতুল। 'স্বয়ম্ অংকৈঃ' তু. (ইন্দ্রঃ) অথো.দ্ অস্থাৎ স্বয়ম্ অংকং রসানঃ ৪।১৮।৫। 'অংক' নিঘ.তে বজ্র (২।২০; কোথাও-কোথাও পাঠ 'অর্ক')। শব্দটি মূলত 'অক্ত' < √অঞ্জ্ 'ব্যক্ত হওয়া, প্রকাশ পাওয়া, ঝলমল করা' (তু. টী. ২৫৩১), বর্ণবিপর্যয়ে 'অংক' (তু. নি. ৩।১৮)। সুতরাং 'অংক' আলোর বসন। 'স্বয়ম্ অংক' নিজের আলোই যেন বসন। তু. ঋ. পরমদেবতা 'শ্রিয়ো রসানশ্ (আকাশ যেমন আলোর বসন পরে আছে; তাইতে শ্রী বিষ্ণুপত্নী) চরতি স্বরোচিঃ (আপন আলোতে ঝলমল হয়ে) ৩।৩৮।৪। এই বোঝাতে এই জলবালাদেরই অন্যত্র বলা হয়েছে 'দিব্রো য়হ্বীর্ অবসানা অনগ্নাঃ'—স্থূল কোনও বসন না পরেও অনগ্না ৩।১।৬ (টী. ৯১৪)। 'ঘৃত অন্ন' জ্যোতিরন্ন। ঘৃত সহজদাহ্যতম। প্রাণ দেবতার কাছে যে-আহুতিই বয়ে আনে, তাই আগুন হয়ে ওঠে। এটিও (৪)এর মত একটি দিব্যদর্শন। মনে করিয়ে দেয় রাসের ছবি।

৬৮৯ ঋ. অয়াংসম্ অগ্নে সুক্ষিতিং জনায়া.য়াংসম্ উ মঘবদ্‌ভ্যঃ সুবৃক্তিম্, রিশ্বং তদ্ ভদ্রং য়দ্ অবন্তি দেবা বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ ২।৩২।১৫। 'সুক্ষিতি' সুমঙ্গল নিবাস, প্রতিষ্ঠা বা ঐশ্বর্য। 'জনায়' [দৈব্যায়] তু. ১০।৫৩।৬ দ্র. টী. ২৯২। 'সুবৃক্তি' ॥ সুবর্গ > স্বর্গ, ঋষিপন্থায় দেবযজনের ফল। প্রতি-তু. মুনিপন্থায় 'অপবর্গ' সব-কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। ঋকের প্রথম পাদে 'প্রাপ্তি', দ্বিতীয় পাদে সমর্থ পুরুষের 'সম্প্রদান' অর্থাৎ কুশল যজমানের মধ্যে শক্তিসঞ্চার (তু. ক. ১।২।৭-৮)। শেষ পাদটি অনেকগুলি সূ.র ধুয়া। 'বৃহৎ' তু. 'স্বর্ বৃহৎ' দেবতারূপে (ঋ. ১০।৬৬।৪); দ্র. টীমূ.৩৬।

১ সাধারণ পরিচয়

যদিও আধারস্থ অগ্নিচেতনার দিব্য আদিত্যচেতনায় উত্তরণই বৈদিক সাধনার লক্ষ্য, তবুও মধ্যস্থান ইন্দ্রকেই বলা যেতে পারে বেদের প্রধান দেবতা—নানা কারণে। প্রথমত, ঋক্‌সংহিতায় ইন্দ্রের উদ্দেশে রচিত সূক্তের সংখ্যা সবচাইতে বেশী—পরিমাণে সংহিতার প্রায় সিকি ভাগ। অন্যান্য সংহিতার ইন্দ্রমন্ত্র ধরলে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় তিন হাজারেরও উপর। এছাড়া বিক্ষিপ্তভাবে এবং অন্যান্য দেবতার সঙ্গে তাঁর উল্লেখও প্রচুর। সংখ্যাবাহুল্য সবসময় প্রাধান্যের মুখ্য কারণ না হলেও এক্ষেত্রে তা উপেক্ষণীয় নয়। কেন তা বলছি।

যে-সোমযাগকে বলা চলে ত্রয়ীবিদ্যার মুখ্য সাধন, ইন্দ্র তার কেন্দ্রে—যাগের মাধ্যন্দিন সবনটি তাঁরই উদ্দেশে [৬৯০]। মধ্যদিনে সূর্য মাথার উপরে, এর পরেই তাঁর ঢলবার পালা। অগ্নি নয়, বায়ু নয়—একমাত্র ইন্দ্র তা রুখতে পারেন, চেতনার ঊর্ধ্ব-স্রোতা অধ্বরগতিকে সার্থক করতে পারেন।[১] এর পরেই আলোর উত্তরায়ণ সহজ হয়। ইন্দ্র তার চরম এবং পরম সাধন। আর তাইতে সাধ্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভেদাভেদের। তিনি একাধারে সূর্যের জনয়িতা এবং স্বয়ং সূর্য দুইই।[২] এটি তাঁর পরমত্বের প্রধান হেতু। আবার

---

৬৯০ তু. ঋ. ইন্দ্র সোমং সোমপতে পিবে.মং মাধ্যন্দিনং সবনং চারু যৎ তে ৩।৩২।১; মাধ্যন্দিনে সবনে বজ্রহস্ত পিবা রুদ্রেভিঃ সগণঃ সুশিপ্র ৩ ('গণ' মরুদ্‌গণ; ইন্দ্র রুদ্র মরুদ্‌গণ সবাই অন্তরিক্ষস্থান দেবতা; তিনটি সবনের মধ্যে মাধ্যন্দিনের গুরুত্ব সবচাইতে বেশী; এর দ্বারাই সোমকে সূর্যদ্বারে পৌঁছতে হয়; সোম তখন 'ইন্দু'); ৫২।৫; শুষ্মী (উচ্ছ্বসিত) রাজা বৃত্রহা সোমপাবা…মাধ্যন্দিনে সবনে মৎসদ্ (মেতে উঠুন) ইন্দ্রঃ ৫।৪০।৪, ৬।৪৭।৬; মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য বৃত্রহন্ অনেদ্য (আনন্দ্য) পিবা সোমস্য বজ্রিবঃ ৮।৩৭।১-৬ (ধুব্রা)। অগ্নির ইন্দ্রসহচার প্রসিদ্ধ। একটি সূক্তে সোমযাগের তিনটি সবনেই অগ্নিকে পুরোল.াশ আস্বাদন করতে আহ্বান করা হয়েছে (৩।২৮।১,৪,৫)। সেখানে মাধ্যন্দি ন সবন কালের দ্যোতক মাত্র। তু. শ. এতদ্ বা ইন্দ্রস্য নিষ্কেবল্যং সবনং যন্ মাধ্যন্দিনং সবনং, তেন বৃত্রম্ অজিঘাংসৎ তেন ব্যজিগীষত ৪।৩।৩।৬; কৌ. মধ্যে সন্তং (সূর্যম্ ঈপ্সন্তি) মাধ্যন্দিনেন সবনেন ১৮।৯, ক্ষত্রং মাধ্যন্দিনং সবনম্ ১৬।৪। সহচারবশত রুদ্রগণ ও মরুদ্‌গণের উল্লেখ শ. ১৪।১।১।১৫; তা. ৯।৭।২, ১৩।৯।২ (দ্র. ঋ. ৩।৩২।৩ উপরে)। ১তু. কে. যক্ষের উপাখ্যান, অগ্নি বায়ু এবং ইন্দ্র সব দেবতাকে ছাপিয়ে গেছেন, তাঁদের মধ্যে আবার ইন্দ্রই সবার চাইতে কাছে গিয়ে ব্রহ্মকে স্পর্শ করেছেন ৩।১—৪।৩। আরও তু. ঋ. অহন্ ইন্দ্রো অদহদ্ অগ্নির্ ইন্দো পুরা দস্যূন্ মধ্যন্দিনাদ্ অভীকে (ভিড়ে গিয়ে, সংগ্রামে নি. ৩।২০, নিঘ. ৩।২৯) ৪।২৮।৩; ল. 'দস্যু' এখানে অনার্য জন নয়, আধ্যাত্মিক বাধা; সূক্তের গোড়াতেই আছে ইন্দ্র 'অহন্ অহিম্ অরিণাৎ (বইয়ে দিলেন) সপ্ত সিন্ধূন্ অপা.বৃণোদ্ অপিহিতে.ব খানি (অর্থাৎ চেতনার রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিলেন) ১। ২তু. ঋ. ৩।৪৯।৪, ৩৯।৫; অভি ব্রজং ন (গোষ্ঠের মত; গোযূথের মত; আলোকপুঞ্জের মত, তু. ৯।১০৮।৬) তত্নিষে (বিতত করেছ) সূর উপাকচক্ষসম্ (সূর্যের প্রত্যক্ষদর্শন; দ্র. টী. ৩৯৩), যদ্ ইন্দ্র মৃল.য়াসি (নন্দিত করতে চাও) নঃ ৮।৬।২৫…। এসবজায়গায় ইন্দ্র সূর্য-দর্শনের সাধন। আবার ইন্দ্রই সূর্য অস্মাকম্: উত্তমং (তুঙ্গতম) কৃধি (নিষ্পন্ন কর) শ্রবঃ (শ্রুতি, শ্রোত-

ঋক্‌সংহিতায় তাঁকে বলা হয়েছে তুরীয় আদিত্য।[৩] বলা হয়েছে তাঁর তুরীয় যজ্ঞিয় নামের কথা।[৪] তুরীয় বোঝায় লোকোত্তরকে,[৫] তাইতে বিশেষণটি ইন্দ্রের প্রাধান্যের সূচক, তা সহজেই মনে করা যেতে পারে।[৬] তাছাড়া ইন্দ্রের একটি বহুপ্রযুক্ত বিশেষণ হল 'পুরুহূত'—অনেকে বা সবাই যাঁকে ডাকে। অল্প-কয়েকটি জায়গা ছাড়া[৭] সর্বত্র এটির উদ্দিষ্ট ইন্দ্র। অনুরূপ তাঁর আরেকটি বিশেষণ হল 'পুরুষ্টুত'—সবাই যাঁর স্তব গায়।[৮] এসবই তাঁর সর্বজনীনত্ব অতএব প্রাধান্যের জ্ঞাপক।

তাছাড়া আরও একটি কথা আছে। দেখেছি, যারা বেদপন্থী নয়, বেদে তাদের

সিদ্ধি: পরা বাকের শ্রবণ তু. ১।১৬৪।৪১) দেবেষু (দেবতাদের মধ্যে অর্থাৎ পরম ব্যোমে, তু. ১।১৬৪।৩৯) সূর্য, বর্ষিষ্ঠং (যা নিত্য নির্ঝরিত হবে, দ্র. টী. ১৩৫৩) দ্যাম্ ইবো.পরি (মাথার উপরে দ্যুলোকের মত) ৪।৩১।১৫; যদ্ (এই যে) অদ্য কচ্ চ (কখনই-বা নয় অর্থাৎ সবসময়) বৃত্রহন্ উদ্ অগা অভি (আমাদের অভিমুখে) সূর্য, সর্বং তদ্ ইন্দ্র তে বশে ৮।৯৩।৪ (তু. ১; ১০।৮৯।২)। ইন্দ্র যখন প্রাণ, তখন তিনি বর্ষণের দেবতা; যখন প্রজ্ঞা, তখন আলোর দেবতা। [৩]তু. ৮।৫২।৭ (দ্র. টী. ১৫০)। সপ্ত আদিত্যের মধ্যে (২।২৭।১, টী. ২৩৩) ইন্দ্র তুরীয়—তাঁর একদিকে বরুণ মিত্র অর্যমা, আরেকদিকে ভগ দক্ষ এবং অংশ। এই আদিত্যগণের এক মেরুতে 'অংশ' বা জীবচৈতন্য (তু. গী. মমৈবাং.শো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ১৫।৭, সেখানে অংশ 'খণ্ড' নয়, পরন্তু 'অংশু' বা কিরণ, উপনিষদের 'রশ্মি'), আরেক মেরুতে 'বরুণ' বা অব্যক্ত ব্রহ্মচৈতন্য (তু. তৈউ. ৩।৬)। ইন্দ্র দুয়ের মধ্যে সেতু। ভগ সূর্যোদয়ের বা আমাদের জীবনপ্রভাতের দেবতা। এখানে তাঁর স্থান তৃতীয়, কিন্তু সপ্তপদীতে চতুর্থ। দৃষ্টিভেদ থেকে পরিগণনার ভেদ। [৪]ঋ. ৮।৮০।৯ (টী. ১৫০)। [৫]তু. ইমাং ধিয়ং (ধ্যানচেতনাকে) সপ্তশীর্ষ্ণীং (তু. 'সপ্ত ধীতয়ঃ' ৯।৮।৪, ১৫।৮, সাতটি লোক বা যজ্ঞের সাতটি পর্বকে আশ্রয় করে প্রবর্তিত সাতটি ধ্যানবৃত্তি) পিতা ন ঋতপ্রজাতাং বৃহতীম্ (প্রত্যেকটি ধ্যানচেতনার ক্রমিক বিস্ফারণ) অবিন্দৎ, (সেই ধ্যান দিয়েই) তুরীয়ং স্বিজ্ (তুরীয় একটা-কিছুকে) জনয়দ্ বিশ্বজন্যো (বিশ্বজনীন, বিশ্বজনহিতৈষী) অয়াস্য (সূক্তকার ঋষির নাম) উক্‌থম্ ইন্দ্রায় শংসন্ ১০।৬৭।১। এখানে 'তুরীয়' তুরীয়চেতনা বা ইন্দ্রচেতনা, নীচের দিক থেকে দেখলে পর যা লোকোত্তর—যেমন তিনটি লোকের ওপারে 'স্বঃ' (১০।১৯০।৩, দ্র. টীমূ. ১৫০…)। তু. ৫।৪০।৬, টী. ১২৩। এই তুরীয় থেকে শুরু করে তারও উজানে অথচ সব-কিছু নিয়ে তন্ত্রের 'তুর্যাতীত', তাতে বৈদিক ভাবনার অনুষঙ্গ আছে। [৬]'তুরীয়' এখন বেদান্তের একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা, বোঝায় জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির অতীত প্রপঞ্চোপশমের অনুভবকে (মাণ্ডূ. ৭, কিন্তু সেখানে 'তুরীয়' শব্দের জায়গায় আছে 'চতুর্থ')। শব্দটি ঋ.তে রাহস্যিক অর্থে একাধিকবার প্রযুক্ত হলেও বৃ.র একটি খণ্ডে ছাড়া প্রাচীন উপনিষদগুলির কোথাও তার ব্যবহার নাই। বৃ.তে গায়ত্রীর অষ্টাক্ষর তিনটি পদ ছাপিয়ে আছে 'তুরীয়ং দর্শতং পদম্'এর কথা (৫।১৪।৩-৭)। একে অধিদৈবত-দৃষ্টিতে বলা হয়েছে 'পরোরজা (লোকোত্তর) য এষ তপতি' অর্থাৎ আদিত্য, যিনি সত্য বল ও প্রাণরূপে আমাদের পরমপুরুষার্থ। ঋ.র 'তুরীয় আদিত্যে'র ভাবনার সঙ্গে এই ভাবনার সাজাত্য সুস্পষ্ট। ইন্দ্রও আদিত্যরূপে 'পরোরজাঃ' এবং তাইতে 'তুরীয়'। পরার্ধের আদিত্যেরা তাঁর এই তুরীয় ভাবেরই অন্তর্গত। তাঁর পারম্যের দ্যোতক এই মন্ত্রটি প্রণিধেয়: ঋ.যদ্ দ্যাব ইন্দ্র তে শতং শতং ভূমীর্ উত স্যুঃ, ন ত্বা বজ্রিন্ত্ সহস্রং সূর্যা অনু (তোমার সমান নয়) ন জাতম্ (তুমি যখন জন্মালে অর্থাৎ চেতনায় আবির্ভূত হলে) অষ্ট (ব্যাপ্ত করল) রোদসী ৮।৭০।৫ [৭]যথা অগ্নির বিণ. ১।৪৪।৭, ১০।৯৮।৯; সোমের ৯।৮৭।৬; অশ্বিদ্বয়ের ৬।৬৩।১; ঐ রথের ১০।৪১।১; উষাসানক্তের ৭।২।৬। [৮]প্রায় সর্বত্র ইন্দ্রের বিণ। অগ্নির ১।১৪১।৬, ৫।৮।৫; পূষার ৬।৫৬।৪; উষার ৫।৮০।৩; সোমের ৯।৭২।১, ৭৭।৪। নিঘ.তে **পুরু** বহুবাচী (৩।১): কিন্তু সর্ববাচী হতেও বাধা নাই, যেমন 'পুরুরূপ'= বিশ্বরূপ, 'পুরুত্র'=সর্বত্র, পুরুভূ'=সর্বভূ ইত্যাদি।

সাধারণ সংজ্ঞা হল 'অদেব' বা 'অযজ্ঞ' অর্থাৎ যারা দেবতা মানে না বা যজ্ঞ করে না [৬৯১]। আমরা এখন যাদের ঈশ্বরে অবিশ্বাসী 'নাস্তিক' বলি, তারাই বেদের মানুষ 'অদেব'। এই অদেবের একটি পর্যায়শব্দ হল 'অনিন্দ্র'।[১] আর কোনও দেবতা নয়, কেবল ইন্দ্রকে না মানাই যদি নাস্তিক্যের লক্ষণ হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে ইন্দ্রই বেদের পরম দেবতা।[২] তাঁর পারম্যের এটি যেমন পরোক্ষ প্রমাণ, তেমনি তার অপরোক্ষ প্রমাণ হল যখন বিশেষ করে তাঁকে বলা হচ্ছে, তিনিই 'রূপংরূপং প্রতিরূপো বভূব··· মায়াভিঃ',[৩] তিনিই 'রূপংরূপং বোভবীতি মায়াং কৃণ্বানস্ তন্বং পরি স্বাম্'।[৪] যিনি পরম এক, তিনিই হয়েছেন এই সব-কিছু, এটি বেদান্তের মার্মিক সিদ্ধান্ত। ঋক্‌সংহিতায় অন্তত দুটি জায়গায় বিশিষ্ট কোনও দেবতার নাম না করে এ-সিদ্ধান্তের উল্লেখ আছে। একজায়গায় পাই, 'একং বা ইদং বি বভূব সর্বম্।'[৫] আরেকজায়গায় পাই, 'পুরুষ এবে-দং সর্বং যদ্ ভূতং যচ্ চ ভব্যম্।'[৬] জগৎকারণের এই তাত্ত্বিক বিবৃতির সঙ্গে ইন্দ্রের উপরি-উল্লিখিত পরিচিতি একেবারে হুবহু মিলে যায়। তাইতে ইন্দ্রই যে পরমদেবতা, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। এই ভাবটি বিশেষ করে প্রকাশ পেয়েছে ইন্দ্রের একটি বিশেষণে—তিনি 'বিশ্ব-ভূ'।[৭] অবশ্য পারম্য-দৃষ্টিতে যে-কোনও দেবতা 'বিশ্বরূপ' হতে পারেন ;[৮] কিন্তু তবুও 'বিশ্ব-ভূ' আর 'বিশ্ব-রূপে'র মধ্যে একটা সূক্ষ্ম তফাত আছে। ভূ-ধাতুর প্রয়োগে আগেরটিতে বোঝায় হওয়ার একটা সংবেগ, আর পরেরটিতে তারই পরিণাম। ইন্দ্র সাক্ষাৎভাবে দুয়েরই নিমিত্ত। তাই তাঁর পারম্যের একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে।

ইন্দ্রের স্বরূপ আলোচনার সময় তিনি যে পরমদেবতা, একথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। অদেববাদী মুনিপন্থীদের প্রভাবে পরমদেবতার তাত্ত্বিক দিকটাই জোর ধরাতে ক্রমে তাঁর অভিধা হয়েছে 'পুরুষ' বা 'ব্রহ্ম'। তার ফলে সেই বৈদিক যুগেই ব্রহ্মবাদীদের দৃষ্টিতে ইন্দ্র যেন খানিকটা নীচে নেমে এসেছেন। আমাদের কাছে এখন তো তিনি কেবল ভোগৈশ্বর্যের প্রতীক। এই দৃষ্টির সংশোধন হওয়া একান্ত আবশ্যক, নইলে সংহিতার ইন্দ্রমন্ত্রগুলির ব্যঞ্জনা আমাদের চেতনায় সম্যক্ পরিস্ফুট হবে না।

ইন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাই নিরুক্তে এবং ঋক্‌সংহিতার খিলকাণ্ডের নিবিদধ্যায়ে। যাস্কের মন্তব্য : 'তিনটিই দেবতা—একথা বলেন নৈরুক্তেরা। অগ্নি

---

৬৯১ দ্র. বেমী. পৃ. ২৬১···। [১]তু. ঋ. ৫।২।৩, ৭।১৮।১৬, ১০।২৭।৬, ৪৮।৭। [২]দ্র. টী. ৫৭।৩। [৩]ঋ. ৬।৪৭।১৮। [৪]৩।৫৩।৮ টী. ৩৫৭। [৫]৮।৫৮।২, টী. ৮৭।১। [৬]১০।৯০।২, টী. ৪২৬৪। [৭]১০।৫০।১, টী. ৩২৩।৪। [৮]দ্র. টীমূ. ৪০

পৃথিবীস্থান, বায়ু অথবা ইন্দ্র অন্তরিক্ষস্থান, সূর্য দ্যুস্থান [৬৯২]।…এইগুলি ইন্দ্রের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত : অন্তরিক্ষলোক, মাধ্যন্দিন সবন, গ্রীষ্ম ঋতু, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ, পঞ্চদশস্তোম, বৃহৎ সাম, মধ্যমস্থানে উল্লিখিত দেবগণ এবং দেবীরা। আর এঁর কর্ম হল রসানুপ্রদান (অর্থাৎ গ্রীষ্মের শুষ্কতা দূর করতে বৃষ্টি ঝরানো), আর বৃত্রবধ। যা-কিছু বলকৃতি, তা-ই ইন্দ্রকর্ম। তারপর এঁর সংস্তবিক দেবতা হলেন অগ্নি সোম বরুণ পূষা বৃহস্পতি ব্রহ্মণস্পতি পর্বত কুৎস বিষ্ণু এবং বায়ু।'[১] এই ইন্দ্রভক্তির সঙ্গে তার আগে এবং পরে যথাক্রমে উল্লিখিত অগ্নিভক্তি এবং আদিত্যভক্তিগুলি[২] মিলিয়ে নিলে দেখা যায়, বেদের সমস্ত দেবতাই যখন অগ্নি ইন্দ্র এবং সূর্যের বিভূতি,[৩] তখন বৈদিক দেবোপাসনার একমাত্র তাৎপর্য হল পৃথিবী হতে দ্যুলোকে চেতনার ক্রমিক উত্তরণ এবং অবশেষে সব-কিছুকে 'দেবপত্ন্যঃ' বা এক চিন্ময়ী মহাশক্তির জ্যোতির্বিচ্ছুরণরূপে অনুভব।[৪] এটি হল সাধনার পূর্বার্ধ—উত্তরায়ণের ছন্দে বসন্ত হতে বর্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। তার উত্তরার্ধ হল আবার দক্ষিণায়নের ছন্দে শরৎ হতে শিশিরের গহন গভীরে তলিয়ে যাওয়া।[৫] চেতনা তখন অতিচ্ছন্দা অর্থাৎ ছন্দের উল্লাসেই সে ছন্দের বন্ধনকে ছাড়িয়ে গেছে, তার তন্ত্রে-তন্ত্রে রৈবতসামের ঝঙ্কার, যার রয়ি বা সংবেগ নিয়ে যায় বরুণের প্রাচেতস সমুদ্রের অতলে।[৬] একটিতে আলোর মেয়ে উষার উপাসনা, আরেকটিতে কালো মেয়ে নক্তার উপাসনা।[৭] দুটিতে মিলে সংবৎসরব্যাপ্ত প্রাজাপত্য-চেতনার পূর্ণতা। তখন দুটি অয়নের বিকল্প ছাপিয়ে আমরা পৌঁছই সকৃদ্দিবার সেই পরমধামে, যেখানে আদিত্যের উদয়াস্ত নাই।[৮]

এই পরমজ্যোতিতে পৌঁছবার পথে আছে বৃত্র বা আবরিকা শক্তির বাধা। তাকে দূর করবার জন্য 'বলে'র প্রয়োজন। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই বল হল ওজঃশক্তি এবং তার দেবতা

---

৬৯২ নি. ৭।৫। অন্তরিক্ষে দেবতাবিকল্পের তাৎপর্য ; দ্র. বেমী. ২৯২-৯৩। [১]নি. ৭।১০। [২]নি. ৭।৮, ১১। [৩]দ্র. নি. ৭।৫-৬। [৪]ল. নি.র দৈবতকাণ্ডের শেষ দেবতা 'দেবপত্ন্যঃ', এর পরেই নিঘ. এবং নি.র সমাপ্তি। সোমযাগেও 'পত্নীসংয়াজ' বা দেবপত্নীদের উদ্দেশে আহুতিই হল শেষ করণীয় (আপস্তম্বশ্রৌ. ১৩।১৮।৩). তারপর বাকী থাকে কেবল 'প্রায়শ্চিত্ত' আর 'অবভৃথ'। সোমযাগের লক্ষ্য হল অমৃতত্বলাভ যা সিদ্ধ হয় পরম-জ্যোতিতে উত্তরণে এবং যে-দেবতারা তাঁরই বিভূতি তাঁদের সাযুজ্যলাভে (ঋ. ৮।৪৮।৩)। কিন্তু এই দেবতারা সবাই 'পত্নীবান্' অর্থাৎ সশক্তিক (৩।৬।৯, টী.১৩৯)। সুতরাং দেবপত্নীরা বিশ্বদেবতার পুঞ্জিত জ্যোতিঃশক্তি। শক্তিলাভে জীবনকে সমর্থ করাই বৈদিক সাধনার বিশিষ্ট তাৎপর্য। তু. টী.১৪৫। বেদে শক্তিবাদ নাই, এ-প্রকল্প অযৌক্তিক। ল. ঋ.র আত্মস্তুতিগুলির মধ্যে যেটি সবচাইতে মহনীয়, তার দেবতা 'বাক্' (১০।১২৫)। এই দেবীকে বাদ দিয়ে বৈদিক সাধনা চলতেই পারে না। [৫]দ্র. নি. ৭।১১।৪-৭। [৬]**রৈবত** < রেবৎ <রয়িবৎ। এই সামের যোনি ঋ. ১০।৩০।১৩-১৫, দেবতা 'আপঃ, অপাং নপাদ্ বা'। অপ্‌দের সেখানে বলা হয়েছে 'রেবতীর্ জীবধন্যাঃ'। তাঁদের এই 'রয়ি' জীবনে সমুদ্রসঙ্গামী ভাটার টান, সোমযাগের অবভৃথের মত। ঈ.র শেষে এই রয়ির কথাই বলা হয়েছে। নি.র এই ভক্তিগুলির বিন্যাসের জন্য তু. ছা. ২।১২, ১৪-১৮। [৭]দ্র. বেমী. ৪৬০-৬৪। [৮]দ্র. ছা. ৩।১-১১ ; বেমী. ১২৫-২৮।

ইন্দ্র [৬৯৩]। তিনি ওজঃ হতে জাত এবং তিনিই 'বলদাঃ'।[১] অন্তরিক্ষে বা প্রাণলোকে যা-কিছু বলকৃতি, তা বস্তুত ইন্দ্রকর্ম। তার দুটি ধারা। একটি জীবনের উষর শুষ্কতা দূর করতে অন্তরিক্ষ হতে প্রাণের ঢল নামানো, আরেকটি তার অন্ধতা ঘোচাতে দ্যুলোকের আলো ফোটানো। এ-দুটি হল নিরুক্তের রসানুপ্রদান এবং বৃত্রবধ। উত্তরায়ণে এটি সহজে হয়, কেননা আলোর ক্রমিক উপচয়ও তখন সহজ। আর দক্ষিণায়নে তার জন্য বেশী বেগ পেতে হয়। আগেরটিতে ইন্দ্রের সহচর আলোর দেবতা বিষ্ণু, আর পরেরটিতে কালোর দেবতা বরুণ।

যাস্ক ইন্দ্র নামের চৌদ্দটি ব্যুৎপত্তি দিয়েছেন [৬৯৪]। ব্যুৎপত্তিগুলি শব্দবিজ্ঞানসম্মত না হলেও তাথেকে ইন্দ্রসম্পর্কে তাঁর ভাবনার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে ঐশ্বর্যবাচক ইন্দ্‌ ধাতু হতে ব্যুৎপত্তিটিই মনে হয় আসলের কাছাকাছি, কেননা ইন্দ্র যে জগতের ঈশান বা ঈশ্বর—তাঁর এ-পরিচয় সংহিতায় খুবই উজ্জ্বল।[১] সংহিতায় অবশ্য এই ধাতুটির কোনও প্রয়োগ পাওয়া যায় না। যাস্কের উল্লিখিত আগ্রায়ণ এবং ঔপমন্যবের ব্যুৎপত্তি এই ভাবনারই অনুকূল—ইন্দ্র বিশ্বকর্মা, ইন্দ্র বিশ্বদ্রষ্টা।[২] আরেকটি ব্যুৎপত্তি দীপ্ত্যর্থক ইন্ধ্‌ ধাতু হতে—ইন্দ্র সর্বভূতকে (চৈতন্য দিয়ে) প্রদীপ্ত করেন, অথবা মানুষ প্রাণ দিয়ে নিজের মধ্যে তাঁকে সমিদ্ধ করে, তাই তিনি ইন্দ্র।[৩] অন্যান্য ব্যুৎপত্তির মধ্যে যাস্ক ইন্দ্রকে যুক্ত করেছেন 'ইন্দু' এবং 'ইরা'র সঙ্গে। ইন্দ্র-সোমের সহচার প্রসিদ্ধ। সুতরাং ইন্দ্র এবং ইন্দুর একই মূল হওয়া অসম্ভব নয়।[৪] ইরা অন্ন, পৃথিবী বা অগ্নিশক্তির সংজ্ঞা।[৫] ইন্দ্র ও অগ্নির সহচারও প্রসিদ্ধ। ইন্দ্রের

---

৬৯৩ তু. ঋ. সম্রাল্‌. অন্যঃ স্বরাল্‌. অন্য উচ্যতে রাং মহান্তা.বিন্দ্রাবরুণা মহাবসূ (মহাজ্যোতি), বিশ্বে দেবাসঃ পরমে ব্যোমনি সং রাম্‌ ওজো বৃ.ষণা (হে বীর্যবর্ষী দেবযুগল) সং বলং দধুঃ ৭।৮২।২। ইন্দ্রের স্বারাজ্য এখানে সূচিত করছে আত্মচৈতন্যের ঈশনা, আর বরুণের সাম্রাজ্য পরমচৈতন্যের। সংক্ষিপ্ত সোমযাগের তৃতীয়সবনে দুটির একসঙ্গে উল্লেখ পাই ছা. ২।২৪।১১-১৬। এইটিই উপনিষদে আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্যভাবনায় পর্যবসিত হয়েছে। [১]দ্র.ঋ. ১০।৭৩।১০, টী. ১২০ ; তু. বলং ধেহি তনূষু নো বলম্‌ ইন্দ্রা.নলু.ৎসু নঃ, বলং তোকায় তনয়ায় জীবসে ত্বং হি বলদা অসি ৩।৫৩।৮। **অনলু.ৎসু**—[অনড্‌বাহ্‌ (শকটবাহী) + সু] বলীবর্দ বা বলদদের মধ্যে। মরমীয়া দৃষ্টিতে অনড্‌বাহ্‌-এর স্তুতি দ্র. শৌ. ৪।১১, অনড্বাহ্‌ সেখানে ইন্দ্র, অথবা প্রবর্গ্যের ঘর্ম (৫), যা রাহস্যিক অর্থে আদিত্য (মা. ১৮।৫০, শ. ৯।৪।২।১৯, ১১।৬।২।২, ১৪।১।৩।১০, ১৭) বা 'দেবমিথুন' বা '[শিব-] লিঙ্গ ঐব্রা. ১।২২ ; অগ্নি সেখানে দেবযোনি)। আবার ব্রাহ্মণে অগ্নিই অনড্‌বাহ্‌ (শ. ৭।৩।২।১৬, ১৩।৮।৪।৬...) ।...আরও তু. ঋ. ত্বম্‌ ইন্দ্র বলাদ্‌ অধি মহসো জাত ওজসঃ, ত্বং বৃ.ষন্‌ বৃ.ষে.দ্‌ অসি ১০।১৫৩।২। ল. অগ্নির মত ইন্দ্রও 'সহসঃ সূনুঃ' (৬।১৮।১১, ২০।১)।

৬৯৪ নি. ১০।৮। [১]তু. ঋ. ঈশানম্‌ অস্য জগতঃ, ঈশানম্‌ ইন্দ্র তস্থুষঃ ৭।৩২।২২ ; এক ঈশান ওজসা ৮।৬।৪১ (৪০।৫, ৭৬।১, ১।১১।৮) ভুবের্‌ ঈশানম্‌ ওজসা ৮।৩২।১৪ ; ঈশানঃ ১।৫।১০, ৭।৮, ৬১।৬, ১২, ১৫... ; স বিশ্বস্য করণস্যে.শ একঃ ১।১০০।৭। অনুরূপ বিণ. 'পতি' 'রাজা' বহুজায়গায়। [২]তু. ঋ. ১।১০০।৭ ; ঐউ. ১।৩।১৩-১৪। [৩]তু. শব্রা. ৬।১।১।২, বৃ. ৪।২।২। [৪]তু. গৃৎসমদের ধুয়া ; সৈ.নং সশ্চদ্‌ দেবো দেবং সত্যম্‌ ইন্দ্রং সত্য ইন্দুঃ ২।২২।২-৩ (দ্র. টীমূ. ১১৩)। 'ইন্দু' দ্র. নি. ১০।৪১, টী. ১১৩[২] ; বোঝায় 'জ্যোতির্বিন্দু' যার পারিভাষিক সংজ্ঞা 'দ্রপ্স' (তু. ঋ. ১০।১৭।১১-১৩, টী ৬৩২[১০]। [৫]দ্র. বেমী. ৪৫২, ৪৬৮-৭০

বলকৃতি বোঝাতে ব্যুৎপত্তিগুলির মধ্যে 'দারয়িতা' এবং 'দ্রাবয়িতা' পদের ব্যবহারও লক্ষণীয়। মোটের উপর যাস্কের ভাবনায় ইন্দ্রের পরিচয়: ইন্দ্র ঈশ্বর, বিশ্বের কর্তা এবং দ্রষ্টা, ভূতে-ভূতে চৈতন্যের আলো, আনন্দময়, বিরুদ্ধশক্তির অবরোধকে বিদীর্ণ করেন, তাদের হটিয়ে দেন। যে-কোনও আস্তিকের ভাবনায় ঈশ্বরের পরিচয়ও তা-ই।

ইন্দ্র নামের সুনিরূপিত কোনও ব্যুৎপত্তি নাই, অথচ নামটি বহুপ্রযুক্ত। তাই একে ঘিরে একটি রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ-নাম অমর্ত্য, এর ইশারা লোকোত্তরের দিকে, এ-নামের শক্তি স্বতঃস্ফূর্ত, এ-নামে আলো ফোটে, তা-ই এ-নাম 'কীর্তেন্য' বা কীর্তনের যোগ্য [৬৯৫]। মনে হয়, এ-উক্তিগুলি যেন আধুনিক কোনও নামরসিকের। দেবতার একটি গুহ্য নাম আছে,[১] যা চারু এবং মননের যোগ্য[২]—এ-ভাবনা সংহিতায় স্পষ্ট, আর তা ইন্দ্রের বেলায় যেন চরমে উঠেছে।[৩] এদিক দিয়ে 'ইন্দ্র' নামের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু এছাড়া তাঁর আরও কয়েকটি নাম আছে যা একান্তভাবে তাঁরই পরিচায়ক—যেমন মঘবন্, বজ্রিন্ (এবং অনুরূপ), শক্র, শচীপতি, শতক্রতু। ঋজীষিন্ এবং বৃত্রহন্ নাম দুটিও প্রায়শ ইন্দ্রের।

---

৬৯৫ ঋ. স মজ্মনা (নিগূঢ় বলের দ্বারা) জনিম মানুষাণাম্ (মনুষ্যজনকে) অমর্ত্যেন নাম্না.তি প্র সর্স্রে (ছাপিয়ে গিয়েছেন) ৬।১৮।৭ ; পরো (সব ছাপিয়ে) যৎ ত্বং পরম (পরম ব্যোমে) আজনিষ্ঠা পরাবতি (লোকোত্তরে) শ্রুত্যং (দিব্যশ্রুতিগম্য) নাম বিভ্রৎ ৫।৩০।৫ ; যস্য ধাম (প্রতিষ্ঠা, স্বধা) শ্রবসে (দিব্যশ্রুতিগম্য) নামে.ন্দ্রিয়ং (ইন্দ্রোচিত অর্থাৎ ঈশ্বরোচিত, ঐশ্বর নাম [এবং ধাম]) জ্যোতির্ অকারি (জ্যোতির আকারে ফুটিয়ে তোলা হল) হরিতো না. (জ্যোতিরশ্বদের মত) রয়সে (ছোটবার জন্য অর্থাৎ তাঁর নাম আর ধাম যেন আলোর তুরঙ্গ হয়ে চেতনায় ফুটে উঠল) ১।৫৭।৩ ; সদা তে নাম স্বযশো (তুমিই তোমার ঈশান হে দেবতা ; বিশেষণটি নামেও উপচরিত) বিবক্মি (রটনা করি) ৭।২২।৫ ; কীর্তেন্যং মঘবা নাম বিভ্রৎ ১।১০৩।৪। [১]তু. নাম স্বধাবন্ গুহ্যং বিভর্ষি ৫।৩।২ (টী. ২৫২২, অগ্নির); তেন পাসি গুহ্যং নাম গোনাম্ ৩ (টী ১৭৭৭) ; অপীচ্যং গুহ্যং নাম গোনাম্ ৯।৮৭।৩ (টী. ঐ) ; অভ্য.র্ষ (ছুটে চল বর্ষার ফলার মত হে সোম) গুহ্যং চারু নাম (নাম আর ধাম এখানে এক, কেননা পরমব্যোমে এই নামই সহস্রাক্ষরা গৌরীরূপে বিশ্বদেবতার 'নিবহ' বা ধাম ১।১৬৪।৪১,৩৯) ৯৬।১৬। [২]তু. শুনঃশেপের উক্তি : কস্য নূনং (আজ, এখন) কতমস্যা.মৃতানাং (দেবতাদের মধ্যে বিশেষ করে কোন্ দেবতার) মনামহে (আমরা মনন করি) চারু দেবস্য নাম, কো নো মহ্যা (মহিমময়ী) অদিতয়ে পুনর্ দাৎ (অর্থাৎ আবার আমাদের সঁপে দেবেন, ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন তাঁর কাছে যাতে) পিতরং চ দৃশেয়ং (আমি দেখতে পাব) মাতরং চ (অর্থাৎ আদি জনক ও জননীকে ; এখানে আদিজননী অদিতি এবং আদিজনক বরুণ, যাঁদের দেখবার আকূতি এই সূক্তে এবং পরের সূক্তে ফুটে উঠেছে ; বরুণ ও অদিতির একসঙ্গে উল্লেখ শেষ মন্ত্রে [১৩] দ্র. ; অথচ এই জনক-জননী অসঙ্গ, অদিতি তাই কুমারী জননী ; পুরাণে এই ভাবটি ফোটানো হয়েছে শিব-সতীর কাহিনীতে)। অগ্নের্ বয়ং প্রথমস্যা.মৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম, স নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্ দাৎ, পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ (আগের ঋকের প্রশ্নের জবাব ; বরুণ অদিতি অগ্নিতে একটি ত্রিপুটী—পুরাণের শিব শক্তি কুমারের মত, তু. ১।৮৯।১০) ১।২৪।১-২। [৩]তু. দূরে তন্ নাম গুহ্যং পরাচৈঃ (দূর-দূরান্তরে অর্থাৎ লোকোত্তরে) যৎ (যখন নাকি) ত্বা ভীতে (ভূলোক-দ্যুলোক অর্থাৎ মানুষ আর দেবতা সবাই) অহ্বয়েতাং বয়োধৈ (তাদের মধ্যে তুমি তারুণ্য আধান করবে বলে), উদ্ অস্তভ্নাঃ (ঊর্ধ্বে স্তব্ধ করে রেখেছ [দ্যুলোককে আর নীচে]) পৃথিবীং দ্যাম্ অভীকে (মুখামুখি), ভ্রাতুঃ পুত্রান্ (রুদ্রপুত্র মরুদ্গণকে ; রুদ্র আর ইন্দ্র এখানে ভাই-ভাই—একজন মুনদের ইষ্ট, আরেকজন ঋষিদের) মঘবন্ তিত্বিষাণঃ (শক্তিতে ঝলমলিয়ে অর্থাৎ জ্যোতির্ময় প্রাণোচ্ছ্বাসে দেবতা আর মানুষকে যে তুমি সুস্থিত করেছ, সে তোমার গুহ্যনামের শক্তিতে) ; মহৎ তন্ নাম গুহ্যং পুরুস্পৃক্ (সবাইকে ছুঁয়ে আছ অন্তর্যামী হয়ে)

নিবিদধ্যায়ে ইন্দ্রের পরিচয় দেওবা হয়েছে তিনভাবে—একটিতে তিনি মরুৎসহচর, আরেকটিতে কেবল বা নিঃসঙ্গ, আরেকটিতে সোমপা। যখন মরুৎসহচর, তখন তাঁর নিবিৎ [৬৯৬]: 'মরুদ্‌গণের সহস্তত[১] তিনি, তাঁরাই তাঁর গণ, তাঁর সখা, তাঁকে বাড়িয়ে তোলেন, বৃত্রকে তিনি বধ করেন, অপ্‌দের বইয়ে দেন মরুদ্‌দের ওজঃশক্তির সহায়ে। তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে দেবতারা মাতাল হয়ে উঠলেন যখন, অপ্‌দের তিনি ছোটালেন বৃত্রকে হটিয়ে। শম্বরহত্যা আর রশ্মিযূথের সন্ধানের সময় তিনি আগুনের সুরে ঝলমলিয়ে তোলেন গুহ্য যত পদ সবছাপানো লোকোত্তরে।[২] তার পরেই বৃহতের ভাবনাসমূহকে করেন এমন সংবর্ধিত যে তারা অধৃষ্য হয় ওজস্বিতায়। দেবতাদের প্রজ্বল করেন তিনি মরুৎসখাদের সঙ্গে নিয়ে। সেই মরুত্বান্ ইন্দ্র এখানে আমাদের আহ্বান শুনুন, এখানে পান করুন সোম। দেবতা এই দেবহূতিকে ঘিরে থাকুন দৈবী ধী দিয়ে। ঘিরে থাকুন এই ব্রহ্মকে, এই ক্ষত্রকে।[৩] সবনকারী এই যজমানকে ঘিরে থাকুন চিন্ময় হয়ে চিন্ময়ী পরিরক্ষিণী শক্তি দিয়ে। শুনুন বৃহতের বাণী। আসুন প্রসাদ নিয়ে।'

যখন তিনি কেবল, তখন তাঁর নিবিৎ [৬৯৭]: 'ইন্দ্র দেবতা, সোমপান করুন তিনি। একজনের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ বীর, ভূরিজদের মধ্যে সামর্থ্যে শ্রেষ্ঠ।[১] সোনালী দুটি ঘোড়ায় তাঁর অধিষ্ঠান। পৃশ্নির প্রিয় তিনি।[২] তিনি বজ্রধর। পুরদের ভেদ করেন, পুরদের বিদীর্ণ করেন। অপ্‌দের বইয়ে দেন, অপ্‌দের নিয়ে চলেন। বীরদের নেতা।[৩] (বৃত্রের) নিহন্তা। দূরে তাঁর শ্রুতি।[৪] তিনি সর্বোত্তম, ছোটান লক্ষ্যের দিকে, অদ্ভুত তাঁর কর্ম। এইখানে উতলা হয়ে আবির্ভূত হ'ন দেবতা। দেবতা ইন্দ্র এইখানে আমাদের আহ্বান শুনুন' ইত্যাদি।

য়েন ভূতং জনয়ো য়েন ভব্যম্, প্রত্নং জাতং জ্যোতির্ য়দ্ অস্য (অর্থাৎ যে-নাম এই দেবতারই সেই জ্যোতি যা সৃষ্টির প্রথমেই প্রাদুর্ভূত) প্রিয়ং (যে প্রিয় নামে) প্রিয়াঃ সম্ অবিশন্ত পঞ্চ (অনুপ্রবিষ্ট হয় তাঁর প্রিয় পঞ্চজনেরা অর্থাৎ সর্বভূত) ১০।৫৫।১-২।

৬৯৬ মূলের জন্য দ্র. টী. ৬২৩৫।' ১দ্র. ঋ. ১।১০১।১১ সাভা.। ২'শম্বর' বৃত্রের নামান্তর। আধারে সে নিরানব্বইটি 'পুর' বা গ্রন্থি রচনা ক'রে প্রাণ ও প্রজ্ঞার অবরোধ সৃষ্টি করে। ইন্দ্র তাদের ভেঙে দিয়ে 'শতক্রতু' হন (দ্র. টিমূ. ১৪২)। 'গবিষ্টি' গবেষণা, গরু খোঁজা। 'গো' অন্তর্জ্যোতির প্রতীক। তাদের লুকিয়ে রাখে 'পণি'রা (বণিক্-বৃত্তি)। দেবশুনী (চিন্ময় প্রাণ) 'সরমা'র সহায়ে ইন্দ্র তাদের খুঁজে বার করে নিয়ে আসেন (দ্র. টীমূ. ৮৯)। ৩'ব্রহ্ম' ও 'ক্ষত্রের' সহচার লক্ষণীয়। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে একটি প্রজ্ঞা, আরেকটি প্রাণ। সাধনার বেলায় একটি 'শ্রদ্ধা', আরেকটি 'তপঃ' (উপনিষদে) বা 'বীর্য' (যোগসূত্রে, দ্র. বেমী. ১৭১৩৪০)। ধর্মশাস্ত্রে একটি 'মোক্ষধর্ম', আরেকটি 'রাজধর্ম'। এই দুটিই আর্যভাবনার মূল স্তম্ভ। একটি ভাবনায় দেবতার প্রসাদ বড়, আরেকটিতে মানুষের আত্মশক্তি বড়। ল. অবৈদিক আর্যপন্থার আচার্যেরা ক্ষত্রিয় বলে প্রসিদ্ধ। তু. ক. ১।২।২৫, বেমী. ১৭৬৩৮৪।

৬৯৭ ঋ. (খিল) 'ইন্দ্রো দেবঃ সোমং পিবতু। একজানাং বীরতমঃ। ভূরিজানাং তবস্তমঃ। হর্য়োঃ স্থাতা। পৃশ্নেঃ প্রেতা।[২] বজ্রস্য ভর্তা। পুরাং ভেত্তা। পুরাং দর্মা। অপাং স্রষ্টা। অপাং নেতা। সত্বনাং

তারপর সোমপা ইন্দ্রের নিবিৎ [৬৯৮] : 'এই সোমের মত্ততায় হে গায়ক, ইন্দ্র মেতে উঠুন। এর মত্ততায় হে গায়ক, ইন্দ্র অহিকে হত্যা করেছিলেন। এর মত্ততায় হে গায়ক, ইন্দ্র বৃত্রকে হত্যা করেছিলেন। এর মত্ততায় হে গায়ক, ইন্দ্র অপ্‌দের সংবেগকে মুক্ত করেছিলেন। এর মত্ততায় হে গায়ক, ইন্দ্র প্রাণচঞ্চল করেছিলেন স্থবিরদের, আপীন করেছিলে (স্বয়ং) অপরাজিত থেকে।[১] এর মত্ততায় হে গায়ক, ইন্দ্র আর্য-বর্ণকে উত্তীর্ণ করেছিলেন, অবষ্টব্ধ করেছিলেন দাস-জনদের।[২] এর মত্ততায় হে গায়ক, ইন্দ্র দ্যুলোককে উর্ধ্বে স্তম্ভিত করেছিলেন, প্রসারিত করেছিলেন পৃথিবীকে। এর মত্ততায় হে গায়ক, ইন্দ্র দ্যুলোকে সূর্যকে উচ্চরিত করেছিলেন, অন্তরিক্ষকে করেছিলেম বিতত। এর মত্ততায় হে গায়ক, ইন্দ্র প্রক্ষুব্ধ সমুদ্রকে নিথর করেছিলেন।[৩] এর মত্ততায় হে গায়ক, ইন্দ্র হরিণের মত লাফিয়ে-ওঠা প্রক্ষুব্ধ পর্বতদের নিথর করেছিলেন।[৪] এরই মত্ততায় হে গায়ক, ইন্দ্র এখানে আমাদের আহ্বান' ইত্যাদি।

তিনটি নিবিদে ইন্দ্রের পরিচয় নিরুক্তের চাইতে স্ফুটতর। দেখতে পাচ্ছি, ইন্দ্রের প্রধান কাজ হল সোমপানে মত্ত হয়ে মরুদ্‌গণের সহায়ে বজ্রের ঘায়ে বৃত্রের

নেতা। নিজঘ্নির্‌ দূরেশ্রবাঃ। উপমাজিকৃদ্‌ দংসনাবান্‌। ইহো-শন্‌ দেবো বভূবান্‌। ইন্দ্রো দেব ইহ শ্রবৎ' ইত্যাদি (৫।৩)। [২]তু. ঋ. সাকংজানাং সপ্তথম্‌ আহুর্‌ একজং ষল্‌. ইদ্‌ যমা ঋষয়ো দেবজা ইতি'—একসঙ্গে যারা জন্মেছে, তাদের মধ্যে সপ্তমটিকে ওঁরা বলেন একজ; আর ছয়টি জোড়া হল দেবজাত ঋষি ১।১৬৪।১৫ (সংবৎসরে বারোটি চান্দ্র মাস, দুটি-দুটি মাসে এক ঋতু—মোটের উপর ছয় ঋতু। সৌর-মাসের সঙ্গে মেলাবার জন্য একেকবার তের মাসের বছর গুনতে হয়। ওই অধিমাসটি খাপছাড়া বলে 'একজ', আর জোড়া মাসগুলি 'সাকংজ'। অন্যত্র এটিকে বরুণের মাস বলা হয়েছে ইঙ্গিতে (১।২৫।৮)। এটি বর্ষচক্রের বাইরে, অতএব কালোত্তর। এ যেন 'একং সৎ' হতে সাক্ষাৎ জাত এবং সবার অতিষ্ঠা; আর-সব 'একো দেবঃ' হতে জাত, অতএব তাঁরই বিভূতি বলে 'দেবজ'। ইন্দ্র একজদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। অন্যত্র 'মন্যু'কে বলা হয়েছে 'একজ' (১০।৮৪।৩)। **ভূরিজ** তু. ভূরিজন্মা ১০।৫।১, টীমু. ৯১৯। তিনিই এক, তিনিই বহু। [২]পৃশ্নি অদিতি, ইন্দ্র আদিত্য। [৩]'সত্বানঃ' বা বীরেরা মরুদ্‌গণ। [৪]অর্থাৎ পরমব্যোমে তাঁর গুহ্য নাম (দ্র. টীমু. ৬৯৫)।

৬৯৮ ঋ. (খিল) 'অস্য মদে জরিতর্‌ ইন্দ্রঃ সোমস্য মৎসৎ। অস্য মদে জরিতর্‌ ইন্দ্রো হহিম্‌ অহন্‌। অস্য...ইন্দ্রো বৃত্রম্‌ অহন্‌। অস্য...ইন্দ্রোঽপাং বেগম্‌ ঐরয়ৎ। অস্য...ইন্দ্রোঽজিন্বদ্‌ অজুরো, আপয়দ্‌ অজিতঃ। অস্য...ইন্দ্র উদ্‌ আর্যং বর্ণম্‌ অতিরদ্‌ অব দাসী-দ্‌ বিশোঽস্তভ্নাৎ। অস্য...উদ্‌ দ্যাম্‌ অস্তভ্নাদ্‌ অপ্রথয়ৎ পৃথিবীম্‌। অস্য...ইন্দ্রো দিবি সূর্যম্‌ ঐরয়দ্‌ অ্যন্তরিক্ষম্‌ অতিরৎ। অস্য...ইন্দ্রঃ সমুদ্রান্‌ প্রকুপিতাঁ অরম্ণাৎ। অস্য...ইন্দ্র ইহ শ্রবৎ' ইত্যাদি (৫।১১)। ইন্দ্র 'সোমপাতম'। সামগান সোমযাগেই হয়। তাই নিবিদে 'জরিতা' বা গায়কের সম্বোধন। [১]ইন্দ্রের বলকৃতির একটি বিশিষ্ট পরিচয় হল বজ্র ও বিদ্যুতের হানায় জড়েও প্রাণ জাগানো। আর্য জ্যোতিরগ্র বা আলোর উপাসক, দাস তার বিপরীত। দুইই আমাদের মধ্যে আছে। [৩]অর্থাৎ প্রাণের উত্তালতাকে শান্ত করেছিলেন, নইলে আলো ফুটত না। [৪]মেঘ যেন পর্বতের মত। মেঘ যতক্ষণ চলন্ত ততক্ষণ বর্ষা হয় না, জমাট হয়ে স্থির হলেই হয়। প্রাণ শান্ত হলেই প্রসাদের সোম্য ধারা দ্যুলোক হতে নেমে আসে (তু. ঋ. ৯।৮।৮, টী. ৮৯১)।

অবরোধগুলিকে বিদীর্ণ এবং তাকে হত্যা করে জলের ধারাদের মুক্তি দেওয়া। এটি তাঁর বর্ধকর্ম। তার পরেই সূর্যের আলোয় দ্যুলোককে তিনি ঝলমলিয়ে তোলেন, অন্তরিক্ষ আর পৃথিবীকে করেন বিস্তীর্ণ, পর্বত আর সমুদ্রকে নিথর। এটি তাঁর দীপনকর্ম। সমস্ত ব্যাপারটি যখন ঘটে, এদেশে তখন আদিত্যের উত্তরায়ণ বাইরে আদিত্যজ্যোতির ক্রমিক উপচয়কে একটি আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা দেওয়ার ফলে ইন্দ্র হয়ে উঠলেন অজর অমৃত প্রাণ ও প্রজ্ঞার দেবতা। ঋগ্‌বেদের উপনিষদগুলিতে ইন্দ্রতত্ত্বকে এইভাবে প্রপঞ্চিত করা হয়েছে। সেখানে ইন্দ্রই পরমদেবতা। তিনি সত্যস্বরূপ, আধারে পরিব্যাপ্ত ব্রহ্মরূপে তাঁকে দর্শন করা যায় [৬৯৯]।

সংহিতার ইন্দ্রসূক্তগুলিতে এই বৃত্রবধের কাহিনীই প্রধান উপজীব্য। একে সূক্তের বাহুল্য, অথচ তাতে বিষয়বৈচিত্র্যের স্বল্পতা—এতে সূক্তগুলিতে বাংলার বৈষ্ণব-পদাবলীর মত খানিকটা একঘেয়েমি এসে গেছে। কিন্তু এই ন্যূনতা ঋষিরা পূরণ করেছেন ভাবোল্লাসের বৈচিত্র্যে—যেমন দেখতে পাই সোমের বেলায়। সে-বৈচিত্র্য বাস্তবিক বিস্ময়কর। শুধু দিগ্‌দর্শন ছাড়া তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা অসম্ভব। কিন্তু তার আগে সূক্তকারদের জবানিতে ইন্দ্রের একটা সাধারণ পরিচয় দেওয়া যাক—সংক্ষেপে।

হিরণ্যস্তূপ আঙ্গিরস একজন প্রাচীন ঋষি, ঋক্‌সংহিতাতেই তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায় [৭০০]। তাঁর রচিত সূক্তগুলির দেবতা যথাক্রমে অগ্নি ইন্দ্র অশ্বিদ্বয় সবিতা এবং সোম।[১] এই পরম্পরায় তাঁর সাধনপন্থার একটা রূপরেখা পাওয়া যায়। মনে হয়, সবিতা তাঁর ইষ্টদেবতা এবং তিনি উত্তরজ্যোতির উপাসক।[২] তাঁর দুটি ইন্দ্র-সূক্তের প্রথমটি এই। ঋষি বলছেন :

'ইন্দ্রের যত বীর্যের কথা আমি ঘোষণা করছি এখন, যা তিনি করেছেন সবার প্রথমে বজ্রধর হয়ে। তিনি হত্যা করলেন অহিকে, তারপর রন্ধ্রপথে বার করে দিলেন অপ্‌দের ; খাতবন্দী স্রোতদের বইয়ে দিলেন পর্বতদের ভেদ করে [৭০১]।

---

৬৯৯ দ্র. ঐউ. ১।৩।১৩-১৪ ; কৌ. ৩।১, ৯।

৭০০ দ্র. ঋ. ১০।১৪৯।৫। [১]দ্র. ১।৩১-৩৫, ৯।৪, ৬৯ সূ.। [২]তু. ১।৩৫।১ (টী. ২৪২), ১০।১৪৯।৫; ৯।৪ সূ.র ধুরা।

৭০১ ঋ. ইন্দ্রস্য নু বীর্যাণি প্র বোচং যানি চকার প্রথমানি বজ্রী, অহন্ন্ অহিম্ অন্ব্‌.অপস্ ততর্দ প্র বক্ষণা অভিনৎ পর্বতানাম্ ১।৩২।১। **অহি** বৃত্র, সে সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে প্রাণের ধারাদের অবরুদ্ধ করে রাখে। এই কুণ্ডলী পাকানোর অধ্যাত্ম প্রতিরূপ হল আমাদের চিত্তের 'ধূর্তিঃ' (৮।৪৮।৩) বা 'জুহুরাণম্ এনঃ' (১।১৮৯।১), সোজা কথায় 'বাঁকা চাল' (তু. বেদান্তের 'আবরণজনিত বিক্ষেপ')। **পর্বত** পৃথিবীতে আছে, তখন তা তামসিক জড়ত্ব। আবার তা অন্তরিক্ষের মেঘও, তখন তা প্রাণের নিষ্ফল চাঞ্চল্য। দুইই আধারের পর্বে-পর্বে (নি. ১।২০।৫) অবরোধ সৃষ্ট করে। উপনিষদে এগুলিকে বলা হয়েছে 'গ্রন্থি'। এগুলিই বৃত্র বা অবিদ্যাশক্তির আশ্রয় (টী. ৫৮২)। এগুলিকে ভেদ করে প্রাণের **বক্ষণাঃ** বা প্রবাহদের (টী. ৫৯৪২) বইয়ে দেওয়াই বজ্রধর ইন্দ্রের প্রথম বীরকৃত্য।

'তিনি হত্যা করলেন অহিকে—পর্বতকে যে আশ্রয় করে ছিল। ত্বষ্টা এঁর জন্য বজ্র তক্ষণ করেছেন আলো দিয়ে। যেন হাম্বারবে ধেনুর মত নির্ঝরিত হয়ে নিমেষে সমুদ্রে নেমে গেল অপ্‌-এরা [১০২]।

'বৃষভের মত হয়ে তিনি বরণ করে নিলেন সোমকে, তিনটি কদ্রুকে পান করলেন —যার সবন হয়েছিল তার থেকে। দূরে ছোঁড়বার জন্য মঘবা তুলে নিলেন বজ্র। হত্যা করলেন একে —প্রথম জাতক যে অহিদের [১০৩]।

'যখন হে ইন্দ্র, হত্যা করলে তুমি অহিদের প্রথম জাতককে, আর তার পরেই মায়াবীদের বিধ্বস্ত করলে যত মায়া। তারপর সূর্যকে জন্ম দিয়ে—আর দ্যুলোক আর উষাকে, তখনকার মত শত্রু তো কোথাও খুঁজে পেলে না তুমি [১০৪]।

---

১০২ ঋ. অহন্ন্‌ অহিং পর্বতে শিশ্রিয়াণং ত্বষ্টা.স্মৈ বজ্রং স্বর্যং ততক্ষ, বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যন্দমানা অঞ্জঃ সমুদ্রম্ অব জগ্মুর্‌ আপঃ ১।৩২।২। পূর্ব ঋকের ভাবনার অনুবৃত্তি। যে-বজ্রবীর্য দিয়ে ইন্দ্র গ্রন্থি-ভেদ করলেন, তা জগৎশিল্পী ত্বষ্টার (বেমী. পৃ. ৪৭৭-৮৩) দান। এই বজ্র **স্বর্য** অর্থাৎ স্বর্‌ দিয়ে তৈরী। 'স্বর্‌' আলো আর শব্দ (সুর, বাক্‌) দুইই বোঝায়। প্রথমটির আশ্রয় সূর্য, আর দ্বিতীয়টির পরমব্যোম বা আকাশ (ঋ. ১।১৬৪।৩৯,৪১)। উপনিষদের ভাষায়, গ্রন্থিভেদ হয় ব্যাপ্তিচৈতন্য এবং প্রজ্ঞার বীর্যে। তখন প্রাণের মুক্তধারারা কলকল্লোলে বয়ে চলে **সমুদ্রের** দিকে। সমুদ্রও ব্যাপ্তিচৈতন্যের প্রতীক—আছে দ্যুলোকে (নিঘ. ৫।৬), অন্তরিক্ষে (১।৩) এবং পৃথিবীতে বটেই। অবরোধমুক্ত প্রাণের প্লাবনে চৈতন্য তখন ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত।...'অব' ধারার প্রবণতা বোঝাচ্ছে মাত্র, নইলে তার গতি উজান-ভাটা দুদিকেই (তু. 'উৎ' এবং 'অব', দুইই বোঝাতে শুধু উৎ-এর ব্যবহার ঋ. ১০।৫৫।১)।

১০৩ ঋ. বৃষায়মাণো ঽবৃণীত সোমং ত্রিকদ্রুকেষ্‌.পিবৎ সুতস্য, আ সায়কং মঘবা.দত্ত বজ্রম্ অহন্ন্‌ এনং প্রথমজাম্ অহীনাম্ ১।৩২।৩। ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করলেন যেমন বজ্রের বীর্যে, তেমনি সোম্য আনন্দের মত্ততায়। প্রাণের সঙ্গে আনন্দ এক হয়ে আছে **ত্রিকদ্রুকে** বা আধারের তিনটি কুণ্ডলীতে (টী. ১২৭২)। গ্রন্থিভেদের সঙ্গে-সঙ্গে চলল সোমের সবন বা আনন্দের পরিস্রব (তু.ঋ. ৯।১১৩-১১৪ সূক্ত ধুয়া)। সেই আনন্দে মাতাল হয়ে দেবতা বজ্র হানলেন একেবারে মূলাবিদ্যার উপরে। তারপর দেবতা হলেন বৃষের মত রেতোধা—চিদাবেশে আধারের বন্ধ্যাত্ব ঘোচালেন। উত্তরায়ণের চরমে বর্ষার ধারাসারে পৃথিবী হলেন প্রাণোচ্ছলা জননী।...**সায়ক** ক্ষেপণাস্ত্র < √ সি *ক্ষেপণে, এখন কেবল 'বন্ধনে', সম্ভবত আগে বোঝাত lasso বা পাশজাতীয় কোনও অস্ত্রকে। বজ্র মূলাবিদ্যাকে নিঃশেষ করতে পারে না, তার অধিকারকে সঙ্কুচিত করে মাত্র—এই অর্থে তা 'সায়ক' হওয়া অসম্ভব নয়।

১০৪ ঋ. যদ্‌ ইন্দ্রা.হন্‌ প্রথমজাম্ অহীনাম্ আন্‌ মায়িনাম্ অমিনাঃ প্রো.ত মায়াঃ, আৎ সূর্যং জনয়ন্‌ দ্যাম্ উষাসং তাদীত্না শত্রুং ন কিল বিবিৎসে ১।৩২।৪। বৃত্র একা নয়, তার অনেক অনুচর আছে। তারা সবাই মায়াবী। বৃত্রবধের পরেও আধারে তাদের মায়ার খেলা চলতে থাকে সংস্কারবশে। ইন্দ্র ক্রমে-ক্রমে তাও দূর করে দেন। তখন প্রাণের বিশুদ্ধিতে প্রজ্ঞার নির্মল প্রকাশ ঘটে চেতনায়—ফোটে 'উষা' বা প্রাতিভসংবিৎ, 'দ্যৌঃ' বা ব্যাপ্তিচৈতন্যের প্রভাস এবং সবার শেষে 'সূর্য' বা প্রজ্ঞানঘনতা। এইখানেই সিদ্ধি, তারপর ইন্দ্রের আর করণীয় কিছুই থাকে না।...**মায়া** (দ্র. টী. ২৯৪)। সৃষ্টির মূলে আছে দেবতার নির্মাণপ্রজ্ঞা, তবে আমাদের কাছে তা একটা রহস্য (তু. ১০।১২৯।৬-৭ ; 'নবেদাঃ' এই রহস্য অনুভবে বোঝেন, কিন্তু প্রকাশ করতে পারেন না)। সৃষ্টিতে দেবাসুরের দ্বন্দ্ব আছে—অতএব আছে বরুণের দৈবী মায়া, আর বৃত্রের আসুরী মায়া। ঋ.তে দুই অর্থেই শব্দটির প্রয়োগ আছে। এই প্রসঙ্গে ল. 'বরুণ' ও 'বৃত্র' দুয়ের মূলে একই ধাতু (তু. ত্বষ্টা ও ত্বাষ্ট্র দুইই 'বিশ্বরূপ')। বিদ্র. পরে। **তাদীত্না**—অব্যয়, অনন্য প্রয়োগ, তদানীন্তন (তৎ > তা+তদানীম্ > দী+তন > ত্ন)।

'ইন্দ্র হত্যা করলেন বৃত্রকে—সব বৃত্রের সেরা ওই কন্ধকাটাকে, বজ্ররূপী মহাস্ত্র দিয়ে। কুড়ালে কাটা বৃক্ষকাণ্ডের মত অহি (ওই) শুয়ে আছে পৃথিবীর কোল ছুঁয়ে [১০৫]।

'যুদ্ধ জানে না বলতে গেলে (ওই বৃত্র), অথচ ও মদ-দুষ্ট। ও যখন (দ্বন্দ্বে) আহ্বান করল মহাবীর মহাধর্ষক ঋজীষী (ইন্দ্রকে), তখন ও সইতে পারল না তাঁর হানার পর হানা। নাকভাঙা ইন্দ্রশত্রু একেবারে গুঁড়িয়ে গেল [১০৬]।

---

১০৫ ঋ. অহন্ বৃ.ত্রং বৃ.ত্রতরং ব্যংসম্ ইন্দ্রো বজ্রেণ মহতা বধেন, স্কন্ধাংসী.ব কুলিশেন বিবৃ.কৃণা হহিঃ শয়ত উপপৃক্ পৃথিব্যাঃ ১।৩২।৫। যে-সপ্তরশ্মি শীর্ষণ্য প্রাণ হয়ে আমাদের আলো দেয়, বৃত্রের তা নাই—সে কবন্ধ। তার মাথা নাই, কিন্তু কাঁধ আছে। একটি কাঁধ কাটলে পর তখনই সেজায়গায় আরেকটি কাঁধ গজিয়ে ওঠে। অবিদ্যার সংস্কার মরেও মরতে চায় না। কিন্তু ইন্দ্রের বজ্র শেষ পর্য্যন্ত তাকে পেড়ে ফেলল পৃথিবীতে। মূলাধারে আশয়রূপে কুণ্ডলী পাকিয়ে সে পড়ে রইল।...'বৃত্রতর' কেননা সে 'প্রথমজা অহীনাম্'। **ব্যংস**—(বি-অংস) এখানে বিণ. কিন্তু অন্যত্র এই নামের অসুর (১।১০১।২, ১০৩।২, ২।১৪।৫, ৩।৩৪।৩, ৪।১৮।৯)। তার সঙ্গে তু. 'সপ্তবধ্রি' (টী. ৬৭) ; আরও তু. (৭)। 'স্কন্ধাংসি'র বহুবচন বোঝাচ্ছে পৌনঃপুনিকতা (তু. রাবণ, রক্তবীজ, শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা 'অশথগাছের ফেঁকড়া')।

১০৬ ঋ. অয়োদ্ধে.ব দুর্মদ আ হি জুহ্বে মহাবীরং তুবিবাধম্ ঋজীষম্, না.তারীদ্ অস্য সমৃতিং বধানাং সং রুজানাঃ পিপিষ ইন্দ্রশত্রুঃ ১।৩২।৬। পাঁচটি ঋকে বৃত্রবধের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ইন্দ্রের দিক থেকে। কিন্তু ব্যাপারটা খুব সহজে ঘটেনি। তাই আর পাঁচটি ঋকে বৃত্রের দিক থেকে বাধার একটা ফলাও বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। কোথায় ইন্দ্র আর কোথায় বৃত্র! তবুও তার আত্মাভিমানই প্রবল হল, আর তার ফল পেল সে হাতে-হাতে।...'অ-য়োদ্ধা'—ঈষদর্থে নঞ্। ইন্দ্র কিন্তু 'মহাবীর' এবং **তুবিবাধ** (অনন্যপর বিণ.)। বৃত্রের মত্ততা যত বাড়ছে, তত ইন্দ্রেরও বাড়ছে তাকে বাধা দেবার সামর্থ্য। অধিকন্তু তিনি **ঋজীষ** (অনন্য প্রয়োগ)॥ **ঋজীষিন্**, যা ঋ.তে প্রায়শ ইন্দ্রের বিণ., কেবল তিনজায়গায় মরুদ্‌গণের (১।৮৭।১, ২।৩৪।১, ১।৬৪।১২), আর একজায়গায় সোমের (৮।৭৯।৪)। যাস্কের মন্তব্য : 'যৎ সোমস্য পূয়মানস্যা.তিরিচ্যতে তদ্ ঋজীষম্ অপার্জিতং (বর্জিত) ভবতি। তেন ঋজীষী সোমঃ। অথা.প্যৈ.ন্দ্রো নিগমো ভবতি "ঋজিষী বজ্রী" ইতি (ঋ. ৫।৪০।৪)। হর্য়োরস্য (দুটি ইন্দ্রাশ্বের) স ভাগো ধানাশ্ চ (আর ভাজা যব) নি. ৫।১২।' অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে, সোমের রস নিঙড়ে নেওয়ার পর যে-ছিবড়া পড়ে থাকে, তা 'ঋজীষ'। ইন্দ্র রসটুকু পান করেন, আর তাঁর প্রসাদরূপে বাহনেরা খায় ছিবড়া—এ-কল্পনা স্বাভাবিক। আর তাইতে তাদের গতি হয় তীরের মত ক্ষিপ্র এবং সোজা। মনে হয়, এই ভাবনা থেকে 'ঋজীষ' শব্দটি পারিভাষিক অর্থে গড়ে তোলা হয়েছে √ ঋজ্ 'সোজা চলা' এবং √ ঈষ্ ॥ 'ইষ্' 'ছুটে চলা' এই দুটি ধাতু জুড়ে (তু. 'মনীষা', 'তবিষ')। শব্দটির ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ তাহলে 'ঋজু এষণা'—আলোকরশ্মির মত। এই গতি আছে সোমের কিরণে, ইন্দ্রের অশ্বে—তাই সোম আর ইন্দ্র 'ঋজীষী'। ইন্দ্রাশ্বদের ঋজীষভক্ষণ যজ্ঞশিষ্ট ইড়াভক্ষণের মত। দেবতা প্রসাদরূপে যা রেখে যান, খান না—তা উপাসকের মধ্যে সঞ্চারিত করে অমিত দেববীর্য। ইন্দ্রাশ্বেরা তাই ইন্দ্রবীর্যেই ক্ষিপ্রচারী হয় এবং তার ফলে ইন্দ্র হন 'ঋজীষী'। **সমৃতি** (পপা. সম্-ঋতি < √ ঋ 'চলা' ॥ 'সমর' যেখানে সবাই এসে জোটে, যুদ্ধ) সঙ্গম, সংঘাত। হানার পর হানা (বধ) এসে পড়ছে, বৃত্র আর পার পাচ্ছে না। অবশেষে সে একেবারে পিষে গেল **রুজানাঃ** হয়ে ('রুজানাঃ' < রুজ 'ভাঙা' + নদ্ 'নাসা, নাক', যার নাক ভাঙা)। এটি ইওরোপীয় প্রকল্প এবং তা অসঙ্গত মনে হয় না। পরেই আছে 'বরূন্ অধি সানৌ জঘান' (৭), সুতরাং তাতে নাক ভাঙতে পারে। বৃত্রকে যে কবন্ধ বা 'অপাদহস্ত' (৭) বলা হয়েছে, তা রূপক ; অর্থাৎ সে অস্পষ্টলক্ষণ অব্যক্তের শক্তি, আমাদের অবচেতনার বাধা। কিন্তু যুদ্ধের সময় সে যে সুস্পষ্টব্যঞ্জন হতে পারে, এটি মরমীয়া অনুভবের সত্য। নিঘ.তে 'রুজানাঃ' নদী, কূল ভাঙে বলে (১।১৩, নি. ৬।৪)। তখন অর্থ হতে পারে 'নদীদের সে পিষে ফেলল'। কিন্তু পরের বর্ণনাতে এর সমর্থন মেলে না। তবে সাধনশাস্ত্রে অবিদ্যানাশের পর বিদ্বানের জড়বৎ স্থিতির কথা আছে। এক্ষেত্রে তা লক্ষ্য করা হচ্ছে কিনা বলা কঠিন। বেদে প্রাণের মুক্তপ্রবাহের কথাই আছে। ব্যাখ্যান্তর দ্র. তৈব্রা. ২।৫।৪।৪ সাভা.।

'ওর হাত নাই, পা নাই। তবুও স্পর্ধাভরে লড়ল ইন্দ্রের সঙ্গে। তিনি ওর (কাঁধের) সানুতে হানলেন বজ্র। ক্লীব হয়েও সমর্থ পুরুষের জুড়ি হতে গিয়ে কত-জায়গায় যে ছিন্নভিন্ন হয়ে শুয়ে পড়ল বৃত্র [১০৭]।

'চেরা নলের মত ওইভাবে শুয়ে থাকে যখন, তখন মনের উজানে ছাপিয়ে চলে অপ্‌এরা। যাদের এতক্ষণ বৃত্র বিপুল হয়ে ঘিরে ছিল, অহি তাদেরই পায়ের তলায় শুয়ে পড়েছে এখন [১০৮]।

'অধোগামী হল বৃত্রমাতার প্রাণশক্তি, ইন্দ্র ওর উপর হানা হানলেন (যখন)। উপরে প্রসূতি আর নীচে রইল পুত্র : দানু শুয়ে আছে বৎসসহ ধেনুর মত [১০৯]।

---

১০৭ ঋ. অপাদহস্তো অপৃতন্যদ্ ইন্দ্রম্ আ.স্য বজ্রম্ অধি সানৌ জঘান, বৃষ্ণো বধ্রিঃ প্রতিমানং বুভূষন্ পুরুত্রা বৃত্রো অশয়দ্ ব্যস্তঃ ১।৩২।৭। বৃত্র অচিত্তির শক্তি, তার মধ্যে আছে কেবল একটা মূঢ় আবেগ, একটা অন্ধ স্পর্ধা। সে যত দাপাদাপিই করুক না কেন, বস্তুত সে ক্লীব, আলোর সমর্থ বীর্যের কাছে তার পরাভব সুনিশ্চিত।...**অপৃতন্যৎ** < √পৃতন্য 'স্পর্ধার সঙ্গে লড়তে যাওয়া' < পৃতনা 'সংগ্রাম' (নিঘ. ২।১৭) < √স্পৃধ্‌॥স্পৃৎ 'স্পর্ধা প্রকাশ করা'। ল. ইন্দ্র 'বৃষা' সমর্থ, সোমত্ত ; আর বৃত্র 'বধ্রি' ক্লীব।

১০৮ ঋ. নদং ন ভিন্নম্ অমুয়া শয়ানং মনো রুহাণা অতি যন্ত্যা.পঃ, যাশ্‌ চিদ্ বৃত্রো মহিনা পর্য.তিষ্ঠৎ তাসাম্ অহিঃ পৎসুতঃশীর্ বভূব ১।৩২।৮। বৃত্র ছিল যেন একটা অপাদহস্ত পিণ্ড, তারপর সে ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। প্রাণের ধারারা এইবার তার কবল থেকে মুক্ত হয়ে উজান বইতে লাগল, আর সে একেবারে তলিয়ে গেল।...**নদ** > নড় (পা. ৪।২।৮৮,৯১) > নল,'শরগাছ। **অমুয়া** (অব্যয়) অমনি করে। 'মনো রুহাণাঃ' মনের উজানে, মনীষার দিকে (তু. ঋ. ১।৬১।২, টী. ৭৬১, ১১৬)। ইতিহাস আর অধ্যাত্মতত্ত্বকে এখানে কৌশলে মিলিয়ে দিয়ে সমস্ত কাহিনীটা যে সাধনার রূপক, তা-ই ধরিয়ে দেওয়া হল। বৃত্র **পৎসুতঃশীঃ** (পৎসু+পঞ্চম্যর্থে তস্), পায়ের তলায় আশয়রূপে থাকছে, আবার মাঝে-মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছেও। এইটি 'আশয়ে'র ধর্ম। ল. √শী আর √রুহ্‌ বিপরীত গতি বোঝাচ্ছে। তু. 'পৎসুতঃ' ৮।৪৩।৬।

১০৯ ঋ. নীচাবয়া অভবদ্ বৃত্রপুত্রে.ন্দ্রো অস্যা অব বধর্ জভার, উত্তরা সূর্ অধরঃ পুত্র আসীদ্ দানুঃ শয়ে সহবৎসা ন ধেনুঃ ১।৩২।৯। বৃত্র 'দানব', তার মাতা **দানু** ; যেমন ইন্দ্র 'আদিত্য', তাঁর মাতা 'অদিতি'। এ-ভাবনা শক্তিবাদের দিক থেকে। অসুর বা দেবতার যতটুকু ব্যক্ত, তারও উজানে আছে এক অব্যক্ত উৎস। তাকে পুরুষ বা প্রকৃতি দু'রূপেই বর্ণনা করা হয়েছে। পুরাণে এই পুরুষ কশ্যপ (> কচ্ছপ=আকাশ, কাছিমের খোলার মত সব-কিছু আবৃত করে আছেন ; তু. 'বরুণ') এবং তাঁর দুটি পত্নী—অদিতি আর দিতি। অনুরূপ ভাবনা সংহিতায় ত্বষ্টার বেলাতেও আছে (বেমী. ৪৭৯...)। উপনিষদে পাই, দেবতা এবং অসুর দুইই প্রাজাপত্য (ছা. ১।২।১, বৃ. ১।৩।১, ৫।২।১)। আলো আর কালোর একই মূল, এটি আর্যভাবনার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য (তু. ঋ. ১।১৬৪।৩০, টী. ২৪৬)। প্রকৃতির বেলায় কিন্তু একই শক্তির মধ্যে একটি বিদাররেখা আছে, পুরুষের সত্তায় যা নাই। অনুভবের দিক দিয়ে এটি খুবই সত্য ; একই চৈতন্য শক্তিতে দ্বিদল। সংহিতায় তাই ইন্দ্রমাতা আর বৃত্রমাতাকে আলাদা রাখা হয়েছে। দানুর আরেক নাম 'দিতি'—দুটি শব্দ একই দা ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ 'খণ্ডন' বা 'বন্ধন'। অদিতি যেমন অখণ্ডিতা অবন্ধনা ব্যাপ্তিচেতনা, দিতি তেমনি তার বিপরীত। যদিও সাধনার প্রথমটায় দানু বা দিতির পুত্র বৃত্রের সঙ্গে আমাদের লড়াই, তবুও পরমপদে পৌঁছে এ-দুটিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে হবে—একথা আমরা সংহিতাতেই পাই (দ্র. ৫।৬২।৮, টী. ৬৪৫৫ ; ৪।২।১১, দিতির প্রসাদে অভ্যুদয় তু. ৭।১৫।১২ ; তবে সেখানে 'দিতি' 'অদিতি' হওয়া সম্ভব, যদি সংহিতাপাঠে 'ভগঃ' শব্দের 'অঃ' 'ও' হয়ে যায়)।...ইন্দ্রের হানায় দানু হল **নীচাবয়াঃ** অর্থাৎ তার 'বয়ঃ' বা তারুণ্যের সামর্থ্য তলিয়ে গেল গহন গভীরে। সঙ্গে-সঙ্গে বৃত্রও তার ভিতরে গুটিয়ে এল—প্রসূতির গর্ভে ভ্রূণের মত, শুয়ে-থাকা গাইয়ের কোলে বাছুরের মত। এটিও একটি অব্যক্তের ছবি, কিন্তু বরুণের জ্যোতির্ময় অব্যক্ত নয়—নির্ঋতির সাত্তমস অব্যক্ত, নাসদীয়সূক্তে যার বর্ণনা : তম আসীৎ তমসা গূল্‌.হম্ অগ্রে (১০।১২৯।৩)।

'যারা স্থির থাকে না, বিশ্রাম নেয় না সেই উত্তরবাহিনীদের মধ্যে নিহিত তার শরীর। বৃত্রের গহনে-গহনে (এখন) বিচরণ করছে অপ্‌এরা। দীর্ঘ তমিস্রায় শুয়ে পড়ল ইন্দ্রশত্রু [৭১০]।

'ওই দাসের পতিত্ব মেনে, ওই অহির রাখালিতে (এতক্ষণ) নিরুদ্ধ ছিল অপ্‌এরা —পণিদের দ্বারা যেমন ধেনুরা। অপ্‌দের যে-গহ্বর ঢাকা ছিল, বৃত্রকে হত্যা করে তাকে অপাবৃত করলেন (ইন্দ্র) [৭১১]।

অশ্বের লোম তুমি হয়ে গেলে (তখন) হে ইন্দ্র, চোয়ালে যখন তোমায় প্রত্যাঘাত করল (বৃত্র)। (তুমিই) একমাত্র দেবতা : জয় করলে ধেনুদের, জয় করলে হে শূর, সোমকে, নীচের দিকে বইয়ে দিলে মুক্তধারায় সাতটি সিন্ধুকে [৭১২]।

ওকে বিদ্যুৎ বা বজ্র ঠেকাতে পারল না, যে-মেঘ বা শিলা ও ছড়িয়ে দিল—তাও না। যখন ইন্দ্র আর অহির যুদ্ধ হল পরস্পর, তখন অনাগত কালের জন্যই মঘবা হলেন বিজয়ী [৭১৩]।

---

৭১০ ঋ. অতিষ্ঠন্তীনাম্ অনিবেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরম্. বৃত্রস্য নিণ্যং হি চরন্ত্যা.পো দীর্ঘং তম আ.শয়দ্ ইন্দ্রশত্রুঃ ১।৩২।১০। বৃত্রবধের পর ওই নির্ঋতির অন্ধতামিস্রই কিন্তু জ্যোতিরুচ্ছল হয়ে উঠল। অসাড়ে সাড়া জাগল, অন্ধকারের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ঝিলিক হানতে লাগল চিত্তির বিদ্যুৎ। বৃত্রের অবরোধ আর তার সঙ্গে হানাহানি সবই মনে হল যেন সুদূরের ছায়ার মায়া।…**কাষ্ঠা** নিঘ.তে 'দিক্' (১।৬), তাহতে 'দিগন্ত', 'দৌড়ের লক্ষ্য' (তু. ক. সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ১।৩।১১)। তাথেকে 'যতটুকু পথ দৌড়নো যায়' (race-course) তু. DR। সা. 'অপাম্', বিশেষণ দুটি থেকে তা-ই মনে হয়। অপ্‌এর ধারারা দিকে-দিকে ছুটে চলছে, এই ধ্বনি আছে। তু. ১০।১০২।৯। **নিণ্য** 'আড়াল, গোপন' নিঘ. ৩।২৫; 'নির্ণামম্' নি. ২।১৬ (তত্র দুর্গ : য়েনা.সৌ নীচৈর্ নমতি তং প্রদেশম্)। < 'নির্ণেয়ম্' যাকে বাইরে আনতে হবে ভিতর থেকে>নিণ্‌ণেয়ম্ >নিণ্যম্ (প্রাকৃতপ্রভাবে)।

৭১১ ঋ. দাসপত্নীর্ অহিগোপা অতিষ্ঠন্ নিরুদ্ধা আপঃ পণিনে.ব গাবঃ, অপাং বিলম্ অপিহিতং যদ্ আসীদ্ বৃত্রং জঘন্বাঁ অপ তদ্ ববার ১।৩২।১১। এখন বৃত্রবধের পর কি হল তার বর্ণনা এবং ইন্দ্রপ্রশস্তি পাঁচটি ঋকে। বৃত্রকে এখানে 'দাস' বলা হচ্ছে, যা 'অধরবর্ণ' (২।১২।৪) এবং তমোগুণের প্রতীক। 'পণি' দ্র. বেমী. পৃ. ২৭৮। 'অপাং বিলম্' দ্র. টী. ১৩১৩।

৭১২ ঋ. অশ্ব্যো বারো অভবস্ তদ্ ইন্দ্র সৃকে যৎ ত্বা প্রত্যহন্ দেব একঃ, অজয়ো গা অজয়ঃ শূর সোমম্ অবা.সৃজঃ সর্তবে সপ্ত সিন্ধূন্ ১।৩২।১২। ইন্দ্রই একদেব। বৃত্রবধ তাঁর কাছে অনায়াস।…'অশ্ব্যো বারঃ' ঘোড়ার লোমের মত সূক্ষ্ম অথচ বেশ শক্ত। ইন্দ্রের অশ্বসম্পর্ক প্রসিদ্ধ (১০।৭২।১০)। বৃত্র যখন তাঁকে প্রত্যাঘাত করল, তখন তিনি এত সূক্ষ্ম হয়ে গেলেন যে তাঁর কিছুই লাগল না (তু. তৈব্রা. ১।১।৮।৩; সেখানে আছে 'অশ্বো বারঃ', অগ্নির সম্পর্কে; সা.র ব্যাখ্যাও অন্যরকম)। **সৃক** 'বজ্র' (নিঘ. ২।২০; তু. ঋ. ১০।১৮০।২); এখানে হনু বা চোয়াল, যার হাড় বজ্রদৃঢ়। 'গো' অন্তর্জ্যোতি, 'সোম' দিব্য আনন্দ, 'সপ্তসিন্ধু' বিশ্বপ্রাণের সপ্তধারা। এখনকার বর্ণনা যেন স্মৃতিচারণার মত।

৭১৩ ঋ. না.স্মৈ বিদ্যুন্ ন তন্যতুঃ সিষেধ ন যাং মিহম্ অকিরদ্. হ্রাদুনিং চ, ইন্দ্রশ্ চ যদ্ যুযুধাতে অহিশ্ চো.তা.পরীভ্যো মঘবা বি জিগ্যে ১।৩২।১৩। আগের ঋকের অনুবৃত্তি।…'তন্যতু' তু. ১।৮০।১২। 'হ্রাদুনি' তু. ৫।৫৪।৩। বৃত্র মেঘ হয়ে যেমন জল আটকে রাখে, তেমনি আলোকেও আড়াল করে। ইন্দ্রের প্রথম কাজ হল নিরুদ্ধ অপ্‌দের মোচন। অন্তরিক্ষে তখনই কুয়াসায় বিদ্যুতে বজ্রে শিলাবৃষ্টিতে 'চলে হানাহানি। তাইতে প্রাণের ধারা ঝরতে থাকে পৃথিবীর উপরে। তারপর আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়ে আলো ফোটে। ওটি ইন্দ্রের অনায়াস বিজয়, ওতে আর হানাহানি নাই। এ-বিজয় **অপরীভ্যঃ** অর্থাৎ ভাবিকালের জন্য (তু. ১।১১৩।১১, ১০।১১৭।৩, ১৮৩।৩)।

'অহি হতে বেরিয়ে আসতে কাকে দেখলে তুমি হে ইন্দ্র, হৃদয়ে যে তোমার ভয় ঢুকল—ওকে মারলে যখন ? নয় আর নব্বুইটি স্রোত যে তুমি পার হয়ে গেলে ভীত হয়ে, শ্যেন যেমন পার হল লোকের পর লোক [১১৪]।

'যা চলছে আর যা থেমে আছে, ইন্দ্র তার রাজা ; যা প্রশান্ত আর যা শৃঙ্গী, বজ্রবাহু (তারও রাজা)। তিনিই যে রাজা থেকে শাসন করেন চরিষ্ণুদের। চক্রশলাকাদের (কুক্ষিগত করে) যেমন পরিধি, তেমনি তাদের পরিভূ হয়ে আছেন তিনি [১১৫]।

হিরণ্যস্তূপের এই ইন্দ্রবীর্যের বিবৃতিতে বৃত্রবধের প্রাধান্যবর্ণনা যেন প্রত্যক্ষদর্শীর। তার পাশাপাশি রাখা যেতে পারে গোতম রাহুগণের একটি ইন্দ্রসূক্ত [১১৬]। তাতে বৃত্রবধের কথাই আছে, কিন্তু তার রীতি ও স্বাদ অন্যরকম। গোতম ঋক্‌সংহিতার একজন প্রাচীন ঋষি, যাঁর কণ্ঠে 'সহস্রের তৃষ্ণা'।[১] প্রথম মণ্ডলের অন্তর্গত একটি উপমণ্ডলের তিনি রচয়িতা।[২] তাছাড়া নবম মণ্ডলে তাঁর একটি ছোট্ট সোমসূক্ত আছে।[৩] কাত্যায়নের মতে তিনি সপ্তর্ষিদের অন্যতম।[৪] অদিতিই সব হয়েছেন এই প্রসিদ্ধ দর্শনটি তাঁরই।[৫]

---

১১৪ ঋ. অহের্ যাতারং কম্ অপশ্য ইন্দ্র হৃদি যৎ তে জঘ্নুষো ভীর্ অগচ্ছৎ, নব চ যন্ নবতিং চ স্রবন্তীঃ শ্যেনো ন ভীতো অতরো রজাংসি ১।৩২।১৪। এটি ইন্দ্রের উজান বওয়ার বর্ণনা—অধ্যাত্ম অনুভবের সঙ্গে মিলিয়ে। উপাসক নিজের মধ্যে যা অনুভব করছেন তা উপচরিত করছেন ইন্দ্রে, কেননা এখন তিনি দেবতার সঙ্গে এক (তু. ১০।১২০।৯, টী. ১৩১)। অথচ মর্ত্যভাবটি সম্পূর্ণ যায়নি তখনও (দ্র. টিমূ. ৭৮৩৭)। একেবারে 'রসা'-তল হতে উজিয়ে যেতে হবে সেই পরাবতে বা পরমব্যোমে (তু. তৈস. ৬।৫।৫।২) বৃত্রের নিরানব্বুইটি অবরোধ ভেঙে। সেখানে সব আড়াল ঘুচিয়ে যিনি বেরিয়ে আসবেন, উপনিষদের ভাষায় তিনি 'মহদ্ ভয়ং বজ্রম্ উদ্যতম্' (ক. ২।৩।২)। সংহিতায় একেই বলা হয়েছে 'শূনম্ আপেঃ' (ঋ. ২।২৭।১৭, টী. ৬৩৩৬)—যে-দেবতাকে এত আপন জেনেছি, একসঙ্গে তাঁর নায়ে চড়েছি (৭.৮৮।৩-৫), তাঁরই সর্বনাশা শূন্যতা। অধ্যাত্মশাস্ত্রে এ হল সাধকের সুপরিচিত 'মোক্ষভীতি'। এখানে ইন্দ্রের হৃদয়ে যে-**ভী**, তা বস্তুত উপাসকেরই। এরই একটি তির্যক্ রূপ হল পুরাণে বর্ণিত বৃত্রবধের ফলে ইন্দ্রে ব্রহ্মহত্যার পাপ লাগা (টীমূ. ৪৩০)।...ইন্দ্র কিন্তু দমলেন না, সেই প্রসিদ্ধ শ্যেনের মত পরমব্যোম হতে অমৃত আহরণ করে আনলেন (তু ৪।২৬।৫-৭ ; ২৭।১)। কিন্তু তখনও তাঁর মধ্যে মর্ত্যমানবের ভয়টি যেন লেগেই আছে।...ল. সপ্তসিন্ধুর ধারা নেমে আসে দ্যুলোক হতে ; আর পুরন্দর নিরানব্বুইটি পুর ভেদ করে ওখানে উজিয়ে যান।

১১৫ ঋ. ইন্দ্রো যাতো অবসিতস্য রাজা শমস্য চ শৃঙ্গিণো বজ্রবাহুঃ, সেদ্ উ রাজা ক্ষয়তি চর্ষণীনাম্ অরান্ ন নেমিঃ পরি তা বভূব ১।৩২।১৫। সর্বনায়ক সর্বাধার ইন্দ্রপ্রশস্তি দিয়ে সূক্তের শেষ।...'শম' শান্ত থাকে, আর 'শৃঙ্গী' সবাইকে খোঁচায়। দুনিয়াতে সবাই চলছে বলে 'চর্ষণী' আর ইন্দ্র স্বধাবান্ হয়ে তাদের প্রশাসন করছেন বলে 'ক্ষয়তি'। তিনি স্বয়ম্ভূ হয়েও **পরিভূ**' (তু. ঈ. ৮)। উপনিষদের ভাষায়, ব্রহ্মরূপে তিনি সবাইকে ব্যাপে আছেন, আবার আত্মরূপে সর্বত্র বিস্ফুরিত হচ্ছেন। তাঁর পরিভবনে কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রানুগ দুটি গতিই আছে। অর এবং নেমির সম্পর্ককে দুদিক থেকে দেখা যেতে পারে।

১১৬ ঋ. ১।৮০ সূ.। ছন্দ পংক্তি। ধুয়া আছে: অর্চন্ অনু স্বরাজ্যম্। [১]তু. ১।১১৬।৯। **সহস্র** আনন্ত্যবাচী: তু. শ. সর্বং বৈ সহস্রম্ ৪।৬।১।১৫, ৬।৪।২।৭ ; ভূমা বৈ সহস্রম্ ৩।৩।৩।৮ ; তা. পরমং সহস্রম্ ১৬।৯।২। আরও তু. ঐব্রা. তদ্ আহুঃ, কিং তৎ সহস্রম্ (ঋ.৬.৬৯।৮) ইতি, ইমে লোকা ইমে বেদা অথো বাগ্ ইতি ব্রূয়াৎ ৬।১৫। [২]ঋ. ১।৭৪-৯৩ সূ.। [৩]৯।৩১। [৪]দ্র. ৯।১০৭, ১০।১৩৭ সূ. অনুক্রমণী। [৫]অদিতির্ দ্যৌর্ অদিতির্ অন্তরিক্ষম্ অদিতির্ মাতা স পিতা স পুত্রঃ, বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চ জনা অদিতির্ জাতম্ অদিতির্ জনিত্বম্ ১।৮৯।১০, টী. ৮৫৪, ১৭৪৩।

ঋষি বলছেন :

‘এমনি করে যখন সোমের উন্মাদনায় ব্রহ্মা রচলেন (তোমার) সংবর্ধন স্তোত্র, (তখন) হে শূরতম বজ্রধর, ওজস্বিতায় পৃথিবী হতে নিঃশেষিত করলে (তোমার) প্রশাসনে অহিকে ।…তাঁরা আগুনের গান গেয়ে উঠুন (তোমার) স্বরাজ্যের উদ্দেশে [৭১৭]।

‘সে-সোম তোমায় মাতিয়ে তুলল, যা বীর্যবর্ষী উন্মাদন এবং অভিষুত, শ্যেন যাকে আহরণ করে এনেছে, যার জন্যে বৃত্রকে অপ্‌ থেকে নিষ্কাশিত করে হত্যা করলে হে বজ্রধর, ওজস্বী হয়ে ।…তাঁরা আগুনের গান ইত্যাদি [৭১৮]।

‘এগিয়ে চল, ঘিরে ফেল, ধর্ষণ কর। তোমার বজ্রকে ঠেকানো যায় না, কেননা (আমার) পৌরুষ তোমারই শৌর্য। হত্যা কর বৃত্রকে, জয় কর অপ্‌দের ।…তাঁরা আগুনের ইত্যাদি [৭১৯]।

‘নিষ্কাশিত করে হে ইন্দ্র, ভূমি থেকে বৃত্রকে হত্যা করলে, আর দ্যুলোক থেকে।

---

৭১৭ ঋ. ইত্থা হি সোম ইন্‌ মদে ব্রহ্মা চকার বর্ধনম্‌, শবিষ্ঠ বজ্রিন্‌ ওজসা পৃথিব্যা নিঃ শশা ·অহিম্‌ অর্চন্‌ অনু স্বরাজ্যম্‌ ১।৮০।১। দেবতার আবেশে আনন্দের উন্মাদনা যখন জাগে, তখন তা চেতনাকে বৃহৎ করে, বাণীতে ফোটায় মন্ত্রবীর্য এবং দেবতার আবির্ভাবে পার্থিব আধার হতে দূর করে প্রাণ ও প্রজ্ঞার বৈকল্য। দেবতার স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আমাদের মধ্যে, আর বিশ্বপ্রাণের দীপ্তি ঝলসে ওঠে চেতনায় ।...‘সোমে মদে’=সোমে মদকরে সতি (বাগ্‌বিন্যাসে ‘ভাবে সপ্তমী’র ধ্বনি আছে)। **ব্রহ্মা** অন্তোদাত্ত, ‘যাঁর মধ্যে ‘ব্রহ্ম’ (আদ্যুদাত্ত) বা বৃহতের চেতনা স্ফুরিত হয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে স্ফুরিত হয় শক্তিও, তাইতে ব্রহ্মা হন অলৌকিক সামর্থ্যের অধিকারী। যেমন দীর্ঘতমা : তু. ঋ. দীর্ঘতমা মামতেয়ো (মমতার পুত্র) জুজুর্বান্‌ (জরাগ্রস্ত হলেন) দশমে যুগে (দেবহিত আয়ুর শেষ পর্বে অর্থাৎ একশ' বছর বয়সে, তু. ঈ. ২), (আর ততদিন পর্যন্ত) অপাম্‌ অর্থং যতীনাং (লক্ষ্যাভি-সারিণী, সমুদ্রগামিনী তু. ঋ. ১।১৮৯।১) ব্রহ্মা (ব্রহ্মারূপে) ভবতি সারথিঃ (অর্থাৎ সারাজীবন ধরে অধ্যাত্ম প্রাণস্রোতের নায়ক তিনি) ১।১৫৮।৬ ; ব্রহ্মা.য়ং বাচঃ (অর্থাৎ ‘ব্রহ্মে’র) পরমং ব্যোম ১৬৪।৩৫ (টী. ৪৫৫৩, ল. সূ.টি দীর্ঘতমার) ; ∘ রয়িবিদ্‌ (অর্থাৎ সমুদ্রসঙ্গামিনী প্রাণধারার খবর রাখেন তু. ১।১৮৯।১) ২।১।৩ ; ৪।৫০।৮, ৯।১১৩।৬ ; ∘ স্বো বদতি জাতবিদ্যাম্‌ ১০।৭১।১ (টী. ২৯২) ; ৮৫।৩৪,৩৫...। ব্রহ্মা সোমযাগের নায়ক এবং সর্ববিদ্যার প্রবক্তা (তু. বেমী. পৃ. ৫৫, ২০০)। এখানে সোম্য উন্মাদনা যেমন ব্রহ্মার, তেমনি ইন্দ্রের। তাইতে ব্রহ্মা আর ইন্দ্রের সাযুজ্য (তু. ঋ. ৬।৪৫।৭)। ল. সূক্তটি পুরুষসূক্তের মত ষোল ঋকের, যাতে ষোড়শকল পুরুষের ধ্বনি আছে। ‘শশাঃ’ < শাস্‌ ‘শাসন করা। ‘অর্চন্‌’ সা. শতৃপ্রত্যয়ান্ত, ইন্দ্রের বিণ.। তাহলে সর্বত্র অন্বয় সহজ হয় না। অতএব লেট্‌ তৃতীয়ার বহুবচন করাই সঙ্গত (গে.)। কর্তা ইন্দ্রের নিত্যসহচর মরুদ্‌গণ। **‘স্বরাজ্যম্‌’** ইন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ঋ. ৭।৮২।২, ৩।৪৫।৫, ১।৬১।৯, ৮৪।১০-১২... ; ছা. ২।২৪)।

৭১৮ ঋ. স. ত্বা.মদদ্‌ বৃ.ষা মদঃ সোমঃ শ্যেনাভৃতঃ সুতঃ, যেন বৃ.ত্রং নির্‌ অদ্‌ভ্যো জঘন্থ বজ্রিন্‌ ওজসা.র্চন্‌... ১।৮০।২। সোম্য উন্মাদনার পরিণাম। আগের ঋকে পৃথিবী হতে বৃত্রের নিষ্কাশনের কথা, এখানে অন্তরিক্ষ হতে (‘অদ্‌ভ্যঃ : ‘নিঃ’ ল.)। পরে আছে ‘নির্‌ দিবঃ’ (৪)। **তু.** উপসদ্‌ ইষ্টি এবং ত্রিপুরনাশ (বেমী. পৃ. ১০১)। ‘শ্যেনাভৃত সোম’ ঋ. ৪।২৬।৪-৭ f

৭১৯ ঋ. প্রে.হ্য.ভী.হি ধৃষ্ণুহি ন তে বজ্রো নি যংসতে, ইন্দ্র নৃম্ণং হি তে শবো হনো বৃ.ত্রং জয়া অপো র্চন্‌...১।৮০।৩। বৃত্রের অন্তরিক্ষস্থ অবরোধ ভাঙবার সময় ইন্দ্রের প্রোৎসাহন। ‘নৃম্ণ’ বা পৌরুষের প্রকাশ এইসময় সর্বাধিক। ‘নৃম্ণ’ ব্রহ্মার, ‘শবঃ’ ইন্দ্রের, দ্র. (৭)। ‘নি যংসতে’ < নি √ যম্‌ ‘নিয়মিত করা, গুটিয়ে আনা’, কর্মকর্তৃবাচ্যে।

(এইবার) ঝরাও মরুদ্‌বৃধা এই অপ্‌দের, সর্বজীবকে যারা ধন্য করবে।...তাঁরা ইত্যাদি [১২০]।

'বৃত্র কাঁপতে থাকে। তার সানুকে বজ্রের ঘায়ে ক্রুদ্ধ ইন্দ্র ছুটে গিয়ে পেড়ে ফেলেন —অপ্‌দের মুক্তধারায় বইয়ে দিতে।...তাঁরা ইত্যাদি [১২১]।

'(ওর) সানুতে গভীর হানা হানেন শতপর্বা বজ্র দিয়ে ইন্দ্র অন্ধঃ-সোমে মাতাল হয়ে—সখাদের জন্য পথ করতে চেয়ে।...তাঁরা ইত্যাদি [১২২]।

'হে ইন্দ্র, হে অদ্রিবান্‌, হে বজ্রধর, অপ্রতিহত বীর্য তোমারই জন্যে। তুমি যে সেই মায়াবী মৃগকে (মার), তাই ওকেও তুমি মায়া দিয়ে মারলে।...তাঁরা ইত্যাদি [১২৩]।

'তোমার বজ্রেরা বিষ্ঠিত হল (নিরা)নব্বুইটি ধারার উপর। মহৎ তোমার বীর্য হে ইন্দ্র, দুটি বাহুতে তোমার বল নিহিত।...তাঁরা ইত্যাদি [১২৪]।

---

১২০ ঋ. নির্‌ ইন্দ্র ভূম্যা অধি বৃ.ত্রং জঘন্থ নির্‌ দিবঃ, সৃজা মরুত্বতীর্‌ অব জীবধন্যা ইমা অপো হর্চন্‌...১।৮০।৪। দ্যুলোক পর্যন্ত সব অবরোধ ভেঙে গেল, এইবার প্রাণের ধারা জীবলোককে ধন্য করে নীচে নামছে। 'মরুত্বতীর্‌ অপঃ' তু. টী. ৪১২। **জীবধন্যাঃ**—তু. এ.মা অগ্মন্‌ রেবতীর্‌ জীবধন্যাঃ'—এই যে এল ধরপ্রবাহা অপ্‌এরা জীবলোককে ধন্য করে (১০।৩০।১৪); (গাবঃ) জীবধন্যাঃ ১০।১৬৯।১। ধারাবর্ষণের ফলে পৃথিবীতে প্রথমত প্রাণের পুষ্টি উদ্‌ভিদে, তারপর গোযূথে। এমনি করে প্রাণ ও প্রজ্ঞার উপচয়। আবার সোমও 'জীবধন্য' ১০।৩৬।৮।

১২১ ঋ. ইন্দ্র বৃ.ত্রস্য দোধতঃ সানুং বজ্রেণ হীলি.তঃ, অভিক্রম্যা.ব জিঘ্নতে অপঃ সর্মায় চোদয়ন্‌, অর্চন্‌...১।৮০।৫। 'দোধতঃ'—বৃত্র মেঘের মত চঞ্চল, ক্ষণে-ক্ষণে রূপ বদলায়—যেমন আমাদের চিত্তবৃত্তি। ইন্দ্র বজ্র হানলেন তার 'সানু'তে অর্থাৎ মর্মস্থানে। 'হীলি.তঃ' < √হীড়্‌, 'রুষ্ট হওয়া' তু. 'হেলা'। 'সর্মায়' < √সৃ 'বয়ে চলা'।

১২২ ঋ. অধি সানৌ নি জিঘ্নতে বজ্রেণ শতপর্বণা, মন্দান ইন্দ্রো অন্ধসঃ সখিভ্যো গাতুম্‌ ইচ্ছন্‌, অর্চন্‌...১।৮০।৬। অন্তরিক্ষের প্রত্যন্তে লড়াই চলছে। যেমন বৃত্রের নিরানব্বুইটি পুর এবং পুরন্দর ইন্দ্র তাইতে 'শতক্রতু', তেমনি তাঁর বজ্রও শতপর্বা। বৃত্রের চরম অবরোধ ভেঙে পড়ল তার শেষ পর্বের হানায়, আর অমনি বিশ্বপ্রাণের আলোর ঝড় বইতে লাগল। 'সখিভ্যঃ' মরুদ্গণের জন্য। **অন্ধঃ** সোম পৃথিবীর গভীরে—যেখানে অবিদ্যার মূল, সেখানে আনন্দেরও মূল। বজ্রের হানায় অবরোধ ভাঙতে-ভাঙতে সেই আনন্দকে ইন্দ্র উজিয়ে নিয়ে চলেছেন দ্যুলোকে—ভোগবতী হয়ে উঠছে আকাশগঙ্গা।

১২৩ ঋ. ইন্দ্র তুভ্যম্‌ ইদ্‌ অদ্রিবো হনুত্তং বজ্রিন্‌ বীর্যম্‌, যদ্‌. ধ ত্যং মায়িনং মৃগং তম্‌ উ ত্বং মায়য়া.বধীর্‌ অর্চন্‌...১।৮০।৭। দৈবী মায়া আর আসুরী মায়ার লড়াই চলছে (দ্র. টী. ৭০৪)। ইন্দ্র 'অদ্রিবান্‌' এবং 'বজ্রী' দুইই। **অদ্রি** সোম ছেঁচবার পাষাণ; তা-ই আবার 'বজ্র'ও। তা-ই দিয়ে নাড়ীর গ্রন্থি ভেদ করতে-করতে তিনি চলেন আর আলোক উছলে পড়ে। তু. হঠযোগের কুণ্ডলিনী উত্থাপন বজ্রাণী নাড়ীর ভিতর দিয়ে। তন্ত্রে শক্তি তখন 'বজ্রযোগিনী'। বৃত্র মায়াবী, কিন্তু 'মৃগ' বা পশু। সপ্তশতীতে এই পশু মহিষ। তার প্রতিপক্ষ সিংহ দেবীর বাহন। বেদেও সিংহ প্রশস্ত পশু, বৃষভের মত। 'তুভ্যম্‌' তোমার জন্যই আমার 'বীর্য', অর্থাৎ উপাসকের বীর্যই দেবতাকে সমর্থ করে, কেননা উপাসকের আত্মাই দেবতা (ঋ. ১০।১২০।৯)। 'ত্যম্‌' লক্ষ্য করছে বৃত্রের অনির্বচনীয় রূপকে, 'তম্‌' তার অনুভূত রূপকে।

১২৪ ঋ. বি তে বজ্রাসো অস্থিরন্‌ নবতিং নাব্যা অনু, মহৎ ত ইন্দ্র বীর্যং বাহ্বোস্‌ তে বলং হিতম্‌ অর্চন্‌...১।৮০।৮। বৃত্রের মায়াপুরীরা সংখ্যায় বস্তুত নিরানব্বুই। এখানে 'নবতি' তাই 'নব নবতি'র উপলক্ষণ। ল. বেদে পুরুষের দেবহিত আয়ু শতবর্ষ। তার সঙ্গে এই নিরানব্বুইয়ের যোগ আছে। সপ্তশতীতেও শতবর্ষব্যাপী দেবাসুর-যুদ্ধের কথা আছে (২।১)। 'বজ্রাসঃ' বহুবচন আর-কোথাও নাই। তবে এর আগেই শতপর্বা বজ্রের

'হাজারধরনের আগুনের সুর গাও তোমরা একসঙ্গে, ঘুরে-ঘুরে স্তুতি গাও বিশজন করে। শতজন এঁর উদ্দেশে মুখর হল প্রশস্তিতে। ইন্দ্রের উদ্দেশে ব্রহ্মঘোষ হল উদ্যত। ...তাঁরা ইত্যাদি [১২৫]।

কথা গেছে (৬)। যেন একেকটি বজ্র দিয়ে একেকটি পুর ভাঙা—ক্রমে-ক্রমে। তা-ই বজ্রের 'ব্রি-স্থিতি' বা ব্যূহন (array)। 'নাব্যা' যে-নদীতে নৌকা চলে। আসলে নদী বা প্রাণের অব্যাহত ঋজু ধারা একটি। তার মধ্যে বৃত্রের মায়ায় নিরানব্বুইটি বাঁকের (ব্‌জন) সৃষ্টি হয়েছে। একেকটি বাঁক একেকটি বৃত্রপুর বা অবিদ্যাগ্রন্থি। 'বীর্য' প্রভাব, 'বল' সামর্থ্য।

১২৫ ঋ. সহস্রং সাকম্ অর্চত পরি ষ্টোভত ব্রিংশতিঃ, শতৈ.নম্ অন্ব.নোনবুর্ ইন্দ্রায় ব্রহ্মো.দ্যতম্ অর্চন্... ১।৮০।৯। সা.র মতে সংখ্যাগুলি বোঝাচ্ছে ঋত্বিকদের। 'সহস্র' সামগানকেও বোঝাতে পারে (গে.; তু 'সামবেদস্য কিল সহস্রভেদা আসন্' (চরণব্যূহসূত্র, সামবেদখণ্ড)। 'বিংশতি' সা.র মতে সোমযাগের ষোলজন ঋত্বিক যজমান পত্নী সদস্য ও শমিতা; কিন্তু তিনি কোনও প্রমাণ দেননি। সবাই মিলে ইন্দ্রের উদ্দেশে ব্রহ্মকে উদ্যত করেছেন। **ব্রহ্ম** নিঘ.তে 'অন্ন' (২।৭), 'ধন' (২।১০), অর্থাৎ যে-কোন সত্ত্বের বিপরিণামের আদি হতে অন্ত পর্যন্ত (তু. ঋ. পুরুষ এরে.দং সর্বং যদ্ ভূতং যচ্ চ ভব্যম্, উতা.মৃতত্বস্যে.শানো যৎ [যখন তিনি] অন্নেনা.তিরোহতি [উজিয়ে চলেন] ১০।৯০।২; অন্ন বা চিদাবিষ্ট চেতনার অতিরোহণের মাধ্যম তু. ছা. ৬।৫।১)। নি.তে 'ব্রহ্ম' কর্ম (১২।৩৪) অর্থাৎ অন্নময় পুরুষের পরমার্থ-(ধন-)প্রাপ্তির সাধন। নিঘ.তে তা-ই 'উদক' (১।১২), যা প্রাণের প্রতীক। ল. নিঘ. বা নি.তে 'বাক্' অর্থটি কোথাও ধরা হয়নি, যদিও সংহিতায় 'ব্রহ্ম' এবং 'বাক্' সমব্যাপ্ত (ঋ. যাবদ্ ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্ ১০।১১৪।৮, টী. ১২৫৬)।...'ব্রহ্মে'র আদিম অর্থ মন্ত্র বা কবিকৃতি, যা আবিষ্ট চেতনার ফল (তু. ব্রহ্ম কৃণ্বন্তো গোতমাসো অর্কৈর্ [আলোর সুর দিয়ে] ঊর্ধ্বং নুনুদ্রে [উজিয়ে দিলেন] উৎসধিং [অর্থাৎ আধারের সোমপাত্র, যার মধ্যে নিহিত আছে 'মধু-র উৎস', তু. ১।১৫৪।৫] পিবধ্যৈ ১।৮৮।৪; ৪৭।২...)। বরুণ এই আবেশের দেবতা (তু. ব্রহ্মা [আকার ছন্দের অনুরোধে] কৃণোতি বরুণঃ ১।১০৫।১৫; ল. ব্রহ্মবিদ্যা বারুণী বিদ্যা তৈউ. ৩।৬)। ঋ.তে প্রযুক্ত 'ব্রহ্ম'-শব্দে বিস্ফারণের ব্যঞ্জনা সর্বত্র। ব্রহ্ম যখন মন্ত্রচৈতন্য, তখন তার একটি ধর্ম, দেবতাকে সে বৃহৎ করে বা বাড়ায় (ঋ. ২।১২।১৪, ৩।৩৪।১, ৭।১৯।১১, ১।৩১।১৮, ৯৩।৬...)। দেবতা অধিদৈবতদৃষ্টিতে জ্যোতির্ময়, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে চিন্ময়। সুতরাং দেবতার বৃহৎ হওয়া কি, তা বুঝতে পারি আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণ দিয়ে। এই বিস্ফারণ আসতে পারে সোমপান হতে (তু. তিস্রো বাচ [যারা গুহাহিত ছিল ১।১৬৪।৪৫] ঈরয়তি প্র বহ্নির্ [সোম আবেশের 'বাহন', অগ্নি যেমন আকূতির] ঋতস্য ধীতিং [ধ্যানপ্রত্যয়ের একতানতা] ব্রহ্মণো মনীষাম্ ['মনীষা' বা ঊর্ধ্বস্রোতা মনের লভ্য 'ব্রহ্ম'] ৯।৯৭।৩৪), সোমরস যখন মাথায় চড়ে বসে (তু. প্র তে অংশাতু [ব্যাপ্ত করুক, ছড়িয়ে পড়ুক] কুক্ষ্যোঃ প্রে.ন্দ্র ব্রহ্মণা শিরঃ প্র বাহূ শূর রাধসে [তোমার ঋদ্ধ করতে] ৩।৫১।১২)। চেতনার বিস্ফারণে অবিদ্যার আবরণ বিদীর্ণ হয়, অন্ধকার দূর হয়, গূঢ় জ্যোতির প্রকাশ হয় (তু. ব্রহ্মণস্পতি 'উদ্ গা আজদ্ [উজিয়ে দিলেন] অভিনদ্ ব্রহ্মণা বলম্ অগূহৎ তমো ব্য.চক্ষয়ৎ স্বঃ' ২।২৪।৩)।...চিৎশক্তির এই বিচ্ছুরণের যিনি অধীশ্বর, তিনি 'ব্রহ্মণস্পতি' 'বৃহস্পতি' বা 'বাচস্পতি'। এর মধ্যে কেবল 'বৃহস্পতি' শব্দটিই সমাসবদ্ধ, আর-দুটিতে সমাস নাই। সুতরাং 'বৃহস্পতি' সংজ্ঞাশব্দ, আর দুটি তার ব্যাখ্যা। তাহলে বৃহ্=বাচ্, এই সমীকরণটি পাওয়া যাচ্ছে। 'বৃহ্' 'ব্রহ্মন্'এর আদিরূপ। অনুরূপ আরেকটি শব্দ আছে 'বৃহৎ'। একটি পদগুচ্ছও আছে 'ঋতং বৃহৎ' (১।৭৫।৫, ১৫১।৪,:৯।৫৬।১, ঋতং বৃহচ্ ছুক্রং জ্যোতিঃ ৬৬।২৪, ১০৭।১৫, ১০৮।৮, ঋতং মহৎ...স্বর্ বৃহৎ ১০।৬৬।৪)। বৃহ্ আর বৃহৎ-এ দৃষ্টির তফাত আছে। আগেরটির অনুভব প্রত্যক্, পরেরটির পরাক্। আমরা জানি, ঋষির ভাবনায় অধিভূত রূপান্তরিত হয় অধিদৈবতে—যেমন অগ্নি বায়ু সূর্য সোম উষা রাত্রি দ্যৌঃ পৃথিবী ইত্যাদি সবাই দেবতা। আবার অধ্যাত্মও অধিদৈবত হয়—যেমন বাক্ শ্রদ্ধা শচী মন্যু ইত্যাদি; তেমনি 'বৃহৎ' হল 'বৃহ্'এর অধিদৈবত রূপ। বৃহ্ও ব্রহ্ম, বৃহৎও ব্রহ্ম; আগের ভাবনাটি যাজ্ঞিকদের, পরেরটি ঔপনিষদদের। পূর্ব আর উত্তর মীমাংসায় তাই 'ব্রহ্ম' আলাদা-আলাদা ব্যঞ্জনা বহন করছে। নারদের ভাষায় বলতে গেলে মন্ত্রবিৎএর ব্রহ্ম আর আত্মবিৎএর ব্রহ্ম এক নয় (ছা. ৭।১।৩)। এই তফাতটুকু পরের যুগে বোঝানো হয়েছে 'শব্দব্রহ্ম' আর 'পরব্রহ্ম' এই দুটি সংজ্ঞা গ'ড়ে। ঋ.র 'ব্রহ্ম' মুখ্যত শব্দব্রহ্ম; পরব্রহ্ম সেখানে 'বৃহৎ', বিশেষ করে 'ঋতং বৃহৎ'। তার অধিভূত রূপ বা প্রতীক হল সূর্য। ঋষির চিন্ময় প্রত্যক্ষে বা অধিদৈবত দৃষ্টিতে তিনি দেবতা। ঋ.তে 'বৃহৎ'এর অন্য পরিচয়

'ইন্দ্র বৃত্রের উপচে-পড়া বীর্যকে করলেন নির্জিত—তাঁর উৎসাহস দিয়ে ওর দুঃসাহসকে। মহৎ এঁর সেই পৌরুষ যে বৃত্রকে হত্যা করে বইয়ে দিলেন (অপ্‌এর স্রোত)।…তাঁরা ইত্যাদি [১২৬]।

হল 'একো দেবঃ' 'একং সৎ', 'একং তৎ' ইত্যাদি, যার কথা বৈদিক অদ্বৈতবাদের প্রসঙ্গে আগে বলেছি। পুরুষসূক্তে তিনি 'পুরুষ'। উপনিষদে 'হিরণ্ময় পুরুষ' বা 'আদিত্যে পুরুষে'র কথা নানাভাবে আছে। সুতরাং সংহিতায় এবং উপনিষদে পরমতত্ত্বের একই বিবৃতি পাচ্ছি। অথচ উপনিষদে তার সংজ্ঞা 'বৃহৎ' না হয়ে 'ব্রহ্ম', হল সংহিতার শব্দব্রহ্ম উপনিষদে পরব্রহ্মে রূপান্তরিত হল—কি করে? 'ব্রহ্ম' সংহিতায় সাধন, আর উপনিষদে সাধ্য: তাৎপর্যের এই পরিবর্তন হল কোন্ সূত্র ধরে?…মনে হয়, শব্দব্রহ্ম আর পরব্রহ্মের মধ্যে সেতু হচ্ছেন **ব্রহ্মা**। ব্রহ্মা 'ব্রহ্মবিৎ বলেই ঋত্বিক্‌শ্রেষ্ঠ, তিনি সব বিদ্যাই জানেন (ঋ. ১০।৭০।১১)। তিনি যজ্ঞের নেতা (১০।১০৭।৬)। অগ্নি (২।১।২, ৩, ৪।৯।৪, ৭।৭।৫), ইন্দ্র (৬।৪৫।৭, ৮।৯৬।৫), সোম (৯।৯৬।৬)—সংহিতার এই তিনটি প্রধান দেবতার সঙ্গেই তাঁর সাযুজ্য আছে। বিশেষ করে যিনি ব্রহ্মা, তিনিই 'বৃহস্পতি' (১০।১৪১।৩)। সোমযাগের নিগূঢ় রহস্য তিনিই জানেন; তাইতে সোম্য আনন্দলোকের ব্রহ্মাই অধিকর্তা (৯।১১৩।৬)। অপ্‌এর যে-ধারারা পরমার্থের দিকে চলে উর্ধ্বস্রোতা হয়ে, ব্রহ্মা তার সারথি (১।১৫৮।৬)। শেষ কথা, ব্রহ্মা সেই পরমব্যোম যা নাকি বাকের আশ্রয় (১।১৬৪।৩৫)। যদি বলা যায়, ব্রহ্মা আক্ষরিক অর্থে 'ব্রহ্মচারী', তাহলে তিনি দেবতাদেরই একটি অঙ্গ, পৃথিবীতে তিনি বিচরণ করেন শক্তির বিচ্ছুরণ করতে-করতে (১০।১০৯।৫)। এই দেবমানব ব্রহ্মার সিদ্ধচেতনাই 'ব্রহ্ম' বা বৃহতের চেতনা। এইটি উপনিষদের লক্ষ্য।…এই লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় হল সংহিতায় বাক্, আর প্রযোজক হল দেবতার 'নিষত্তি' বা আবেশ। আবেশ হতে বৃহতের চেতনার স্ফুরণ আর বাকের স্ফুরণ একই কথা। তাই সংহিতায় ব্রহ্ম আর বাকের একই ব্যঞ্জনা। সংহিতায় এই বাকের প্রকাশ 'সূক্তবাকে' (১০।৮৮।৭,৮) বা 'সূক্তে' (৫।৪৯।২, ৭।২৯।২, *১০।৬৫।১৪…)। তার সংক্ষিপ্ত রূপ 'নিবিদ্', তার চাইতে সংক্ষিপ্ত দেবতার 'গুহ্য নাম', এবং তারও বীজরূপ হল 'একপদী বাক্' বা ওম্—যাকে গৌরীর হাম্বাধ্বনিরূপে কারণসমুদ্রে পাই (১।১৬৪।৪১-৪২)। উপনিষদে পরব্রহ্মের প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেলেও ওম্ বা শব্দব্রহ্মকে সাধনরূপে গ্রহণ করা হয়েছে সর্বত্র।…দেবতার আবেশে অথবা শ্রদ্ধার উন্মেষে আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণ হয় ব্রহ্মচৈতন্যে—এটি উপনিষদের মূল ভাব। ইওরোপীয় মরমীয়ারা একে বলেন Grace বা afflatus-জনিত ecstasy। অধ্যাত্মবোধের উন্মেষের এটি সর্বজনীন লক্ষণ, যা পৃথিবীর সব দেশে সব যুগে দেখা দিয়ে এসেছে। চেতনার চরম বিস্ফারণে ব্রহ্ম সন্মাত্র, আরও উজিয়ে গেলে 'অসৎ'। দেখেছি, এদের কথা সংহিতাতেও আছে। ব্রহ্মসম্পর্কে এই হল অধ্যাত্মদৃষ্টি। অধিদৈবতদৃষ্টিতে সৎ বা অসৎ (বা ব্রহ্ম) জগৎকারণ—এ-ভাবটিও সংহিতায় আছে, এও দেখেছি। এখন 'ব্রহ্ম=বাক্' এই সমীকরণ মানলে বাক্‌কেও জগৎকারণ বলতে হয়। বলা বাহুল্য, এ-ভাবটিও সংহিতায় আছে। সেখানে আদি-বাক্ হলেন গৌরী, যিনি কারণসলিলকে ত্বষ্টার মত তক্ষণ করে অক্ষরের ক্ষরণকে সম্ভব করেছেন (১।১৬৪।৪১-৪২; তু. বাক্‌সূক্ত ১০।১২৫)। এই বাকের পতি 'বাচস্পতি'। বাক্ আর বাচস্পতি সরস্বতী আর সরস্বানের মত যুগনদ্ধ অর্থাৎ একই তত্ত্বের দুটি বিভাব। ঋ.তে বাচস্পতিই বিশ্বকর্মা (১০।৮১।৭), যাঁর মধ্যে সৃষ্টিকর্তার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। বাক্ বা ব্যাহৃতি হতে লোকসৃষ্টি, আকাশের গুণ শব্দ (তু. গৌরী 'সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্' ১।১৬৪।৪১; ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ ৩৯) ইত্যাদি দার্শনিক সিদ্ধান্তের মূল এইখানে।…বিশ্বকর্মা যেমন দিব্য বাচস্পতি, তেমনি মানুষের মধ্যে বাচস্পতি হলেন ঋত্বিক্‌শ্রেষ্ঠ 'ব্রহ্মা'—যাঁর কাছে উশতী সুবাসা জায়ার মত বাক্ তাঁর তনুখানি মেলে ধরেন (১০।৭১।৪; দ্র. ঋষি 'বৃহস্পতি')। ব্রহ্মার 'ব্রহ্ম' তাঁর মন্ত্রশক্তি (তু. বিশ্বামিত্রস্য রক্ষতি ব্রহ্মেদং ভারতং জনম্ ৩।৫৩।১২; ব্রহ্ম বর্ম মমান্তরম্ ৬।৭৫।১৯)। 'ব্রহ্ম' শব্দের এই ব্যঞ্জনা অথর্বসংহিতায় খুব সুলভ। সেখানে 'ব্রহ্ম' জ্ঞানও, শক্তিও। তাইতে অথর্ববেদ ব্রহ্মবেদ। আবার এই বেদেই ঔপনিষদ অর্থে 'ব্রহ্ম' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায় সব-প্রথমে (দ্র. শৌ. জ্যেষ্ঠব্রহ্মসূক্ত ১০।৮)।

১২৬ ঋ. ইন্দ্রো বৃত্রস্য তবিষীং নির্ অহন্ত্, সহসা সহঃ, মহৎ তদ্ অস্য পৌংস্যং বৃত্রং জঘন্বাঁ অসৃজদ্ অর্ণব্:…১।৮০।১০।

'এই মহিমময় দুটিও তোমার মনোবেগ দেখে কাঁপতে থাকেন ভয়ে, যখন হে ইন্দ্র, হে বজ্রধর, ওজস্বী হয়ে বৃত্রকে মরুদ্‌গণের সহায়ে বধ করলে।...তাঁরা ইত্যাদি [১২৭]।

'না ঝাঁকুনি না গর্জন দিয়ে ইন্দ্রকে বৃত্র ভয় দেখাতে পারল। ওর দিকে অয়োময় সহস্রকোণ বজ্রই ছুটে গেল।...তাঁরা ইত্যাদি [১২৮]।

'যখন বৃত্রকে আর অশনিকে (লড়িয়ে দিলে), বজ্রের সঙ্গে লড়িয়ে দিলে (বৃত্রকে), (তখন) হে ইন্দ্র, অহিকে বধ করতে উদ্যত তোমার শৌর্য দ্যুলোকে নিবদ্ধ হল। ...তাঁরা ইত্যাদি [১২৯]।

'সিংহনাদে তোমার হে অদ্রিবান্‌, এই যে স্থাবর আর জঙ্গম কেঁপে ওঠে, (তাতে) ত্বষ্টাও তোমার মনোবেগ দেখে হে ইন্দ্র, থরথরিয়ে ওঠেন ভয়ে।...তাঁরা ইত্যাদি [১৩০]।

'যতদূর মনে করতে পারি, কোনকালে ইন্দ্রকে কে আর বীর্যে ছাপিয়ে আছে।

---

১২৭ ঋ. ইমে চিৎ তব মন্যবে বেপেতে ভিয়সা মহী, যদ্‌ ইন্দ্র বজ্রিন্‌ ওজসা বৃত্রং মরুত্বা অবধীর্‌ অর্চন্‌... ১।৮০।১১। **মন্যু** < √ মন্‌, মনোবেগ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মনের দীপ্তি ও জ্বালা ; দেবতার ক্রোধ। তু. সপ্তশতীতে দেবতাদের কোপ হতে নির্গত তেজ থেকে মহিষাসুরমর্দিনী দেবীর আবির্ভাব (২।৯-১৩)। চণ্ডীর বৈদিক রূপ 'মন্যু'। দ্র. ঋ. সূ. ১০।৮৩, ৮৪। মন্যু সেখানে 'তাপস' বা তপোজাত (তু. ১০।৮৩।২, ৩)।... ইন্দ্র এখানে 'মরুত্বান্‌', তাই ঝড়ের মাতনে দ্যুলোক-ভূলোক ভয়ে (ভিয়সা) থরথর করে কাঁপছে। এ-ভয় সাধকের (দ্র. টী. ৭১৪)।

১২৮ ঋ. ন বেপসা ন তন্যতে.ন্দ্রং বৃত্রো বি বীভয়ৎ, অভ্যে.নং বজ্র আয়সঃ সহস্রভৃষ্টির্‌ আয়তা.র্চন্‌... ১।৮০।১২। ভয়ঙ্কর হানাহানির মধ্যেও দেবতা কিন্তু নির্ভয় এবং অটল, তাঁর বজ্রশক্তি অপরাজিতা এবং উদ্যতা। **আয়স**—বেদের 'অয়ঃ' লোহা না তামা? অসুরদের আয়সী পুরী কিন্তু পৃথিবীতে। ইন্দ্রের আয়স বজ্র আঘাত হানল সেইখানে।

১২৯ ঋ. যদ্‌ বৃত্রং তব চা.শনিং বজ্রেণ সময়োধয়ঃ, অহিম্‌ ইন্দ্র জিঘাংসতো দিবি তে বদ্‌বধে শবো অর্চন্‌... ১।৮০।১৩। বৃত্রের সঙ্গে ভিড়ে গেল 'অশনি' এবং 'বজ্র'। বিভক্তিব্যত্যয় ল.। **অশনি** প্রাকৃত বজ্র, যাকে আমরা দ্যুলোক থেকে নেমে আসতে দেখি (১।১৪৩।৫, ১৭৬।৩, ৪।১৭।১৩), যা গাছের উপর পড়ে (২।১৪।২), সব-কিছু জ্বালিয়ে দেয় তার তাপে (১০।৮৭।৪, ১।৮০।১৩)। সুতরাং প্রথম বর্ণনাটি একটি প্রাকৃত ব্যাপারের। নৈরুক্তদের মতে **বৃত্র** তখন মেঘ। দ্বিতীয় বর্ণনাটি অপ্রাকৃত। ঐতিহাসিকদের মতে বৃত্র তখন ত্বাষ্ট্র অসুর, আর বজ্র দেবতা ইন্দ্রের বিশিষ্ট প্রহরণ। অত্র যাস্কের মন্তব্য প্রণিধেয় (নি. ২।১৬)। অধিভূত ব্যাপারের উপর অধিদৈবত ভাবনার আরোপের সুন্দর উদাহরণ। এ-প্রসঙ্গে নৈরুক্ত আর ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যাভেদ ল.। **বদ্‌বধে** < √ বধ্‌, 'বাঁধা' ; তু. ঋ. ৭।৬৯।১, ১।৫২।১০, ৪।১৯।৮, ২২।৭, ৫।৩২।১, ২, ১।৮১।৫, ৭।৬১।৪।

১৩০ ঋ. অভিষ্টনে তে অদ্রিবো যৎ স্থা জগচ্‌ চ রেজতে, ত্বষ্টা চিৎ তব মন্যব ইন্দ্র বেবিজ্যতে ভিয়া.র্চন্‌...১।৮০।১৪। ত্বষ্টার ভয় ইন্দ্রের সঙ্গে ত্বষ্টার বিরোধ সূচিত করছে (দ্র. বেমী. ৪৮০....)। ইন্দ্র বিশ্বরূপ ত্বষ্টারও উপরে, যদিও তিনি নিজেই বিশ্বরূপ। তাতে পরমদেবতার দুটি সংদৃক্‌এর (total vision) ইঙ্গিত পাই—একটি সিদ্ধির আগে, আরেকটি পরে।

তাঁর মধ্যেই পৌরুষ আর সামর্থ্য আর ওজস্বিতা সংহিত করেছেন দেবতারা।...তাঁরা ইত্যাদি [১৩১]।

'যেমন করে অথর্বা, পিতা মনু এবং দধ্যঙ্‌ ধ্যানকে আতত করেছিলেন (তাঁর প্রতি), (তেমনি করে) সেই ইন্দ্রে আগেকার মতই বৃহতের ভাবনা আর বাকের সাধনা হল সঙ্গত।...তাঁরা ইত্যাদি [১৩২]।

প্রধানত বৃত্রবধের বর্ণনা হলেও সূক্তটিতে তার অনুষঙ্গে ইন্দ্রের অন্যান্য পরিচয়ও এসে পড়েছে। ইন্দ্রের রণোন্মাদনা আসে সোমপান হতে। এই সোমের উৎস লোকোত্তরে। সেখান থেকে পৃথিবীতে তাকে নামিয়ে আনা একটা রাহস্যিক ব্যাপার। আবার আমরাই এ-সোম নিঙড়ে দিই ইন্দ্রকে। অবশ্য আমাদের সোমসবনের পাষাণে তিনি অধিষ্ঠিত, সুতরাং তাঁর শক্তিতেই আমরা তাঁকে সংবর্ধিত করি। বৃত্রবধের ফলে আমাদের মধ্যেই ইন্দ্রের স্বারাজ্যসিদ্ধি। তখন পৃথিবীতে অন্তরিক্ষে বা দ্যুলোকে কোথাও প্রজ্ঞা আর প্রাণের কোনও অবরোধ থাকে না। ধীযোগ এই স্বারাজ্যসিদ্ধির সাধন। মনু অথর্বা দধ্যঙ্‌ প্রভৃতি ঋষিরা তার পথিকৃৎ।

---

১৩১ ঋ. নহি নু যাদ্‌ অধীমসী.ন্দ্রং কো বীর্যা পরঃ, তস্মিন্‌ নৃম্ণম্‌ উত ক্রতুং দেবা ওজাংসি সং দধুর্‌ অর্চন্‌...১।৮০।১৫। **যাৎ** < য < যদ্‌+আৎ (পঞ্চমী), যখন থেকে ; তু. যাদ্‌ এর বিষয় তাৎ ত্বা মহান্তম্‌ ৬।২১।৩, ৭।৮৮।৪ (টী. ৬৩৩৭), ১০।৬৮।১০। 'অধীমসি' < অধি √ই (স্মরণার্থে, তু. পা. ২।৩।৫২)। 'বীর্যা'=বীর্যেণ। 'নৃম্ণ' বা পৌরুষের অভিব্যক্তি 'ক্রতু'তে বা দিব্যসঙ্কল্পে এবং তার উদ্‌যাপন 'ওজঃ' দিয়ে। এইসব দৈবী সম্পদ্‌ দেবতারা ইন্দ্রে নিহিত করলেন। প্রশ্ন হবে, ইন্দ্র যদি পরমদেবতা হন, তাহলে দেবতারা তাঁর বিভূতি। তাঁরা কি করে তাঁতে সম্পদ্‌ আহিত করবেন? কিন্তু এই ভাবটি বেদের সর্বত্র। পরমদেবতা এবং তাঁর বিভূতি দুইই নিত্য। এক আর বহু অবিনাভূত এবং কালাতীত। কিন্তু আমাদের চেতনায় পরমের আবির্ভাব হয় কালে, আমরা তাঁকে তিলে-তিলে উপচিত হতে দেখি। এই হল **দেবতার জন্ম** এবং উপচয়। এটি ঘটে বিশ্বশক্তির প্রভাবে, বেদে যাঁরা 'বিশ্বদেবতা'। পরমদেবতা তখন সৃষ্টির উর্ধ্বে নিত্যতটস্থ (তু. ঋ. ১০।৯০।৩, ৪) ; আর সৃষ্টিতে তাঁর শক্তি নিত্যসক্রিয় হয়ে তাঁর রূপ ফুটিয়ে তুলছে। এটি আমরা অনুভব করি আমাদের অন্তরে - দেবতাকে জন্মাতে দেখি, বাড়তে দেখি কলায়-কলায়। আমার মধ্যে শিশু অগ্নিকে বাড়িয়ে তুলছেন দেবী অপ্‌এরা (৩।১ সূ.), দেবতারাই বিসৃষ্টির উদ্দেশ্যে দেবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করছেন এবং পরমপুরুষকে যূপে বাঁধছেন পশুর মত (১০।৯০ সূ.) ইত্যাদি সর্বত্র একইধরনের ভাবনা।

১৩২ ঋ. যাম্‌ অথর্বা মনুষ্‌ পিতা দধ্যঙ্‌ ধিয়ম্‌ অত্নত, তস্মিন্‌ ব্রহ্মাণি পূর্বথে.ন্দ্র উক্‌থা সম্‌ অগ্মতা.র্চন্‌... ১০।৮০।১৬। বৃত্রবধ যে একটা অধ্যাত্ম ব্যাপার, তার স্পষ্ট উল্লেখ পাচ্ছি সূক্তশেষের এই ঋকে। **অথর্বা** < অথর্‌ (অগ্নি ; তু. ফারসী 'আতশ' ; আরও তু. 'অথর্য' ৭।১।১, টী. ২৩৩৫), যজ্ঞপ্রবর্তক একজন প্রাচীন ঋষি (দ্র. ১।৮৩।৫, টী. ২০১৪) এবং যোগী (৬।১৬।১৩, টীমূ. ২০৬)। আরও দ্র. ১০।৯২।১০, ১২০।৯ ('বৃহদ্দিবো অথর্বা' টী. ৭৬২, টীমূ. ১০১), ১৪।৬। **মনু** মানবজাতির আদি পিতা (তু. ১।১১৪।২, টী. ৬৪৮১১, ২।৩৩।১৩ টী. ঐ, ৮।৬৩।১), অগ্নিবিদ্যা ও যজ্ঞের প্রবর্তক (১।৩৬।১৯, টী. ১৮৮৪, ১০।৫১।৫ টী. ২৭৪, ৫৩।৬ টী. ২৯২, ১০০।৫...)। **দধ্যঙ্‌** অথর্বার পুত্র (৬।১৬।১৪, টী. ২০৬১), অশ্বিদ্বয়কে মধুবিদ্যা দিয়েছিলেন (১।১১৬।১২, ১১৭।২২)। **ধী** দ্র. টী. ২, ২১৮। তন্‌ ধাতুর প্রয়োগে যজ্ঞের প্রতি ইশারা, কেননা যজ্ঞ যেন একটি তন্তুর বিতনন (তু. ১০।১৩০।১, টী. ২০১১)। কিন্তু শুধু দ্রব্য নয়, ধী ব্রহ্ম এবং বাকও তার সাধন। ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞের ফলেই বৃত্রবধ হয় অর্থাৎ প্রাণ স্বচ্ছন্দ এবং প্রজ্ঞা নির্মল হয়।

বৃত্রবধ ছাড়া ইন্দ্রের বলকৃতির আরও বিচিত্র নিদর্শন আছে। তার ওজস্বী বিবৃতি পাই গৃৎসমদ ভার্গব শৌনকের একটি সূক্তে। ইনি ঋক্‌সংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডলের ঋষি। যে-কোনও দেবতার মধ্যে সমস্ত দেবতার অন্তর্ভাব—বৈদিক অদ্বৈতভাবনার এই বিশিষ্ট ভঙ্গি তাঁর প্রথম অগ্নিসূক্তেই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর বহু সূক্তের ধুবাতে পাই এই ব্রহ্মঘোষ : 'বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ'—বৃহৎকে আমরা যেন ঘোষণা করতে পারি বিদ্যার সাধনায় সুবীর্য হয়ে। আলোচ্যমান ইন্দ্রসূক্তটি রচিত হয়েছে অনিন্দ্রদের নাস্তিক্যের জবাবে। তারও একটি ধুবা আছে : 'স জনাস ইন্দ্রঃ'—হে জনগণ, তিনিই হচ্ছেন ইন্দ্র [১৩৩]।

ঋষি বলছেন :

'যিনি জন্মই নিলেন প্রথম মনস্বী হয়ে, (এক-)দেবরূপে (আপন) সামর্থ্যে দেবতাদের হলেন পরিভূ, যাঁর প্রাণোচ্ছ্বাসে রোদসী উঠল থরথরিয়ে, পৌরুষের মহিমায় তিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন) ইন্দ্র [১৩৪]।

'যিনি টলমল পৃথিবীকে করলেন দৃঢ়, যিনি প্রকুপিত পর্বতদের করলেন নিথর, যিনি

---

১৩৩ ঋ. ২।১২ সূ.। ধুবা তু. ৬।২৮।৫। এই প্রসঙ্গে দ্র. সা.র সূক্তভূমিকা।

১৩৪ ঋ. য়ো জাত এব প্রথমো মনস্বান্ দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্য্ভূষৎ, অস্য শুষ্মাদ্ রোদসী অভ্যসেতাং নৃম্ণস্য মহ্না স জনাস ইন্দ্রঃ ২।১২।১। অগ্নি যেমন 'তপস্বান্' (৬।৫।৪ টী. ২২৪৫, টীমূ. ১৬৮৪), ইন্দ্রও তেমনি **মনস্বান্** এবং 'প্রথমো মনস্বান্'। এটি ইন্দ্রের অনন্যপর বিণ. এবং তাঁর বিশিষ্ট পরিচায়ক। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আমাদের মধ্যে ইন্দ্রচেতনার প্রথম স্ফুরণ মনে। অবশ্য সে-মন প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-মানস নয়, ঋ.তে যাকে বলা হয়েছে 'বোধিন্মনঃ' (তু. 'বোধিন্মনাঃ' ৮।৯৩।:৮, ইন্দ্রের বিণ ; ৫।৭৫।৫ অশ্বিদ্বয়ের) বা 'চিকিত্বিন্মনঃ' (তু. 'চিকিত্বিন্মনসম্' ৫।২২।৩, অগ্নির বিণ.), তা-ই। সে-মনে 'বোধি' বা 'চিত্তি'র আকারে অপ্রাকৃত প্রাতিভসংবিতের প্রথম ঝলক দেখা দেয়। ভূলোকে অগ্নি, অন্তরিক্ষে ইন্দ্র আর দ্যুলোকে অশ্বিদ্বয় সে-মনের অধিরাজ। ল. নি.তে এই তিনটি দেবতাই তিনটি লোকের 'প্রথমগামী' (অবশ্য বায়ু আর ইন্দ্রের বিকল্প আছে ; কেন, তা আগেই বলেছি)। বোধিন্মনা-রূপে ইন্দ্র যে প্রথম মনস্বান্, এটি প্রপঞ্চিত হয়েছে কে.র প্রসিদ্ধ যক্ষ হৈমবতী ও ইন্দ্রের ইতিহাসে (৩।১—৪।৩)। এই মনকে সেখানে বিদ্যুতের সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে (৪।৪)। ইন্দ্র 'জাত' হলেন কিভাবে, তা আগেই বলেছি (টী. ৭৩১)। তু. হিরণ্যগর্ভ কি করে 'জাত' হয়ে ভূতপতি হলেন (১০।১২১।১, টী. ১৩৪১)। 'দেবঃ দেবান্'—তিনিই একদেব বা 'দেব একঃ' (তু. ১।৩২।১২ টী. ৭১২), এবং বিশ্বদেবগণ তাঁর নিত্যবিভূতি। **পর্য্ভূষৎ** < পরি √ ভূ+স ইচ্ছার্থে ; তু. ১।৬৯।২, ১৪১।৯ ; দ্র. টী. ৭১৫। **শুষ্ম** < √ শ্বস্ (শ্বাস ফেলা), প্রাণোচ্ছ্বাস (নিঘ. 'বল' ২।৯) ; তু. বায়ু 'আত্মা দেবানাং ভুবনস্য গর্ভঃ' ১০।১৬৮।৪, বাক্ বিশ্বের আত্মা শক্তিরূপে 'অহম্ এব বাত ইব প্র বাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা' ১২৫।৮। সৃষ্টির প্রারম্ভে অন্তরিক্ষে যে প্রাণের ঝড় বয়ে যায়, তা-ই 'শুষ্ম'। উপনিষদে 'মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতম্' বৃ. ২।৪।১০, ৪।৫।১১। শ্ম. দ্যুলোকে দেবতার নিত্যস্থিতি এবং অন্তরিক্ষে তাঁর বিসৃষ্টি। এই বিসৃষ্টিও 'শুষ্ম', যার মূলে আছে তাঁর 'ক্রতু' বা দিব্যসঙ্কল্প। এখানে শুষ্মকে ব্রহ্মক্ষোভও বলা যেতে পারে, যা একটা স্ফোট(explosion)-রূপে মিথুনীভূত দ্যাবা-পৃথিবীকে পৃথক করে দেয়। সেই বিস্ফোরণ থেকেই তাঁরা **অভ্যসেতাম্** (< √ ভ্যস্ < √ ভী 'ভয়ে'+ √ অস্ 'ক্ষেপণে', তু. 'ভ্যস ভয়-বেপনয়োঃ' নি. ৩।২১ ; বৈদিক যুগ্মধাতুর নিদর্শন) ভয়ে থরথরিয়ে উঠলেন।

বিপুল অন্তরিক্ষকে রয়েছেন ছেয়ে, যিনি দ্যুলোককে করলেন স্তব্ধ, তিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন) ইন্দ্র [১৩৫]।

'যিনি অহিকে হত্যা করে বইয়ে দিলেন সাতটি সিন্ধু, যিনি দুটি পাষাণের মধ্যে অগ্নিকে জন্ম দিলেন, সব গুটিয়ে আনেন সমরে যিনি, তিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন) ইন্দ্র [১৩৬]।

'যিনি এই যা-কিছু নশ্বর তার কর্তা, যিনি দাস-বর্ণকে দাবিয়ে গুহাচর করলেন, বাজি জিনে নেওয়া জুয়াড়ির মত যিনি (গর্বিত) ধনীর পুষ্টি হরণ করেন, তিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন) ইন্দ্র [১৩৭]।

'যাঁর সম্পর্কে ওরা শুধায়, কোথায় সে?—(শুধায়) সেই ভীষণ দেবতার সম্পর্কে; আবার ওরা তাঁর সম্পর্কে বলে, সে তো নাই! তিনিই কিন্তু (গর্বিত)

---

১৩৫ ঋ. য়ঃ পৃথিবীং ব্যথমানাম্ অদৃংহদ্ য়ঃ পর্বতান্ প্রকুপিতাঁ অরম্ণাৎ, য়ো অন্তরিক্ষং বিমমে বরীয়ো য়ো দ্যাম্ অস্তভ্নাৎ স...২।১২।২। তিনটি লোকে ইন্দ্রের 'বলক্রিয়া'র (dynamism তু. শ্বে. ৬।৮) পরিচয়। আগের মন্ত্রে দ্যুলোক-ভূলোকে একটা ক্ষোভ বা কম্পনের কথা বলা হয়েছে। এটি ছড়িয়ে পড়েছে অন্তরিক্ষে বা প্রাণলোকেও। ত্রিলোকব্যাপী এই ক্ষোভ অধিদৈবতদৃষ্টিতে যেমন বিসৃষ্টির প্রারম্ভে, তেমনি অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বৃত্রবধেরও প্রারম্ভে (অত্র তু. গে.র মন্তব্য)। **পর্বত** প্রধানত অন্তরিক্ষের মেঘ (নিঘ. ১।১০)—যা জল আটকে রাখে, আবার ঝরায়ও। সাংখ্যদৃষ্টিতে আগেরটি তমোগুণের ক্রিয়া, পরেরটি রজোগুণের। পৃথিবীর পর্বতও বর্ষার আগে স্তব্ধ, ঝড়ে বা বর্ষায় চঞ্চল। কিন্তু ইন্দ্রের প্রসাদে শেষপর্যন্ত কোথাও 'ব্যথা' বা 'কোপ' থাকে না, সব শান্ত হয়ে যায়। দেবতা তখন তাঁর মহাবৈপুল্যে প্রাণলোককে ছেয়ে থাকেন। **অরম্ণাৎ** < √ রম্ 'আনন্দ করা; থেমে যাওয়া, থামিয়ে দেওয়া (বি-উপসর্গ ছাড়াও)'।

১৩৬ ঋ. য়ো হত্বা.হিম্ অরিণাৎ সপ্ত সিন্ধূন্ য়ো গা উদাজদ্ অপধা বলস্য, য়ো অশ্মনোর্ অন্তর্ অগ্নিং জজান সংবৃক্ সমৎসু স...২।১২।৩। ইন্দ্রের অধ্যাত্মকীর্তির বর্ণনা। প্রথমতঃ প্রাণের মুক্তি, তারপর প্রজ্ঞার মুক্তি, তারপর সমস্ত আধারকে যোগাগ্নিময় করে তোলা (দ্র. টী. ২২৮)। কোনটাই সহজে হয় না, হয় সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে। কিন্তু তার প্রত্যেক পর্বে ইন্দ্র বিক্ষিপ্ত শক্তিকে গুটিয়ে আনেন সত্তার কেন্দ্রে। **উদাজৎ** < উৎ √ অজ্ 'তাড়ানো'। 'উৎ' উজানধারা বোঝাচ্ছে—ভূলোক থেকে দ্যুলোকের দিকে। **অপধা** < অপ √ ধা 'স্থাপন করা', ক্রিয়াবিণ., বলের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে, তার কবল থেকে মুক্ত করে। তু. ২।১৪।৩। দুটি পাথরের মধ্যে অগ্নিজনন দ্র. টী. ২২৮। **সম্-অদ্** (নিঘ. সংগ্রাম ২।১৭), সবাই যেখানে জুটে খাওয়া-খাওয়ি করে, সংঘর্ষ। বৃত্রের নিরানব্বুইটি পুরের প্রত্যেকটি দীর্ণ করতে ইন্দ্রকে লড়তে হয় তার সঙ্গে। তার ফলে তিনি হন **সংবৃক্** (< সম্ √ বৃজ্ 'মোড় ফেরানো'; তু. ছা. তৌ বা এতৌ দ্বৌ সংবর্গৌ, বায়ুর্ এব দেবেষু, প্রাণঃ প্রাণেষু ৪।৩।৪, লয়স্থান, যার মধ্যে সব-কিছু গুটিয়ে আসে) অর্থাৎ প্রাণের পরাক্ বৃত্তিগুলিকে প্রত্যক্ বা কেন্দ্রাভিগ করেন। কি করে, তা পরের মন্ত্র দুটিতে আছে।

১৩৭ ঋ. য়েনে.মা বিশ্বা চ্যবনা কৃতানি য়ো দাসং বর্ণম্ অধরং গুহা.কঃ, শ্বঘ্নী.ব য়ো জিগীবাঁ লক্ষম্ আদদ্ অর্যঃ পুষ্টানি স...২।১২।৪। বিশ্বের সব-কিছুই চ্যুতিধর্মা বা ক্ষরণশীল, কেবল ইন্দ্রই 'অচ্যুত' (তু. ১।৫২।২, ১০।১১১।৩) বা অক্ষর। অথবা ইন্দ্র 'অচ্যুতচ্যুৎ' (২।১২।৯, ৬।১৮।৫), যা অটল তাও টলিয়ে দেন (দ্র. টী. ১৩৫)।...দুটি বর্ণ—একটি দাস, আরেকটি আর্য (৩।৩৪।৯)। **দাস** স্বভাবত 'অধর' অর্থাৎ নিচুতলার, বেদে কোনও আর্যকে 'দাস্যাঃ পুত্রঃ' বলা চরম অপমান। এই দাসদের মধ্যে যারা উঁচুতলার, তারা **দস্যু** (তু. ৩।৩৪।৯)। দুটি শব্দের মূলে একই দস্ ধাতু—'উজাড় করা' অর্থে। ওই ধাতু হতেই 'দস্র' অশ্বিদ্বয়ের নিরূঢ় বিণ., যাঁরা দ্যুস্থান দেবতারূপে সবার আগে অন্ধকারের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। এখানে সমাজস্থিতির একটা ব্যাপারকে অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা দেওয়া হয়েছে। দাসদের গুহাচর হওয়ার সঙ্গে তু. সপ্তশতীতে শুম্ভ-নিশুম্ভবধের পর 'শেষাঃ পাতালম্ আয়য়ুঃ' (১২।৩৫)। এরাই যোগশাস্ত্রের 'আশয়' বা অবিদ্যার মৌল সংস্কার। দাসদের চাইতেও সম্পৎশালী হল দস্যুরা। কিন্তু তারা **অরি** কিনা 'শত্রু' (শব্দটির সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে প্রয়োগও আছে, দ্র.

ধনীর পুষ্টিকে লোপাট করেন পাশার খারাপ দানের মত। তাঁকে শ্রদ্ধা কর। তিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন) ইন্দ্র [১৩৮]।

'যিনি ঋদ্ধ এবং কৃশ দুয়েরই প্রচোদয়িতা, যিনি ব্রহ্মার এবং ভিক্ষাজীবী কীর্তনীয়ারও (প্রচোদয়িতা) ; পাষাণ জুড়ে সোমসবন করে যে, তাকে যিনি আগলে থাকেন সুবীর্য হয়ে, তিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন) ইন্দ্র [১৩৯]।

'যাঁর প্রশাসনে অশ্বেরা আর গোযুথেরা, যাঁর (প্রশাসনে) গ্রামেরা আর সব রথেরা, যিনি সূর্যকে আর উষাকে জন্ম দিয়েছেন, যিনি অপ্‌দের নেতা, তিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন) ইন্দ্র [১৪০]।

বৈপ. টিপ্পনী। তাদের 'পুষ্টি' আছে (তু. গী. আসুরী সম্পদ ১৬।৪-১৮), কিন্তু তারা তা 'দেবতাকে দিতে জানে না' (সম্ভবত শব্দটির ব্যু. < অ √ রা 'দানে', ষষ্ঠীর একবচনে 'অর্যঃ' ; পণিরাও এমনিতর 'অরি' ; আরও তু. ঋ. ৩।৫৩।১৪, টী. ৬২৩)। দিনে-দিনে তারা ফেঁপে ওঠে, কিন্তু একদিন অকস্মাৎ দেবতা সব সম্পদ হরণ করে তাদের ফতুর করে দেন। বাইরে থেকে মনে হয়, এ বুঝি ভাগ্যের জুয়াখেলা, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে এই ছিল তাঁর 'লক্ষ' বা জুয়ার পণ। বাস্তবিক, তাঁর মত **শ্বঘ্নী** বা জুয়াড়ী আর কে (তু. কৃতং যচ্ ছঘ্নী বিচিনোতি কালে ১০।৪২।৯, কৃতং [=লক্ষং] ন শ্বঘ্নী বি চিনোতি দেবনে [পাশাখেলায়] সংবর্গং [তু. ৩, টী. ১৩৬] যন্ মঘবা সূর্যং জয়ৎ ৪৩।৫]) ?

১৩৮ ঋ. যং স্মা পৃচ্ছন্তি কুহ সে.তি ঘোরম্ উতে.ম্ আহুর্ নৈ.ষো অস্তীত্যে.নম্, সো অর্যঃ পুষ্টীর্ বিজ ইবা.মিনাতি শ্রদ্ অস্মৈ ধত্ত স...২।১২।৫। পূর্ব ঋকের ভাবনার অনুবৃত্তি। এখানেও আসুরিক দম্ভ আর তার পরাভবের কথা চলছে। আসুরিক বৃত্তিদের দেখতে পাচ্ছি তিন স্তরে। প্রথমত 'দাসে'র মূঢ়তা, তারপর 'দস্যু'র প্রক্ষোভ, আর সবার শেষে বুদ্ধির অহঙ্কার। এইটি দেখা দেয় সংশয় আর নাস্তিক্যের আকারে। এই আসুরিকতা যাদের মধ্যে আছে, তাদের সাধারণ সংজ্ঞা হল 'অদেব' (দ্র. বেমী. ২৬১...)। কিন্তু তাদেরও শেষ পরিণাম হয় ওই দস্যুদের মত, তাদের বুদ্ধির দর্পকে দেবতা ধুলায় লুটিয়ে দিয়ে তাদের নিঃস্ব করেন। এখানেও পাশাখেলার উপমার জের টানা হয়েছে।...**বিজ্** একটি পারিভাষিক শব্দ, সম্ভবত বোঝায় চালাক জুয়াড়ী হাতসাফাই করে যে-পণ জিনে নেয় (তু. মহাভারতের শকুনি ; দ্র. ঋ. শ্বঘ্নী.ব কৃত্নুর্ বিজ আমিনানা ১।৯২।১০, তত্র গে.)।... **শ্রদ্** ॥ হৃদ্ (তু, Lat. *cor*, Eng. *heart*) < √ হৃ ॥ ঘৃ 'দীপ্তিক্ষরণয়োঃ' দ্র. টী. ১৬৪ ; এইটি যোগে বিশোকা জ্যোতিষ্মতী সংবিৎ বা হার্দ জ্যোতি (তু. ঋ. ৪।৫৮।৫, টী. ১৩০৩)। ইন্দ্রকে 'হৃদা' পাওয়া (১।৬১।২, টী. ৭৬১, ১১৬) আর তাঁকে 'শ্রদ্-ধা' দিয়ে পাওয়া একই কথা। 'শ্রদ্ধা' বৈদিক ধী-যোগের মুখ্য সাধন। উপনিষদে 'হৃদয়' ব্রহ্মের দ্বারপালদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (বৃ. ৪।১।৭)।

১৩৯ ঋ. যো রধ্রস্য চোদিতা যঃ কৃশস্য যো ব্রহ্মণো নাধমানস্য কীরেঃ, যুক্তগ্রাব্ণো যো হবিতা সুশিপ্র সুতসোমস্য স...২।১২।৬। ইন্দ্র সবিতার মতই সবার প্রচোদয়িতা, তাঁর কাছে ছোট-বড়র ভেদ নাই। যে ব্রহ্মবাদী অথবা যে সোমযাজী, উভয়েরই ঈশান তিনি।...**রধ্র** < √ ঋধ্ 'সমৃদ্ধ হওয়া' (তু. ২।৩০।৬, ২১।৪, ১০।২৪।৩, ৩৮।৫, ৮।৮০।৩, ৬।৪৪।১০, ১৮।৪...)। **নাধমানস্য কীরেঃ**—তু. শ্রোতা হবং নাধমানস্য কারোঃ ১।১৭৮।৩ ; ২।২৯।৪। √ নাধ্ 'যাচ্ঞা করা'—দেবতার কাছে ; এই অর্থেই সাধারণ প্রয়োগ। কিন্তু 'ব্রহ্মা' ব্রহ্মবিদ্ এবং ব্রহ্মবাদী। তিনি যদি 'কীরি' বা কীর্তনীয়া হন, তাহলে সামগানের মাধ্যমে তাঁর ব্রহ্মঘোষের একটি বিবৃতি পাই তৈউ.তে (৩।১০)। তিনি কামান্নী এবং কামরূপী হয়ে বিচরণ করেন, এমন ইঙ্গিতও সেখানে আছে। এঁকে 'নাধমান' বললে ভিক্ষোপজীবী যতির ছবি মনে আসে, যিনি ঋ.তে দুর্লভ নন, (৮।৩।৯, যতি ইন্দ্ররক্ষিত ; দ্র. ১০।১১৭ সূ., যার ঋষি 'ভিক্ষু' আঙ্গিরস)। এর পরেই সোমযাজীর উল্লেখ থাকাতে মনে হয়, এখানে যতি এবং যাজ্ঞিক দুই শ্রেণীর সাধকের কথা বলা হচ্ছে। ব্রহ্মবিদ্, কীর্তনকারী, অথচ 'নাধমান'—ইনিই কি পরবর্তী যুগের 'নাথ' যোগী, যাঁর শেষ পরিণাম বাংলার বাউল ? ল. উপনিষদে ভিক্ষাচর্য প্রশস্ত—ব্রাহ্মণের বেলাতেও (বৃ. ৩।৫।১, ৪।৪।২২ ; ছা. ৪।৪।৫-৮ ; কৌ. ২।১)।

১৪০ ঋ. যস্যা.শ্বাসঃ প্রদিশি যস্য গাবো যস্য গ্রামা যস্য বিশ্বে রথাসঃ, যঃ সূর্যং য উষসং জজান যো অপাং নেতা স...২।১২।৭। ঋকের প্রথমার্ধে ইন্দ্রপ্রশাসিত জগতের ছবি—তাতে আছে গো, অশ্ব এবং মানুষ আর

'রণহুঙ্কারে ভিড়ে-যাওরা দুটি সেনা যাঁকে যার-যার মত ডাকে, (আর ডাকে) বড় আর ছোট দুটি শত্রুদলই, এক রথে আসীন (রথী আর সারথি) নানাভাবে ডাকে যাঁকে, তিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন) ইন্দ্র [১৪১]।

'যাঁকে ছাড়া বিজয়ী হতে পারে না জনগণ, যুঝতে গিয়ে (সবাই) যাঁকে ডাকে প্রসাদ চেয়ে, যিনি আছেন সব-কিছু ছাপিয়ে, অচ্যুতকেও চ্যুত করেন যিনি, তিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন) ইন্দ্র [১৪২]।

'মহাপাতক করে যারা, তাদের সবাইকে যিনি বোঝবার আগেই প্রহরণ দিয়ে হত্যা করেছেন, যিনি ধৃষ্টের ক্ষমা করেন না ধৃষ্টতা, যিনি দস্যুর হন্তা, তিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন) ইন্দ্র [১৪৩]।

তার পুর (রথ) এবং জনপদ (গ্রাম)। তারই মধ্যে চেতনার ক্রমিক উন্মেষের ছবিটি পাই উত্তরার্ধে : প্রথমত ইন্দ্রের প্রসাদে অবরুদ্ধ প্রাণের ধারা মুক্তি পেল, তার কূলে ফুটল প্রাতিভসংবিৎএর উষা, যার পরিণাম সূর্যের মধ্যাহ্নদীপ্তিতে। মনে হয়, ঋষি যেন নদীর কূলে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছেন, দ্যুলোকের আলো ছড়িয়ে পড়তে দেখছেন পৃথিবীর উপরে, আর এই পটভূমিকায় প্রত্যক্ষ করছেন সর্বত্র ঐন্দ্রী চেতনার অভ্যুদয়ের মহিমা।...ইন্দ্রের 'প্রদিশ্' তাঁর দেশনা বা প্রশাসন।

১৪১ ঋ. যং ক্রন্দসী সংয়তী বিহ্বয়েতে পরে ঽবরে উভয়া অমিত্রাঃ, সমানং চিদ্ রথম্ আতস্থিবাংসা নানা হবেতে স...২।১২।৮। বিশ্বের সর্বত্র একটা দ্বৈতলীলা—কোথাও অরিচ্ছন্দে, কোথাও-বা মিত্রচ্ছন্দে। ইন্দ্র সমস্ত দ্বৈতের কিন্তু পক্ষপাতহীন অদ্বৈত আশ্রয়। এই ভাবনারই অধ্যাত্ম প্রতিরূপ পাই উপনিষদে, যেখানে পাপ ও পুণ্যের অতীত অনুভবের বিবৃতি আছে (দ্র. বৃ. ৪।৪।২২, তৈ. ২।৯...)। মন্ত্রে উল্লিখিত প্রথম দ্বৈতটি দেবসেনা আর অসুরসেনার। তারাই **ক্রন্দসী** কিনা গর্জনশীল < √ক্রন্দ্ 'গর্জন করা' তু. 'কনিক্রদৎ' ঋ.তে বহুপ্রযুক্ত বিণ, যেমন বৃষভের)। নিঘ.তে অনুরূপ 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিবীর নাম (৩।৩০ ; সেখানে কিন্তু 'ক্রন্দসী' নাই ; অত্র সা. ক্রন্দসী রোদসী শব্দং কুর্বাণে, মানুষী দৈবী চ দ্বে সেনে বা)। দ্বিতীয় দ্বৈত যে-কোনও দুটি বিরুদ্ধ ব্যক্তির। এ-দুটি দ্বৈত অরিচ্ছন্দের। মিত্রচ্ছন্দের হল একই রথে রথী এবং সারথি। সেখানেও অরিচ্ছন্দ থাকতে পারে, যেমন একই আধারে ধর্মবুদ্ধি আর পাপবুদ্ধির দ্বন্দ্বে।

১৪২ ঋ. যস্মান্ ন ঋতে বিজয়ন্তে জনাসো যং যুধ্যমানা অবসে হবন্তে, যো বিশ্বস্য প্রতিমানং বভূব যো অচ্যুতচ্যুৎ স...২।১২।৯। বিশ্বের সমস্ত বিজয় ইন্দ্রেরই বিজয় (তু. কে. ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে ৩।১), এখন তা যে-পক্ষেরই হ'ক না কেন—যদিও সবাই মনে করে 'এ-বিজয় আমারই'। এ-অহঙ্কার যাদের নাই, তারা তাঁর অনুস্মৃতি হৃদয়ে বহন ক'রে তাঁর হয়েই যুদ্ধ করে। পথের যে-বাধা অনড় হয়ে আছে, তাকে নড়াতে পারেন কেবল তিনিই। এমনি করে যেমন তিনি বিশ্বের সব পরিস্পন্দে, তেমনি সব-কিছু ছাপিয়েও তিনি—যেমন রূপে-রূপে প্রতিরূপ (৬।৪৭।১৮), তেমনি মানে-মানে **প্রতিমান** (তু. ১।৩১।৭, ৫২।১২, ১৩, ১০২।৬, ৮, *৩।৩১।৮, *৪।১৮।৪, *৬।১৮।১২, ১০।১১১।৫, ১৩৮।৩ ; ৮৯।৫, ১২০।৬ ; সর্বত্র ইন্দ্রসম্পর্ক) অর্থাৎ তাঁর মাপে সবাই খাটো।

১৪৩ ঋ. যঃ শশ্বতো মহ্যে.নো দধানান্ অমন্যমানাঞ্ ছর্বা জঘান, যঃ শর্ধতে না.নুদদাতি শৃধ্যাং যো দস্যোর্ হন্তা স...২।১২।১০। একথা সত্য, সবাইকে ছাপিয়ে দ্যুলোকে তিনি অমৃত হয়ে আ.ছন (তু. ১০।৯০।৩, ৪)। কিন্তু এই মর্ত্যলোকে আছে পাপ, আছে দস্যুর হানা। কে আমাদের তাথেকে বাঁচাবে ? বাঁচাবেন তিনিই। অদিব্যশক্তিদের কোনও স্পর্ধাকেই তিনি ক্ষমা করেন না। বাইরে তারা যত দাপাদাপিই করুক, ভিতরে-ভিতরে তিনি আগেই তাদের মেরে রেখেছেন (তু. গী. ১১।৩৩)। সুতরাং তাদের আস্ফালনে ভয় পাবার কিছুই নাই। অন্ধকারের উপর আলোর বিজয় যে বিশ্বের দিব্য নিয়তি—তার প্রতি একটি গভীর বিশ্বাস সূচিত হয়েছে এই মন্ত্রে।...'মহি এনঃ' তু. জুহুরাণম্ এনঃ (১।১৮৯।১)। 'মহি' বিণ., বোঝাচ্ছে পাপের দুর্ধর্ষতাকে (তু. ৭।৮৬।৬, টী. ২৩৩।৩)। 'অমন্যমান' যে কিছু ভাবতেই পারছে না। **শরু** < √শৃ 'গুঁড়িয়ে দেওয়া ; ছিন্ন-ভিন্ন করা', এখানে বজ্র। **শৃধ্যা** < √শৃধ্ 'স্পর্ধিত হওয়া' > 'শর্ধৎ'।

'শম্বর পর্বতে-পর্বতে বাস করে। চল্লিশ শরৎ পার হয়ে যিনি তার নাগাল পেলেন, ওজস্বিতা দেখায় যে-অহি তাকে যিনি হত্যা করেছেন, (আর করেছেন) শয়ান দানুকে, তিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন) ইন্দ্র [১৪৪]।

'সপ্তরশ্মি বৃষভ যিনি বীর্যে-উপচে-পড়া, বইয়ে দিলেন মুক্তধারায় সাতটি সিন্ধুকে, যিনি রৌহিণকে হটিয়ে দিলেন বজ্রবাহু হয়ে—ও যখন দ্যুলোকে চড়তে যাচ্ছিল, তিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন) ইন্দ্র [১৪৫]।

---

১৪৪ ঋ. য়ঃ শম্বরং পর্বতেষু ক্ষিয়ন্তং চত্বারিংশ্যাং শরদ্যন্ববিন্দৎ, ওজায়মানং য়ো অহিং জঘান দানুং শয়ানং স...২।১২।১১। 'শম্বর' এবং 'অহি' বৃত্রশক্তির নামান্তর (দ্র. টী. ৫৮২)। এখানে তার আরেকটি পরিচয় **দানু**, যা অন্যত্র তার মায়ের নাম (ঋ.১।৩২।৯, টী. ৭০৯)। সুতরাং সংজ্ঞাটি মূলাবিদ্যা এবং তূলাবিদ্যা উভয়কেই বোঝাচ্ছে। 'চত্বারিংশ্যাং **শরদি**' চল্লিশ বছরের মুখে। মনে হয়, এটি ঋষির ব্যক্তিগত জীবনের ইঙ্গিতবাহী। তিনি চল্লিশ বছর বয়সে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তখনই তাঁর আধারে গুহাহিত এবং আশয়রূপে 'শয়ান' বৃত্রকে চরম আঘাত হেনেছিলেন। তারপরে যা ঘটল, তার বর্ণনা পরের ঋকে।...সংবৎসর বোঝাতে বেদে তিনটি শব্দ আছে: 'হিম' (১।৬৪।১৪, ২।৩৩।২, ৫।৫৪।১৫, ৬।৪৮।৮), 'শরৎ' (২।২৭।১০, ৩।৩৬।১০, ১০।১৮।৪, ৮৫।৩৯, ১৬১।৩, ৪), 'বর্ষ' (এই শব্দটি 'বৃষ্টি' বোঝাতে দুবার মাত্র ঋ তে আছে ৫।৫৮।৭, ৮৩।১০; 'বর্ষাঃ' ঋতু বোঝাতে অন্যান্য সংহিতায় এবং ব্রাহ্মণে আছে, সংবৎসর বোঝাতে 'বর্ষ' শুধু ব্রাহ্মণেই পাওয়া যায়, দ্র. ঐ. ৪।১৭, শ. ১।৯।৩।১৯...)। বৎসরগণনার তাহলে তিনটি রীতি পাওয়া যাচ্ছে। যখন বরফে সব ঢেকে যায়, তখন থেকে বৎসর গুনলে তার সংজ্ঞা 'হিম'। বরফ পড়ে না, কিন্তু গাছের পাতা ঝরে যায় (হিন্দীতে 'পতঝড়', ইংরেজিতে 'fall'), তখন বছরের শুরু হলে তা 'শরৎ' (যখন পত্রপুষ্পের শোভা নষ্ট হয়ে যায়)। আর যখন পাতা-ঝরা তেমন চোখে পড়ে না বলে বর্ষা দিয়ে বছর গোনা হয়, তখন তা 'বর্ষ'। ল. ভারতবর্ষে এই তিনটি নৈসর্গিক ঘটনাই ঘটে—হিমবৎপ্রদেশে 'হিম' পড়ে, তার পাদদেশের পাহাড়গুলিতে পাতা ঝরে, আর সমতল ভূমিতে বর্ষা নামে লক্ষণীয়ভাবে। সংবৎসরবাচী সংজ্ঞা তিনটির মধ্যে একটা ক্রম আছে। সবচাইতে প্রাচীন শব্দ 'হিম', তারপর 'শরৎ' এবং এখন 'বর্ষ'। এর মধ্যে আর্যজনের বাসস্থান-পরিবর্তনের একটা ধারাবাহিকতা পাওয়া যায়। প্রথমে তাঁরা ছিলেন কোনও হিমবৎপ্রদেশে—হয়তো কাশ্মীরেরও উত্তরে, তারপর নেমে এলেন উত্তরাখণ্ডে (প্রাচীনকালে যার সীমা পশ্চিমদিকে বহুবিস্তৃত ছিল) এবং অবশেষে সিন্ধুর উপত্যকায়। এতে তাঁদের আদিনিবাসের একটা হদিশ পাওয়া যায়। ল. মধ্য এশিয়ার বর্তমান 'আজেরবয়জান' একটি ইরাণী শব্দের অপভ্রংশ, যার সংস্কৃত রূপ 'আর্যাণাং বীজম্' বা আর্যদের বীজভূমি। এই প্রসঙ্গে উত্তর দক্ষিণ বোঝাতে ঋ.তে 'উত্তর-অধর' শব্দ দুটিও ল.—যার ব্যু.লভ্য অর্থ হল 'উঁচু-নিচু'। নীচে এসে আর্যদের অভিযান চলল পুবদিকে, তাঁরা তখন 'জ্যোতিরগ্র'। এই শব্দগুলির সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা সংশ্লিষ্ট থাকা অসম্ভব নয়।

১৪৫ ঋ. য়ঃ সপ্তরশ্মির্ বৃষভস্ তুবিষ্মান্ অবাসৃজৎ সর্তবে সপ্তসিন্ধূন্, য়ো রৌহিণম্ অস্ফুরদ্ বজ্রবাহুর্ দ্যাম্ আরোহন্তং স...২।১২।১২। **সপ্তরশ্মি** দ্র. টী. ৪২৮২, ৩। এটি আবার ইন্দ্ররথেরও বিণ. (২।১৮।১, ৬।৪৪।২৪)। ঐব্রা.তে যজ্ঞ দেবরথ (২।৩৭) অর্থাৎ মানুষের উৎসর্গ-ভাবনাকে আশ্রয় করে দেবতা তার মধ্যে আবিষ্ট হন। আবার ঋ.তে পাই, যজ্ঞের সাতটি ধাম বা ধাপ (৯।১০২।২, টী. ১৮৭৫)। একে দেবযানের আলোক-সরণিও বলা যেতে পারে। তাইতে দেবরথ সপ্তরশ্মি। সে-রথের রথী দেবতাও সপ্তরশ্মি। এই সপ্তরশ্মি দেবতা যখন রেতোধা বৃষভরূপে আধারে উপচে ওঠেন, তখন তাঁর শক্তি সপ্তসিন্ধুর ধারায় আনখশীর্ষ প্রবাহিত হতে থাকে। কিন্তু এটি দেবতার প্রসাদেই হয়, আসুরিক প্রমত্ততায় হয় না (স্ম. পুরাণের 'দক্ষযজ্ঞ'; তু. গী. ১৬।১৪-১৫)। ঋকের উত্তরার্ধে সে-কথাই বলা হচ্ছে। সেখানে **রৌহিণ** অসুরের উল্লেখ আছে। সে দ্যুলোকে চড়তে চায়, কিন্তু ইন্দ্র তাকে ঝেড়ে ফেলে দেন। তার কথায় ঋ.র অন্যত্র বলা হচ্ছে, ইন্দ্র তাকে 'অভিনৎ' অর্থাৎ সে যেন ফেঁপে উঠছিল, কিন্তু ইন্দ্র তাকে চুপসে দিলেন (১।১০৩।২; তু. শৌ. ২০।১২৮।১৩)। সেখানে অন্যান্য বৃত্রানুচরদের উল্লেখও আছে। দেবতা দর্পহারী একথা এ-সূক্তের গোড়াতেও পেয়েছি (৪—৫)।...ল. 'রৌহিণে'র একটা ভাল অর্থ ব্রাহ্মণে আছে। শ.তে প্রবর্গ্যযাগে রৌহিণ-পুরোডাশের কথা পাই। অধিদৈবতদৃষ্টিতে প্রবর্গ্য সূর্যস্বরূপ, আর দুটি রৌহিণ অগ্নি-আদিত্য অহোরাত্র বা দ্যাবাপৃথিবী; আর অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রবর্গ্য মস্তক, আর রৌহিণ দুটি চোখ (১৪।২।১।১-৫; মা. ৩৭।২১)। অগ্নিশিখা ও আদিত্যরশ্মির উদয়ন প্রত্যক্ষ, এইখানে রৌহিণ-নামের

দ্যুলোক আর পৃথিবীও নুয়ে পড়ে—এঁর কাছে, এঁর প্রাণোচ্ছ্বাসকে ভয় করে পর্বতেরাও ; যিনি সোমপায়ী, সংহত এবং বজ্রবাহু, যিনি বজ্রহস্ত, তিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন) ইন্দ্র [৭৪৬]।

'যিনি সবনকারীকে আগলে থাকেন, আর পাচককে ; (আগলে থাকেন) শস্ত্রপাঠককে আর কর্মকর্তাকে তাঁর শক্তি দিয়ে ; ব্রহ্মঘোষ যাঁকে বাড়িয়ে তোলে, (বাড়িয়ে তোলে) সোম আর এই ঋদ্ধ কর্ম, তিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন) ইন্দ্র [৭৪৭] ।

'যে-তুমি সবনকারী আর পাচকের জন্য দুর্বার হয়েই ওঅঃশক্তি আন আগল ভেঙে, সেই তুমিই তো সত্য। আমরা তোমার হে ইন্দ্র, চিরকাল প্রিয় থেকে সুবীর্য হয়ে বিদ্যাকে যেন ঘোষণা করতে পারি [৭৪৮] ।'

এবং দ্যুলোকারোহণের সঙ্গে তার সম্পর্কের সার্থকতা। রৌহিণ স্পষ্টতই < 'রোহিণী' যা ঋ.র একজায়গায় বোঝাচ্ছে উষাকে ('ইয়ং য়া নীচ্য.র্কিণী রূপা রোহিণ্যা কৃতা, চিত্রে.ব প্রত্য.দর্শ্য.য়াত্য.ন্তর্ দশসু বাহুষু'—এই যিনি নুয়ে পড়েছেন [পৃথিবীর উপর] শিখাময়ী [অথবা আগুনের সুরে]...কত রূপই ফোটালেন রাঙা মেয়ে... চিত্রাণী হয়ে যেন তিনি সামনে দেখা দিলেন দশটি বাহুর মধ্যে [অর্থাৎ আকাশের দশ দিকের মধ্যে ; বৈরোচনী দশভুজা দুর্গার আভাস আসছে মন্ত্রটিতে] ৮।১০১।১৩)। ল. নিঘ.তে রৌহিণ 'মেঘ' (১।১০) অর্থাৎ ভোর-বেলার লাল মেঘ, যা বৃত্রের প্রতীক (দ্র. নি. ২।১৬)। এই মেঘে যেমন আবরণ আছে, তেমনি আলোর সূচনাও আছে। তাই সে সপ্তশতীর শুম্ভের মত দেবতার কাছাকাছি। উষার লাল রং আবার রজোগুণেরও প্রতীক। এই রজোগুণ অদিব্য হলেই হয় রৌহিণ।

৭৪৬ ঋ. দ্যাবা চিদ্ অস্মৈ পৃথিবী নমেতে শুষ্মাচ্ চিদ্ অস্য পর্ব্ তা ভয়ন্তে, য়ঃ সোমপা নিচিতো বজ্রবাহুর্ য়ো বজ্রহস্তঃ স...২।১২।১৩। ঋকের প্রথমার্ধে দেবাবেশের ফলে আন্তর প্রক্ষোভের বর্ণনা—রামকৃষ্ণদেবের ভাষায়, 'কুঁড়ে ঘরে হাতি ঢোকার মত।' পর্বতেরা ভয় পায়, কেননা তিনি 'অচ্যুতচ্যুৎ'—কোথাও কোনও আড় থাকতে দেন না (দ্র. ২, ৯)। উত্তরার্ধে দেবতার সৌম্য-গম্ভীর রূপের বর্ণনা। **নিচিত** < √ চি 'চয়নে', পুঞ্জিত, ঘনীভূত। ভাবনার বিন্দু-বিন্দু সঞ্চয়ে দেবতা গভীরে (নি) রূপ ধরেছেন। আবার < √ চি 'দর্শনে'—বিদ্যুৎঝলকের মত, এও হয়। সা. ধাতুটির দুই অর্থ ই গ্রহণ করেছেন।

৭৪৭ ঋ. য়ঃ সুন্বন্তম্ অবতি য়ঃ পচন্তং য়ঃ শশমানম্ ঊতী, য়স্য ব্রহ্ম বর্ধনং য়স্য সো.মো য়স্যে.দং রাধঃ স... ২।১২।১৪। সোমযাগের বিশিষ্ট অঙ্গের সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ। এই যাগই অমৃতত্বের সাধন। 'সবন' সোমের ; 'পচন' পুরোডাশাদির ; 'শংসন' ঋঙ্মন্ত্রের ; 'শমন' শ্রম ও অভিনিবেশসাধ্য নানা কর্মের অনুষ্ঠান ; 'ব্রহ্ম' ব্রহ্মঘোষ ও ব্রহ্মবর্চঃ। তাছাড়া আছে সোমের আহুতি। এইসব দিয়ে কর্ম ঋদ্ধ হয় ; তা-ই আমাদের 'রাধঃ'। **শশমান** < √ শম্ 'পরিশ্রম করা ; শান্ত হওয়া' + আন। অধ্বর্যুর শ্রম, আর ব্রহ্মার প্রশম, শব্দটিতে দুয়ের সংশ্লেষ আছে।

৭৪৮ ঋ. য়ঃ সুন্বতে পচতে দুধ্র আ চিদ্ বাজং দর্দর্ষি স কিলা.সি সত্যঃ, বয়ং ত ইন্দ্র বিশ্বহ প্রিয়াসঃ সুবীরাসো বিদথম্ আ বদেম ২।১২।১৫। ইন্দ্র যে সত্য তার প্রমাণ, তাঁর উদ্দেশে অনুষ্ঠিত সোমযাগ কখনও নিষ্ফল হয় না, যজমানকে তা ওজস্বী করে তোলে। নাস্তিকের বিরুদ্ধে এই শেষ জবাব। তাঁর মহিমা বাইরে তো সত্য বটেই, কিন্তু তা আরও সত্য অন্তরে—যখন তাঁর বজ্রতেজ সঞ্চারিত হয় আমাদের মধ্যে। বস্তুত ঈশ্বরের অস্তিত্বের অসন্দিগ্ধ প্রমাণ আত্মানুভবে। **দুধ্র** < দুর্ধর 'যাকে ধরে রাখা কঠিন' (তু. ইন্দ্রের বিণ. ৬।২২।৪, ১।৫৬।৩ ; মরুদ্গণ 'দুধ্রকৃতঃ' যাদের কর্মকে ঠেকানো যায় না ১।৬৪।১১ ; সোম ছেঁচবার পাষাণেরা 'সোমমাদো বিদথে দুধ্রবাচঃ (মুখর)' ৭।২১।২ ; মরুদ্গণের 'অমো (বল) দুধ্রো গৌর্ ইব ভীময়ুঃ (ভয়ঙ্কর)' ৫।৫৬।৩। **দর্দর্ষি** < √ দৃ 'দীর্ণ করা', এবং তাইতে মুক্ত করা যা অবরুদ্ধ হয়ে আছে ; তু. (ইন্দ্রং) বাজসনিং পূর্ভিদম্ ৩।৫১।২। ঋকের উত্তরার্ধ তু. ৮।৪৮।১৪ ; শেষপাদ=১।১১৭।২৫ (কিন্তু ঋষি কক্ষীবান্ ; ব্রহ্মঘোষের সামর্থ্যের জন্য একই ভাষায় উভয়ের প্রার্থনা ল.)।

এই সূক্তটিতে বৃত্রবধ এবং সপ্তসিন্ধুর প্রবাহণ ছাড়া ইন্দ্রের মহিমার আরও অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া গেল : তিনি যেমন দয়াল, তেমনি ভয়াল। তিনি সবার মালিক, সবাই তাঁকে ডাকে। চিত্তাকাশে তিনি ফোটান উষার আলো, সূর্যের দীপ্তি। তিনি সংবর্গ এবং নিকায় অর্থাৎ শক্তিবিচ্ছুরণের সংহত একটি কেন্দ্র। অবিদ্বানের নাস্তিক্য যেন এই বোধকেই আরও দৃঢ় করে—তিনিই সত্য।

ইন্দ্রের সঙ্গেই সোমের সম্পর্ক সবচাইতে নিবিড়। ঋক্‌সংহিতায় দেবতাদের মধ্যে তিনিই 'সোমপাতম' [৭৪৯]। সোম তাঁর মধ্যে জাগায় 'মদ' বা মত্ততা, যার পরিচয় বীর্যের উল্লাসে—যেমন অশ্বিদ্বয়ের মধ্যে তা 'মধু' বা অমৃত আনন্দ। গৃৎসমদ একটি সূক্তে এই সোম্য মদের যে-বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে ইন্দ্রের বলকৃতির আরও-কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ঋষি বলছেন :

'এবার আমি এই মহান্ ও সত্য (দেবতার) মহৎ ও সত্য যত কর্ম, তা ঘোষণা করলাম। তিনটি কদ্রুকে তিনি পান করলেন অভিষুত সোমের থেকে। (আর) এরই মত্ততায় অহিকে ইন্দ্র হত্যা করলেন [৭৫০]।

'বংশদণ্ডহীন (নিরালম্বে) বৃহৎ দ্যুলোককে তিনি স্তব্ধ করলেন, আপূরিত করলেন দ্যুলোক ভূলোক আর অন্তরিক্ষ; তিনি ধরে থাকলেন পৃথিবীকে, তাকে প্রসারিতও করলেন।…সোমের মত্ততায় ইন্দ্র সেসব করেছেন [৭৫১]।

---

৭৪৯ তু. ঋ. ১।৮।৭, ২১।১, ৬।৪২।২, ৮।৬।৪০, ১২।১, ২০।

৭৫০ ঋ. প্র ঘা ন্ব.স্য মহতো মহানি সত্যা সত্যস্য করণানি বোচম্, ত্রিকদ্রুকেষ্ব.পিবৎ সুতস্যা.স্য মদে অহিম্ ইন্দ্রো জঘান ২।১৫।১। অহিহত্যা ইন্দ্রের মহৎ এবং সত্য কর্মের মধ্যে মুখ্য। **অহি** বৃত্র বা অবিদ্যাশক্তির কুণ্ডলিত রূপ, ঋ.তেই অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যাকে বলা হয়েছে 'জুহুরাণম্ এনঃ' (১।১৮৯।১) বা কুণ্ডলীপাকানো পাপ। এর আরেক নাম 'ধূর্তি', যাহতে মুক্তির জন্য 'অধ্বরের' সাধনা। সোমযাগে হুতশেষ সোমপান তার প্রধান কৃত্য, যার ফলে মানুষ জ্যোতিতে পৌঁছে বিশ্বদেবতার সাযুজ্যলাভ ক'রে অমৃত হতে পারে (৮।৪৮।৩ ; দ্র. টী, ১১৩, ২০১৫)। এই অহিহত্যা আর হঠযোগে শক্তির কুণ্ডলীমোচন মূলত একই ব্যাপার। অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে তাই হল **ত্রিকদ্রুকে** (দ্র. টী. ১২৭২) ইন্দ্রের সোমপান, অধিযোগদৃষ্টিতে কুণ্ডলিনী শক্তির তিনটি গ্রন্থিভেদ। তিনটি কদ্রু বা গ্রন্থি নাভিতে হৃদয়ে এবং ভ্রূমধ্যে। ত্রিণাচিকেতার তিনটি অগ্নিচয়নও হয় একই রীতিতে (তু. ক. ১।১।১৭-১৮)। তৈউ.র ভাষায় বলতে গেলে, সর্বত্র এক সাধন : প্রাকৃত অন্নময় প্রাণময় ও মনোময় শরীরের আড়াল ঘুচিয়ে অন্নময় প্রাণময় মনোময় এবং তারও পরে বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হয়ে আদিত্যপুরুষের সাযুজ্য লাভ করা (৩।১০।৪-৬)। আত্মার আনন্দস্বরূপের অভিব্যক্তি তখন উদ্‌ঘোষিত হয় যে-সামগানে, তৈউ.তে তার উল্লেখ আছে। এটি অভিষুত সোমের পানে অন্তর্যামী ইন্দ্রেরই মত্ততার পরিশেষ।

৭৫১ ঋ. অবংশে দ্যাম্ অস্তভায়দ্ বৃহন্তম্ আ রোদসী অপৃণদ্ অন্তরিক্ষম্, স ধারয়ৎ পৃথিবীং পপ্রথচ্ চ সোমস্য তা মদ ইন্দ্রশ্ চকার ২।১৫।২। ইন্দ্র ত্রিভুবনের ঈশান। তিনটি ভুবনে তাঁর শক্তির উল্লাস প্রকাশ পেয়েছে বিচিত্ররূপে। মন্ত্রটিতে ভুবনের বিন্যাস ল.। প্রথমেই পাচ্ছি **অবংশ** বা লোকোত্তর অব্যক্ত (দ্র. টী. ৬০০৭) ; তু. 'উর্বী গভীরে রজসী সুমেকে অবংশে ধীরঃ শচ্যা সম্ ঐরৎ'—বিপুল গভীর এবং সুনিহিত দুটি ভূমিকে অর্থাৎ দ্যাবা-পৃথিবীকে 'অবংশে' সেই ধীর বা পরমপুরুষ [তু. ১।১৬৪।২১, টী. ২] তাঁর শক্তি দিয়ে সঙ্কল করলেন ৪।৫৬।৩, দ্র. টী. ১২৪৩)। অবংশ 'পর্বহীন', সেখানে লোকসংস্থান নাই। সেই 'পরম ব্যোমে' ইন্দ্র

'(যজ্ঞ'-) সদনের মত পুবদিকে তিনি বিসারিত করলেন (নদীদের)—মেপে-মেপে। বজ্র দিয়ে খুলে দিলেন নদীর খাতগুলি। অনায়াসে বইয়ে দিলেন (তাদের) দীর্ঘযায়ী পথ বেয়ে।...সোমের মত্ততায় ইত্যাদি [১৫২]।

'ঘুম করে নিয়ে যাচ্ছিল দভীতিকে ওরা। তিনি তাদের ঘিরে সব প্রহরণ পুড়িয়ে দিলেন আগুন জ্বালিয়ে। তারপর তিনি (তাকে) জুটিয়ে দিলেন যত গো অশ্ব আর রথ।...সোমের মত্ততায় ইত্যাদি [১৫৩]।

তাঁর সৌম্য আনন্দকে অগম নৈস্তব্ধ্যে ব্যাপ্ত করলেন 'বৃহৎ' দ্যুলোকরূপে। 'বৃহৎ' বোঝাচ্ছে যেমন দ্যুলোকের বৈপুল্য, তেমনি তার পরমতা। উপনিষদে এইটি পূর্ণ এবং অপ্রবর্তী আকাশ (তু. ছা. ৩।১২।৯, বৃ. ২।১।৫, কৌ. ৪।৬ ; আরও তু. ঋ. অক্ষর পরম ব্যোম ১।১৬৪।৩৯, ৪২)। এইটি ভুবনের পরম অন্ত। তার অবম অন্তে আছে 'পৃথিবী' যা ইন্দ্রপ্রথিত (এইখানে 'পৃথিবী'র ব্যু. পাওয়া যাচ্ছে) এবং তাঁর দ্বারাই সর্বাধাররূপে বিধৃত। ভুবনের দুটি অন্তে দুটি স্থাণুত্বের বিন্যাস—একটি চৈতন্যের, আরেকটি জড়ত্বের। জড়ের মধ্যেও দেবতার সৌম্য আনন্দ নিথর হয়ে আছে। দুয়ের মাঝে তাঁর শক্তি যেন উপচে পড়ছে—'রোদসী' বা দ্যুলোক-ভূলোক আর 'অন্তরিক্ষ'কে আপূরিত করছে তাঁর আলোকের বীর্য (তু. সূর্যোদয়ের বিখ্যাত বর্ণনা: আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্ তস্থুষশ্ চ [স্থাবর-জঙ্গমের] ১।১১৫।১)। মন্ত্রের তৃতীয় পাদ=১।১০৩।২ প্রথম পাদ (ঋষি কুৎস আঙ্গিরস); চতুর্থ পাদটি ধ্রুবা।

১৫২ ঋ. সদ্মে.ব প্রাচো বি মিমায় মানৈর্ বজ্রেণ খান্য্.তৃণন্ নদীনাম্, বৃথা.সৃজৎ পথিভির্ দীর্ঘযাথৈঃ সোমস্য...২।১৫।৩। ত্রিভুবন থেকে ঋষির দৃষ্টি গুটিয়ে এল পৃথিবীতে—যেখানে আমরা আছি। পাহাড় ফুঁড়ে নদীরা বইছে সেখানে—যেন দেবতার সৌম্য আনন্দের ধারা, আমাদের প্রাণের ধারা। তারা পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্ত পর্যন্ত 'বিমিত' বা বিসারিত, ছুটে চলেছে পুবমুখী বা আলোর দিকে। আর চলেছে দীর্ঘপথ বেয়ে অনায়াসে—দেববীর্যের প্রেরণায়।...এই অধিভূত বর্ণনার একটি অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা আছে। প্রথমেই নদীর শিরাজালে ছাওয়া পৃথিবীকে পরোক্ষভাবে তুলনা করা হয়েছে **সদ্ম** বা যজ্ঞশালার সঙ্গে (এই সংজ্ঞার প্রয়োগ ১।৭৩।১, ৯।৯২।৬)। পৃথিবী বস্তুত দেবযজনভূমি—যজ্ঞবেদিরূপে ব্যবহারেই তার পরম সার্থকতা (১।১৬৪।৩৫, টী. ২২৫, ৪৫৫৩)। যে-যজ্ঞশালায় সোমযাগ করা হয়, তার নাম 'প্রাগ্বংশ' বা 'প্রাচীনবংশ', কেননা তার ছাতের সব বাঁশের আগগুলি পুবমুখী রাখা হত—যেন তারা আলোর দিকে মুখ করে আছে (তু. 'জ্যোতিরগ্র')। এই ভাবনা এসে গেছে মন্ত্রের **প্রাচঃ** শব্দে, যা উহ্য 'সিন্ধু'র বিণ.। এই সিন্ধুরা অবশ্যই আমাদের পরিচিত 'সপ্তসিন্ধু' (তৃতীয় পাদে 'অসৃজৎ' ক্রিয়ার ব্যবহার ল.)। সিন্ধুরা চলছে পশ্চিম থেকে পুবের দিকে বা আলোর সমুদ্রের দিকে—যেমন মধ্যরাত্র থেকে অশ্বিদ্বয় আলোর সূচনা নিয়ে ছুটে চলেন। ইন্দ্র এমনি করে এই সিন্ধুদের 'মানৈর্ বি মমে' (< √মা 'মানদণ্ড বিছিয়ে মাপা ; বিছানো ; ব্যাপ্ত করা')। প্রাগ্বংশ তৈরী করতে অনেক মাপজোক করতে হত, 'মানৈঃ' তার ইঙ্গিতবাহী। আরও ল. প্রাগ্বংশের আরেকটি নাম 'বিমিত'। সুতরাং ঋকের প্রথম পাদে যজ্ঞশালার ব্যঞ্জনা খুবই স্পষ্ট। আবার নদী যদি নাড়ীর প্রতীক হয়, তাহলে আমাদের এই দেহও যজ্ঞশালা, এই ভাবনা সহজে এসে পড়ে। কিন্তু নাড়ীগুলির জ্যোতিরভিযানের পথে আছে বৃত্রের অবরোধ, ইন্দ্র বজ্রের আঘাতে তা ভেঙে দেন ('খানি অতৃণৎ' তু. ক. পরাঞ্চি খান্য্.তৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ ২।১।১)। তখন তারা মুক্তধারায় ('বৃথা') প্রবাহিত হয় দ্যুলোকের আলোর সমুদ্রের দিকে।...ঋক্‌টিতে অধিভূত অধিযজ্ঞ এবং অধ্যাত্ম তিনটি দৃষ্টিকে কৌশলে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাগ্বংশের উত্তরণ 'অবংশে'—এই ধ্বনিও ল.।

১৫৩ ঋ. স প্রবোল্.হ্‌ন্ পরিগত্যা দভীতের্ বিশ্বম্ অধাগ্ আয়ুধম্ ইদ্ধে অগ্নৌ, সং গোভির্ অশ্বৈর্ অসৃজদ্ রথেভিঃ...২।১৫।৪। মন্ত্রটিতে একটি প্রাচীন ইতিহাসের উল্লেখ আছে। **দভীতি** ইন্দ্রানুগৃহীত একজন রাজর্ষি (সা.)। ইন্দ্র অসুরদের কবল হতে তাঁকে রক্ষা করেছেন, একথা ঋ.র নানাজায়গায় আছে। এই মন্ত্রে তাদের নাম নাই, কিন্তু তারা যে সংখ্যায় বহু তার ইঙ্গিত আছে 'প্রবোলংহ্‌ন্.' এই বিশেষণে—যার অর্থ 'যারা ভাসিয়ে নিয়ে যায়'। অন্যত্র তাদের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে এক হাজার (২।১৩।৯) বা ত্রিশ হাজার (৪।৩০।২১)। কোথাও তারা দাস, কোথাও দস্যু। প্রায়ই তাদের দুজন দলপতির নাম করা হয়েছে—**ধুনি** এবং **চুমুরি**। এখানে তাদের সমস্ত অস্ত্র পুড়িয়ে দেবার কথা পাই, কিন্তু অন্যত্র তাদের ঘুম পাড়িয়ে নিকাশ করবার কথা আছে

'তিনি এই বিশাল নদীর প্রবাহকে থামিয়ে দিলেন। তিনি সাঁতার-না-জানাদের পার করলেন ভালয়-ভালয়। তাঁরা উজিয়ে গিয়ে রয়ির দিকে এগিয়ে চললেন।··· সোমের ইত্যাদি [১৫৪]।

(২।১৫।৯, ৬।২৬।৬, ২০।১৩, ৭।১৯।৪ ; এইটিই ঘুরিয়ে বলা হচ্ছে : 'ইন্দ্র তাদের ঠকিয়ে দিলেন' ১০।১১৩।৯, 'দড়ি দিয়ে না বেঁধেও আটকে রাখলেন' ২।১৩।৯)। অসুরস্তম্ভনের দুটি রীতি স্মরণ করিয়ে দেয় পৌরাণিক আগ্নেয় ও সম্মোহন অস্ত্রের কথা। একজায়গায় অশ্বিদ্বয়কে বলা হয়েছে দভীতির রক্ষক, কিন্তু ল. সেখানে তাঁদের বিণ. 'শতক্রতু' (১।১১২।২৩)। একটি জায়গায় 'দভীতি' ঋষির নাম নয়—শক্রর 'বিণ', যার ব্যু.গত অর্থ হতে পারে 'ঠক, জোচ্চোর' (< √ দম্ভ্ 'ঠকানো')। ঋষি দভীতির নামের সঙ্গে কি ঋষি কবষের মত জীবনের কোনও অতীত ইতিহাস জড়িয়ে আছে (দ্র. টীমূ. ৫২২···)?···কিন্তু ধুনি আর চুমুরি কারা? প্রায়ই তাদের নাম একসঙ্গে করা হয়েছে—বিশেষত দভীতির প্রসঙ্গে। তারা যে বৃত্রের অনুচর অতএব অবিদ্যাশক্তির প্রকারভেদ, তাতে সন্দেহ নাই ; একজায়গায় শম্বরের পুর ভাঙ্‌বার কথায় অন্যান্য অসুরদের সঙ্গে তাদেরও নাম করা হয়েছে (৬।১৮।৮)। 'ধুনি'র ব্যু. < √ ধ্বন্ 'শব্দ করা' হতে (তু. ১।৭৯।১, টী. ৩১৯)। তা বোঝাতে পারে ঝড়ো হাওয়াকে, আগুনের শিখাকে, নদীকে (নিঘ. ১।১৩)। আলোচ্যমান মন্ত্রের পরের মন্ত্রেই পাই, 'স ঈং মহতীং ধুনিম্ এতোর্ অরম্ণাৎ'। পাহাড়ী নদী গর্জে চলেছে, সে-ই হল 'ধুনি'। কল্পনা করা যেতে পারে, সে যখন উপত্যকায় নেমে দুটি তীরকে ঢেউএর 'চুমা' দিয়ে বয়ে চলে, তখন সে 'চুমুরি'। চুম্ব্‌ধাতু সংহিতায় বা ব্রাহ্মণে নাই। কিন্তু ঋ.তে এবং অন্যান্য সংহিতায় একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা আছে 'নিচুম্পুণ'। ঋ.তে পাই, 'পত্নীবন্তঃ সুতা ইম উশন্তো যন্তি বীতয়ে, অপাং জগ্মির্ নিচুম্পুণঃ'—(হে ইন্দ্র), পত্নীসহ এই সোমরসেরা তোমায় চেয়ে চলে (তোমার পানে) তোমার আস্বাদনের জন্য ; তুমি সেই অপ্‌দের কাছে যাও নিচুম্পুণ হয়ে ৮।৯৩.২২। এইখানে আমরা চুম্প্‌ধাতু পাচ্ছি, যা স্পষ্টতই চুম্ব্‌ধাতুর সগোত্র। যাস্ক চুম্প্‌কে ভাঙ্‌ছেন চম্ এবং প্রী এই দুটি ধাতুতে (নি. ৫।১৭)। মা.তে মহীধর বলছেন, ধাতুটি 'চুপ মন্দায়াং গতৌ' ; উব্বট বলছেন, 'নিচুম্পুণঃ নীচৈঃ ক্বণন্' (৩।৪৮ ; তু. ঋ.তে গে. 'sprudelnde' bubbling, sputtering) । মা.তে সংজ্ঞাটি অবভৃথের বিণ.। অবভৃথ সেই নদীপ্রবাহ, যার মধ্যে যজ্ঞপাত্রগুলি যজ্ঞের শেষে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। মহীধর বলছেন, অবভৃথ 'নিতরাং মন্দং গচ্ছতি, যদ্ বা নীচৈর্ অস্মিন্ ক্বণন্তি নীচশব্দেন'। ল. ঋ.র মন্ত্রটির পরের মন্ত্রেই 'অবভৃথ' শব্দটি আছে। এই সমস্ত অনুষঙ্গ থেকে 'নিচুম্পুণে'র যে-ছবিটি ভেসে ওঠে, তা তীরকে চুমু দিতে-দিতে কুলুকুলু বয়ে-যাওয়া একটি নদীপ্রবাহের। ইন্দ্র 'নিচুম্পুণ' অপ্‌দের। এই অপ্‌এরা 'বসতীবরী', সোমের সঙ্গে যাদের মেশানো হয়। তারা বিশ্বদেবতার প্রতীক এবং তাদের আবেশ সোমকে সমর্থ করে। তাই তারা সোমের পত্নী। ইন্দ্র যখন তাঁর জন্য উতলা সোমকে পান করছেন (এখানে যাস্ককল্পিত চম্ ধাতুর ধ্বনি আছে), তখন তাঁর শক্তিরূপিণীদের নিবিড় চুম্বনে নন্দিত করছেন।···মনে হয়, 'নিচুম্পুণে'র চুম্প্‌ ধাতু থেকেই 'চুমুরি' সংজ্ঞাটির ব্যু.। 'ধুনি' তাহলে অশুদ্ধ প্রাণপ্রবাহের আদিম উদ্দামতা, 'চুমুরি' তার খানিকটা-থিতিয়ে-আসার রূপ, আর সবার শেষে ধুনি যখন সমুদ্র-সঙ্গতা, তখন সে শান্ত (ঋ. ২।১৫।৫)। অসুর 'ধুনি' স্বভাবতই পুংলিঙ্গ, আর তার শক্তিরূপে নদী 'ধুনি' স্ত্রীলিঙ্গ। অধিষ্ঠান বোঝাতে পুংলিঙ্গের, আর শক্তি বোঝাতে স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার বেদে বহুজায়গায়—শুধু দেবতার বেলায় নয়, অদেবের বেলাতেও (তু. ইন্দ্র জহি পুমাংসং যাতুধানম্ উত স্ত্রিয়ম্ ৭।১০৪।২৪)। স্ম. অসুর অদেব হলেও সে প্রাণেরই বিভূতি, যেমন দেবতা প্রজ্ঞার।···ধুনি আর চুমুরিকে ইন্দ্র ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছেন, এই কথার অর্থ এখন স্পষ্ট। প্রাণের সমস্ত উত্তালতা ইন্দ্রের প্রসাদে প্রাচেতস সমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে শান্ত হয়ে যাচ্ছে। দভীতির বা আত্মপ্রবঞ্চক সাধকের মুক্তি আনেন দেবতা এই করে। তার জন্য তিনি আধারে অভীপ্সার আগুন জ্বালিয়ে তোলেন—এই হল সাধনার আদি। তার মধ্যে প্রাণ (অশ্ব), প্রজ্ঞা (গো) আর জীবনের স্বচ্ছন্দ গতির (রথ) প্রবাহ বইয়ে দেন—এই তার অন্ত। পরবর্তী ঋকে এই প্রবাহভাবনার অনুবৃত্তি।

১৫৪ ঋ. স ঈং মহীং ধুনিম্ এতোর্ অরম্ণাৎ সো অস্নাতৄন্ অপারয়ৎ স্বস্তি, ত উৎস্নায় রয়িম্ অভি প্র তস্থুঃ সোমস্য ··২।১৫।৫। **ধুনি** এখানে স্ত্রীলিঙ্গ, বোঝাচ্ছে 'কলনাদিনী নদী' (নিঘ. ১।১৩)। সা. বলছেন, 'পরুষ্ণী নদী'। যাস্কের মন্তব্য, 'ইরাবতীং (বর্তমানে 'রাবী') পরুষ্ণীম্ ইত্যাহুঃ পর্ববতী ভাস্বতী কুটিলগামিনী' (নি. ৯।২৬।১)। এই নদীর অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনা দ্র. টী. ৬০৬৪। একই নদী অনুকূল হলে দিব্যা, প্রতিকূল হলে আসুরী—কেননা উভয়েই প্রাজাপত্য (তু. ছা. ১।২।১, বৃ. ১।৩।১, ৫।২।১)। এখানে ধুনি আগের ঋক্‌এর অসুর 'ধুনি'র শক্তিরূপিণী। আবার ধুনি এখানেই ইন্দ্র এবং ইন্দ্রশক্তির ব্যঞ্জনাবহ—এও হতে পারে (তু. ঋ. ত্বং ধুনির্

'তিনি উত্তরবাহিনী করে সিন্ধুকে বইয়ে দিলেন আপন মহিমায়। বজ্র দিয়ে উষার শকটকে পিষে দিলেন—মন্দগামিনীদের ছিন্নভিন্ন করলেন দ্রুতগামিনীদের দিয়ে।... সোমের ইত্যাদি [১৫৫]।

'তিনি জানতে পারলেন, কোথায় লুকিয়ে আছে কন্যারা। আবির্ভূত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন পরাবৃক। পঙ্গু দাঁড়িয়ে রইলেন সামনে। অন্ধ দেখতে পেলেন।...সোমের ইত্যাদি [১৫৬]।

ইন্দ্র ধুনিমতীর্ ঋণোর্ অপঃ ১।১৭৪।৯)। পরুষ্ণীর বিপুল প্রবাহকে ইন্দ্র 'অরম্ণাৎ'—স্তব্ধ করে দিলেন তাকে সমুদ্রসঙ্গতা ক'রে। তার প্রবাহে (তু. 'প্র:রাণ্.হ্.ন্ ২.১৫।৪) যারা ভেসে চলেছিল সাঁতার না জেনে ('অস্নাত্.ন্', অন্যত্র তারা 'য়হু-তুর্শ' এবং 'তুর্বীতি-রয়্য' ১।৫৪।৬, ৬১।১১, ১৭৪।৯, ২।১৩।১২, ৪।১৯।৬, ৩০।১৭, ৫।৩১।৮), তাদের তিনি পার করে দিলেন ('অপারয়ৎ'; তাই ইন্দ্র 'সুপার', তু. ভদ্রা সুপারো অতিপারয়ো নো ভদ্রা সুনীতির্ উত বামনীতিঃ, উরুং নো লোকম্ অনু নেষি বিদ্বান্ স্বর্বজ্ জ্যোতির্ অভয়ং স্বস্তি ৬।৪৭।৭-৮, ল. এই সূক্তেই ইন্দ্র পরমদেবতা ১৮)। কিন্তু যারা সাঁতার জানে, তারা নদীর উজান বেয়ে চলে **রয়ির** দিকে। রয়ি সাধনার লক্ষ্য, সমুদ্রে পৌঁছে অসীমের স্রোতে ভেসে চলা। যজ্ঞের শেষে অবভৃথের মধ্যেও এই ব্যঞ্জনা আছে। 'রয়ি'তে দুটি শব্দ মিশে গেছে—একটি 'রয়ি', আরেকটি *'রা'। কোনটিরই পূর্ণরূপ পাওয়া যায় না। ঋ.তে এই রূপগুলি আছে: রয়িঃ, রায়ঃ; রয়িম্, রাম্ (১০।১১১।৭), রায়ঃ; রয্যা (১০।১৯।৭), রয়িণা (১০।১২২।৩), রায়া, রয়িভিঃ (১।৬৪।১০), রায়ে; রায়ঃ, রয়ীণাম্, রায়াম্ (৯।১০৮।১৬)। দেখা যাচ্ছে, স্বরাদি বিভক্তির বেলায় প্রকৃতি হল 'রা': 'রয়ি' দ্রুত উচ্চারণে 'রৈ' (যার উচ্চারণ হবে হিন্দী 'হৈ'র মত ঈষৎ আকারস্পৃষ্ট) হয়ে যেতে পারে। তার সঙ্গে স্বরাদি বিভক্তি লাগলে পাওয়া যায় 'রায়্'-প্রকৃতি। যদি দানার্থক √রা হতে আকারান্ত 'রা'-শব্দ হয়ে থাকে, তার অসন্দিগ্ধ উদাহরণ একটি মাত্র 'রাম্'। এছাড়া 'রায়া, রায়ে, রায়ঃ, রায়াম্' এই চারটি রূপেই 'রয়ি' এবং *'রা'-র মিশ্রণ ঘটেছে। আরেকটি শব্দ নানা আকারে পাওয়া যায়—'রে' < রৈ < রয়ি সুতরাং মূল শব্দ 'রয়ি', 'রা' তার ছায়া। নিঘ.তে 'রয়ি' জল (১।১২) এবং 'ধন' (২।১০)। শেষের অর্থটি *'রা'-প্রকৃতির সঙ্গে মিশ্রণের ফল (তু. নি. রয়ির্ ইতি ধননাম, রাতের্ দানকর্মণঃ ৪।১৭)। কিন্তু মূল শব্দ 'রয়ি', তার অর্থ স্রোত, বেগ (< √রি॥রী 'বয়ে চলা', তু. Lat. *rivus* 'stream', Gk. *orinein* 'to move', O. Slav. *rinati* 'to flow', OHG., OS., Goth. *rinnan* 'to run' < Gmc. base * *rinn-*) > 'রেতঃ', সংস্কৃত 'রয়ঃ' নদীবেগ; তু. ঋ.তে 'আপো রেরতীঃ', সমুদ্র 'ধরুণো রয়ীণাম্', পুষা 'রায়ো ধারা,' (১০।৩০।১২, ৫।১, ৬।৫৫।৩; আরও তু. ১০।১৮০।১); শব্রা.তে 'মুখ্যা অপ্'রূপে বৈশ্বানর 'রয়ি' (১০।৬।১।১১); ছা.তে তাঁর বস্তি বা মূত্রাশয় 'রয়ি' (৫।১৮।২)। রয়িপ্রশস্তি দ্র. ঋ. ১০।৪৭ সূ. টীমু. ৭৮৪-৯১।

১৫৫ ঋ. সো.দঞ্চং সিন্ধুম্ অরিণান্ মহিত্বা বজ্রেণা.ন উষসঃ সং পিপেষ, অজবসো জবিনীভির্ বিবৃশ্চন্ত্ সোমস্য...২।১৫।৬। প্রথম পাদে পূর্বভাবনার অনুবৃত্তি। ল. সিন্ধু উদক্ বা উত্তরবাহী অর্থাৎ উর্ধ্বস্রোতা। তারপর উষার সঙ্গে ইন্দ্রের বিরোধের ইতিহাস। অবশ্য দেবতায়-দেবতায় বিরোধ নাই, কেননা তাঁরা 'সজোষসঃ'। বিরোধাভাস রাহস্যিক অর্থে। উষার পর সূর্যোদয়। উষা প্রাতিভসংবিৎএর প্রতীক হলেও যতক্ষণ উষার অরুণিমা, ততক্ষণ আলোয়-আঁধারে মেশামিশি। উপাসকের তীব্রসংবেগ চায়, আলো-আঁধারির এ-খেলা দূর হয়ে যাক, আলোর দেবতা স্বমহিমায় (তু. 'মহিত্বা') প্রকাশ পান। সাধনার এই ত্বরণই দেবতার দ্বারা উষার **অনঃ** পেষণ বা শকটভঞ্জন। তখন 'অজবিনী' উষারা হন 'জবিনী' (তু. ফলাও বর্ণনা ৪।৩০।৮ ১১, ব্যাপারটি ঘটেছিল 'বিপাশ্'এর তীরে, যার আধুনিক নাম 'বিয়াস্', নামের মধ্যে পাশমোচনের ধ্বনি ল.; ১০।৭৩।৬, ১৩৮।৫)। উষা আলোর প্রথম সূচনা বলে 'অহল্যা' বা কুমারী। ইন্দ্র তাঁর সঙ্গে সঙ্গত হয়ে কৌমারহররূপে তাঁকে আত্মসাৎ করেন বলে 'অহল্যাজার' (শ. ৩।৩।৪।১৮)। অজবিনী উষা 'অনঃ' বা গরুর গাড়িতে চলেন ঢিমা চালে; রথচারিণী উষা অবশ্যই 'জবিনী' (মন্ত্রগুলিতে সর্বত্র 'অনঃ' ল.)।

১৫৬ ঋ. স বিদ্বাঁ অপগোহং কনীনাম্ আবির্ ভবন্ন্ উদ্ অতিষ্ঠৎ পরাবৃক্, প্রতি শ্রোণঃ স্থাদ্ ব্য.নগ্ অচষ্ট সোমস্য...২।১৫।৭। সা.র মতে **পরাবৃজ্** (ক্) একজন ঋষি। তাঁর উক্ত ইতিহাস: 'পুরা কিল কন্যকাশ্ চক্ষুর্হীনং পাদহীনং পরাবৃজম্ জিঘৃক্ষুম্ ঋষিং দৃষ্ট্বা. ভিহ্রুদ্রুবুঃ, ততঃ স ঋষির্ ইন্দ্রং স্তুত্বা চক্ষুঃ পাদং চ

'বিদীর্ণ করলেন বলকে—অঙ্গিরাদের দ্বারা স্তুত হয়ে। পর্বতের সুদৃঢ় (আড়াল) যত হটিয়ে দিলেন দিকে-দিকে। আলগা করে দিলেন কৃত্রিম যত প্রাকার এদের।...সোমের ইত্যাদি [৭৫৭]।

'ঘুম দিয়ে এলোমেলো করে দিলে তুমি চুমুরি আর ধুনিকে। হত্যা করেছ দস্যুকে। দভীতিকে আগলে রইলে। আঁকড়ে ধরেই এখানে পেয়েছ হিরণ্য।...সোমের ইত্যাদি [৭৫৮]।

লেভে।' অন্যত্র তাঁকে বলা হয়েছে 'পরাবৃক্ত' (৪।৩০।১৬)। এইখানেই তাঁকে বলা হচ্ছে 'অগ্রুবঃ পুত্রঃ' অর্থাৎ কুমারী মেয়ের ছেলে। অন্যত্র তিনি 'নীচা সন্' (২।১৩।১২, সেখানে তিনি অশ্বিদ্বয়ের অনুগৃহীত) যার অর্থ হতে পারে অধোলোকবাসী, পাতালবাসী। ৪।৩০।১৯-এ পরাবৃক্-এর উল্লেখ নাই, কিন্তু অন্ধ এবং খঞ্জ আলাদা-আলাদা দুজন। স্পষ্টতই ইতিহাসটি একটি প্রহেলিকা। এর মধ্যে সাংখ্যের কতকগুলি ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শ্বে.তে পাই, 'ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্ তম্ অগ্রে জ্ঞানৈর্ বিভর্তি' (৫।২)। সাংখ্যমতে কপিল 'আদিবিদ্বান্' (ল. আলোচ্যমান মন্ত্রেও তিনি 'বিদ্বান্'), বেদান্তমতে 'হিরণ্যগর্ভঃ'। তাঁর প্রসূতি অব্যক্তা প্রকৃতি। এই প্রকৃতি পুরুষ থেকে বিবিক্ত, অথচ জগৎপ্রসূতি। এ যেন বিনা পুরুষসংসর্গে কুমারী মেয়ের সন্তান জন্ম দেওয়া। বেদের অদিতিও এমনি কুমারী জননী। মরমীয়াদের ঐতিহ্যে এ-ব্যাপারটি বিশ্রুত। পরাবৃক্ কপিল এই দৃষ্টিতে 'অগ্রুবঃ পুত্রঃ'। তিনি সমাধিতে নিশ্চল এবং নিমীলিতনেত্র বা প্রত্যগ্দর্শী অতএব 'শ্রোণ' এবং 'অনক্' (< অনক্ষ্ < অনক্ষ 'অক্ষিহীন')। তিনি নিঃসঙ্গ এবং কেবল হলেও তাঁর বিভূতি আছে। মন্ত্রের 'কনী' বা কন্যকারা তাঁর সমাধিস্থিতিতে অনভিব্যক্ত সেই বিভূতি। ব্যুত্থানে তিনি তাদের জিঘৃক্ষু। আদিকন্যকা প্রকৃতি, আর এই কন্যকারা তাঁরই বিকৃতি এবং ঋষির ভোগ্যা। তখন পুরুষ চোখেও দেখেন, চলেনও—তিনি দ্রষ্টা কর্তা এবং ভোক্তা। কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে জগদ্ব্যাপার চলছে পঙ্গু-অন্ধ-ন্যায়ে—অন্ধ অথচ চরিষ্ণু প্রকৃতির কাঁধে চক্ষুষ্মান্ অথচ নিশ্চল পুরুষ চেপে আছেন, তাই দুনিয়া চলছে। এইদিক থেকে অন্ধ এবং শ্রোণ আলাদা-আলাদা (ঋ. ৪।৩০।১৯)। পুরাণে পাই, যে-কপিলের দৃষ্টিতে সগরসন্তানেরা ভস্ম হয়ে গিয়েছিল, তিনি পাতালবাসী। ল. সাংখ্য এবং যোগ সংশ্লিষ্ট প্রস্থান এবং পাতালশায়ী শেষনাগ (তু. সংহিতার 'অহির্ বুধ্ন্যঃ') যোগের প্রবর্তক (দ্র. টী. ১২৭২)। সন্ধাভাষায় সগরের উল্লেখ ঋ.তেই আছে (দ্র. ১০।৮৯।৪, তত্র গে.)।...যোগের পথ নিরোধের, আপ্যায়নের নয়। তার লক্ষ্য দর্শনের ভাষায় 'অপবর্গ' অর্থাৎ সব-কিছু হতে চেতনার মোড় ফিরিয়ে দেওয়া। আর আপ্যায়নের লক্ষ্য 'স্বর্গ' অর্থাৎ সব-কিছু নিয়েই 'স্বস্তির' দিকে চেতনার মোড় ফেরানো (তু. ছা. শান্তিপাঠ, তার বিখ্যাত মহাবাক্য 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ৩।১৪।১)। 'অপবর্গ' সংজ্ঞাটি সংহিতায় নাই; কিন্তু এইখানে 'পরাবৃজ্'এর মধ্যে তার অগ্রজকে পাচ্ছি। তারও অর্থ সব-কিছু থেকে মুখ ফেরানো। সাংখ্য আর বেদান্ত, মুনিধারা আর ঋষিধারা একই আর্যভাবনার দুই দিক। অতি সুপ্রাচীন কাল হতেই তারা ওতপ্রোত হয়ে আছে। মুনি বা যতিরা যে ইন্দ্রানুগৃহীত, একথা আগেই বলেছি—যদিও তাদের প্রতি বিদ্বেষের কথাও পাওয়া যায়।

৭৫৭ ঋ. ভিনদ্ বলম্ অঙ্গিরোভির্ গৃণানো বি পর্বতস্য দৃংহিতান্যৈরৎ, রিণগ্ রোধাংসি কৃত্রিমাণ্যেষাং সোমস্য...২।১৫।৮। অবরোধ ভেঙে প্রাণের মুক্তধারাকে বইয়ে দেওয়ার বর্ণনা। 'কৃত্রিমাণি' ক্রিয়য়া নির্বৃত্তানি (সা.); তু. গী. যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ (৩।৯)।

৭৫৮ ঋ. স্বপ্নেনাভ্যুপ্যা চুমুরিং ধুনিং চ জঘন্থ দস্যুং প্র দভীতিম্ আবঃ, রম্ভী চিদ্ অত্র বিবিদে হিরণ্যং সোমস্য...২।১৫।৯। 'অভ্যুপ্য' < অভি √ বপ্, 'ছড়িয়ে দেওয়া'। সমুদ্রে পড়বার আগে মোহানায় নদীর শতমুখী হওয়ার ইঙ্গিত। তার পর সমুদ্রে মিশে শান্ত হয়ে যাওয়া। এটি প্রাণের অনুকূল স্থিতি। কিন্তু যতক্ষণ তার প্রতিকূল স্থিতি, ততক্ষণ সে 'দস্যু' বা হানাদার। ল. ধুনি আর চুমুরি দুজন হলেও দ্বিতীয় পাদে তাদের একবচনে দস্যু বলা হচ্ছে, তারা মধু-কৈটভ বা শুম্ভ-নিশুম্ভের মত একই তত্ত্বের দ্বৈতরূপ বলে। **রম্ভী** < √ রভ্॥ লভ্ 'আঁকড়ে ধরা' > 'রম্ভ' লাঠি (তু. আ ত্বা রম্ভং ন জিব্রয়ো [বৃদ্ধেরা] ররম্ভা শবসম্পতে, উশ্মসি ত্বা সধস্থ আ ৮।৪৫।২০), দণ্ডধারী। এই দণ্ড 'হিরণ্যয়ো বেতসঃ' বা সুষুম্ণকাণ্ড (দ্র. ৪।৫৮।৫, টী. ১৩১৬)। নাড়ীদৃষ্টিতে ধুনি আর চুমুরির মধ্যে 'রম্ভ' (তু. চর্যাপদের 'ধমন-চমন', হঠযোগের পিঙ্গলা ও ইড়া—একটি রুক্ষ, আরেকটি স্নিগ্ধ; দুয়ের মধ্যে অবধূতী বা সুষুম্ণা)।

'এবার তোমার যে-দক্ষিণা মহিমময়ী, সে বরেণ্য (সম্পদ) স্তোতার জন্য দোহন করুক, হে ইন্দ্র। সমর্থ হও স্তোতাদের বেলায়। (তোমার) আবেশ যেন অতিদহন না করে আমাদের। বৃহৎকেই যেন আমরা ঘোষণা করি বিদ্বার সাধনায় সুবীর্য হয়ে [১৫৯]।'

বৃত্রবধ এবং সিন্ধুর অবরোধমোচন ছাড়া ইন্দ্রবীর্যের নিদর্শনস্বরূপ কিছু কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায় সূক্তটিতে। অধ্যাত্মসাধনার কিছু বর্ণনাও আছে সন্ধাভাষায়। সোমপানের মত্ততাই যে ইন্দ্রবীর্যের উদ্দীপক, এইকথার উপরে এখানে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। দশম মণ্ডলে ঐন্দ্র লবের একটি সূক্তে এই মত্ততার একটি বলিষ্ঠ বর্ণনা পাওয়া যায় ইন্দ্রের নিজের জবানিতে [১৬০]।

---

১৫৯ ঋ. নূনং সা তে প্রতি বরং জরিত্রে দুহীয়দ্ ইন্দ্র দক্ষিণা মঘোনী, শিক্ষা স্তোতৃভ্যো মা.তি ধগ্ ভগো নো বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ ২।১৫।১০। এই ঋক্‌টি একটি ধুরা—প্রথম পাওয়া যায় ২।১১ সূ.র শেষে, তারপর ১৫-২১ সূ.র শেষ পর্যন্ত। 'প্রতি দুহীয়ৎ' প্রত্যেকের জন্য, অথবা উপাসকের আকূতির প্রত্যুত্তর বা আত্মদানের প্রতিদানরূপে দোহন করুক। **দক্ষিণা** মূলত বিণ., যেমন উষার (তু. ১।১৬৪।৯, টী. ৪০২) < 'দক্ষ' দেবতার সৃষ্টিসামর্থ্য (দ্র. টী. ২৩১৩); এখানে বিশেষ্য, বোঝায় দেবতার 'প্রসাদ'। এইটিই আদিম অর্থ। ঋত্বিক যজমানের হয়ে যজ্ঞ করেন তার মধ্যে এই প্রসাদ নামিয়ে আনবার জন্য। যখন তা নেমে আসে, তখন ঋত্বিকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে যজমান তাঁকে যা দেয়, গৌণ অর্থে তাও 'দক্ষিণা।' তু. বৃ.তে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি: জনক তাঁকে সহস্র বৃষভ দিতে চাইলেও তিনি বললেন, 'পিতা মেঽমন্যত না.নুশিষ্য (উপদেশ সম্পূর্ণ না করে) হরেতে.তি' (৪।১।৭)। দক্ষিণার লোভেই ঋত্বিকেরা যজমানি করতেন, এমনিতর একটা আক্ষেপ সংজ্ঞাটির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে—বিশেষত ইওরোপীয় ব্যাখ্যায়। তা কিন্তু ঠিক নয়। কার্যসিদ্ধির ফলে কৃতজ্ঞতা ছিল উভয়ত। জনকের মত যজমান যেমন তখন বলতে পারতেন, 'সোঽহং ভগবতে বিদেহান্ দদামি মাং চা.পি দাস্যায়' (বৃ. ৪।৪।২৫), তেমনি ঋত্বিকও প্রাণ খুলে তাঁর দানের স্তুতি করতেন (ঋ.র 'দানস্তুতি'গুলি দ্র.)। এই প্রসঙ্গে ঋ.র 'দক্ষিণাসূক্ত' দ্র.। তার প্রথমেই পাই 'আবির্ অভূন্ মহি মাঘোনম্ (শক্তিমত্তা) এষাং (দেবতাদের বা ঋত্বিক্‌দের বা যজমানদের) বিশ্বং জীবং তমসো নির্ অমোচি (যেন সব জীবের মধ্যে উষার আলো ফুটে উঠল), মহি জ্যোতিঃ পিতৃভির্ দত্তম্ (কেননা এই জ্যোতিঃসাধনা পুরুষানুক্রমে চলছে) আগাদ্ উরুঃ পন্থা (দেবযানের জ্যোতিঃসরণি) দক্ষিণায়া অদর্শি ১০।১০৭।১। দেবতার প্রসাদ, ঋত্বিকের দক্ষতা বা উপায়কৌশল্য এবং তার ফলে যজমানের কৃতজ্ঞচিত্তের দাক্ষিণ্য—সব মিলে দক্ষিণার ছবিটি এখানে অপরূপ হয়ে ফুটেছে। দক্ষিণা তিমিরবিদার উষার আ.লা। তা 'মঘোনী' অর্থাৎ তাতে আছে **মঘ** (নিঘ. 'ধন' ২।১০, নি. মঘম্ ইতি ধননামধেয়ং মংহতের্ দানকর্মণঃ ১।৭; < √মংহ্ ॥ মহ্ 'বিশাল হওয়া, সমর্থ হওয়া', দানের ব্যঞ্জনা এইথেকে ; তু. Goth, *magan* 'to be able', Goth. *mahts*. OHG. *maht* 'might, power ; probably cognate with Gk. *mekhos* 'means, instrument', Lat. *machina* 'invention', Eng. *mechanic*) মহিমা, বৈপুল্য এবং শক্তি, তাথেকে 'জ্যোতি' (তু. তৈউ. মহ ইত্যা.দিত্যঃ, মহ ইতি চন্দ্রমাঃ ১।৫।২); দ্র. টী. ১২, সেমী. পৃ. ১৭১৩৪৪। **শিক্ষ** (তু. বেমী. ২২৩১১, তু. ঋ. যদ্ এষাম্ অন্যো [অন্তেবাসী] অন্যস্য বাচং শাক্তস্যে.ব [সমর্থ আচার্যের] বদতি শিক্ষমাণঃ ৭।১০৩।৫), সমর্থ হও, শক্তিসঞ্চার কর, আবিষ্ট হও। 'অতি ধক্' < √দহ্ 'জ্বালানো' ; অত্র তু. শ্রীরামকৃষ্ণ : 'আমি বেশি কেটে জ্বলে গেছি অর্থাৎ লোকোত্তরের শক্তিপাতে কাজের বার হয়ে গেছি। অতিদহনের ফল 'শূনম্' বা বারুণী শূন্যতা, যা ঋষি গৃৎসমদের ঈপ্সিত নয় (দ্র. ২।২৭।১৭, টী. ৬৩৩৮)। **ভগ** (< √ভঞ্জ্ ॥ ভজ্ 'ভেঙে ঢোকা' ; তু. টীমু. ৩১ ; এখানে) দেবতার আবেশ এবং তজ্জনিত ঐশ্বর্য। চতুর্থপাদের জন্য দ্র. টীমু. ৭৩৩। ঋকের পূর্বার্ধের জন্য তু. ঋ ২।১৮।৮, ১০।১৩৩।৭)।

১৬০ ঋ. ১০।১১৯। অনুক্রমণিকায় আছে: 'ঐন্দ্রো লব আত্মানং তুষ্টাব।' সা.র মন্তব্য: ইন্দ্রো লবরূপম্ আস্থায় সোমপানং কুর্বন্ তদানীম্ ঋষিভিঃ দৃষ্টঃ সন্ স্বাত্মানম্ অনেন সূক্তেনা.স্তাবীৎ। অতো লবরূপাপন্ন ইন্দ্র ঋষিঃ।' ষড়্‌গুরুশিষ্যের মতে এই সূক্তপরিচিতি ঐতিহাসিকদের (দ্র. গে. সূ.ভূমিকা)। লব তখন একটি

ইন্দ্র বলছেন :

'এই—হাঁ, এই (চাইছে) আমার মন ; গো আর অশ্ব আমি ছিনিয়ে আনব।··· আচ্ছা, আমি কি সোমপান করেছি [১৬১] ?

'বাতাস যেমন বাধাসত্ত্বেও (গাছকে) মাতিয়ে তোলে, আমায় পান-করা সোমেরা (তেমনি) উজিয়ে তুলল যে।···আচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [১৬২] ?

'আমায় পান-করা (সোমেরা) উজিয়ে তুলল, রথকে যেমন (তোলে) অশ্বেরা ক্ষিপ্রগতিতে।···আচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [১৬৩] ?

'আমার কাছে (মানুষের) মনন এল, হাম্বারবে ধেনুরা যেমন (আসে) প্রিয় পুত্রের কাছে।···আচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [১৬৪] ?

'ছুতার যেমন সারথির আসনের (সংস্কার করে), আমিও তেমনি সংস্কৃত করি হৃদয় দিয়ে সেই মননকে।···আচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [১৬৫] ?

'এই-যে আমার চোখে-পড়বার-মত বলেও মনে হয় না পঞ্চজনকে।···আচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [১৬৬] ?

পাখির নাম। মা.তে আছে, 'সোমায় লবান্ আলভতে' (২৪।২৪, অশ্বমেধপ্রকরণ)। হরপ্রসাদসংবর্ধনলেখ-মালায় একেন্দ্রনাথ ঘোষের মন্তব্য : 'হিন্দীতে লবা নামে কয়েকটি পক্ষী পরিচিত—Perdicula asiatica, Perdicula argunda এবং Turnix Tanki' (১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯)। কোশগ্রন্থে পাই, 'এক পক্ষী জো তীতর্ সা পরন্তু উসসে ছোটা হোতা হৈ : "বাজ ঝপটি জ্যোঁ লবা লুকানে"—রামায়ণ।' কিন্তু সূক্তের বাচনভঙ্গি হতে মনে হয়, লব এখানে ঋষির নাম। শৌ.তে অথর্বার এমনিতর একটি আত্মস্তুতি আছে (৬।৬১), সা.র মতে সেটি ঋষির ব্রহ্মসাযুজ্যজনিত আত্মমহিমার খ্যাপন। এটিও ঋষির সোমপানের ফলে ইন্দ্রসাযুজ্যজনিত (তু. এই সূ.র পরেই ১০।১২০।৯, টীমূ. ১৩১)। ইন্দ্র ঋষির ইষ্টদেবতা, তাই তিনি 'ঐন্দ্র'—যেমন শিবোপাসক শৈব। সূ.র ধুরা হল : 'কুবিৎ সোমস্যা.পাম্ ইতি'।

১৬১ ঋ. ইতি বা ইতি মে মনো গাম্ অশ্বং সনুয়াম্ ইতি, কুবিৎ সোমস্যা.পাম্ ইতি ১০।১১৯।১। 'গো' প্রজ্ঞার এবং 'অশ্ব' প্রাণের প্রতীক। উভয়ের সহচারের জন্য দ্র. ১০।৬৫।১১, ৮।৩০।৪, ৪।৫৭।১, ৮।১৪।৩, ৭৪।১০, ৭৮।২, ৬।৪৬।২, ৯।৯।৯...। **কুবিদ্** প্রশ্নবোধক, তু. বাংলায় 'কি জানি!' নিঘ. 'বহু' ৩।১।

১৬২ ঋ. প্র বাতা ইব দোধত উন্ মা পীতা অয়ংসত, কুবিৎ...১০।১১৯।২। সোম্য আনন্দের ঝড় বইছে যেন। **দোধৎ** < √ দুধ্ 'ক্রুদ্ধ হওয়া' নিঘ. ২।১২, দ্র. টী. ৫০৬, উহ্য 'বৃক্ষে'র বিণ.। অনুরূপ বর্ণনা তু. ঋ. ১০।২৩।৪। 'উদ্ অয়ংসত' উন্নত করল।

১৬৩ ঋ. উন্ মা পীতা অয়ংসত রথম্ অশ্বা ইবা.শবঃ, কুবিৎ···১০।১১৯।৩। সোমপানজনিত তীব্র-সংবেগের ছবি।

১৬৪ ঋ. উপ মা মতির্ অস্থিত বাশ্রা পুত্রম্ ইব প্রিয়ম্, কুবিৎ...১০।১১৯।৪। 'মতি' মানুষের মনন, মন্ত্র ; সা. 'স্তোতৃভিঃ ক্রিয়মাণা স্তুতিঃ'। উপমায় দেবতার প্রতি মানুষের বাৎসল্যের বর্ণনা।

১৬৫ ঋ. অহং তষ্টে.ব বন্ধুরং পর্য.চামি হৃদা মতিম্, কুবিৎ ··১০।১১৯।৫। মানুষের মননকে দেবতা ভালবেসে গ্রহণ করেন এবং তাকে সংস্কৃত করে তাতে নিজের আসন পাতেন। 'পরি অচামি' (< √ অচ্ 'চলা' নিঘ. ২।১৪) ঘুরি (ছুতারের কুঁদের মত, আর তার বাঁকগুলিকে সমান করে দিই)।

১৬৬ ঋ. নহি মে অক্ষিপচ্ চনা.চ্ছান্ত্সুঃ পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ, কুবিৎ...১০।১১৯।৬। দেবতার মহিমার কাছে সব তুচ্ছ। তু. ৩।৩০।৫, সব ইন্দ্রের মুঠির মধ্যে। **অক্ষি-পৎ** যা এসে চোখে পড়ে, তু. ৬।১৬।১৮। 'পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ' দ্র. টী. ২৩১৩।

'দ্যুলোক-ভূলোক দুয়ে মিলে আমার একটি পাখারও সমান নয়।...আচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [৭৬৭] ?

'দ্যুলোককে আমি মহিমায় ছাপিয়ে গেলাম, (ছাপিয়ে) গেলাম এই মহতী পৃথিবীকে।...আচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [৭৬৮] ?

'বল, এই পৃথিবীকে আমি নিহিত করব এখানে, না ওখানে ?...আচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [৭৬৯] ?

'এক্ষুনি পৃথিবীকে আমি ঠুকে দেব এখানে, না ওইখানে ?...আচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [৭৭০] ?

'দ্যুলোকে আমার একটি পাখা, নীচে আরেকটিকে মেলে দিয়েছি।...আচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [৭৭১] ?

'আমি হচ্ছি মহাজ্যোতি, মেঘের পানে উজিয়ে রয়েছি।...আচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [৭৭২] ?

'গৃহের মত চলছি আমি অলঙ্কৃত হয়ে, দেবতাদের কাছে হব্য বয়ে।...আচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [৭৭৩] ?'

সূক্তটিতে উপাস্য আর উপাসক একাকার। উপাস্য সোমপাতম ইন্দ্র। তাঁর সোম্য মদের স্ফূর্তি সংক্রামিত হয়েছে ঋষিতেও, অথচ উপাস্য-উপাসকের ভেদ একেবারে লুপ্ত

---

৭৬৭ ঋ. নহি মে রোদসী উভে অন্যং পক্ষং চন প্রতি, কুবিৎ...১০।১১৯।৭। ইন্দ্র লোকব্যাপ্ত এবং লোকোত্তর তু. প্র রিরিচে (ছাপিয়ে গেছেন) দিব ইন্দ্রঃ পৃথিব্যা অর্ধম্ ইদ্ অস্য প্রতি রোদসী উভে ৬।৩০।১ ; আরও তু. ১০।৯০।১,৩। 'পক্ষ' শব্দে 'লব'-পাখির ধ্বনি আছে। পশু-পাখির নামে ঋষির নাম, যেমন শৌনক বক কূর্ম কুশিক ইত্যাদি।

৭৬৮ ঋ. অভি দ্যাং মহিনা ভুবম্ অভী.মাং পৃথিবীং মহীম্, কুবিৎ...১০।১১৯।৮। পূর্বভাবনার অনুবৃত্তি।

৭৬৯ ঋ. হন্তা.হং পৃথিবীম্ ইমাং নি দধানী.হ বে.হ বা, কুবিৎ...১০।১১৯।৯। ইন্দ্র পৃথিবীকে করেছেন আমাদের 'প্রতিষ্ঠা' এবং দ্যুলোককে 'অতিষ্ঠা' (তু. ৩।৩০।৯)। ইন্দ্রের 'সযুক্ সখা' উপাসকও তা-ই করছেন। কিন্তু ইচ্ছা করলে ইন্দ্রের মতই তিনি এর বিপর্যয় ঘটাতে পারেন—দ্যুলোককে নামিয়ে আনতে পারেন এখানে, আর পৃথিবীকে তুলে নিতে পারেন ওইখানে (তু. শৌ. ৬।৬১।২,৩)। দ্যুলোকের ভাবনা উহ্য।

৭৭০ ঋ. ওষম্ ইৎ পৃথিবীম্ অহং জঙ্ঘনানী.হ বে.হ বা, কুবিৎ...১০।১১৯।১০। পূর্বভাবনার অনুবৃত্তি। উপাসকের ঐশ্বর্যের পরিচয়। **ওষম্** নিঘ. 'ক্ষিপ্র' (২।১৫)।

৭৭১ ঋ. দিবি মে অন্যঃ পক্ষো হধো অন্যম্ অচীকৃষম্, কুবিৎ...১০।১১৯।১২। দেবতা সর্বব্যাপী, উপাসকও তা-ই। তু. (৭)। 'অচীকৃষম্' < √ কৃষ্ 'চাষ করা' (তু. ১।২৩।১৫, ১৭৬।২, ৮।২০।১৯), এখানে 'আঁচড়ানো' (সা.)।

৭৭২ ঋ. অহম্ অস্মি মহামহো হভিনভ্যম্ উদীষিতঃ, কুবিৎ...১০।১১৯।১২। উপাসকের স্বানুভবের বর্ণনা। এই পৃথিবীতে থেকেই তিনি যেন ভূদেব (তু. তং ত্বা স্তোমেভির্...দেবা অজনন্ ২।১৩।৫) এবং সূর্যাত্মা (সা.)—একটি জ্যোতিঃস্তম্ভ হয়ে উজিয়ে চলেছেন অন্তরিক্ষের দিকে।

৭৭৩ ঋ. গৃহো যাম্য.রংকৃতো দেবেভ্যো হব্যবাহনঃ, কুবিৎ...১০।১১৯।১৩। দেবভূত সিদ্ধের আচরণের বর্ণনা। **'গৃহ'** এখানে দেবযজনগৃহ, আমরা যাকে বলি 'ঠাকুরঘর'। তা 'অরংকৃত' কিনা দেবতার সংকারের জন্য নিত্য উন্মুখ। সেই ঘরে অর্থাৎ এই দেহরূপ দেবায়তনে আমি জ্বলছি হব্যবাহন অগ্নি হয়ে (তু. ৬।৯।৪-৭, টী. ২৮১ ; আরও তু. ক. ২।১।১২-১৩)।

হয়নি। এই ভাবটি সুকৌশলে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রত্যেক ঋকের প্রথম দুটি পাদ স্পষ্টত ইন্দ্রের উক্তি, ঋষি সেখানে ইষ্টদেবতার মধ্যে হারিয়ে গেছেন। কিন্তু ধুরাতে ঋষি যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে একটু আশ্চর্য হয়ে নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করছেন, আমি এ কী বলছি, আমি কি সোমপান করে মাতাল হয়েছি? দৈব আবেশের ফলে চিত্তের এমনতর একটা দোলার সুন্দর নিদর্শন হল আদিকবি বাল্মীকির 'মা নিষাদ' শ্লোক উচ্চারণের পর নিজেকেই উচ্চকিত প্রশ্ন, 'কিম্ ইদং ব্যাহৃতং ময়া'—আমি এ কি বলে ফেললাম [৭৭৪]? গৃৎসমদের বর্ণনায় ঋষি তটস্থ[১] আর এখানে তিনি একাত্মক। তাই বর্ণনাটিও খুব জোরালো। এইপ্রসঙ্গে লক্ষণীয়, ঋক্‌সংহিতায় যতগুলি আত্মস্তুতি আছে, তার প্রায় সবগুলির দেবতা ইন্দ্র।[২] ইন্দ্রই যে সংহিতার পরমদেবতা, এটি তার সূচক।[৩]

লীলানুবর্ণনে পাই দেবতার তটস্থ লক্ষণের পরিচয়, আর তাঁর স্বরূপের পরিচয় পাই অধ্যাত্মানুভবে। এই পরিচয় ইন্দ্রসূক্তগুলির যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে। তার সংহত বিবৃতি আছে তিরশ্চী আঙ্গিরসের একটি তৃচে। ঋষি বলছেন:

'এস, এখন ইন্দ্রের স্তুতি করি আমরা, শুদ্ধের স্তুতি করি শুদ্ধ সাম দিয়ে। (আমাদের) শুদ্ধ উক্‌থেই তিনি বেড়ে উঠেছেন। শুদ্ধ এবং আশীর্যুক্ত (সোম) তাঁকে মাতিয়ে তুলুক [৭৭৫]।

'হে ইন্দ্র, শুদ্ধ হয়ে আমাদের কাছে এস তুমি। শুদ্ধ তুমি, (নিয়ে এস) শুদ্ধ রক্ষাকবচ। শুদ্ধ হয়ে সংবেগ নিহিত কর (আমাদের) গভীরে। শুদ্ধ তুমি মেতে ওঠ সোমার্হ হয়ে [৭৭৬]।

'হে ইন্দ্র, যেহেতু শুদ্ধ তুমি, তাইতে আমাদের (দাও) সংবেগ, শুদ্ধ হয়ে রত্ন (দাও) [আহুতি-] দাতাকে। শুদ্ধ হয়েই বৃত্রদের হত্যা কর তুমি, শুদ্ধ হয়েই ওজস্বিতা চাও ছিনিয়ে আনতে [৭৭৭]।

এই তৃচটির ব্যাখ্যার ভূমিকায় সায়ণ অধুনালুপ্ত শাট্যায়নব্রাহ্মণের একটি উদ্ধরণ

---

৭৭৪ রামায়ণ ১।২।১৬। ১ঋ. ২।১৫ সূ.। ২দ্র. বেমী. ১২০ পৃ.+ঋ. ১০।৪৮-৪৯ সূ., ঋষি বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র, দেবতা ইন্দ্র। কিন্তু তার পূর্বের সূক্তের ঋষি সপ্তগু আঙ্গিরস এবং দেবতা এই বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র। এসম্পর্কে দ্র. টীমূ. ৭৮৩। ৩তু. বৃষাকপি-সূ.র ধুরা: বিশ্বস্মাদ্ ইন্দ্র উত্তরঃ ১০।৮৬।

৭৭৫ ঋ. এতো ন্বিন্দ্রং স্তবাম শুদ্ধং শুদ্ধেন সাম্না, শুদ্ধৈর্ উক্থৈর্ বাবৃধ্বাংসং শুদ্ধ আশীর্বান্ মমত্তু ৮।৯৫।৭। 'আশীর্বান্' যথাক্রমে যবের ছাতু দুধ আর দই মেশানো—যারা তারুণ্য প্রজ্ঞান আর প্রজ্ঞানঘনতার প্রতীক।

৭৭৬ ঋ. ইন্দ্র শুদ্ধো ন আ গহি শুদ্ধঃ শুদ্ধাভির্ ঊতিভিঃ, শুদ্ধো রয়িং নি ধারয় শুদ্ধো মমদ্ধি সোম্যঃ ৮।৯৫।৮।

৭৭৭ ঋ. ইন্দ্র শুদ্ধো হি নো রয়িং শুদ্ধো রত্নানি দাশুষে, শুদ্ধো বৃত্রাণি জিঘ্নসে শুদ্ধো বাজং সিষাসসি ৮।৯৫।৯।

দিয়েছেন : 'ইন্দ্র অসুরদের বধ করে নিজেকে যেন অপবিত্র এবং অমেধ্য মনে করলেন। তিনি চাইলেন, আমি শুদ্ধ হলে পর আমায় যেন শুদ্ধ সাম দিয়ে ওরা স্তব করে। তিনি ঋষিদের বললেন, তোমরা আমার স্তব কর। তখন ঋষিরা সাম দেখতে পেলেন : 'এতো ন্বিন্দ্রম্' ইত্যাদি [৭৭৮]। তা-ই দিয়ে তাঁর স্তব করলেন। তখন ইন্দ্র পূত শুদ্ধ এবং মেধ্য হলেন।'

এই কাহিনীর মধ্যে এদেশের অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাসের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। যাঁরা অনিন্দ্র, তাঁরা ইন্দ্রের বৃত্রহত্যা আর সোমপান নিয়ে এত মাতামাতিকে ভাল চোখে দেখতেন না। হাজার হ'ক, শত্রুকে বধ করা হিংসারই শামিল, আর মত্ততাও কিছু ভাল জিনিস নয়। খটকাটা ঋষিদের মনেও ছিল। তাই বৃত্রহত্যার পর ইন্দ্রের এই শুদ্ধির ব্যবস্থা। লক্ষণীয়, পরের যুগে অবৈদিক বৌদ্ধপ্রস্থানে পঞ্চশীলের আদিতে অহিংসা এবং অন্তে মদ্যপানবিরতি যেন বেদাচারের সাক্ষাৎ প্রতিপক্ষ।

কিন্তু ধর্মাধর্মের এই বিরোধকে ছাপিয়েও ঋষিদের আরেকটা অখণ্ড-উদার দৃষ্টি ছিল। কৌষীতক্যুপনিষদে পাই, 'সত্যই ইন্দ্র। ইন্দ্র বললেন, "আমাকেই বিশেষ করে জান। এই আমি মানুষের পক্ষে হিততম বলে মনে করি যে আমাকে সে বিশেষ করে জানবে। ত্রিশীর্ষা ত্বাষ্ট্রকে আমি বধ করলাম, অরুর্মুখ যতিদের আমি সালাবৃকদের মুখে নিক্ষেপ করলাম, অনেক চুক্তি ভঙ্গ করে আমি দ্যুলোকে প্রাহ্লাদিদের বিদ্ধ করলাম, অন্তরিক্ষে পৌলমদের আর পৃথিবীতে কালকঞ্জদের। তাতে আমার একটি লোমও খসল না—না মাতৃবধে, না চুরিতে, না ভ্রূণহত্যায়। পাপ করলেও তার মুখ থেকে আকাশের ঔজ্জ্বল্য কখনও দূর হয় না [৭৭৯]।" ' অর্থাৎ সত্য মনুষ্যকল্পিত পাপ-পুণ্যের অতীত। ইন্দ্র সত্যস্বরূপ, সুতরাং তিনিও পাপ-পুণ্যের অতীত। তিনি যদি জগতের রূপে-রূপে প্রতিরূপ হয়ে থাকেন,[১] তাহলে তাঁর শত্রুই-বা কে মিত্রই-বা কে, তাঁর পাপই-বা কি পুণ্যই-বা কি। ঋষি বৃহদুক্থ বামদেব্য তাই বললেন, 'লোকে যে তোমার যুদ্ধের কথা বলে, ও তো মায়া—কেননা আজও যেমন কাউকে তুমি শত্রু বলে জান না, তেমনি কোনকালেই জাননি। আমাদের পূর্ববর্তী কোন্ ঋষিরা তোমার সমগ্র মহিমার অন্ত পেয়েছেন—এই যে তুমি মাতাকে আর পিতাকে একইসঙ্গে জন্ম দিলে তোমার নিজের তনু হতে?'[২]...এককথায় ইন্দ্র উপনিষদের ভাষায় শুদ্ধ এবং

---

৭৭৮ দ্র. সামসংহিতা ১৪০২ (উত্তর সং)।

৭৭৯ কৌ. ৩।১। অত্র মুনিপন্থার পঞ্চশীল-পালনের প্রতি কটাক্ষ ল. : জঘন্যতম হত্যায়, চুক্তিভঙ্গের মিথ্যাচারে, চুরিতে, পারদার্য বা অব্রহ্মচর্যে (যার জন্য হয়তো ভ্রূণহত্যা করতে হয়) বা সোমরসের নেশা করেও কিছু হয় না, মানুষ যদি 'বিজ্ঞানী' হয়। [১]তু. ঋ. ৬।৪৭।১৮। [২]তু. মায়েৎ সা তে যানি যুদ্ধান্যাহুর্ নাদ্য শত্রুং ন পুরা বিবিৎসে। ক উ নু তে মহিমনঃ সমস্যাস্মৎ পূর্ব ঋষয়োঽন্তম্ আপুঃ, যন্ মাতরং চ পিতরং চ সাকম্ অজনয়থাস্ তন্বঃ স্বায়াঃ ১০।৫৪।২-৩ (তু. শ. ১১।১।৬।৯-১০)। 'মাতা' পৃথিবী, 'পিতা' দ্যুলোক। এঁরা সবার

অপাপবিদ্ধ,[৩] 'যা ধর্ম হতে আলাদা, আবার অধর্ম হতেও আলাদা',[৪] তিনি তা-ই। তবুও লৌকিক দৃষ্টিতে তাঁর বৃত্রবধকে যে অধর্ম বলা হয়, তার একটা রাহস্যিক অর্থ আছে। তার কথা আগেই বলেছি।[৫]

আবার আরেকদিক দিয়ে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইন্দ্রের শুদ্ধি হল আমাদেরই 'ইন্দ্রিয়ের' শুদ্ধি। সংহিতায় এই শব্দটির অনেক প্রয়োগ আছে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যা ইন্দ্রের'—যেমন সোম 'ইন্দ্রিয়ো রসঃ' [১৮০] অর্থাৎ ইন্দ্রের আনন্দচেতনা। এমনি করে পাই 'ইন্দ্রিয়ং পৌংস্যম্',[১] 'মহিমানম্ ইন্দ্রিয়ম্'[২] 'ইন্দ্রিয়া হয়াঃ',[৩] 'ইন্দ্রিয়েণ ভামেন'[৪] ইত্যাদি। শব্দটি যখন বিশেষ্য, তখন শতপথব্রাহ্মণের মতে তার অর্থ 'বীর্য'।[৫] এই ইন্দ্রবীর্য হতেই দর্শনে ইন্দ্রিয়ের কল্পনা, পাণিনি যার ব্যাখ্যায় বলছেন 'ইন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রলিঙ্গম্ ইন্দ্রদৃষ্টম্ ইন্দ্রসৃষ্টম্ ইন্দ্রদত্তম্ ইতি রা'।[৬] এই অর্থে শব্দটির ব্যবহার সংহিতাতেও আছে।[৭]

ইন্দ্রিয়শুদ্ধিই অধ্যাত্মসাধনার মূল স্তম্ভ। তাতে আধারে ইন্দ্রবীর্যের যে অবাধ স্ফুরণ, উপনিষদে তাকে বলা হয়েছে 'ইন্দ্রিয়ের আপ্যায়ন' বা 'ধাতুপ্রসাদ'। তার পারম্য সৌরচেতনায়, সংহিতায় যার সংজ্ঞা 'ইন্দ্রিয়ং বৃহৎ' [১৮১]। এমনি করে ইন্দ্র আমাদের সাধনার আদি-অন্ত জুড়ে আছেন। সাধনার সিদ্ধি যে চিন্ময়-প্রত্যক্ষে, তা তাঁরই প্রসাদ।

আগেই দেখেছি, ইন্দ্রের বিশিষ্ট কর্ম হল বলকৃতি—অধৃষ্য বীর্যে প্রাণ আর প্রজ্ঞার অবরোধ ভাঙা। আমাদের আধারে এই বীর্যের আবেশই তাঁর প্রসাদ। সংহিতায় তার কয়েকটি সংজ্ঞা আছে, যাদের লক্ষ্য কোন-না-কোনও অধ্যাত্মসম্পদ। মুখ্য একটি সংজ্ঞা হল 'ওজঃ'—যার কাব্যরূপ হল ইন্দ্রের হাতের 'বজ্র', যার জন্য তাঁর একটি অনন্য বিশেষণ 'বজ্রী' [১৮২]। এই ওজস্-এর দুটি অধ্যাত্মরূপ আছে—একটি মনের

মাতা এবং পিতা। অথবা অদিতি এবং বরুণ (তু. ঋ. ১।২৪।১-২, টী. ৬৯৫২)। [৩]ঈ. ৮। [৪]ক. ১।২।১৪। [৫]টীমূ. ৪৩০।

১৮০ তু. ঋ. ৮।৩।২০, ৯।২৩।৫, ৪৭।৩, ৮৬।১০। [১]৪।৩০।২৩। [২]৮।৩।১৩, ৫৯।৫, ১০।১১৩।৩। [৩]৯।১০৭।২৫ (তু. ক. ১।৩।৪)। [৪]ঋ. ১।১৬৫।৮। [৫]শ. বীর্য়বান্ ইত্যো.বৈ.তদ্ আহ য়দ্ আহে.ন্দ্রিয়াবান্ ইতি ৩।৯।৩।২৫ (৪।৪।২।১২)। তু. ঋ. শ্রদ্ধিতং তে মহত ইন্দ্রিয়ায় ১।১০৪।৬ (৬।২৫।৮, ২৭।৪...)। বৌদ্ধদর্শনে কোনও ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠার পরিভাষা হল 'ইন্দ্রিয়', যেমন চক্ষু তখনই 'ইন্দ্রিয়' যখন সে পরমকে দর্শন করে। [৬]পা. ৫।২।৯৩, তত্র কাশিকাবৃত্তি। [৭]ঋ. ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো য়া তে জনেষু পঞ্চসু, ইন্দ্র তানি ত আ বৃণে ৩।৩৭।৯।

১৮১ তু. ঋ. তব ত্যদ্ ইন্দ্রিয়ং বৃহৎ ৮।১৫।৭ (১২।৮); মা. ৩৮।২৭, তত্র শ এতদ্ বা ইন্দ্রিয়ং বৃহদ্ য় এষ তপতি ১৪।৩।১।৩১।

১৮২ **ওজঃ** < √ বজ্ 'সমর্থ হওয়া, বীর্য প্রকাশ করা' তু. Lat. *augere* 'to increase' < base **aug-*, Goth. *aukan* 'to grow, to increase', Gk. *auxo* 'I increase', Lith. *augu* 'I grow'; তু. √ বক্ষ্ 'বেড়ে চলা'। নিঘ.তে ওজঃ 'জল' (১।১২), 'বল' (২।৯); নি. ওজঃ ওজতের্ বা, উব্জতের্ বা বৃদ্ধ্যর্থস্য স্থগ্ভাবার্থস্য বা ৬।৮ (তু. ঋ. ওজায়মান ১।১৪০।৬)। আয়ুর্বেদে 'ওজঃ' সপ্তধাতুর চরম। তাকে

'মন্যু',[১] আরেকটি প্রাণের 'রয়ি'। দুয়েরই বিশিষ্ট লক্ষণ হল তীব্রসংবেগ বা অভীপ্সা।[২] এর মধ্যে 'রয়ি' শব্দটি ঋক্‌সংহিতায় বহুপ্রযুক্ত। নিঘণ্টুতে তার দুটি অর্থ দেওয়া হয়েছে—'ধন' আর 'উদক'।[৩] প্রাচীন এবং আধুনিক সব ব্যাখ্যাতাই প্রথম অর্থটি গ্রহণ করেছেন, দ্বিতীয় অর্থটির দিকে নজর দেননি। অথচ নিঘণ্টুর 'ধন' একটা সামান্যসংজ্ঞা মাত্র, বোঝায় 'যার পিছনে মানুষ ছোটে'। সেখানে 'ইন্দ্রিয়'ও ধন। সুতরাং কিরকম ধন, তা বুঝে নিতে হয় শব্দের নিরুক্তি এবং প্রকরণ থেকে। 'রয়ি'র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যে 'স্রোত' বা 'নদীবেগ', তার অনেক প্রমাণ আছে।[৫] ইন্দ্রের একটি বিশিষ্ট কৃত্য হল বৃত্রের দ্বারা অবরুদ্ধ সপ্তসিন্ধুর ধারাকে মুক্ত করে বইয়ে দেওয়া। এই মুক্তধারাই 'রয়ি'। তার প্রবহণ বা প্রতরণ অনিঃশেষ। আমাদের মধ্যে তা-ই বিজর বিমৃত্যু প্রাণের অনিরুদ্ধ ঐশ্বর্য —বরুণের প্রাচেতস সমুদ্র যার আশ্রয়।

এই রয়ি ইন্দ্রের প্রসাদরূপে আমাদের মধ্যে নেমে আসুক, তার জন্য গভীর আকুতি প্রকাশ পেয়েছে ঋক্‌সংহিতার একটি সূক্তে [৭৮৩]। সূক্তের ঋষি সপ্তগু আঙ্গিরস। তাঁর নামের অর্থ 'সাতটি কিরণ আছে যার মধ্যে'।[১] সাতটি কিরণ অবশ্যই শীর্ষণ্য সপ্তপ্রাণ, উপনিষদে যারা ব্রহ্মের দ্বারপালরূপে কল্পিত। অতএব তিনিই 'সপ্তগু', যিনি আপ্যায়িত এবং প্রদীপ্ত সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে বৃহৎকে আস্বাদন করেছেন। সপ্তগুর বিপরীত 'সপ্তবধ্রি'।[২] সপ্তগুর ইষ্টদেবতা 'বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র'। ইন্দ্রের এই নামটি ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। সেখানে কোথাও তাঁকে বলা হয়েছে বায়ু,[৩] কোথাও-বা মাধ্যন্দিন সূর্য।[৪] অনুক্রমণিকায় কাত্যায়ন বলছেন, 'বিকুণ্ঠা নামে অসুরী ইন্দ্রতুল্য পুত্রকামনায় মহাতপস্যা করেছিলেন, যার ফলে ইন্দ্র নিজেই তাঁর পুত্র হয়ে জন্মান।' মনে হয়, 'বিকুণ্ঠা' অদিতির নামান্তর; বরুণ 'অসুর', আর অদিতি 'অসুরী'। বৈকুণ্ঠ ইন্দ্রের মধ্যে তাহলে মহাশূন্যতার ছোঁয়াচ আছে। তিনি বায়ু বা প্রাণ, মাধ্যন্দিন সূর্য বা প্রজ্ঞা এবং অবশেষে 'বিকুণ্ঠ' বা অনিবাধ মহা-শূন্যতার অনুভব হতে জাত। তিনটি ভাবনায় ইন্দ্রের স্বরূপের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয়।

রক্ষা করতে পারাই আন্তর প্রাণায়াম, যার ফলে 'ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্, ধারণাসু যোগ্যতা চ মনসঃ (যোসূ. ২।৫২-৫৩)। ইন্দ্রশক্তিতে চিন্ময় প্রাণ এই ওজ আধান করেন যখন, তখনই বৃত্রের চরম আবরণ খসে পড়ে (তু. ঋ.…মরুতো, য়ে ত্বা.ঽ.হন্ ঽ.ত্রম্ আদধুস্ তুভ্যম্ ওজঃ ৩।৪৭।৩)। সংহিতায় আর যোগসূত্রে একই তত্ত্বের ব্যঞ্জনা। ইন্দ্রের 'অশ্ব' এই ওজঃশক্তির প্রতীক (দ্র. ১০।৭৩।১০' টী. ১২০)। [১]মন্যু < √মন্ 'মনন করা, ভাবা' মনোবেগ, ঋতে দুটি সূক্তের দেবতা (১০।৮৩-৮৪), ঋষি 'মন্যুস্ তাপসঃ', অর্থাৎ মন্যু তপঃশক্তি হতে জাত (তু. পাহি নো মন্যো তপসা সজোষাঃ ১০।৮৩।২, তপসা যুজা ৩; আরও তু. মন্যো বজ্রিন্ ৬)। দুটি মন্যুসূক্তে অধ্যাত্ম বৃত্রবধের বর্ণাঢ্য চিত্র আছে, যা সপ্তশতীর দেবীযুদ্ধের বীজ। দ্র. টী. ৭২৭। [২]তু. 'তীব্রসংবেগ' যোসূ. ১।২১; 'অভীপ্সা' ক. ১।২।৪। [৩]নিঘ. ২।১০, ১।১২। [৪]ধন < √ধন্ 'দৌড়ানো' তু. ঋ. ১।১৬৭।২ টী. ৬০৭৭, ৭১।৩, ৮৮।৩…; টী. ১৯৫।৫। [৫]দ্র. টী. ৭৫৪।

৭৮৩ ঋ. ১০।৪৭ সূ.। [১]=বৃহস্পতি (৬), যিনি 'সপ্তরশ্মি' (৪।৫০।৪)। [২]দ্র. টীমূ. ৬৭,৩০০৫। [৩]শ, ১৪।৫।১।৬ (বৃ. ২।১।৬); শাং. ৪।৭ (তত্র ইন্দ্র বৈকুণ্ঠ=অপরাজিতা সেনা; তু. মুনিপন্থার 'জিন' বা

সপ্তগু সবার হয়ে 'রয়ি' চাইছেন এই ইন্দ্রের কাছে। কাত্যায়ন বলছেন, সপ্তগুর স্তুতিতে সংহৃষ্ট হয়ে ইন্দ্র পরের তিনটি সূক্তে নিজেরই স্তুতি করেছেন। প্রথম দুটি সূক্ত[৫] স্পষ্টত ইন্দ্রের আত্মস্তুতি, তাঁর আত্মমহিমার অকুণ্ঠ খ্যাপন। কিন্তু তৃতীয় সূক্তটি ইন্দ্রের উক্তি নয়, উপাসকের উক্তি।[৬] অথচ কাত্যায়ন বৈকুণ্ঠ ইন্দ্রকে এই সূক্তেরও ঋষি বলছেন এবং চারটি সূক্ত নিয়ে একটি উপমণ্ডল গণনা করছেন। এই অসঙ্গতির সমাধান এইভাবে হতে পারে। সমস্ত উপমণ্ডলটিই সপ্তগুর স্বানুভবের বিবৃতি। প্রথম সূক্তে তাঁর প্রার্থনা, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সূক্তে বৈকুণ্ঠ ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাযুজ্যবোধজনিত আত্মস্তুতি—যা আত্মস্তুতিগুলির সাধারণ ধরন, আর চতুর্থ সূক্তটিতে আবেশ কেটে যাওয়ার পর আবার তাঁর উপাসকের ভূমিকায় নেমে আসা। কিন্তু আবেশের আমেজ তখনও আছে বলে বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র এ-সূক্তেরও ঋষি। লবসূক্তে বিবৃত আত্মস্তুতিতেও আমরা দেখেছি একই ব্যাপার—ঋকের প্রথম দুটি পাদের প্রবক্তা ইন্দ্র, আর তৃতীয়টির লব। উভয়ত্র দেবতাই ঋষির কণ্ঠে আত্মপ্রকাশ করছেন, কিন্তু ঋষির সত্তা একেবারে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে না, তাঁর চেতনা যেন এপারে-ওপারে বাচ খেলছে। আবেশের এই ধরন সর্বকালীন এবং সর্বজনীন। সবদেশের অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাসে তার নজির আছে। আবেশে যে-কোনও স্তরের মানুষ অন্তত কিছুকালের জন্য নিজেকে দেবতা বলে অনুভব করতে পারে—এই সহজ সত্যকে আধুনিক মনোবিদ্যা এবং নৃবিদ্যাও আজকাল স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছে।[৭]

রয়ির প্রার্থনায় বৈকুণ্ঠ ইন্দ্রকে লক্ষ্য করে সপ্তগু বলছেন :

'আমরা ধরলাম তোমার দক্ষিণ হস্ত হে ইন্দ্র—আলোর কামনায়, হে আলোদের আলোকপতি। কেননা আমরা জানি তোমাকে গোযূথের গোপতি বলে, হে শূর! আমাদের সুদর্শন এবং বীর্যবর্ষী রয়ি দাও তুমি [১৮৪]।

'যার আয়ুধ সমর্থ, যার প্রসাদ সুমঙ্গল, যার নেতৃত্ব স্বচ্ছন্দ, চতুঃসমুদ্রের মত যা রয়িদের ধারক, যা কীর্তনীয় শংসনীয় এবং বহুবরেণ্য, আমাদের (সেই) সুদর্শন ইত্যাদি [১৮৫]।

মৃত্যুঞ্জয় ; আরও তু. ঋ. ১।১১।২)। [৪]জৈউব্রা. ৪।৫।১।১, ৭।২।১০। [৫]ঋ. ১০।৪৮,৪৯ সূ.। [৬]তু. চর্কৃত্য ইন্দ্রো মারুতে নরে ১০।৫০।২। [৭]দ্র. বেমী. পৃ. ৩২ ; টী. ৭৯।

১৮৪ ঋ. জগৃম্ভা তে দক্ষিণং ইন্দ্র হস্তং বসূয়বো বসুপতে বসূনাম্, বিদ্মা হি ত্বা গোপতিং শূর গোনাম্ অস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ১০।৪৭।১। দেবতার '**দক্ষিণ** হস্ত' তাঁর দাক্ষিণ্যের সূচক, তু. ৬।৫৪।১০, ১।১২৮।৬, গুহা হিতং গুহ্যং গূল্‌হম্ অপ্সু, হস্তে দধে দক্ষিণে দক্ষিণাবান্ (ইন্দ্রঃ) ৩।৩৯।৬, ৮।৮১।৬, ১০।১৮০।১ ; এই দক্ষিণ হস্ত আবার বৃত্রঘাতীও (৬।২২।৯, ৮।২।৩২)। 'বসূনাং বসুপতে' আর 'গোনাং গোপতিম্'এ ভাগবতের দেবতার ধ্বনি ল.। 'রয়ি'র সঙ্গে বীর্যের সম্পর্ক ল. (২।৩০।১১, ৬।২২।৩, ৭।৪।৬, ১০।৯১।১৫। ঋকের শেষ পাদটি ধ্রুবা।

১৮৫ ঋ. স্বায়ুধং স্ববসং সুনীথং চতুঃসমুদ্রং ধরুণং রয়ীণাম্, চর্কৃত্যং শংস্যং ভূরিবারম্ অস্মভ্যং...১০।৪৭।২। রয়ি সেই তীব্রসংবেগ যা সমস্ত বাধার সঙ্গে লড়াই করে আমাদের নিয়ে যায় লক্ষ্যের দিকে। এই লক্ষ্য 'প্রাচেতস

'বৃহতের চেতনা অনায়াস যাতে, যাতে দেবতা আছেন, যা বৃহৎ বিপুল এবং গভীর, বিশাল বোধির যা আশ্রয় হে ইন্দ্র, বিশ্রুত ঋষিরা যার ধারক, বজ্রবীর্যে আততায়ীদের যা অভিভূত করে, আমাদের ইত্যাদি [১৮৬]।

'যা বজ্রতেজ ছিনিয়ে আনে, ভাবকম্প্র বীর্য যার আশ্রয়, যা সবছাপানো, যা লক্ষ্যে পৌঁছয়, যা উচ্ছ্বসিত সুদক্ষ দস্যুঘাতী পুরভেদী এবং সত্য হে ইন্দ্র, আমাদের ইত্যাদি [১৮৭]।

'যাতে আছে অশ্বের ওজ আর রথের বেগ, যা বীর্যশালী, যাতে আছে শত আর সহস্রের প্রাচুর্য, যা তোমার বজ্রতেজ হে ইন্দ্র, যা কল্যাণপুঞ্জ এবং ভাবকম্প্র বীর্যের আশ্রয়, যা ছিনিয়ে আনে স্বর্জ্যোতি, আমাদের ইত্যাদি [১৮৮]।

সমুদ্র' (তু. একঃ সমুদ্রো ধরুণো রয়ীণাম্ ১০।৫।১, টীমূ. ৯১)। সেই সমুদ্র এখানে পূর্বে দক্ষিণে পশ্চিমে উত্তরে বিস্তৃত হয়ে আমাদের পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে। তাকে বলতে পারি 'মহারয়ি'। 'চর্কৃত্য' < √ কৃ 'কীর্তন করা'।

১৮৬ ঋ. সুব্রহ্মাণং দেববন্তং বৃহন্তম্ উরুং গভীরং পৃথুবুধ্নম্ ইন্দ্র শ্রুতঋষিম্ উগ্রম্ অভিমাতিষাহম্ অস্মভ্যং··· ১০।৪৭।৩। এও সেই মহারয়ির বর্ণনা যা ঋষিদের সাধনার লক্ষ্য। তা হল বোধিচেতনার সর্বাভিভাবী সেই বৈপুল্য ও গভীরতা, ঋ.তে যার অমূর্ত সংজ্ঞা 'বৃহৎ' ও মূর্ত সংজ্ঞা 'দেব' (দ্র. ৫।৫০ সূ., টী. ১৪৭১)। আবার 'বৃহৎ' হতে উপনিষদের 'ব্রহ্ম'কেও এখানে পাচ্ছি (দ্র. টী. ৭২৫)। **উগ্র** < √ বজ্, বজ্রবীর্য আছে যাতে, ওজস্বী (তু. টী. ৭৮২)। **অভিমাতি** [তু. বিশ্বা স্পৃধো অভিমাতীর্ জয়েম ১০।১৮।৯, মা নঃ স্তর্ (ছুঁড়ে দিও না) অভিমাতয়ে ৮।৩।২, ১।২৫।১৪, ৫।২৩।৪ ('হিংসকম্' সা.) ১০।৮৪।৩, ৩।৫৭।৭··· ; < অভি √ মন্ 'কারও বিরুদ্ধে কিছু মনে করা (তু. বাংলা 'অভিমান'), আক্রোশ প্রকাশ করা' ; প্রতিতু. 'উপমাতি' অনুকূল মনন, প্রসাদ (৪।২৩।৩)] আক্রমণ (তু. অভি √ ভূ), আততায়িতা।

১৮৭ ঋ. সনদ্বাজং বিপ্রবীরং তরুত্রং ধনস্পৃতং শূশুবাংসং সুদক্ষম্, দস্যুহনং পূর্ভিদম্ ইন্দ্র সত্যম্ অস্মভ্যং··· ১০।৪৭।৪। এই মন্ত্রে 'রয়ি' আর ইন্দ্র একাকার। আগের মন্ত্রে 'রয়ি' নিবিৎসমূহের 'ব্রহ্ম', এই মন্ত্রে 'ক্ষত্র'—যা আমাদের দুটি মুখ্য সাধন-সম্পদ (দ্র. ক. ১।২।২৫)। 'সনদ্বাজ' তু. বাজসনি। **বাজ** ॥ বজ্র ॥ বাজী ॥ ওজঃ : 'বজ্র' ইন্দ্রের বৃত্রঘাতী শক্তি, 'বাজী' ওজঃশক্তির প্রতীক অশ্ব (ঋ. ১০।৭৩।১০ ; তু. আয়ুর্বেদের 'বাজীকরণ'), 'ওজঃ' সপ্তধাতুর চরম। 'বাজ' এদেরই সগোত্র (নিঘ. 'অন্ন' ২।৭, 'সংগ্রাম' ২।১৭) বজ্রবীর্য < √ বজ্, দ্র. টী. ৭৮২।

১৮৮ ঋ. অশ্বাবন্তং রথিনং বীরবন্তং সহস্রিণং শতিনং বাজম্ ইন্দ্র, ভদ্রব্রাতং বিপ্রবীরং স্বর্ষাম্ অস্মভ্যং··· ১০।৪৭।৫। 'বাজ' বা ওজঃশক্তির সঙ্গে রয়ির সমীকরণ। তাই রয়িতে এখানে সাধনসম্পদের ধ্বনি আছে। অশ্ব রথ এবং বীর (দেববীর্যকে রথী কল্পনা করা যেতে পারে) পর-পর একটি তীব্রসংবেগের ছবি ফুটিয়ে তুলেছে। 'বীর' ইন্দ্রবীর্য (তু. তন্ত্রের 'অশ্বক্রান্তা রথক্রান্তা বিষ্ণুক্রান্তা' যা দিয়ে সূর্যের উদয়নকে বোঝানো হয়)। 'সহস্র' আনন্ত্যবাচী, 'শত' বোঝায় দেবহিত আয়ুর পূর্ণতা বা ঐন্দ্রী সিদ্ধি ('শতক্রতু')। 'ভদ্র-ব্রাত' তু. ঋতস্য রশ্মিম্ অনুয়চ্ছমানা ভদ্রং-ভদ্রং ক্রতুম্ অস্মাসু ধেহি, উষঃ ১।১২৩।১৩ ; ভদ্রংভদ্রং ন আ ভরে-ষম্ ঊর্জং শতক্রতো ৮।৯৩।২৮ ; ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমা-ক্ষভির্ যজত্রাঃ ১।৮৯।৮। 'বিপ্রবীর' সাধকের বীর্য। **স্বর্ষা** < স্বর্ + √সন্ 'ছিনিয়ে নেওয়া' > 'স্বর্ষাতি' (১।১৩১।৬, ৪।১৬।৯, স্বর্ষাতা বৃণত ইন্দ্রম্ অত্র ৬।১৭।৮, ৩৩।৪...) দ্যুলোকের ওপারের জ্যোতিকে যিনি ছিনিয়ে আনেন মানুষের জন্য (তু. ইন্দ্রের বজ্র 'স্বর্ষা' ১।১০০।১৩, সোম ১।৯১।২১, ইন্দ্র ০ জনয়ন্ন্ অহানি ৩।৩৪।৪, সনৎ সূর্যং সনদ্ অপঃ [প্রজ্ঞা ও প্রাণ] সুবজ্রঃ ১।১০০।১৮, জেষঃ স্বর্বতীর্ অপঃ ১।১০।৮ [=৮।৪০।১০], পবমান...সনা মেধাং সনা স্বঃ ৯।৯।৯...)। 'রয়ি' বা তীব্রসংবেগের এই পরিণাম।

'যে-বৃহস্পতি সপ্তরশ্মি ঋতধী এবং সুমেধা, তাঁর দিকে ছুটে চলেছে (আমাদের) মন—যাঁকে অঙ্গিরাদের মত প্রণতি দিয়েই পেতে হবে ; আমাদের ইত্যাদি [১৮৯]।

'স্তোমেরা আমার দূত। প্রার্থনা নিয়ে ইন্দ্রের দিকে চলছে তারা তাঁর সৌমনস্য চেয়ে। তারা তাঁর হৃদয় ছোঁবে—মনকে নিয়ে এঁকে-বেঁকে চলতে-চলতে। আমাদের ইত্যাদি [১৯০]।

'যা তোমার কাছে আমি চাই, দাও তা-ই আমাদের হে ইন্দ্র : দাও (সেই) মহাভূমি—অতুলন যা জনগণের মধ্যে। তার উদ্দেশে দ্যুলোক-ভূলোক হ'ক গীতমুখর। আমাদের ইত্যাদি [১৯১]।

যেমন অদিতির কাছে আমাদের প্রার্থনা 'অনাগস্ত্ব' বা নিরঞ্জনত্ব এবং 'সর্বতাতি' বা সর্বাত্মভাবের জন্য [১৯২], তেমনি ইন্দ্রের কাছে রয়ির জন্য। এই দুই অধ্যাত্ম-সম্পদেই সাধনজীবনের চরিতার্থতা। এ যেন নির্মল চিত্তের উৎস হতে ঊর্ধ্বস্রোতা প্রাণের তীব্রসংবেগে আকাশময় ছড়িয়ে পড়া। ইন্দ্রের বিশিষ্ট পরিচয় এই রয়িতে, যা পাষাণের অবরোধ বিদীর্ণ করে প্রাণকে প্রবহন্ত করতে পারে। এ তাঁর 'ইন্দ্রিয়' বা যোগবীর্য—ইতিহাস-পুরাণে আত্মারামের অগ্রজ হলধর 'বলরাম' যার বিগ্রহ। লক্ষণীয়, তাঁর শক্তি 'রে-বতী'।

---

১৮৯ ঋ. প্র সপ্তগুম্ ঋতধীতিং সুমেধাং বৃহস্পতিং মতির্ অচ্ছা জিগাতি, য আঙ্গিরসো নমসো.পসদ্যো অস্মভ্যং...১০।৪৭।৬। 'সপ্তগু' বৃহস্পতির বিণ., আবার ঋষিরও নাম ; দুয়ের মধ্যে সাযুজ্যের ধ্বনি আছে। অন্যত্র পাই, বৃহস্পতি পরমব্যোমে মহাজ্যোতি হতে জাত—সপ্তাস্য ও 'সপ্তরশ্মি' হয়ে (৪।৫০।৪)। আগের মন্ত্রে ইন্দ্র 'স্বর্ষা' ; তার ফলেই এই 'বৃহৎ জ্যোতি'র আবির্ভাব (তু. তৈউ.র আনন্দমীমাংসায় ইন্দ্রের পর বৃহস্পতির স্থান ২।৮)। সমস্ত দেবতাই **ঋতধীতি** এবং সত্যধর্মা (তু. ঋ. ৫।৫১।২, ৪।৫৫।২, বরুণ মিত্র-অগ্নি ৬।৫১।১০, অঙ্গিরোগণ ৩৯।২), তার মধ্যে বৃহস্পতি বিশেষ করে। ধ্যান ঋতচ্ছন্দ হলেই তার মধ্যে জন্মায় 'মেধা' (< মনস্ + √ ধা, মনঃসমাধান, সমাধি) বা সত্যে অনুপ্রবেশ করবার সামর্থ্য। বৃহস্পতি 'আঙ্গিরস' বা অঙ্গিরোগণের ইষ্টদেবতা (তু. ৬।৭৩।১, ১০।৬৭-৬৮ সূ. ঋষি অয়াস্য আঙ্গিরস, ২।২৩ সূ. ঋষি গৃৎসমদ আঙ্গিরস)। ইন্দ্র-বৃহস্পতির সহচার ঋ.তে প্রসিদ্ধ (৪।৪৯, সূ. ৪।৫০।১০, ১১, ৭।৯৭।১০, ৮।৯৬।১৫, ১০।৬৭।৬...)। 'নঃসা **উপসদ্যঃ**' তু. ২।২৩।১৩। 'উপসত্তি' উপাসনা, দেবতার কাছে মানুষের বসা ; আর 'নিষত্তি' মানুষের মধ্যে দেবতার আবেশ ; দুয়ের মিলনে 'উপনিষৎ' (দ্র. বেমী. পৃ. ১০০)।

১৯০ ঋ. বনীবানো মম দূতাস ইন্দ্রং স্তোমাশ্ চরন্তি সুমতীর্ ইয়ানাঃ, হৃদিস্পৃশো মনসা বচ্যমানা অস্মভ্যং...১০।৪৭।৭। দেবতা আর মানুষের মধ্যে বাকের দূতীয়ালি। **বনীবানঃ** < √ বন্ 'চাওয়া ; পাওয়া' + বন্ (সা.)। অনন্য প্রয়োগ। **বচ্যমানাঃ** < √ বচ্। বঙ্ক্ 'এঁকেবেঁকে চলা' তু. শ্বে. ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ৪।৩। নদী এঁকেবেঁকে শেষ পর্যন্ত যেমন সমুদ্রে পৌঁছয়, তেমনি সুরের লহরী এঁকেবেঁকে পৌঁছয় দেবতার হৃদ্যসমুদ্রে।

১৯১ ঋ. যৎ ত্বা যামি দদ্ধি তন্ ন ইন্দ্র বৃহন্তং ক্ষয়ম্ অসমং জনানাম্, অভি তদ্ দ্যাবাপৃথিবী গৃণীতাম্ অস্মভ্যং...১০।৪৭।৮। উপাসকে সঞ্চারিত 'রয়ি' বা তীব্রসংবেগ শেষ পর্যন্ত পৌঁছয় 'বৃহৎ ক্ষয়ে' (তু. ৩।৩।২) বা 'উরাব্ অনিবাধে' (৫।৪২।১৭, টী. ৪৬৪৩) অর্থাৎ পরমব্যোমে বা 'উরুক্ষয়ে' যা মিত্রাবরুণের ধাম (তু. ১।২।৯)। তা দ্যুলোক-ভূলোক ছাপিয়ে (তু. ছা. ৮।১।১-৩)।

১৯২ দ্র. টী. ১৭৪৪ ; ঋ. ১০।১০০ সূ.।

তারপর সংহিতা থেকে ব্রাহ্মণে আসা যাক। সেখানে ইন্দ্রের সাধারণ পরিচয়, তিনি দেবতাদের অধিপতি [১৯৩], দেবতাদের শ্রেষ্ঠ[১]—এমন-কি তিনিই সব দেবতা।[২] যিনি বায়ু, তিনিই ইন্দ্র ; যিনি ইন্দ্র, তিনিই বায়ু।[৩] অধিজ্যোতিষ দৃষ্টিতে তিনি সূর্য বা আদিত্য।[৪] অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে তিনি প্রাণ[৫] বা মন[৬] বা বীর্য[৭]। তিনি অক্ষিপুরুষ,[৮] তিনি ব্রহ্মা।[৯] তাঁর এই পরম পরিচয় ঋগ্‌বেদের দুটি উপনিষদেই খুব স্পষ্ট, এটি লক্ষণীয়।

ইন্দ্রের এই সাধারণ পরিচয় হতে এবার আসা যাক তাঁর বিশিষ্ট পরিচয়ে। প্রথমেই ধরা যাক তাঁর

২ রূপ জন্মরহস্য ও পরিজন

আগেই বলেছি, বৈদিক দেবতা অমূর্ত, কিন্তু অরূপ বা নিরাকার নন। ইন্দ্র-সহচর মরুদ্‌গণকে নিয়ে ঋষিদের রূপোল্লাসের কথাও বলেছি। কিন্তু ঋক্‌সংহিতায় ইন্দ্রকে নিয়ে ঋষিদের এমনতর উল্লাসের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না—যদিও সেখানে তিনি নিঃসন্দেহে পরমদেবতার আসনে স্থাপিত। ইন্দ্র যদি আদিত্য হন, তাহলে মরুদ্‌গণ তাঁর ছটামণ্ডল, তাঁর চিন্ময় প্রাণের ঐশ্বর্য। দেবতার বিভূতি নিয়েই রূপোল্লাস সম্ভব, অধিষ্ঠানরূপে দেবতা তার পিছনে প্রচ্ছন্ন থেকে যান। তবুও ঋষির ভাবনায় ইন্দ্র অরূপ নন। উপনিষদের একটি জায়গাতেই আদিত্যপুরুষের রূপের বর্ণনা পাওয়া যায় : তিনি হিরণ্ময় পুরুষ—হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ, তাঁর নখের ডগা হতে সব সুবর্ণ, কপির আসনের মত তাঁর কমলনয়ন [১৯৪]। লক্ষণীয়, ঋক্‌সংহিতায় ইন্দ্রের স্বল্পাক্ষর রূপবর্ণনাও এর অনুরূপ। সেখানেও তিনি 'বজ্রী

---

১৯৩ দ্র. তৈত্রা. ২।২।১০।৩। [১]তৈত্রা. ২।৩।১।৩, শ. ৩।৪।২।২। [২]ঐ। [৩]শ. ৪।১।৩।১৯। দেবতা-বিকল্পের কারণ, অন্তরিক্ষের দুটি প্রত্যন্ত দুজনের স্বধাম। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বায়ুতে প্রাণের প্রাধান্য, ইন্দ্রে মনের। এইথেকে পরে দেখা দেয় যোগের দুটি ধারা—একটি প্রাণের আশ্রিত হঠযোগ, আরেকটি মনের আশ্রিত রাজযোগ। স্ম. যোগীদের উক্তি : 'অশক্তো রাজয়োগে স্যাদ্. ধঠয়োগে হ্যধিকারবান্।' [৪]শ. ৪।৬।৫।৭, ৫।৯।৪, ৮।৫।৩।২...। [৫]শ. ১২।৯।১।১৪। [৬]শ. ১২।৯।:।১৩। [৭]তৈত্রা. ১।৭।২।২, শ. ২।৫।৪।৮, ৩।৯।১।১৫, ৫।৪।৩।:৮ ; তু. অনুরূপ 'বল' : শ. ১১।৪।৩।১২, তৈত্রা. ২।৫।৭।৪ ; 'ক্ষাত্র' শ. ১০।৪।১।৫। [৮]শ. ১০।৫।২।৯ ; দ্র. টীমু. ৮৪৩। [৯]শাং. ৬।১৪ ; তু. শ. য়ৎ পরং ভাঃ, প্রজাপতির্ বা স ইন্দ্রো বা ২।৩।:।৭।

১৯৪ দ্র. ছা. ১।৬।৬-৭। মূলে আছে, 'য়থা **কপ্যাসং** পুণ্ডরীকম্ এবম্ অক্ষিণী তস্য'। 'কপ্যাস' শব্দের প্রচলিত ব্যাখ্যা 'কপির আসন' বা বানরের রক্তবর্ণ পশ্চাদ্‌ভাগ। কিন্তু ল. বানরের মুখও লাল এবং 'আস' শব্দ 'আস্য' বা মুখও বোঝাতে পারে (তু. ঋ. 'আসা' ১।৭৬।৪, ২।১।১৪, ৪।৫।১০, ৫।১৭।২...)। তু. কৌ.তে ইন্দ্রদ্বেষী 'অরুর্মুখ' বা লালমুখো যতিদের প্রসঙ্গ (৩।১, বেমী. ১০৯৪৮) ; তাঁদের কি বানরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ? আরও তু. উদয়নে এবং অস্তময়নে সূর্য লাল, আর মাঝখানে 'হরিকেশ' (ঋ. ১০।৩৭।৯) বা সোনালী ; ইন্দ্রকে যেমন বর্ষার জন্য 'বৃষভে'র সঙ্গে উপমিত করা হয়, তেমনি সূর্যকে এইজন্য 'কপি'র সঙ্গে তুলনা করা অসম্ভব নয়। যে-বৃষাকপিকে নিয়ে ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর মন-কষাকষি, সেও 'হরিতো মৃগঃ' ১০।৮৬।৩ ; পরে 'বৃষাকপি'

হিরণ্যয়ঃ'[১] 'হিরণ্যবর্ণঃ'[২] 'হিরীমশো হিরীমান্',[৩] তাঁর 'শ্মশ্রূণি হরিতা'[৪] এবং তিনি 'হরিকেশঃ'[৫] অর্থাৎ তাঁর চুল সোনালী। এ-বর্ণনা আর্য পুরুষের। সংহিতায় এবং উপনিষদে দেবতার রূপবর্ণনায় এই সাদৃশ্য আকস্মিক নয়, দুয়ের মধ্যে ভাবনার একটা ধারাবাহিকতা সুস্পষ্ট। এতে দেবতার বিশিষ্ট আকৃতি গৌণ স্থান অধিকার করে আছে। আসল কথা হল, দেবতা আদিত্যবর্ণ এবং জ্যোতিঃস্বরূপ।[৬] তিনি হিরণ্যজ্যোতির্ময় বলে তাঁর এক নাম 'হরি'।[৭] ঋক্‌সংহিতার একটি ইন্দ্রসূক্তের দেবতাও অনুক্রমণিকার মতে 'হরি' এবং ঋষি 'সর্বহরি ঐন্দ্র'।[৮] এইখানে ভাগবতের দেবতা 'হরি' এবং বেদের দেবতা ইন্দ্রের সমীকরণ পাওয়া যাচ্ছে, এটি লক্ষণীয়। সমস্ত সূক্তটিতে ঘুরে-ফিরে নানাভাবে 'হরি' শব্দের এবং সমধ্বনি 'হর্‌্' ধাতুর ব্যবহার ওটিকে যেন হরি-নামের মালা করে তুলেছে। 'হরি'র মৌলিক অর্থ 'জ্যোতির্ময়' একথা মনে রাখলে ভাবকের কাছে সমস্ত সূক্তটি মনে হবে যেন একটা আলোর ফোয়ারা—যার মধ্যে দেবতার নাম আর রূপ এক অনির্বচনীয় জ্যোতিঃ-পরিবেষে একাকার হয়ে গেছে।

ইন্দ্রের রূপানুধ্যানের বেলায় তাঁর বিগ্রহবত্তার দিকটা সংহিতায় খুব পরিস্ফুট নয়। নৈরুক্তদের দেবতাদের মধ্যে অগ্নি বায়ু এবং সূর্যের [৭৯৫] তবুও একটা নৈসর্গিক আধার আছে, কিন্তু ইন্দ্রের বেলায় তা তেমন স্পষ্ট নয়। তিনি যে আদিত্য বা বর্ষার ধারাসার, উত্তরায়ণের চরম বিন্দুরূপে তিনি যে 'অভিজিৎ'[১]—তাঁর এ-পরিচয় অনেকটা নেপথ্যে রয়ে গেছে। কোনরকমেই তাঁর রূপকে ব্যাকৃত করে তোলবার দিকে ঋষিদের তেমন আগ্রহ নাই—যদিও তাঁর পুরুষবিধতা তাঁদের কাছে একটা স্বচ্ছন্দ স্বীকৃতি পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দেবতা 'অরূপরতন' হলেও যেমন তাঁর চরণের ধ্বনি শোনা যায় বা তাঁর হাতে হাত রাখা যায়, ইন্দ্রের বেলাতেও তেমনি প্রয়োজনবশেই তাঁর বিশিষ্ট অবয়বের উল্লেখ করা হচ্ছে দেখতে পাই—নতুবা তিনি একটা অমূর্ত চিন্ময় শক্তিপ্রবাহ মাত্র। দেবতার স্বরূপকে এমনি করে রূপ আর অরূপের মাঝামাঝি স্থাপন করাকে এদেশের অধ্যাত্মভাবনার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে।

দ্র.)। [১]ঋ. ১।৭।২। [২]৫।৩৮।২। [৩]১০।১০৫।৭, 'হিরীমশ' হিরণ্যশ্মশ্রু (সা.)। মন্ত্রটিতে ইন্দ্রের 'হনু'রও উল্লেখ আছে। [৪]১০।২৩।৪। শ্মশ্রুর বর্ণনা ৮।৩৩।৬; হরিসূক্তে 'হরিশ্মশারু' ১০।৯৬।৮। [৫]হরিসূক্তে দ্র. ১০।৯৬।৫, ৮। এই বিণ. সূর্যের ১০।৩৭।৯, সবিতার ১৩৯।১, অগ্নির ৩।২।১৩। [৬]তু. মা. বেদা.হম্ এতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ৩১।১৮, শ্বে. ৩।৮। মন্ত্রে আদি 'মহাপুরুষে'র উদ্দেশ পাচ্ছি, যিনি পার্থিব মহাপুরুষের আদর্শ। আদিত্য যেমন হিরণ্ময়, যাগের ফলে যজমানের তেমনি 'হিরণ্যশরীর' হওয়ার কথা ব্রাহ্মণে আছে (ঐব্রা. ১।২২, ২।৩, ১৪; তু. ঋ.তে অপালার 'সূর্যত্বচ্' হওয়া ৮।৯১।৭, টী. ২২৮৬)। [৭]< √হৃ॥ ঘৃ 'ক্ষরিত হওয়া, দীপ্তি দেওয়া' টী. ১৬৪১। [৮]১০।৯৬ সূ.।

৭৯৫ দ্র. নি. ৭।৫। [১]দ্র. তৈব্রা. ১।৫।২।৩+তা. ১৬।৪।৬।

ইন্দ্রের প্রধান কর্ম হল বজ্রের আঘাতে বৃত্রকে বধ করা। বজ্র ছুঁড়ে মারবার জন্য হাত চাই। অতএব ইন্দ্রের 'বাহু' আছে—তিনি 'বজ্রবাহুঃ' 'বজ্রহস্তঃ' বা 'বজ্রভৃৎ' [৭৯৬]। আর এই বৃত্রবধ তিনি করেন 'সোমস্য মদে' বা সোমপানের উন্মাদনায়। এই প্রসঙ্গে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিছু-কিছু উল্লেখ আছে। সোমরস পান করলে প্রথম তা পেটে যাবে এবং সেখান থেকে তার উন্মাদনা ক্রমে মাথায় চড়বে। তাই দেখি, ইন্দ্রের 'কুক্ষি' সোমপাতম।[১] তার পর সেই সোম আসে হৃদয়ে।[২] সেখান থেকে আসে 'শিপ্রে'[৩] বা হনুতে, যার জন্য ইন্দ্রের বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল 'শিপ্রী', 'শিপ্রবান্' বা 'শিপ্রিণীবান্'।[৪] তারপর সোম উজিয়ে যায় ইন্দ্রের 'কাকুৎ'এ[৫]—উপনিষদে যার নাম 'ইন্দ্রযোনি',[৬] আধুনিক যোগশাস্ত্রে 'আজ্ঞাচক্র'। তার পর চলে

---

৭৯৬ দ্র. ঋ. ১।৩২।১৫, ১৭৪।৫, ২।১২।১২, ১৩, ৩।৩৩।৬, ৪।২০।১, ২৯।৪... ; ১।১৭৩।১০, ২।১২।১৩, ৩।৩২।৩, ৬।২২।৫, ৭।১৯।৫, ৮।২।৩১... ; ১।১০০।১২, ৬।১৭।২। [১]১।৮।৭। তু. হ্রদা ইব কুক্ষয়ঃ সোমধানাঃ ৩।৩৬।৮ (বহুবচন-প্রয়োগ অনন্য ; কুক্ষি এখানে উপলক্ষণ ; যেখানে-যেখানে সোম্য মদের স্ফুরণ হচ্ছে তা-ই **কুক্ষি** ; চেতনার বৈপুল্য বোঝাতে হ্রদের উপমা ; তু. আপো ন সিন্ধুম্ অভি যৎ সমক্ষরন্ত্ সোমাস ইন্দ্রং কুল্যা [নালা] ইব হ্রদম্ ১০।৪৩।৭), ৮।১৭।৫, ২।১১।১১, ১০।২৮।২, ৮৬।১৪। দ্র. নীচে অনুচ্ছেদ ৭। নামান্তর 'উদর' ৮।১।২৩, ২।১, ৭৮।৭, সং যন্ মদায় শুষ্মিণ (উচ্ছ্বসিত মত্ততা জন্মাতে ক্ষরিত হয় সোমের ধারারা) এনা (তাইতে) হ্য.স্যো.দরে সমুদ্রো ন ব্যচো (ব্যাপ্তি, বিশালতা) দধে ১।৩০।৩ ; 'জঠর' ২।১৬।২, ১।১০৪।৯, ৩।৩৫।৬, ৪৭।১, ৯।৬৬।১৫...। এই কুক্ষি পরে যোগের মণিপুরচক্র বা ব্রহ্মগ্রন্থি হয়েছে। সংহিতার চারটি 'নাভ্' বা নাভি বা গ্রন্থির প্রথম (৯।৭৪।৬, টী. ১১১৩), যার নীচে সোমকে নামতে দিতে নাই (৯।১০।৮, টী. ১১৩)। এইখান থেকে ধারা উজান বইতে থাকে। তার একেকটি ঘাট থেকে যোগের একেকটি চক্রের কল্পনা। প্রত্যেক নাভিতে সোম তখন 'ইন্দ্রিয়ো রসঃ' (৯।২৩।৫) বা ইন্দ্রবীর্যের আনন্দ। [২]তু. তুভ্যে.দ্ ইন্দ্র স্ব ওক্যে (আপন ধামের পানে, লক্ষ্যার্থে সপ্তমী ; **ওক্য** ॥ ওকঃ 'নিবাসস্থান' নি. ৩।৩ < √ উচ্ 'অভ্যস্ত হওয়া' > 'উচিত' ; ইন্দ্রের স্বধাম ভ্রূমধ্য—বৃত্রবধের আগে, এবং সহস্রার—বৃত্রবধের পর, সংহিতায় যার নাম 'পরাবৎ' ৮।১২।১৭, ১৩।১৫, ৫০।৭ বা 'পার্য দিব্' ৬।৪০।৫) সোমং চোদামি (আমি পাঠিয়ে দিই ; উপাস্য এবং উপাসকের সাযুজ্য ও সারূপ্যের ধ্বনি ল., তু. ১০।১২০।৯, টী. ১৩১) পীতয়ে এষ রারন্তু (নন্দিত করুক) তে হৃদি ৩।৪২।৮, সোমঃ শম্ (শান্তিময়) অস্তু তে হৃদে ৮।১৭।৬, ৮২।৩, সোমো হৃদে পবতে (পূতধারায় উজিয়ে চলে) চারু মৎসরঃ (উন্মাদন হয়ে) ৯।৭২।৭ (=৮৬।২১)। তু. মানুষের বেলায় : শং নো ভব হৃদ আ পীত ইন্দো (পরিপূত জ্যোতির্ময় সোম ; তার আগেই আছে 'অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম' ইত্যাদি) ৮।৪৮।৪, অয়ং চ সোমো হৃদি যং বিভর্মি ১০।৩২।৯, ভরা নঃ সোম শং হৃদে ৮।৭৯।৭, ১।৯১।১৩। [৩]দ্র. ৫।৩৬।২, টী. ৬৪৪৩ ; যোগে কণ্ঠে বা বিশুদ্ধচক্রে। [৪]দ্র. ১।২৯।২, ৮১।৪, ৬।১৭।২, ৮।৩৩।৭, ৬১।৪, ৯২।৪, ১০।১০৫।৫। [৫]দ্র. টী. ৬২৪। [৬]তৈউ. ১।৬।১। [৭]তু. ঋ. প্র তে অশ্নোতু কুক্ষ্যোঃ প্রে.ন্দ্র ব্রহ্মণা শিরঃ প্র বাহূ শূর রাধসে ৩।৫১।১২ (দ্র. টী. ৭২৫)। ইন্দ্রের পীত সোম প্রথম যায় কুক্ষিতে—যোগের ভাষায় নাভিস্থিত মণিপুরচক্রে। এইখানে মরমীয়ার দৃষ্টিতে অগ্নি-সোমের সঙ্গম এবং তার ফলে অন্নাদ বৈশ্বানরের তেজের রূপান্তর জীবনানন্দে। তারপর সোমের ধারা 'বহ্নি' হয়ে (তু. ৯।৯।৬, ২০।৬, ৩৬।২, ৬৫।২৮...) উজান বইতে থাকে—দেবতার বেলায় সবসময়, আর মানুষের বেলায় কৈশোর পর্যন্ত। তার নীচে সোমকে নামতে দিতে নাই—একথা আগেও বলেছি। এইখান থেকে সোম ঊর্ধ্বস্রোতা হয়ে সবজায়গায় ছড়িয়ে পড়ে (তু. আ তে সিঞ্চামি কুক্ষ্যোর্ অনু গাত্রা বি ধাবতু. গৃভায় [গ্রহণ কর] জিহ্বয়া মধু [জিহ্বা বোঝাচ্ছে 'কাকুৎ' বা 'ইন্দ্রযোনি', যেখানে পবমান সোম রূপান্তরিত হয় মধুবহ ইন্দুতে] ৮।১৭।৫)। তার একটি মূল ধারা উজিয়ে যেতে-যেতে শেষপর্যন্ত পৌঁছয় **শিরস্**-এ : তু. সং জামিভিঃ (অর্থাৎ অন্যান্য ধারাদের সঙ্গে) নসতে (যুক্ত হয়) রক্ষতে শিরঃ (এবং মাথায় পৌঁছেও মাথাকে ঠিক রাখে) ৯।৬৮।৪। তন্ত্রের ভাষায় এই শিরে সহস্রার চক্র। ঋ.তে সোম তখন সহস্রধারায় ক্ষরিত (৯।১০৯।১৬, ১১০।১০, ১০৮।৮, ১১...) অথবা উৎসৃষ্ট (৯।১৩।১, ৫২।২...)। সে-সোম 'সহস্ররেতা' (৯।১০৯।১৭)। এখানকার আনন্দ

যায় তাঁর 'শিরে'[৭]—যেখানে তাঁর 'স্ব ওক্য' বা স্বধাম।[৮] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই চলন আমাদের মধ্যে 'অন্তশ্চর শুভ্রবান পথে'—যাকে এখন আমরা বলি 'সুষুম্ণা নাড়ী'।[৯] এই উজান বওয়ার বিচিত্র বর্ণনা ঋক্‌সংহিতার সোমমণ্ডলে অনেক আছে। এমনিতর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা ছাড়া ইন্দ্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আর-কোনও উল্লেখ সংহিতায় বড় একটা পাওয়া যায় না।[১০]

এই হিরণ্ময় দেবতা অবশ্যই 'অজর' এবং 'অমৃত'। দেবতাদের এটি সাধারণ লক্ষণ। জরাতে প্রাণ ও মনের অবক্ষয় এবং মৃত্যুতে তাদের প্রলয়—এ হল প্রাকৃত জীবের ধর্ম। দেবতা তার উর্ধ্বে। প্রাণ ও মনের উপচয় ও অপচয়কে অতিসহজেই প্রত্যক্ষদৃষ্ট আদিত্যায়নের সঙ্গে উপমিত করা যেতে পারে। মাধ্যন্দিন আদিত্য দেবতার নিত্যযৌবনের প্রতীক। বিষ্ণুর মত ইন্দ্রও মাধ্যন্দিন সূর্যের দেবতা। বিষ্ণু 'যুবা অকুমারঃ' [৭৯৭], ইন্দ্রও তা-ই। তিনি জন্ম থেকেই 'পুরন্দর যুবা কবি' এবং 'অমিতৌজা'।[১] তাঁর যৌবন নিত্য, তিনি 'অজুর্য' অর্থাৎ কখনও জরাগ্রস্ত হতে জানেন না।[২] অথচ আশ্চর্য এই, তিনি (শিবের মত) যুবা হয়েও 'স্থবির' বা পূর্ণ-পরিণত।[৩] তিনি আমাদের 'যুবা সখা'।[৪] লক্ষণীয়, অগ্নিও যুবা এবং অজর, কিন্তু তাঁর শৈশব আছে। ইন্দ্রের শৈশব নাই, যদিও তাঁর জন্ম আছে। বামদেবের

ব্রহ্মানন্দ বলে সোম ব্যাপ্ত হয় 'ব্রহ্মণা' বা বৃহৎ চৈতন্যের দ্বারা। তারপর তা 'শূর' ইন্দ্রের শৌর্য হয়ে নেমে আসে-তাঁর দুটি বাহুতে (তু. Gk. *pekhus* < **phākhus*, Eng. *bough*)। দুটি বাহু দেহকাণ্ডের দুটি ডাল। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সূক্ষ্ম নাড়ীময় দেহ যেন একটা ওলটানো গাছের মত। সুষুম্ণা তার কাণ্ড, অন্যান্য নাড়ী ডালপালা। বাহুতে আর নাড়ীতে একটা সাম্য দেখা যায় অনেকজায়গায়—বিশেষত 'গভস্তি' শব্দে, নিঘ.তে যার অর্থ 'বাহু' (২।৪) এবং 'রশ্মি' (১।৫) দুইই। হঠযোগে সুষুম্ণাকাণ্ডের দুটি বাহু ইড়া আর পিঙ্গলা। তাদের স্পন্দরোধ করাই পুরাণে বৃত্রের বাহুচ্ছেদ। দেবতার বাহু ক্ষাত্রবীর্যের প্রতীক (তু. ঋ. বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ ১০।৯০।১২)। শিরে ব্রাহ্মী চেতনার আর বাহুতে ক্ষাত্র বীর্যের স্ফুরণই সোম্য মধু আর মদের পরিণাম এবং তা-ই আমাদের 'রাধসে' অর্থাৎ ঋদ্ধির নিদান। [৮]দ্র. ৩।৪২।৮, টী. ৭৯৮২। [৯]৯।১৫।৩, টী. ১১৪২। [১০]এই উল্লেখগুলি ল.: সবদিকে তাঁর কান পাতা, অতএব তিনি 'আশ্রুৎকর্ণ' (১।১৩।৯); সবদিকে চেয়ে আছেন, তাই 'সহস্রাক্ষ' (১।২৩।৩; তু. পুরাণে ইন্দ্র 'সহস্রলোচন'; অগ্নিও 'সহস্রাক্ষ' ১।৭৯।১২, পুরুষ ঐ ১০।৯০।১); তিনি 'তুবিগ্রীব' অর্থাৎ তাঁর গ্রীবা চওড়া আর মজবুত (৮।১৭।৮); তিনি 'সহস্রমুষ্ক', সহস্ররেতা বোঝাতে (৬।৪৬।৩)।

৭৯৭ ঋ. ১।১৫৫।৬। [১]পুরাং ভিন্দুর্ যুবা কবির্ অমিতৌজা অজায়ত ১।১১।৪। [২]ইন্দ্রম্ অজুর্যং জরয়ন্তম্ (স্বয়ং কালাতীত অতএব অজর থেকে আর-সবাইকে জরাগ্রস্ত করছেন, তু. [অগ্নিঃ] অজুর্যো জরয়ন্‌-অরিন্ ২।৮।২) উক্ষিতং (প্রবৃদ্ধ, ষোলকলায় পূর্ণ) সনাদ্ যুবানং (চিরযৌবন যাঁর) অবসে হবামহে ২।১৬।১। ল. ভাগবতদের 'নারায়ণে'র কৈশোর নাই, কিন্তু তাঁর অবতার 'কৃষ্ণে'র আছে—অথচ দুইই পরম তত্ত্ব। ইন্দ্র নারায়ণের মত, তবে কিনা তাঁর রাহস্যিক জন্ম আছে। [৩]তু. যূনঃ **স্থবিরস্য** ৩।৪৬।১; দ্র. ৪।১৮।১০, ৬।১৮।১২, ৩২।১, ঋষ্বা (উদগ্র এবং উন্নত) ত ইন্দ্র স্থবিরস্য বাহূ উপ স্থেয়াম শরণা বৃহন্তা ৬।৪৭।৮, ১০।১০৩।৫, ১।১৭১।৫। ইন্দ্র সম্পর্কে প্রয়োগই বেশী। 'বৃদ্ধ' অর্থে নয়, বাংলায় 'ভারিক্কি' বলতে যা বোঝায় তা-ই। পূর্ণতা যেন চরমে পৌঁছে থেমে আছে। তু. বৌদ্ধ 'স্থবির' > থের—বয়সে প্রবীণ না হলেও। আরও তু. 'স্থূর' ॥ 'স্থূল' ॥ 'স্থির' ॥ 'স্থূণা' কড়িকাঠ < √ স্থা 'স্থির থাকা'। [৪]৬।৪৫।১। এই পদগুচ্ছ ৮।৪৫।১-৩এ।

বর্ণনায়, তাঁর মা যেন প্রথম বিয়ানের গাই, তাঁকে প্রসব করলেন একেবারে 'স্থবির এবং তুম্র (অর্থাৎ মোটাসোটা) বৃষভ'রূপে।[৫]

একটা রূপাভাসের আড়ালে ইন্দ্রকে তাহলে আমরা পাচ্ছি ষোড়শকল হিরণ্ময় আদিত্যবর্ণ অজর এবং অমৃত মহান্ত পুরুষরূপে। এই ভাবনা দেবতার অবিকল্প রূপানুধ্যানের একান্ত উপযোগী। দেখতে পাচ্ছি, এর উৎস একেবারে আর্য দৈবত-কল্পের গঙ্গোত্রীতে, কিন্তু ক্রমে লোকাতত মূর্তি-উপাসনার প্রাবল্যে তা অগভীর এবং আবিল হয়ে এসেছে। যে-ভাগবতধর্মে দেবতার রূপোল্লাসের এত ছড়াছড়ি, সেখানেও দেখি অরূপ এবং রূপের সমন্বয়েই যে স্বরূপানুধ্যানের সার্থকতা—মহামুনি এই সত্যকে একবারও বিস্মৃত হননি, দেবতা মানুষী তনুকে আশ্রয় করলেও তাঁর ভূতমহেশ্বরত্ব এবং পরমভাবকে অর্থাৎ তাঁর নিত্যসহচরিত বিশ্বাত্মকত্ব এবং বিশ্বোত্তীর্ণত্বকে মূঢ়ের অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে দেননি [১৯৮]। বেদের দেবতা গ্রীক বা এদেশের লোকাতত দেবতার মত কোনকালেই পুরাপুরি মানুষ হয়ে ওঠেননি কেন, তার সূত্র খুঁজে পাই ইন্দ্রের এই অনতিস্পষ্ট অথচ অর্থবহ রূপায়ণে।

পরমদেবতার আলাদা কোনও রূপ নাই। তাঁহতে বিশ্বের এই-যে বিসৃষ্টি—বাইরে কিংবা ভিতরে, তা-ই তাঁর রূপ। তিনি 'বিশ্বরূপ'। ঋক্‌সংহিতায় ত্বষ্টা, ত্বাষ্ট্র, বৃষভ-ধেনুরূপ আদিমিথুন, বাকের অধীশ্বর বৃহস্পতি এবং আনন্দের দেবতা সোম—এঁদের সবাইকে 'বিশ্বরূপ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কেবল ইন্দ্রের বেলাতেই তিনি যে কি করে বিশ্বরূপ হলেন, তাঁর আত্মমায়ায় আপন তনুর চার-দিকে একটি সহস্ররশ্মি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে রূপে রূপে প্রতিরূপ হলেন, তার কলাও বর্ণনা পাই [১৯৯]। পুরুষসূক্তে বিশ্বের প্রতিষ্ঠা এবং অতিষ্ঠারূপে যে সহস্র-শীর্ষা পুরুষের কথা আছে,[১] তা এই বিশ্বরূপ ইন্দ্রের দার্শনিক বিবৃতি। সেখানে পুরুষ বিরাট্‌রূপে অভিব্যক্ত একথাও আছে।[২] বৃহদারণ্যকোপনিষদে ইন্দ্র অক্ষিপুরুষ অর্থাৎ প্রতি জীবের অন্তর্যামী এবং তাঁর সহচারিণী পত্নী বা শক্তির নাম 'বিরাট্'।[৩]

বৈদিক দেবতারা প্রায়শ রথচারী। ইন্দ্র বিশেষ করে যোদ্ধা, সুতরাং তাঁর রথ বাহন এবং প্রহরণ থাকবেই। এথেকে তির্যক্-ভাবে তাঁর রূপের ইশারা মেলে। ইন্দ্রের

---

৫ গৃষ্টিঃ সসূব স্থবিরং…ঊ্রষভং তুম্রম্ ইন্দ্রম্ ৪।১৮।১০। তুম্র বহুজায়গায় ইন্দ্রের বিণ.। < √ * তুম্ (ধাতুপাঠে ধরা নাই); কিন্তু তু. 'তুমুল', Lat. *tumere* 'to swell', *tumor* 'swelling', *tumultas* 'violent commotion', OE. th*ume*, mod. Germ. *daumen*, Eng, *thnmb*। 'শূরে'র (< √ শূ 'ফেঁপে ওঠা') মৌলিক যে-অর্থ, 'তুম্রে'রও তা-ই।

১৯৮ তু. গী. ৯।১১, ৭।২৪-২৫।

১৯৯ তু. ঋ. ৬।৪৭।১৮, ৩।৩৮।৪, ৫৩।৮; দ্র. টীমূ. ৪০। ল. অদিতিও এমনি করে সব-কিছু হয়েছেন (১।৮৯।১০), আর ইন্দ্র 'আদিত্য'। ১১০।৯০।১…। ২১০।৯০।৫। ৩বৃ ৪।২।২-৩, টীমূ. ৮৪৩। এই প্রসঙ্গে দ্র. অধুনালুপ্ত বাষ্কলসংহিতার সঙ্গে যুক্ত 'বাষ্কলমন্ত্রোপনিষৎ' ('অষ্টাদশোপনিষদঃ', তিলকমন্দির, পুণা)।

বাহনের পারিভাষিক নাম 'হরি' অর্থাৎ হিরণ্ময় [৮০০]। একজায়গায় তাদের বলা হয়েছে 'সূর্যের দুটি ঝলক'।[১] সাধারণত সংখ্যায় তারা দুটি। কিন্তু একজায়গায় এই সংখ্যাকে ক্রমে-ক্রমে বাড়িয়ে চার ছয় আট দশ ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি নব্বুই এবং শেষ পর্যন্ত একশ' করা হয়েছে।[২] উর্ধ্বসংখ্যায় তারা হাজার।[৩] একজায়গায় তাদের বলা হয়েছে ময়ূররোমা,[৪] আরেকজায়গায় 'ময়ূরশেপ্য' অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছের মত যাদের পুচ্ছ,[৫] যা পুরাণের কার্তিকের কথা মনে করিয়ে দেয়। এইসব থেকে মনে হয়, ইন্দ্রের অশ্বের কল্পনা মূলত সূর্যরশ্মি থেকে।[৬] আদিত্যমণ্ডল থেকে দেবতা আলোর বেগে ছুটে আসেন, ঝাঁপিয়ে পড়েন অন্ধকারের উপরে। আবার এই অশ্বেরা 'ব্রহ্মযুজ্' অর্থাৎ ইন্দ্রের রথে তাদের জোতা হয় ব্রহ্ম বা বৃহতের মন্ত্র দিয়ে।[৭] দেবতার অচল রথ সচল হয়ে ওঠে আমাদেরই চেতনার বিস্ফারণে—এই ভাবনা প্রণিধেয়।

বাহনের মত ইন্দ্রের রথও হিরণ্ময় [৮০১]। তবে কিনা আসলে দেবরথ একটা প্রতীক মাত্র। রথ বাহন আর রথী—এই নিয়ে একটা ত্রিপুটী। উপনিষদে তাদের বলা হয়েছে শরীর ইন্দ্রিয় আর আত্মা।[১] অন্যত্র তাদের দার্শনিক প্রতিরূপ হল ভূতমাত্রা প্রাণমাত্রা এবং প্রজ্ঞামাত্রা[২]—আমরা এখন যাকে বলি জড়[৩] প্রাণ এবং চৈতন্য। ইন্দ্ররথের ব্যাখ্যা ঋক্‌সংহিতারই একজায়গায় আছে, তাতে এ-রথ যে রূপক তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গৃৎসমদ বলছেন, 'প্রাতেই (ইন্দ্রের) নতুন রথ জোতা হল, যা সর্বজিৎ, যার চারটি জোয়াল, তিনটি চাবুক, সাতটি রশ্মি, দশটি দাঁড়, যা মানুষের তৈরী, যা স্বর্জ্যোতিকে ছিনিয়ে আনে, আমাদের এষণা এবং মনন যাকে ছুটিয়ে দিল।'[৪] রথ দেবতার আসন, দেবাবেশের প্রাথমিক আলম্বন। অধিযজ্ঞ দৃষ্টিতে তা যজ্ঞ, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ভূতমাত্রা।

---

৮০০ নিঘ. ১।১৫। [১]তু. ঋ. যুবা হরী সূর্যস্য কেতূ ২।১১।৬। [২]২।১৮।৪-৬। [৩]৪।২৯।৪, ৩২।১৭, ৭।৯১।৬ (বায়ুর 'নিযুৎ' ইন্দ্রেরও), ৮।১।২৪। [৪]৩।৪৫।১। [৫]৮।১।২৫। ময়ূর আকাশের প্রতীক। যোগে আকাশতত্ত্বের রং 'কর্বুর' বা বহুবিচিত্র—তাতেই সমস্ত বর্ণের উদয়-বিলয় বলে। আকাশে রামধনু ওঠে, ময়ূরের নীল শরীরে যেন তারই ছটা। আকাশও যেন 'য় একো হবর্ণো বহুধা শক্তিয়োগাদ্ বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি' (শ্বে. ৪।১)। [৬]তু. 'যুক্তা হ্য়স্য (ইন্দ্রস্য) হরয়ঃ শতা দশ' (ঋ. ৬।৪৭।১৮) ইতি সহস্রং হৈ.ত আদিত্যস্য রশ্ময়ঃ। তে হস্য যুক্তাস্ তৈর্ ইদং সর্বং হরতি। তদ্ যদ্ এতৈর্ ইদং সর্বং হরতি, তস্মাদ্ধ.রয়ঃ (=রশ্ময়ঃ) জৈউব্রা. ১।৪৪।৫। [৭]ঋ. ১।৮৪।৩, ১৭৭।২, ব্রহ্মণা তে ব্রহ্মযুজা যুনজ্মি হরী সখায়া সধমাদ আশূ ৩।৩৫।৪, ৮।১।২৪, ২।২৭। 'মনোয়ুজঃ' ১।৫১।১০।

৮০১ দ্র. ঋ. ১।৫৬।১, হরিত ৩।৪৪।১, ৬।২৯।২, ৮।১।২৪, ২৫, ৩৩।৪। [১]ক. ১।৩।৩-৪। [২]কৌ. ৩।৮। [৩]তু. ইন্দ্রের রথ 'স্থির' সন্নদ্ধ, পাকাপোক্ত, মজবুত : ঋ. স্থিরং রথং সুখম্, ইন্দ্রা.ধিতিষ্ঠন্ ৩।৩৫।৪। এই প্রসঙ্গে তু. পতঞ্জলির তৃতীয় যোগাঙ্গ 'আসনে'র লক্ষণ : স্থিরসুখম্ আসনম্ (যোসূ. ২।৪৬); আসনসাধনার আলম্বন হল শরীর। এখানে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইন্দ্ররথের সঙ্গে শরীরের সাম্যের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ভাষা-সাম্যও ল.। [৪]ঋ. প্রাতা রথো নবো য়োজি সস্নিশ্ চতুর্যুগস্ ত্রিকশঃ সপ্তরশ্মিঃ, দশারিত্রো মনুষ্যঃ স্বর্ষাঃ স ইষ্টিভির্ মতিভী রংহ্যো ভূৎ ২।১৮।১। এখানে **যজ্ঞ**—বিশেষ করে সোমযাগ—ইন্দ্রের রথ। ঐব্রা.তে পাই, 'দেবরথো বা এষ যদ্ যজ্ঞঃ' (২।৩৭; দ্র. কৌ. ৭।৭)। ঋ.তেও যজ্ঞ রথের সঙ্গে উপমিত হয়েছে (তু. ১।১২৯।১; যজ্ঞং বিমায় করয়ো মনীষ ঋক্‌সামাভ্যাং প্র রথং বর্তয়ন্তি ১০.১১৪।৬, তু. ঐব্রা. ২।২৩)। আবার, ব্রাহ্মণে যজমান পুরুষ বা আত্মাও যজ্ঞ (ঐ. ১।২৮; শাং. ১৭।৭, ২৫।১২, ২৮।৯; শ. ১।৩।২।১, ৩।৫।৩।১, ১।৪।২৩, ১০।২।১।২;

উপাস্য ইন্দ্র এবং উপাসক কুৎস একই রথে আসীন, যেন দুটি পাখি আঁকড়ে আছে একই বৃক্ষকে—এ-বর্ণনাও পাওয়া যায়।[৫] একজায়গায় এই হিরণ্ময় রথকে বলা হয়েছে সহস্রপাদ অর্থাৎ সহস্ররশ্মি সূর্যমণ্ডলই ইন্দ্রের রথ।[৬] দেবতা চলেন আলোর একটা নিত্য পরিবেষ নিয়ে।

তার পর ইন্দ্রের প্রহরণ বজ্র, তাও হিরণ্ময় [৮০২]—কেননা তিনি কালোকে মারেন আলোর হানায়। বজ্র ওজঃশক্তির প্রতীক, আর ওজঃ দেহের সপ্তধাতুর চরম। ইন্দ্রের বজ্র বৃত্রের অবরোধ ভাঙে, নাড়ীতন্ত্রের ভিতর দিয়ে প্রাণ ও প্রজ্ঞার স্রোতকে প্রবহমান রাখে।[১] ইন্দ্র শতক্রতু, অতএব তাঁর বজ্রও শতপর্ব।[২]—একেক পর্ব শম্বরের একেকটি পুর বিদীর্ণ করে চলে। আবার তাঁর বজ্র 'চতুরশ্রি' বা চারকোনা অর্থাৎ তার চারদিক হতে

তৈ. ৩।৮।২৩।১ ; জৈউ. ৪।২।১ ; শ. ৯।৫।২।১৬, ৬।২।১।৭)। এখানে পাচ্ছি, রথটি 'মনুষ্য' অর্থাৎ মনুষ্যসম্পর্কিত। এই প্রসঙ্গে তু. দশহোতৃমন্ত্র তৈআ. ৩।১ (তু. ঐব্রা. ৫।২৫), যেখানে আমরা পাই যজ্ঞের অধ্যাত্মরূপ। **চতুর্যুগ**: রথে একটি জোয়াল থাকে, তার দুই প্রান্তে দুটি বাহন। এই রথে চারটি যুগ, সুতরাং আটটি বাহন। ঋত্বিকরাই বাহন: সাতজন মুখ্য ঋত্বিক, আর যজমানকে নিয়ে আটজন। এরাই দেবরথকে নিয়ে চলেন স্বর্জ্যোতির দিকে (ল. 'স্বর্ষাঃ'), তু. ঋ. ২।৫।১-৬ ; টী. ১৭৩৫। **ত্রিকশ**: 'কশা' চাবুক, নিঘ.তে 'বাক্'—প্রচোদনী শক্তি আছে বলে (১।১১ ; দ্র. অত্র সা.)। বস্তুত 'কশা' এখানে 'সবন', প্রচোদনার ভাবনা যার অন্তর্ভূত (< √সু, তু. 'সবিতা')। সোমযাগের তিনটি সবন তিনটি কশা। তিনটি 'লোক' জয় করবার জন্য তিনটি সবন। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে লোকেরা তিনটি 'আবসথ' (তু. ঐউ. ১।৩।১২)। তিনটি লোক পার হয়ে চতুর্থ লোক 'স্বঃ' (ঋ. ১০।১৯০।২, টীমূ. ১৫৭)। **সপ্তরশ্মি** তু. ২।৫।২ ; অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সাতটি শীর্ষণ্য প্রাণ, উপনিষদে যারা ব্রহ্মের 'দ্বারপা'। দ্র. টীমূ. ৭৪৫। **দশারিত্র**: 'অরিত্র' বা দাঁড় নৌকায় থাকে। এখানে রথ যেন উত্তরবাহী প্রাণের স্রোতে স্বচ্ছন্দে ভেসে চলেছে, তাই নৌকার সঙ্গে তার উপমা (তু. ১।৪৬।৭-৮, ১৪০।১২)। সুতরাং 'অরিত্র' বস্তুত রথচক্র, যা তাতে গতিসঞ্চার করে। অধিযজ্ঞ দৃষ্টিতে তারা দশটি আঙুল, যারা সোমসবনের পাষাণকে প্রয়োজিত করে (তু. ১০।৯৪।৭)। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দশটি ইন্দ্রিয়শক্তি—পাঁচটি সংজ্ঞানের, পাঁচটি আজ্ঞানের (তু. ঐউ. ৩।৫।২)। আমরা এখন তাদের বলি জ্ঞানেন্দ্রিয় আর কর্মেন্দ্রিয়। রথের দুপাশে দুটি চাকা, এমনি করে অধ্যাত্মরথের পাঁচ জোড়া চাকা। এই প্রসঙ্গে তু. ঋ. অয়ং (সোম) দ্যাবাপৃথিবী বি স্কভায় (মাঝখানে থাম্বার মত দাঁড়িয়ে দুটিকে পৃথক করেছেন, তু. স্কম্ভসূক্ত), অয়ং রথম্ অযুনক্ (তাতে বাহন জুতে সচল করলেন ; অবশ্যই দেহরথ বা দেবরথ) সপ্তরশ্মিম্, অয়ং গোষু (আধারশক্তিসমূহে, জীবে-জীবে ; তু. নিঘ.তে 'গৌঃ' পৃথিবী, আর তা-ই দিয়ে সমাম্নায়ের শুরু—একেবারে গোড়া বেঁধে, আর সারা 'দেবপত্ন্যঃ' দিয়ে ১।১—৫।৬, অর্থাৎ পৃথিবী দিয়ে শুরু, দ্যুলোকের জ্যোতিঃশক্তিদের দিয়ে সারা) শচ্যা (ইন্দ্রবীর্যের সহায়ে) পক্বম্ অন্তঃ (কাঁচা গরুতে পাকা দুধের কথা অর্থাৎ অপক্ব আধারে পূর্ণপ্রজ্ঞার বীজাধানের উল্লেখ ঋ.তে অনেক ১।৬২।৯, ২।৪০।২, ৬।১৭।৬, ৭২।৪, ৮।৮৯।৭) সোমো দাধার (নিহিত করেছেন) **দশযন্ত্রম্** উৎসম্ (এমন-একটি উৎস যাথেকে দশটি ধারায় চৈতন্য আর আনন্দ উৎসারিত হচ্ছে ঘটীযন্ত্র হতে জলের মত) ৬।৪৪।২৪।...আলোচ্যমান মূল মন্ত্রে বলা হচ্ছে, এই রথ 'সস্নি' (< √সন্ 'ছিনিয়ে নেওয়া') কিনা ছিনিয়ে নিতে চায় প্রাণপণে। কি, না 'স্বর্'—তাই সে 'স্বর্ষাঃ'। তাতে সমস্ত বাধা 'লঙ্ঘন' করবার শক্তি ('রংহ') সঞ্চার করে 'ইষ্টি' বা এষণা (নামান্তর 'ইষ্') এবং 'মতি' বা মনন। নিবিদের ভাষায় একটি 'ক্ষত্র', আরেকটি 'ব্রহ্ম' (দ্র. টী. ৩১৪৬)। নিঘ.র ভাষায় একটি 'কর্ম', আরেকটি 'প্রজ্ঞা। যজ্ঞ মূলত স্বর্জ্যোতির এষণা (তু. ঋ. ১০।১৩০।২, টী. ১৫৭৬ ; আরও তু. শাং. স্বর্গো বৈ লোকো যজ্ঞঃ ১৪।১, তা. স্বর্গকামো যজেত ১৬।১৫।৫), প্রজ্ঞান তার সাধন ও সাধ্য দুইই (তু. 'সাধন' ক. ১।২।২৪ ; সাধ্য' ঐউ. ৩।৫।৩)। [৫]দ্র. ঋ. ৫।৩১।৯, টীমূ. ২৪৭ ; ১।১৬৪।২০, টী. ২৪৬। [৬]৮।৬৯।১৬ ; তু. অশ্বিদ্বয়ের 'সূর্যত্বক্' রথ ১।৪৭।৯, ৮।৮।২ ; আবার কায়সিদ্ধিতে অপালার 'সূর্যত্বক্' হওয়া ৮।৯১।৭, টী. ২২৮৬।

৮০২ দ্র. ঋ. ১।৫৭।২, হরিৎ হরি ৩।৪৪।৪, ১০।৯৬।৩, ৪। [১]দ্র. ৩।৩৩।৬, টী. ১১১২। [২]১।৮০।৬,

বিদ্যুতের শিখা ছুটে বেরোয়,[৩] যা বৃত্রকে জ্বালিয়ে দেয়। তাই কোণগুলির নাম 'ভৃষ্টি'ও।[৪] কখনও-কখনও তারা ছোটে হাজারে-হাজারে, বজ্র তখন 'সহস্রভৃষ্টি'।[৫] অধিভূতদৃষ্টিতে এই বজ্র অবশ্য 'অশনি' বা 'তন্যতু'—যাকে আমরা বলি 'বাজ'[৬]। ইন্দ্রের বজ্র তক্ষণ করেছেন ত্বষ্টা—একথা নানাজায়গায় আছে।[৭] একজায়গায় আছে, 'পিতা যে-বজ্র তৈরি করলেন সমস্ত জীব হতে, বেদঃ (প্রজ্ঞান বা ঋদ্ধি) হতে।'[৮] সায়ণ এই পিতাকে বলছেন 'প্রজাপতি'। তিনি ত্বষ্টা কিনা বলা যায় না, সম্ভবত তিনি সেই মহান্ পিতা যাঁর ঘরে জন্মাবার পরেই তিনি সোমপান করেছিলেন।[৯] সমস্ত 'জন্তুঃ' বা জীব হতে বজ্রের সৃষ্টির অর্থ, ইন্দ্রের এই তিমিরবিদার ওজঃ সমস্ত জীবজন্মেরই মূলে, আর স্বরূপত তা প্রজ্ঞার বীর্য। অন্যত্র এই ব্যাপারকে বলা হয়েছে অশ্বিদ্বয়ের দ্বারা গর্ভের আধান।[১০] এই অর্থেই আবার পাই, 'সমুদ্রের গভীরে শুয়ে আছে বজ্র—উদকের দ্বারা পরিবৃত হয়ে। বলি (রাজকর) আহরণ করছে তার জন্য সম্মিলিত ধারারা সামনের দিকে প্রবহমান হয়ে।'[১১] অর্থাৎ যে অপ্রকেত সলিলের গহন গভীরে বৃত্র বা অবিদ্যাশক্তির আশয়,[১২] সেখানেই আছে তার সহচরিত হয়ে প্রাণের স্পন্দন, বাকের প্রস্ফুরণ, বজ্রের উদ্ভিদ্যমান বীর্য।[১৩] অন্ধতমিস্রাকে বিদীর্ণ করে প্রাণ ও প্রজ্ঞার অধৃষ্য উন্মেষ জীবজন্মের রহস্য। এইজন্যই বিশ্বরূপ ত্বষ্টাকে বিশেষ করে বজ্রের তক্ষক বলে বর্ণনা করা হয়েছে—বাকের সহায়ে

৮।৬।৬, বৃত্রং হনতি বৃত্রহা শতক্রতুর্ বজ্রেণ শতপর্বণা ৮।৮৯।৩। ৩দ্র. ১।১৫২।২ টী. ৬৮।২, ৪।২২।২। ৪< √ ভৃজ্, 'ভাজা' (তু. 'ভর্গঃ', 'ভৃগু') : তু. বৃত্রস্য যদ্ ভৃষ্টিমতা বধেন নি (গভীরে) ত্বম্ ইন্দ্র প্রত্যা.নং (আনন, মুখ) জঘন্থ (হেনেছ) ১।৫২।১৫। ৫১।৮০।১২ টীমু. ৭২৮, যদ্ ঈং (এই) মৃগায় হন্তবে (বৃত্র যেন বধ্য পশু; দেবতাও 'মৃগ'—যেমন ইন্দ্র, বিষ্ণু, বাক্ ইত্যাদি, কিন্তু তাঁরা যজনীয়; একই প্রাণের এক মেরুতে আঁধার, আরেক মেরুতে আলো) মহাবধঃ সহস্রভৃষ্টিম্ উশনা (এঁকে সংহিতাতে পাই পুরাণের দধীচির জায়গায়) য়মৎ (যন্ত্রিত করলেন; < √ য়ম্, যা সঙ্কোচন এবং প্রসারণ দুইই বোঝায়; এখানে দুয়েরই ব্যঞ্জনা আছে—উশনা নিজের মধ্যেই ওজঃশক্তিকে গুটিয়ে এনে সহস্রভৃষ্টি বজ্র করে ছড়িয়ে দিলেন; তিনি ইন্দ্রসম, তাই তাঁরই মত 'মহাবধঃ', তু. ইন্দ্রের উক্তি, 'অহং কবির্ উশনা' ৪।২৬।১; আবার এই বজ্র সোম্য আনন্দে গড়া, তু. য়ং তে কাব্য উশনা মন্দিনং দাদ্ বৃত্রহণং পার্য়ং ততক্ষ বজ্রম্ ১।১২১।১২) ৫।৩৪।২, অধ ত্বষ্টা তে মহ উগ্র বজ্রং সহস্রভৃষ্টিং ববৃতচ্ ছতাশ্রিম্ (একসঙ্গে 'শতাশ্রি'ও) ৬।১৭।১০। আরও তু. অগ্নি 'তিগ্মভৃষ্টি' ৪।৫।৩, ইন্দ্রহতা পিশাচি 'পিশঙ্গভৃষ্টি' ১।১৩৩।৫, ভূমি 'চতুর্ভৃষ্টি' (এইখানে 'দিক্'এর ব্যঞ্জনা আছে) ১০।৫৮।৩। ৬তু. ৭।১০৪।২০, ২৫ (দ্র. ২।১৪।২); (বৃত্র) অপো (প্রাণস্রোতদের) বৃত্বী (আচ্ছাদিত করে) রজসো বুধ্নম্ (পৃথিবীর মূলে, মূলাধারে) আশয়ৎ (তু. যোগের 'আশয়' যোসূ. ১।২৪), বৃত্রস্য য়ৎ প্রবণে (ভাটার টান থাকায়) দুর্গৃভিশ্বনো (তার প্রাণকে আঁকড়ে ধরা যাচ্ছে না, অর্থাৎ অবিদ্যাশক্তির অন্ধ প্রবণতাই প্রবল হওয়াতে তাকে সামাল দেওয়া কঠিন হচ্ছে) নিজঘন্থ হন্বোর্ (দুটি 'হনু' বা চোয়ালে, যেখানে প্রাণের শক্তিকূট; তু. ইন্দ্রের 'শিপ্র', 'হনু-মান্') ইন্দ্র তন্যতুম্ ১।৫২।৬। ৭দ্র. টী. ৪২৭৬। ৮সা.স্মা অরং (পর্যাপ্ত) বাহুভ্যাং য়ং পিতা.কৃণোদ্ বিশ্বস্মাদ্ আ জন্তুষো বেদসস্ পরি, য়েনা. পৃথিব্যাং নি ('আ' কাছে গিয়ে, 'নি' গভীরে, মর্মে; 'হন্তৌ'র সঙ্গে অন্বয়) ক্রিবিং (রূপান্তর 'কৃবি', নিঘ. 'কূপ' ৩।২৩, তু. 'শর্য়ণাবৎ' টী. ১১১৩, এখন আমরা যাকে বলি অবচেতনার গভীর দেশ, পুরাণে 'পাতাল') শয়ধ্যৈ (আশয়রূপে লীন থাকবার জন্য) বজ্রেণ হত্ব্য.বৃণক্ (বজ্রের হানায় ছিন্ন-ভিন্ন করলেন) তুবিষ্বনিঃ (ঘোরগর্জনে) ২।১৭।৬। ৯৩।৪৮।২, টীমূ. ৪২৮। ১০১০।১৮৪।২, টীমূ. ৪১৫। ১১সমুদ্রে অন্তঃ শয়ত উদ্না বজ্রো অভীবৃ.তঃ, ভরন্ত্য.স্মৈ সংয়তঃ পুরঃপ্রস্রবণা বলিম্ ৮।১০০।৯। ১২তু. ১০।১২৯।১, ৩। ১৩তু.

কারণসলিল তক্ষণ করার সঙ্গে-সঙ্গেই [১৪] তিনি ইন্দ্রের জন্য বজ্রেরও তক্ষণ করছেন। পুরাণে ঋষি দধীচির অস্থি দিয়ে বজ্রনির্মাণের কথা আছে। ঋক্সংহিতায় এ-প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু কাব্য উশনার বজ্রতক্ষণের উল্লেখ লক্ষণীয়।[১৫]…ব্রাহ্মণে বজ্রকে বিশেষ করে বলা হয়েছে 'অপ্' বা প্রাণশক্তি,[১৬] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে 'ওজঃ' বা 'বীর্য'।[১৭]

ইন্দ্রের পুরুষবিধতার একটা রূপরেখা পাওয়া গেল। এইবার তাঁর জন্মকথা।

আগেই বলেছি, বেদে দেবতার জন্মের অর্থ আমাদের চেতনায় তাঁর আবির্ভাব [৮০৩]। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইন্দ্রের জন্মসম্পর্কে ঋক্সংহিতায় একটি রহস্যোক্তি আছে: 'অশ্ব হতে তিনি বেরিয়ে এসেছেন, এই যে ওরা বলে, তাতে ওজ হতে জাত ইনি—আমার এই মনে হয়। অথবা তিনি বেরিয়ে এসেছেন মন্যু হতে; তিনি রয়েছেন হর্ম্যে-হর্ম্যে। যাহতে তিনি প্রজাত হয়েছেন, তা ইন্দ্রই জানেন।'[১] অশ্ব ওজঃ এবং মন্যু—তিনটির সঙ্গে 'ক্ষত্রে'র বা যুযুৎসুর বীর্যের অনুষঙ্গ আছে, যা বলস্ফূর্তির উৎস। অসুরের 'পুরে'র বিপরীত হল দেবতার 'হর্ম্য': দুয়ের মধ্যেই 'দুর্গ' বা 'অবরোধে'র ধ্বনি আছে—কিন্তু একটির ভিতরটা অন্ধকার, আরেকটির আলোয় ঝলমল।[২] দেবতা অন্তর্জ্যোতিঃ—এ-ভাবনার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি।[৩] অগ্নি যেমন 'সহসঃ সূনুঃ' বা আমাদের উৎসাহসের পুত্র, তেমনি ইন্দ্রও 'শবসঃ সূনুঃ' বা শৌর্যের পুত্র।[৪] একটিতে সূচিত হচ্ছে সাধনার আদিপর্ব, অপরটিতে তার মধ্যপর্ব: গীতার ভাষায় ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত হয়ে যুদ্ধ করে যেতে হবে দুর্যোধন অপশক্তির সঙ্গে, এই হল অধ্যাত্ম কুরুক্ষেত্রের রণনীতি।[৫]

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইন্দ্র যেমন আমাদের 'কৃতি', আমরাই তাঁর কর্তা [৮০৪], তেমনি

১।৩২।৯-১০, টীমূ. ৭০৯-১০, ১০।১২৫।৭, টী. ৬৯৩৬। [১৪]তু. ১।১৬৪।৪১। [১৫]১।১২১।১২, ৫।৩৪।২ (উপরে টী. ৫; ল. ইন্দ্রের সাযুজ্য 'কবি' উশনার সঙ্গে, আর বজ্রের তক্ষক 'কাব্য' উশনা, ব্রাহ্মণে যিনি অসুরদের পুরোহিত তা. ৭।৫।২০)। [১৬]তু. শ. ১।১।১।১৭, ৭।১।২০, ৩।১।২।৬, ৭।৫।২।৪১; তৈ. ৩।২।৪।২। [১৭]শ. ৮।৪।১।২০ (তু. ৭।৩।১।১৯, ১।৩।৫।৭)।

৮০৩ দ্র. টীমূ. ২২২। [১]দ্র. ঋ. ১০।৭৩।১০, টী. ১২০ (তু. ১০।১৫৩।২, টী. ৬৯৩১); + মন্যোর্ ইয়ায় হর্ম্যেষু তস্থৌ. যতঃ প্রজজ্ঞ ইন্দ্রো অস্য বেদ (ঐ)। [২]হর্ম্য < √ ঘৃ॥ হৃ 'দীপ্তি দেওয়া': তু. ঋ. ১।১২১।১, ৯।৭১।৪ (৭৮।৩), ১।১৬৬।৪…; দু'জায়গায় 'প্রাসাদ' অর্থ থেকে 'কারাগৃহ' (তু. ইংরেজী 'castle'): যুযুৎসন্তং তমসি হর্ম্যে ধাঃ ৫।৩২।৫, ৮।৫।২৩। আগেরটিতে পাতালের ধ্বনি আছে, সেখানে অনন্তনাগের মাথায় মণি জ্বলছে; পরেরটিতে কণ্বের প্রতপ্ত কারাগৃহ, অত্রির 'ঋবীসে'র মত (১।১১৬।৮)। তু. মরুদ্গণ 'হর্ম্যেষ্ঠাঃ শিশবো ন শুভ্রাঃ' ৭।৫৬।১৬, টী. ৬১১৬। নিঘ.তে 'হর্ম্য' গৃহ ৩।৪। [৩]দ্র. ঋ. ৬।৯ সূ., টীমূ. ২৮১, ১৬৩২। [৪]১।৬২।৯, ৪।২৪।১, ৮।৯০।২, ৯২।১৪; অগ্নির মত 'সহসঃ সূনুঃ' ৬।১৮।১১, ২০।১, ১০।৫০।৬, ১৫৩।২। [৫]তু. ইন্দ্রের 'প্রণীতি' বা নেতৃত্ব: 'মহে ক্ষত্রায় শবসে হি জজ্ঞে হতূতুজিং চিৎ তূতুজির্ অশিশ্নৎ'—বিপুল ক্ষাত্রবীর্য এবং শৌর্য আধান করতে যখন জন্মেছেন তিনি, তখন যে নিরুদ্যম তাকেও সমুদ্যত হয়ে বিদ্ধ করলেন ৭।২৮।৩। 'অশিশ্নৎ'=অশিশ্নথৎ < √ শ্নথ্, 'বিদ্ধ করা', অক্ষরসামান্যজনিত অক্ষরলোপ।

৮০৪ তু. ঋ. 'মহাঁ ইন্দ্রো নৃবদ্ আ চর্ষণীপ্রা উত দ্বিবর্হা অমিনঃ সহোভিঃ, অস্মদ্র্যগ্ বাবৃধে বীর্যায়োরুঃ পৃথুঃ সুকৃতঃ কর্তৃভির্ ভূৎ'—ইন্দ্র মহান্, পুরুষের মত; চরিষ্ণু (অতএব উদ্যমী, তু. ঐব্রা. রোহিতের প্রতি ইন্দ্রের

অধিদৈবতদৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্বভুবন হতে তাঁর চিন্ময় শৌর্য সূর্যের মত পুঞ্জীভূত হয় আমাদের মধ্যে এবং আধারকে আনখশিখ আপূরিত করে। উপনিষদের ভাষায়, তখন পুরুষের বাইরে যে-আকাশ, তা-ই হয় তার অন্তরের আকাশ, হয় তার হৃদয়ের আকাশ ; আর তা এক অপ্রবর্তিনী পূর্ণতায় থম্‌থম্ করতে থাকে।[1] এইদিক থেকে বলা যায়, দেবতারাই ইন্দ্রকে জন্ম দেন, দ্যাবাপৃথিবীরূপী দুটি 'ধিষণা'ই ইন্দ্রের জনক ও জননী।[2]

অনুশাসন 'চরৈ.র' ৭।১৭)-দের তিনি আপূরিত করে আছেন ; দুদিক দিয়েই বৃহৎ তিনি, অক্ষুণ্ণ তাঁর উৎসাহের উপায় ; আমাদের জন্যই বেড়ে চলেছেন বীর্য প্রকাশ করতে ; তিনি বিপুল এবং বিশাল ; কর্তাদের দ্বারা সুকৃত হলেন তিনি (তু. সূর্য 'ক্রত্বা কৃতঃ সুকৃতঃ কর্তৃভির্ ভূৎ' ৭।৬২।১ ; আরও তু. তৈউ. অসদ্ বা ইদম্ অগ্র আসীৎ, ততো বৈ সদ্ অজায়ত, তদ্ আত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত, তস্মাৎ তৎ সুকৃতম্ উচ্যতে ২।৭ ; এখানে দেবতা 'স্বয়ম্ভূ' ; আর আমাদের মধ্যে 'সহ-জ' হয়েও কৃতিসাধ্য) ৬।১৯।১। **নৃবৎ** : 'নৃ' পুরুষের প্রাচীন সংজ্ঞা, দেবতা এবং মানুষ উভয়ের বেলাতে সংহিতায় বহুপ্রযুক্ত ; ইন্দ্র 'নৃবৎ', কেননা তিনিই সব-কিছু হয়েছেন (৬।৪৭।১৮ ; তু. টী. ৫৪)। এই পুরুরূপের বিবৃতি পুরুষসূক্তের সহস্রশীর্ষা পুরুষে (১০।৯০।১)। আবার মরমীয়ার দৃষ্টিতে **পুরুষ** তিনিই, যিনি 'পুরিশয়' বা সবার অন্তর্যামী (শ. ১৪।৫।৫।১৮), অথবা 'পুর' বা আধারকে চৈতন্যের আলোয় আলোকিত করে রয়েছেন (< পুর্ + √ রস্ 'আলো দেওয়া')। এখানে তাইতে তিনি 'চর্ষণীপ্রাঃ'। তিনি যেমন অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আত্মায় 'বৃহৎ', তেমনি অধিদৈবতদৃষ্টিতে বিশ্বেও বৃহৎ ; অতএব তিনি **দ্বিবর্হাঃ**। **অমিনঃ** < √ মী 'ক্ষতি করা, ক্ষুণ্ণ করা' ; তু. ঋ. আ দ্বিবর্হা অমিনো যাত্বিন্দ্রঃ ১০।১১৬।৪। তু. 'বর্হ' ময়ূরের পেখম। [1]তু. ছা. ৩।১২।৬-৯। [2]তু. ঋ. 'যং সুক্রতুং ধিষণে বিভ্বতষ্টং ঘনং বৃত্রাণাং জনয়ন্ত দেবাঃ'—স্বচ্ছন্দ যাঁর ক্রতু (প্রজ্ঞাবীর্য), বিভ্বা যাঁকে তক্ষণ করেছেন, যিনি বৃত্রদের হন্তা, তাঁকে জন্ম দিলেন ধিষণারা এবং দেবতারা ৩।৪৯।১। **ধিষণা** নিঘ. 'বাক্' ১।১১ ; নি. 'ধিষের্ দধাত্যর্থে, ধীসাদিনী-তি বা, ধীসানিনী-তি বা' ৮।৩। < √ *ধি॥ ধী + √ সন্ 'অধিকার করা' (তু. মন্ + √ ধা = মন্ধা > মন্ধাতা ঋ. ১।১১২।১৩, ৮।৩৯।৮, ৪০।১২, ১০।২।২, নিঘ. 'মেধাবী' ৩।১৫, সমাধিমান্ পুরুষ টী. ২১৯৬)। মূল ধাতু 'ধা' স্থাপন করা (base *dho-, dh - dhe* ; তু. IE. *dh9s-* 'religious feeling, devotion)। বাইরে স্থাপনা থেকে 'মনের মধ্যে স্থাপন করা' (তু. মন্ + ধা > মেধা), 'একটা-কিছুতে মন দেওয়া', তাথেকে 'চিন্তা করা' অর্থে √ ধী। 'ধিষণা'র মধ্যে ধাতুর দুটি অর্থই এসেছে। তাইতে শব্দটির এক অর্থ 'স্থাপনা' > 'যার মধ্যে কিছু স্থাপন করা যায়, আধার, পাত্র' ; আরেক অর্থ 'চিন্তা, একাগ্রতা, ধ্যান' তু. ঋ. ৩।২।১। শেষের অর্থে 'ধিষণা' নিঘ.র 'বাক্' ; ধ্যানী বলবেন 'প্রজ্ঞা'। তখন ধিষণা 'দেবী' ঋ. ১।১০৯।৪ ; ৪।৩৪।১, রায়ে দেবী ধিষণা ধাতি দেবম্ (রায়ম্ ; এইখানে ব্যু. পাওয়া যাচ্ছে, তু. ৬।১৯।২) ৭।৯০।৩ ; তিনি 'মহী' বা বিপুলা জ্যোতিঃশক্তি ১।১০২।৭, ৩।৩১।১৩, ১০।৯৬।১০ ; তিনি 'রয়ন্ত্রী' সব ছেয়ে আছেন ১।২২।১০, টী. ৪২০৫ ; অমেয় ইন্দ্রকে তিনি ঝলমলিয়ে তোলেন (তিত্বিষে) 'মহী' হয়ে ১।১০২।৭, ১০।৯৬।১০ (অহর্যদ্ ওজসা) ; আমাদের মধ্যে আবিষ্ট হয়ে নবজন্ম দেন (বিবেষ যন্ মা ধিষণা জজান ; '√ বিষ্' আলো হয়ে ছড়িয়ে পড়া) ৩।৩২।১৪ ; ইন্দ্রের বৃহৎ ইন্দ্রিয়কে, তাঁর শুষ্ম এবং ক্রতুকে, তাঁর বরেণ্য বজ্রকে ধিষণা শান দেন অর্থাৎ তিনি অগ্র্যা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ৮।১৫।৭ ; ইন্দ্রকেই করেন চরম বিজয়ের অভিমুখী ৬।১৯।২ (তু. ৩।৫৬।৬), আমাদের মধ্যে সংবেগের জনিত্রী তিনি ১০।৩৫।৭ ; সং জানতে মনসা সং চিকিত্রে হধ্বর্যবো ধিষণা-পশ্ চ দেবীঃ'—মনে-মনে একই সংজ্ঞান একই সম্বোধি অধ্বর্যুদের ধিষণার আর দেবী অপ্‌দের অর্থাৎ প্রাণ আর প্রজ্ঞার সমন্বয়েই সিদ্ধি ১০।৩০।৬ (তু. ১।৯৬।১, টী. ৩১৪৭)। ধিষণার প্রজ্ঞামূর্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এইসব প্রবচন হতে (তু. ১।১০২।১, ৩।৩১।১৩, ৪।৩৪।১, ৩৬।৮)।...অধিযজ্ঞ-দৃষ্টিতে 'ধিষণা' সোমপাত্র : 'মা চ্ছেদ্ম রশ্মী'র্ ইতি নাধমানাঃ পিতৄণাং শক্তীর্ অনুযচ্ছমানাঃ, ইন্দ্রাগ্নীভ্যাং কং বৃষণো মদন্তি তা হ্যদ্রী ধিষণায়া উপস্থে'—"আমরা যেন রশ্মিদের (জ্যোতিঃসাধনার তন্তুদের অর্থাৎ পুরুষানুক্রমিক সাধনার ধারাকে, তু. ১০।১৩০।১, টী. ২০১১) ছিন্ন না করি" এই ব্যাকুল প্রার্থনা নিয়ে পিতৃপুরুষদের শক্তিসমূহ আরও সন্তত করে (তু. ৭।৭৬।৪, টী. ২৫৪৬) ইন্দ্র আর অগ্নির সঙ্গেই (ওই) বীর্যবর্ষী (যাজকেরা) মেতে ওঠেন, কেননা তাঁরা হচ্ছেন (সোমসবনের) দুটি পাষাণ ধিষণার উপস্থে ১।১০৯।৩। দুটি পাষাণের ঘায় ছেঁচা সোমরস সঞ্চিত হয় 'ধিষণা'য় বা সোমপাত্রে—যারা থাকে তার উপস্থে বা কোলে অর্থাৎ কাছাকাছি। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে

আগেই দেখেছি, দ্যাবাপৃথিবীর বন্ধনীর মধ্যে বসুগণ রুদ্রগণ এবং আদিত্যগণ অথবা

ধিষণা উজানের সময় মূলাধারস্থ যোনিকন্দ, ভাটার সময় আজ্ঞাচক্রস্থিত ইন্দ্রযোনি। দুটি পাষাণের সংঘাতে রস নিষ্কাশিত হয়। সংঘাত একান্ত সন্নিকর্ষের ফল। অধিদৈবতদৃষ্টিতে এই সন্নিকর্ষ ইন্দ্র এবং অগ্নির সহচার, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মনের শৌর্য এবং দেহের বীর্যের সমাগম। অধ্যাত্মসবনে তখন : 'যুবাভ্যাং দেবী ধিষণা মদায়েন্দ্রাগ্নী সোমম্ উশতী সুনোতি, তাব্.শ্বিনা ভদ্রহস্তা সুপাণী আ ধাবতং মধুনা পৃঙ্‌ক্তম্ অপ্সু'—হে ইন্দ্র, হে অগ্নি, তোমাদের সাহায্যে দেবী ধিষণা মাতিয়ে তোলবার জন্য উতলা হয়ে সোমের সবন করেন ; হে অশ্বিদ্বয়, হে ভদ্রহস্ত শোভনপাণি (দেবমিথুন), অপের মধ্যে (নিহিত সোমকে) মধু দিয়ে সম্পৃক্ত কর ১।১০৯।৪। এখানে ধিষণা দেবী অর্থাৎ চিন্ময়ী হয়ে গেছেন। যজ্ঞের বা পূজার উপকরণও চিন্ময়—এটা বুঝতে এদেশের লোকের কষ্ট হয় না। শৌর্য ও বীর্যের সঙ্গমে আধারে সোম্য আনন্দ যখন উথলে উঠল, তখন এলেন দ্যুলোকের আলোর দূত অশ্বিদ্বয়। তাঁরা তাঁদের সুনন্দন কল্যাণস্পর্শে সোমের মত্ততাকে রূপায়িত করলেন মধুময় আনন্দে (দ্র. টীমূ. ১৮৫) ; নাড়ীতে-নাড়ীতে উত্তাল হয়ে যে-ধারা বইছিল, তাকে করলেন মধুক্ষরা (ল. 'মধু পৃঙ্‌ক্তম্' ॥ মধুপর্ক)। এরই অনুষঙ্গে অন্যত্র পাই : দ্রপ্সশ্ চস্কন্দ প্রথমা অনু দ্যূন্ ইমং চ য়োনিম্ অনু য়শ্ চ পূর্বঃ, সমানং য়োনিম্ অনু সঞ্চরন্তং দ্রপ্সং জুহোম্য.নু সপ্ত হোত্রাঃ'—দ্রপ্স (জ্যোতির্ময় সোমবিন্দু, তু. মনসো রেতঃ প্রথমম্ ১০।১২৯।৪, টী. ১৩৩[৩] ; আরও তু. ছা. সৃষ্টির আদিতে শ্রদ্ধা আহুতি দেওয়ার ফলে সোমের উৎপত্তি, যা প্রজাসৃষ্টির সাধন আদিম রেতোবিন্দু ৫।৪।১...) ক্ষরিত হয়েছে সেই প্রথম দিনের পর থেকে এই যোনিতে (যার ফলে বর্তমান মনুষ্যজন্ম বা দিব্যজন্ম), আবার (সবার) পূর্ববর্তী যে-যোনি, তাতে (অর্থাৎ অদিতির উপস্থে, যাহতে বিশ্বসৃষ্টি, তু. ঋ. ১০।৫।৭, টী. ১২৯[১]) ; (সেই) দ্রপ্স যে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে, তা কিন্তু একই যোনিতে (অর্থাৎ সব যোনি সেই আনন্দ-ব্রহ্মযোনি, তু. গী. ১৪।৩-৪) ; তাকে আমি হোম করছি পর-পর সাতটি হোমমন্ত্র দিয়ে (উজান ধারায়) ১০।১৭।১১। তার পরেই আছে ভাটার কথা : 'য়স্ তে দ্রপ্সঃ স্কন্দতি য়স্ তে অংশুর্ বাহুচ্যুতো ধিষণায়া উপস্থাৎ, অধ্বর্যোর্ বা পরি বা য়ঃ পবিত্রাৎ তং তে জুহোমি মনসা বষট্‌কৃতম্'—(হে সোম,) তোমার যে-দ্রপ্স ক্ষরিত হয়, তোমার যে-অংশু (আঁশ, কিরণ দ্র. টী. ৪২৮) দুটি বাহু হতে চ্যুত হয়, (যা পরিকীর্ণ হয়) ধিষণার উপস্থ থেকে, অথবা অধ্বর্যু থেকে (স্ম. অশ্বিদ্বয় দেবগণের অধ্বর্যু দ্র. ১০।৫২।২, টী. ২৮০), অথবা পরিকীর্ণ হয় পবিত্র হতে ('পবিত্র' সোমরসের ছাঁকনি, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে 'নাড়ীতন্ত্র'), তাকে তোমার উদ্দেশেই আহুতি দিচ্ছি মনে-মনে বষট্ বলে (দ্র. টী. ২)। এখানে 'ধিষণার উপস্থ' হল নবম মণ্ডলের 'ঋতস্য য়োনিঃ' (৯।৮।৩, ১৩।৯, ৩২।৪... ; তু. ইন্দ্রযোনি বা তদূর্ধ্বে সহস্রার), যাথেকে অক্ষরের ক্ষরণ হয় (তু. ১।১৬৪।৪২)। বর্ণনাটি বিসৃষ্টি বা শক্তিসঞ্চালন দুয়ের বেলাতেই খাটে। আবার সোমমণ্ডলে পাই : 'পরস্বা.দ্‌ভ্যো অদাভ্যঃ পরস্বো.ষধীভ্যঃ, পরস্ব ধিষণাভ্যঃ'—(হে সোম,) কেউ তোমায় বঞ্চনা করতে পারে না (অর্থাৎ তুমি সব দেখ, সব জান—কেননা তুমি বিশ্বতশ্চক্ষু) ; পূতধারায় বয়ে চল তুমি প্রাণের প্রবাহদের উচ্ছ্বসিত করে, বয়ে চল জ্যোতির্বহা নাড়ীদের সজাগ করে, বয়ে চল ধিষণা হতে ধিষণায় ৯।৫৯।২। অপ্ যেমন প্রবহমান প্রাণের প্রতীক, ওষধী তেমনি নাড়ীর—আজ্ঞান ও সংজ্ঞানের আলোর ('ওষ' < √ ঊষ্ 'দীপ্তি দেওয়া', দ্র. টী. ২২৭[২]) বাহন বলে। প্রাণের প্লাবন খাতবন্দী হয় তাদের মধ্যে। এই স্রোত চলতে-চলতে যেখানে আবর্ত রচনা করে, অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে তা-ই হল 'ধিষণা'—অধিযজ্ঞ ধিষণা বা সোমপাত্রেরই তা প্রতিরূপ (তু. যোগের 'চক্র', সংহিতায় 'নাভ্' ৯।৭৪।৬, টী. ১১১৩, ৩৭৯)। এরাও সোমপাত্র, সোম্য আনন্দের আধার। এদের সম্পর্কে অন্যত্র বলা হচ্ছে : 'যুয়ম্ অস্মভ্যং ধিষণাভ্যস্ পরি বিদ্বাংসো বিশ্বা নর্যাণি ভোজনা (নরের সমস্ত সম্ভোগানন্দের রহস্য জান যখন) দ্যুমন্তং বাজং বৃষশুষ্মম্ (বীর্যোল্লাসময়) উত্তমম্ আ নো রয়িম্ ঋভবস্ (হে ঋভুগণ) তক্ষতা বয়ঃ (তারুণ্য) ৪।৩৬।৮। বাজ রয়ি এবং বয়ঃ—সব উৎসারিত হবে ধিষণা হতে নরভোগ্য অমৃতরূপে (ল. ঋভুরা নরদেব)। এইসব ধিষণাতে অধিষ্ঠিত দেবতারা 'ধিষ্ণ্য' (৩।২২।৩ ; তু. শ. 'প্রাণা বৈ দেবা ধিষ্ণ্যাঃ, তে হি সর্বা ধিয় ইঙ্খন্তি ৭।১।২।৪ ; চক্রে-চক্রে বায়ুর ধারণায় চেতনার বিকাশ যোগের একটি পরিচিত সাধনা)।...অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে যা সোমপাত্র এবং অধ্যাত্মদৃষ্টিতে চক্র, অধিলোক এবং অধিদৈবতদৃষ্টিতে তা-ই 'দ্যাবা-পৃথিবী'র সংজ্ঞা। ধিষণা তখন দ্বিবচনান্ত—যেমন আলোচ্যমান মন্ত্রে। নিঘ.তে 'ধিষণে' দ্যাবাপৃথিবী, নামান্তর 'চমূ' বা পানপাত্র (৩।৩০ ; তু. ঋ. ৫।৫১।৪, ৮।৪।৪, ৭৬।১০, ৯।৪৬।৩, ১০৭।১৮, ১০.২৪।১, সর্বত্র দ্বিবচন ল.), শৌ.তে পৃথিবী 'ভুজিষ্য পাত্র' অর্থাৎ জীবনের সমস্ত সম্ভোগের আধার (১২।১।৬০)। দ্যুলোক আর ভূলোকের বেষ্টনীর মধ্যে সব দেবতা,

বিশ্বদেবগণের সমাবেশ।[৩] ইন্দ্র যদি দুটি ধিষণার মিথুন এবং তার অন্তবর্তী দেবগণ হতে জাত হয়ে থাকেন, তাহলে তার সহজ অর্থ হল, বিশ্বভুবনের অন্তশ্চর যে-চিদ্‌বিভূতি, ইন্দ্র তারই পুঞ্জভাব—যেমন সপ্তশতীতে দেখি দেবীকে সমস্ত দেবতার তেজঃপুঞ্জের ঘনবিগ্রহ-রূপে আবির্ভূত হতে। বিশ্বদেবগণের আবেশ মানুষের মধ্যে যখন হয়, তখন তাঁরাই দেবতা হয়ে ইন্দ্রকে জন্ম দেন তাঁদের সুরের লহরে-লহরে[৪] এবং সোমযাগের তিনটি সবনে।[৫]

এমনি করে ইন্দ্রকে জন্ম দেওবার সংজ্ঞা হল তাঁকে 'তক্ষণ' করা অর্থাৎ অব্যাকৃত হতে তাঁকে ব্যাকৃত করা। একজায়গায় বলা হচ্ছে, দুটি ধিষণা তাঁকে তক্ষণ করে বার করলেন [৮০৫] ; অন্যত্র তিনি 'বিভ্‌বতষ্ট'।[১] এই দ্বিতীয় বিশেষণটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ঋক্‌সংহিতায় চার জায়গায় এর ব্যবহার পাওবা যায় : দু'জায়গায় বোঝাচ্ছে ইন্দ্রকে, একজায়গায় ইন্দ্রপত্নী নদীদের, আরেকজায়গায় যজমানকে।[২] ঋক্‌সংহিতায় ঋভুদের উদ্দেশে অনেকগুলি সূক্ত আছে। সংখ্যায় তাঁরা তিনজন—ঋভুক্ষা বাজ এবং বিভ্‌বা। ব্যুৎপত্তি এবং পরিচিতি দুদিক থেকেই তাঁরা 'সুকর্মা'। তাঁরা মর্ত্য হয়েও অমৃতত্ব লাভ করেছিলেন—এই তাঁদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।[৩] 'বাজ দেবতাদের সুকর্মা, ঋভুক্ষা ইন্দ্রের এবং বিভ্‌বা বরুণের।'[৪] বিভ্‌বা 'বি-ভূ'রই রূপান্তর, বোঝায় 'বিশ্বরূপ' বা 'সর্বব্যাপী'। বরুণ রাত্রির আকাশ বা অব্যক্ত মহাশূন্যের দেবতা। বিভ্‌বা তাঁর 'সুকর্মা' বা ক্রিয়াশক্তি। তাঁর তিনটি কাজ—অব্যাকৃতকে তক্ষণ করে ইন্দ্রকে রূপ দেওবা, আধারে ইন্দ্রবীর্যের সংক্রমণের জন্য নদী বা গভীর খাত রচনা করা, আর যজমানের সিদ্ধরূপ তক্ষণ করা।

ইন্দ্রের রূপায়ণের সঙ্গে তক্ষণের এই অনুষঙ্গ হতে ত্বষ্টা ইন্দ্রের পিতা, এমনতর একটা প্রকল্প উপস্থিত করা যেতে পারে। ত্বষ্টা ইন্দ্রের বজ্রই তক্ষণ করেছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রকেও তিনি তক্ষণ করেছেন, অতএব তিনি ইন্দ্রের পিতা—এর কোনও নিঃসংশয় প্রমাণ ঋক্‌সংহিতায় পাওবা যায় না। ইন্দ্রের পিতার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁর নাম বা বিশিষ্ট কোনও পরিচয় নাই। একজায়গায় শুধু আছে 'ত্বা জনিতা জীজনৎ'

সব লোক—তাঁরা আমাদের আদি জনক-জননী। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে একটি সহস্রার, আরেকটি মূলাধার—দুয়ের মধ্যে বৃত্রঘাতী ইন্দ্রের বিদ্যুদ্‌বিসর্প। 'বিভ্‌বতষ্ট' দ্র. মূলের পরবর্তী অনুচ্ছেদ। [৩]দ্র. টীমূ. ১৪০১। [৪]দ্র. ঋ. ২।১৩।৫, টী. ৭৭২। [৫]৮.২।২১।

৮০৫ ঋ. তং হি স্বরাজং (এটি ইন্দ্রের বিশিষ্ট বিণ., তু. ১।৮০ সূ.র ধুরা, ৮৪।১০-১২) বৃষভং তম্ ওজসে (ওজঃসিদ্ধির জন্য) ধিষণে নিষ্টতক্ষতুঃ ৮।৬১।২। [১]৩।৪৯।১। [২]ইন্দ্র ৩।৪৯।১, ৫।৫৮।৪ (ইন্দ্র 'রাজা'); নদী ৪২।১২, টী. ৪১১; যজমান ৪।৩৬।৫ (তু. ৬)। [৩]১।১১০।৪, টী. ১১৩। [৪]রাজো দেবানাম্ অভবৎ সুকর্মে.ন্দ্রস্য ঋভুক্ষা বরুণস্য বিভ্‌বা ৪।৩৩।৯।

[৮০৬], কিন্তু তিনি কে, তা কিছু বলা হয়নি। আরেকজায়গায় 'মহান্ পিতা'র ঘরে তাঁর 'সোমের গিরিষ্ঠা পীযূষ' পানের কথা পাই।[১] এখানে জন্মেই ইন্দ্র ত্বষ্টাকে অভিভূত করে সোমপান করেছিলেন, এমন কথা একটু পরেই আছে। সুতরাং এই 'মহান্ পিতা' আর ত্বষ্টা এক হতে পারেন না। একজায়গায় 'ইন্দ্রের জনিতা যে দ্যৌঃ, এমন মনে করা যেতে পারে'—এইধরনের একটা আভাস দেওয়া হয়েছে।[২] আবার একজায়গায় অগ্নি এবং ইন্দ্রকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে : 'একই তোমাদের জনিতা, তোমরা ভাই-ভাই, তোমরা যমজ, তোমাদের মাতা এখানে ওখানে (সবখানে)।'[৩] অগ্নি দ্যাবাপৃথিবীর পুত্র. একথা নানা-জায়গায় নানাভাবে আছে।[৪] বস্তুত দ্যাবা-পৃথিবী 'দেবপুত্র'—সমস্ত দেবতাই তাঁদের সন্তান।[৫] সুতরাং ইন্দ্রও তাঁদের সন্তান। ইন্দ্রের পিতা তাহলে 'দ্যৌঃ' এবং মাতা 'পৃথিবী'। দেবতার জন্ম সম্পর্কে এটি সামান্যকথন। পায়ের তলায় পৃথিবী আর মাথার উপরে আলোঝলমল আকাশ, তারই মধ্যে বিশ্বের সব-কিছু—দেবতা মানুষ চিৎ-অচিৎ সর্বভূত। দার্শনিক ভাষায় বিশ্বভুবনের একপ্রান্তে চিদাবিষ্ট জড় (কেননা পৃথিবীও 'দেবী'), আরেক প্রান্তে বিশুদ্ধ চৈতন্য। উপাসকের যে-ইষ্টদেবতা পুরুষবিধ, তিনি এ-দুয়ের মধ্যবিন্দুতে এক জ্যোতিঃপুঞ্জ—সূর্যের মত। এই অর্থে ইন্দ্র দ্যাবা-পৃথিবীর পুত্র। আমাদের মধ্যে যে-পুরুষ, তিনি অগ্নি ; আর আদিত্যে যে-পুরুষ, তিনি ইন্দ্র। উপনিষদের ভাষায় দুইই এক ; সংহিতার ভাষায় দুটিতে ভাই-ভাই, দুটি যমজ। পুরুষসূক্তেও বলা হচ্ছে, 'পুরুষের মুখ হতে জন্মালেন ইন্দ্র আর অগ্নি, প্রাণ থেকে বায়ু, নাভি থেকে হল অন্তরিক্ষ এবং শীর্ষ থেকে উৎপন্ন হল দ্যৌঃ।'[৬] এখানেও অগ্নি আর ইন্দ্র সহজন্মা এবং মুখ্য, আর তাঁদের উপরে দ্যৌঃ।

---

৮০৬ ঋ. ১।১২৯।১১। [১]৩।৪৮।২ ; টীমূ. ৪২৮। [২]ঋ. 'সুবীরস্ তে জনিতা মন্যতে দ্যৌর্ ইন্দ্রস্য কর্তা স্বপস্তমো ভূৎ, য ঈং জজান স্বর্যং সুবজ্রম্ অনপচ্যুতং সদসো ন ভূম'—(লোকে) মনে করে সুবীর্য দ্যৌঃ তোমার জনক ; ইন্দ্রের কর্তা (অর্থাৎ জনক, তু. ৩।৩১।২ ; আরও তু. মীসূ. স্ব্যপরাধাৎ কর্তুর্শ্ চ পুত্রদর্শনাৎ ১।২।১৩) সুদক্ষতম কর্মী হলেন (বটে), যিনি (অমন পুত্রকেই শুধু জন্ম দেননি, অধিকন্তু) জ্যোতির্ময় (অথবা 'নির্ঘোষবান্', 'স্বর্' আলো ও শব্দ দুইই বোঝায়, যাতে সূর্য ও আকাশ দুয়েরই ধ্বনি আছে ; আবার বজ্রের আগে বিদ্যুৎ, তারপর নির্ঘোষ) এই সুবজ্রকেও জন্ম দিলেন—যা অপচ্যুত হয় না (তার) স্বধাম থেকে—পৃথিবীর মত (অর্থাৎ পৃথিবীও স্থির, বজ্রও স্থির ; ল. বৌদ্ধশাস্ত্রে বজ্র অবিচল শূন্যতার প্রতীক) ৪।১৭।৪। মন্ত্রের 'মন্যতে'র সঙ্গে তু. ঋ. ১০।৭৩।১০, টী. ৮০৩১ ; আরও তু. ইন্দ্রের জন্ম বল সহঃ এবং ওজঃ হতে (১০।১৫৩।২ টী. ৬৯৩১), শরঃ হতে (৮।৯০।২, ৯২ ১৪), নিখিল ভুবনে জ্যেষ্ঠ সেই তৎস্বরূপ হতে (১০।১২০।১, টীমূ. ১৩১১)। অর্থাৎ ইন্দ্রের পিতা নির্নাম নীরূপ, তাঁর বিশিষ্ট কোনও পরিচিতি নাই (দ্র. গে. এই মন্ত্রের টী.)। এখানে 'জনিতা' যেমন ইন্দ্রকে জন্ম দিলেন, তেমনি বজ্রকেও। ল. তক্ষণের কথা এখানে নাই। আরেক জায়গাতেও 'পিতা' বজ্রের 'কর্তা' এই কথাই আছে, তক্ষণের কথা নাই (২।১৭।৬, টীমূ ৮০২৮)। সুতরাং ত্বষ্টা ইন্দ্রের পিতা নন, বজ্রতক্ষণে অনির্বচনীয় ইন্দ্রপিতার নিমিত্ত মাত্র। [৩]সমানো বাং জনিতা ভ্রাতরা যুবং যমাবি.হেহমাতরা ৬।৫৯।২। 'ইহেহ' = ইহ + অমুত্র, তু. শৌ. পৃথিবীসূক্ত ১২।১, সেখানে যেমন দৃশ্যমান পৃথিবীর বর্ণনা আছে, তেমনি আবার বলা হয়েছে যস্যা হৃদয়ং পরমে ব্যোমন্ত্ সত্যেনা.বৃ.তম্ অমৃতং পৃথিব্যাঃ' ৮। [৪]তু. ১।১৪৬।১, ৩।১।৭, ৬।৭।৪, ৫, ৭।৩।৯...। [৫]তু. ১।১৫৯।১, ১৮৫।৪, ৪।৫৬।২, ৬।১৭।৭, ৭।৫৩।১, ১০।১১।৯, ১২।৯। [৬]মুখাদ্ ইন্দ্রশ্ চা.গ্নিশ্ চ প্রাণাদ্ বায়ুর্ অজায়ত, নাভ্যা আসীদ্ অন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সম্ অবর্তত ১০।৯০।১৩-১৪।

মনে হয়, ইন্দ্রের পিতৃপরিচয় সংহিতায় ইচ্ছা করেই অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। একটি জায়গায় দ্যৌঃর প্রতি ইঙ্গিত করা ছাড়া আর সর্বত্র এই পিতাকে শুধু 'জনিতা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে [৮০৭]। এই বিশেষণটি 'দ্যৌঃ'র বেলায় কয়েকবার ব্যবহৃত হয়েছে,[১] কিন্তু ত্বষ্টার বেলায় নয়—যদিও তিনি 'ত্বষ্টা বিশ্বরূপঃ পুরুধা "জজান"'।[২] পরে দেখব, ইন্দ্রের পিতাকে যেমন বলা হয়েছে শুধু 'জনিতা', তেমনি তাঁর মাতাও বহুজায়গায় শুধু 'জনিত্রী'। 'দ্যৌষ্পিতা' বা আলোঝলমল শূন্যতা জনকরূপে সৃষ্টির আদিতে—এ-ভাবনা আমরা গ্রীক ও রোমান পুরাণেও পাই। এই জনিতা যেন তটস্থ, জনিত্রীও তা-ই। এ বুঝি সৃষ্টির প্রাক্‌কালে আদিমিথুনের যুগনদ্ধতা। পিতা ত্বষ্টা এবং মাতা বৃহদ্দিবায় পাই তাঁদেরই ক্রিয়ারূপ—বিশ্বের তক্ষণ এবং সক্ষণ হচ্ছে যাঁদের থেকে।[৩] আগেই দেখেছি, ইন্দ্রকে অব্যক্ত থেকে তক্ষণ করছেন ওই আদিমিথুন।[৪] আর ত্বষ্টা তক্ষণ করছেন বিশ্বরূপকে[৫] এবং প্রসঙ্গক্রমে ইন্দ্রের বজ্রকে—ইন্দ্রকে নয়। ইন্দ্র ত্বষ্টার মতই 'জনিতা দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ, জনিতা.শ্বানাং জনিতা গবাম্'।[৬]

ইন্দ্র যদি বেদের পরমদেবতা হন, তাহলে তাঁর পিতৃপরিচয়কে এমনি করে রহস্যাবৃত রাখা মরমীয়া দৃষ্টিতে খুবই স্বাভাবিক। পরমের উৎসকে জানতে গিয়ে বুদ্ধি খেই হারিয়ে পৌঁছয় নাসদীয়সূক্তের সেই 'অপ্রকেত গহন গভীরে, যেখানে 'আনীদ্ অবাতং স্বধয়া তদ্ একম্'। সেখানে জনিতা জনিত্রী আর জাতকের ত্রিপুটী এক অনির্বচনীয় নীহারের মধ্যে যেন একাকার হয়ে আছে। তাই একজায়গায় বলা হচ্ছে, এই অজর ইন্দ্রকে আমরা স্তব করতে পারি একমাত্র 'পরমা ধী' দিয়েই, কেননা তিনি 'পুরাজা' [৮০৮]। তিনি সবাইকে ছাপিয়ে জন্মেছেন 'পরম পরাবৎ'এ—লোকোত্তরের পরম প্রত্যন্তে।[১] সেখানে অনালোকের আলোকে সব মায়াময়।[২]

---

৮০৭ ঋ. ১।১২৯।১১, ৪।১৭।১২, ১০।২৮।৬। [১]১।১৬৪।৩৩, স তু নো অগ্নির্ নয়তু প্রজানন্ (পথের খবর, তু. ১।১৮৯।১, টী. ১৭৩৬) অচ্ছা রত্নং দেবভক্তং (দেবাবিষ্ট জ্যোতির্বনতা) যদ্ অস্য (যা নাকি তাঁরই নিধি, তু. ১।১।১), ধিয়া (ধ্যান দিয়ে) যদ্ (যে-রত্নকে) বিশ্বে অমৃতা অকৃণ্বন্ দ্যৌষ্ পিতা জনিতা সত্যম্ (যে-রত্নকে সত্য করলেন আমাদের চেতনায়) উক্ষন্ (হে বীর্যবর্ষী অগ্নি; সাক্ষাৎকৃত দেবতার সম্বোধন) ৪।১।১০, ১৭।৪, ৬।৫৯।২। [২]৩।৫৫।১৯, টী. ৪২৫৫; তু. গর্ভে তু নৌ জনিতা দম্পতী কর্ দেবস্ ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ ১০।১০।৫। ত্বষ্টা যম-যমীর জনিতা এবং সবিতা। শুধু এই দুটি জায়গায় তাঁর বেলায় সামান্যত জন্ ধাতুর প্রয়োগ। তাঁর এই প্রজনন প্রজাপতিরূপে, আদি জনিতার নিমিত্তরূপে। পুরাণেও প্রজাপতি ব্রহ্মা আদিপুরুষ নারায়ণের নিমিত্ত এবং প্রতিভূ। [৩]১০।৬৪।১০, ২।৩১।৪ টীমূ. ৪২৭৯। [৪]৮।৬১।২, টী. ৮০৫। এইটিই আদিতক্ষণ, আর তাইতে ইন্দ্র 'উতো.পমানাং প্রথমো নি ষীদসি'—আর পরমদের মধ্যে প্রথমরূপে নিষণ্ণ রয়েছ বিশ্বের মূলে (৮।৬১।২)। সুতরাং ত্বষ্টাও একজন পরমদেবতারূপে তাঁর সমধর্মা হতে পারেন, কিন্তু তাঁর জনক নন। [৫]তাঁর এই তক্ষণ: 'প্রজাঃ পুরুধা জজান' ৩।৫৫।১৯; কিন্তু তাঁর এই প্রজনন বহুধা আত্মবিভাবন (তু. ছা. তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ৬।২।৩)। [৬]ঋ. ৮।৩৬।৪-৫; আরও তু. ৯৯।৫।

৮০৮ তু. ঋ. তং বো (তোমাদের জন্য) ধিয়া পরময়া পুরাজাম্ অজরম্ ইন্দ্রম্ অভ্য.নূষ্য্ (অভিনবন করি, সোচ্চার হই তাঁর উদ্দেশে) অর্কৈঃ (অর্চিঃ দিয়ে, আগুনের সুর দিয়ে) ৬।৩৮।৩; ৩।৩১।১৯। [১]৫।৩০।৫, টী. ৬৯৫। [২]তু. ১০।৫৪।২-৩, টী. ৭৭৯।

তবুও তাঁর জন্ম হয়। জন্মের ব্যাপারে পিতার ভূমিকা কতকটা তটস্থ। কিন্তু মাতার ভূমিকা তা নয়। তাই ইন্দ্রপিতার চাইতে ইন্দ্রমাতার পরিচয় সংহিতায় স্পষ্টতর। ইন্দ্র সপ্ত আদিত্যের একজন [৮০৯]। সুতরাং অদিতি তাঁর মাতা। একটা নাম পাওয়া গেল, কিন্তু নামটি 'দ্যৌষ্পিতা'র চাইতেও ভাবময়। ইন্দ্রমাতার এর চাইতে স্পষ্ট নাম হল 'শবসী'। ঋক্‌সংহিতার দু'জায়গায় তাঁর উল্লেখ আছে, ইন্দ্রের সঙ্গে কিছু কথাবার্তাও আছে। ইন্দ্র জন্মেই যাকে জিজ্ঞাসা করছেন, কারা তাঁর প্রতিস্পর্ধী. আর শবসী তাদের চিনিয়ে দিচ্ছেন।[১] কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, ইন্দ্র 'শবসঃ সূনুঃ'—শৌর্যের পুত্র। সুতরাং অদিতির মত এই নামটিও নিঃসন্দেহে ভাববাচী। অদিতি সর্বময়ী, তিনিই

---

৮০৯ ঋ. ২।২৭।১, টী. ২৩৩; তু. ১০।৭২।৮-৯, ৯.১১৪।৩ টী. ১৪১১। [১]দ্র. ৮।৪৫।৪-৬, ৭৭।১-২। শেষমন্ত্রে দুজন ইন্দ্রশত্রুর নাম আছে—**ঔর্ণবাভ** আর **অহিশূ**। এদের একত্র উল্লেখ : ৮।৩২।২৬। ঔর্ণবাভ বৃত্রসহচর একজন দানু বা দৈত্য (২।১১।১৮)। < উর্ণবাভি, অপত্যার্থক প্রত্যয়যোগে। উর্ণবাভি < উর্ণ (পশম) + √ *বাভ্ 'বোনা' (তু. Gk. *'uph-aino*, OHG. *web-an*. Eng. *weave*) মাকড়সা; তু. শ. যথো.র্ণবাভিস্ তন্তুনো চ্চরেৎ ১৪।৫।১।২৩ (কাণ্বশাখার পাঠ 'উর্ণনাভিঃ' বৃ. ২।১।২০)। নি.তে ঔর্ণবাভ' নামে একজন প্রাক্তন আচার্যের বারবার উল্লেখ আছে। বিষ্ণুর তৃতীয় পদ সম্বন্ধে তার মতবাদ প্রণিধেয় : শাকপূণি বলেন, 'ত্রেধা নিদধে পদম্' (ঋ. ১।২২।১৭) মানে 'পৃথিব্যাম্ অন্তরিক্ষে দিবি'; ঔর্ণবাভ বলেন, 'সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসি' অর্থাৎ উদয়গিরিতে, মাধ্যন্দিন অন্তরিক্ষে এবং অস্তগিরিতে (দুর্গ, নি. ১২।১৯)। ল. অস্ত'গিরি' তুঙ্গতায় আরোহণ বোঝায়। শূন্যতার দেবতা বরুণ অস্তের সূর্য। মিত্রের অধিকার মাধ্যন্দিন অন্তরিক্ষের তুঙ্গতা পর্যন্ত; তারপর সূর্য যদি না হেলে উজিয়ে যান, তবে তা-ই হবে তাঁর বা বিষ্ণুর 'পরম পদ'—যেখানে আছে 'আতত চক্ষু' (ঋ. ১।২২।২০), আছে 'মধু-র উৎস' (১।১৫৪।৫)। এটিই ঔর্ণবাভের 'গয়শিরঃ', যা শাকপূণির দ্যুলোকেরও উজানে। 'গয়শিরসে'র ব্যু.লভ্য অর্থ 'জয়শিরঃ' বা পরম বিজয়—অবশ্যই জরা-মৃত্যুর উপরে। তা সম্ভব সূর্যদ্বার ভেদ করে বারুণী শূন্যতায় অবগাহন করলে। এইটি ছিল প্রাচীন অসদ্‌ব্রহ্মবাদীর লক্ষ্য—যাঁরা পরে হলেন 'জিন' বা বিজয়ী, 'মহাবীর' বা 'বুদ্ধ' (দ্র. টী. ১১৫।১৩)। আর্যভাবনায় এটি মুনিধারা। নৈরুক্ত ঔর্ণবাভ কি এই ধারার আচার্য ছিলেন? 'উহ' বা তর্কের জাল বিস্তার করতেন বলে কি তাঁর আদিপুরুষকে উর্ণবাভি বা মাকড়সা বলে কটাক্ষ করা হয়েছে (তু 'ব্রহ্মজাল', দীঘনিকায়, সুত্ত ১)? ঋ.র ইন্দ্রশত্রু ঔর্ণবাভ কি তর্কবুদ্ধির প্রতীক?… **অহীশূ**র উল্লেখ ঔর্ণবাভের সঙ্গে ছাড়া আছে ঋ. ৮।৩২।২এ, সেখানে সে 'দাস'। তাকে হত্যা করে ইন্দ্র প্রাণের ধারা বইয়ে দিয়েছিলেন। আর সন্ধাভাষায় তার প্রসঙ্গ আছে ১০।১৪৪।৩-৪এ। নামটি সম্ভবত গড়া হয়েছে 'মাতরি-শ্বন্'এর অনুকরণে, অর্থ 'অহী'র মধ্যে যে ফেঁপে ওঠে (অহী + √ শূ)। সে বৃত্রের অনুচর বা সন্তান। বৃত্র 'অহি' বা কুণ্ডলীপাকানো সাপ (১।৩২।১, ২, ৫১।৪, ৮০।১, ৩।৩২।১১, ৪।১৯।৩…), তার পত্নী বা শক্তি 'অহী'—কেননা দেবতার মত অসুর বা অপশক্তিরাও সশক্তিক (তু. ৭।১০৪।২৩-২৪)। এই অহী বা অবিদ্যার গর্ভাশয়ে প্রবর্ধমান 'দাস' বা তমঃশক্তি হল 'অহিশূ'। তার বর্ণনায় বলা হচ্ছে: 'ঘৃষুঃ শ্যেনায় কৃত্বন আসু স্বাসু বংসগঃ অব দীধেদ্ অহীশুবঃ'—ঘর্ষণদীপ্ত হয়ে কৃতী শ্যেনের জন্য (প্রতীক্ষমাণ তিনি) এই স্বকীয় (ধেনুদের) মধ্যে থেকেই বৃষভ (ইন্দ্র) অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকালেন অহীশূর (শক্তিদের প্রতি) ১০।১৪৪।৩। অসুরবিজয়ী ইন্দ্র বৃষভের মত দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে ঘিরে আছে তাঁর শক্তিরা। তাঁর প্রতিস্পর্ধী বিবরশায়ী অহীশূকে দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে তার শক্তিদের। তিনি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে ('অব দীধেৎ' < অব √ ধী 'ধ্যান করা, ভাবা' তু. 'অব জ্ঞা' ছোট করে জানা) তাকিয়ে আছেন তাদের দিকে। এই ছবিটি ভাগবতের কালিয়দমনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইন্দ্র **ঘৃষু** বা ঘর্ষণে প্রদীপ্ত—অগ্নিমন্থনে অরণির মত (< √ ঘৃ 'নির্ঝরিত হওয়া, দীপ্তি দেওয়া + ইচ্ছার্থে স > √ ঘৃষ্ 'জ্বলে ওঠবার জন্য ঘষা' > ঘৃষু॥ ঘৃষি 'উৎসাহদীপ্ত')। বৃত্রবধের পর শ্যেন তাঁর জন্য অমৃত আহরণ করবে, তিনি তারই প্রতীক্ষায় আছেন (তাইতে 'শ্যেনায়' চতুর্থী; শ্যেনের অমৃত আহরণ তু. ৪।২৬।৪—২৭।৫; এই **শ্যেন** পুরাণে বিষ্ণুর বাহন গরুড়; ভাবটি এসেছে নির্মেঘ মধ্যদিনের আকাশে ঠিক সূর্যের নীচেই চক্রাকারে উড়ন্ত চিলের ছবি থেকে; পাখির সঙ্গে দেবকাম চিত্তবৃত্তির উপমা দ্র. বেমী. ১৬৮৩২৩; শ্যেনই একমাত্র পাখি, যে সূর্যের কাছাকাছি পৌঁছয়; তার দৃকশক্তির তীক্ষ্ণতা ইওরোপের একটা কিংবদন্তী)।

একাধারে মাতা পিতা এবং পুত্র, যা-কিছু জাত হয়েছে বা হবে—সবই তিনি, তিনিই আমাদের নিরঞ্জনত্ব ও সর্বাত্মভাবের প্রচোদয়িত্রী।[2] ইন্দ্রমাতৃত্বের এইটি হল আধার। শবসী অদিতিরই বিভূতি, তাঁরই ক্রিয়ারূপ। এই দুটি নাম ছাড়া ইন্দ্রমাতা সর্বত্রই শুধু 'জনিত্রী'।[3]

ইন্দ্রপিতা ইন্দ্রমাতা আর নবজাতক ইন্দ্র এই নিয়ে একটি দিব্য পরিবার। ঋক্‌-সংহিতার দু'জায়গায় এই পরিবারের একটি রোচক বিবরণ পাওয়া যায়। তৃতীয় মণ্ডলে গাথিন বিশ্বামিত্র বলছেন:

'এই যে সদ্যোজাত বীর্যবর্ষী কুমার সহায় হলেন সামনের দিকে বইয়ে দিতে অভিষুত অন্ধ(ধারাকে)। পান কর যখন যেমন তোমার খুশি (এই) সিদ্ধ রসমিশ্র

ইন্দ্রের জন্য অমৃত আহরণের প্রসঙ্গ আছে সূক্তের শেষ পর্যন্ত (ল. সূক্তের বিকল্পিত ঋষি 'তার্ক্ষ্য সুপর্ণ')। পরের মন্ত্রেই পাই: য়ং (যে-সোমকে) সুপর্ণঃ পরাবতঃ (লোকোত্তর হতে) শ্যেনস্য পুত্র (আদিশ্যেন অবশ্যই 'দিব্যঃ সুপর্ণো গরুত্মান্' বা সূর্য ১।১৬৪।৪৬, টী. ৪২, ১১৭) আভরৎ. শতচক্রং (সোমের বিণ.) য়ো (সোম) অহ্যো বর্তনিঃ (সর্পিণীর 'প্রবর্তক' সা.) ১০।১৪৪।৪। সোমাহরণের ছবিটি এই: পরব্যোম হতে সোমকে নিয়ে শ্যেন নেমে আসছে চক্রাকারে উড়তে-উড়তে। আসছে সুষোমার ধারা ধরে। একেবারে নীচ পর্যন্ত নামতে গিয়ে তাকে একশ'বার চক্কর দিতে হচ্ছে, কেননা সুষোমার বাঁক একশ'টি। অবশ্য এখন আর তাতে আবর্ত নাই, কেননা শতক্রতু ইন্দ্র তাঁর শতপর্বা বজ্রের হানায় খাতটিকে সরল করে দিয়েছেন। তবে কিনা আশয়ের গভীরে যেখানে সোম 'অন্ধঃ' (মন্ত্র ৫), সেখানে অহী বা মূলাবিদ্যা সংস্কারশেষরূপে এখনও কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। দিব্য সোম এসে তাকে স্পর্শ করলে সে জেগে ওঠে এবং ওই সুষোমার খাত বেয়েই পাক দিতে-দিতে উজিয়ে চলে। চলে রূপান্তরের ক্রিয়া—'অন্ধঃ' হয় 'পবমান সোম', অবশেষে সে হয় 'ইন্দু' (মন্ত্র ৬)। সোজা কথায় ব্যাপারটি হল, দেবতার আনন্দের প্রসাদে আধারের যা-কিছু কালো তার আলো হয়ে ওঠা। ওই কালোই হল 'অহীশূ'। **বর্তনি** < √ বৃৎ 'আবর্তিত হওয়া, পাক খাওয়া'; ঘোড়ার চাল ঠিক করবার জন্য সহিস মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের চারদিকে যে পাক খাওয়াত, তাকে বলা হত 'বর্তনি'; এমনি করে পাক খেতে-খেতে কম্বুরেখায় উজিয়ে যাওয়া বা ভাটিয়ে আসা দুইই 'বর্তনি', রেখা বা পথটিও তা-ই, তু. 'বর্ত্ম'। আরও তু. পথঃ বর্তনিম্ (পথের বাঁক) ৪।৪৫।৩, ৭।১৮।১৬; রেদ (বরুণঃ) রাতস্য বর্তনিম্ ১।২৫।৯; উষা অপ স্বসুস্ (তাঁর বোন রাত্রির) তমঃ ('বাধতে' উহ্য, তু. ৬।৬৫।২; অথবা 'বর্তয়তি'র সঙ্গে অন্বয়) সং বর্তয়তি বর্তনিং (আলোর পথকে যেন ঢেউএ-ঢেউএ প্রসারিত করেন) সুজাততা (কেননা তিনি সুজাতা, তু. ১।১২৩।৩) ১০।১৭২।৪…। এই প্রয়োগগুলি ল.: পৃথিবীতে অগ্নি 'কৃষ্ণবর্তনি' (৮।২৩।১৯), যদিও উজান-ভাটায় তিনি 'দ্বিবর্তনি' (১০।৬১।২০, টী. ২২৪২); অন্তরিক্ষে সরস্বতী বা সিন্ধু 'হিরণ্যবর্তনি' (৬।৬১।৭, ৮।২৬।১৮), দ্যুলোকে অশ্বিদ্বয়ও তা-ই (১।৯২।১৮, ৫।৭৫।২, ৩, ৮।৫।১, ৮।১, ৮৭।৫), যদিও অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকের সন্ধিভূমিতে আছেন বলে তাঁরা 'রুদ্রবর্তনি'ও (১।৩।৩, ৮।২২।১, ১৪, ১০।৩৯।১১); তাঁদের রথ 'রঘু(লঘু)বর্তনি' (৮।৯।৮) এবং 'ঘৃতবর্তনি' (৭।৬৯।১); সোমও 'রঘুবর্তনি' (৯।৮১।২, তু. ১০।১৪৪।৪), নর 'বৃজিনবর্তনি' অর্থাৎ চলছে যেন গোলকধাঁধায় (১।৩১।৬); কিন্তু তার সুষ্টুতি 'গায়ত্রবর্তনি' আগুনের সুরে পাক দিয়ে উঠছে উপরের দিকে ৮।৩৮।৬)। ২দ্র. ১।৮৯।১০ টী. ৪৭, ৮৫৪, ১৭৪৪; ১০।১০০ সূ.র ধুরা, টী. ১৯৫৭। ৩তু. ১০।১৩৪ সূ.র ধুরা: দেবী জনিত্র্য.জীজনদ্ ভদ্রা জনিত্র্য.জীজনৎ; আরও তু. ২।৩০।২। 'মাতা': অগ্নে.দ্ উ মাতুঃ সবনেষু সদ্যো মহঃ [পিতুঃ] পিতুং পপিবাঞ্ চার্ব.ন্না ১।৬১।৭। 'পিতু' সোমরস যা তাঁর 'য়োষা জনিত্রী মাতা' 'মহঃ পিতুঃ দমে' নিঙড়ে দিয়েছিলেন (৩।৪৮।২, টী. ৪২৮)। 'চারু অন্ন' পুরোডাশাদি।…একটি যজ্ঞসূক্তের শেষে ইন্দ্রকে বলা হয়েছে 'নিষ্টিগ্রীর পুত্র' (১০।১০১।১২)। ঋক্‌টি খোলাখুলি আদিরসাশ্রিত—সম্ভবত কোনও দেবনিদের ব্যঙ্গানুকৃতি (তু. সোমমণ্ডলে শেষের দিকে ৯।১১২।৪)। সা. বলছেন, 'নিষ্টিং দিতিং স্বসপত্নীং গিরতী.ত্য.দিতিঃ।' <নিস্ √ তিজ্ + র + ঈ 'অতিতেজস্বিনী' (বৈপ.)।

সোমের (ধারা) সবার আগে [৮১০]।'—সহসা বিদীর্ণ হল তমিস্রার আবরণ; নেমে এল আলোর কিশোর—অন্তরবরুদ্ধসৌরত প্রাণোচ্ছলতার জোয়ার হয়ে। প্রত্যাহৃত চেতনার গভীরে ভোগবতীর যে-রুদ্ধধারা, কিশোরের ছোঁয়ায় তা উজান বইল।··· হে দেবতা, সুচিরকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধির গঙ্গোত্রীতে উত্তীর্ণ হয়েছে আমার এই আনন্দধারা। এর তীর্থে-তীর্থে তারুণ্যের উচ্ছলন, আলোর ঝলক, প্রজ্ঞানঘনতার তুষারদীপ্তি। হে ঈশান, এই আমার নৈবেদ্য। সবার আগে তোমার অধরের স্পর্শ একে প্রসাদ

---

৮১০ ঋ. সদ্যো হ জাতো বৃষভঃ কনীনঃ প্রভর্তুম্ আবদ্ অন্ধসঃ সুতস্য, সাধোঃ পিব প্রতিকামং যথা তে রসাশিরঃ প্রথমং সোম্যস্য ৩।৪৮।১। **সদ্যঃ জাতঃ**—ঋ.তে তিনটি দেবতা সদ্যোজাত—অগ্নি (১।১৪৫।৪, সদ্যো র্যা-মিমীত [ছাইলেন] য়জ্ঞম্ ১০।১১৩।১১), ইন্দ্র (সদ্যো য়জ. জাতো অপিবো হ সোমম্ ৩।৩২।৯, *১০, ৮।৭৭।৮), পর্জন্য ৭।১০১।১। অর্থাৎ চেতনায় তাঁদের আবির্ভাব আকস্মিক—অনেক ধস্তাধস্তির পর সূর্যের আলোয় কুয়াসা কেটে যাওয়ার মত। তৈআ.তে পঞ্চবক্ত্র মহাদেবের পশ্চিমবক্ত্র সদ্যোজাত ১০।৪৪। **কনীনঃ**—[তু 'কনা', 'কনী', 'কন্যা', 'কনীয়স্', 'কনিষ্ঠ' < √ কন্। চন্ 'ভাল লাগা' (তু. 'চা-রু')। আরও তু. Gk. *kainos* 'girl' < Aryan base *gen-* 'to produce', also **kum-* family, race' > Lat. *genus* 'family, origin', OE. *cnapa* 'boy, servant', Germ. *knabe* 'boy'] কুমার। কুমার, অথচ 'বৃষভ' বীর্যবর্ষণ-সমর্থ। অনুরূপ ভাব 'কুমারী' অথচ 'মাতা'। তু. ভাগবতের আত্মন্যবরুদ্ধসৌরত কিশোর রাসেশ্বর। শ্রীধর বলছেন, শৃঙ্গারেও তাঁর 'চরমধাতুর্ ন তু স্খলিতঃ' (ভা. ১০।৩৩।২৫), অর্থাৎ তিনি আত্মারাম ও ঊর্ধ্বস্রোতা। এই ব্যাপারের সঙ্গে কৈশোরের অতি নিবিড় সম্পর্ক আছে। বেদের পুরুষ তাই ষোড়শকল। সোমযাগের সাধনার তাৎপর্য সোমের নিত্যা ষোড়শী কলায় (দ্র. বৃ. ১।৫।১৫, বেমী. ১৯৪৫৫৩···) 'অন্ধ' আনন্দচেতনার ক্রমে 'পবমান' হয়ে অবশেষে 'ইন্দু'রূপে উত্তরণ—সেই 'ঋতস্য য়োনিম্ আসদম্' (ঋ. ৯।৮।৩, ৬৪।২২, ৩৬২।১৩; তু. ৯।২৫।৬, ৬২।১৫, ৭২।৬, ৭৩।১, ৮৬।২৫···)। সোম্য আনন্দচেতনার এমনি করে ষোলকলায় ফুটে ওঠার সময়টিই হল বৈষ্ণবের 'ধ্যেয়ং কৈশোরকং বয়ঃ'। বিষ্ণুর সপ্তপদীর এটি হল চতুর্থ এবং পঞ্চম পদ, যার ব্যাপ্তি ভগ হতে সূর্য পর্যন্ত। বিষ্ণু 'য়ুবা হকুমারঃ' (১।১৫৫।৬), এই মন্ত্রের ভাষায় 'বৃষভঃ'। ইন্দ্র কনীন এবং বৃষভ দুইই। অপালাসূক্তে অপালা তাঁকে সম্বোধন করছেন 'বীরক' বলে (৮।৯১।২); তাও কনীন বা কুমার ইন্দ্রকে বোঝাচ্ছে। **প্রভর্তুম্**—ঋ.র পাঁচটি তুমন্ত পদের একটি। < প্র 'সামনের দিকে' √ ভৃ 'বয়ে নেওয়া' তু. Gk. *pherein* 'carry; bring forth' (এই দুটি অর্থ সব জর্মন IE. ভাষায়; (তু. 'ভ্রূণ' গর্ভস্থ শিশু; 'ভর' আবেশ; 'ভর-ত' অগ্নিবহ), Lat. *fero* 'I bear' (তু. *Luci-fer* লোকন্তর, যে আলোক বহন করে চলেছে; Aryan base *bher-*, *bhor-*, *bho:r-*, *bhr-*); প্রকরণের অনুরোধে অর্থ 'উজান বওয়ানো' তু. ৫।৩২।৭; আরও তু. 'প্রভর্মন্' ৮।৮২।১, ১।৭৯।৭; অনুরূপ 'প্রভৃতি', 'প্রভৃথ'। 'সুতস্য অন্ধসঃ' যে ভোগবতী ধারাকে পাষাণের ঘায় উজান বওয়ানো হয়েছে (কর্মে ষষ্ঠী)। সবনের পর দেবতা হলেন তার 'প্রভর্তা'। **সাধোঃ**—যা সিদ্ধ, তার (সা. 'রসাত্মনা সংসিদ্ধস্'; তু. অগ্নি 'ক্রতোর্ ভদ্রস্য দক্ষস্য সাধোঃ, রথী ৪।১০।২, যজমানেরা 'রায়ো রন্তারো দুষ্টরস্য সাধোঃ' ৭।৮।৩)। অসিদ্ধ রসের ধারা নিম্নগা, আর সিদ্ধরস ঊর্ধ্বস্রোতা। তাকে দেবতা পান করেন 'প্রতিকামং য়থা'—তাঁর যত ইচ্ছা, যেমন খুশি। সোম 'ত্র্যাশির্' (৫।২৭।৫) অর্থাৎ যব গব্য এবং দধির সঙ্গে তাকে মিশ্রিত করা হয়। এখানে ওই তিনটিকেই বলা হচ্ছে **রস**। নিঘ.তে 'রস' অন্ন (২।৭), উদক (১।১২); 'রসতি' জ্বলে ওঠে (অর্চতিকর্মা ৩।১৪), অর্থাৎ 'রস' চিত্তের উদ্দীপনও বোঝায়। সুতরাং অন্ন প্রাণ ও মন তিন ভূমিতেই রস আছে। ঋ.তে শব্দটির অধিকাংশ প্রয়োগ নবম মণ্ডলে—পবমান সোমের বেলায়। একজায়গায় সোম-সম্পর্কে বলা হচ্ছে, 'স্বাদুষ্ কিলা-য়ং মধুমা উতা-য়ং তীব্রঃ কিলা-য়ং রসবাঁ উতা-য়ম্, উতো স্ব-স্য পপিবাংসম্ (পান করলে পর) ইন্দ্রং ন কশ্ চন সহত (পরাভূত করতে পারে) আহবেষু ৬।৪৭।১। এখানে রস স্বাদু তীব্র এবং মধুর—যার মধ্যে অন্ন (দেহ) প্রাণ ও মনের উপর তার প্রভা-বর আভাস পাওয়া যায়। মোটের উপর রস আস্বাদন-মাধুর্য, আনন্দচেতনা। তবে কিনা এ-আনন্দ পিপ্পলাদের আনন্দ (১।১৬৪।২০)—যা সুখ বা দুঃখ দুয়ের মধ্যেই একটা স্বাদ পায়। উপনিষদের পরমপুরুষ তাই 'রসো বৈ সঃ' (তৈ. ২।৭)। রস-সংজ্ঞার এই ব্যঞ্জনা আছে অলঙ্কার-শাস্ত্রে, বৈষ্ণব ও সহজিয়ার রসতত্ত্বে। আবার রসায়নে রস 'পারদ' বা 'শিববীর্য'। ঋ.তে নদীর এক নাম 'রসা' ৫।৪১।১৫, ৫৩।৯, ১০।১০৮।১, *২...), বোঝায় নাড়ীবাহিত প্রাণস্রোত।

করুক। আজ আমি অফুরান—তোমার অনন্ত কামনার বিচিত্র তর্পণ হ'ক আমার সোম্য মধু-র ধারায়।

'যখনই জন্মালে তুমি, সেদিনই খুশিমত এই সোমাংশুর গিরিস্থিত পীযুষ তুমি পান করলে। তা তোমার জন্মদা যুবতী মাতা মহান্ পিতার ঘরে অঝোরে ঝরিয়েছিলেন সবার আগে [৮১১]।'—হে দেবতা, যে-মুহূর্তে তোমার আবির্ভাব, তখনই এ-আধার লেলিহান হয়ে জ্বলে উঠল তোমার অমৃতপিপাসার তর্পণের জন্য। সেইসঙ্গে সুষোমা-বাহিত আনন্দের শুভ্র আপ্যায়নী ধারা ঝরে পড়ল হিমবানের তুষারমৌলি হতে। তুমি তা পান করে তৃপ্ত হলে। এ শুধু আজ নয়। বিশ্বযোনি যে-অদিতি তোমার জননী, পরমপিতার লোকোত্তর ধামে তিনিই তোমায় সোম্য মধু-র অগ্নিস্রোতে আসিক্ত করেছিলেন সৃষ্টির আদিম উষায়।

'মায়ের কাছে গিয়ে অন্ন চাইলেন তিনি। তাকিয়ে দেখতে পেলেন তীক্ষ্ণ সোমরূপী (তাঁর) পালানকে। হটিয়ে দিয়ে চললেন তৃষার্ত (দেবতা) আর-সবাইকে। কত যে

---

৮১১ ঋ. য়জ্ জায়েথাস্ তদ্ অহর্ অস্য কামে ংশোঃ পীয়ূষম্ অপিবো গিরিষ্ঠান্, তং তে মাতা পরি য়োষা জনিত্রী মহঃ পিতুর্ দম আ.সিঞ্চদ্ অগ্রে ৩।৪৮।২। দ্র. টীমু. ৪২৮। 'অস্য কামে' এই অন্বয় সম্ভব, অর্থাৎ এর কামনায়, একে চেয়ে। কাম সৃষ্টির আদিতে 'মনসঃ প্রথমং রেতঃ' (১০।১২৯।৪)। তা যেমন বিসৃষ্টির প্রবেগ, তেমনি 'অমৃত আনন্দ' সম্ভোগের পিপাসাও (তু. তৈউ. অথ দৈব্রীঃ…প্রজাতির্ অমৃত আনন্দ ইত্যু.পস্থে ৩।১০।৩)। **অংশু** তু. নি. 'শম্ অষ্টমাত্রো ভবতি, অননায় শং ভবতী.তি বা' যা পাওয়ামাত্র শম্ বা প্রশান্ত আনন্দের কারণ হয়, অথবা যা প্রাণের নিমিত্তভূত আনন্দ (২।৫)। বলা বাহুল্য, এ শাব্দিক ব্যু. নয়; কিন্তু নৈরুক্তদের কাছে সোমের অংশু কিসের প্রতীক, তার বিবৃতি। পার্থিব সোমের অংশু 'আঁশ', আর দিব্য সোমের বেলায় তা 'কিরণ'। এই অমৃতকিরণ উপনিষদে আদিত্যরশ্মি–যা প্রতি জীবে নিহিত এবং তার উৎক্রমণের বা উর্ধ্বগতির কারণ (ছা. ৮।৬।২, বৃ. ৫।৫।২…; ঋ. ১।২৪।৭, টী. ৪৩৭১)। 'অংশু' বস্তুত < √অশ্ ॥ অংশ্ 'পৌঁছনো; ব্যাপ্ত করা'; তু. IE. *enk-* 'to reach'। 'অংশু' আদিত্যমণ্ডল হতে পৃথিবীতে পৌঁছয় এবং সঙ্গে-সঙ্গে আলোতে সব ছেয়ে ফেলে। আলো একজায়গায় থেকে সবজায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। জীবচৈতন্যের এটি সুন্দর উপমান। তাই গীতায় জীব পুরুষোত্তমের সনাতন 'অংশ' (১৫।৭; 'টুকরা' অর্থে নয়, 'কিরণ' অর্থে) এবং ঋ.তে 'অংশ' সপ্ত আদিত্যের অন্যতম (২।২৭।১, টী. ২৩৩)। তু. মা. সুষুম্ণঃ সূর্যরশ্মিঃ ১৮।৪০। **গিরিষ্ঠা**—তু. ঋ. 'মধ্বো রসং সুগভস্তির্ গিরিষ্ঠাং চনিশ্চদদ্ দুদুহে শুক্রম্ অংশুঃ'—মধু-র যে-রস গিরিস্থিত, যা আনন্দে মাতিয়ে তোলে এবং যা শুভ্র, সুগ্রাহী অংশু তাকে দোহন করেছে ('গভস্তি' কর বা কিরণ < √গভ্ < √গৃভ্ 'গ্রহণ করা, আঁকড়ে ধরা'; 'অংশু' মধ্যনাড়ী, 'গভস্তি'রা তার শাখা; সবাই অংশুতে সঙ্গত, তাই সে 'সুগভস্তি') ৫।৪৩।৪; ইন্দ্রের বিণ. ১০। ৮০।২=বিষ্ণুর ১।১৫৪।২; মরুদ্গণের ৮।৯৪।১২; সোমের ৯।১৮।১, ৬২।৪, ৮৫।১০, ৯৫।৪, ৯৮।৯। যজুঃসংহিতায় রুদ্র 'গিরিশন্ত' বা 'গিরিশ' (মা. ১৬।২-৪) এবং এই গিরির নাম 'মূজবৎ' (মা. ৩।৬১)। ঋ.তে আছে, সোম 'মৌজবত' বা মূজবান্ গিরিতে উৎপন্ন (১০।৩৪।১)। 'হিমবান্' গিরিতে যেমন হিমের প্রাচুর্য (১০।১২১।৪), তেমনি মূজবান্‌এ 'মূজ' বা মুঞ্জতৃণের। ঋ.র একজায়গায় পাই সোম 'মুঞ্জ-নেজন' অর্থাৎ মুঞ্জতৃণদ্বারা পরিশুদ্ধ (১।১৬১।৮; সা.র ব্যাখ্যাবিকল্প দ্র.)। মুঞ্জ কুশের মতই পবিত্র, তা দিয়ে ব্রহ্মচারীর মেখলা তৈরী হত। তার সোমসম্পর্ক সম্ভবত সংযম ও পবিত্রতার রূপক। শুদ্ধ আধারই মূজবান্, সোম তার শিখরে অর্থাৎ শীর্ষে। **দম**—নিঘ. 'গৃহ' (৩।৪; তু. Lat. *domus*, Gk. *domos* 'building'; Aryan base **demā-* 'to build', Gk. *demein* 'to build'. ॥ Gk. *damaein* 'to tame, to subdue', lit 'to bring to home', তু. √দম্ 'দমন করা, গুছিয়ে আনা'।

মহৎ (কর্ম) করেছেন—সর্বত্র প্রতিরূপ যাঁর [৮১২]।'—অখণ্ডিতা অবন্ধনা অদিতির মধ্যে তাঁর আবির্ভাব এক প্রচণ্ড বুভুক্ষা নিয়ে। কোথায় তাঁর অন্ন? ওই যে মায়ের পয়োধরে সঞ্চিত অগ্নিরসে জ্বালাময় তীব্র সোম্য মধুতে। বজ্রতেজে সবাইকে হটিয়ে দিয়ে তাকে অধিকার করলেন তিনি। তৃষ্ণা মিটল যখন, তখন প্রকাশিত হল তাঁর মহিমা। রূপে-রূপে প্রতিরূপ হয়ে ফুটলেন তিনি দিকে-দিকে।

'বজ্রবীর্য তিনি, ত্বরিতে গুঁড়িয়ে দেন বাধা, সর্বাভিভাবী তাঁর ওজঃ। যেমন খুশি রূপ ধরেন ইনি। ত্বষ্টাকে ইন্দ্র জন্মেই অভিভূত করে ওঁর সোম ছিনিয়ে নিয়ে পান করেছিলেন চমূতে-চমূতে [৮১৩]।'—তিনি বজ্রসত্ত্ব, দুর্ধর্ষ শৌর্যের তীব্রসংবেগে গুঁড়িয়ে দেন সকল বাধা, সর্বাভিভাবী তাঁর ওজঃ। তার হানায় চোখের সামনে থেকে খসে পড়ছে অচিত্তির যত আবরণ। দেখছি, নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যের লীলায় ভুবনের রূপে-রূপে

---

৮১২ ঋ. উপস্থায় মাতরম্ অন্নম্ ঐট্ট তিগ্মম্ অপশ্যদ্ অভি সোমম্ উধঃ, প্রয়াবয়ন্ অচরদ্ গৃৎসো অন্যান্ মহানি চক্রে পুরুধপ্রতীকঃ ৩।৪৮।৩। সোম যখন অন্ন, তখন তার পারিভাষিক সংজ্ঞা 'পিতু'—যা অন্ন এবং পানীয় উভয়কে বোঝায় (দ্র. অন্নসূক্ত ১।১৮৭ ; পৃথিব্যায়তন দেবতা 'পিতু')। 'ঐট্ট' (< √ঈড্ দ্র. 'ঈল.') উসকিয়ে তুললেন ; চাইলেন। **তিগ্ম** < √ তিজ্ 'শাণ দেওয়া, তীক্ষ্ণ করা, বিদ্ধ করা ; তু Lat. *instigare* 'to goad', Gk. *stigma* 'prick', *stizein* 'to prick, to tattoo,' O. Pers. *tigra* 'sharp', Eng. *stick*। সোম প্রথমে স্বাদু, তারপর তিগ্ম বা তীব্র—তখনই উন্মাদক ; সবার শেষে মধুময় (৬।৪৭।১)। **গৃৎস** < √গৃ 'জেগে ওঠা', 'গান গাওয়া'+[ৎ] ; অথবা গৃধ্ 'লোভ করা, চাওয়া' ; নিঘ. 'মেধাবী' ৩।১৫। এখানে প্রকরণ থেকে স্তন্যপানের জন্য 'ব্যাকুল, তৃষার্ত' ; অথবা 'নিত্যজাগ্রত'। **প্রতীক**—নি. প্রত্যক্তং ভবতি, প্রতিদর্শনম্ ইতি বা (৭।৩১) ; < প্রতি √ অঞ্চ্ গত্যর্থে, 'যা সামনে আসে', অতএব 'প্রতিভাস, আবির্ভাব'। উপনিষদের প্রতীকোপাসনারও এই অর্থ—যা সামনে দেখছি, তাতেই দেবতার আবির্ভাব অনুভব করছি।

৮১৩ ঋ উগ্রস্ তুরাষাল্. অভিভূত্যোজা যথাবশং তন্বং চক্র এষঃ, ত্বষ্টারম্ ইন্দ্রো জনুষা ভিভূয়া-মুষ্যা সোমম্ অপিবচ্ চমূষু ৩।৪৮।৪। **তুরাষাট্** ইন্দ্রের অনন্যপর বিণ. (৫।৪০।৪, ৬।৩২।৭, ১০।৫৫।৮)। তৃতীয়ান্ত 'তুরা'র একমাত্র প্রয়োগ ১০।৯৬।৭ ; < √ তৄ 'পার হওয়া ; অভিভূত করা'। অকারান্ত 'তুর' সম্পর্কে নি. তুর ইতি যমনাম. তরতের্ বা ত্বরতের্ বা, ত্বরয়া তূর্ণগতির্ যমঃ (১২।১৪, ঋ. ৭।৪১।২)। বস্তুত 'তুর্' (এখানে তা-ই সম্ভাবিত) সংবেগ, সর্বজয়া শক্তি। **অভিভূত্যোজাঃ** (তু. ইন্দ্র ৩।৩৪।৬, ৬।১৮।১ ; তাঁর বজ্র ১।৫২।৭ ; ইন্দ্রাবিষ্ট ত্রসদস্যু ৪।৪২।৫ ; মন্যু ১০।৮৩।৪) সবাইকে অভিভূত করে যাঁর বজ্রতেজ। বহুব্রীহি ; অভিভবকারী অর্থে 'অভিভূতি' ১।৫৩।৩, ৬।১৯।৬, ১০।৮৪।৬, ১৩১।১...। 'যথাবশম্' (< √ বশ্ 'চাওয়া', তু. *wish*। আপন খুশিমত 'তন্বং চক্রে' রূপ ধরলেন। অত্র সা. আত্মীয়ং শরীরং যথাকামং নানাবিধরূপোপেতং চক্রে, তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ : রূপংরূপং মঘবা বোভবীতি (৩।৫৩।৮)' ; আরও তু. ৬।৪৭।১৮, ৩।৩৮।৪...। জন্মেই ইন্দ্র বিশ্বরূপ ত্বষ্টাকে অভিভূত করলেন অর্থাৎ বিশ্বোত্তীর্ণ অরূপ হয়ে গেলেন। যেমন রূপোল্লাসে তাঁর আনন্দ, তেমনি আনন্দ তাঁর অরূপ-স্থিতিতে। সেও সোম্য আনন্দ ; কিন্তু সোমের কলা তখন উপচীয়মান নয়, অপক্ষীয়মাণ—চরমে যা 'কুহূ' বা অমা কলা (দ্র. নি. ১১।৩২ ৩৩)। উপচে-ওঠা আনন্দ সহজলভ্য, কিন্তু অপক্ষয়ের ভিতর থেকে আনন্দ আহরণ করতে হয় 'আমুষ্য' অর্থাৎ জোর করে, ছিনিয়ে নিয়ে (তু. ঋ. আমুষ্য সোমম্ অপিবশ্ চমূ সুতং জ্যেষ্ঠং তদ্ দধিষে সহঃ ৮।৪।৪ অর্থাৎ ওতেই তাঁর সর্বাভিভাবী উৎসাহসের পরিচয় ; ল. এখানে ত্বষ্টার উল্লেখ নাই)। **চমূ** যাহতে সোমের 'আচমন' বা পান হয়, পানপাত্র। তু 'চমস' ; 'চমূ' বড়, 'চমস' ছোট—যেমন কোশা আর কুশী (তু. ইন্দ্র চমসেষ্বা. সোমশ্ চমূষু তে সুতঃ ৮।৮২।৭) 'চমূ'র অধিকাংশ প্রয়োগ সোমমণ্ডলে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আধারই চমূ। বহুবচন বোঝাচ্ছে দেবতার বহুভবনকে—তিনিই বহুরূপ হয়ে প্রতি আধারে সোমপান করে চলেছেন রূপে এবং অরূপে। দ্যুলোক-ভূলোক জুড়ে তাঁর সোমপান, তাই দ্যাবাপৃথিবী 'চম্বৌ' (নিঘ. ৩।৩০ ; তু. ঋ. ৯।৩৬।১, ৬৯।৫, ৭১।১, ৭২।৫...)।

প্রতিরূপ তিনি—তিনিই বিশ্বরূপ। আবার সেই মুহূর্তেই রূপের অতীত তিনি: বিশ্বরূপের আড়াল ভেঙে উধাও হয়ে যান অপ্রকেত গহন-গভীরে, আর সেখান হতে অলখের অমৃতকে ছিনিয়ে এনে পান করেন এই আধারেরই অমার কুহরে-কুহরে।

চতুর্থ মণ্ডলে বামদেব গৌতমের একটি সংবাদ-সূক্তে [৮১৪] ইন্দ্র এবং ইন্দ্রমাতার আরও-একটু বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। অনুক্রমণিকার মতে সূক্তটি ইন্দ্র অদিতি ও বামদেবের কথোপকথন।[১] এতে বামদেবের জীবনকাহিনীর কিছু আভাস আছে—একথা আগেই বলেছি।[২] সূক্তটির উপান্ত্য মন্ত্রে 'পিতা'র উল্লেখ আছে। তিনি ত্বষ্টা হতে পারেন, কিন্তু ইন্দ্রপিতা নন।[৩] এই মন্ত্রেই সন্ধাভাষায় ইন্দ্রমাতার বিধবা হওবার কথা পাই। তাতে পরোক্ষভাবে ইন্দ্রপিতার উদ্দেশ মেলে।

সূক্তটির প্রথম মন্ত্রে ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে মাতৃগর্ভস্থ বামদেবকে সম্বোধন করে ইন্দ্র বলছেন:

'এই হচ্ছে চিরবিদিত পুরাতন পথ, যে-পথ দিয়ে সব দেবতা উজ্জাত হয়েছিলেন। এই পথ দিয়েই আজাত হওবা উচিত—(ভ্রূণ যখন) পরিপুষ্ট হয়। মাকে অমন করে বিপন্ন করো না [৮১৫]।'

গর্ভ হতে সাধারণ মানুষের মত যোনিপথ দিয়ে বামদেব বেরিয়ে আসতে চান না। তাই ইন্দ্রকে তিনি জবাব দিলেন:

---

৮১৪ ঋ. ৪।১৮ সূ.। [১]সূ.র বক্তা কারা তা নিয়ে ইওরোপীয় ব্যাখ্যাতারা অনুক্রমণিকা হতে ভিন্নমত পোষণ করেন (দ্র. গে. সূক্তভূমিকা)। অবশ্য কাত্যায়ন শুধু বলেছেন 'সংবাদ ইন্দ্রাদিতিব্রামদেব্রানাম্'—কিন্তু কোন্ মন্ত্রের কে প্রবক্তা, তা ভেঙে বলেননি। সূক্তভূমিকায় সা.র উদ্ধৃত শ্লোকে আছে, 'অর্ধতস্ ত্ব.রগস্তয়ো রক্তভেদ ইতি স্থিতি:'। তার পর বলা হচ্ছে, 'গর্ভে শয়ানং সুচির: মাতুর্ গর্ভাদ্ অনির্গতম্, ব্রামদেব্রং প্রতিক্রত আগ্ময়চা শতক্রতুঃ। দ্বিতীয়াদিভির্ অর্ধর্চৈর্ ঋষির্ (বামদেব) অত্রা.হ পঞ্চভিঃ (২-৩.১/২), নহী ন.স্তে.তি সপ্ত স্যার্ অর্ধচা অদিতের্ ব্রচঃ (৪থ-৭)। মমচ্চন ত্বা যুরতির্ ইত্যৃ.চঃ পঞ্চ বৈ মুনেঃ (৮-১২), দৌর্গত্যশান্তিম্ অত্রা.হ ব্রামদেব্রস্ তথা.ন্ত্যয়া (১৩)।' বক্তৃভেদের এই প্রকল্পই সহজ এবং সমীচীন। ইওরোপীয় প্রকল্পে কষ্টকল্পনা প্রচুর। [২]দ্র. বেমী. ১১৮-১১৯। [৩]দ্র. টী. ৪৩০[৩]।

৮১৫ ঋ. অয়ং পন্থা অনুরিত্তঃ পুরাণো য়তো দেব্রা উদজায়ন্ত ব্রিশ্বে, অতশ্ চিদ্ আ জনিষীষ্ট প্রবৃদ্ধো মা মাতরম্ অমুয়া পত্তবে কঃ ৪।১৮।১। **বামদেবের** গর্ভবাস জন্ম এবং কর্ম সবই অসাধারণ। গর্ভে থাকতেই তাঁর মধ্যে দিব্যচেতনার উন্মেষ হয়েছিল, দেবতাদের কি করে জন্ম হয়, তা আদ্যন্ত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন (৪।২৭।১, দ্র. টী. ২২২)। উক্ত মন্ত্রের 'জনিম' বোঝাচ্ছে নিত্যসিদ্ধের প্রাকট্য। দেবতার জন্ম হয় মানুষের চেতনাতেই, আর তা যেন সূর্যের উদয়নের মত প্রকাশের একটা পরম্পরা। মন্ত্রের উত্তরার্ধে একশটি আয়সী পুরীর উল্লেখে এই পারম্পর্য সূচিত হচ্ছে। আয়সী পুরী অন্ধতামিস্রের প্রতীক। তু. পুরন্দর ইন্দ্রের দ্বারা শম্বরের নিরানব্বইটি পুরীভেদ। গর্ভে থাকতেই বামদেবও এই পুরীভেদ করেছিলেন। মন্ত্রটিকে বামদেবের উক্তি বলে গণ্য করা হয়েছে শ. ১৪।৪।২।২২ এবং ঐউ. ২।৪। এই ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে একে শ্যেনের উক্তি বলে কল্পনা করা অযৌক্তিক (দ্র. গে. ৪।২৬ এবং ২৭ সূ.র ভূমিকা)। স্বেচ্ছামৃত্যু যেমন পূর্ণজ্ঞান নিয়ে আলোয়-আলোয় চলে যাওয়া, স্বেচ্ছাজন্ম তেমনি গর্ভবাসেও সচেতন থাকা এবং আলোয়-আলোয় নেমে আসা। গীতায় একে বলা হয়েছে 'দিব্য জন্ম' (৪।৫,৯)। এটি বৈদিক সুপ্রজননবিদ্যার লক্ষ্য ছিল (বিদ্র. পরে)। 'উদজায়ন্ত'—এখানে 'উৎ' দেবজন্মের বৈশিষ্ট্য সূচিত করছে; সে যেন সূর্যের উদয়নের মত আগাগোড়া স্বপ্রকাশ। ইন্দ্রের বক্তব্য, দেবতা যদি মানুষের মত যোনিপথেই নেমে আসেন, তবুও তাঁর বিজ্ঞানের বিপরিলোপ ঘটে না। এইটি তাঁর 'উজ্জনিম'।

'আমি এই পথ দিয়ে বের'তে চাই না। এ গাহনযোগ্য নয়। তেরচা হয়ে পাশ দিয়ে আমি বেরিয়ে যেতে চাই। অনেক-কিছু আমাকে করতে হবে, যা কেউ করেনি। আমাকে যুঝতে হবে কারও সঙ্গে, কারও সঙ্গে করতে হবে বাদানুবাদ [৮১৬]।'

তাঁর কর্ম যখন অসাধারণ, তখন জন্মও কেন অসাধারণ হবে না—এই তাঁর যুক্তি। তাঁর এই আচরণের নজির স্বয়ং ইন্দ্র। মাকে তিনিও কম দুঃখ দেননি। তাঁর জন্য মায়ের যে-ভাবনা, দামাল ছেলে বলে তিনি তাকে আমলই দেননি। জন্মেই তিনি ত্বষ্টার ঘরে তাঁর সোমপান করেছিলেন। এ কি তাঁর অন্যায়? এ কি তাঁর বীর্যেরই পরিচয় নয়?

বামদেবের এই উক্তি কতকটা আত্মগতভাবে। অপরোক্ষে দেবতার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে আবার পরোক্ষ উক্তিতে ফিরে যাওয়া—ঋক্‌সংহিতার প্রবচনের একটা বৈশিষ্ট্য। চতুর্থ ঋকের পূর্বার্ধ পর্যন্ত বামদেবের স্বগতোক্তি:

'মা (তাঁকে রেখে) চলে যাচ্ছেন (যখন), (ইন্দ্র) তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে (বলে উঠলেন), "আমি যে পিছনে-পিছনে যাব না তা নয়, এখনই পিছু নিচ্ছি।" (তার পর) ত্বষ্টার ঘরে ইন্দ্র সোমপান করলেন শতধারায়। দুটি চমূতে তা নিঙড়ে-দেওয়া।

বামদেব গর্ভে থাকতেই দেববিদ্। তিনি যদি সাধারণ মানুষের মত জন্মানও, তবুও তাঁর তা হবে 'আজান' (ল. 'আ জনিষীষ্ট')। এই সংজ্ঞাটি বৈদিক এবং বৌদ্ধ সাহিত্যে 'শ্রেষ্ঠ' বা 'অভিজাত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (তু. 'আজানদেব' বৃ. ৪।৩।৩৩, মা. ৩১।১৭, তত্র মহীধর; অত্র প্রতিতু. তৈউ. ২।৮; বৌদ্ধ সাহিত্যে 'আজান অশ্ব')। অস্বাভাবিকভাবে জন্ম হলে মায়ের মৃত্যুর আশঙ্কা করছেন ইন্দ্র। ল. মনোবিদ্ য়ুঙ্ দেখিয়েছেন, বীরগাথার বীরেরা মাতৃহন্তা (তু. বুদ্ধের জন্মে মায়ার মৃত্যু)।...গে.র মতে এটি ইন্দ্রমাতার উক্তি। কিন্তু দেবজন্মের পরিণামে মায়ের মৃত্যু—এ-প্রকল্প তত্ত্বার্থের সঙ্গে খাপ খায় না। তবে দেবমানবের জন্মের বেলায় তা সম্ভব।

৮১৬ ঋ. না.হম্ অতো নির্ অয়া দুর্গহৈ তৎ তিরশ্চতা পার্শ্বান্ নির্ গমাণি, বহূনি মে অকৃতা কর্ত্বানি যুধ্যৈ ত্বেন সম্ ত্বেন পৃচ্ছৈ ৪।১৮।২। 'নির্ অয়া' < নির্ √ই 'নির্গত হওয়া' লেট্ আ, সা. অয়া=অয়ানি (তু. 'গমানি')। **দুর্গহা**—সা. < √গ্রহ্ 'দুর্গ্রহম, দুঃখেন গ্রাহ্যম্, ন প্রাপ্যং ভবতী.ত্য.র্থঃ।' গে. < √গাহ্॥ গাধ্ 'অবগাহন করা, নেমে আসা' (তু. 'গাধম্' ১০।১০৬।৯, ৬।২৪।৮, ৭।৬০।৭, ৫।৪৭।৭)। ঋ.তে শব্দটির অনুষঙ্গ 'দুরিত' 'রক্ষঃ' প্রভৃতির সঙ্গে (৫।৪।৯, ৬।২২।৭, ৮।৪৩।৩০, ১০।৯৮।১২, ১৮২।১, ৯।১১০।১২; ঋষি প্রগাথ কাণ্ব 'দুর্গহস্য নপাৎ'; দুর্গহ সেখানে ব্যক্তিবাচক ৮।৬৫।১২)। 'দুর্-ইত' বা 'দুর্-এর'র সঙ্গেই মিল বেশী। পূর্ণরূপ 'দুর্গহানি' (৬।২২।৭, ৯।১১০।১২), আর সর্বত্র 'দুর্গহা'। এখানে কি তারই অনুসরণে অব্যয়পদ? তাহলে চলতি বাংলায় 'দুর্গহৈ-তৎ'এর অনুবাদ: 'এ এক আপদ'। আধুনিক মতে 'দুর্গহ(ম্) এতৎ'—মকারলোপের পর সন্ধি। পপা.তে কিন্তু 'দুঃ-গহা। এতৎ'।...মন্ত্রটির সা.র ব্যাখ্যা খুব প্রাঞ্জল: 'অন্যৈর্ অকৃতম্ ইদম্ এর (পার্শ্বভেদ করে বেরিয়ে আসা) ন কেবলং ময়া ক্রিয়তে, কিন্তু অন্যৈর্ অকৃতানি বহূণি কর্মাণি মে কর্তব্যানি। একেন সপত্নেন বিবদমানেন সহ যুদ্ধং করবাণি, অন্যেন বুভুৎসুনা সম্যক্ পৃচ্ছানি।' এখানে সম্প্রদায়প্রবর্তকের ছবিটি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। বামদেবপ্রবর্তিত নতুন ধারায় কেউ বিবাদী, তার সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধ; কেউ সংবাদী, তার সঙ্গে পরিপ্রশ্ন। ল. এদেশের অধ্যাত্মভাবনার ইতিহাসে গৌতমদের চিন্তাধারা মুনিপথ ঘেঁষে চলেছে; কঠোপনিষদের নচিকেতা, ন্যায়সূত্রকার, শাক্যমুনি—এঁরা সবাই 'গৌতম'। জাবাল সত্যকামকে সাহসের সঙ্গে উপনয়ন দিয়েছিলেন হারিদ্রুমত 'গৌতম'।...গে.র মতে ঋক্‌টি ইন্দ্রের উক্তি। ইন্দ্রের যুদ্ধ না হয় বৃত্রের সঙ্গে, কিন্তু সংপ্রশ্ন কার সঙ্গে? ১।১৬৫।৩এর প্রমাণ খুব জোরালো নয়।

এছাড়া আর কিই-বা তিনি করতে পারতেন, যাঁকে হাজার মাস ধরে বহু শরৎ ধরে (মা গর্ভে) বহন করেছেন [৮১৭] ?'

বামদেবের জন্মের সময় ইন্দ্রের সঙ্গে অদিতিও উপস্থিত ছিলেন। একদিকে দেবী মাতা আর দেব পুত্র ; আরেক দিকে মানবী মাতা আর মানব পুত্র। বামদেবের জন্ম মহামানবের জন্ম, যেন নতুন করে ইন্দ্রের জন্ম। ইন্দ্রসম্পর্কে বামদেবের উক্তি কোনও কটাক্ষ নয়, আত্মপক্ষ-সমর্থনে ইন্দ্রের প্রশস্তি। শুনে পুত্রগর্বে গর্বিতা অদিতি বলতে লাগলেন, আমার এ-ছেলে কি আর কোনও ছেলের মত ?

'দেখ না, ওর সঙ্গে তুলনা হতে পারে (এমন আর কেউ) নাই—জন্মেছে বা যারা জন্মাবে, তাদের মধ্যে [৮১৮]।

'(ওর কথা) বলতে নাই যেন এই মনে করে লুকিয়ে ফেললেন ইন্দ্রকে (তাঁর) মাতা—বীর্যে যে টলমল। তারপর সে উঠে দাঁড়াল স্বয়ংজ্যোতিতে প্রাবৃত হয়ে, দ্যাবাপৃথিবী আপূরিত করল জন্মামাত্রেই [৮১৯]।

---

৮১৭ ঋ. পরায়তীং মাতরম্ অন্ব.চষ্ট ন না.নু গান্য.নু নূ গমানি, ত্বষ্টুর্ গৃহে অপিবৎ সোমম্ ইন্দ্রঃ শতধন্যং চম্বোঃ সুতস্য। কিং স ঋধক্ কৃণবদ্ যং সহস্রং মাসো জভার শরদশ্ চ পূর্বীঃ ৪।১৮।৩-৪। দ্র. টী. ৪২৭১৫, টীমূ. ৪২৮৪। ইন্দ্রকে যে প্রসব করেছেন, ইন্দ্রমাতা অপরকে তা জানতে দিতে চান না—তিনি যেন 'রহঃসূ' (২।২৯।১)। তার একটি কারণ, এ-শিশুর জন্ম অলৌকিক—এ কুমারী মাতার পুত্র। অদিতি একদিক দিয়ে কুমারী, কেননা তত্ত্বত তিনি শুধু সম্ভূতি নন—অসম্ভূতিও। দ্বিতীয়ত, এ-শিশু 'সদ্যো হ জাতো বৃষভঃ কনীনঃ' (৩।৪৮।১), 'জাত এব প্রথমো মনস্বান্' (২।১২।১)—এ কারও লালন বা পরিচর্যার অপেক্ষা রাখে না। তৃতীয়ত মায়ের মনে ভয়, ঈর্ষাবশে অন্য দেবতারা এমন ছেলের অনিষ্ট করে যদি—কাজেই ওকে লুকিয়ে রাখাই ভাল (দ্র. মন্ত্র ৫)। তাই ছেলেকে রেখে মায়ের 'পরায়ণ' বা পলায়ন। দেবমানবের জন্মে মায়ের মৃত্যু যেমন সম্ভাবিত, এ তারই অনুরূপ। কিন্তু কুমারী মা যেমন শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছেন, তেমনি সেইসঙ্গে নবজাতক আলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছেন সর্বত্র—অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত সৌরপ্রভাসের মত (তু. ৫)। এখানে তাই মায়ের পরায়ণের সঙ্গে-সঙ্গেই জাতকের 'অনুগমন'। অনুগতি 'কাষ্ঠা'য় পৌঁছে হল 'পরা গতি' (তু. কঠ. ১।৩।১১) : লোকোত্তরের আনন্দ ছিনিয়ে এনে তার ধারা দেবতা পান করতে লাগলেন বিশ্বরূপ ত্বষ্টার ঘরে বসে। সে-সোম নির্ঝরিত হচ্ছে দ্যুলোক-ভূলোকের দুটি 'চমূ' বা সোমপাত্র হতে (দ্র. টী. ৮১৩) **শতধন্য হয়ে** অর্থাৎ শতধারায় (< √ধন্ 'দৌড়ানো' : 'শতধার সোম' তু. ঋ. ৯।৮৫।৪, ৮৬।১১, ৯৬।১৪ ; অনুরূপ 'জীবধন্য' সোম, যা জীবনকে প্লাবিত করে ১০।৩৬।৮, আরও তু. ১০।৩০।১৪, ১,৮০।৪ টী. ৭২০)। চতুর্থ মন্ত্রের প্রথম পাদে 'সা ঋধক্' সন্ধিতে হয়েছে 'স ঋধক্' (দ্র. গে.), সুতরাং 'সা' (বোঝাচ্ছে মাতাকে। **ঋধক্**—(তু. নি. 'ঋধগ্ ইতি পৃথগ্ভাবস্য প্রবচনং ভবতি' ৪।২৫) এছাড়া আর। 'শরদশ্ চ পূর্বীঃ' বহু শরৎ। মানুষের 'দেবহিত আয়ু' হল সৌর শত শরৎ (ঋ. ২।২৭।১০, ৩।৩৬।১০, ১০।১৮।৪, ৮৫।৩৯, ১৬১।৩, ৪), তাতে মোটের উপর ১২২০ মাস—হাজারের কিছু বেশী। এখানে ইন্দ্রমাতার সহস্র মাস গর্ভধারণের মধ্যে পুরুষের আয়ুষ্কালের ধ্বনি আছে অর্থাৎ তার সমস্তটা জীবন দেবাবিষ্ট। দীর্ঘকাল গর্ভধারণ পরিপূর্ণতার জন্য। শুক মায়ের পেটে ছিলেন ষোল বছর, অর্থাৎ তিনি জন্মালেন ষোড়শকল পুরুষ হয়ে।

৮১৮ ঋ. নহী ন্ব.স্য প্রতিমানম্ অস্ত্য.ন্তর্ জাতেষ্.ত যে জনিত্বাঃ ৪।১৮।৪। তু. না.স্য শত্রুর্ ন প্রতিমানম্ অস্তি ৬।১৮।১২। এটি তাঁর অতিষ্ঠা বা লোকোত্তর রূপ। আবার প্রতিষ্ঠা বা লোকাত্মকরূপে অনেকজায়গায় তাঁকে বলা হয়েছে সব-কিছুর **প্রতিমান** বা প্রতিরূপ : তু. সতঃসতঃ প্রতিমানং পুরোভূঃ ৩।৩১।৮, ৫২।১২-১৩, ১০২।৬, ৮, যো বিশ্বস্য প্রতিমানং বভূব ২।১২।৯, ১০।১১১।৫।

৮১৯ ঋ. অবদ্যম্ ইব মন্যমানা গুহা.কর্ ইন্দ্রং মাতা বীর্যে.ণা ন্যৃষ্টম্, অথো.দ্ অস্থাৎ স্বয়ম্ অৎকং বসান আ রোদসী অপৃণাজ্ জায়মানঃ ৪।১৮।৫। ইন্দ্রজন্মকে গোপনে রাখবার কারণ আগেই বলেছি। **ন্যৃষ্ট**

'এই যে (অপ্‌এরা) ছুটে চলেছে কল্‌কল্ করে (এখন), (এর আগে) ঋতবতী মেয়েদের মত যারা চেঁচিয়ে উঠেছিল (অবরুদ্ধ হয়ে)—এদেরই জনে-জনে জিজ্ঞাসা কর, কি ওরা বলে।—অপ্‌এরা কোন্ পাষাণের ঘেরকে ভাঙে (কার বীর্যে) [৮২০] ?

'বল দেখি, কি এর সম্পর্কে গভীরের বাণীরা বলল ? ইন্দ্রের নিন্দনীয় (আচরণকে) ধরে ছিল কি অপ্‌এরা ? আমার পুত্রই তো বিপুল হানায় বৃত্রকে বধ করে বইয়ে দিল এই সিন্ধুদের [৮২১]।'

ইন্দ্রবীর্যের এই পরিচয় বামদেবের অজানা নয়। কেননা গর্ভে থাকতেই তিনি দেবতাদের জন্ম (এবং কর্মের) রহস্য পুরাপুরি জানতে পেরেছিলেন [৮২২]। দেবতার আবির্ভাব হয় কার জন্য ?—মানুষের জন্য। তার জন্যই জন্মাবধি অবিদ্যাশক্তির সঙ্গে তাঁকে লড়তে হয়—যদিও চরম বিজয় যে তাঁরই, এ স্বতঃসিদ্ধ। দেবতার এই কারুণ্যে আপ্লুতচিত্ত হয়ে বামদেব বললেন :

< নি √ ঋষ্ 'বিদ্ধ করা ; জারিত করা, ব্যাপ্ত করা' তু. হ্রদং ন হি ত্বা ন্যৃষন্ত্যূ.র্ময়ো ব্রহ্মাণী.ন্দ্র তব যানি বর্ধনা ১।৫২।৭ ; আরও তু. উদ্‌নে.ব কোশং বসুনা 'ন্যৃষ্টম্' ৪।২০।৬, কোশং ন পূর্ণং বসুনা ০ ১০।৪২।২। সর্বত্র ইন্দ্রপ্রসঙ্গে। 'ধ্বয়ম্ অৎকং বসানঃ' তু. ২।৩৫। ৪, টী. ৬৬৮। অৎক (< অক্ত॥ অক্ত্ 'আলো' < √ অঞ্জ্ 'প্রকাশ করা' ; বর্ণবিপর্যয়) ঝলমলে পোষাক, তু. ৩।৩৮।৪। নিঘ.তে 'অৎক' বজ্র (২।২০ ; পাঠান্তর 'অর্কঃ')। গে.র মতে মন্ত্র ৩-৫ প্রবক্তার উক্তি। এই মন্ত্রে ইন্দ্রমাতা নিজেকেই 'মাতা' বলে পরোক্ষে উল্লেখ করছেন। এমন উদাহরণ আরও আছে, তু. ১০।১২০।৯। এই সূক্তেই প্রথম মন্ত্রটি যদি ইওরোপীয় মতে ইন্দ্রমাতার উক্তি হয়, তাহলে সেখানেও পরোক্ষোক্তি আছে। মন্ত্রের শেষপাদ ১০।৪৫।৬এ অগ্নিসম্পর্কে পুনরুক্ত।

৮২০ ঋ. এতা অর্ষন্ত্য.ললাভবন্তীর্ ঋতাবরীর্ ইব সংক্রোশমানাঃ, এতা বি পৃচ্ছ কিম্ ইদং ভনন্তি কম্ আপো অদ্রিং পরিধিং রুজন্তি ৪।১৮।৬। ইন্দ্রবীর্যে বৃত্রের অবরোধ ভেঙে অপ্‌এরা আনন্দমুখর হয়ে বয়ে চলেছে—তার বর্ণনা। অপ্‌এরা 'ঋতাবরী' অর্থাৎ ঋতময়ী, সতী। আর বৃত্র অনৃতের মূর্ত বিগ্রহ। সে যখন তাদের জড়িয়ে ধরল, তখন পরপুরুষের স্পর্শে সতীর মত তারা চেঁচিয়ে উঠল। ইন্দ্র এসে তাদের মুক্ত করলেন, তখন তারা হল 'অললাভবন্তী' (অললে.ত্যেবং রূপং শব্দং কুর্বত্যঃ' সা.) বা কলস্বনা। অপ্‌এরা সমস্ত 'অনৃত' ধুয়ে নিয়ে যায় (১।২৩।২২) ঋতাবরী বলে। তাদের কলধ্বনি ইন্দ্রের বিজয়গাথা। 'পরিধি' বেষ্টনী, অবরোধ।

৮২১ ঋ. কিম্ উ ষিদ্ অস্মৈ নিবিদো ভনন্তে.ন্দ্রস্যা.বদ্যং দধিষন্ত আপঃ, মমৈ.তান্ পুত্রো মহতা বধেন বৃত্রং জঘন্বাঁ অসৃজদ্ বি সিন্ধূন্ ৪।১৮।৭। 'নিবিৎ' দ্র. টী. ৩১৪৫। নিবিৎরা বলে, ইন্দ্র অনবদ্য, কোনও পাপই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না (তু. কৌ. ইন্দ্রের উক্তি, '...তস্য মে তত্র ন লোম চ মা মীয়তে...না.স্য পাপং চন চক্রুষো মুখান্ নীলং ব্যেতি' ৩।১)। বৃত্রকে ইন্দ্র হত্যা করেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে এ-নালিশ আছে। হত্যা পাপ হতে পারে—কিন্তু এক্ষেত্রে নয়। বৃত্রকে হত্যা করে প্রাণের ধারাদের তিনি মুক্ত করেছিলেন। তাতে যদি কোনও পাপ হয়ে থাকে, তাহলে ওই মুক্তধারাতেই তা ভেসে গেছে। মুখ্য প্রাণ বা প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ—প্রাচীন উপনিষদগুলিতে এ-ভাবনা খুবই স্পষ্ট। গে. এ-ব্যাখ্যায় রাজী নন। বলেন, বৃত্রবধই ঋ.তে ইন্দ্রের প্রশস্ততম কর্ম, তা যে পাপ একথা সেখানে নাই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ঋ.তেই আমরা একদল অনিন্দ্র দেবনিদের সন্ধান পাই। আধুনিক ক্রিশ্চান মিশনারী যেমন কৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্রে হত্যার প্ররোচক বলে অপরাধী সাব্যস্ত করে, এই দেবনিদ্‌রাও তেমনি ইন্দ্রের বিরুদ্ধে বৃত্রহত্যার অধিক্ষেপ আনতে পারে। এখানে তারই জবাব দেওয়া হচ্ছে। বৃত্রহত্যা পাপ—এ-ধারণার মূল কি, তার জন্য দ্র. টীমু. ৪৩০।...গে.র মতেও মন্ত্র ৬-৭ ইন্দ্রমাতার উক্তি।

৮২২ দ্র. ঋ. ৪।২৭।১, টী. ২২২।

'আমার জন্যই তোমায় (তোমার) যুবতী (মাতা) ছেড়ে গেলেন না। আমার জন্যই কুষবা তোমায় গিলল না। আমার জন্যই অপ্‌দের মমতা হয়েছে শিশুর প্রতি। আমার জন্যই ইন্দ্র সহসা উঠে দাঁড়ালেন [৮২৩]।

'আমার জন্যই হে মঘবন্, ব্যংস (তোমাকে) মর্মবিদ্ধ করতে পারল না, তোমার দুটি চোয়ালে ওর আঘাত লাগল না। তারপর মর্মবিদ্ধ হয়েও তুমি তার উপরেই রয়েছ, আর (ওই) দাসের মাথাটা একেবারে পিষে দিলে প্রহরণ দিয়ে [৮২৪]।

'প্রথম বিয়ানের গাই প্রসব করেছে সমর্থ উপচিতবীর্য অধৃষ্য হৃষ্টপুষ্ট বৃষভরূপী

---

৮২৩ ঋ. মমচ্ চন ত্বা যুবতিঃ পরাস মমচ্ চন ত্বা কুষবা জগার, মমচ্ চিদ্ আপঃ শিশবে মমৃড্যুর্ মমচ্ চিদ্ ইন্দ্রঃ সহসো.দ্ অতিষ্ঠৎ ৪।১৮।৮। ঋক্‌টি শিশু ইন্দ্রের বর্ণনা, যখন আধারে তাঁর প্রথম আবির্ভাব। ইন্দ্রমাতা চেয়েছিলেন তাঁকে লুকিয়ে রাখতে বা ছেড়ে যেতে (দ্র. ৩,৫)। কিন্তু দেবতা স্বপ্রকাশ এবং অধৃষ্য। তাঁর সম্পর্কে কোনও দ্বিধা বা শঙ্কার অবকাশ নাই। তবুও আমাদের মধ্যে দেবজন্ম যেন রাহুগ্রস্ত হতে চায়। কিন্তু দেবতার প্রসাদে সে-বিপদও কেটে যায়। নবজাতককে ঘিরে কল্লোলিত হয়ে ওঠে বিশ্বপ্রাণের ধারারা, তারাই তাঁকে সংবর্ধিত করে। তার পর একদিন সহসা আমরা অনুভব করি আধারের আনখশিখায় দেবতার পরিপূর্ণ মহিমা। **মমৎ** 'মম' এবং 'মৎ'-এর মিশ্রণ হতে উৎপন্ন (গে.)=সংস্কৃতে 'মম হেতোঃ'। 'চন' নঞর্থক, এবং 'চিৎ' সদর্থক (গে.)। 'পরাস' < পরা √ অস্ 'ছুঁড়ে ফেলা' লিট্ অ। 'যুবতিঃ' নিত্যতরুণী ইন্দ্রমাতা অদিতি, অন্যত্র 'য়োষা' (৩।৪৮।২)। তাঁর তারুণ্য চিরকাল ইন্দ্রকে আবিষ্ট করে আছে, তাই তিনি 'সদ্যো হ জাতো বৃষভঃ কনীনঃ' (৩।৪৮।১)। **কুষবা** (< কু + √সূ 'প্রসব করা', প্রতিতু. 'সুষূ', যথা 'সুষূর্ অসূত মাতা' ৫।৭।৮) কুৎসিত সন্তানের জননী, অবশ্যই বৃত্রমাতা দানু বা দিতি যে ইন্দ্রমাতা অদিতির প্রতিস্পর্ধিনী। নবজাতক ইন্দ্রকে সে অজগরীর মত গিলে খেতে চায়, কিন্তু পারে না—কেননা আধারে দেবজন্ম বা চিন্ময়ের এবং তার ক্রমবর্ধন মানুষের দিব্যনিয়তি। সা.র মতে কুষবা 'কাচিৎ রাক্ষসী'। মূলাবিদ্যার দ্বারা অগ্রস্ত এই দিব্য চেতনাকে সংবর্ধিত করল 'আপঃ' বা বিশ্বপ্রাণের শক্তিরা (তু-অপ্‌দের দ্বারা অগ্নি-শিশুর লালন ও বর্ধন (৩।১।৪)। তার ফলে ইন্দ্র উৎসাহসের বীর্যে আমাদের মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন বৃত্রবধের জন্য উদ্যত হয়ে (এখানে অগ্নিশিখার ধ্বনি আছে)।

৮২৪ ঋ. মমচ্ চন তে মঘবন্ ব্যংসো নিবিবিধ্বাঁ অপ হনূ জঘান, অধা নিবিদ্ধ উত্তরো বভূবাঞ্ ছিরো দাসস্য সং পিণগ্ বধেন ৪।১৮।৯। বৃত্র অথবা বৃত্রানুচরের সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধের বর্ণনা। **ব্যংস** (দ্র. ১।৩২।৫, টী. ৭০৫, পপা. 'বি-অংস', ওখানে বৃত্রের বিণ., কিন্তু এখানে ওই নামেরই একটি অসুর) 'যার অংস বা কাঁধ নাই' সুতরাং মাথাও নাই। শব্দটি যখন বৃত্রের বিণ. (১।৩২।৫), তখন এই অর্থ। কিন্তু ওখানেই আছে 'স্কন্ধাংসি' বা অনেকগুলি কাঁধের কথা। অনেকগুলি কাঁধ থাকলে অনেকগুলি মাথাও আছে। তখন 'ব্যংস' শব্দের 'বি' বোঝাবে বিবিধ বা বহু। শব্দটি তাহলে দ্ব্যর্থক। আদিবৃত্র ('বৃত্রতর বৃত্র' ১।৩২।৫) স্বরূপত স্কন্ধহীন বা কবন্ধ, এমন-কি সে 'অপাদহস্ত' (১।৩২।৭) একটা অব্যাকৃত পিণ্ড মাত্র। অচিত্তির এটি সুন্দর বর্ণনা। একে অন্যত্র বলা হয়েছে 'দানু' (২।১২।১১ ; তু. 'দানু' আবার বৃত্রমাতা বা মূলাবিদ্যা ১।৩২।৯)। তার অনুচরেরা অব্যাকৃতের ব্যাকৃতি, সুতরাং তাদের ঘাড়ও আছে মাথাও আছে। তাদের মধ্যে ব্যংসের অনেক ঘাড়, অনেক মাথা (এই মন্ত্রেই আছে 'শিরঃ', সুতরাং এখানে 'ব্যংস' কবন্ধ অর্থে নয়)—যেমন রাবণের বা রক্তবীজের। ব্যংস 'দাস' বা তমঃশক্তি। সে একেবারে ইন্দ্রের (অতএব উপাসকেরও) মর্মের গভীরে অনুবিদ্ধ থেকে (নিবিবিধ্বান্) আঘাত করল তাঁর হনু বা শিপ্রকে (দ্র. নি. ৬।১৭ ; ঋ. ৫।৩৬।২ টী. ৬৪৪৩) যা তাঁর সত্যসঙ্কল্প এবং বীর্যের বাহন। কিন্তু ইন্দ্র তাকে ছাপিয়ে উঠে বজ্রের হানায় তার মাথা গুঁড়িয়ে দিলেন।...গে.র মতে মন্ত্র ৬-৯ ইন্দ্রমাতার উক্তি।

ইন্দ্রকে। লেহন না করেই বাছুরকে চরতে দিল তার মা, যে নিজেই নিজের জন্য পথ খুঁজছে [৮২৫]।

'তারপর মাতা (সেই) জ্যোতির্ময়কে মমতাভরে বললেন, হে পুত্র, ওই যে দেবতারা তোমায় ছেড়ে যাচ্ছে। তখন বৃত্রকে ইন্দ্র বধ করতে গিয়ে বললেন, সখা বিষ্ণু, যতদূর সম্ভব কদম বাড়াও [৮২৬]।

---

৮২৫ ঋ. গৃষ্টিঃ সসূব স্থবিরং তরাগাম্ অনাধৃষ্যং বৃষভং তুম্রম্ইন্দ্রম্, অরীল্হং বৎসং চরথায় মাতা স্বয়ং গাতুং তন্ব ইচ্ছমানম্ ৪।১৮।১০। ইন্দ্রের বীর্য ও স্বাতন্ত্র্যের বর্ণনা। ইন্দ্র ইন্দ্রমাতার প্রথম সন্তান, তিনি সবার 'পুরাজা' বা অগ্রজ (৩।৩১।১৯, ৬।৩৮।৩)। অন্যান্য বিণগুলিতে তাঁর সামর্থ্যের পরিচয়। **তরাগা**— অনন্য প্রয়োগ < 'তরা' (< √তু 'শক্তিতে উপচে পড়া', তু. নিঘ. 'তরস্' বল ২।৯) + √গা 'চলা', জন্মেই প্রাণের প্রাচুর্যে ছোটাছুটি করছে। শক্তসমর্থ বাছুরের ছবি। অন্যত্র ইন্দ্রশত্রু শুষ্ণ 'তমোগা' অন্ধকারে যার চলাফেরা (৫।৩২।৪), ইন্দ্র 'স্বস্তিগা' (৮।৬৯।১৬)। উভয়ত্র অবগ্রহ আছে, কিন্তু এখানে নাই। 'অরী.ল্হ' < ন + √ রিহ্ ॥ লিহ্ 'লেহন করা'। সাধারণত বাছুর হলে তার মা তার গা চেটে পরিষ্কার করে দেয়, ততক্ষণ সে দাঁড়াবার চেষ্টায় টলতে থাকে। কিন্তু এ-বাছুরটি জন্মাল একেবারে গর্ভক্লেদহীন হয়ে, আর জন্মেই ছুটতে লাগল যে-পথে (গাতু) তাকে ছুটতে হবে সেই পথের খোঁজে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এ-পথ মধ্যনাড়ী, ইন্দ্র বজ্রবাহু হয়ে যার খাত কেটেছেন তু. ৩।৩৩।৬, য়াভ্য) ইন্দ্রো অরদদ্ গাতুম্ উর্মিম্ ৭।৪৭।৪ টী. ১১১২, ৪।১৯।২, ৬।৩০।৩, ১০।৮৯।৭ ; বরুণ ১০।৭৫।২। এখানেও অগ্নিস্রোতের মত ইন্দ্রের 'উত্থানে'র ধ্বনি আছে। শতক্রতু একেবারে অচিতির গহন হতে শম্বরের পুর ভেদ করে-করে উজিয়ে চলেছেন।

৮২৬ ঋ. উত মাতা মহিষম্ অন্ব.বেনদ্ অমী ত্বা জহতি পুত্র দেবাঃ, অথা.ব্রবীদ্ বৃ.ত্রম্ ইন্দ্রো হনিষ্যন্ সখে বিষ্ণো বিতরং বি ক্রমস্ব ৪।১৮।১১। ইন্দ্র যেমন 'মরুত্বান্' বা মরুৎসহচর, তেমনি আবার 'নিষ্কেবল' বা নিঃসঙ্গ— বৃত্রবধের প্রাক্কালে। দেবসেনা মরুতেরা তাঁরই বিভূতি, তাঁরা তখন তাঁতে লীন। সপ্তশতীর উত্তমচরিত্রেও অনুরূপ ভাবনা আছে—শুম্ভবধের প্রাক্কালে দেবী একা হয়ে গেলেন (১০।১-৮)। এখানেও নিষ্কেবল ইন্দ্রের কথা হচ্ছে নাটকীয় ভঙ্গিতে। ইন্দ্র যেমন 'বৃষভ', তেমনি আবার **মহিষ**ও। ঋ.তে সব দেবতাই 'মহিষ' (তু. শৃণ্বন্তু বিশ্বে মহিষা অমূরাঃ ৭।৪৪।৫, ৬।৮।৪, ৯।৯৭।৫৭, ১০।৫।২…), কিন্তু সংজ্ঞাটি বিশেষ করে প্রযুক্ত হয়েছে ইন্দ্র এবং সোমের বেলায়। ব্যু. < 'মহঃ' বিপুল জ্যোতিঃশক্তি। ল. নিঘ.তে 'মহিষ' মহান্ (৩।৩), আবার 'মহঃ' উদক (১।১২)। মহিষ যে একটি 'মৃগ' বা পশু, একথা ঋ.তেই পাই (তু. সোমঃ…মৃগো ন মহিষো বনেষু ৯।৯২।৬, ৯৬।৬, ৮।৬৯।১৫, ১০।১২৩।৪…)। যখন সূর্য বা দ্যুলোককে (১০।১৮৯।২, ১।৯৫।৯) কিংবা মরুদ্গণকে (১।৬৪।৭…) 'মহিষ' বলা হচ্ছে, তখন বুঝতে হবে তার গায়ের রং সাদা। আমাদের পরিচিত মহিষ কিন্তু সাদা নয়, জলভরা মেঘের মত পাঁশুটে কালো—যদিও সাদা মহিষ সাদা হাতির মত কচিৎ-কখনও দেখা যায়। আসলে বেদের মহিষ আমাদের মহিষ নয়, সে হল 'চমর'—কাশ্মীরের উত্তরে লাদাখ অঞ্চলে তাদের বাস। তাদের গায়ে ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া লোম, আর তারা সাদা এবং কালো দুরকমেরই হয়। সাদা মহিষেরা বেদের ভাষায় 'হরিকেশ', তারা সহজেই সহস্ররশ্মি সূর্যের সঙ্গে উপমিত হতে পারে। আর জলভরা কালো মেঘ হবে কালো মহিষের মত। নিঘ.র 'মহঃ'কে উদক বলার সার্থকতা এইখানে। তাছাড়া 'গো' (অতএব 'বৃষভ') যেমন প্রজ্ঞার প্রতীক, 'মহিষ' তেমনি প্রাণের—এক্ষেত্রে এ-ব্যঞ্জনাও আছে। সাদা মহিষ শুভ্র প্রাণ, আর কালো মহিষ অবিশুদ্ধ অমার্জিত প্রাণ। ঋ.তে দেখি, অগ্নি ইন্দ্রের জন্য শত-শত মহিষ 'পাক করছেন' (পচচ্ছতং মহিষাঁ ইন্দ্র তুভ্যম্ ৬।১৭।১১ ; আরও তু. ৫।২৯।৮, সহস্রং মহিষাঁ অঘঃ [তুমি খেলে] ৮।১২।৮, * ৭৭।১০, * ৬৯।১৫) অর্থাৎ তপঃশক্তির দ্বারা অশুদ্ধ প্রাণকে পরিপক্ক শুদ্ধ এবং দেবভোগ্য করছেন। এই মহিষ সপ্তশতীতে মহিষাসুর হয়েছে; অবিশুদ্ধ অতএব মৃত্যুবশ প্রাণরূপী এই মহিষই যমের বাহন।…'অনু অবেনৎ'—মমতাভরে ইন্দ্রকে বললেন (< √ বেন ॥ বন 'চাওরা, ভালবাসা'; 'অবদৎ' অধ্যাহার্য)। ইন্দ্র স্ব-তন্ত্র, সুতরাং আপন খুশিতেই তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছেন, সব বিভূতি তাঁর মধ্যে গুটিয়ে আসছে। কিন্তু মায়ের মমতা তাতে শঙ্কিত হয়ে ভাবল, 'আমার ছেলে একা লড়তে যাচ্ছে, যদি তার কিছু হয়।' আশঙ্কার কথা মুখে ফুটে তিনি বলেই ফেললেন। শুনে ইন্দ্র মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই যেন বললেন, 'আমি তো একা নই, এই যে আমার সখা বিষ্ণু সঙ্গে রয়েছে।' বস্তুত মরুদ্গণ ইন্দ্রকে ছেড়ে গেলেন মানে তাঁদের পুঞ্জীভূত দ্যুতি বিষ্ণু বা মাধ্যন্দিন সূর্যরূপে ফুটে উঠল—যা হবে বৃত্রবধের পরিণাম। এইজন্য বিষ্ণুর নাম 'এবয়ামরুৎ' (দ্র. টীমু. ৬২৫)।

'কে তোমার মাকে বিধবা করল? শয়ান বা চলন্ত তোমাকে হত্যা করতে চাইল কে? কোন্ দেবতা তোমার সহায় হলেন, যখন প্রক্ষীণ করলে পিতাকে তুমি তাঁর ঠ্যাং ধরে ছুঁড়ে ফেলে [৮২৭]?

'বৃত্তি ছিল না বলে কুকুরের অন্ত্র পাক করেছি আমি। দেবতাদের মধ্যে

---

৮২৭ ঋ. কস্ তে মাতরং বিধবাম্ অচক্রচ্ ছয়ুং কস্ ত্বাম্ অজিঘাংসচ্ চরন্তম্, কস্ তে দেবো অধি মার্ডীক আসীদ্ যৎ প্রা.ক্ষিণাঃ পিতরং পাদগৃহ্য ৪।১৮।১২। এখানে সন্ধাভাষায় নিষ্কেবল ইন্দ্রের মহিমার উপসংহার করা হচ্ছে। মন্ত্রে কেবল প্রশ্নই আছে, উত্তর অনুমান করে নিতে হবে। প্রথম প্রশ্ন, তোমার মাতাকে বিধবা করল কে?—উত্তর, তুমি নিজেই। আগেই দেখেছি, ইন্দ্রের জন্মরহস্য বিবৃত করতে গিয়ে ইন্দ্রপিতাকে অনেকটা নেপথ্যে রেখে ইন্দ্রমাতাকে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এটা স্বভাবসঙ্গত, কেননা প্রজননে পিতার ভূমিকা সবসময় তটস্থ। পিতাই পুত্র হয়ে জন্মান—এ-সিদ্ধান্তও চিরাগত। মায়ের আশ্রয়ে ও পরিপোষণে পুত্র একদিন পিতৃসম হয়ে ওঠে। তখন পিতার সঙ্গে পুত্রের বিরোধ উপস্থিত হয়—সূক্ষ্মদৃষ্টিতে মাকে নিয়েই। সাংখ্যের ভাষায় মাতা প্রকৃতি, আর পিতা পুরুষ বা শুদ্ধচৈতন্য। পুরুষের রূপায়ণই প্রকৃতি-পরিণামের তাৎপর্য—উপনিষদে পুরুষের দিক থেকে একে বলা হয়েছে বিশ্বমূল সৎএর স্বয়ংকৃতি বা সুকৃতি (তৈউ. ২।৭; আরও তু. ঐউ. ১।২।১-৩)। পুরুষ বীজরূপে প্রকৃতিতে আবিষ্ট হয়ে অবশেষে বনস্পতিরূপে স্ফুরিত হন—তখন তিনি আদিপুরুষের সঙ্গে 'সযুক্', অতএব আদিমাতার পতি। পুত্রের পতিত্ব বা মাতার পত্নীত্বের কথা রোদসীপ্রসঙ্গে আগেই বলেছি (দ্র. টীমূ. ৬১৭...)। ফ্রয়েডের প্রখ্যাত ঈডিপাস্-কম্প্লেক্স্ এবং য়ুঙ্গের হিরো-মিথের ব্যাখ্যার মূলে এই দার্শনিক তথ্য, যা অধ্যাত্মজগতেরও একটি অনুভূত সত্য—বিশেষত বেদান্তে। হিরণ্যগর্ভ ভূত হতে জাত হয়ে আবার সেই ভূতদেরই পতি হন (ঋ. ১০।১২১।১)—এই ভাবনার মূলেও ওই একই তত্ত্ব। এই মন্ত্রে সন্ধাভাষায় একেই বলা হয়েছে জাতক ইন্দ্রের জননীকে বিধবা করা পিতাকে গ্রাস ক'রে। তখন পরমপুরুষরূপে এক ইন্দ্রই আছেন, আর কেউ নাই। এটি ইন্দ্রের পরমরূপ। তখন তিনি আর বৃত্রঘাতীও নন।...কিন্তু এই ইন্দ্রই আবার আমাদের মধ্যে জাত হন বৃত্রঘাতী হয়ে। তখন বৃত্রের সঙ্গে তাঁর নিত্যবিরোধ। তাই দ্বিতীয় প্রশ্ন, তুমি যখন আধারের গভীরে বীজরূপে শয়ান, অথবা তুমি যখন অঙ্কুররূপে চরিষ্ণু, তখন কোন্ শক্তি তোমাকে বিনষ্ট করতে চায়?—উত্তর, বৃত্র বা অবিদ্যার শক্তি। এই বৃত্র আবার বিশ্বরূপ ত্বষ্টার পুত্র ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপ। যেপর্যন্ত তাকে বধ এবং ত্বষ্টাকে অভিভূত করা না যাবে, সেপর্যন্ত এ-বিরোধের অবসান হবে না। ইন্দ্র বৃত্রকে বধ তো করলেনই, তার পিতা ত্বষ্টাকেও ঠ্যাং ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন অর্থাৎ বিশ্বসন্তুতির মূলোৎপাটন করলেন। নাসদীয়সূক্তে একেই বলা হয়েছে, 'কবিরা হৃদয় দিয়ে আতিপাতি করে খুঁজে অবশেষে মনীষা দিয়ে সৎএর বোঁটাকে পেয়ে গেলেন অসৎএর মধ্যে (ঋ. ১০।১২৯।৪)।..তখন প্রশ্ন হল, এটি কোন্ দেবতার প্রসাদে? তার দুটি উত্তর হতে পারে। এ ঘটে স্বধার বীর্যে—কেননা তখন মহাশূন্যে ইন্দ্র যে অসঙ্গ, আর কোনও দেবতা তো সেখানে নাই। অথবা এ ঘটে বিষ্ণুর প্রসাদে, পূর্বমন্ত্রে যাঁকে বৃত্রবধের সময় ইন্দ্রের সখা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, আগের জবাবটি যতি মুনি বা নরের, পরের জবাবটি শ্রোত্রিয় ঋষি বা বিপ্রের। বিষ্ণুর বা আদিত্যপুরুষের মধ্যে দুয়ের সমাহার আছে—তাঁর সামনে 'শুক্লং ভাঃ' আর পিছনে 'নীলং পরঃকৃষ্ণম্' (ছা. ১।৬।৫-৬)। পুরাণে তিনি নীলবর্ণ, কিন্তু তাঁর হৃদয়ে শুভ্রদ্যুতি কৌস্তুভ।...**মার্ডীক** < মৃলী.ক < √ মৃড্ 'প্রসন্ন হওয়া'। **পাদগৃহ্য**—তু. ঋ. জিনামি (জয় করি) বেৎ ক্ষেম আ সন্তম্ (যে বেশ গুছিয়ে আছে) আভুং (অব্যাকৃত অবস্থা থেকে যে হয়ে উঠছে, তু. ১০।১২৯।৩ গুহাশয় বৃত্রশক্তি), প্র তং ক্ষিণাং পর্বতে (সে যখন পর্বতকন্দরে ছিল তু. ২।১২।১১) পাদগৃহ্য ১০।২৭।৪। দেখা যাচ্ছে, ইন্দ্র যে ত্বষ্টা এবং ত্বাষ্ট্র উভয়ের মূলোৎপাটন করছেন, তা একই ভাষায় বর্ণনা করা হচ্ছে। অথচ এই ইন্দ্রই আবার বিশ্বরূপ (তু. ১০।৫০।১, টী. ৩২৩৪, ৬।৪৭।১৮...)। মোট কথা এই দাঁড়াল, ইন্দ্র বিশ্বরূপ হয়েও রূপাতীত, প্রতিষ্ঠা হয়েও অতিষ্ঠা (তু. ১০।৯০।১)। যেখানে তিনি অতিষ্ঠা, সেখানে বিশ্বের উপাদান (ত্বাষ্ট্র, তু. সপ্তশতীর 'বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূত' মধু-কৈটভ) বা নিমিত্ত (ত্বষ্টা; প্রজাপতি, ব্রহ্মা) কিছুই নাই। এই তাঁর কৈবল্য।

(কাউকে) পেলাম না সহায়রূপে। দেখলাম জায়াকে অপমানিত হতে। তার পর আমার জন্য শ্যেন মধু নিয়ে এল [৮২৮]।'

ব্রাহ্মণে ইন্দ্রের পিতা 'প্রজাপতি' [৮২৮ক]। যজুঃসংহিতায় ও ব্রাহ্মণে স্বভাবত অধিযজ্ঞ দৃষ্টির প্রাধান্য। সেখানে পরমদেবতার সংজ্ঞা হল 'প্রজাপতি'। সংজ্ঞাটি অতি প্রাচীন, ঋক্‌সংহিতাতেও তার উল্লেখ আছে। সেখানে সবিতা 'ভুবনস্য প্রজাপতিঃ'[১]; ত্বষ্টাও প্রজাপতি—পবমান সোমের আনন্দ-ধারারূপে :[২] তিনি হিরণ্য-গর্ভরূপে অর্থাৎ বিশ্বের চিদ্‌বীজরূপে সবার আগে বর্তমান; আবার বিশ্বে যা-কিছু জাত হয়েছে, একমাত্র তিনিই তাদের পরিভূ ;[৩] বিশ্বদেবগণ এবং পিতৃগণের সঙ্গে তিনি সমসংবিৎ বা সমচেতন ;[৪] গর্ভাধানের ফলে জীবজন্মের মূলে তিনিই।[৫] কিন্তু নিঘণ্টুতে তিনি অন্তরিক্ষস্থান দেবতা—বিসৃষ্টি সেখানে অন্তরিক্ষের ব্যাপার।[৬] পুরুষ-সূক্তে দেখি, সৃষ্টি দেবযজ্ঞ বা পুরুষের আত্মাহুতি।[৭] আবার যজ্ঞ দেবকর্ম।[৮] কর্মের মূলে আছে প্রাণের প্রেরণা। প্রাণ অন্তরিক্ষস্থান তত্ত্ব। অতএব অধিযজ্ঞ দৃষ্টিতে পরমদেবতার স্বরূপ হল 'প্রাণ'। যজ্ঞের বা সাধনার প্রয়োজনে পরমদেবতাকে তাই নামিয়ে আনা হয়েছে অন্তরিক্ষে বা প্রাণলোকে—যেখানে বিশ্বের বিসৃষ্টি, জিজীবিষার উল্লাস। অথচ দ্যুলোকের প্রজ্ঞার সঙ্গে অন্তরিক্ষের প্রাণের কোনও বিরোধ নাই। ঋগ্‌বেদের উপনিষদে ইন্দ্রকে তাই বলতে শুনি, 'আমিই প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ, আমাকে অমৃত (প্রজ্ঞা) এবং আয়ুরূপে উপাসনা কর, প্রাণই অমৃত।···যা প্রাণ, তাই

---

৮২৮ ঋ. অবর্ত্যা শুন আন্ত্রাণি পেচে ন দেবেষু বিবিদে মর্ডিতারম্, অপশ্যং জায়াম্ অমহীয়মানাম্ অধা মে শ্যেনো মধ্বা. জভার ৪।১৮।১৩। বামদেবের নিজের দুর্গত জীবনের বর্ণনা। আগেই বলেছি, এইখানে পৌরাণিক শিব-সতীর কাহিনীর সুস্পষ্ট আভাস আছে (বেমী. পৃ. ১১৮...)। শিব বৃত্তিহীন, ভিখারী। দেবতারা একদিকে, আর তিনি একলা একদিকে। প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞভূমিতে তাঁর সতী অবমানিতা। এই আখ্যানের বীজ এইখানে পাচ্ছি। যা কেউ কখনও করেনি, তা করবার স্বপ্ন নিয়ে যে এখানে আসে (৪।১৮।২), তার এই করুণ পরিণাম বুঝি এখনও দুনিয়ার রীতি। তবুও মহামানব হার মানেন না। তিনি জানেন, তাঁর অভীপ্সা শ্যেনের মত দ্যুলোক হতে অমৃত ছিনিয়ে আনবেই।...'অ-বর্তি' (< √ বৃৎ 'আবর্তিত হওয়া; দিনের পর দিন কাটানো') বৃত্তিহীনতা। 'শুনঃ আন্ত্রাণি'—তু. নাগাদের 'কুকুরপিঠা' খাওয়া : কুকুরকে ভরপেট চাল খাইয়ে তাকে পুড়িয়ে আঁতের ভাতগুলি খাওয়া। কুকুর বেদে প্রাণশক্তির প্রতীক (দ্র. বেমী. ১১৫৭৬)। তার অন্ত্র পাক করে খাওয়ার মধ্যে কি কোনও মৃত্যুজয়ের সাধনার ইঙ্গিত আছে ? হঠযোগী মৎস্যেন্দ্রনাথের আসল নাম নাকি 'মৎস্যান্ত্রাদ'-নাথ, কেননা তিনি রুই মাছের আঁতুড়ি খেতেন জরা-মৃত্যু জয় করবার জন্য। Aldous Huxleyর এক উপন্যাসে (After Many a Summer) অনুরূপ একটি কাহিনী আছে। এই বহুপাঠী লেখক কোথাথেকে এটি সংগ্রহ করেছেন, তা বলেননি। ল. মৎস্য প্রাচীনকাল থেকেই প্রজনন অতএব প্রাণশক্তির প্রতীক। বামদেবের কুকুরের অন্ত্রপাকের (প্রাণবহা নাড়ীর শোধন ?) গোড়ায় এমন-কোনও ভাবনা ছিল কি ?···'মর্ডিতা' (< √ মৃড্) সুপ্রসন্ন, সুখদ। ইন্দ্রেরও মর্ডিতা কেউ ছিলেন না দেবতাদের মধ্যে, বামদেবেরও নয়। তবে বামদেবের বেলায় আর কেউ না থাকলেও ইন্দ্র ছিলেন, এমন-একটা ধ্বনি এখানে আছে। ঋ.তে ইন্দ্র যতিদের প্রতি প্রসন্ন (দ্র. টীমূ. ৮২৯১)। যতিপথের প্রচার এবং প্রসার বামদেবের অনন্য কর্ম এবং সম্ভবত তার জন্যই তাঁর লাঞ্ছনা।

৮২৮ক তু. তৈত্রা. স প্রজাপতির্ ইন্দ্রং জ্যেষ্ঠং পুত্রম্ অপন্যধত্ত ১।৫।৯।১ ; তা. সো (প্রজাপতিঃ) হকাময়-তে.ন্দ্রো মে প্রজায়াং শ্রেষ্ঠঃ স্যাদ্ ইতি ১৬.৪।৩। [১]ঋ. ৪।৫৩।২। [২]দ্র. ৯।৫।৯, টী. ৪২৫৩, ৪২৭১। ল. ত্বষ্টা

প্রজ্ঞা'।[৯] ঋক্‌সংহিতায় যে-অনুভবের বিবৃতি পাই, তা মূলত সিদ্ধের প্রজ্ঞাস্থিতির; যজুঃসংহিতার বিবৃতি সাধকের প্রাণের আয়ামের। তাই আগেরটিতে ইন্দ্রের পিতা অনিরুক্ত পরমদেবতা, আর ইন্দ্র তাঁরই অচ্যুতস্বরূপের আত্মসন্তুতি। আর পরেরটিতে ইন্দ্রের পিতা প্রজাপতিরূপে নিরুক্ত—যদিও তিনি স্বরূপত যে অনিরুক্ত, ব্রাহ্মণ একথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।[১০] ইন্দ্রও সেখানে দ্যুলোক থেকে নেমে এসেছেন অন্তরিক্ষলোকে—তবে কিনা সেখানে তাঁর স্থান অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকের সন্ধিভূমিতে। ইন্দ্র তখন 'প্রাজাপত্য'। পুরাণের ইন্দ্রপিতা কশ্যপ প্রজাপতিরই অনিরুক্ত স্বরূপ।[১১]

যজ্ঞবাদ বা কর্মকাণ্ডের প্রসারে ক্রমে এই অন্তরিক্ষস্থান ইন্দ্রই লোকাতত হলেন, তাঁর পরমস্বরূপ যেন কতকটা আড়াল হয়ে পড়ল। ইতিহাস-পুরাণে আমরা সচরাচর এই ইন্দ্রের দেখা পাই। ঋক্‌সংহিতার ইন্দ্র 'মুনীনাং সখা [৮২৯], যেমন ভৃগুদের দ্বারা তেমনি 'যতিদের' দ্বারাও স্তুত,[১] যতিরাও দেবতাদের মত বিশ্বভুবনকে আপ্যায়িত করছেন।[২] কিন্তু যজুঃসংহিতায় দেখি, ইন্দ্র যতিদের সালাবৃকের (hyena) মুখে ফেলে দিচ্ছেন।[৩] এই বিদ্বেষের উল্লেখ কৌষীতক্যুপনিষদেও আছে।[৪] পক্ষান্তরে মুনিপন্থীদের মধ্যেও ইন্দ্রবিদ্বেষের পরিচয় সুস্পষ্ট। শক্র এবং ব্রহ্মাকে (প্রজাপতি) বুদ্ধের তাঁবেদাররূপে চিত্রিত করা বৌদ্ধপ্রস্থানের একটা রেওয়াজ হয়ে উঠেছিল। এ অবশ্য অনেক পরের কথা। উপনিষদেই দেখি, ইন্দ্র পরমদেবতার আসন থেকে অনেক নীচে নেমে এসেছেন। ছান্দোগ্যে তিনি প্রজাপতির কাছে আত্মবিদ্যার উমেদার।[৫] কেনতে তিনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু, যদিও সেখানে দেবতাদের মধ্যে তিনিই সবার প্রথমে খুব কাছে গিয়ে ব্রহ্মকে স্পর্শ করেছেন বলে তাঁকে মান দেওয়া হয়েছে।[৬] এসমস্তের মধ্যে জ্ঞানকাণ্ডে আর কর্মকাণ্ডে সেই চিরন্তন বিরোধের আভাস পাই, যা ভারতবর্ষের

সেখানে 'ইন্দ্র' অথচ 'প্রজাপতি', কিন্তু ইন্দ্রপিতা নন। [৩]১০।১২১।১, টী. ১৩৪[১]; প্রজাপতে ন ত্বদ্ এতান্য.ন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব ১০। [৪]প্রজাপতিঃ...বিশ্বদেবৈঃ পিতৃভিঃ সংবিদানঃ ১০।১৬৯।৪; তু. ১৯।১৩, ৪। [৫]১০।৮৫।৪৩, ১৮৪।১; তু. মা. প্রজাপতিশ্ চরতি গর্ভে অন্তর্ অজায়মানো বহুধা বিজায়তে, তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাস্ তস্মিন্ হ তস্থুর্ ভুবনানি বিশ্বা ৩১।১৯। [৬]নিঘ. ৫।৪। ঋ.তে সবিতা প্রজাপতি ৪।৫৩।২; আবার নিঘ.তে সবিতা অন্তরিক্ষস্থান (৫।৪) এবং দ্যুস্থান (৫।৬). দুইই অর্থাৎ তিনি প্রাণও, প্রজ্ঞাও। [৭]ঋ. ১০।৯০।৬-১৬। [৮]১০।১৩০।১, টী. ২০১১। তু. শ. যজ্ঞো বৈ কর্ম ১।১।২।১। [৯]কৌ. ৩।২, ৩। [১০]তু. ঐব্রা. অনিরুক্তো বৈ প্রজাপতিঃ ৬।২০; তৈ. ১।৩।৮।৫; শ. ১।১।১।১৩, ৬।২।২।২১; তা. ১৮।৬।৮; শা. ২৩।২, ৬, ২৯।৭...। [১১]দ্র. টী.. ৪৩০৩।

৮২৯ ঋ. ৮।১৭।১৪। [১]য় ইন্দ্র যতয়স্ ত্বা ভৃগবো যে চ তুষ্টুবুঃ ৮।৬।১৮। [২]যদ্ দেবা যতয়ো যথা ভুবনান্য.পিন্বত ১০।৭২।৭। মনে হয় **যতি** সামান্যসংজ্ঞা; তাঁদের মধ্যে যাঁরা নিঃসঙ্গ, তাঁরা 'মুনি'। ক্রমে তাঁরা বৈদিকদের থেকে আলাদা হয়ে পড়েছেন। [৩]তু. তৈস. ইন্দ্র যতীন্ সালাবৃকেভ্যঃ প্রায়চ্ছৎ ৬।২।৭।৫; মৈত্রায়ণীস. ইন্দ্রো বৈ যতীন্ত্ সালাবৃকেভ্যঃ প্রায়চ্ছৎ, তেষাং বা এতানি শীর্ষাণি যৎ খর্জূরাঃ ১।১০।১২ (তু. ঐ ৩।৯।৩); কাঠক-স. ৮।৫। 'যতিদের মাথা খেজুরগাছের মত' ঋ.র 'কেশী' মুনিকে স্মরণ করিয়ে দেয় (১০।১৩৬.১-২)। [৪]দ্র. কৌ. ৩।১, বেমী. ১৩৯[৪]৮। [৫]ছা. ৮।৭।১—৯।৩। কে. ৩।৩।

বিদ্যার সাধনাকে ঋষিপন্থা আর মুনিপন্থায় ভাগ করে দুয়ের মধ্যে এক দুর্লংঘ প্রাচীর তুলে দিয়েছে, যার ছায়া আজও আমাদের চেতনায় অনপসারিত। মুনি-পন্থীদের মত ঋষিপন্থীরাও আজ ইন্দ্রকে খাটো নজরে দেখেন—পৌরাণিক অন্তরিক্ষ-স্থান ইন্দ্রের আওতায় বৈদিক পরমদেবতা ইন্দ্র ম্লান হয়ে গেছেন। এমন-কি যে-ভাগবতদের ধর্ম এদেশের অন্যতম লোকাতত ধর্ম এবং বৈদিক দেববাদ যার উৎস, সেই ভাগবতেরাও ইন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন নন। অথচ ঋক্‌সংহিতায় ভগ এবং বিষ্ণুর সঙ্গে ইন্দ্রের যোগ অতিঘনিষ্ঠ। ভাগবতধর্মের অনেক ভাবনা এবং রূপকল্প যে বৈদিক ইন্দ্র এবং সোম হতে নেওয়া—তার প্রচুর প্রমাণ আছে। এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, বলতে গেলে বৈদিক ধর্মের মূল স্তম্ভ হল ইন্দ্রচর্যা; এক্ষেত্রে পৌরাণিক ইন্দ্রের কল্পনা দিয়ে বৈদিক ইন্দ্রের স্বরূপ যদি আমরা আচ্ছাদিত করি, তাহলে তা বেদার্থমীমাংসার পক্ষে একটা গুরুতর অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। ইন্দ্রপ্রসঙ্গে এই কথাটি মনে রাখা দরকার।

দেখলাম, সপ্তশতীর দেবীর জন্মের মত ইন্দ্রের জন্মও একটা অলৌকিক আবির্ভাব। তাইতে তাঁর জনিতা ও জনিত্রীর পরিচয় রহস্যে ছাওয়া। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আমাদের প্রাণের ওজস্বিতা হতেই তাঁর জন্ম; কিন্তু অগ্নির জন্মের মত তা বাইরের কোনও অনুষ্ঠানের অপেক্ষা রাখে না। কবির ভাষায় তাঁর আবির্ভাব যেন একটা 'তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়', চেতনায় একটা আকস্মিক জ্যোতিরুদ্‌ভাস। এ-জ্যোতি সাধনজন্য নয়, স্বয়ংসিদ্ধ—তাঁর 'স্বরোচিঃ' বা স্বয়ংজ্যোতি, যার শ্রীকে বসনের মত প'রে তিনি চরে বেড়ান বিশ্বরূপ হয়ে, আমাদের অন্তর্জ্যোতির অমৃতবিন্দুতে অধিষ্ঠিত হয়ে [৮৩০]। তাঁর

৮৩০ ঋ. 'আতিষ্ঠন্তং পরি বিশ্বে অভূষঞ্ছ্রিয়ো বসানশ্চরতি স্বরোচিঃ, মহৎ তদ্ বৃষ্ণো অসুরস্য নাম আ বিশ্বরূপো অমৃতানি তস্থৌ'—অধিষ্ঠানরূপী তাঁকে বিশ্ব(দেবেরা) রইলেন ঘিরে; শ্রীর বসন প'রে তিনিই বিচরণ করেন আপন আলোকে ঝলমল; বীর্যবর্ষী অসুরের মহৎ সেই নাম; বিশ্বরূপ হয়ে অমৃতসমূহে রয়েছেন তিনি অধিষ্ঠিত ৩।৩৮।৪। **আতিষ্ঠন্তম্**—এর একস্বরযুক্ত প্রয়োগ ঋ.তে আর নাই। ঐকস্বর্য বোঝাচ্ছে ঐকপদ্য, সুতরাং শব্দটি 'অতিষ্ঠা' বা 'প্রতিষ্ঠা'র মত পারিভাষিক। 'আ' কাছে আছেন যিনি, তিনি 'আতিষ্ঠা' বা অন্তর্যামিরূপে অধিষ্ঠিত। চতুর্থ পাদে 'আ তস্থৌ' আলাদা-আলাদা পদ। সুতরাং প্রথমটি বোঝাচ্ছে তাঁর সমষ্টি বা জীবঘন (তু. প্র. ৫।৫) স্থিতি, আর দ্বিতীয়টি ব্যষ্টি স্থিতি। তিনি কেন্দ্রে, আর তাঁর ছটামণ্ডলরূপে বিশ্বদেবেরা তাঁকে ঘিরে আছেন। সেই তিনি নেমে আসছেন এইখানে, রূপে-রূপে প্রতিরূপ হয়ে বিচরণ করছেন। তখনও কেন্দ্রে তিনি চিদ্‌ঘন এবং স্বয়ংজ্যোতি, আর বাইরে বিচিত্রবর্ণের বিচ্ছুরণে ইন্দ্রধনুর মত। তিনি **অসুর** কিনা শুদ্ধ সন্মাত্র অথচ প্রাণস্পন্দিত (< √অস্ যার অর্থ 'অস্তিত্ব' এবং 'ক্ষেপণ' দুইই এবং সংজ্ঞাটিতে দুটি অর্থই জড়িয়ে আছে; প্রথম অর্থে পরমদেবতা 'স্বস্তি' বা সেই সুমঙ্গল অস্তিতা যা আমাদের চরম পুরুষার্থ, দ্র. টী. ২৪২, ২১২৫; আর দ্বিতীয় অর্থ প্রকাশ পেয়েছে অনুরূপ 'অসির' সংজ্ঞায়, যা বোঝায় 'কম্পমান সূর্যরশ্মি', তু. যঃ [সোমঃ] সূর্যস্যা.সিরেণ মৃজ্যতে ৯।৭৬।৪; 'অসুর' স্বস্তি এবং অসির দুইই, অন্যত্র যাঁকে বলা হয়েছে 'ক্ষরত্যা.ক্ষরম্' (১।১৬৪।৪২)। তাই তিনি 'বৃষা' কিনা বীর্যবর্ষী এবং বিসৃষ্টিতে সমর্থ। এই সামর্থ্য হল তাঁর 'মহৎ **নাম**' কিনা শক্তিপাত (অত্র সা. নময়তি সর্বান্ অনেন শত্রূন্ ইতি নাম কর্ম, যদ্ বা নম্যতে সর্বৈর্ নমস্ক্রিয়ত ইতি নাম ইন্দ্রস্য কর্ম শরীরং বা)। দেবতার নাম শুধু অক্ষরসমষ্টি নয়, তা তাঁর শক্তিগর্ভ একটা অনুভাব। এই নাম

মাতা তাঁর জন্মরহস্যকে আড়াল করে রাখতে চান সবার কাছ থেকে—কেননা সে যে কারও কাছে বলবার নয়, সবদিক দিয়ে তা এতই আশ্চর্য। কিন্তু সব আড়াল ঘুচিয়ে তিনি সহসা আবির্ভূত হন স্বয়ংজ্যোতিতে ঝলমল হয়ে আর তাঁর এই আবির্ভাবে আলোয় পুরে যায় ভূলোক আর দ্যুলোক।[1] কিন্তু চোখ-ধাঁধানো সে-দীপ্তি আমাদের কাছে হয় অসহন। রামকৃষ্ণদেবের ভাষায় সে যেন কুঁড়ে ঘরে হাতি ঢোকার মত—

হতেই বিশ্বরূপের বিসৃষ্টি, যার কথা পরের পাদেই আছে (দ্র. টীমূ. ৬৯৫)। তিনিই বিশ্বরূপ, তিনিই জগৎ হয়েছেন। জগৎ মর্ত্য কিন্তু তার অন্তর্নিহিত চিৎসত্ত্ব অমৃত (তু. ১।১৬৪।৩০, টী. ২৪৬)। জীবে-জীবে সেই অমৃতসত্ত্বে তাঁর অধিষ্ঠান। আরও দ্র. ৪।১৮।৫ তৃতীয়পাদ, টী. ৮১৯। [1]তু. ৪।১৮।৫, চতুর্থপাদ, টী. ঐ। [2]ব্রিধা রোধাংসি প্রবতশ্‌ চ পূর্বীর্ দ্যৌর্ ঋধাজ্‌ জনিমন্ রেজতে ক্ষাঃ, আ মাতরা ভরতি শুষ্ম্যা. গোর্ নৃবৎ পরিজ্‌মন্ নোনুবন্ত বাতাঃ ৪।২২।৪। ইন্দ্রের জন্ম বাইরে-ভিতরে একটা সংক্ষোভের কারণ (তু. উপনিষদের ব্রহ্মক্ষোভ ছা. ৩।৫।৩)। 'রোধঃ' যদি < √ রুহ্‌ 'উঠে যাওয়া' হয়, তাহলে বোঝাচ্ছে পর্বতশিখরকে (তু. সা.), আর 'প্রবৎ' তার ঢালকে। **ঋষ্ব** < √ ঋষ্‌ 'বিদ্ধ করা' তু. 'ঋষ্টি' বর্শা, মরুদ্‌গণের প্রহরণ। ঋ.তে অধিকাংশ প্রয়োগ ইন্দ্রের বেলায়। কয়েকজায়গায় অগ্নিরও বিণ.। দুটি প্রয়োগ ল.: গিরির্ ন যঃ স্বতবা ঋষ্ব ইন্দ্রঃ ৪।২০।৬, গিরয়শ্‌ চিদ্ ঋষ্বঃ ৬।২৪।৮। গিরির সঙ্গে উপমিত হওয়ায় গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা এবং সূক্ষ্মাগ্রতা বোঝাচ্ছে। নিঘ. 'মহৎ' (৩।৩)। অগ্নিশিখা (তু. ঋ. ৩।৫।৫) এবং ইন্দ্রের বজ্র দুইই একেকটি 'নাভি' বা 'পুর্' বা গ্রন্থি ভেদ করে উজিয়ে চলেছে বলে এই দুই দেবতা বিশেষ করে 'ঋষ্ব'। 'আ ভরতি = আ হরতি—কাছে এনে জড়ো করেন, ভরে তোলেন (তু. 'ভর' আবেশ, যেমন ঋ.তে, তেমনি বাংলায়)। পদটি স্বরাঙ্কিত, সুতরাং দ্বিতীয় বা চতুর্থ পাদের প্রধান ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বিত (গে.)। 'হি' অধ্যাহার্য। 'গোঃ' পরে 'পদম্' অধ্যাহার্য (তু. ৪।৫।৩, টী. ১৭৭৭, ৩৩২৪) গোষ্পদ হৃদয়ের উপমান; হৃদয়কে ভরে তোলেন, তাইতে দ্যুলোক-ভূলোক ভরে ওঠে (তু. ছা. ৮।১।১-৪)। 'নৃবৎ' বীরের মত, তারা যেমন রণস্থলে সিংহনাদ করে, ঝড়েরা তেমনি গর্জে চলল। নাড়ীতে-নাড়ীতে প্রবহমান মহাবায়ু গরগর্ করে উপরে উঠে যায়। ইন্দ্রের জন্মে অপ্‌ এবং বায়ু দুইই মুক্তি পেল। [3]অষাল্‌হম্ উগ্রং পৃতনাসু সাসহিং যস্মিন্ মহীর্ উরুজ্রয়ঃ, সং ধেনবো জায়মানে অনোনবুর্ দ্যাবঃ ক্ষামো অনোনবুঃ ৮।৭০।৪। ইন্দ্রের জন্মের পরেই আলোর অবরোধ ভেঙে পড়ল, আর দ্যুলোক-ভূলোকের সর্বত্র জয়ধ্বনি উঠল। **অষাল্‌হ** < √ সহ্‌ 'অভিভূত করা' যাঁকে কেউ অভিভূত করতে পারে না (তু. জেতারম্ অপরাজিতম্ ১।১১।২) ঋ.তে প্রায় সর্বত্র ইন্দ্রসম্পর্কে প্রযুক্ত (তু. 'অষাহ্‌ল.ং' সহঃ ১।৫৫।৮, ০ শবঃ ৬।১৯।২)। তু. এখন যে-পূর্ণিমায় সূর্য উত্তরায়ণের চরমবিন্দুতে, তা 'আষাঢ়ী'। তখন অন্ধকারের পরাভবে আলোর জয়ন্তী। **উরুজ্রি** < 'উরু' (:বিশাল) + √ জ্রি 'তীব্রবেগে বয়ে চলা' তু. (সোমঃ) উপ জ্রয়তি গো'র্ অপীচ্যং পদং যদ্ অস্য মতুথা (নিরন্তর মনন) অজীজনন্ ৯।৭১।৫; (ইন্দ্রঃ) বিশ্বাঃ সেহানঃ পৃতনা (এবং তাদের) উরু জ্রয়ঃ ৮।৩৬।১ ধুরা; নিঘ. গতিকর্মা ২।১৪; তু. নি. উরুজ্রয়ঃ বহুজবাঃ ১২।৪৩। ‖ √ * জ্‌ ‖ * গৃ 'গলে যাওয়া অতএব বয়ে চলা' > 'জল' (ঋ.তে নাই, কিন্তু শীতল অর্থে 'জলাষ' আছে ২।৩৩।৭, ৭।৩৫।৬), 'গল্‌দা' ৮।১।২০ টী. ৩১০৩। 'উরুজ্রি'র সঙ্গে তু. বিষ্ণুর বিণ. 'উরুগায়' (১।১৫৪।৩, ৬, ১৫৫।৪), যিনি চলার সঙ্গে-সঙ্গে আলোর মত বিপুল হয়ে ছড়িয়ে পড়েন। এই ধেনুরাও বৃত্রের দ্বারা অবরুদ্ধ আলোকধেনু, যে-আলোক আমাদের হৃদয়ে লুকান আছে। 'দ্যাবঃ ক্ষামঃ' বহুবচন, কেননা তিনটি পৃথিবী এবং তিনটি দ্যুলোক, সব মিলে ছয়টি লোক (দ্র. টীমূ. ১৪৯৩); তু. অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তৈউ.র অন্নময় প্রাণময় মনোময় পুরুষ এবং এই তিনকে ছাপিয়ে বিজ্ঞানময় আনন্দময় পুরুষ এবং আত্মা (২।৮)। [4]অস্মে.দ্ উ ভিয়া গিরয়শ্‌ চ দৃহ্‌লা. দ্যাবা চ ভূমা জনুষস্ তুজেতে ১।৬১।১৪…ত্বং মহীঁ ইন্দ্র যো হ শুষ্মৈর্ দ্যাবা জজ্ঞানঃ পৃথিবী অমে ধাঃ, যদ্. ধ তে বিশ্বা গিরয়শ্‌ চিদ্ অভ্‌বা ভিয়া দৃল্‌.হাসঃ কিরণা নৈ.জন্ ৬।৩১।১ √ **তুজ্‌** 'প্রেরণা দেওয়া, উদ্দীপ্ত করা' তু. 'অস্মা ইদ্ উ প্র ভরা তূতুজানো বৃত্রায় বজ্রম্'—হান এই বৃত্রের উপর উদ্দীপ্ত হয়ে ১।৬১।১২। কিন্তু এখানে দ্যাবা-পৃথিবী 'ভিয়া তুজেতে' অর্থাৎ ভয়ে কাঁপছে আবার উদ্দীপ্ত হয়েও উঠছে—যেমন হয় কোনও লোকোত্তর মহিমার সম্মুখীন হলে। ইংরেজীতে একে বলে awe।…**অম** তু. নি. অমং ভয়ং বা বলং বা (ঋ. ১।৬৬।৭) ১০।২১; আরও তু. ত্বম্ অধ প্রথমং জায়মানো হমে বিশ্বা অধিথা ইন্দ্র কৃষ্টীঃ ৪।১৭।৭। এখানেও ভয়ের সঙ্গে মিশে আছে উদ্দীপনা।

তার দাপটে সব যেন টলমল করতে থাকে। বামদেব গৌতমের ভাষায় 'যত বাঁধ, ভরা নদীর যত ভাটার ধারা, দ্যুলোক আর পৃথিবী—সব তাঁর উদগ্র (বীর্যে) থরথরিয়ে ওঠে যখন তাঁর জন্ম হয়, কেননা দিকে-দিকে তিনি ভরে তোলেন দ্যাবা-পৃথিবীকে, ভরে তোলেন ধেনুর পদকে তাঁর প্রাণোচ্ছ্বাসে; (শোননি), মানুষের মত সিংহনাদ করে উঠল দিকে-দিকে ছুটতে গিয়ে ঝড়েরা।'[২] পুরুহন্মা আঙ্গিরস বলছেন, 'কেউ ঠেকাতে পারেনি স্পর্ধিতদের (সব বাধা) গুঁড়িয়ে-দেওয়া সেই বজ্রতেজাকে—যিনি জন্মালে পর সর্বব্যাপিনী মহিমময়ী ধেনুরা স্তুতিমুখর হয়ে উঠল, স্তুতিমুখর হয়ে উঠল দ্যুলোকেরা আর ভূলোকেরা।'[৩] নোধা গৌতমের বর্ণনায়: 'এঁর ভয়ে গিরিরা নিশ্চল হয়ে যায়, আর দ্যুলোক এবং ভূলোক টলতে থাকে—ইনি জন্মান যখন।...মহান্ তুমি হে ইন্দ্র, যে-তুমি জন্মেই তোমার প্রাণোচ্ছ্বাসে দ্যুলোক আর পৃথিবীকে আবিষ্ট করলে আতঙ্কে (বা বলে), যখন নাকি তোমার ভয়ে যা-কিছু বিস্তৃত আর যত নিশ্চল গিরি ধূলিকণার মত কাঁপতে লাগল।'[৪]

এ-ভয় বা কাঁপন জাগে দেবমহিমার অতর্কিত অভিঘাত থেকে। ক্ষণেকের জন্য চেতনাকে বিহ্বল করে দিয়ে আবার তাকে তা উদ্দীপ্ত করে, অক্ষরের প্রশাসনে ঋতচ্ছন্দা করে। উপনিষদের বর্ণনায়: 'এই যা-কিছু, এই সর্বজগৎ (তাঁথেকে) বেরিয়ে এসে প্রাণের মধ্যে থরথর করছে। তিনি যেন মহৎ ভয়—উদ্যত বজ্রের মত। যারা এ জানে, তারা অমৃত হয়।...তাঁরই ভয়ে বাতাস বয়ে চলেছে, তাঁরই ভয়ে উঠছে সূর্য। তাঁরই ভয়ে অগ্নি আর ইন্দ্র আর মৃত্যু পঞ্চম হয়ে ছুটছে [৮৩১]।'

ইন্দ্রের পরিজনদের মধ্যে তাঁর পিতা-মাতার কথা হল, এইবার তাঁর পত্নীর কথা। আগেই বলেছি, বেদের সব দেবতাই 'পত্নীবান্' অর্থাৎ সশক্তিক [৮৩২]। যেখানে স্ত্রী-দেবতার প্রাধান্য, সেখানেও তাঁর মিথুনীভূত পুংদেবতার উদ্দেশ পাওয়া যায়। যেমন পৃথিবীর দ্যৌঃ, উষার সূর্য, বাকের বাচস্পতি, সরস্বতীর সরস্বান্, রোদসীর রুদ্র ইত্যাদি। মোটের উপর, বৈদিক দেবতাদের মধ্যে তন্ত্রের যুগনদ্ধতার ভাবটি খুবই স্পষ্ট—উপনিষদে যার তাত্ত্বিক প্রতিরূপ হল আকাশ ও প্রাণ অথবা প্রজ্ঞা ও প্রাণ।[১] এই দুটি তত্ত্বের সমন্বয়ই হল বৈদিক সাধনা দর্শন ও জীবনবাদের মূল কথা—যা নিয়ে অবৈদিক দৃষ্টির সঙ্গে তার আবহমান বিরোধ।

---

৮৩১ ক. ২।৩।২; তৈ. ২।৮। এ-ভয় তামসিক নয়, দিব্য—অধ্যাত্মচেতনার উৎস মহিমবোধের সঙ্গে অন্বিত এবং তার গুণীভূত (দ্র. বেমী. পৃ. ৩২)।

৮৩২ দ্র. টী. ৬৯২৪, ১৩৯। [১]যেমন ষোড়শকল পুরুষের আদিকলা প্রাণ, যাহতে আর পঞ্চদশ কলার বিসৃষ্টি; আবার এই পুরুষই প্রলয়কালে 'অকলঃ' বা কলাতীত, তখন তিনি আকাশবৎ (প্র. ৬।৪-৬); ব্রহ্মসূত্রে তাই আকাশ ও প্রাণ দুইই ব্রহ্মের সংজ্ঞা এবং দুয়ে একটি মিথুন (১।১।২২-২৩), ব্রহ্ম ও বাকের মত (ঋ. ১০।১১৪।৮ টী. ১২৫।৩। আবার কৌ.তে প্রজ্ঞা ও প্রাণে একটি মিথুন (৩।২)।

কিন্তু দেবতারা পত্নীবান হলেও আলাদা করে এই দেবপত্নীদের নাম বা পরিচিতি বড়-একটা পাওয়া যায় না—প্রায়শ পুরুষদেবতার নামের সঙ্গে একটি স্ত্রীপ্রত্যয় যোগ করেই তাঁদের পরিচয় সারা করা হয়েছে : যেমন 'অগ্নায়ী', 'ইন্দ্রাণী', 'অশ্বিনী', 'বরুণানী' [৮৩৩]। অথচ লক্ষণীয়, এরই মধ্যে 'ইন্দ্রপত্নী'[১] একটি বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারিণী হয়েছেন। যেমন ঋক্‌সংহিতায় ঘুরে-ফিরে নানাভাবে তাঁর উদ্দেশ পাওয়া যায়, তেমনি তাঁকে ধরে দাম্পত্যের একটি সুন্দর ছবিও সেখানে ফুটে উঠেছে। ইন্দ্র শূরপুরুষ, যুদ্ধক্ষেত্রে রণমদের মত্ততায় তাঁর কাল কাটে ; তবুও তাঁর মন পড়ে থাকে বুঝি ঘরের দিকে। সেখানে আছেন তাঁর কল্যাণী এবং প্রিয়া জায়া, আছে সর্বতোভদ্র আনন্দের রমণীয়তা। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, সোম্য মদ রূপান্তরিত হয়েছে সোম্য মধুতে। এইবার দিনের অবসানে সূর্যের অস্তে যাবার মত তাঁরও 'অস্তে' যাবার সময় হয়েছে, যেখানে জায়া তাঁর পথ চেয়ে আছেন,[২] উশতীর আকুলতা নিয়ে ডাকছেন তাঁর সমর্থ দয়িতকে ঘরে ফেরবার জন্য।[৩] আবার কখনও এমন হয়, মানুষের আহ্বানে ইন্দ্র তার ঘরে যান বৃত্রবধের জন্য। সেখানে দেবতা আর মানুষ বাঁধা পড়েন গভীর সখ্যে। তাকে

---

৮৩৩ দ্র. ঋ. ৫।৪৬।৮, ১।২২।১২, ২।৩২।৮, ১০।৮৬।১২, ৭।৩৪।২২। ১ঋ.র বৃষাকপিসূক্তে এই সংজ্ঞার ব্যবহার আছে (১০।৮৬।৯,১০। ২তু. যুক্তস্ তে অস্তু দক্ষিণ উত সব্যঃ (বাঁদিকের অশ্ব) শতক্রতো, তেন জায়াম্ উপ প্রিয়াং মন্দানো য়াহ্য.ন্ধসো (যা রূপান্তরিত হয়েছে সোমে এবং ইন্দুতে), য়োজা ন্বি.ন্দ্র তে হরী (হিরণ্ময় দুটি অশ্ব)। য়ুনজ্‌মি (আমিই জুতে দিচ্ছি) তে ব্রহ্মণা (আমার ব্রহ্মবর্চঃ দিয়ে) কেশিনী হরী, উপ প্র য়াহি দধিষে গভস্ত্যোঃ (দুটি বাহুতে অশ্বরশ্মিদের), উৎ ত্বা সুতাসো রভসা (উদ্দীপক) অমন্দিষুঃ (উন্মত্ত করল) পূষণ্বান্ (পূষাকে সঙ্গে নিয়ে ; ইন্দ্র এবং পূষা উভয়ের স্থান ভ্রূমধ্যে ; পূষার পরেই সহস্রারে বিষ্ণুর ব্যাপ্তিচৈতন্য ; ইন্দ্র ও পূষার সহচার যথাক্রমে প্রাণ ও প্রজ্ঞার সহচার তু. ঈ. ১৫-১৬, পূষাই সেখানে হিরণ্ময় পাত্রের আড়াল ঘুচিয়ে দেন ; এইখানে সোম হয় ইন্দু) বজ্রিন্ত্‌ সম্ উ পত্ন্যা.মদঃ (পরস্পর মেতে উঠলে) ১।৮২।৫-৬। 'উন্মদ'এর পর 'সম্মদ' ল., উজিয়ে গিয়ে আকাশবাসরে যুগনদ্ধতায় মেতে ওঠার ছবি। আরও তু. অপাঃ (পান করেছ) সোমম্ অস্তম্ ইন্দ্র প্র য়াহি কল্যাণীর্ জায়া সুরণং (অনায়াস আনন্দ) গৃহে তে, য়ত্রা. রথস্য বৃহতো (দেবরথ বিশ্বজোড়া) নিধানং (থেমে যাওয়া, আশ্রয়ে স্থাপন করা) বিমোচনং বাজিনো দক্ষিণাবৎ (দাক্ষিণ্য বা প্রসন্নতার সঙ্গে) ৩।৫৩।৬। ৩তু. 'য়দা সময়ং ব্য.চেদ্ ঋঘাবা দীর্ঘং য়দা.জিম্ অভ্য.খ্যদ্ অর্যঃ, অচিক্রদদ্ বৃষণং পত্ন্য.চ্ছা। দুরোণে আ নিশিতং সোমসুদ্‌ভিঃ'—যখন সমর(-বাহিনী)কে খুঁটিয়ে দেখলেন সমর্থ পুরুষ, যখন দীর্ঘ ধাবনের দিকে তাকিয়ে রইলেন মালিক, উতলা আহ্বান পাঠালেন পত্নী বীর্যবর্ষীর উদ্দেশে ঘরে (আসবার জন্য)—(আধারে) যাঁকে শাণিত করে রেখেছেন সোমসবনকারীরা ৪।২৪।৮। যুযুৎসু ইন্দ্রকে উতলা ইন্দ্রপত্নী ঘরে ফিরে আসতে বলছেন। পুরুষের যুযুৎসা আর নারীর মমতার চিরন্তন ছবি—নিশ্চয় সে-যুগের বাস্তবজীবন হতে নেওয়া। **সময়**—নিঘ. 'সংগ্রাম' (২।১৭)। পপা. 'স-ময়' ; বেমা. ও সা. তাই অর্থ করছেন 'সমনুষ্য'। অথচ 'সমর' পপা.তে 'সম্-অর' সবাই যেখানে এসে জোটে। পপা.র অবগ্রহ তাহলে যুদ্ধে রত যোদ্ধাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, সুতরাং 'সময়' সমর এবং বাহিনী দুইই। একজায়গায় শব্দটি ইন্দ্রের বিণ. (৫।৩৩।১), সেখানে অবগ্রহ সঙ্গতই হয়, ইন্দ্র 'মরুত্বান্' এই অর্থে। আরেকজায়গায় যজ্ঞ 'সময়' এবং হবিষ্মান্ ও কৃতব্রহ্মা (৭।৭০।৬) ; এখানে 'ময়' যজমান, সুতরাং অবগ্রহ খাটে। আর সবজায়গায় সোজাসুজি সংগ্রাম বোঝাচ্ছে (তু. বয়ম্ অগ্নে বনুয়াম [যেন হারিয়ে দিতে পারি] ত্বোতা [তোমার দ্বারা পরিরক্ষিত হয়ে] সময়ে বিবস্বেথ.ক্তাং [দিনের আলো পাবার সাধনায়] মর্তান্ [যা-কিছু মর্ত্য বা বিনশ্বর] ৫।৩।৬ ; সময়জিদ্ বাজো অস্মাঁ অবিষ্টু ১।১১১।৫...)। 'বি অচেৎ' খুঁটিয়ে দেখলেন, অর্জুন যেমন দেখেছিলেন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রারম্ভে (তু. ৪।২।১১, টী. ১৭৭৩)। **ঋঘাবা**—রূপান্তর 'ঋঘাবান্' (১।১৫২।২, ৩।৩০।

নিয়ে ইন্দ্র ফিরে আসেন আপন ধামে। দেবতার সাযুজ্যে মানুষ তখন পেয়েছে তাঁর সারূপ্যও। একজন ইন্দ্রের জায়গায় দুজন ইন্দ্রকে দেখে ইন্দ্রপত্নী প্রথম দ্বিধায় পড়েন—আসল ইন্দ্র কোন্‌টি। কিন্তু পতিকে চিনতে তাঁর দেরি হয় না, কেননা তিনি 'ঋতচিৎ নারী'।[৪]

সন্ধাভাষায় রচিত বৃষাকপি-সূক্তে [৮৩৪] ইন্দ্রের দাম্পত্যজীবনের একটি সুচিত্র বিবৃতি পাওয়া যায়। ইন্দ্রপত্নী সেখানে পতিসোহাগিনীদের মধ্যে অনন্যা, চির-অবিধবা, পতিগর্বে গর্বিতা, মানিনী, পতির সখী ও সচিবা, স্বাধীনভর্তৃকা এবং সুরতপণ্ডিতা—এক-কথায় প্রজ্ঞা প্রেম আর প্রাণের মহিমায় নারীত্বের আদর্শ। এই রহস্যঘন ও দুর্বোধ সূক্তটির আলোচনা পরে করা যাবে। স্বভাবতই এই প্রিয়া এবং কল্যাণী জায়া ইন্দ্রের সোমপানেরও অংশভাগিনী।[১] সোমের পান চলে ভ্রূমধ্যের উজানে পুষার ধামে—সংহিতায় যাকে বলা হয়েছে 'কাকুদ্', উপনিষদে 'ইন্দ্রযোনি' বা 'নান্দন দ্বার'।[২] ইন্দ্র

---

৩ ; ১০।২৭।৩)। < 'ঋঘা' < √ঋঘ্ >* অর্ঘ্ > অর্হ্ 'যোগ্য বা সমর্থ হওয়া, সামর্থ্য প্রকাশ করা' তু 'অর্হন্ রুদ্রঃ ২।৩৩।১০, যাঁতে মুনিপন্থী অর্হৎএর ধ্বনি আছে (দ্র. টী. ৬৫০।১)। ঋঘা > √ঋঘায় 'সমর্থ হওয়া, অভিভূত করা' তু. ইন্দ্র 'ঋঘায়মাণো নিরিণাতি (ধুলায় লুটিয়ে দেন) শত্রূন্' ১।৬১।১৩। **আজি**—নিঘ. 'সংগ্রাম' (২।১৭) < আ √অজ্ 'তাড়িয়ে নেওয়া ; প্রেরণা দেওয়া' (তু. বাংলা 'পাচনবাড়ি' < 'প্রাজন' গরুতাড়ানো লাঠি)। মূলত 'আজি' দৌড় (ঘোড়ার বা মানুষের, তু. ছা. অতো যান্য়্যানি বীর্যবন্তি কর্মাণি যথা…আজেঃ সরণম্ ১।৩।৫)। ঘোড়ার দৌড়ে চাবুক দরকার হয় বলে তাই আদিম 'আজি'। দৌড়ে প্রতিস্পর্ধার ভাব আছে, তাথেকে 'আজি' সংগ্রাম, অথবা লক্ষ্যবস্তু। ইন্দ্র তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছেন, বৃত্রের সঙ্গে লড়াই চলবে দীর্ঘ দিন ধরে, সপ্তশতীর ভাষায় বলতে গেলে মানুষের সারাজীবন ধরে (২।২)। **অচিক্রদৎ**—রিরংসু পশুর, বিশেষত 'বৃষে'র ডাক বোঝাতে অনেক ব্যবহার আছে ধাতুটির (তু. ৭।৩৬।৩, ৯।২।৬, ২৭।৪, ৬৭।৪, ৬৮।২, বৃষভঃ কনিক্রদদ্ দধদ্ রেতঃ কনিক্রদৎ ১।১২৮।৩, ৪।৫০।৫, কনিক্রদদ্ বৃষভো…রেতো দধাতি ৫।৮৩।১…)। এখানেও বৃষসম্পর্ক ল.। সোমের বেলায় প্রচুর ব্যবহারও ল.। এখানে বীররস আর শৃঙ্গাররস দুটিকে পাশাপাশি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে দিন আর রাত্রের কাব্যের মত। 'দুরোণে আ' উভয়ান্বয়ী। ইন্দ্রপত্নী ইন্দ্রকে ডাকছেন 'অস্তে' (৩।৫৩।৬), আর এদিকে সোমযাজীরা তাঁকে বেঁধে রাখছেন আধারের সোমপাত্রে। দেবতা কোন্ দিকে যাবেন? 'নিশিত' দেবতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত (তু. ৬।২।৫, ১৩।৪, ১৫।১১)। আমাদের মধ্যে তাঁর 'নিশিতি' যেন অগ্র্যা বুদ্ধির সূচীমুখ তীক্ষ্ণতা।

৪ তু. 'আ দস্যুঘ্না মনসা যাহ্য়স্তং ভুবৎ তে কুৎসঃ সখ্যে নিকামঃ, স্বে যোনৌ নি ষদতং সরূপা বি বাং চিকিৎসদ্ ঋতচিদ্ধ নারী'—দস্যুঘাতী মন নিয়ে এস অস্তে, জাগুক তোমার সখ্যের জন্য কুৎসের মধ্যে গভীর কামনা ; স্বধামে নিষণ্ণ হও দুটিতে একই রূপ নিয়ে, (আর) তোমাদের নিয়ে সংশয়ে পড়ুন ঋতদর্শিনী (সেই) নারী ৪।১৬।১০। ইন্দ্র-কুৎসের সখ্য ও সাযুজ্য ঋ.তে প্রসিদ্ধ, তাঁরা একই রথের আরোহী—বাসুদেব আর অর্জুনের মত (৫।৩১।৯ ; দ্র. টী. ২৫০)। 'অস্ত' চরম নিলয়ন ; কুৎসের ঘরকে 'অস্ত' বলাতে সূচিত হচ্ছে তাঁর যোগারূঢ় চেতনার পরমভূমি। সেখানে দেবতার সঙ্গে তাঁর সখ্যের অন্তিম পরিণাম সাযুজ্য এবং সারূপ্য। ঋষি বৃহদ্দিবও এমনি করে ইন্দ্রের সারূপ্য লাভ করেছিলেন। ল. কুৎসের 'অস্ত' ইন্দ্রের 'যোনি' অর্থাৎ যেখানে মানুষের সারা, সেইখানে দেবতার শুরু। অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে এই ইন্দ্রযোনি ভ্রূমধ্যে, তার ওপারে মহাশূন্য। তাও যোনি—'ঋতস্য যোনিঃ' বা 'অদিতের্ উপস্থম্' বা বাকের যোনি (৯।৮।৩, ১৩।৯, ২৬।১, ১০।৫।৭, ১২৫।৭…) যা আছে ঊর্ধ্বে 'পরমে ব্যোমন্' আর নিম্নে 'অপ্‌স্বন্তঃ সমুদ্রে'। সোম্য আনন্দের ধারা এইখানে দেব এবং দেবপত্নীর নিত্যসামরস্যে উচ্ছলিত (দ্র. টীমূ. ৮৩৪)। কিন্তু এইখানে এসে দেবতার সারূপ্য লাভ করলেও মানুষ একেবারে দেবতা হয়ে যায় না। ব্রহ্মসূত্রে তাই ব্রহ্মসাযুজ্যকে বলা হয়েছে 'জগদ্‌ব্যাপার-বর্জম্' (৪।৪।১৭)। ইন্দ্রপত্নী বা মহাশক্তির দৃষ্টিতে এই ভেদটুকু স্পষ্ট। সপ্তশতীতে তাই শুম্ভ শম্ভুর সারূপ্যলাভ করে (৯।১৮) এবং মহাশূন্যে দেবীকে জড়িয়ে ধরেও (১০।২২-২৩) শম্ভু হতে পারল না। তাইতে বেদান্তের সিদ্ধান্ত, ব্রহ্মসাযুজ্যে ভোগসাম্যই হয়, শক্তিসাম্য হয় না।

৮৩৪ ঋ. ১০।৮৬ সূ.। ১ ১।৮২।৬, টী. ৮৩৩[২]। ২ ৮।৬৯।১২, টী. ৬০৭[২] ; তৈউ. ১।৬ ; ঐউ. ১।৩।১২।

তাই তখন 'বজ্রী' এবং 'পুরন্ধান্'—যোগের ভাষায় আধারের ওজঃশক্তি তখন ঊর্ধ্বস্রোতা হয়ে আজ্ঞাচক্র ভেদ করে সহস্রারে পৌঁছেছে। পুরাণের ভাষায় ওইখানেই ভবনেত্রজন্মা বহ্নিতে মদনদহন এবং তার পরে শিব-শক্তির সামরস্যের উল্লাস। সোমের মত্ততায় বৃত্রবধের পর 'অস্তে' বা বারুণী শূন্যতায় গিয়ে পত্নীর সঙ্গে সোম্য মধুপানের রভসেই ইন্দ্র-লীলার চরিতার্থতা। তাইতে গাথিন বিশ্বামিত্র বললেন, 'হে মঘবন্, জায়াই অস্ত, সে-ই যোনি, রথে-জোতা সোনালী ঘোড়ারা সেইখানেই তোমায় নিয়ে যাক্।'[৩] যোনিরূপে জায়া জননী, আবার অস্তরূপে প্রিয়া। একই অদিতি পুরুষের জীবনে আদি এবং অবসান। জীবনের পরিক্রমা যেন উদয়াচল হতে অস্তাচল পর্যন্ত আদিত্যের পরিক্রমা, আর একই নারী তার আদি মধ্য এবং অস্ত—বিশ্বামিত্রের ওই সুগম্ভীর ব্রহ্মঘোষে এই ভাবনাই ধ্বনিত হচ্ছে।

ইন্দ্রপত্নীর এই হল অধিদৈবত রূপ। কিন্তু ঋক্‌সংহিতাতেই তাঁর অধ্যাত্ম রূপের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। যা অধিদৈবত, তা-ই অধ্যাত্ম অর্থাৎ যা ব্রহ্মাণ্ডে আছে তা ভাণ্ডেও আছে, যা বাইরে আছে তা ভিতরেও আছে—উপনিষদের এই সুপরিচিত অভ্যুপগম যে সংহিতারও, এটি তার একটি জলজ্যান্ত প্রমাণ। বহিরালম্বনকে অন্তরালম্বনে রূপান্তরিত করাই সব দেশে সব যুগে ধর্মসাধনার একমাত্র তাৎপর্য, মনে হয় বৈদিক ঋষিরা একথাটা জানতেন—নইলে তাঁদের যাগ-যজ্ঞ ভস্মে ঘি ঢালাতেই পর্যবসিত হত, ওই যাগ কখনও যোগে উত্তীর্ণ হত না। কথাগুলি আগে বলেছি। এই উপলক্ষ্যে আবারও তা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই এইজন্য যে, অজ্ঞ এবং অশ্রদ্দধান সংশায়াত্মার স্মৃতিভ্রংশ সহজেই হয়; আর ইওরোপীয় বেদব্যাখ্যার প্রভাবে ওই তিনটি অবগুণের বিষে আমাদের পরপ্রত্যয়-নেয় বুদ্ধি এখনও মূর্ছিত হয়েই আছে যেন।

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইন্দ্রজায়া হলেন আমাদের 'গির্' 'মতি' এবং 'মনীষা' অর্থাৎ আমাদের দেবাভিসারী বচন মনন এবং ধ্যান। এরা ইন্দ্রশক্তিরই বিভূতি। এই শক্তি স্বরূপে ইন্দ্রে নিত্যসঙ্গত—এ আমরা পরে দেখব। কিন্তু মানুষের মধ্যে এই শক্তি ঊর্ধ্বাভিসারিণী। সে তখন ইন্দ্রের 'উশতী' জায়া। বৈষ্ণবদর্শনে লক্ষ্মী আর রাধাতেও ঠিক এই তফাত। আবার লক্ষ্মী এক; কিন্তু রাধা স্বরূপত এক হয়েও সখীরূপ কায়ব্যূহে পুরুরূপা। ইন্দ্রজায়াও অধিদৈবতদৃষ্টিতে এক; কিন্তু অধ্যাত্মদৃষ্টিতে কখনও এক, কখনও-বা বহু। আর ইন্দ্রের বেলায় আমাদের দেবকাম চিত্তের আকূতি প্রকাশ পেয়েছে মধুর ভাবে, কচিৎ বাৎসল্যে। 'গির্' 'মতি' এবং 'মনীষা' এই তিনটি সংজ্ঞা যে স্ত্রীলিঙ্গ, এও লক্ষণীয়। কৃষ্ণ আঙ্গিরসের একটি ইন্দ্রসূক্তের প্রথমেই এই মধুর ভাবের অভিব্যক্তি

---

৩ ঋ. জায়ে.দ্ অস্তং মঘবন্ত্‌ সে.দ্ উ য়োনিদ্ তদ্ ইৎ ত্বা য়ুক্তা হরয়ো বহন্তু ৩।৫৩।৪। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ৪।১৬।১০-এর 'যোনি'র ওপারে এই আরেক 'অস্ত'। তা আবার 'ব্রহ্মযোনি'।

অনিবার্যভাবে ভাগবতধর্মের বৃন্দাবনলীলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—বিশেষত যখন দেখি এই সূক্তের ঋষি আর ভাগবতধর্মের প্রবক্তা এবং ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য দেবকীপুত্র কৃষ্ণের নামে আর পরিচয়ে অদ্ভুত মিল [৮৩৫]।

ভৌম অত্রি বলছেন, 'এই বধূ পতির এষণায় চলেছে, যিনি একে (বি)বাহ করে নিয়ে যাবেন—(এই) মহিমময়ীকে, তীব্রসংবেগাকে [৮৩৬]।' বধূ কে, স্পষ্টত তার উল্লেখ নাই। কিন্তু অন্যত্র পাচ্ছি, '(এই) মতি—স্তোম যাকে কুঁদে বার করেছে—হৃদয় থেকে হিল্লোলিতা হয়ে পতি ইন্দ্রের দিকে চলেছে। এ নিত্যজাগ্রতা, বিত্থার সাধনায় স্ফুরিতা। হে ইন্দ্র, ও যখন তোমার জন্য জন্মেছে, (তখন) ওকে তুমি জেনে নাও (অর্থাৎ গ্রহণ কর)।'[১] অতএব বধূ এখানে 'মতি' অথবা তাহতে স্ফুরিত 'স্তুতি' দুইই হতে পারে। লক্ষণীয়, এই মতিতে যেমন তীব্রসংবেগ আছে, তেমনি মহিমবোধও আছে। বৈদিক ভক্তিবাদে মানুষের সঙ্গে দেবতার সম্পর্ক যুগপৎ সাযুজ্য এবং সখ্যের[২]—উপাস্য এবং উপাসক কেউ সেখানে ছোট নয়। পতি-পত্নীর সম্পর্কও সমানে-সমানে। মন্ত্রের 'মহিষী' শব্দে তার ধ্বনি আছে। সাযুজ্যের এই বলিষ্ঠ ভাবনার ফলে একই বৈদিক উৎস হতে জ্ঞানীর সোঽহংবাদ এবং প্রাচীন ভাগবতধর্মের জ্ঞানমিশ্র ভক্তিবাদ বেরিয়ে এসেছিল—কালে যার উদাত্ত সুর এদেশে খাদে নেমে গেছে।[৩]

---

৮৩৫ দ্র. ঋ. ১০।৪৩।১, টী. ১৯৩। সূক্তের ঋষি 'কৃষ্ণ আঙ্গিরস'; ছা.তে দেবকীনন্দন কৃষ্ণের আচার্য ঘোর আঙ্গিরস (৩।১৭।৬)। ঋ.র কৃষ্ণ বিত্থাবংশের দিক দিয়ে আঙ্গিরস হতে কোনও বাধা নাই। ছা. সামবেদের উপনিষদ। সামবেদ সোমযাগ আর সামগানের আধার। ঋ.তেই দেখছি, সোমযাগের পর্যবসান 'অমৃত আনন্দে' উত্তরণে (৯।১১৩।১১, ৬; ল. উপনিষদে বহুপ্রযুক্ত 'আনন্দ' শব্দটি ঋ.তে শুধু এখানেই আছে)। আর ভাগবতের দেবতা আনন্দকিশোর কৃষ্ণ, যিনি বাঁশির সুরে সবাইকে ডাকছেন। ভাগবতধর্মের বহু চিত্রকল্প ঋ.র সোমমণ্ডলে পাওয়া যায়। বিত্র. পরে।

৮৩৬ ঋ. বধূর্ ইয়ং পতিম্ ইচ্ছন্ত্যে.তি য় ঈং বহাতে মহিষীম্ ইষিরাম্ ৫।৩৭।৩। গে. বলছেন, 'বধূ' এখানে কবির কাব্য, 'মহিষী' রাজার অগ্রমহিষী এবং উল্লেখ করেছেন ১০।৪৩।১ (মতি), ৪।৩২।১৬ (গির্), ১।৬২।১১ (মনীষা)। [১] ইন্দ্রং মতির্ হৃদ আ বচ্যমানা ঽচ্ছা পতিং স্তোমতষ্টা জিগাতি, য়া জাগৃবির্ বিদথে শস্যমানে.ন্দ্র য়ৎ তে জায়তে বিদ্ধি তস্য ৩।৩৯।১। বচ্যমানা< √বঞ্চ্, 'আঁকাবাঁকা হয়ে চলা' (নিঘ. ২।১৪ তু 'বক্র', 'বঙ্কু' শ্বে. ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ৪।৩, 'বঙ্কনা'। অগ্নিশিখা আঁকাবাঁকা হয়ে উপরদিকে উঠে যায়, তু. ঋ. বচ্যন্তাং তে বহ্নয়ঃ সপ্তজিহ্বাঃ ৩।৬।২। কবির বাক্ অগ্নিশিখার মত হৃদয় থেকে উদ্গত হয়ে উজিয়ে চলে দেবতার দি:ক, তু. ইয়ং হি ত্বা মতির্ মমা.চ্ছা…বচ্যতে ১।১৪২।৪, স্তোমা হৃদিস্পৃশো মনসা 'বচ্যমানাঃ' ১০।৪৭।৭, প্র কারবো মননা (মননের দ্বারা < স্ত্রীলিঙ্গ 'মননা') ০ ৩।৬।১ (মননের ধর্ম মন্ত্রায় উপচরিত)। 'স্তোমতষ্টা' তু. ৩।৪৩।২। 'বিদথে শস্যমানা'—মতির রূপান্তর শস্ত্রে বা 'গির্'এ। এই প্রসঙ্গে আরও তু. ১০।৯১।১৩, টী. ১৭৩৩ (অগ্নি সম্পর্কে; তত্র ব্যাখ্যা সা. অনুসারে; তবে 'ভূয়াঃ' সুষ্টুতির সঙ্গেও অন্বিত হতে পারে। [২]তু. ১।১৬৪।২০, টী. ২৪৬; ইমা হি ত্বা মতয়ঃ স্তোমতষ্টা ইন্দ্র হবন্তে 'সখ্যং' জুষাণাঃ ৩।৪৩।২। [৩]সাধনা শুরু হয় প্রপত্তি দিয়ে। তারপর আবেশের ফলে মহিমবোধ জাগলে আসে সাযুজ্যের বোধ, তখন অসঙ্কোচে নিজেকে দেবতা বলে ঘোষণা করা যায় (১০।১২০।৯)। কিন্তু তখনও প্রপত্তির ভাব ফল্গুধারায় অন্তরে বইতে থাকে। বৈদিক ভক্তিযোগের এই রীতি, এবং তা নেমে এসেছে গীতা ও ভাগবত পর্যন্ত। উভয়ত্র ভক্তিতে পৌরুষ আছে।

কবষ ঐলূষের একটি ইন্দ্রমন্ত্রে সন্ধাভাষায় ঠিক এইধরনের প্রসঙ্গ আছে : 'তা-ই তো আমার কাছে ঠেকল আশ্চর্যের সেরা আশ্চর্য—পুত্র যে বাপ-মায়ের জন্ম স্মরণ করছে ; জায়া পতিকে (বি)বাহ করে নিয়ে চলছে শোভন বচন-রচনে ; পুরুষের জন্যই সুভদ্র যৌতুক সুসজ্জিত [৮৩৭] ।' মানুষ আর দেবতার সম্পর্ককে এখানে উল্টা করে দেখানো হচ্ছে—যেন মানুষ স্ব-তন্ত্র, দেবতাই পরতন্ত্র। পুত্র মানুষ, আর পিতা-মাতা আদি জনক-জননী। সাধনার দ্বারা মানুষ নিজের মধ্যেই তাঁদের আবির্ভাব দেখতে পায়। জায়া মতি, আর পতি ইন্দ্র। মানুষের মননের তীব্র সংবেগে এবং তার মহিমবোধে দেবতা তার কাছে ধরা দেন। আর মনন তখন রূপান্তরিত হয় দেবতাবশীকরণের মন্ত্রে। মেয়েই যখন পুরুষকে বিয়ে করছে, তখন তার সাধনা বা হৃদয়-নিঙড়ানো সোম্য আনন্দই হল বরের যৌতুক।[১] এখানে বিলাসবিবর্তে দেবতা যেন ভক্তের বশীভূত।

কৃষ্ণ আঙ্গিরসের ইন্দ্রসূক্তে আর 'মতিঃ' নয়, 'মতয়ঃ' : 'ইন্দ্রের উদ্দেশে আমার আলো-পাওয়া মননেরা এক হয়ে সবাই উতলা হল, মুখর হল। নিবিড় আলিঙ্গনে তারা জড়িয়ে ধরছে মঘবাকে তাঁর প্রসাদ যেচে—পত্নীরা যেমন পতিকে, (তরুণীরা) যেমন সুশোভন তরুণকে (জড়িয়ে ধরে) [৮৩৮] ।' বৈষ্ণবের ভাষায় মতিরা এখানে সখীরূপা মনোবৃত্তি ; আর তারা সবাই 'সধ্রীচীঃ' বা একজোট হলে পাই রাধাকে। 'শুন্ধ্যু মর্য' ব্যুৎপত্তিবিচারে নির্মল কৈশোরের ব্যঞ্জনা বহন করছে। ইন্দ্র সম্পর্কে এই ভাবনার পরিচয় আমরা পরে অপালার সূক্তে পাব।[২]

যেমন 'মতয়ঃ', তেমনি 'গিরঃ' বা যে-মন্ত্রে আমরা দেবতাকে জাগিয়ে তুলি। তারাও ইন্দ্রপত্নী। বামদেব গৌতম বলছেন, 'তুমি আস্বাদন করো আমাদের যত বাণী, বধূকাম যেমন করে যুবতী নারীকে [৮৩৯] ।' অগস্ত্য মৈত্রাবরুণির একটি ইন্দ্রমন্ত্রে পাই : 'আর আমাদের মতিরা—অশ্বের শুজঃ যুক্ত যাদের সঙ্গে—তাঁকে (আদর করছে), ধেনুরা যেমন তরুণ শিশুকে লেহন করে তেমনি করে। বীরদের মধ্যে সুরভিতম

---

৮৩৭ ঋ. তদ্ ইন্ মে ছন্ত্সদ্ বপুষো বপুষ্টরং পুত্রো যজ্ জানং পিত্রোর্ অধীয়তি, জায়া পতিং বহতি বগ্নুনা সুমৎ পুংস ইদ্ ভদ্রো বহতুঃ পরিষ্কৃতঃ ১০।৩২।৩। **ছন্ত্সৎ** < √ ছদ্ 'প্রকাশ পাওয়া ; আবৃত হওয়া' (তু. √ অঞ্জ্) ॥ √চদ্ 'ঝলমল করা'। তাইতে 'ছন্দঃ' প্রকাশ, স্বতস্ফূর্ত ইচ্ছা, আলোর আড়াল। 'বপুঃ' > √ বপ্ 'ছড়িয়ে দেওয়া' যেমন বীজ ; তাথেকে 'ছড়ানো আলো, আলোর ঝিলিমিলি, আশ্চর্য একটা-কিছু'। 'বগ্নু' < √ বচ্ 'কথা বলা'। **সুমৎ** (নি. স্বয়ম্ ইত্যর্থঃ ৬।২২) ভালভাবে, স্বচ্ছন্দে। [১]'বহতু' যৌতুক, বাংলার 'তত্ত্ব' ; এখানে 'সোম' (সা.) ।

৮৩৮ ঋ. অচ্ছা ম ইন্দ্রং মতয়ঃ স্বর্বিদঃ সধ্রীচীর্ বিশ্বা উশতীর্ অনূষত, পরি ষ্বজন্তে জনয়ো যথা পতিং মর্যং ন শুন্ধ্যুং মঘবানম্ উতয়ে ১০।৪৩।১, টী. ১৯৩। [২]তু. ৮।৯১।২।

৮৩৯ ঋ. জোষয়াসে গিরশ্ চ নঃ, বধূয়ুর্ ইব যোষণাম্ ৪।৩২।১৬। মন্ত্রটি গাথিন বিশ্বামিত্রের রচনাতেও পাওয়া যায় ৩।৫২।৩। তু. পূষার বেলায় একই ভাবনা : তাং জুষস্ব গিরিং মম বাজয়ন্তীম্

যিনি, তাঁকে চুম্বন করছে (আমাদের) বাণীরা (সন্তানের) জননী পত্নীর মত'। এখানে ইন্দ্র সদ্যোজাত গোবৎসের মত, তাঁর প্রতি উপাসকের মনে বাৎসল্যের ভাব, আর বাণীতে মধুর ভাব। দেবতা জন্মালেন মননের ফলে। তারপর তাঁকে সংবর্ধিত করল বাণীরা।[১] মননের ফলে চিত্তের তন্ময়তা, তাহতে চেতনার বিস্ফারণ ও মন্ত্ররূপে বাকের স্ফুরণ (ব্রহ্ম) এবং তার দ্বারা দেবভাবনার আপ্যায়ন—উপাসনার এই হল ক্রম।

কিন্তু দেবতার এমন ধামও আছে, 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' [৮৪০]। সেখানে সেই 'প্রত্ন পতি' বা চিরন্তন বঁধুকে আমরা পাই 'মনীষা ও হৃদয় দিয়ে ধ্যানচেতনাকে মার্জিত করে'।[১] মনীষাই তখন ইন্দ্রপত্নী। নোধা গৌতম (যিনি পূর্বমন্ত্রেরও ঋষি) বলছেন, 'নিত্যযুক্ত মতিরা নতুন করে প্রণতি আর গানের শিখা নিয়ে আলোর কামনায় দৌড়ে এল (তোমার কাছে), হে তিমিরনাশন। উতলা পতিকে উতলা পত্নীরা যেমন, তেমনি করে তোমায় স্পর্শ করে মনীষারা।'[২] এখানে মন আর মনীষার তফাত স্পষ্ট। মন লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলে, যাকে সংহিতাতেই বলা হয়েছে 'মনসো জবঃ'।[৩] সেও পায়—কিন্তু পেয়েও যেন পায় না, নিজেই ফুরিয়ে যায়। তখন চিত্তে জ্বলে ওঠে 'মনীষার' বা বোধির আলো, যা মনের উজানে। এখানে দেখতে পাচ্ছি, উপাসকের মনে দাস্যভাব আর মনীষায় মধুরভাব। মনের দ্বারা আত্মনিবেদন, তারপর দেবতার ছোঁয়া পেয়ে মনীষার দ্বারা সম্ভোগ। দেবতার সঙ্গে উপাসকের সম্পর্ক তখন অন্যোন্যসম্ভাবনের—বৈষ্ণব যার মধ্যে দেখবেন সমঞ্জসা রতি। বেদে এই ভাবটি প্রধান।

চিদ্‌বৃত্তিরূপিণী এই ইন্দ্রপত্নীদের সম্পর্কে সন্ধাভাষায় শেষ কথাটি বলেছেন বামদেব: 'ওরা কুমারী, ঝরনার মত কলস্বনা, (কোথায় যেন) মিলিয়ে যায়; যুবতী ওরা—ঋতকে জানে: ওদের প্রপীনা (অর্থাৎ গর্ভিণী) করলেন (ইন্দ্র)। মরু আর

(বজ্রতেজে স্ফুরিতা) অবা খিয়ম্, ৱধুয়ুর্ ইব য়োষণাম্ ৩।৬২।৮। [১]উত ন ঈং মতয়ো ঽশ্বয়োগাঃ শিশুং ন গাবস্ তরুণং রিহন্তি, তম্ ঈং গিরো জনয়ো ন পত্নীঃ সুরভিষ্টমং নরাং নসন্তে ১।১৮৬।৭। মন্ত্রের উত্তরার্ধে প্রৌঢ় মধুরভাবের বর্ণনা, পত্নী যখন সন্তানের জননী। 'সুরভিষ্টম' দ্র. টী. ২৮৯। [২]তু. যস্ত ব্রহ্ম বর্ধনম্ ২।১২।১৪ টী. ৭৪৭, ৬।২৩।৫, ৬, ৭।২২।৭...।

৮৪০ তৈউ. ২।৪। [১]ঋ. ১।৬১।২, টী. ১১৬। [২]সনায়ুবো নমসা নব্যো অর্কৈর্ ৱসূয়বো মতয়ো দস্ম দদ্রুঃ, পতিং ন পত্নীর্ উশতীর্ উশন্তং স্পৃশন্তি ত্বা শবসাবন্ মনীষাঃ ১।৬২।১১। **সনায়ুবঃ** > সনা (চিরকাল) + √যু 'যুক্ত হওয়া'। তু. 'মধু-য়ুবা' ৫।৭৩।৮, ৭৪।৯। ল. একটি 'মতি' বা 'মনীষা' নয়—বহু। অতএব চিত্তের লয় বোঝাচ্ছে না, অর্থাৎ তার গতি বিক্ষেপ হতে একাগ্রতার পথ ধরে নিরোধের দিকে নয়। জাগ্রৎ-ধ্যানে দেবতার আবেশে বিক্ষেপের উপরেই আলো পড়ে তাকে রূপান্তরিত করছে মানসোত্তর এক জ্যোতির্বিচ্ছুরণে। [৩]তু. হৃদা তষ্টেষু মনসো জবেষু'—হৃদয় দিয়ে তক্ষণ-করা মনের সংবেগ; অর্থাৎ মনোবেগ উৎসারিত হয় হৃদয় হতে ১০।৭১।৮ (তু. ঈ. 'তদ্ একং অনেজৎ' হয়েও 'মনসো জবীয়ঃ' ৪; মু.তে অগ্নির তৃতীয় শিখা 'মনোজবা' ১।২।৪; যোসূ.তে ইন্দ্রিয়জয়ের ফলে 'মনোজবিত্ব'রূপ সিদ্ধি ৩।৪৮)।

প্রান্তরেরা তৃষিত ছিল, তাদের ভরে তুললেন; দোহন করলেন ইন্দ্র সেই বন্ধ্যা ধেনুদের —ঘরের যারা কল্যাণী পত্নী [৮৪১]।' সংসারে ওরা পরকীয়া; কিন্তু দেবতাকে ওরা যখন চায় বা তাঁর কাছে যায়, তখন ওরা তাঁর স্বকীয়া, ওরা কুমারী। ওরা যেন পাহাড়ের ঝরনার মত' কলকল করে ছুটতে-ছুটতে হারিয়ে যায় সমুদ্রে। প্রিয়-সঙ্গমোৎসুকা তরুণী ওরা, তার জন্য ঋতের পথে যে চলতে হবে তা ওরা জানে। সংসারে ওরা তৃষ্ণায় শুকিয়ে মরছিল এতদিন। এইবার দেবতার প্রসাদে রসের ঢল নামল ওদের জীবনে। ওরা ছিল বন্ধ্যা, এইবার দেবসঙ্গমে হল প্রজাবতী এবং পয়স্বিনী, হল ইন্দ্রের কল্যাণী জায়া।...অনুরূপ ভাবনা ভাগবতেও পাই। হেমন্তের প্রথম মাসে নন্দগোপসুতকে পতিরূপে পাবার জন্য যারা কাত্যায়নীব্রত করল, তারা নন্দব্রজকুমারিকা। বস্ত্রহরণের পালা সাঙ্গ হলে তাদের শুদ্ধভাবে প্রসাদিত হয়ে ভগবান্ বললেন, 'তোমরা সিদ্ধ হয়েছ, ব্রজে যাও, এইসব রাত্রিতে আমার সঙ্গে তোমরা রমণ করবে।' তারপর শারদোৎফুল্লমল্লিকা রাসের রাত্রিতে বাঁশির সুরে যাদের তিনি ডেকে আনলেন, তারা সবাই কুমারী নয়, তাদের মধ্যে স্বামি-পুত্র নিয়ে ঘর করছিল এমন মেয়েও ছিল। তবুও জানতে হবে, রাসে তারা সবাই কৃষ্ণ-প্রিয়া, অতএব কুমারী।[২] রবীন্দ্রনাথের পতিতাও ঋষ্যশৃঙ্গের মধ্যে দেবতাকে যখন দেখতে পেল, তখন চোখের জলে তার সব মালিন্য ধুয়ে গেল, আর তার ভিতর থেকে 'বাহিরিয়া এল কুমারী নারী'।

আগেই বলেছি, ঋক্‌সংহিতায় ইন্দ্রপত্নীর কথা এত খুঁটিয়ে বললেও কোথাও তাঁর নামের উল্লেখ নাই। কিন্তু পুরাণে তাঁর নাম হয়েছে 'শচী'। এই নামকরণের মূল কিন্তু ঋক্‌সংহিতাতেই আছে। সেখানে ইন্দ্রের একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল 'শচীবঃ' [৮৪২] অর্থাৎ যাঁর 'শচী' আছে। নিঘণ্টুতে 'শচী'র তিনটি অর্থ—বাক্ (মন্ত্র),

---

৮৪১ ঋ. প্রা·অগ্রুবো নভন্বো ন বক্বা ধ্বস্রা অপিন্বদ্ যুবতীর্ ঋতজ্ঞাঃ, ধন্বান্য জ্রাঁ অপৃণক্ তৃষাণাঁ অধোগ্ ইন্দ্রঃ স্তর্যো দংসুপত্নীঃ ৪।১৯।৭। **অগ্রু**—পুংলিঙ্গে **অগ্রু**, অবিবাহিত পুরুষ, তু. জনীয়ন্তো ঘ. গ্রবঃ পুত্রীয়ন্তঃ' অবিবাহিত কিন্তু চাইছে স্ত্রী-পুত্র ৭।৯৬।৪, অগ্রুর্ জনিরান্ বা ৫।৪৪।৭। নিঘ.তে স্ত্রীলিঙ্গে 'অগ্রুবঃ' নদী (১।১৩), অঙ্গুলি (২।৫), অবশ্য রূপকচ্ছলে। সমুদ্রসঙ্গমের পূর্বপর্যন্ত নদীরা কুমারী অথচ সঙ্গমোৎসুকা। 'অঙ্গুলি'র রহস্যার্থ অগ্নিশিখা, দুটি একই √অজ॥অঙ্গ্ হতে নিষ্পন্ন। অগ্নিশিখা শীর্ষণ্য প্রাণ, তাহতে ইন্দ্রিয়ের প্রতীক। দশটি অঙ্গুলি এবং দশটি ইন্দ্রিয়ে সংখ্যাসাম্য আছে। ইন্দ্রিয়েরা যখন শুদ্ধ, তখন 'অগ্রুবঃ'; যখন ব্যামিশ্র, তখন 'য়োষণঃ' (তু. ঋ. ৯।১।৭, ৮)। **নভন্বু** প্রস্রবণ, তু. প্র পর্বতস্য নভনূঁর্ অচুচ্যবুঃ ৫।৫৯।৭। নিঘ. নদী (১।১৩)। **স্তরীঃ**—বন্ধ্যা গাই; তু. পর্জন্য 'স্তরীর্ উ ত্বদ্ (তাঁর এক রূপ) ভবতি (যখন তিনি পিতা) সূত উ ত্বদ্ (যখন মাতা; অতএব তিনি যেন অর্ধনারীশ্বর) যথাবশং (খুশিমত) তন্বং চক্র এষঃ, পিতুঃ (দ্যুলোকের) পয়ঃ প্রতি গৃভ্ণাতি মাতা (পৃথিবী) তেন পিতা বর্ধতে তেন পুত্রঃ (অর্থাৎ সর্বজীব) ৭।১০১।৩। মাতা পৃথিবী দেবতা আর মানুষের মধ্যে যেন সেতু। 'দংসুপত্নীঃ' পপা. দম্-সুপত্নীঃ, অনুরূপ 'দম্-সুজ্তঃ' অন্তর থেকেই 'দেবজূত' বা দিব্য প্রেরণায় চালিত ১।১২২।১০। ২ দ্র. ভা. ১০।২২।১—৫, ১৮, ২৭, ২৯।১, ৩-১১।

৮৪২ দ্র. ঋ. ১।২৯।২, ৫৩।৩, ৮।২।২৮, ৬৮।২, ১০।৭৪।৫, ১।৬২।১২, ৬।৩১।৪, ৮।২।১৫, ৩।৫৩।২, ১০।৪৯।১১, ১০৪।৪; একবার অগ্নি ৩।২১।৪, একবার সোম ৯।৮৭।৯। সাধনার আদিতে অভীপ্সার আগুন, অন্তে সোম্য

কর্ম (যজ্ঞ) এবং প্রজ্ঞা (সাধনার ফল)।[১] শব্দটি এসেছে সামর্থ্যবোধক 'শক্' ধাতু থেকে।[২] তার সহজ অর্থ হল শক্তি। এই ব্যুৎপত্তির আভাস ঋক্‌সংহিতাতেই পাওয়া যায়।[৩] সোজাসুজি বলতে গেলে ইন্দ্র তাহলে শক্তিমান্, 'শচী' তাঁর স্বরূপশক্তি। বিগ্রহবত্তার একটুখানি ছোঁয়াচ লেগে এই 'শচীবঃ' ঋক্‌সংহিতাতেই হয়ে গেছেন 'শচী-পতি'।[৪] স্বামী বোঝাতে 'পতি' শব্দ বেদেই রূঢ়। সব দেবতা পত্নীবান্। সুতরাং সহজেই ইন্দ্রপত্নীর নাম হয়ে গেছে 'শচী'। ঋক্‌সংহিতার দশম মণ্ডলের একটি সূক্ত আত্মস্তুতি[৫]—অনুক্রমণিকার মতে তার ঋষিকা 'পৌলমী শচী'। সূক্তে কিন্তু কোথাও 'শচী'র উল্লেখ নাই। স্বামীসোহাগিনী নারী সপত্নীদের অভিভূত করে দৃপ্ত এবং উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছেন, সূক্তটিতে এই ভাবই ফুটে উঠেছে। চতুর্থ ঋকে ইন্দ্রের উল্লেখ উপমানরূপে পরোক্ষ। সুতরাং এটি থেকে ইন্দ্রপত্নী শচীর কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায় না। কৌষীতক্যুপনিষদে ইন্দ্র বলছেন, 'অন্তরিক্ষে পৌলোমদের আমি ধ্বংস করেছি।'[৬] একথার সঙ্গে পৌরাণিক প্রকল্পের মিল হয় না।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে অক্ষিপুরুষের বর্ণনায় বলা হচ্ছে, ডান চোখে যে-পুরুষ, তিনি ইন্দ্র ; আর বাঁ চোখে যে-পুরুষরূপ, তিনি হলেন ইন্দ্রের পত্নী 'বিরাট্' [৮৪৩]। ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হচ্ছে, বাক্ বিরাট্ ;[১] বিরাট্ একটি ছন্দ, তার দেবতা 'অন্নাদী', তিনিই এইসব দেখছেন, অর্থাৎ তাঁর ভোগ দৃষ্টিভোগ।[২] পুরুষসূক্তে পুরুষ হতে বিরাটের জন্মের কথা আছে।[৩] ডান চোখে আর বাঁ চোখে একটি মিথুন—তন্ত্রে সূর্য ও চন্দ্রের মিথুন। বৈদিক ভাবনায় একটি আদিত্য, আরেকটি সোম। উপনিষদে পুরুষ আদিত্যপুরুষ, তিনি ষোড়শকল ; আর চন্দ্রেরও ষোড়শী কলা নিত্য।[৪] আবার সংহিতায় ইন্দ্র সোমপাতম এবং সোমযাগের শেষফল আনন্দলোকে অমৃত হওয়া।[৫] আগেই দেখেছি, ইন্দ্রের জায়া কল্যাণী, তাঁর ঘরে আনন্দের সুষমা। এইসব থেকে ইন্দ্রপত্নীর একটা তাত্ত্বিক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি পরমপুরুষের পরমা শক্তি, তিনি

আনন্দ। কিন্তু সবটাই ইন্দ্রশক্তির খেলা। ১ নিঘ. ১।১১, ২।১, ৩।২। ২তু. 'শিক্ষা' শক্তিসঞ্চারের সামর্থ্য। দ্র. ঋ. ৭।১০৩।৫, টী. ৭৫৯। ৩তু. শিক্ষা শচীবস্ তব নঃ শচীভিঃ ১।৬২।১২ ; আরও দ্র. ৬।৩১।৪, ৮।২।১৫। ৪ ১।১০৬।৬, ৪।৩০।১৭, ৮।১৪।২, ১৫।১৩, ৩৭।১—৬ (ধুয়া), ৬১।৫, ৬২।৮। অশ্বিদ্বয় 'শচীপতিঃ শচীভিঃ' ৭।৬৭।৫। ৫ ১০।১৫৯ সূ. ; অনুরূপ ১৭৪ সূ. (গে.)। ৬কৌ. ৩।১।

৮৪৩ বৃ. ৪।২।২—৩। ১ছা. ১।১৩।২। ২ছা. ৪।৩।৮। তু. ঋ. ময়া সো অন্নম্ অত্তি যো বি পশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যু.ক্তম্, অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি ১০।১২৫।৪। জীবমাত্রেই অন্নাদ, কিন্তু সত্যকার অন্নাদী বাক্, সূ.তে যাঁর বিরাট্ রূপের বর্ণনা। ল. এইখানে উপনিষৎপ্রসিদ্ধ পাঁচটি **দ্বারপার** উদ্দেশ পাওয়া যাচ্ছে : বক্ত্রী 'বাক্', তারপর যথাক্রমে 'দর্শন' 'প্রাণন' 'শ্রবণ' (এবং তার সঙ্গে আবার 'বচন') এবং 'মনন'। এত স্পষ্ট উল্লেখ আকস্মিক হতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মের পঞ্চদ্বারপার ভাবনা খুবই প্রাচীন। অবশ্য এটি এসেছে শীর্ষণ্য সপ্ত প্রাণের ভাবনা থেকে। সাতটি প্রাণের মধ্যে মন ছাড়া আর চারটি দ্বারপাকে পাই। মন তাদের অধিপতি, আর মনই মানুষ। ৩ ১০।৯০।৫। ৪দ্র. প্র. ৬।১, ছা. ৬।৭।১ ; বৃ. ১।৫।১৪। ৫ঋ. ১।৮।৭, ৮।৬।৪০, ১২।১, ৬।৪২।২, ৮।১২।২০, ১।২১।১ ; ৯।১১৩।১১।

জগন্মূর্তি, সোম্যা সোম্যতরা এবং আনন্দময়ী। আমাদের মধ্যে তিনি পরমপুরুষের জন্য আকূতি—উশতী জায়ার মত। আর তা দেবতারই আত্মশক্তি।

ইন্দ্রের রূপ জন্মরহস্য এবং পরিজনের কথা এইখানেই শেষ হল। তারপর তাঁর

৩ গুণ ও কর্মের বৈশিষ্ট্য

রূপ গুণ কর্ম, আর মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ—এই নিয়ে দেবতার ভাবনা। বৈদিক দেবতার রূপের দিকটা বরাবর আবছা থেকে গেছে একথা আগেই বলেছি। ইন্দ্র নিঃসন্দেহে বেদের পরমদেবতা এবং 'পুরুহূত' ও 'পুরুষ্টুত'। তবুও তাঁকে নিয়ে ঋষির মনে রূপোল্লাস জাগেনি। অথচ রূপকে একেবারে বাদ দিয়ে শুধু নাম নিয়েও চলে না। কোন-না-কোনরকমে দেবতার কথঞ্চিৎ বিগ্রহবত্তা উপাসকের ভাবনায় এসেই যায়। এই রূপাভাসযুক্ত দেবতাকে আমরা বলতে পারি **পুরুষ**।

ঋক্‌সংহিতায় এই সংজ্ঞাটি আছে, কিন্তু এক পুরুষসূক্ত ছাড়া কোথাও দেবতার অভিধারূপে তা ব্যবহৃত হয়নি [৮৪৪]। পুরুষসূক্তের 'পুরুষ' বিশ্বরূপ। ঋগ্‌বেদের কোন-কোনও দেবতা—বিশেষ করে ইন্দ্র বিশ্বরূপ। ইন্দ্র যে বিশ্বরূপ, এটি খুব ফলাও

---

৮৪৪ দ্র. ঋ. পুরুষ ১০।৯৭।৪, ৫, ৮, ১৭, ৭।১০৪।১৫, ১০।৫১।৮, ১৬৫।৩; পুরুষসূক্তে ১০।৯০।১—৫, ৬, ৭, ১১, ১৫। >'পুরুষ'তা ৭।৫৭।৪, ৭৫।৮, ১০।১৫।৬; • ত্বতা ৪।৫৪।৩, ৫।৪৮।৫; ◦ ত্রা ৩।৩৩।৮, ৪।১২।৪; • অদ্ ১০।২৭।২২; ◦ ঘ্ন ১।১১৪।১০; পুরুষ্য ৭।২৯।৪। স্ত্রীলিঙ্গে 'পুরুষী' ৭।১০২।২। ব্রাহ্মণে বৃ. শ. অয়ং পুরুষঃ সর্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ঃ (< √শী) ১৪।৫।৫।১৮; য়ো হয়ং (বায়ুঃ) পবতে সো হস্যাং পুরি শেতে তস্মাৎ পুরুষঃ ১৩।৬।২।১; স য়ৎ পূর্বো হস্মাৎ সর্বস্মাৎ সর্বান্ পাপ্মন ঔষৎ তস্মাৎ পুরুষঃ (< √উষ্ 'দাহে') ১৪।৪।২।২। নি. 'পুরিষাদঃ (< √সদ্), পুরিশয়ঃ পূরয়তের্ বা' ৭।১৩। দ্র. টী. ৮০৪। আধারকে যা ভরে রাখে (√ পৄ ॥ পূর্), যেমন 'প্রাণ'—বাতাস হয়ে; বা চেতনা—আলো হয়ে। ॥ **পুরীষ** —[নিঘ. 'উদক' ১।১২; নি. 'পৃণাতেঃ পূরয়তের্ বা' ২।২২; তু. IE. *pelə* 'to fill', Lat. *ptere* 'to fill'] বস্তুত 'জলীয় বাষ্প, কুয়াসা'; তু. ঋ. পর্জন্যবাতা বৃষভা পুরীষিণা ১০।৬৫।৯ জলভরা মেঘ কুয়াসার মত ছুটে আসছে ঝড়ের তোড়ে, তারপরেই মুষলধারে বৃষ্টি হবে—দুটি বিশেষণে তার পরিষ্কার ছবি; পর্জন্যবাতা পুরীষাণি জিন্বতম্ অপ্যানি ৬।৪৯।৬, টী. ৫৭৬৪; অশ্বমেধের অর্শ্ব 'উদ্যন্ত্‌ সমুদ্রাদ্ উত বা ◦ষাৎ' ১।১৬৩।১ (তু. ইন্দ্র সম্পর্কে একই উক্তি ৪।২১।৩); উদ্ ঈরয়থা মরুতঃ সমুদ্রতো য়ূয়ং বৃষ্টিং বর্ষয়থা •ষিণঃ ৫।৫৫।৫; পরমপিতাকে 'দিব আহুঃ পরে অর্ধে •ষিণম্', ১।১৬৪।১২, টী. ৫৭৬; ইন্দ্র বলছেন, 'অহম্ এতং গব্যম্ অশ্ব্যং পশুং (তু. উপনিষদের মুখ্য প্রাণ, আরও তু. '"পুরুষ পশু' যাঁহতে বিশ্বের বিসৃষ্টি ১০।৯০।১৫) •ষিণং সায়কেনা (অর্থাৎ শক্তিপাতের দ্বারা) হিরণ্যয়ম্, পুরূ সহস্রা (হাজারে-হাজারে, অপর্যাপ্ত পরিমাণে) নি শিশামি (শাণিত করি, শাণ দিয়ে উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ করি প্রাণকে) দাশুষে য়ন্ মা সোমাস উক্‌থিনো অমন্দিষুঃ (মাতিয়ে তুলল) ১০।৪৮।৪; সরয়ুঃ ◦ষিণী ৫।৫৩।৯ (দ্র. টী. ৮৫২১); অয়ং য়ো বজ্রঃ পুরুধা (বিচিত্রভাবে) বিবৃত্তো (পাক দিয়ে চলেছে, দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়ছে) অবঃ (নীচে) সূর্যস্য বৃহতঃ ◦ষাৎ (ছটামণ্ডল হতে) শ্রব ইদ্ (একটি বিশিষ্ট শ্রুতি) এনা পরো (এর ওপারে) অন্যদ্ অস্তি, তদ্ অব্যথী (অবিচলিত থেকে) জরিমাণস্ (জ্ঞানবৃদ্ধেরা) তরন্তি (সাঁতরে তার কূলে ওঠেন) ১০।২৭।২১ (বৃহৎ সূর্য বা বৃহজ্জ্যোতির নীচে ইন্দ্রের বজ্রশক্তির লীলা, আর তার ওপারে পরমব্যোমে সহস্রাক্ষরা বাকের শ্রুতি, তু. ১।১৬৪।৪১); দেবানাং মানে (যোনিতে, অদিতির উপস্থে, তু. ৯।৭৩।৬ টী. ২৯৫ 'মায়াঃ') প্রথমা (আদিদেবেরা, আদিত্যেরা তু. ১০।৭২।৮, টী. ১৪১১; 'প্রথমাঃ'র অন্বয় 'দেবানাম্'এর সঙ্গে) অতিষ্ঠন্ (সেই-

করে বর্ণনা করা হয়েছে; অন্য দেবতার বেলায় সংজ্ঞাটি একটি বিশেষণ মাত্র।[১] এ-থেকে মনে হয়, সত্ত্বোদ্রেকের ফলে উপাসকের ইষ্ট যে-কোনও দেবতা বিশ্বরূপ হতে পারেন এবং ইন্দ্র পুরুহূত বলে তাঁর বিশ্বরূপতা সংজ্ঞামাত্রে সীমিত না থেকে বিবৃতিতে বিস্তার লাভ করেছে। আর এই বিবৃতির সর্বদেবসাধারণ দার্শনিক রূপায়ণ হল পুরুষসূক্তে। যে-দেবতা চেতনার জ্যোতির্বাষ্পময় লোকে এতদিন 'পুরুষবিধ'রূপে অস্পষ্ট ছিলেন, এইবার তিনি স্পষ্টত 'পুরুষ' হলেন। কিন্তু এ-পুরুষও মানব এবং অমানবের মাঝামাঝি।

বৈদিক দেবতা পুরুষ হলেও গ্রীক দেবতার মত কখনও পুরাপুরি মানব হয়ে ওঠেননি। অথচ আর্যভাবনায় মানবতার দিকেও একটা ঝোঁক নিশ্চয় ছিল, যা স্বভাবতই দানা বেঁধেছিল 'বিশ্' বা জনসাধারণের মধ্যে। পুরুষ সংজ্ঞাটি আশ্রয় করে আমরা আর্যসাধনার ইতিহাসে ভাবনার এক ত্রিস্রোতা দেখতে পাই। সাংখ্যের পরম তত্ত্ব, বেদের আদিদেবতা আর বেদাশ্রিত ভাগবতদের পরমদেবতা—সবাই 'পুরুষ'। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ অমানব 'পুরুষবিশেষ'। বেদের পুরুষ 'হিরণ্ময় পুরুষ'—যাঁর সম্বন্ধে কেউ বলেন তাঁর রূপ কল্যাণতম, কেউ বলেন তাঁর রূপ মানুষকে

থানেই ছিলেন), **কৃন্তত্রাদ্** (গভীর কূপ হতে, < √ কৃৎ 'কাটা' >কর্ত (তু. ৯।৭৩।৮, টী. ১৮৯১০ ॥ গর্ত; আরও তু. ধন্ব [শুকনা ডাঙা] চ যৎ কৃন্তত্রং চ কতি স্বিৎ তা বি য়োজনা [অর্থাৎ দুয়ের মধ্যে কত যোজন তফাত] ১০।৮৬।২০; অত্র তু. কাঠকস. শং নো আপো ধন্বন্যাশ্, শং নস্ সন্ত্বনূপ্যাঃ, শং নঃ সমুদ্রিয়া আপশ্ শম্ উ নস্ সন্তু কূপ্যাঃ ২।১ [২]; বর্তমান মন্ত্রেও 'অনুপে'র উল্লেখ ল.) এযাম্ উপরা (অর্থাৎ আদিত্যের মধ্যে যাঁরা আছেন পরার্ধে তু. ১০।১৬৪।১০) উদ্ আসন্ (উঠে এলেন; কিন্তু তাঁরা আর বিসৃষ্টির ধারায় প্রবাহিত হলেন না, 'পূর্বে দেবাঃ' বা 'সাধ্যাঃ' হয়ে নাকে রইলেন আপন মহিমায় তু. ১০।৯০।১৬, দ্র. ছা. ৩।১০।১...; আর বিসৃষ্টির ধারায় যাঁরা প্রবাহিত হলেন [তু. ঋ. অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব ১০।১২৯।৬], তাঁদের মধ্যে) ত্রয়স্ তপন্তি পৃথিবীম্ **অনূপা** (স্রোতের অনুকূলে, বিসৃষ্টির ধারা বেয়ে চলছেন যাঁরা. তু. অনূপে গোমান্ গোভির্ অক্ষাঃ সোমঃ ৯।১০৭।৯; এই 'ত্রয়ঃ' বা তিনজন দেবতা যাস্ক [নি. ২।২২] ও সায়ণের মতে পর্জন্য বায়ু এবং আদিত্য; উত্তরায়ণের শুরু থেকে তাপ ক্রমে বেড়ে চলে—বসন্তে আদিত্যের মৃদুতাপ, গ্রীষ্মে বায়ুর খরতাপ যাকে আমরা 'লূ' বলি, আর বর্ষার প্রাক্কালে প্রচণ্ড তাপ যেন পর্জন্যের; এমনি করে এই দেবতারা—'শীতোষ্ণবর্ষৈর্ ওষধীঃ পাচয়ন্তি' [নি.]—যা বস্তুত প্রাণের উল্লাস) দ্বা (দুজন দেবতা, নি-র মতে বায়ু এবং আদিত্য) **বৃবুকং** (অনন্য প্রয়োগ, নি. 'উদকনাম ব্রবীতের্ বা শব্দকর্মণো ভ্রংশতের্ বা' ২।২২; বস্তুত 'মেঘ', তু. ঋ. 'বৃবু' ৬।৪৫।৩১, ৩৩, অনুক্রমণিকার মতে একজন 'তক্ষা', তু. মস. ১০।১০৭, দ্র. গে.; 'তক্ষা' অব্যাকৃতকে ব্যাকৃত করে, তু. ঋ. ১।১৬৪।৪১; অব্যাকৃত 'পুরীষ' বা জলীয় বাষ্প জমে মেঘ হয়, তা-ই বৃবুর তক্ষণ—এমনটা কল্পনা করা যেতে পারে; ৬।৪৫।৩২, ৩৩এ পাই, 'যস্য বায়োর্ ইব দ্রবদ্ ভদ্রা রাতিঃ সহস্রিণী...সদা গৃণন্তি কারবঃ, বৃবুং সহস্রদাতমং সূরিং সহস্রসাতমম্' অর্থাৎ সূর্যের মত জলকে বাষ্পের আকারে শুষে নিয়ে বৃষ্টির আকারে ফিরিয়ে দেন: এখানে মেঘবাষ্প আর মেঘের ধ্বনি) বহতঃ পুরীষম্ (আদিত্য বহন করেন মেঘবাষ্প, আর বায়ু বহন করেন মেঘ; তারপর যে-ধারাবর্ষণ তা পর্জন্যের; সমস্তটাই বিসৃষ্টির তপস্যা) ১০।২৭।২৩। অতএব 'পুরীষ' জলীয় বাষ্পের বা আলোর কুয়াসা এবং একটা অব্যাকৃত ও রহস্যময় কিছুর বাচক (তু. সামসংহিতায় মহানাম্ন্যার্চিকের শেষে পাঁচটি 'পুরীষপদ'। মানুষের প্রাণচেতনা আধারব্যাপী এমনিতর একটা 'পুরীষ' > 'পুরুষ'। এই প্রসঙ্গে তু. 'পুরুষং' (=পুরীষং) চৌ. বধীনাম্ ১০।৫১।৮ (তু. টী. ২৭৭)। [১]দ্র. টীমূ ৪০।

দেখা দেবার জন্য তার সামনে এসে দাঁড়ায় না। আর ভাগবতদের পুরুষ 'মানুষীং তনুম্ আশ্রিতঃ' পুরুষোত্তম। সাংখ্যের পরম তত্ত্ব অমানব হয়েও 'পুরুষ' নাম পেল, এটি লক্ষণীয়। সাংখ্যবাদী মুনিপন্থী হয়েও এ-সংজ্ঞাটি গ্রহণ করেছেন বৈদিক ঋষিদের কাছ থেকে, যাঁরা পুরুষ বলতে বুঝতেন মানুষকে আর সে-মানুষ 'আত্মা' এবং 'তনু'র সমাহার। বেদে এই শব্দ দুটি অন্যোন্যবিকল্পিত [৮৪৫] অর্থাৎ ঋষির কাছে আত্মা ছাড়া দেহ এবং দেহ ছাড়া আত্মা অকল্পনীয়। পুরুষের যে 'অজো ভাগঃ' তা-ই তার আত্মা, আর শরীর বা তনু তারই বিভূতি—দুটিকে পৃথক করা যায় না।[১] বিশ্বরূপ যে বিরাট পুরুষ, তাঁর সহস্র শীর্ষ অক্ষি এবং পদ; এই তাঁর তনু। আবার একে আবৃত করেও তিনি এর 'অতিষ্ঠা'; এই তাঁর আত্মা।[২] আত্মা আর তনুর এই সম্পরিষঙ্গ হতে আত্মাকে বিশ্লিষ্ট করে নিয়ে সাংখ্যবাদীরা তাকেই বললেন 'পুরুষ', তনুকে তাঁরা উপেক্ষা করলেন। তাঁদের পুরুষ অসঙ্গ, 'কেবল'—বেদের 'নিষ্কেবল' ইন্দ্রের মধ্যে যাঁর ধ্বনি আছে। আর ভাগবতেরা শুধু আত্মাকে নয়, তনুকেও বললেন দিব্য—তাই তাঁদের পুরুষ হলেন 'পুরুষোত্তম'।

গীতায় 'ভগবান' বলছেন আমি 'লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ' (১৫।১৮)। কিন্তু **পুরুষোত্তম** সংজ্ঞাটি বেদে নাই। ছান্দোগ্যোপনিষদে সিদ্ধ 'উত্তম পুরুষে'র কথা আছে, যিনি সম্প্রসাদরূপে 'পর্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্ বা যানৈর্ বা জ্ঞাতিভির্ বা নোপজনং স্মরন্ ইদং শরীরম্'—ঘুরে বেড়ান খেয়ে, খেলা করে, স্ত্রীগণ যান ও জ্ঞাতিদের সঙ্গে রমণ করে, এখানে উপজাত শরীরকে মনে না রেখে'।[৩]

---

৮৪৫ দ্র. টী. ৬৬০। 'আত্মা' এবং 'তনূ' দুটিই বোঝায় মানুষের 'নিজেকে' (self)। **আত্মা** তার প্রাণবায়ু, তু. ঋ. মৃত্যুর পর 'গচ্ছতু বাতম্ আত্মা' ১০।১৬।৩, আত্মন্বন্ নভঃ ৯।৭৪।৪, বায়ু 'আত্মা দেবানাম্' ১০।১৬৮।৪...। আর **তনূ** মুখ্যত তার শরীর, যেমন 'স্থিরৈর্ অঙ্গৈস্ তুষ্টুবাংসস্ তনূভিঃ' ১।৮৯।৮, যত্রা নশ্চক্রা জরসং তনূনাম্ ৯, তা বাং (অশ্বিনৌ) বিশ্বকো হবতে তনূ-কৃথে (হিরণ্ময় শরীর করবার জন্য ৮।৮৬।১—৩...। কিন্তু দুটিকে কখনও আলাদা করা যায় না। তাই দুটির অর্থই হল তনূ আর আত্মার সমবায়ে পুরুষের অখণ্ড স্বরূপ। তু. শ. আত্মা বৈ তনূঃ ৬।৭।২।৬। যেমন ঋ.তে. 'দক্ষিণান্নং বনুতে যো ন আত্মা' (১০।১০৭।৭, এখানে 'আত্মা' উপনিষদের ভাষায় 'অন্নময় পুরুষ' বা দেহ), তেমনি 'অথর্যা রোচৎ স্বাং তন্বম্ ইন্দ্রম্ এব (১০।১২০।৯, এখানে 'তনূ' আত্মা): দ্র. টীমূ. ৩৫৭। [১] তু. ১০।১৬।৩, ৪; সেখানে পুরুষের 'আত্মা' প্রাণবায়ু যা মৃত্যুতে বিশ্বপ্রাণে ফিরে যায়; তার সঙ্গে আছে তার 'শরীর' যা অন্নময় বলে ওষধি হতে জাত, অতএব তাও তখন বিভু হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সব ওষধিতে (ওষধিষু প্রতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ ৩; 'প্রতি' উপসর্গ এবং বহুবচন ল. যেন প্রতিটি ওষধি তার 'প্রতিশরীর', যেমন বিশ্বরূপে ইন্দ্রের 'প্রতিরূপ'); আছে তার 'অজো ভাগঃ' যাকে অগ্নি বহন করে নিয়ে যাবেন 'উ লোকে' বা চেতনার অনিবাধ বৈপুল্যে; তার এই আত্মা শরীর এবং অজ ভাগের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অগ্নির 'শিবা তন্বঃ' (৪) যা তাঁর আত্মাও বটে—কেননা তিনি 'সূরো ন রুরুক্বাঞ্ ছতাত্মা'—সূর্যের মত ঝলমল করছেন শতাত্মা হয়ে (১।১৪৯।৩)। সর্বত্র 'আত্মা' এবং 'তনূ' একাকার। [২] দ্র. ১০।৯০।১; তু. সূর্য আত্মা জগতস্ তস্থুষশ্ চ ১।১১৫।১, টী. ৭৫১; আরও তু. স (পর্জন্যঃ) রেতোধা বৃষভঃ শশ্বতীনাং তস্মিন্ আত্মা জগতস্ তস্থুষশ্ চ ৭।১০১।৬, টী. ৮৮৭। এখানে 'আত্মা'রূপে বিশ্বভূ ও অন্তর্যামী পরমদেবতার তিনটি বিভাব পাচ্ছি—পুরুষ, সূর্য ও পর্জন্য। প্রথমটি তত্ত্ব, দ্বিতীয়টি সাধারণ দেবতা (দ্র. সর্বানুক্রমণীপরিভাষা ২।১৪—১৮), তৃতীয়টি বিশিষ্ট দেবতা। [৩] ছা. ৮।১২।৩, দ্র. বেমী. ১৬৪২৯২। উপনিষদের 'উত্তমপুরুষ' শব্দটি গী.তে ঠিক আগের

এই সিদ্ধ পুরুষই লৌকিক ভাবনায় দেবতার অবতাররূপে কল্পিত হয়েছেন বলা চলে। পরমপুরুষের সঙ্গে মর্ত্যপুরুষের সাযুজ্যবোধ হল তার বীজ। সাযুজ্যবোধে বৈদিক অধ্যাত্মসাধনারও চরম সিদ্ধি। বাসুদেব কৃষ্ণ অধ্যাত্মানুভবে এবং লোকদৃষ্টিতে পুরুষোত্তমরূপে প্রথিত হয়েছেন এইভাবে। লক্ষণীয়, ছান্দোগ্যে উত্তমপুরুষের এই প্রবচন ইন্দ্রের প্রতি প্রজাপতির—যেন তিনিই এই পুরুষ। বাসুদেব কৃষ্ণের সঙ্গে এই উত্তমপুরুষের মিলের কথা আগেই বলেছি। এই প্রসঙ্গে আঙ্গিরস কৃষ্ণের ইন্দ্র-সূক্তগুলিও স্মরণীয়।[৪]

মুনিপন্থীদের বিবিক্ত 'পুরুষ' (Spirit) আর ভাগবতদের ঈশ্বর-পুরুষ বা 'পুরুষোত্তম' (Man-God)—পুরুষভাবনার এই দুটি কোটির মধ্যে বেদের 'পুরুষ' (God)। অমানব আর মানবের মধ্যে তিনি যেন বাচ খেলছেন। তাঁর প্রপঞ্চন আমরা দেখতে পাই

শ্লোকে আছে অসমস্ত হয়ে—কিন্তু ঈশ্বরের সংজ্ঞারূপে। ৪ ঋ. ১০।৪২—৪৪ সূ.। তিনটি সূক্তের মধ্যে ল. মন্ত্রাংশগুলি তুলে দিচ্ছি। প্রথমেই চোখে পড়ে মধুরভাবের দুটি উক্তি: 'প্র বোধয় জরিতর্ জারম্ ইন্দ্রম্' —হে বৈতালিক, প্রবুদ্ধ কর বঁধু ইন্দ্রকে (পরকীয়া নারীর মত) ১০।৪২।২ ;...মে...মতয়ঃ...পরিষ্বজন্তে জনয়ো যথা পতিম্...৪৩।১ (দ্র. টী. ১৯৩, ৮৩৮। ল. ইন্দ্রকে জাগাবার সময় তিনি 'জার', কিন্তু কাছে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরবার সময় তিনি 'পতি'; অর্থাৎ প্রথম মন্ত্রে নায়িকা পরকীয়া, দ্বিতীয় মন্ত্রে স্বকীয়া—গোপীদের মতন। তিনটি সূক্তেরই শেষের মন্ত্র দুটি একরকম। অন্তিমমন্ত্রের প্রথমার্ধে বৃহস্পতি আছেন সর্বত্র—পিছনে উপরে, নীচে; উত্তরার্ধে ইন্দ্র আছেন সামনে এবং মধ্যে, আছেন সখাদের কাছে সখার মত, আনছেন বৈপুল্যের চেতনা। এই সখ্যরতির কথা কৃষ্ণের একটি অশ্বিসূক্তে ধুয়ার আকারে পাওয়া যায়: 'মা নো বি যৌষ্টং সখ্যা' —আমাদের সখ্য হতে সরে যেও না (৮।৮৬।১...)। একটি ইন্দ্রসূক্তের দুজায়গায় মনুর জন্য অর্থাৎ সর্বমানবের জন্য ইন্দ্রের সূর্যজয়ের কথা আছে (১০।৪৩।৪,৮)। প্রায় একই ভাষায় পাশা খেলার উপমা আছে দুজায়গায় (১০।৪২।৮, ৪৩।৫)। উপনিষদের শরবৎ তন্ময়তার উপমাটি একজায়গায় পাওয়া যাচ্ছে: অস্তে.ব (ধানুকীর মত) সু প্রতরং লায়ম্ (তীর) অস্যন্ (১০।৪২।১ ; তু. ইষুর্ ন ধন্বন্ প্রতি ধীয়তে মতিঃ ৯।৬৯।১)।...কৃষ্ণের তিনটি ইন্দ্রসূক্ত ছাড়া তিনটি অশ্বিসূক্তও আছে। তার দ্বিতীয়টিতে তিনি নিজেকে বলছেন 'বিশ্বক' অর্থাৎ ছোটখাটো একটি বিশ্ব, যেন তাঁর পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের অনুভূতি হয়েছে। এই নামটি একেবারে নতুন, বৈদিক সাহিত্যের আর কোথাও এর উল্লেখ নাই। বিশ্বক অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করছেন 'তনূকৃথে'—তাঁরা তাঁর হিরণ্ময় দিব্যশরীর করে দেবেন বলে। সা. এখানে 'তনূ' বলতে বুঝেছেন 'পুত্র' এবং গে. তাঁকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ঋ.তেই অগ্নিকে বলা হচ্ছে 'তনূকৃদ্ বোধি (হও) প্রমতিশ্ চ কারবে' (১।৩১।৯ ; তু. মৈত্রায়ণীস. অগ্নে ব্রতপতে যা তব তনূর্ ময্যাভূদ্, এষা সা ত্বয়ি; অগ্নে ব্রতপতে যা মম তনূস্ ত্বয্যাভূদ্ ইয়ং সা ময়ি ১।২।১৩ ; প্রতিতু. ঋ. তনূকৃদ্ভ্যঃ ৮।৭৯।৩, মা. ৫।৩৫ < √কৃৎ 'কাটা', দ্র. ভাষ্য)। সুতরাং বিশ্বকের এই তনূ উপনিষদের যোগাগ্নিময় শরীর (শ্বে. ২।১২), যা প্রেতির পর হয় বিশ্বব্যাপ্ত (ঋ. ১০।১৬।৩)। বিশ্বক এখানে জীবদ্দশাতেই সে-অনুভব চাইছেন। বিশ্বকের পুত্র 'বিষ্ণাপূ'। নামটিতে ব্যাপ্তিচৈতন্যের ধ্বনি আছে। এটিও আর কোথাও পাওয়া যায় না। বিষ্ণাপূ (ঋ. ৮।৮৬।৩) হারিয়ে গিয়েছিলেন, অশ্বিদ্বয় আবার তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন বিশ্বকের কাছে—এ-কাহিনীর উদ্দেশ ঋ.র কয়েকজায়গায় পাওয়া যায় (১।১১৬।২৩, ১১৭।৭, ১০।৬৫।১২)। বাসুদেব কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নও এমনিতর হারানিধি। ৮।৮৬তে অনুক্রমণিকায় ঋষিবিকল্প আছে, 'বিশ্বকো বা কার্ষ্ণিঃ'। মনে হয়, এ-বিকল্প পরে দেখা দিয়েছে—'বিশ্বক' এই অনতিপরিচিত নাম থেকে। এই সূক্তের আগের এবং পরের সূক্তটি অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে কৃষ্ণেরই রচিত, সুতরাং মাঝেরটিও তাঁরই হওয়া সম্ভব। শাংব্রা.তে কৃষ্ণ একটি বিশিষ্ট তৃতীয়সবনের দ্রষ্টা (৩০।৯)। সে-যুগে ক্ষত্রিয় ঋষির অভাব ছিল না, তু. ছা.তে উদ্গীথকুশল প্রবাহণ জৈবলি (১।৮।১)। দেবতার সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্ক যেন বাসুদেবার্জুনের মত, কিন্তু একধাপ উজিয়ে।

উপনিষদে। মৌনভাবনোপরক্ত কঠোপনিষদে পাই, 'পুরুষ ব্যাপক ও অলিঙ্গ। স্পষ্ট করে দেখবার জন্য তাঁর রূপ কারও সামনে দাঁড়িয়ে থাকে না, চোখ দিয়ে কেউ তাঁকে দেখে না [৮৪৬]।' এই ভাবনা ঝুঁকেছে সাংখ্যের পুরুষের দিকে। আবার ঈশোপনিষদে পরমপুরুষকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, 'তোমার যে-রূপ কল্যাণতম, তোমার সেই রূপ আমি দেখি। ওই ওই যে-পুরুষ, তিনিই হচ্ছি আমি।'[১] এই ভাবনায় পাই অনুভবের আরেকটি কোটি, যা ঝুঁকেছে রূপোল্লাসের দিকে। এটি আর্যদর্শনের অনুগত। ভাগবতদের ভাষায় এই কল্যাণতম রূপ ভগবানের সেই সত্ত্বতনু যা বিশ্বরূপে 'বিবর্তিত' হয়েছে: 'যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ, তদ্ বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বম্ ঊর্জিতম্।'[২] সাধারণভাবে এর বিবৃতি যেমন উপনিষদে পাই, তেমনি সংহিতাতে পাই বিশেষ করে ইন্দ্র সম্পর্কে—ইন্দ্র রূপে-রূপে প্রতিরূপ। অবশ্য 'রূপংরূপং' বলতে শুধু আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পার্থিব রূপই বোঝায় না, বোঝায় অন্তরে-বাইরে যে-কোনও লোকের যে-কোনও রূপ। শৌনকসংহিতার স্কম্ভসূক্তে এই ভাবনা খুবই পরিস্ফুট। স্কম্ভ সর্বাধার ব্রহ্ম। তাঁকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে: 'স্কম্ভে সব লোক, স্কম্ভে তপ, স্কম্ভেই সমাহিত ঋত। হে স্কম্ভ, তোমাকে [যে] প্রত্যক্ষ জানে, (সে জানে) ইন্দ্রে সব সমাহিত। ইন্দ্রে সব লোক, ইন্দ্রে তপ, ইন্দ্রেই সমাহিত ঋত। [হে] ইন্দ্র, তোমাকে [যে] প্রত্যক্ষ জানে, [সে জানে] স্কম্ভে সব প্রতিষ্ঠিত।'[৩] এখানে স্কম্ভই ইন্দ্র, ইন্দ্রই স্কম্ভ; এবং তিনি অন্তরে-বাইরে সব-কিছুর প্রতিষ্ঠা।

এই প্রতিষ্ঠাতত্ত্ব ঋক্‌সংহিতায় কখনও 'বিশ্বমিন্ব' ও 'দেবপুত্র' দ্যাবা-পৃথিবী [৮৪৭], প্রতীকী ভাষায় কখনও বৃষভ-ধেনুর একটি মিথুন,[১] কখনও দার্শনিক ভাষায় দেবতা

---

৮৪৬ ক. অব্যক্তাৎ তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকো ঽলিঙ্গ এব চ।...ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপম্ অস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্ চনৈনম্ ২।৩।৮-৯। তু. শ্বে. ৪।২০। ল. দুটিই মৌনভাবনোপরক্ত যোগোপনিষৎ। [১] ঈ. যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি, যো ঽসাব্ অসৌ পুরুষঃ সোঽহম্ অস্মি ১৬। [২] ভা. ১।৩।৩। 'বিবর্তিত' তু. শৌ. যত্র স্কম্ভঃ প্রজনয়ন্ পুরাণং ব্যবর্তয়ৎ ১০।৭।২৮। অনুরূপ ভাবনা ঋ. স সধ্রীচীঃ (অনুকূল স বিষূচীর্ (প্রতিকূল; 'অপঃ' উহ্য) বসান (অর্থাৎ বিচিত্র প্রাণের বসন প'রে) আ বরীবর্তি (এখানে 'আবর্তন') ভুবনেষ্বন্তঃ ১০।১৭৭।৩। [৩] শৌ. স্কম্ভে লোকাঃ স্কম্ভে তপঃ স্কম্ভে অধ্য্ ঋতম্ আহিতম্। স্কম্ভ ত্বা বেদ প্রত্যক্ষম্ ইন্দ্রে সর্বং সমাহিতম্। ইন্দ্রে লোকা ইন্দ্রে তপ ইন্দ্রে অধ্য্ ঋতম্ আহিতম্, ইন্দ্রং ত্বা বেদ প্রত্যক্ষং স্কম্ভে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ১০।৭।২৯-৩০।

৮৪৭ তু. ঋ. ১।৭৬।২, ৩।৩৮।৮, ৯।৮১।৫, ১০।৬৭।১১; ১।১০৬।৩, ১৫৯।১, ১৮৫।৪, ৪।৫৬।২, ৬।১৭।৭, ৭।৫৩।১, ১০।১১।৯। তাঁরা বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, দেবগণ তাঁদের পুত্র; অর্থাৎ দ্যুলোক-ভূলোক সব চিন্ময়, দেবগণ তার স্বাভাবিক বিসৃষ্টি। [১] দ্র. ৩।৩৮।৭, ত্রিপাজস্যো (তিনটি তাঁর **পাজস্য**: এটি কোন্ অঙ্গ, ঠিক বোঝা যায় না; তু. অশ্বের মা. ২৫।৮ এবং তত্র উব্বট, অজের শৌ. ৪।১৪।৮, বশা গাভীর শৌ. ১০।১০।২০, অশ্বের বৃ. দ্যৌঃ পৃষ্ঠম্ অন্তরিক্ষম্ উদরং পৃথিবী পাজস্যম্ ১।১।১ = দ্যৌঃ পৃষ্ঠম্ অন্তরিক্ষম্ উদরম্ ইয়ম্ [অর্থাৎ পৃথিবী] উরঃ ১।২।৩—এখানে 'বুক'?; নিঘ. পাজস্ 'বল' ২।৯, অতএব 'পাজস্য' বলশালী অঙ্গ, তাইতে বৃষভের 'ঝুঁটি'? এবং তার সঙ্গে প্রতিতু. ধেনুর 'উধঃ'?) বৃষভো বিশ্বরূপ উত ত্র্যুধা (তিনটি তাঁর পালান, অতএব তিনি ধেনুও) পুরুধা (বহুভাবে) প্রজাবান্ ত্র্যনীকঃ (তাঁর জ্যোতির্ময় তিনটি মুখ—

এবং তাঁর মায়া[২]—যেমন ইন্দ্রের, বরুণের। দেখেছি, সংহিতায় এই মিথুনতত্ত্বটি বিশেষ করে প্রপঞ্চিত হয়েছে ইন্দ্রের বেলায়। মিথুন থেকে বিসৃষ্ট হয় প্রজা। পাই তিনটি তত্ত্ব—জনক, জনিত্রী এবং জাতক। কিন্তু অদিতি-চেতনায় বা অদ্বৈতদৃষ্টিতে তিনটি আলাদা তত্ত্ব নয়—এরা একে তিন, তিনে এক। সংহিতার ভাষায় 'অদিতির্

অগ্নি চন্দ্র ও সূর্যরূপে অথবা অগ্নি বিদ্যুৎ ও সূর্যরূপে তু. ঋ. ৩।২৬।৭ টী. ৩৩৩, ১।১১৫।১ টী. ৭৫১) পত্যতে (সবার পতি অর্থাৎ 'প্রজাপতি') মাহিনাবান্ত্ (মহিমময়) স রেতোধা বৃষভঃ শশ্বতীনাম্ (ধেনুদের) ৫৬।৩ দ্র. টী. ৪০২, বৃষা শুক্রং দুদুহে পৃশ্নির্ উধঃ ৪।৩।১০ টী. ১৭১৪, ১০।৫।৭। ২ **মায়া**: ঋ.তে মায়ার সহজ অর্থ হচ্ছে 'শক্তি', একটা কিছু করবার সামর্থ্য। অধুনাপ্রচলিত 'ইন্দ্রজাল' অর্থের আভাস একটি জায়গা ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না (তু মায়েৎ সা তে যানি যুদ্ধান্যাহুঃ ১০।৫৪।২ টী. ৭৭৯; ল. এখানে উদ্দিষ্ট দেবতা 'ইন্দ্র', তাঁর 'কর্মজাল' মায়া, তু. শৌ. অয়ং লোকো জালম্ আসীচ্ ছক্রস্য মহতো মহান্, তেনা.হ ইন্দ্রজালেনা.মূংস্ তমসা.ভি দধামি সর্বান্ ৮।৮.৮; আরও. তু. শ্বে.র একো জালবান্ ঈশত ঈশনীভিঃ ৩।১, একৈকং জালং বহুধা বিকুর্বন্ন্ অস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যে.ষ দেবঃ [রুদ্রঃ] ৫।৩। প্রতিতু. যাতুধানের মায়া টীমূ. ৬১। মূলত এই মায়া 'অসুরস্য মায়া' (তু. ঋ. মিত্রাবরুণা...দ্যাং বর্ষয়থো 'অসুরস্য মায়য়া' ৫।৬৩।৩; ধর্মণা মিত্রাবরুণা বিপশ্চিতা ব্রতা রক্ষেথে ০, ঋতেন বিশ্বং ভুবনং বি রাজথঃ ৭, ল. মায়া এখানে 'ধর্ম' এবং 'ঋতে'র ব্যঞ্জনাবাহী; পতঙ্গম্ অক্তম্ ০ হৃদা পশ্যন্তি. ১০।১৭৭।১ টী. ৪১।২)। এসবজায়গায় 'অসুর' সেই অনুত্তর পরমদেবতা, দেবতারা যাঁর বিভূতি (তু. ৩।৫৫ সূ. ধুব্রা, টীমূ. ১৩৬)। মায়া তাঁর স্বরূপশক্তি বা পুরাণী প্রজ্ঞা, বিশ্বের প্রথম ধর্ম। এই অসুর যখন বিশ্বমূল এবং দেবতাদেরও প্রাগ্‌ভাবী (তু. দেবানাং পূর্ব্যে যুগে ঽসতঃ সদ্ অজায়ত...যুগে প্রথমে ১০।৭২।২, ৩; এখানে 'অসৎ'এর সঙ্গে 'অসুরে'র ধ্বনিসাম্য ল., দুটি একই তত্ত্ব), তখন তাঁর মায়া দেব এবং অদেব উভয়ের মধ্যেই বর্তাবে—কেননা দেবতা এবং অসুর দুইই তাঁহতে সম্ভূত (তু ছা. ১।২।১, ৮।৭।২...; বৃ. ১।৩।১, ৫।২.১)। তাই ঋ.তে একদিকে যেমন আছে দৈবী মায়ার কথা, তেমনি আছে 'অদেবী মায়া'র (তু মরুদ্‌গণ 'নরো বৃত্রহত্যেষু শূরা বিশ্বা অদেবীর্ অভি সন্তু মায়াঃ ৭।১।১০, ল. এই মায়া অভিভূত হয় বৃত্রহত্যার সময়, সুতরাং এর আয়তন অধ্যাত্ম—এ বিশ্বমূল মায়া নয়; প্রে.ন্দ্রস্য বোচং প্রথমা কৃতানি প্র নূতনা মঘবা যা চকার, যদ্ অদেবীর্ অসহিষ্ট (অভিভূত করেছিলেন) মায়া অথা.ভবৎ কেবলঃ সোম অস্য ৯৮।৫ ('কেবল সোম' অসঙ্গের আনন্দ, যা 'শ্রম' এবং 'তপঃ'র পরিণাম, তু. শৌ. যঃ শ্রমাৎ তপসো জাতো লোকান্ত্ সর্বান্ সম্ আনশে, সোমং যশ্ চক্রে কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ ১০।৭।৩৬, ল. 'শ্রম' > শ্রমণ, মুনিপন্থী দ্র. তৈআ. ২।৭।১, বেমী ৯৫ ২০১); অগ্নি 'প্রা.দেবীর্ মায়াঃ সহতে দুরেবাঃ [দুশ্চরিত] ৫।২।৯)। এই অদেব প্রধানত বৃত্র (তু. ঋ. বজ্রেণ হি বৃত্রম্ অস্তর্ [ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন] অদেবস্য শূশুবানস্য [ফেঁপে-ওঠা বা উপচিত শৌর্য যার] মায়াঃ...জঘন্থ ১০।১১১।৬; সে 'মায়ী মৃগ' অর্থাৎ পাশব বৃত্তির মায়া, ইন্দ্র তাকে বধ করেন তাঁর দৈবী মায়া দিয়ে ১।৮০।৭ টী. ৭২৩; আরও তু. ১০।১৪৭।২, ৫।৩০।৬, ২।১১।১০, ৬।২২।৬) এবং অনুষঙ্গক্রমে তার অনুচরেরা (তু. শুষ্ণের মায়া ১।১১।৭, ৫।৩১।৭, ৬।২০।৪; স্বর্ভানুর ৫।৪০।৬, ৮; বৃষশিপ্রের ৭।৯৯।৪; পণির ৬।৪৪।২২, দস্যু বা দস্যুদের ১।১১৭।৩, ৩৩।১০; সাধারণভাবে ১।৫১।৫, ৬।৪৫।৯, ৮।৪১।৮, ১।৩২।৪...)। এই বৃত্র এবং তার অনুচরেরা নিঃসন্দেহে অধ্যাত্ম অদিব্যশক্তি যা আলো বা আমাদের চিত্তের স্বচ্ছতাকে ধূমায়িত করে, যাদের মায়ার শেষ রেশটুকু শূন্যতার দেবতা বরুণ তাঁর জ্যোতির্ময় চরণের আঘাতে ছিটকে দিয়ে আরোহণ করেন বিশোক লোকে (৮।৪১।৮, দ্র. টীমূ. ১৫৭৫)। এই বৃত্র 'সপ্তথ' অর্থাৎ সাতজনের একজন: তু. স (ইন্দ্র) হি দ্যুতা বিদ্যুতা (বিদ্যুতের ঝলকে-ঝলকে তু. কে. ৪।৪) বেতি (নন্দিত হন) সাম (আমাদের সামগানে, আর তখনই) পৃথুং যোনিম্ (অদিতির উপস্থ, সোমমণ্ডলে 'ঋতের যোনি', সেই অক্ষর পরমব্যোম যেখানে বিশ্বদেবগণ নিষণ্ন ১।১৬৪।৩৯) অসুরত্বা (অসুর বলেই) সসাদ (তাতে আসীন হলেন) স সনীলে.ভিঃ (একই নীড়বাসীদের সঙ্গে অর্থাৎ মরুদ্‌গণকে নিয়ে) প্রসহান (ধুলায় লুটিয়ে দিচ্ছেন) অস্য (এই বৃত্রের) ভ্রাতুর্ ন ঋতে (অবশ্য তাঁর ভাইকে ছেড়ে নয় অর্থাৎ বিষ্ণুর সঙ্গে এক হয়ে তু. ৭।৯৯।৪-৬; এই বাক্যাংশটি যেন বন্ধনীর মধ্যে) সপ্তথস্য মায়াঃ ১০।৯৯।২। যেমন অদিতির সাত ছেলে সাত আদিত্য, তেমনি দিতিরও সাত ছেলে সাত দানব বা অদিব্যশক্তি: তু. ত্বং হ ত্যৎ :(তুমি হচ্ছ সেই, যে নাকি) সপ্তভ্যঃ (সাতজনের) জায়মানো ঽশত্রুভ্যো অভবঃ শত্রুর্ ইন্দ্র

মাতা স পিতা স পুত্রঃ।'[৩] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইন্দ্র যখন জাতক, তখন আমরা এই ত্রয়ীকে যেমন পাই, অধিদৈবতদৃষ্টিতে ইন্দ্র যখন জনক তখনও। জনক ইন্দ্র বিশ্বরূপ এবং 'বিশ্বভূ'[৪]—তিনিই এই বিশ্ব হয়েছেন তাঁর মায়ায়, যা তাঁর শচী বা শক্তি। এখানে ইন্দ্র জনক, মায়া বা শচী জনিত্রী এবং বিশ্ব জাতক। এই ত্রিপুটী দর্শনে বিবর্তিত হয়েছে পরিণামবাদে, যার সুস্পষ্ট দ্যোতনা পাই ঈশোপনিষদের প্রথমেই—ঈশ জগতী এবং জগৎএর উপস্থাপনায়। এর পৌরাণিক রূপ হল শিব শক্তি কুমার, যার দার্শনিক প্রতিরূপ পতি পাশ পশু। পিতা মাতা এবং পুত্রের প্রাকৃত ত্রিপুটীর ছক বিশ্বেরও মূলে—এই ভাবনা এদেশের অধ্যাত্ম চেতনা ও সাধনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সংহিতায় অদিতিকে আশ্রয় করে দেখি তার দার্শনিক উপস্থাপনা, আর ইন্দ্রে তার প্রপঞ্চন।

'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।' জনক জায়ার ভিতর দিয়ে জাতক হন, ইন্দ্র মায়ার ভিতর দিয়ে হন বিশ্বরূপ। এটি বিসৃষ্টি বা অধঃপরিণামের ধারা। পুরুষের গুণ ও কর্মের

(অর্থাৎ সমস্ত ভুবনে এতক্ষণ ছিল সপ্তবৃত্র বা সপ্ত অবিদ্যার নিরঙ্কুশ আধিপত্য, তুমি এসে তাদের রুখে দাঁড়ালে), গূল্.হে (অন্ধকারে ও নিরানন্দে ঢাকা) দ্যাবাপৃথিবী অন্ব.বিন্দো (খুঁজে [পেলে), বিভুমদ্‌ভ্যো ভুবনেভ্যো (এতদিন সপ্তভুবন অনাথ ছিল, তোমায় পেয়ে সনাথ হল) রণং (আনন্দ) ধাঃ (৮।৯৬।১৬; তু. ১০।৫৯।৮ টী. ৩০৩, সপ্ত দানূন্ ১০।১২০।৬ টী. ১৩১২)। এরাও প্রাজাপত্য বা বিশ্বশক্তি নিশ্চয়—এমনকি একসময় যখন ইন্দ্র ছিলেন না, তখনও এরা ছিল। কিন্তু তাবলে এরাই বিশ্বের স্রষ্টা বা প্রভু, এ-ভাবনা বৈদিক নয়। এদের ক্রিয়া অনুভূত হয় আমাদের চেতনায়। এদের মায়া হচ্ছে সেই 'নীহার' বা কুয়াসা, যা আমাদের বোধকে 'প্রাবৃত' ক'রে নানা জল্পনায় মুখর করে তুলেছে, শুধু প্রাণের তর্পণে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে অন্তরের দেবতাকে জানতে না দিয়ে (দ্র. ন তং বিদাথ য ইমা জজান ১০।৮২।৭, টী. ৬১।২ ; এখানে 'ন বিদাথ'=অবিদ্যা ; কিন্তু তা-ই যে 'ইমা জজান', তা তো নয়)। এই অদেবী মায়াকে বিশ্বজননীর আসনে বসিয়েছেন বিজ্ঞানবাদী বা বৈনাশিক বৌদ্ধেরা এবং তাঁদের ভাবনা শঙ্করদর্শনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বস্তুত বিশ্বের সৃষ্টি অদেবী মায়া হতে নয়, দৈবী মায়া হতে। আগেই বলেছি, এ-মায়া 'অসুরস্য মায়া'—পরমদেবতার বিশ্বরূপে 'প্রসৃতা পুরাণী প্রজ্ঞা' (তু. শ্বে. ৪।১৮)। নিঘ.তে তাই মায়ার অর্থ দেওয়া হয়েছে 'প্রজ্ঞা' (৩।৯ ; ল. তত্র সমার্থক 'অসুঃ' 'শচী'); অদেবী মায়া সেখানে উপেক্ষিত। ঋ.তে এই মায়া অগ্নি মরুদ্‌গণ অশ্বিদ্বয় পূষা বিষ্ণু মিত্র ও আদিত্যগণের—বিশেষ করে ইন্দ্র ও বরুণের। বিশ্বভুবনের বিসৃষ্টি হয়েছে এই মায়া হতেই সোম্য আনন্দের উল্লাসে: 'অরূরুচদ্ (ঝলমলিয়ে তুললেন) উষসঃ পৃশ্নির্ (এখানে সোমের বিণ., কিন্তু মরুদ্‌গণের জননীর ধ্বনি আছে—কেনন। আদিদেব অর্ধনারীশ্বর শ্ব. ১০।০।৭) অগ্রিয় (সবার অগ্রজ) উক্ষা (যিনি ধেনু, তিনিই বৃষভ) বিভর্তি (নিজের মধ্যে বহন করছেন ভ্রূণরূপে) ভুবনানি বাজয়ুঃ (কেননা তাঁর মধ্যে ছিল ওজঃসিক্ত হওয়ার কামনা ; এখানে ধেনু আর বৃষভের কর্মবিপর্যাস দেখানো হয়েছে, তু. 'পৃশ্নি' ৬।৬৬।৩ টী. ৬১৫), (তারপর) মায়াবিনো (দেবতারা, তু. পুরুষসূক্তে ১০।৯০।৩,১৪, ১৫) মমিরে (রূপ দিয়েছেন, পূর্বপাদের 'ভুবনানি' কর্ম) অস্য (সোমের) মায়য়া (এখানে ব্যু. পাওয়া যাচ্ছে, দ্র. টী. ২৯৫) নৃচক্ষসঃ (সর্বজনসাক্ষী) পিতরো (দিব্যপিতৃগণ তু. ১০।৮৮।১৫ ; অঙ্গিরোগণ সা.) গর্ভম্ আ দধুঃ (গর্ভাধান করেছেন ; এখানেও লিঙ্গবিপর্যয়ে দেবতারা মাতা [<'মমিরে'], কেননা তাঁরা সৃষ্টিমূল আধারশক্তি) ৯।৮৩।৩। এই প্রজ্ঞারূপিণী মায়াতেই বিশ্বব্যাপার চলছে—কি বাইরে, কি ভিতরে (তু. ২।১৭।৫, ১।১৬০।৩, ৩।২৭।৭, ৪।৩০।১২, ৫।৬৩।৬, ৮।৪১।৩, ৯।৭৩।৯, ১০।৮৫।১৮, ৮৮।৬ ..), অদেবী মায়া পরাভূত হচ্ছে এই দৈবী মায়ার কাছে (তু. ৪।৩০।২১, ৮।২৩।১৫, ৯।৭৩।৫, ২।২৭।১৬, ১০।৭৩।৫ ...)। বাকের যে মর্মজ্ঞ, এই মায়া বা প্রজ্ঞা তারও অধিগত হয়। কিন্তু 'অধেন্বা চরতি মায়য়ৈষ বাচং শুশ্রুবাঁ অফলাম্ অপুষ্পাম্'—অধেনু (যে দুধ দেয় না, বন্ধ্যা) মায়া নিয়ে সে চলাফেরা করে, সে শুনেছে অফলা অপুষ্পা বাক্ (শুধু) ১০।৭১।৫। ব্যু. দ্র. টী. ২৯৫, তু. Lat. *meteri*, to measure, *ment* < *mens*' 'mind, thought,' Gk. *metis* 'wisdom'। [৩] ১।৮৯।১০। [৪] ১০।৫০।১।

বিলাস এই ধারাতেই। সংহিতার দার্শনিক ভাষায় এ হল 'সৎ'এর 'কাম' বা 'মনসো রেতঃ'—মনের প্রবেগ; কিন্তু তার বাঁধন বা বোঁটাটি রয়েছে 'অসৎ'এ [৮৪৮]। ক্রান্তদর্শী হয়ে হৃদয় দিয়ে আঁতিপাঁতি করে খুঁজে মনীষার আলোয় সেই অসৎকে আবিষ্কার করতে হয়। এটি উৎসৃষ্টি বা উর্ধ্বপরিণামের ধারা। মুনিপন্থীরা এর উপর জোর দিয়েছেন। তাঁরা সৎ হতে অসৎএর দিকে উজিয়ে গিয়ে আর ভাটিয়ে আসতে চান না, নিজেদের হারিয়ে ফেলেন বারুণী শূন্যতায়। ঋষিপন্থীরাও উজিয়ে যান ভূত-ভুবনের মেলা থেকে, পৌঁছতে চান ভূমায়;[১] কিন্তু সে-ভূমা 'সৎ' বা ইতিবাচী, তার প্রতীক সূর্য বা বৃহদ্দিব। এইখানে থেকে উপরে আকাশকে আর নীচে পৃথিবীকে একসঙ্গে দেখা যায়। ইন্দ্র এই আকাশ আর পৃথিবীর মাঝামাঝি 'সূর্য'[২] এবং তাইতে তিনি এক বিশেষ অর্থে মধ্যস্থান। সূর্যের মতই অন্তরিক্ষের সানুতে থেকে তিনি অন্তরিক্ষের সর্বত্র সঞ্চরমাণ। তাঁর স্বধাম হল 'বর্ষিষ্ঠ দ্যুলোক'[৩], যেখান থেকে আলোর ঝরনা নামে। আলোতে তিনি প্রজ্ঞা এবং নির্ঝরণে তিনি প্রাণ—উপনিষদের ভাষায় তিনি প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ।[৪] আবার এই রূপেই তিনি 'মরুত্বান্'—কেননা মরুতেরা ঝড়। কিন্তু যেখানে ঝড় নাই—শুধু আলো শুধু প্রজ্ঞান, সেখানে তিনি 'নিষ্কেবল', তিনি 'শন্তম'—অনুপম প্রশমরূপে আমাদের নিকটতম, আসেন প্রশান্ততম আবেশ নিয়ে, তাঁর প্রসাদে আমাদের সমাহিতিকে সুপ্রোথিত ক'রে।[৫]

এই ইন্দ্রভাবনাকে দর্শনের ভাষায় তর্জমা করে বলা যায়, ইন্দ্র যুগপৎ বিশ্বোত্তীর্ণ এবং বিশ্বাত্মক। পুরুষসূক্তের প্রথমেই আমরা পরমপুরুষেরও এই পরিচয় পেয়েছি—

---

৮৪৮ ঋ. ১০।১২৯।৪, টী. ৮৪১, ১০৩, ১৩৭। ১ তু. অগ্নে বাধস্ব (বাধা দাও, হটিয়ে দাও) বি মৃধো (দেবতার প্রতি অবহেলা) বি দুর্গহা (দুরিত, টী. ৮১৬) পা.মীবাম্ (অস্বাস্থ্য) অপ রক্ষাংসি সেধ (প্রতিষিদ্ধ কর, আসতে দিও না), অস্মাৎ ('এই' অতএব হৃদ্য সমুদ্রের ধ্বনি আছে, তু. ৪।৫৮।৫. টী. ১৩১৩) সমুদ্রাদ্ বৃহতো দিবো নো (হৃদ্য সমুদ্রই বৃহৎ দ্যুলোক, অধ্যাত্ম এবং অধিদৈবত দুটি দৃষ্টি মেলানো এখানে) অপাং ভূমানম্ (অর্থাৎ প্রাণের প্লাবন) উপ নঃ সৃজে.হ (এখানে, এই জীবনে) ১০।৯৮।১২। আমরা সব বাধা ঠেলে উজিয়ে যাব দ্যুলোকে, কিন্তু আবার নেমে আনব পৃথিবীতে। ২ তু. ৪।৩১।১৫, ৮।৯৩।১,৪ ১০।৮৯।২ ; দ্র. টী. ৬৯০২। ৩ তু. ৪।৩১।৫, দ্র. টী. ১৩৫৩। ৪ কৌ. ৩।২। ৫ তু. ঋ. ইন্দ্র নেদীয় (খুব কাছে) এ.দ্ ইহি মিতমেধাভির্ (মেধা বা সমাধিভাবনাকে যারা 'মিত' নিখাত, প্রোথিত বা নিশ্চল করে ; **মিত** < √ মি 'পোঁতা' তু. 'সুমিতী মীয়মানঃ' যূপঃ ৩।৮।৩) উতিভিঃ. আ [ইহি] শন্তম শন্তমাভির্ **অভিষ্টিভির্** (< অভি √ স্থি॥ স্থা॥ স্থি 'থাকা,' অভি যোগে গত্যর্থক, যেমন উপ √ স্থা, প্র √ স্থা... ; তু. Aryan base *sta. stə*, Eng. *still* ; √স্তি 'চুপি-চুপি চলা'ও হতে পারে, তু. 'স্তেন.' চোর, 'স্ত্যান' ঝিমনো ; অতএব 'অভিষ্টি' দেবতার নিঃশব্দ আবেশ, যেমন এখানে ; আবার ইন্দ্র স্বয়ং 'অভিষ্টি' কিনা শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযাত্রী তু. জিগায়ো, শিগ্.ভিঃ পৃতনা অভিষ্টিঃ ৩।৩৪।৪ ; আরও তু. উপ নো রাজান্ [ওজঃসম্পদ] মিমীহি [বিতরণ কর] উপ স্তীন্ [তোমার আবেশ] ৭।১৯।১১ ; উত ত্রায়স্ব গৃণত উত স্তীন্ [তোমার দ্বারা আবিষ্ট যারা তাদের] ১০।১৪৮।৪ ; র.যা সিন্ধূ.নাং র.যভঃ স্তিয়ানাম্ [অর্থাৎ তোমার প্রসাদ ঝরাও কখনও প্লাবনের মত, কখনও বা ঝির্ঝির্ করে ৬।৪৪।২১ তু. অগ্নি সম্পর্কে অনুরূপ উক্তি ৭।৫।২ ;] দেবতা 'স্তি-পা' দেবাবিষ্ট জনের পাতা ৭।৬৬।৩, ১০।৬৯।৪) আ স্বাপে (হে পরমাত্মীয়) স্বাপিভিঃ (অর্থাৎ মরুদ্গণকে নিয়ে) ৮।৫৩।৫। দেবতার আবেশে অন্তরে একদিকে গভীর প্রশান্তি, আরেকদিকে আলোর ঝড়—কেননা দেবতা প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ।

তিনি বিশ্বের অতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠা দুইই। সংহিতায় এইটি প্রকাশ পেয়েছে ইন্দ্রের সঙ্গে বরুণ ও বিষ্ণুর সহচারে। বিষ্ণু দিনের আলো, বরুণ রাত্রির অন্ধকার। দুজনেই ইন্দ্রের সহচর অর্থাৎ ইন্দ্র আলো আর কালো দুইই। ঔর্ণবাভ বিষ্ণুর 'ত্রেধা পদনিধান'কে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন [৮৪৯], তার সঙ্গে এই ভাবনার সঙ্গতি আছে। বিষ্ণুর একটি পদ নিহিত হয় 'সমারোহণে' বা প্রভাতের দিক্‌চক্রবালে। দ্বিতীয় পদ নিহিত হয় বিষ্ণুপদে বা মাধ্যন্দিন অন্তরিক্ষে (দুর্গ)। সোমযাগের মাধ্যন্দিন সবন বিশেষ করে ইন্দ্রের, ইন্দ্রও মাধ্যন্দিন সূর্য। এই সূর্য স্থাবর-জঙ্গমের আত্মা।[১] ইনি লোকাত্মক ইন্দ্র অথবা বিষ্ণু। কিন্তু বিষ্ণুর তৃতীয় পদ এই মাধ্যন্দিন সূর্যকে ছাপিয়ে গেছে, তা নিহিত হয়েছে 'গয়শিরসে'। এই গয়শিরঃ বারুণী শূন্যতা বা পরমব্যোম। ইন্দ্র এবং বিষ্ণু সেখানে লোকোত্তীর্ণ। বিষ্ণু যে যুগপৎ লোকাত্মক এবং লোকোত্তীর্ণ, তা পুরাণে দেখানো হয়েছে তাঁর নীল বক্ষে শুভ্র কৌস্তুভ স্থাপন করে—যাতে নীলাকাশে মাধ্যন্দিন সূর্যের ছবি ফুটে উঠেছে। ছান্দোগ্যে তা-ই হয়েছে আদিত্যপুরুষের 'নীলং পরঃকৃষ্ণম্' আর 'শুক্লং ভাঃ'।[২] দেখা যাচ্ছে, সংহিতায় উপনিষদে এবং পুরাণে পরমপুরুষের তত্ত্ব সম্পর্কে একই ভাবনাকে বিভিন্ন বাগ্‌ভঙ্গিতে প্রকাশ করা হচ্ছে—যার হেতু মরমীয়ার চরম অনুভবের সেই অনির্বচনীয়তা: 'য়ো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত্ সো অঙ্গ বেদ য়দি বা ন বেদ'।[৩]

এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা প্রণিধেয়। ঋক্‌সংহিতায় দুটি বিশেষণ বলতে গেলে ইন্দ্রে নিরূঢ়—'গোপতি' আর 'নৃতু' [৮৫০]। সংজ্ঞা দুটি নিয়ে কিছু আলোচনার অবকাশ আছে। গোপতির প্রায় সমার্থক শব্দ হল 'গোপা', যা দেবতাদের একটি সাধারণ বিশেষণ। দেবতার সঙ্গে গোর সম্পর্ক বেদে নানাভাবেই এসে

---

৮৪৯ দ্র. নি. ১২।১৯। ১ ঋ. ১।১১৫।১। ২ ছা. ১।৬।৫+৬। ৩ ঋ. ১০।১২৯।৭, টী. ১০৩।

৮৫০ তু. ঋ. 'গোপতি' ১।১০১।৪, ৩।৩১।২১, ৪।২৪।১, ৩০।২২, ৭।৯৮।৬, ৮।৬২।৭, ১০।১০৮।৩, ৭।১৮।৪, ৮।৬৯।৪, ১০।৪৭।১, ৯।১৯।২, ৮।২১।৩, ৩।৩০।২১, ৬।৪৫।২১। 'গো' বাক্; 'রাগ্ বৈ বৃহতী' শ. ১৪।৪।১।২২; অতএব ইন্দ্রসহচর বৃহস্পতি (তু. ঋ. ৪।৪৯ সূ, ৫০।১০-১১) 'গোপতি' ১০।৬৭।৮। সোমের সঙ্গে ইন্দ্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, অতএব সোমও 'গোপতি' ৯।৩৫।৫ (তু. ইন্দ্র-সোম ৯।১৯।২)। ইন্দ্রসাযুজ্যবশত যজমানও গোপতি—বিশেষত সে যখন 'দেরাঁশ্ চ য়াভির্ য়জতে দদাতি চ' ৬।২৮।৩; যজমানের বেলায় শ্লিষ্ট প্রয়োগ: 'শিক্ষেয়ম্ (শক্তিসঞ্চার করতাম) অস্মৈ দিৎসেয়ম্ (সব দিতে চাইতাম) মনীষিণে, য়দ্ অহং গোপতিঃ স্যাম্' অর্থাৎ আমি যদি তুমি হতাম ৮।১৪।২; দেবতার প্রতি অভিমান, দ্র. টীমূ. ২৫১৭); সাধারণভাবে ১০।১৯।৩। এই কয়েকটি প্রয়োগ ছাড়া 'গোপতি' সর্বত্র ইন্দ্রের সংজ্ঞা, এটি অর্থবহ। ইন্দ্রের সঙ্গে 'গো'র সম্পর্ক চরমে উঠেছে বার্হস্পত্য ভরদ্বাজের এই উক্তিতে: 'গাবো ভগো গাব ইন্দ্রো মে অচ্ছান্ গাবঃ সোমস্য প্রথমস্য ভক্ষঃ, ইমা য়া গাবঃ স জনাস ইন্দ্র ইচ্ছামী-দ্‌ধৃদা মনসা চিদ্ ইন্দ্রম্'—গোরাই ভগ হয়ে আমার কাছে প্রকাশিত হল, গোদের মধ্যেই প্রথম সোমের সম্ভোগ; এই-যত গো, হে জনগণ, তারাই ইন্দ্র; চাইছি আমি হৃদয় দিয়ে মন দিয়ে সেই ইন্দ্রকেই (৬।২৮।৫; এখানে ভাগবতের দেবতা 'ভগ', 'ইন্দ্র' আর 'গো' এক—এটি ল.; 'স জনাস ইন্দ্রঃ' এই ধুরা তু. ২।১২ সূ.; সেখানে ইন্দ্র সর্বময় পরমদেবতা; 'গো' এখানে জীবের প্রতীক ধরলে তারা সর্বত্র

গেছে এবং তাহতে শব্দটি একটি রহস্যার্থের বাচক হয়ে দাঁড়িয়েছে—অধ্যাত্ম এবং অধিযজ্ঞ দুই দৃষ্টিতেই। নিঘন্টুতে মোটের উপর গোর তিনটি অর্থ দেওয়া আছে—পৃথিবী, বাক্ এবং রশ্মি।[১] লক্ষণীয়, তিনটি অর্থ তিনটি লোকের দ্যোতনাবাহী। নিঘন্টুতে বাক্ মাধ্যমিকা বা অন্তরিক্ষস্থানা।[২] বাক্‌কে যখন মাধ্যমিকা বলা হচ্ছে, তখন তা নিশ্চয়ই মেঘ বা ঝড়ের গর্জন। কল্পনা করা যেতে পারে, এই গর্জনে যেন পৃথিবীর সমস্ত শব্দের সমাহার। বৃহদারণ্যকোপনিষদে একে বলা হয়েছে প্রজাপতির দ্বারা অনুশিষ্ট দৈবী বাক্।[৩] এই বাকের সঙ্গে গোর হাম্বাধ্বনির সাদৃশ্য আছে।[৪] গো এবং বাকের সমীকরণ করা হয়েছে এইদিক থেকে। দ্যুলোকে সূর্যরশ্মিরা নিস্তব্ধ; কিন্তু অন্তরিক্ষ ঝড়বৃষ্টির শব্দে মুখর। এই মুখরতাতে প্রজ্ঞা যেন প্রাণে স্ফুরিত এবং স্ফুটিত হল। তাইতে বৈদিক ভাবনায় মাধ্যমিকা বাক্ প্রত্যক্ষত সৃষ্টির প্রবর্তিকা। এই বাকের ঊর্ধ্বে দ্যুলোকে যে-প্রজ্ঞাজ্যোতির সহজস্থিতি—তাও বাক্, তাও গো। পৃথিবীতে ওই প্রজ্ঞাজ্যোতির এককেটি রশ্মি বা 'কেতু' প্রতি জীবে 'অন্তর্নিহিত' হয়ে

এবং তারাও স্বরূপত ইন্দ্র—এই ভাব সহজেই এসে পড়ে। ১দ্র. নিঘ. ১।১, ১।১১, ১।৫ (বহুবচনে)। নিঘ.তে 'গৌঃ' আবার 'দ্যুলোক' এবং 'আদিত্য'ও (১।৪); 'স্তোতা' বা উপাসকও 'গৌঃ' (৩।১৬ ; দেবতা 'গোপা' এইথেকে, কেননা তিনি আমাদের আলোর রাখাল ; ভাগবতদের ভাবনায় এই ভাবটি সমৃদ্ধ হয়েছে); তাছাড়া স্বতন্ত্র রহস্যপদের মধ্যেও 'গৌঃ' আছে (৪।১); আবার অন্তরিক্ষস্থান দেবতাদের মধ্যে পাই 'গৌরী। ধেনুঃ। অঘ্ন্যা' (৫।৫)। সুতরাং গোকে সবজায়গায় পশু অর্থে গ্রহণ করা কখনও সমীচীন হতে পারে না। ২তু. নিঘ. ৫।৫, সেখানে সরস্বতী বাক্ এবং গৌঃর একসঙ্গে উল্লেখ অন্তরিক্ষস্থান স্ত্রীদেবতাদের সঙ্গে। ৩বৃ. ৫।২।৩। ৪তু. ঋ. গৌরীর্ (পদটি শ্লিষ্ট : 'গৌর' বা গবয় [ঋ. ৪।২১।৮ ; কিন্তু তু. ঐব্রা. ২।৮, সেখানে গবয় আলাদা] গোসদৃশ মৃগ, প্রাণের প্রতীক এবং ইন্দ্রের উপমান [১।১৬।৫], তার স্ত্রীলিঙ্গে 'গৌরী' স্বরূপে আনন্দময়ী [তু. ৯।১২।৩]; আবার 'গৌর' শুভ্রবর্ণ [১০।১০০।২, টী. ৫৯২।৫]; তাই 'গৌরী' শুভ্র প্রাণের প্রতীক, উপনিষদের ভাষায় প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ) মিমায় (হাম্বাধ্বনি করলেন) সলিলানি (কারণসলিল, তু. অপ্রকেতং সলিলং সর্বম্ আ ইদম্ ১০।১২৯।৩) তক্ষত্য্ (অর্থাৎ অব্যাকৃতকে ব্যাকৃত ক'রে) একপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী অষ্টাপদী নবপদী ('পদ' শব্দটি শ্লিষ্ট, বোঝাচ্ছে বাক্ ধাম বা অংশ) বভূবুষী (বহু হওয়ার ইচ্ছায়, তু. রূপংরূপং মঘবাবোভবীতি ৩।৫৩।৮) (যিনি নাকি) সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্ (এই তাঁর স্বরূপ) ১।১৬৪।৪১। তিনি একপদী', আবার 'সহস্রাক্ষরা'—তাঁর স্বরূপের এই দুটি কোটি। এক থেকে তিনি হলেন দ্বিদল বা মিথুন—দ্বেধাপাতনের দ্বারা (তু. বৃ. ১।৪।৩); বিসৃষ্টির দিকে এই তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। আবার দ্বেধাপাতনে হলেন চতুর্দল—এই তাঁর দ্বিতীয় পদক্ষেপ। আবার দ্বেধাপাতনের দ্বারা হলেন অষ্টদল—এই তাঁর তৃতীয় পদক্ষেপ। তাহলে মোটের উপর তাঁর চারটি পদ পাওয়া গেল। এই চারটি পদের রহস্য জানেন ব্রহ্মবিদ্ মনীষীরাই। উপরের তিনটি পদ গুহাহিত—এখানে তাদের প্রকাশ নাই। মানুষের 'বদনে' প্রকাশ পায় বাকের চতুর্থ পদটি মাত্র (ঋ. ১।১৬৪।৪৫)। অষ্টাপদী বাকের সঙ্গে তু. অষ্টধা প্রকৃতি। আরও তু. ঐব্রা.র 'শরভ'—আলব্ধ 'পুরুষের' বিবর্তনে সর্বশেষে উৎপন্ন 'অষ্টভিঃ পাদৈর্ উপেতঃ সিংহঘাতী মৃগবিশেষঃ' (২।৮ ; এই শরভ অমেধ্য ; ঋ.তে এক 'ঋষিবন্ধু' [তু. ব্রহ্মবন্ধু] শরভের কথা পাওয়া যায়, ইন্দ্র যাঁর কাছে 'পারাবত ব্রস্ব' বা লোকোত্তরের আলো অপাবৃত করেছিলেন (৮।১০০।৬)। তন্ত্রের ভাষায় বলা যায়, অষ্টাপদী বাক্ বাকের 'নিবৃত্তি-কলা'—যার পরিণাম এই ব্যাবহার্য জগৎ। তার রাস টেনে রাখছেন বাক্ নিজেই 'নবপদী' হয়ে। এইটি অক্ষর তত্ত্ব, ক্ষর যার অন্তর্ভুক্ত (তু. ১।১৬৪।৪২)। স্বরূপত অক্ষর 'একপদী বাক্' বা প্রণব (তু. তৈব্রা. ২।৪।৬।১১, সাভা.)—গৌরীর হাম্বারব যার উপমান ; আর ক্ষর 'অষ্টাপদী বাক্'। যাস্ক গৌরীকে মাধ্যমিকা বাক্ ধরে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলছেন, গৌরী 'একপদী মধ্যমেন (অর্থাৎ তখন তিনি একা, 'মধ্যমেন সহ একত্বম্ আপন্না' দুর্গ), দ্বিপদী মধ্যমেন চা.

আছে,[৫] তাইতে তারাও গো এবং সেই অনুষঙ্গে জীবধাত্রী পৃথিবীও গো। মরমীয়ার দৃষ্টিতে পৃথিবীতে গো জড়ের মধ্যে নিবৃত্ত প্রাণ ও চৈতন্যের মত গুহাহিত—'গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে'।[৬] অন্তরিক্ষে সে প্রক্ষুব্ধ এবং প্রবল, দ্যুলোকে প্রসন্ন।…ইন্দ্র এই তিনটি ভূমিতেই 'গোপতি'। পৃথিবীতে তিনি **গবেষণ**—গুহাহিত আলোকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।[৭] তিনি **গোত্র-ভিদ্**, গোর সন্ধান পেলে অবরোধ (গোত্র) ভেঙে তাকে আবিষ্কার করছেন।[৮] এইটি তাঁর অন্তরিক্ষকৃত্য বা বলকর্ম। আর দ্যুলোকে বা পরমব্যোমে তিনি গোপতি, গোবিদ্, গোমান্।[৯] এই শেষের ভূমিতে তিনি আর বিষ্ণু একাকার—একথার স্পষ্ট উল্লেখ ঋক্‌সংহিতাতেই আছে। দীর্ঘতমা ঔচথ্যের একটি প্রসিদ্ধ বিষ্ণুসূক্তের শেষ মন্ত্রটিতে হঠাৎ কোনও নাম না করে ইন্দ্রকে বিষ্ণুর সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এই বলে: 'আমরা তোমাদের দুজনার বাস্তভূমিসমূহে যাবার জন্য উতলা হয়েছি, যেখানে গোযূথ বহুশৃঙ্গ এবং অশ্রান্ত। আহা, এইখানে যে বিস্তীর্ণগতি বীর্যবর্ষী (দেবতার) পরমপদ নীচে এসে প্রতিভাত হচ্ছে বিচিত্ররূপে।'[১০] ভূরিশৃঙ্গ গোযূথ অনিবার্যভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় ভাগবতদের গোলোককে। এই গোলোক দেখতে পাচ্ছি ইন্দ্রেরও বাস্ত। অথচ ঋক্‌সংহিতাতে ইন্দ্র গোপতি—বিষ্ণু নন, যদিও অন্যান্য দেবতার মত তিনিও 'গোপা'।[১১] এইখানেই ইন্দ্রের 'গোপতি' সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্য। দেবতার সঙ্গে গোর সম্পর্ক পরের যুগে আমাদের দেশে আবছা হয়ে গেছে,[১২] কেবল তা টিকে আছে বিষ্ণুর অবতার বাসুদেব

দিত্যোন চ, চতুষ্পদী দিগ্‌ভিঃ, অষ্টাপদী দিগ্‌ভিশ্‌ চা.রান্তরদিগ্‌ভিশ্‌ চ, নবপদী দিগ্‌ভিশ্‌ চা.রান্তরদিগ্‌ভিশ্‌ চা.দিত্যেন চ (নি. ১১।৪০); এখানে 'গৌরী' বিশ্বমূল প্রাণ, 'আদিত্য' প্রজ্ঞা, 'দিক্‌' শক্তির বিচ্ছুরণ। মেঘগর্জন দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়ছে—এই ছবিটি পিছনে আছে (তু. তন্ত্রের 'নাদ', বৈয়াকরণের 'স্ফোট')। আদিত্যের যোগ বোঝাচ্ছে প্রাণ ও প্রজ্ঞার মিথুনভাব—যার ছবি হল একসঙ্গে রোদ আর বৃষ্টি, যাকে ভাবতে পারি আলোকের ধারাসার। [৫]দ্র. ঋ. ১।২৪।৭, টীমূ. ৪২৭[১]। [৬]ক. ১।৩।১২। [৭]তু. ঋ. ১।১৩২।৩, ৭।২০।৫, ৮।১৭।১৫; ইন্দ্ররথ ৭।২৩।৩। কেবল একজায়গায় আছে পূষার 'গবেষণ গণ'কে সিদ্ধ করবার কথা (৬।৫৬।৫)। 'গণ' এখানে আলোকসন্ধানী মরুদ্‌গণ—যাঁরা চিন্ময় প্রাণবৃত্তিরূপে কল্পিত। পরের মন্ত্রেই আছে 'স্বস্তি' এবং চিরন্তন 'সর্বতাতি'র কথা। তু. 'গো-ইষ্টি'; আধুনিক অর্থে 'গবেষণা'। [৮]তু. ৬।১৭।২, ১০।১০৩।৬; বৃহস্পতিও 'গোত্রভিৎ' এবং তাইতে 'স্বর্বিৎ' ২।২৩।৩। **গোত্র** গরুর খোঁয়াড়, আধারে 'গ্রন্থি'র (তু. গ্রন্থিং ন বি ষ্য [খুলে দাও] গ্রথিতং পুনান ঋজুং চ গাতুং [পথ] বৃজিনং [বাঁকা] চ সোম ৯।৯৭।১৮; ১০।১৪৩।২) প্রতীক: তু. ত্বম্‌ [ইন্দ্র] গোত্রম্‌ অঙ্গিরোভ্যো ঽবৃণোর্‌ অপ ১।৫১।৩ (তু. সোম ৯।৮৬।২৩); গোত্রং হরিশ্রিয়ম্‌ (আলোঝলমল) ৮।৫০।১০; বিশ্বা যদ্‌ গোত্রা সহসা (ইন্দ্র তাঁর উৎসাহস দিয়ে) পরীবৃতা (পরিবেষ্টিত যারা বৃত্রের মায়ায়) মদে সোমস্য দৃংহিতান্য্‌ (যত দৃঢ়ই হ'ক) ঐরয়ৎ (বিচলিত করলেন, ভাঙলেন) ২।১৭।১…। [৯]তু. ত্বাং…পুর্ভিত্তমং মঘ-বন্নি.ন্দ্র গোবিদম্‌ ঈশানম্‌ ৮।৫৩।১, ১০।১০৩।৫, ৬…; 'গোমৎ ব্রজ' তাঁর ৭।২৭।১, ৩২।১০, ৮।৪৬।৯ (৫১।৫), ৭০।৬…। [১০]তা বাং বাস্তূন্যু.শ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ, অত্রা.হ তদ্‌ উরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদম্‌ অব ভাতি ভূরি ১।১৫৪।৬। দেবতা 'উরুগায়' কেননা তাঁর আলো ছড়িয়ে পড়ে সবজায়গায়। তাঁর পরম-পদ যেমন লোকোত্তরে, তেমনি এইখানে—চোখের সামনে ঝলমল করছে। ইন্দ্র-বিষ্ণুর একত্বের অনুবৃত্তি ঋষির পরের সূক্তটিতেও (১।১৫৫।১-২)। [১১] ১।২২।১৮। [১২]তবে রুদ্র বা শিব এখনও সাধারণভাবে 'পশুপতি'। তন্ত্রে পশু কিন্তু অসংস্কৃত প্রাণের প্রতীক। বেদেও অবশ্য সব পশু মেধ্য নয় (দ্র. ঐব্রা. ২।৮)।

কৃষ্ণের বেলায়। এ-ভাবনা অবশ্য বিষ্ণু থেকেই এসেছে, কিন্তু তারও মূলে আছেন গোপতি ইন্দ্র। ভাগবতধর্মের উপর ইন্দ্রের প্রভাবের আরও পরিচয় আমরা পরে পাব।

ইন্দ্রের নৃতু বিশেষণটিও বিশেষ ব্যঞ্জনাবহ। এটি ঋক্‌সংহিতায় একবার উষা আর একবার অশ্বিদ্বয়ের বেলায় ব্যবহার করা হয়েছে [৮৫১]। দুবার পাই ইন্দ্রসহচর মরুদ্‌গণের বিশেষণরূপে।[১] আর বাকী সব প্রয়োগ ইন্দ্রের বেলায়। প্রকরণ বিচার করে দেখলে মনে হয়, এই সংজ্ঞাটি একান্তই পারিভাষিক এবং ইন্দ্রে নিরূঢ়। কিন্তু তাঁকে এ-নামে কেন ডাকা হচ্ছে, তা স্পষ্ট নয়। লক্ষণীয়, বিশেষণটি ইন্দ্রসম্পর্কে ছাড়া প্রযুক্ত হয়েছে অশ্বিদ্বয় এবং উষার বেলায়—বিশেষত একজায়গায় উষার সঙ্গে নর্তকীর উপমায় সে-যুগের নাচের একটি সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে।[২] অশ্বিদ্বয় এবং উষা দ্যুস্থান দেবতা। আদিত্য ইন্দ্র বিষ্ণুপদে সহস্ররশ্মি। তাহলে এ কি আলোর নাচন—কম্পমান আলোকরশ্মির বর্ণনা? নৃৎ ধাতুর মূল যদি হয় নৃ-ধাতু,[৩] তাহলে এ-নৃত্যের সঙ্গে পুরুষের তাণ্ডবের সম্পর্ক আছে; আর উষার নৃত্যের সঙ্গে লাস্যের। ইন্দ্রকে একজায়গায় 'নৃতমানো অমর্তঃ' বলায়[৪] বোঝা যায়, তাঁর এ-দেবনৃত্য চলছে নিত্যকাল ধরে—এ যেন তাঁর বিশ্বনৃত্য। এই বিশ্বনৃত্যের একটা সুন্দর বর্ণনা অন্যত্র আছে: 'হে দেবগণ, তোমরা (কারণ-) সলিলে স্বচ্ছন্দে পরস্পরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিলে, তারপরেই তোমাদের নৃত্যের (ঘূর্ণি) হতে যেন তীব্র রেণু ছড়িয়ে

---

৮৫১ উষা তু. ঋ. ১০।২৯।২ ; অশ্বিদ্বয় তু. ৬।৬৩।৫। [১]৫।৫২।১২, ৮।২০।২২। [২]তু. উষা 'অধি পেশাংসি (রঙের ছটা; তু. ফার্সী 'পেশোয়াজ.' নর্তকীর পোষাক) রপতে (ছড়িয়ে দেন) নৃতুর্ ইরা.পো.র্ণুতে (অপাবৃত করেন) রক্ষ উস্রে.র (আলোক-ধেনু যেমন) **বর্জহম্** (অনন্য প্রয়োগ; 'পালান', ?ব্যু. বর্ [<রার্ 'জল' অথবা 'দ্বার্' তু. ৪।৫।৮, টী. ৩৩২৬] + √হা 'ছাড়া', যা জল ছেড়ে দিল বা দুয়ার খুলে দিল : 'জল' অর্থ নিলে শব্দটিতে মেঘের ধ্বনি আছে—ভোরের আলোয় রঙিন মেঘ ফুটে ওঠে, মেঘগুলি জল ঝরায় বলে গোরুর পালানের মত; 'দ্বার' অর্থ নিলে আলোকবালারা যেন জ্যোতির দুয়ার খুলে দিল; দুটি উপমাই উষার মুক্তবসন বক্ষের সঙ্গে খাটে) ১।৯২।৪। [৩]তু. নি. 'নরঃ মনুষ্যা নৃত্যন্তি কর্মসু (গাত্রাণি পুনঃপুনঃ প্রক্ষিপন্তি [দুর্গ]) ৫।১।৩। আবার নিঘ.তে 'নরঃ অশ্বাঃ' ১।১৪; অশ্বের সঙ্গে আলোর তীরের উপমা ধ্বনিত হচ্ছে অশ্বিদ্বয়ের বেলায় এবং তাঁরা 'নরৌ'ও বটে। মধ্যরাত্রের অন্ধকার হতে আলোর রশ্মি কাঁপতে-কাঁপতে ছুটে আসছে উষার কূলে, উষার স্বর্ণরশ্মিতেও সেই কাঁপন, আবার মাধ্যন্দিন আদিত্যের 'মধ্যে ক্ষোভত ইব' (ছা. ৩।৫।৩)—সেও একটা কাঁপন। আগাগোড়া বলা যেতে পারে একটা আলোর নাচন। গৃৎসমদ শৌনক তাই বলতে পারেন, 'তব ত্যন্ নর্যং নৃতো ঽপ ইন্দ্র প্রথমং পূর্ব্যং দিবি প্রবাচ্যং কৃতম্, যদ্ দেবস্য শবসা প্রা.রিণা অসুং রিণন্ন্ অপঃ, ভুবদ্ বিশ্বম্ অভ্যা.দেবম্ (=অভি অদেবম্) ওজসা বিদাদ্ ঊর্জং শতক্রতুর্ বিদাদ্ ইষম্'—হে নট, হে ইন্দ্র, তোমার সেই-যে নরের কর্ম (বা 'নৃত্যকর্ম'; এই পদগুচ্ছটি সমস্তরূপে ইন্দ্রের বিণ. ৮।৯৩।১; ব্যস্ত প্রয়োগ ১০।১৫৭।১, ৪।১৯।১০ [উভয়ত্র √রিষ্-এর প্রয়োগ ল.], ৮।২৬।২১; 'নৃতো' এই সম্বোধনের অনুষঙ্গে নৃত্য অর্থ সম্ভাবিত) দ্যুলোকে যা সবার প্রথম সবার আগে, তা ঘোষণা করা হল—এই-যে তুমি দেবতার (দেবতা এখানে অনিরুক্ত, অতএব পরমদেবতার ধ্বনি) প্রাণোচ্ছ্বাসে বইয়ে দিলে প্রাণ (সূর্যোদয়ের বর্ণনা. তু. ১।১১৩।১৬, টী. ১৪৭, ১৭১) ছুটিয়ে দিয়ে অপ্‌দের; সব অদেবকে (তমঃশক্তিকে, প্রতিতু. 'দেবস্য শবসা') অভিভূত করুন তিনি ওজের দ্বারা, শতক্রতু অধিগত করুন উর্জ্ ('আবৃত্তচক্ষুঃ' হওয়ার সামর্থ্য, তু. ক. ২।১।১), অধিগত করুন এষণা (ঋ. ২।২২।৪)। অন্ধকারকে পরাভূত করে আলোর নাচনের ছবি, জীবনে রূপান্তরের সূচনা। [৪]নৃম্ণানি চ

পড়ল।[৫] অর্থাৎ দেবনৃত্যোত্থিত তীব্রসংবেগসম্পন্ন এই রেণুগুলিই হল বিশ্বের উপাদান। মনে হয়, ইন্দ্রের 'নৃতু' বিশেষণের মূল এইখানে। পরমদেবতারূপে তিনি দেবনৃত্যের পুরোধা। তাঁর এ-নৃত্য নিত্যচঞ্চল বিশ্বনৃত্য : প্রাণের সমুদ্রে তা তাণ্ডব, আর আলোর সমুদ্রে লাস্য।[৬]

দেবনৃত্যের এই ভাবনা আমরা পুরাণে দু'জায়গায় পাই—নটরাজ শিবের তাণ্ডবে, আর বাসুদেব কৃষ্ণের রাসে বা হল্লীশে। নটরাজের নৃত্য প্রাণের নৃত্য—ভূতগণ নিয়ে ভূতপতির নৃত্য। আর বাসুদেবের নৃত্য প্রেমের—গোপতির নৃত্য গোপীদের নিয়ে। দুটিই যৌথনৃত্য। মনে হয়, তার বীজ রয়েছে মরুদ্‌গণের নৃত্যে। ঋক্‌সংহিতায় তাঁদের নৃত্যের দুটি বর্ণনা আছে। একটিতে তাঁরা 'রুক্মবক্ষসঃ' ঝলমল সাঁজোয়া-পরা [৮৫২] । এ তাঁদের যোদ্ধৃ-বেশ। সুতরাং তখন তাঁদের নৃত্য প্রাণের নৃত্য, রৌদ্র-রসের নৃত্য।...তাঁদের আরেকটি নৃত্য দেখেছিলেন শ্যাবাশ্ব আত্রেয়। বলছেন, 'ছন্দে স্তুতি গেঁথে আবছা আলোর আড়াল খুঁজে উৎসের চারদিকে গান গাইতে-গাইতে তাঁরা নাচতে লাগলেন। কে যেন তাঁরা, আমায় ঘিরে আছেন (সবসময়)। চোরের মত (চুপিচুপি) ফুটলেন (আমার) দৃষ্টিতে—আর সব যেন ধাঁধিয়ে গেল।'[১] যে-উৎসকে ঘিরে মরুদ্‌গণের সঙ্গীত ও নৃত্য, তা 'বস্থ' বা

নৃতমানো অমর্ত্যঃ ৫।৩৩।৬। এ-নাচ 'নৃম্ণ' বা পৌরুষের নাচ। [৫]যদ্ দেবা অদঃ (=অমুষ্মিন্) সলিলে (তু. ১০।১২৯।৩+১।১৬৪।৪১) সুসংরব্ধা অতিষ্ঠত, অত্রা বো নৃত্যতাম্ ইব তীব্রো রেণুর্ অপায়ত (=অপ আয়ত, < √ই 'চলা' লঙ্ আত্মনেপদ অন্ত) ১০।৭২।৬। তু. কোলদের নৃত্য। ওরা হাতে হাত ধরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সঙ্কেতের অপেক্ষায়। তারপর মাদলে ঘা পড়তেই সমুদ্রের ঢেউএর মত যেন দুলে-ফুলে ওঠে। **রেণু** বিশ্বের উপাদানভূত জ্যোতিঃকণা, তু. য়ো (ইন্দ্রঃ) ধৃষ্ণুনা শবসা বাধতে তম ইয়র্তি (উচ্চলিত করেন) রেণুং বৃহদ্ অর্হরি-ষ্বণিঃ ('অহহঃ' আওয়াজ তুলে) ১।৫৬।৪; আরও তু. ৪।১৭।১৩, ৪২।৫। [৬]একটি বৃত্রহা ইন্দ্রের নৃত্য, আরেকটি যেন তাঁরই প্রিয়া উষার, দ্র. টী. ৮৫১২।

৮৫২ ঋ. ৮।২০।২২। [১]ছন্দঃস্তুভঃ কুভন্যব উৎসম্ আ কীরিণো নৃতুঃ, তে মে কে চিন্ ন তায়ব উমা আসন্ দৃশি ত্বিষে ৫।৬২।১৩। 'ছন্দঃস্তুভঃ'—এতক্ষণ ছিল তাঁদের ঘোরগর্জন, এখন তা হল ছন্দোময় সঙ্গীত। **কুভন্যবঃ**—অনন্য প্রয়োগ। ?ব্যু.; তু. এই ঋষিরই ব্যবহৃত 'উদন্যু'—যে জল চায় (৫।৫৪।২ মরুদ্‌গণ, ৫৭।১)। তেমনি যে 'কুভন্' চায়, সে 'কুভন্যু'। কুভন্॥ কুভা, ঋ.তে একটি নদীর নাম (১০।৭৫।৬), আধুনিক নাম 'কাবুল'। শ্যাবাশ্বের বর্তমান সূক্তটি একটি মরুৎসূক্ত, তার পরের কয়েকটিও তা-ই। ঠিক পরের সূক্তটিতে তিনি পরপর কয়েকটি নদীর নাম করেছেন : মা বো রসানিতভা কুভা ক্রুমুর্ মা বঃ সিন্ধুর্ নি রীরমৎ (আটকায় না যেন), মা বঃ পরি ষ্ঠাৎ (ঘিরে ফেলে না যেন) সরয়ুঃ পুরীষিণ্য্ (কুয়াসায় ছাওয়া) অস্মে ইৎ সুম্নম্ (সোম্য আনন্দ) অস্তু বঃ ৬।৫৩।৯। ঋক্‌টিতে পর-পর এই কয়টি নদীর নাম—রসা অনিতভা কুভু ক্রুমু সিন্ধু সরয়ু। এদের মধ্যে রসা আর্যাধ্যুষিত দেশের পশ্চিমতম প্রান্তে, আর সরয়ু পূর্বতম প্রান্তে—এখনকার অযোধ্যায় হওয়া খুবই সম্ভব, যদি এই নামের অন্য কোনও নদী উত্তরাখণ্ডে না থেকে থাকে। সরয়ুর এমনতর উল্লেখ অন্যত্রও আছে (১০।৬৪।৯ টী. ৪১০৪; আরও তু. ৪।৩০।১৮, সরয়ুর তীরবাসী দুজন ইন্দ্রশত্রু আর্যের নাম এখানে পাওয়া যায়; এই প্রসঙ্গে স্ম. অবৈদিক অথচ আর্য ব্রাত্যরা প্রাচ্যদেশবাসী)। 'অনিতভা' নামটি আর-কোথাও পাওয়া যায় না। পদটিতে নঞ্‌তৎপুরুষের স্বর, সুতরাং তার অর্থ হল যা 'ইত-ভা' বা বিগতদীপ্তি নয়। 'কুভা'র অর্থ, আবছা দীপ্তি যার। 'ক্রুমু' নদী এখনকার কুরুম্, যা সিন্ধুর একটি উপনদী কুভারই মত, কিন্তু কুভার উৎস আরও পশ্চিমে। তারপর সিন্ধু, তারপর সরয়ু—দুয়ের মধ্যে বৈদিক সংস্কৃতির বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা (১০।৬৪।৯)। নদীগুলির পরপর বিন্যাস ল.। **রসা** একেবারে পশ্চিমে—যেন

আলোর[২], 'মধু' বা আনন্দের।[৩] তা আছে বিষ্ণুর পরমপদে বা দেবতাদের পরম সধস্থে।[৪] তা আকাশ।[৫] তা ইন্দ্র বা সোম—তাঁরাই 'উৎসো দেবো হিরণ্যয়ঃ'।[৬] সে যেন কোন্ অক্ষয় উৎস—যা বিশ্বজনের তৃষ্ণা মেটায়।[৭] ইন্দ্র আর সোমকে একই ভাষায় উৎসরূপী হিরণ্ময় পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং ইন্দ্র এখন সোম্য—জ্যোৎস্নামেদুর আনন্দময় পুরুষ। যুদ্ধের উন্মাদনা থেমে গেছে, ঘোরবর্পা মরুদ্‌গণ এখন কোমল। তাঁদের গর্জন রূপান্তরিত হয়েছে ছন্দোময় প্রশস্তিকীর্তনে। যেন রাতের আবছা আলোয় অভিসারিকার মত তাঁরা এসেছেন সেই হিরণ্ময় পুরুষের কাছে, তাঁকে ঘিরে শুরু হয়েছে তাঁদের আনন্দনৃত্য। মনে হয়, ঠিক এই দর্শনের ছায়া পড়েছে ভাগবতদের কল্পিত পুরুষোত্তমের রাসনৃত্যে। এ-ভাবনা অধ্যাত্ম অনুভবেরও একান্ত অনুগত। দিনের আলোয় বৃত্রঘাতী সংগ্রামের মত্ততা, আর তার পর রাতের জ্যোছনায় সোম্য-মধুর উৎসবের আনন্দ। বিশ্বনৃত্যের এই দুটি ছন্দ। নটরাজ হচ্ছেন ইন্দ্র, আর মরুদ্‌গণ তাঁর নৃত্যসহচর।[৮]

আজ ভারতবর্ষে ইন্দ্র বিস্মৃতপ্রায়। তাঁর জায়গায় জেগে আছেন গোপা বিষ্ণু আর নটরাজ শিব। এদেশের গণমানসের তাঁরা যুগল সম্রাট। কিন্তু একদিন হরি-হর এক হয়ে ছিলেন ওই ইন্দ্রের মধ্যেই। আর তা দ্যোতিত হয়েছিল ইন্দ্রের সঙ্গে বিষ্ণু আর বরুণের সাযুজ্যে। তারও মূলে ছিল সর্বজীবসাধারণ নৈসর্গিক একটি ঘটনা :

অন্ধকারের দেশে ; আর সরযু একেবারে পুবে—যেন আলোর দেশে। ভৌগোলিক রসার উল্লেখ ঋ.তে তিন জায়গায় আছে : ১।১১২।১২, ৫।৫৩।৯, ১০।৭৫।৬। কিন্তু ঋ.তেই রসা একটি রাহস্যিক তত্ত্বে পরিণত হয়েছে। রসা বিশ্বভুবনের প্রত্যন্তে এক অপ্রকেত সলিলের ধারা, পণিরা যার আড়ালে গোধন লুকিয়ে রেখেছিল, সরমা তাদের খুঁজতে গিয়ে যা সাঁতরে পার হলেন (ঋ. ১০।১০৮।১-২ ; জৈমিনীয়ব্রা. ২।৪৩৯...)। বারুণী রাত্রির মত এ-ধারা একদিকে যেমন কালো, আরেকদিকে তেমনি আলো। দেবী রসা আমাদের 'মহী মাতা' (ঋ. ৫।৪১।১৫), ভুবনপ্লাবিনী সোম্যানন্দধারা (৯।৪১।৬ ; তু. ৪।৪৩।৬) তাঁর মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেওয়া অর্থাৎ অগ্নি-সোমের মিলন ঘটানোই সোমযাজীর পুরুষার্থ (৮।৭২।১৩)। পুরাণের রসাতল সপ্ত পাতালের শেষ ; কিন্তু পাতাল শেষনাগের শিরোমণিতে দীপ্ত। শ্যাবাশ্বের বর্ণনায় মনে হয়, তিনি জ্যোতিরগ্র আর্যের অভিযানের একটি ছবি দিচ্ছেন। যাত্রা শুরু হল রসা থেকে—অবশ্য তাঁর বিবৃতিতে এটি মরুদ্‌গণের দুর্ধর্ষ জ্যোতিরভিযানের বর্ণনা, যাকে কেউ ঠেকাতে পারে না। তমোভাগ অশ্বীর মতই যাত্রা রসার অন্ধকার হতে। তারপর জ্যোতির্ভাগ অশ্বীর মত মরুদ্‌গণ এসে পৌঁছলেন অনিতভার ধূসরতায়। তারপর তাঁরা এলেন কুভার আলো-আঁধারির সঙ্গমে—যেন উষার কূলে। তারপর এলেন ক্রুমুতে—যেখানে কীর্ণ-রশ্মি সবিতার আলোর 'উৎক্রমণ' (নদীর নামটি এইভাবে শ্লিষ্ট)। তারপর সিন্ধুর কূল হতে সরযু পর্যন্ত আলোর প্লাবন—মরুদ্‌গণের সঙ্গে-সঙ্গে জ্যোতির নির্ঝরণ (৫।৫৩।১০)। কুভার কূলে দাঁড়িয়ে কল্পনার চোখে বহু দূরের সরযুকে মনে হবে যেন আলোর কুয়াসায় ছাওয়া। তাই সরযু পুরীষিণী। শ্যাবাশ্বের মনে 'কুভা' এমনি করে আবছা আলোর প্রতীক। আলোচ্য ঋকের 'কুভন্যু' শব্দে তার ধ্বনি আছে বলে মনে হয়। সূক্তশেষের ঋকে 'যমুনা' 'গব্য' ও 'রাধঃ' শব্দের উল্লেখ ল. (৫।৫২।১৭, টী. ৬০৬।৭)। [২]তু. ঋ. ২।১৬।৭, ৯।৯৭।৪৪ ; গোর ৫।৪৫।৮। [৩]১০।৩০।৮, ১৫৪।৫। [৪]১।১৫৪।৫ ; তু. ৫।৪৫।৮। [৫]তু. উৎসং দুহন্তি স্তনয়ন্তম্ অক্ষিতম্ ১।৬৪।৬ (৮।৭।১৬), ৮।৭।১০ টী. ৬০০।৮। [৬]৮।৬১।৬, ৯।১০৭।৪। [৭]অভ্য. ভি হি শ্রবসা (পরমা শ্রুতি দিয়ে) ততর্দিথো.ৎসং (ফুঁড়ে নিঃসারিত করলে) ন কং চিজ্ জনপানম্ অক্ষিতম্ ৯০।১১০।৫। [৮]ইন্দ্র নৃতু : ৮।৬৮।৭, ৯২।৩, ১।১৩০।৭, ২।২২।৪, ৬।২৯।৩, ৮।২৪।৯, ১২।

বিশ্বের জীবনে দিবা-রাত্রির একটি কাব্য—'মৈত্রম্ অহঃ' আর 'বারুণী রাত্রিঃ'র ছন্দে। আর ইন্দ্র এই কাব্যের 'যুবা কবির্ অমিতৌজাঃ'—অমিত-ওজস্বী নিত্যযৌবন কবি [৮৫৩]।

এইবার ইন্দ্রের গুণগত বৈশিষ্ট্যের দার্শনিক বিবৃতিতে আসা যাক। একটা কথা মনে রাখতে হবে, বেদমন্ত্রে বাকের যে-অভিব্যক্তি, তা কাব্যে—ন্যায়ে নয়। অতএব তার দর্শনের মূলে রয়েছে বোধি—যা সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত, একটা সমগ্র প্রত্যয়ের বাহন। তা বিভজ্যবাদী (analytic) বুদ্ধির দর্শন নয়। এই বোধি প্রকৃতির নিয়মেই কালক্রমে ম্লান হয়ে আসে, আত্মার কৈশোরদৃষ্টির স্বচ্ছতা যেন আবিল হয়ে যায়। তখন শুরু হয় বুদ্ধির আধিপত্য। সব-কিছুকে ভেঙে দেখা খুঁটিয়ে দেখা বুদ্ধির দস্তুর। তার দর্শন হল 'ন্যায়' (logical system), বৈদিক 'মীমাংসা'য় যার স্থান আন্তর অনুভবের শ্রুতি ও স্মৃতির পরে। ন্যায়ের একটা বড় কাজ, কোনকারণে বোধিজ প্রত্যয় যদি আচ্ছন্ন বা সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ে, তবে সে তার সংবর্তুল দৃষ্টি এবং বেধশক্তির সাহায্যে তার মধ্যে অনুপ্রবেশে সাহায্য করতে পারে। এখন এই উপায়ে ইন্দ্রগুণের মর্মে প্রবেশ করবার চেষ্টা করা যাক।

বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে ইন্দ্র পরমপুরুষ, একথা অনেকবার বলেছি। পরমপুরুষ একটি পরমতত্ত্বের ঘনবিগ্রহ। বেদান্তে এই পরমতত্ত্বকে বলা হয়েছে 'ব্রহ্ম'—যার পরাক্ এবং প্রত্যক্ দুরকম অনুভবই হয়। ব্রহ্মসূত্রে পরাক্ অনুভবে ব্রহ্মের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি স্থিতি এবং লয়ের কারণ। এই সূত্রটি সূচিত হয়েছে উপনিষদের একটি আদেশে 'তজ্জলান্'—ব্রহ্মে সব-কিছুর জন্ম, ব্রহ্মে সব-কিছুর প্রাণন এবং ব্রহ্মেই সব-কিছুর প্রলয় [৮৫৪]—সমুদ্রে বুদ্বুদের মত। সমগ্র দৃষ্টিতে জগৎকে দেখে তার একটা উৎস কল্পনা করতে গিয়েই সব ধর্মে মানুষ ঈশ্বরের সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু জগতের উৎস সম্পর্কে বৈদিক দৃষ্টির একটা বৈশিষ্ট্য এই, জগৎ কোনও জগদ্বাহ্য সত্ত্বের কৃতি নয়, তা জগতের 'অতিষ্ঠা' কোনও পুরুষের বিসৃষ্টি বা উৎসারণ।[১] অতএব জগৎ এবং জগৎ-কারণে কোনও ভেদ নাই। তাই 'তজ্জলান্' এই সূত্রের সঙ্গে-সঙ্গেই ভাষ্য করা হল, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—ব্রহ্মই এই সব-কিছু

---

৮৫৩ ঋ. ১।১১।৪।

৮৫৪ ছা. ৩।১৪।১। [১]তু. ঋ. ১০।৯০।১, ১২৯।৬। [২]৮।৫৮।২, টী. ৮৭১। [৩]তু. ছা. ৬।২।৩; আরও তু. জৈমিনীয়োপনিষৎ ১।৪৬।১...। [৪]ইন্দ্রই 'বিভূতি' তু. ঋ. ৬।১৭।৪, ৮।৪৯।৬, ৫০।৬; ইন্দ্রের 'বিভূতি' তু. ১।৮।৯, ৩০।৫, ৬।২১।১; মরুদ্গণ ইন্দ্রের 'বিভূতি' তু. ১।১৬৬।১১।

হয়েছেন। সংহিতার ভাষায় 'একং বা ইদং বি বভূব সর্বম্।'[২] বিস্থষ্টি হল 'বি-ভূতি' কিনা বহু হওয়া'।[৩] তা দার্শনিকের দৃষ্টিতে একের বিভূতি, কবির দৃষ্টিতে দেবতার বিভূতি। আর ঋক্‌সংহিতায় ইন্দ্রই যে এই দেবতা, এ আমরা আগেই দেখেছি। বিভূতি সংজ্ঞাটি সেখানে একমাত্র ইন্দ্রের উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়েছে, এও লক্ষণীয়।

সব হওয়াতে পরমদেবতার শক্তির উল্লাস। এই শক্তি তাঁর স্বরূপশক্তি, তাই তিনি 'শচীবঃ', 'শচীপতি'। তাঁর শক্তির প্রকাশ প্রাণে। উপনিষদে এটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে : 'এই যা-কিছু এই জগৎ—সব প্রাণের মধ্যে কাঁপছে, (এবং কাঁপতে-কাঁপতেই) বেরিয়ে এসেছে। (আর উর্ধ্বে) উদ্যত হয়ে আছে এক মহৎ ভয় বজ্র হয়ে। যারা এইটি জেনেছে, তারাই অমৃত হয় [৮৫৫]।' সংহিতায় এই প্রাণের প্রতীক হল 'অপ্' বা জলের স্রোত, নদীর ধারা—যার সঙ্গে ইন্দ্রেরই সম্পর্ক সবচাইতে ঘনিষ্ঠ। বিশ্ব জুড়ে প্রাণের স্রোত বইছে, কিন্তু তার একটা 'অর্থ' বা লক্ষ্য আছে।[১] এই লক্ষ্য নদীর পক্ষে যেমন সমুদ্র, মানুষের পক্ষে তেমনি সোম্য আনন্দচেতনা[২]—যা তাকে ত্রিদিবের জ্যোতিষ্মান্ লোকে অমৃত করবে।[৩] কিন্তু বস্তুত এই লক্ষ্যের চেতনা আছে ইন্দ্রেরই—যিনিরূপে-রূপে প্রতিরূপ বা অন্তর্যামী হয়েছেন। জীবনে চলছে চেতনার ক্রমিক উত্তরণ। মানুষের সঙ্গে-সঙ্গে দেবতাই উজিয়ে চলছেন এক পরম অর্থের দিকে : 'এই যে পর্বতের এক সানু হতে আরেক সানুতে আরোহণ করলেন তিনি, (আর) দেখতে পেলেন কত তাঁর করবার আছে। ইন্দ্রই চেতন সে-অর্থের সম্বন্ধে। (পরমধামে) তাঁর যূথের সঙ্গে বীর্যবর্ষী দেবতা (ওই যে) কাঁপছেন।'[৪] পাহাড়ের এক চূড়া থেকে আরেক চূড়ায় উঠলে দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়, জাগে

---

৮৫৫ ক. যদ্ ইদং কিং চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্, মহদ্ ভয়ং বজ্রম্ উদ্যতং য এতদ্ বিদুর্ অমৃতাস্ তে ভবন্তি ২।৩।২। এখানে 'বজ্র' শব্দের দ্বারা সুস্পষ্টভাবেই ইন্দ্র লক্ষিত। যখন তিনি অতিষ্ঠা, তখন তিনি 'মহদ্ ভয়', ঋ.তে যাকে বরুণের 'শূনম্' বলা হয়েছে (২।২৭।১৭, টী. ৬৩৩।৬); যখন তিনি প্রতিষ্ঠা, তখন তিনি 'উদ্যত'। [১] দ্র. ঋ. ১।১৫৮।৬, টী. ৭১৭। এটি দীর্ঘতমার ব্যষ্টিজীবনের ছবি। সমষ্টিজীবনেরও এই রীতি। [২]ত্বাম্ (সোমম্) অচ্ছা চরামসি তদ্ ইদ্ অর্থং (তিনিই হলেন সেই অর্থ), **ইন্দো** (পূত, অতএব ইন্দ্রযোনিতে বা ভ্রূমধ্যে স্থিত আনন্দ, তু. বৌদ্ধতন্ত্রের 'বিরমানন্দ', ওইখানেই মদনের দহন বা মোহন হয়, আর হয় প্রজ্ঞার উন্মেষ ; যোগে ওটী মনঃস্থান বা ইন্দ্রপদ) ত্বে (তোমাতেই) ন আশসঃ (আংশসা, আশা) ৯।১।৫। [৩]তু. যত্রা.নুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ, লোকা যত্র জ্যোতিষ্মন্তস্ তত্র মা. মৃতং কৃধী.ন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ৯।১১৩।৯, তু. ৭ (ধুরাতে ইন্দ্র ও ইন্দুর সহচার ল., পরের সূক্তেও তা-ই ; দুটি সূক্তে সোমযাগের বা শ্রেষ্ঠতম বৈদিকসাধনার ফলশ্রুতি ; আরও তু. ৮।৪৮।৩ টী. ১০৮, তার আগের ঋকেই আছে : 'অন্তশ্ চ প্রা.গা অদিতির্ ভবাস্য.বয়াতা হরসো দৈব্যস্য, ইন্দবি.ন্দ্রস্য সখ্যং জুষাণঃ'—অন্তরে প্রবেশ করেছ, (এবার) যেন তুমি অদিতি হও ; তুমি প্রশমিত কর দেবতার দীপ্তজ্বালা (জ্যোৎস্না হয়ে) ; হে ইন্দু, ইন্দ্রের সখ্যে তুমি নন্দিত (এখানেও ইন্দ্র ও ইন্দুর সহচার, ইন্দু অদিতি বা সর্বাত্মভাবের সাধন)। [৪]যৎ সানোঃ সানুম্ আ রুহদ্ ভূর্য্য.স্পষ্ট কর্ত্বম্, তদ্ ইন্দ্রো অর্থং চেততি যূথেন বৃষ্ণির্ এজতি ১।১০।২। এখানে **সানু** হতে সানুতে আরোহণ গে. বলছেন যজমানের। কিন্তু ঋ.র

বৃহতের চেতনা বা ব্রহ্মের বোধ। তা-ই জীবের পরমার্থ। উপনিষদে এই পরমার্থের কথায় আছে যে, পরমদেবতা কবি ও মনীষী হয়ে যেখানে যেমনটি দরকার ঠিক তেমনটি অর্থের বিধান করে রেখেছেন শাশ্বত কাল ধরে।[৫] দেবতার অথবা চেতনার এই উত্তরণের কথাই আরেকজায়গায় এইভাবে পাই: শুদ্ধ আনন্দের উপচার নিয়ে মানুষ দেবতাকে ডাকে; 'এই আনন্দ অথবা এই দেবতা তারই ধ্যানে জন্মেছিলেন টলমল হয়ে—গিরিদের গহ্বরে এবং নদীদের সঙ্গমে। ওই সানু হতে নীচের দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন তিনি সমুদ্রকে, আর ওইখান থেকে টলমল করে কাঁপছেন তিনি।'[৬] আগেরটিতে

কোথাও এ-প্রকল্প নাই, তার সর্বত্র সানুর সঙ্গে যোগ দেবতার। ঠিক এখানকার ভাবনার সুস্পষ্ট ধ্বনি আছে এই মন্ত্রে: 'অতিবিদ্ধা বিথুরেণ চিদ্ অস্ত্রা ত্রিঃ সপ্ত সানু সংহিতা গিরীণাম্, ন তদ্ দেবো ন মর্ত্যস্ তুতুর্যাদ্ যানি প্রবৃদ্ধো বৃষভশ্ চকার'—এফোঁড়-ওফোঁড় করে বিদ্ধ করলেন চঞ্চর হয়েও সেই ধানুকী (ইন্দ্র) একনাগাড়ে সেঁটে-থাকা একুশটি সানু গিরিদের; না দেবতা না মানুষের সাধ্য আছে (তা করতে), যা প্রবৃদ্ধ হয়ে বীর্যবর্ষী দেবতা করেছেন (৮।৯৬।২; তু. ৭।৭।৬, তৈস. ৬।২।৪।৩)। মানুষের পরমার্থ আড়াল হয়ে আছে একুশটি সানুর ওপারে; বজ্রহস্ত দেবতা বিদ্যুতের গতিতে তাদের একটির পর একটিকে বিদ্ধ করে চলেছেন। সাধনার সাতটি পর্বের কথা আগে অনেকজায়গায় আমরা পেয়েছি। সাতটি যেমন আলোর ধাম, তেমনি তাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাতটি তমিস্রারও আবরণ। এমনি করে আছে পৃথিবীতে অন্তরিক্ষে এবং দ্যুলোকে—দেহে প্রাণে এবং মনে। তাইতে সপ্ত-অবিদ্যা (তু. ঋ. ১০।৯৯।২, টী. ৮৪৭২) ত্রিগুণিত হয়ে হল বিদ্যার একুশটি সানুর (আলোকধেনুর একুশটি নাম ৪।১।১৬, টী. ১৭৭৭) সঙ্গে জড়িত আর একুশটি সানুর পরম্পরা—যাদের সাধারণভাবে বলা হয়েছে বৃত্রের সানু (১।৩২।৭, ৬।৩৯।২, ৮।৮০।৫,৬)। চেতনার উত্তুঙ্গভূমিতেও আছে অসুরের মায়া, ব্রাহ্মণে যাকে বলা হয় তার হিরণ্ময় পুর (তু. উপনিষদের হিরণ্ময় পাত্র ঈ. ১৫)। নি.তে 'সানু সমুচ্ছ্রিতং ভবতি, সমুন্নুন্নং ভবতি (২।২৪); < √সন্ 'পাওয়া, অর্জন করা, পৌঁছন'। মৌলিক অর্থ 'পাহাড়ের চূড়া' (৬।৬১।২, ১।১১৭।১৬, ইন্দ্র-বিষ্ণু 'যা সানুনি পর্বতানাম্ অদাভ্যা মহস্ তস্থতুঃ'—বিষ্ণু যেমন 'গিরিষ্ঠাঃ' ইন্দ্রও তেমনি, সব দেবতাই বস্তুত তা-ই ১।১৫৫।১)। পৃথিবীর পিঠ থেকে তারা উঠে যায় দ্যুলোকের দিকে, তাই তারা পৃথিবীরও সানু (৭।৩৬।১, ১।৬২।৫, ১০।৭৫।২, ২।৩১।২, ৬।৪৮।৫ টী. ২০৫৬, ৯।৬৩।২৭, ৭৯।৪…)। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে মনে হয় আরও উপরে ওঠা যায়, তাহতে দ্যুলোকের সানুর কল্পনা (তু. দিবো বৃহতঃ সানু ১।৫৪।৪, ৪।৪৫।১, ৫।৫৯।৭, ৬০।৩, ৬।৭।৬, ৯।১৬।৭, ৮৬।৯, ১০।৬২।৯, ৭০।৫, ১।৫৮।২)। তা-ই হল চেতনার পরমধাম। একটি সানু হতে আরেকটি সানুতে আরোহণ করে সেখানে পৌঁছন যায় (১।১০।২, ২।৩।৭, ৮।৯৬।২, ১।১২৮।৩)। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সানু হল মূর্ধা। যাজ্ঞিকের দৃষ্টিতে অগ্নির অধিষ্ঠান হল পৃথিবীর সানুতে—বা উত্তরবেদিতে (৩।৫।৩ সা., স্কন্দ; তু. ১।১৪৬।২, ৬।৪৮।৫…)। আর সোমের অধিষ্ঠান হল 'অব্যয় সানু'তে, মেষলোমের ছাঁকনিই হল 'সানু' অর্থাৎ সুষুম্নানাড়ীতন্ত্রবাহিত সোম্য আনন্দের ধারা উজান বেয়ে যেখানে ওঠে, সেখানেই সানু (তু. স ত্রিতস্যা.ধি ['ত্রিত' অতি প্রাচীন ঋষি, সোমযাজীদের আদর্শ] সানবি পবমানো অরোচয়ৎ জামিভিঃ [সহজাতা বৃত্তিদের] সূর্যং সহ ৯।৩৭।৪)। অগ্নি ও সোমের সানুতে আরোহণের অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট: মাথায় আগুন না চড়লে (তু. মু. ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ, তেষাম্ এবৈ.তাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত শিরোব্রতং ['শিরস্য.গ্নিধারণলক্ষণম্' শঙ্কর] বিধিবদ্ যৈস্ তু চীর্ণম্ ৩।২।১০) পরমজ্ঞান বা পরমানন্দ লাভ হয় না। পবমান সোমের ধারা উপাসকের সানুতে সূর্যকে ঝলমলিয়ে তোলে (ঋ. ৯।৩৭।৪); আবার দ্যুলোক হতে অন্তরিক্ষ হতে পৃথিবীর সানুর পরে সে-ধারা ঝরে পড়ে (তু. পবমানা দিবস্ পর্য.ন্তরিক্ষাদ্ অসৃক্ষত, পৃথিব্যা অধি সানবি ৯।৬৩।২৭ টী. ৪৫৫৪; আরও তু. ৯।৩১।৫, ৮৬।৩, ৯১।১, ৯২।৪, ৯৬।১৩, ৯৭।৩, ১২, ১৬, ১৯, ৪০….)। 'তদ্ অর্থম্' তু. ৯।১।৫, ৭।৬৩।৪ টী. ১৬০১; সর্বত্র 'অর্থ' ক্লীবলিঙ্গ। অনির্বচনীয়তার জ্ঞাপক 'তৎ' এই সর্বনামের যোগে বোঝাচ্ছে পরমার্থকে। [৫]ঈ. ৮। [৬]ঋ. উপহ্বরে গিরীণাং সংগথে চ নদীনাম্, ধিয়া বিপ্রো (সোম বা ইন্দ্র) অজায়ত। অতঃ সমুদ্রম্ উদ্বতস্ চিকিত্বাঁ অব পশ্যতি যতো বিপান (< √বিপ্,

চেতনার উত্তরণের ছবি, পরেরটিতে শক্তিপাতের। উভয়ত্র দেখতে পাচ্ছি, দেবতা তাঁর লোকোত্তর স্থিতিতে যেন এক টলমল শক্তির সমুদ্র। কিন্তু এই শক্তির উল্লাস অর্থহীন নয়, নির্ঋত নয়।

ইন্দ্র পরমদেবতা হলেও সংহিতায় ফুটেছে তাঁর এই ঋতচ্ছন্দা শক্তির দিক। দার্শনিক বলবেন, তিনি সগুণ ব্রহ্ম। মুনিপন্থার প্রভাবে এইধরনের একটা আরোপ ইন্দ্রের উপর হয়েছিল, একথা আগেও বলেছি। কিন্তু বৈদিক ঋষির মনে সগুণে-নির্গুণে কোনও বিবাদ নাই। তাঁদের পুরুষের ভাবনা একটি অখণ্ড নিটোল প্রত্যয়—যাকে পূর্ণপ্রজ্ঞ দার্শনিক বলবেন চতুষ্পাৎ বা চার-পো ব্রহ্ম—শ্রীরামকৃষ্ণ যার উপমা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'শাঁস বিচি খোলা নিয়ে তবে পুরা একটি বেল, নইলে ওজনে কম পড়ে।' এইদিক দিয়ে বৈদিক ঋষির ইন্দ্রভাবনা পৌরাণিক শক্তিভাবনার সগোত্র। সপ্তশতী আগাগোড়া দেবাসুর-সংগ্রামের একটা তত্ত্বনিষ্ঠ বর্ণনা—বলা যেতে পারে ইন্দ্রের বৃত্রবধেরই একটি সংহৃত এবং পূরুবর্ণ চিত্র। প্রথম চরিত্রে দেবী নেপথ্যে থাকলেও মধ্যম এবং উত্তম চরিত্রে তিনি ইন্দ্রের মতই যুযুৎসুরূপে অত্যন্ত প্রকট। তাঁর এই শক্তির উল্লাস অবশ্য প্রপঞ্চে—গুণ ও কর্মের লীলায়নে। কিন্তু তাবলে একজন শাক্ত একমুহূর্তের জন্যও কল্পনা করতে পারেন না যে তাঁর দেবী এই যুদ্ধের তাণ্ডবকে ছাপিয়ে নাই—তিনি সগুণাই, নির্গুণা তিনি নন। বৃহদুক্থ বামদেব্য যেমন ইন্দ্রকে বলেছিলেন, তেমনি তিনিও দেবীকে বলবেন, 'ওরা যাকে যুদ্ধ বলছে, সে তো তোমার মায়া। নইলে কোনদিন তোমার শত্রু ছিল কি কেউ ? পূর্বেকার কোনও ঋষিই অন্ত পেয়েছেন তোমার মহিমার [৮৫৬]?' ভাগবতদের বাসুদেব কৃষ্ণ-সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা চলে। নিঃসন্দেহে তিনি পরমপুরুষ, কিন্তু তাঁর সমস্তটা জীবন যুযুৎসুর—এমন-কি বৃন্দাবনেও ; কুরুক্ষেত্রের তো কথাই নাই।

বস্তুত পরমার্থতত্ত্ব সম্পর্কে উপশম এবং উল্লাস দুইই সত্য। উপশমের বিভূতি চিৎ আর আনন্দ, প্রজ্ঞা আর প্রেম ; আর উল্লাসের বিভূতি শক্তি আর কর্ম—যাতে প্রাণের পরিচয়। বৈদিক ধর্ম প্রাণবন্ত ছিল মহাভারতের যুগ পর্যন্ত। তারপর হতে

হৃদয়ের টলমলানি) এজতি (প্রাণের কাঁপন) ৮।৬।২৮-২৯। 'উপহ্বর' কন্দর, < √হ্বৃ॥ধ্বৃ, 'আঁকাবাঁকা হয়ে চলা' ; তু. 'ব্র্জ' বা ঘের। 'নদীনাং সংগথঃ' তু. অন্তঃ সমুদ্রে হৃদ্য্-অন্তর্ আয়ুষি, অপাম্ অনীকে সমিথে য় আভৃতস্ তম্ অশ্যাম মধুমন্তম্ উর্মিম্ ৪।৫৮।১১, টী. ৯১৬, ২১৩৪। 'উপহ্বর' এবং 'সঙ্গথ' (সঙ্গম) দুটিই বোঝাচ্ছে যোগের গ্রন্থি বা চক্রকে। এর পরের মন্ত্রেই পরমসিদ্ধির সেই বিখ্যাত বর্ণনা : আদিৎ প্রত্নস্য রেতসঃ (প্রথম বীর্যের, তু. ১০।১২৯।৪, অতএব পরমদেবতা নিত্যসমর্থ, বৈষ্ণবের সন্ধাভাষায় 'নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত' ; ল. এটি ইন্দ্র-সূক্ত, সুতরাং 'প্রত্ন রেতঃ' ইন্দ্রবীর্য) জ্যোতিষ্ পশ্যন্তি বাসরম্ (ঝলমলে) পরো যদ্ ইধ্যতে (জ্বলছে) দিবা'। এই তৃচে ইন্দ্র আর সোম একাত্মক।

৮৫৬ ঋ. ১০।৫৪।২-৩, টী. ৭৭৯।

শুরু হল অবক্ষয়। সে-অবক্ষয় আজ দেশকে কোথায় নামিয়ে এনেছে, সেসম্বন্ধে আমাদের হুঁশ পর্যন্ত নাই। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে আজ আমরা শিব বিষ্ণু ও শক্তি—এই তিনের উপাসক। শিব প্রজ্ঞা, বিষ্ণু প্রেম, আর শক্তি প্রাণ। তিনের সমন্বয়ে অখণ্ড ব্রহ্মের উপলব্ধি, জীবনের নিটোল পূর্ণতা। তার জন্য সাধনা চাই, আর সাধনা শক্তিসাপেক্ষ। আমরা শক্তিরও উপাসনা করি; কিন্তু তাকে আমরা নিয়োজিত করেছি উপশমের দিকে, উল্লাসের দিকে নয়। বৈদিক ঋষি বলবেন, 'তোমরা বরুণ আর বিষ্ণুর উপাসনা করছ বটে, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে ইন্দ্রের সহচারকে ভুলে গেছ। ওজস্বিতার অভাবে তোমাদের পৃথিবী উষর হয়ে রইল, পর্জন্যের ধারাসারে শ্যামল হল না।' কেনোপনিষৎ বলেছিলেন, 'সব দেবতাকে ছাপিয়ে যেন ইন্দ্র; কেননা ইনিই সবচাইতে কাছে গিয়ে এই (রহস্যকে) স্পর্শ করেছেন, তিনিই একে প্রথম জানতে পেরেছেন ব্রহ্ম বলে [৮৫৭]।' এই ইন্দ্রকে এই প্রজ্ঞাত্মা প্রাণকে আবার ফিরিয়ে না আনলে আমাদের জীবন সর্বতোভদ্র হবে না।

এতক্ষণের আলোচনায় আমরা তাহলে এই কথাগুলি পেলাম।

রূপ গুণ কর্ম এবং মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক—এই নিয়ে বেদের দেবভাবনা। দেবতা 'পুরুষবিধ' কিনা পুরুষের মত। কিন্তু তাহলেও তিনি 'অমানব পুরুষ' [৮৫৮], গ্রীক দেবতার মত পুরাপুরি মানুষ নন। তাঁর রূপের দিকটা বরাবর আবছা।

পুরুষবিধ দেবতা সুস্পষ্ট পুরুষ সংজ্ঞা পেয়েছেন 'পুরুষসূক্তে'। কিন্তু এই পুরুষ সাংখ্যের 'কেবল' পুরুষ বা ভাগবতের 'উত্তম' পুরুষ নন—তিনি দুয়ের মাঝামাঝি। সংহিতার ভাষায় তিনি 'বিশ্বরূপ', আর এই সংজ্ঞাটির বিবৃতি পাই বিশেষ করে ইন্দ্রের বেলায়।

পুরুষ বিশ্বের প্রতিষ্ঠা এবং অতিষ্ঠা দুইই [৮৫৯]। প্রতিষ্ঠাতত্ত্বটি প্রকাশ পেয়েছে হয় মিথুনে কিংবা ত্রিপুটীতে। দেবতা এবং দেবপত্নীতে পাই মিথুন, আর পিতা মাতা এবং পুত্রের ভাবনায় ত্রিপুটী।[১] দুটিতেই দেবতা বিশ্বরূপ—তিনিই এই সব-কিছু হয়েছেন।

কিন্তু বিশ্বরূপ হলেও তিনি আবার বিশ্বোত্তীর্ণও। ইন্দ্রের বিশ্বোত্তীর্ণতার দিকে

---

৮৫৭ কে. ২।৪।

৮৫৮ তু. ছা. ৪।১৫।৫, ৫।১০।২ ; বৃ. পুরুষো (২)মানসঃ ৬।২।১৫।

৮৫৯ দ্র. ঋ. ১০।৯০।১। [১]মিথুন, ৩।৩।৯ (টী. ১৩৯) ; ১।২২।১২, ২।৩২।৮। ত্রিপুটী : ১।৮৯।১০ (টী. ৪৭)।

ইশারা যখন, তখন তাঁর সহচর বরুণ; আর বিশ্বরূপতার দিকে ইশারা হলে সহচর বিষ্ণু। ইন্দ্র তখন বিশেষ করে 'গোপতি' এবং 'নৃতু'।

সংহিতার পুরুষ উপনিষদে হলেন ব্রহ্ম। উপনিষদেই তাঁর পরিচয় 'ঔপনিষদ পুরুষ' [৮৬০]। তিনি প্রত্যক্ অনুভবের বিষয়। সে-অনুভবে তিনি যেমন 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্,'[১] তেমনি আবার সমস্ত আনন্দ ছাপিয়ে এক পরম আনন্দ'।[২] 'সচ্চিদানন্দ' নব্যবেদান্তে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। তাঁর তটস্থলক্ষণ, তিনি এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি এবং লয়ের হেতু। উপনিষদে এই ভাবনার সূচক মহাবাক্য হল 'তজ্জলান্'।[৩] তার আগেই আছে, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' সংহিতায় অনুরূপ মহাবাক্য 'পুরুষ এবে.দং সর্বম্'[৪] 'একং বা ইদং বি বভূব সর্বম্'।[৫] আবার 'রূপংরূপং প্রতিরূপো বভূব',[৬] 'রূপংরূপং মঘবা বোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্ তন্বং পরি স্বাম্'[৭] ইত্যাদি।

সুতরাং বেদে ইন্দ্র পরমপুরুষ, ইন্দ্র ব্রহ্ম। অধিদৈবতদৃষ্টিতে তিনি পুরুষ, তিনি বিশ্বরূপ এবং বিশ্বভূ; অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তিনি ব্রহ্ম। ঋগ্‌বেদের দুটি উপনিষদেই ইন্দ্রের আধ্যাত্মিক পরিচয় খুব স্পষ্ট। ঐতরেয়ে পাই, 'স এতম্ এব ব্রহ্ম ততম্ অপশ্যৎ··· তম্ ইন্দ্র ইত্যা.চক্ষতে' অর্থাৎ ইন্দ্র সর্বান্তর্যামী সর্বব্যাপী ব্রহ্ম-পুরুষ [৮৬১]। আবার কৌষীতকিতে ইন্দ্র বলছেন, 'আমার বিজ্ঞানকেই আমি মানুষের পক্ষে হিততম বলে মনে করি।···আমি হচ্ছি প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ। আমাকে আয়ু এবং অমৃত বলে উপাসনা করবে।···এই প্রাণই হচ্ছে প্রজ্ঞাত্মা আনন্দ, যা অজর এবং অমৃত।'[১] এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রকে সত্যস্বরূপও বলা হয়েছে।[২] ঐতরেয়ে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ হল 'প্রজ্ঞান'।[৩] সুতরাং ইন্দ্রও প্রজ্ঞান।[৪] মোটের উপর দুটি উপনিষদে পাচ্ছি, ইন্দ্র সত্য প্রজ্ঞা আনন্দ ও প্রাণরূপে এক সর্বান্তর্যামী সর্বব্যাপী অজর অমৃত তত্ত্ব। তৈত্তিরীয়োপনিষদে ব্রহ্মেরও এই লক্ষণ—কেবল সেখানে 'প্রাণ' উহ্য।

কৌষীতকিতে ইন্দ্র মুখ্যত প্রজ্ঞা এবং প্রাণ, ঐতরেয়েও তা-ই। প্রজ্ঞানের বিবৃতি দিতে গিয়ে ঐতরেয় বলছেন, 'এষ (এই প্রজ্ঞান) ব্রহ্মা, এষ ইন্দ্র, এষ প্রজাপতিঃ, এতে

---

৮৬০ বৃ. স য়স্ তান্ পুরুষান্ নিরুহ্য প্রত্যুহ্যা.ত্যক্রামৎ, তং ত্বৌ.পনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি ৩।৯।২৬। তু. ছা. শান্তিপাঠ: 'সর্বং ব্রহ্মৌ.পনিষদম্'; সেখানে সংহিতার ব্রহ্ম আর উপনিষদের ব্রহ্মে পার্থক্যের সূচনা—সংহিতায় ব্রহ্ম বাক্ এবং প্রজ্ঞান, উপনিষদে প্রজ্ঞান। [১]তৈউ. ২।১।৩। [২]তৈউ. ২।৮।১ ৪। [৩]ছা. ৩।১৪।১। [৪]ঋ. ১০।৯০।২। [৫]৮।৫৮,২। [৬]৬।৪৭।১৮। [৭]৩।৫৩।৮।

৮৬১ ঐউ. ১।৩।১৩-১৪। [১]কৌ. ৩।১, ২,৮। [২]কৌ. সত্যং হী.ন্দ্রঃ ৩।১। [৩]ঐউ. ৩।১।৩। [৪]তু. ঐউ. এষ ইন্দ্রঃ ৩।১।৩।

সর্বে দেবাঃ, ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি' ইত্যাদি [৮৬২]। শেষে আছে 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'। সুতরাং প্রজ্ঞান ব্রহ্মা এবং ব্রহ্ম দুইই। পুংলিঙ্গ 'ব্রহ্মা' শব্দ পুরুষবাচী, আর 'ব্রহ্ম' শব্দ তত্ত্ববাচী—তার ইশারা নির্বিশেষত্বের দিকে। ঐতরেয়ের ব্রহ্মা অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে সোমযাগের অধ্যক্ষ ঋত্বিক্‌শ্রেষ্ঠ পুরুষ,[১] আবার অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে ঔপনিষদ পুরুষ—সংহিতায় আমরা যাঁকে পাই পুরুষসূক্তের পুরুষরূপে। ইনি যেমন 'পুরুষ'—তেমনি 'প্রজাপতি', আবার 'ইন্দ্র'ও। প্রজাপতি আর ইন্দ্র ব্রহ্ম-পুরুষেরই দুটি বিভাব। তত্ত্বত তিনটিই এক। লক্ষণীয়, একই তত্ত্ব সংহিতায় 'ইন্দ্র', ব্রাহ্মণে 'প্রজাপতি', আর উপনিষদে 'পুরুষ' সংজ্ঞা পেয়েছে। অর্থাৎ সংহিতায় যা ছিল বিশেষের ভাবনা, উপনিষদে এসে তা পর্যবসিত হয়েছে সামান্যভাবনায়। বিশেষভাবনা যেমন অধিদৈবতদৃষ্টির অনুকূল, সামান্য-ভাবনা তেমনি অধ্যাত্মদৃষ্টির অনুকূল। তাইতে সংহিতায় যিনি ইন্দ্র, উপনিষদে তিনিই ব্রহ্ম-পুরুষ বা প্রজ্ঞান, আর প্রজাপতি প্রাণরূপে দুয়ের মধ্যে সেতু।[২] কিন্তু অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সমস্তই প্রজ্ঞান। আর এই অধ্যাত্মদৃষ্টি সংহিতায় ছিল না, উপনিষদে কালক্রমে দেখা দিয়েছে—এ-প্রকল্প অশ্রদ্ধেয়। তাহলে সংহিতায় বৃহদ্দিব নিজের তনুকে অমন জোরগলায় ইন্দ্র বলে ঘোষণা করতে পারতেন না।[৩]

উপনিষদের এই অধ্যাত্মদৃষ্টিই দার্শনিক ভাবনার উৎস—যা সংহত এবং রূপায়িত হয়েছে মীমাংসায়। ব্রহ্ম সৎ চিৎ আনন্দ, আর মায়া তাঁর শক্তি—ব্রহ্মের এই লক্ষণের সঙ্গে আমরা সুপরিচিত। ব্রহ্মমীমাংসার প্রথমেই ব্রহ্মের মুখ্য পরিচায়ক এই সংজ্ঞাগুলির উদ্দেশ আছে—কিন্তু অন্য আকারে। দেখানো হয়েছে, উপনিষদে এরা যথাক্রমে আকাশ জ্যোতি আনন্দ এবং প্রাণ [৮৬৩]। এটি যে প্রধান-প্রধান দেবতার সাধারণ পরিচয়, একথা আগেই বলেছি।[১] এর অধিজ্যোতিষ ভিত্তি হল সূর্যোদয়—ঋক্‌সংহিতায় কুৎস আঙ্গিরসের দুটি মন্ত্রে যার সুন্দর বর্ণনা পাই।[২] সূর্যোদয়ে আলোর কাছে অন্ধকারের পরাভব। ইন্দ্রের বৃত্রবধেও তা-ই। ইন্দ্র তখন আদিত্য। উপনিষদের ভাষায় তিনি এক হিরণ্ময় পুরুষ—যাঁর পিছনে প্রশান্ত আকাশের পরঃকৃষ্ণ নীলিমা আর সামনে সহস্র

---

৮৬২ ঐউ. ৩।১।৩। [১]দ্র. ঐউপ্র. ৩।১।৩। [২]তু. শৌ. প্রজাপতিশ্‌ চরতি গর্ভে অন্তর্‌ অদৃশ্যমানো বহুধা বি জায়তে, অর্ধেন বিশ্বং ভুবনং জজান (জন্ম দিয়েছেন) যদ্‌ অস্য অর্ধং (অর্থাৎ পরার্ধ) কতমঃ স কেতুঃ (কোথায় তার নিশানা) ১০।৮।১৩ (তু. মা. ৩১।১৯; প্র. ২।৭)। [৩]ঋ. ১০।১২০।৯, টী. ৭৬।২।

৮৬৩ দ্র. ব্রসূ. ১।১।২২, ২৪, ১২, ২৩ (২৮)। অধিকন্তু তিনি আদিত্যপুরুষ এবং অক্ষিপুরুষ (২০)। আদিত্যপুরুষ অধিদৈবত, অক্ষিপুরুষ অধ্যাত্ম। ঋ.তে প্রেতির সময় পুরুষের চক্ষুর সূর্যে যাওয়ার কথা আছে, কেননা এই চোখের আলো ওই চোখ থেকেই এসেছিল (১০।১৬।৩, টী. ১৭২।১; আরও দ্র. সূর্য 'চক্ষুর্‌ মিত্রস্য বরুণস্যা-গ্নেঃ' ১।১১৫।১)। এতে এই পুরুষ আর ওই পুরুষের একতা সিদ্ধ হয় (তু. তৈউ. ২।৮।৫)। [১]দ্র. বেমী. পৃ. ২৬৮-৬৯। [২]ঋ. ১।১১৩।১৬, ১১৫।১।

রশ্মির শুক্র বিভা। এই আদিত্যবর্ণ পুরুষই সোম্য আনন্দের উৎস এবং অমৃত প্রাণের নির্ঝর। বিশ্বরূপ এই দেবতাকে বুদ্ধিস্থ রেখে এবার সংহিতায় ইন্দ্রের গুণবোধক বিশেষণগুলির আলোচনায় আসা যাক। আলোচনায়, ব্রহ্ম সৎ চিৎ আনন্দ এবং প্রাণ—ঔপনিষদ ভাবনার এই ক্রম অনুসারে বিশেষণগুলির একটা বর্গীকরণ হলে আশা করি বিষয়টি সহজবোধ্য হবে।

বৈদিক অদ্বৈতবাদের আলোচনায় দেখেছি, বেদে নির্বিশেষ পরমতত্ত্বের একটি পরিচয় হল, তা 'একং সৎ' [৮৬৪]। ঋষি দীর্ঘতমার মন্ত্রবর্ণে পাই, ওই 'একং সৎ'কেই বিপ্রেরা বহুভাবে ব্যক্ত করেন—যেমন ইন্দ্র মিত্র বরুণ বা অগ্নি ইত্যাদি বলে।[১] এখানে ইন্দ্র 'একং সৎ'—এটি সামান্যবচন ; ভাবনার পরম তুঙ্গতায় যে-কোনও দেবতা নির্বিশেষ 'একং সৎ'রূপে অনুভূত হতে পারেন। এই দৃষ্টিতে ইন্দ্র 'একং সৎ'এর বিভূতি। কিন্তু ইন্দ্রকে স্বরূপত 'সৎ' বলে সম্বোধন করছেন ঋষি বিশোক কাণ্ব তাঁর ভাবগাঢ় এই দুটি মন্ত্রে : 'আর তুমি সৎস্বরূপ। তুমি অবধির, তোমার কান (সব) শোনে, (ওই) সুদূর হতে এইখানে তোমায় আমরা আবাহন করি—(আমাদের) আগলে থাকবে বলে। যদিই-বা শুনতে পাও এই আহ্বান, (আমরা) সহজে যা ভুলতে পারব না, তুমি যেন তা-ই করো। আর আপন হয়ো আমাদের, (হয়ো) অন্তরতম।'[২] এখানে ইন্দ্র সৎস্বরূপ, সর্বব্যাপী এবং সর্বান্তর্যামী। উপাসকের ডাক শোনবার জন্য কান তিনি পেতেই আছেন। যেভাবে তিনি সে-ডাকে সাড়া দেন, তা ভোলবার নয়। যেন লোকোত্তর হতে এইখানে এই হৃদয়গুহায় তিনি নেমে আসেন বঁধু হয়ে।

ইন্দ্রকে 'সৎ' বলে ঘোষণা করবার একটা কারণ আছে। আগেও বলেছি, যারা 'অদেব' অতএব 'অযজ্ঞ', তাদের নাস্তিকতার প্রধান লক্ষ্য ছিলেন ইন্দ্র, তাই তাদের আরেক নাম ছিল 'অনিন্দ্র'। তারা 'নে.ন্দ্রং দেবম্ অমংসত'—ইন্দ্রকে পরমদেবতা বলে স্বীকার করত না, সোজাসুজিই তারা চোখ পাকিয়ে প্রশ্ন করত 'কুহ সঃ'—কোথায় তোমাদের ইন্দ্র ?

---

৮৬৪ দ্র. বেমী. পৃ. ২৯১...। [১]ঋ. ১।১৬৪।৪৬। [২]উত ত্বা.বধিরং বয়ং শ্রুৎকর্ণং সন্তম্ উতয়ে, দূরাদ্ ইহ হবামহে। যচ্ ছুশ্রূয়া ইমং হবং দুর্মর্ষং চক্রিয়া উত। ভবের্ আপির্ নো অন্তমঃ ৮।৪৫।১৭-১৮। **শ্রুৎকর্ণ** তু. ইন্দ্র ৭।৩২।৫, আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবম্ ১।১০।৯ ; অগ্নি ১।৪৪।১৩, •কর্ণং সপ্রথস্তমম্ ১।৪৫।৭ (১০।১৪০।৬)। অগ্নি সাধনার আদিতে, ইন্দ্র আদিত্যরূপে অন্তে। 'দূরাৎ' লোকোত্তর হতে ; 'ইহ' অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই আধারে। তু. ঈ. তদ্ দূরে তদ্ ব.ন্তিকে ৫। এই 'দূরে'র পারিভাষিক সংজ্ঞা 'পরাবৎ' ; তু. 'উদ্বৎ' 'নিবৎ'। **দুর্মর্ষ** < দুর্ √ মৃষ 'সহ্য করা', 'ভুলে যাওয়া' ; 'কর্ম' উহ্য ; তু. • রাণম্ (বাঁশির সুর) ৯।৯৭।৮, • আয়ুঃ (অগ্নির তারুণ্য) ১০।৪৫।৮। 'চক্রিয়াঃ' < √ কৃ 'করা' (আশীর্লিঙ্) যেন কর। 'অন্তম' < অন্ত-তম, ধ্বনিসাদৃশ্যহেতু বর্ণলোপ 'সবচাইতে কাছের'।

আবার বলত, 'নৈ.ষো অস্তি'—ও তো নাই [৮৬৫]। ঋক্‌সংহিতায় একটি গোটা সূক্তই এই অনিন্দ্রদের তর্কের জবাবে ঋষি গৃৎসমদের উদ্দীপ্ত প্রতিভাষণ। অবশ্য তাতে তিনি দেবতার অস্তিত্ব প্রমাণিত করতে চেয়েছেন তর্কের দ্বারা নয়। দেবমহিমার প্রতি নাস্তিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঋষি বলছেন, এই মহিমা যাঁর, 'স জনাস ইন্দ্রঃ'—হে জনগণ, তিনিই ইন্দ্র, 'শ্রদ্ অস্মৈ ধত্ত'—তোমরা এঁতে শ্রদ্ধাবান্ হও।[১] বাস্তবিক দেবতার অস্তিত্ব অতর্ক্য, ও কেবল শ্রদ্ধা-বুদ্ধির গোচর। আর সে-শ্রদ্ধা জাগে হৃদয়ের আকৃতি হতে,[২] নচিকেতার কিশোরচিত্তে অলক্ষ্য দেবতার আবেশে।[৩] মহিমবোধ তার প্রয়োজক। দেবতার মহিমা ছড়িয়ে আছে পৃথিবীতে অন্তরিক্ষে আর দ্যুলোকের অনিবাধতায়, প্রকাশ পাচ্ছে মানুষের হৃদয়ে তাঁর প্রচোদনায়, অদিব্যশক্তির উপর দিব্যশক্তির বিজয়ে।[৪] বাইরে বৃহৎএর চিন্ময় প্রত্যক্ষ, আর অন্তরে তারই প্রচোদনায় এক তিমিরবিদার সূর্যোদয়—বৈদিক ঋষির কাছে দেবতার অস্তিত্বের এই কেবল প্রমাপক।

গৃৎসমদের প্রতিভাষণের শেষ মন্ত্রটি লক্ষণীয়। এতক্ষণ ঋষি শ্রদ্ধাদীপ্ত হৃদয়ের আবেগ নিয়ে কথা বলছিলেন প্রতিপক্ষদের সঙ্গে। এইবার হঠাৎ যেন তাঁর দৃষ্টি ফিরে এল অন্তরের দিকে। সেখানে দেবতাকে দেখতে পেয়ে দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, '(তোমার জন্য) যে সবন করে (আর) পাক করে, তার হয়ে যে-দুর্ধর্ষ তুমি (পাষাণ) দীর্ণ করে নিয়ে আস বজ্রের তেজ, সেই তুমিই তো হচ্ছ সত্য। আমরা হে ইন্দ্র, নিত্যকাল তোমার প্রিয় হয়ে সুবীর্য হয়ে এই সংবিৎকে যেন ঘোষণা করতে পারি [৮৬৬]।' ইন্দ্র 'সৎ' না 'অসৎ' এই বিতর্কের পর্যবসান হল, তিনি সত্য—এই দৃঢ় ঘোষণায়। ঋক্‌সংহিতায় এই বিশেষণটি ইন্দ্রের বেলায় বহুপ্রযুক্ত।[১] পরমতত্ত্ব 'সৎ'[২] আর পরমদেবতা 'সত্য'—দুটি বিশেষণের প্রয়োগে এই ভেদটুকু লক্ষণীয়।

---

৮৬৫ দ্র. ঋ. ১০।৮৬।১, ২।১২।৫ ; বেমী. টীমু ৫৭।৩। [১]ঋ. ২।১২।৫। [২]১০।১৫১।৪। [৩]ক. ১।১।২। [৪]ঋ. ২।১২।২, ৬, ৭. ৯, ১১...।

৮৬৬ ঋ. য়ঃ সুন্বতে পচতে দুধ্র আ চিদ্ বাজং দর্দর্ষি স কিলা.সি সত্যঃ, বয়ং ত ইন্দ্র বিশ্বহ প্রিয়াসঃ সুবীরাসো বিদথম্ আ বদেম ২।১২।১৫। দ্র. টী. ৭৪৮। দেবতার উদ্দেশে দেওয়া চলে গব্য পদার্থ, শস্যজাত দ্রব্য, পশুমাংস এবং সোমরস। হব্যগুলি প্রতীকী। তু. তন্ত্রের মদ্য মৎস্য মাংস মুদ্রা। **বিদথ** < √বিদ্ 'জানা', 'পাওয়া', বিদ্যার সাধনা, সংবিৎএর সাধনা, তু. কা স্বিৎ তত্র যজমানস্য সংবিৎ ৮।৫৮।১ ; 'সুভদ্রা সংবিৎ' (মেলা-মেশা) ১০।১০।১৪। বিদথে পারদর্শী ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মা, কেননা তিনিই 'বদতি জাতবিদ্যাম্'—সব বিদ্যার প্রবক্তা ১০।৭১।১১। এই 'বিদথ'—যার পরিণাম 'সুভদ্রা সংবিৎ', তার সঙ্গে তু. তন্ত্রের পঞ্চম মকার বা মৈথুন। আরও তু. শিব-শক্তির যুগনদ্ধতা এবং সামরস্য ; বৃ.তে যাজ্ঞবল্ক্যবর্ণিত 'সম্পরিষ্বঙ্গ', যার ফল 'ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ না.ন্তরম্' ইত্যাকার 'বিদথ' বা 'সুভদ্রা সংবিৎ' (৪।৩।২১)। [১]ঋ. ১।২৯।১, ৬৩।৩, ১৭৪।১, ২।১২।১৫, ১৫।১, ২২।১-৩, ৪।২২।১০, ৬।২২।১, ৪৫।১০, ৮।২।৩৬, ১৬।৮, ৯০।২, ৪, ৯২।১৮, ৯৮।৫, ১০।৪৭।৪, ৮।৪০।১০। [২]দ্র. ১।১৬৪।৪৬, ১০।৫।৭, ৭২।২, ৩, ১২৯।১, ৪।

ইন্দ্র যেমন সত্য, তেমনি সত্য তাঁর করণ বা কর্ম [৮৬৭]। গৃৎসমদের একটি সূক্তে এই কর্মের একটি তালিকা আছে—তার কথা আগেই বলেছি।[১] সত্য দেবতার সত্য কর্মের মূলে আছে সোমপানের মত্ততা। পবমান সোম পরিপূত হলে হয় 'ইন্দু'। গৃৎসমদ বলছেন, এই ইন্দুও সত্য এবং সত্য ইন্দ্রের সঙ্গে সত্য ইন্দুর নিত্যযোগ।[২] আবার 'বসু' বা উষার আলোর তিনি 'সত্য' সম্রাট। তা-ই দিয়ে তিনি অন্ধকারের আবরণ নির্জিত করে পূর্ণতাকামী পুরুষের জন্য রচেন এক মহাবৈপুল্য,[৩] আর আধারকে ভরে তোলেন আলোয়-আলোয়[৪]—বেদান্তে যাঁর সুপরিচিত সংজ্ঞা সচ্চিদানন্দ।

আবার ইন্দ্র 'সত্য' সত্বা—যিনি সবার পতি, বীর্যাধার এবং বীর্যবর্ষী বৃষভ, বিচিত্র যাঁর মায়া, উৎসাহসে যিনি সর্বাভিভাবী [৮৬৮]। 'সত্য সত্বা' এই পদগুচ্ছটি ইন্দ্রসম্পর্কে আরও পাওয়া যায়।[১] সদ্ ধাতু থেকে 'সত্বা'—বোঝায় 'নিষণ্ণ', অতএব স্থির, দৃঢ়।[২] গোতম বামদেব ইন্দ্রকে প্রশ্ন করছেন, তোমার 'নিষত্তি' কেমনতর?[৩] অর্থাৎ আধারের গভীরে তুমি কেমন করে আসন গেড়ে বস? দেবতার এই নিবিড় আবেশেই আমাদের মধ্যে তিনি সত্য হয়ে ওঠেন। আবার অশ্বারোহণের অনুষঙ্গ থাকায় 'সত্বা' সংজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ওজস্বিতার ভাবনা। ইন্দ্র তাই অগস্ত্য মৈত্রাবরুণির কাছে 'সত্বা···শূরো···রথেষ্ঠাঃ, প্রতীচশ চিদ্ যোধীয়ান্ বৃষণ্বান্ ববব্রুষশ্‌ চিৎ তমসো বিহন্তা'—সত্বা এবং শূর, রথে থেকে তিনি যেমন লড়ে চলেন প্রতিকূলদের সঙ্গে এমন আর কেউ পারে না, সবছাওয়া আঁধারের তিনি বিঘাতক।[৪] আর তাইতে তিনি 'সত্বা গবেষণঃ'—আলোর সন্ধানী

---

৮৬৭ ঋ. ২।১৫।১। ১দ্র. টীমূ. ৭৫০···। ২ঋ. ২।২২।১-৩। ৩এবা বস্ব ইন্দ্রঃ সত্যঃ সম্রাড্. ঢন্তা বৃত্রং বরিবঃ পূরবে কঃ ৪।২১।১০। **বসু** নিঘ.তে 'ধন' (২।১০), বহুবচনে 'রশ্মি' (১।৫) অথবা দ্যুস্থান দেবগণ (৫।৬) < √ বস্ 'আলো দেওয়া' (তু. 'বাসর' দিন, নিঘ. ১।৯; বিবস্বান্' সূর্যের প্রাচীন নাম; ॥ উষস্)। 'আলো' অর্থই মুখ্য, 'ধন' অর্থ গৌণ। ইন্দ্র আদিত্য, তাই 'বসুর সম্রাট্'। সত্য আলোর সাম্রাজ্য যেমন দিনে, তেমনি রাতে এবং উভয়কে ছাপিয়ে। তাইতে নিঘ.তে রাত্রিও 'বস্বী' (১।৭)। সাম্রাজ্যসিদ্ধি সোমযাগের 'তৃতীয়' বা সায়ন্তন সবনের পরে (ছা. ২।২৪।১৩)। চেতনা তখন দিনে-রাতে 'অতমঃ' (শ্বে. ৪।১৮ : তু. ক. ২।২।১৫)। **বৃত্র** এবং **বরিবস্** দুয়ের মূলে একই বৃ ধাতু, কিন্তু অর্থের ব্যঞ্জনা যথাক্রমে সঙ্কোচে এবং প্রসারে—যেমন যম্ ধাতুর বেলায়। বরিবস্ ॥ বরুণ, তু. পুরুষ 'ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা' (ঋ. ১০।৯০।১)। **পূরু** নিঘ. 'মনুষ্য' (২।৩) বহুবচনে; বৈদিক কৌম তু. ১।১০৮।৮ (তত্র 'যদু, তুর্বশ, দ্রুহ্যু, অনু'র উল্লেখ); কৌমের আদিপুরুষ তু. ৭।১৮।১৩। < √পৄ 'ভরে তোলা', মৌলিক অর্থ 'পূর্ণ', তাথেকে সামান্যবচনে 'পূর্ণতার সাধক'। 'আরঃ ক্ষেত্রসাতা বৃত্রহত্যেষু পূরুম্' ৭।১৯।৩, সরস্বতীর কূলে 'অধিক্ষিয়ন্তি পূরবঃ' ৭।৯৬।২—উভয়ত্র সুস্পষ্ট অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা ল.। 'পূরু' > 'পূরুষ' < √পৄ + √বস্ ॥ উষ্., 'যে আলোয় পূর্ণ'। বর্তমান মন্ত্রের ভাবার্থও তা-ই। ৪তু. তৈউ. ১।১, ২।৮।

৮৬৮ ঋ. যঃ পত্যতে বৃষভো বৃষ্ণ্যাবান্ সত্যঃ সত্বা পুরুমায়ঃ সহস্বান্ ৬।২২।১। **বৃষ্ণ্যাবৎ** 'যাঁর আছে **বৃষ্ণ্য** কিনা বর্ষণশক্তি। ঋ.তে আরেকবার মাত্র পর্জন্যের বিণ. ৫।৮৩।২ (তত্র নি. বর্ষণকর্মবতঃ ১০।১১)। ইন্দ্র 'বৃষ্ণ্যেভির্ ধনস্পৃৎ' (ধন বা দূরের লক্ষ্যকে ছিনিয়ে আনেন) ৩।৪৬।২. 'বৃষা ০' ১।১০০।১। 'বৃষ্ণ্য' শক্তিপাত—যাতে আধারের বন্ধ্যাত্ব ঘোচে। ইন্দ্রের 'বৃষ্ণ্য' তাঁর ক্ষাত্রবীর্য. যার সঙ্গে 'মনীষা'ও যুক্ত, তু. 'অসমং ক্ষত্রম্ অসমা মনীষা···মহি ক্ষত্রং স্থবিরং বৃষ্ণ্যং চ' ১।৫৪।৮। **পুরুমায়**—যে-মায়াতে তিনি বিশ্বরূপ (৩।৫৩।৮, ৬।৪৭।১৮)। ১দ্র. ৮।১৬।৮, ৪০।১১। ২তু. সংস্কৃত 'সাদিন্' অশ্বারোহী; তু. সোম 'শূরো ন **সত্বা**' ৯।৮৭।৭। ৩কা তে নিষত্তিঃ ৪।২১।৯ : তাইতে 'উপনিষৎ' হৃদয়ে দেবতার আবেশ। ৪১।১৭৩।৫। 'রথ' এখানে দেবরথ, ইন্দ্র আদিত্য। আরও তু. স যুধ্মঃ সত্বা ৬।১৮।২, ইন্দ্রো বৃত্রং হনিষ্ঠো অস্তু সত্বা ৩৭।৫, ইন্দ্রায় পুরুনৃম্ণায় (পৌরুষে

'সত্ব'[৫]—যে-আলো পণিরা লুকিয়ে রেখেছে পাষাণপ্রাকারের অন্তরালে।[৬]...লক্ষণীয়, ঋক্‌সংহিতায় 'সত্বন্' শব্দটির অধিকাংশ প্রয়োগ ইন্দ্রের বেলায়—কখনও কর্তৃবাচ্যে, কখনও-বা ভাববাচ্যে। ভাববাচ্যে অর্থ হবে 'স্থিরাংশ'। তার সঙ্গে সাংখ্যের সত্ত্বগুণের অনুষঙ্গ থাকা অসম্ভব নয়—বিশেষত 'সত্ত্বে'র সঙ্গে যখন আলোর যোগ দেখতে পাচ্ছি। স্মরণীয়, সত্ত্বগুণের ভাবনা এসেছে ভোরের 'তমঃ' আর 'রজঃ' পার হয়ে সূর্যের আলো ফোটার ছবি হতে।[৭] বেদের অধিদৈবত দৃষ্টি সাংখ্যে হয়েছে অধ্যাত্ম। তাহলে বেদের 'সত্য সত্ব' ইন্দ্র পুরাণের ভাষায় শুদ্ধসত্ত্ব। বৌদ্ধভাবনার 'বজ্রসত্ত্ব' তার সঙ্গে তুলনীয়। ঋক্‌সংহিতার একটি জায়গায় ইন্দ্রকে সম্বোধন করা হয়েছে **সত্যসত্বন্** এই সমস্তপদটি দিয়ে—বলা হচ্ছে, 'মহোল্লাসের জন্য এই ভয়াল রথে তুমি আরোহণ কর, হে দেবতা। পৌরুষ তোমার উপচে পড়ুক্ হে অগ্রণী পথিক, চলে এস প্রসাদ নিয়ে আমার কাছে। আমি তোমাকে শুনেছি (হে দেবতা), এখন এগিয়ে গিয়ে শুনিয়ে দাও চর্ষিণুদের।'[৮] এখানে দেখতে পাচ্ছি, সত্বের সত্য হতে উৎসারিত হচ্ছে আনন্দ বীর্য এবং প্রগতির বেগ। 'অক্ষরেরই ক্ষরণ'[৯]—এটি বৈদিক ভাবনার একটি বৈশিষ্ট্য। দেবতা যুগপৎ সত্য এবং ঋত, স্থিতি এবং গতি দুইই।

দেবতা নিত্য, কিন্তু অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আমাদের মধ্যে তাঁর জন্ম হয় যজনের ফলে। দেবতা তখন আমাদের 'সূনু' বা পুত্র। আগে দেখেছি, অগ্নি 'সহসঃ সূনুঃ' বা সর্বাভিভাবী উৎসাহের পুত্র। ইন্দ্রও তেমনি **সত্যস্য সূনুঃ** এবং **সত্যয়োনিঃ** [৮৬৯]। অর্থাৎ সত্যপ্রতিষ্ঠার ফলেই আমাদের মধ্যে ঐন্দ্রী চেতনার আবির্ভাব হয়। ইন্দ্র পরম সত্য, অতএব তাঁর সাযুজ্য লাভ করতে হলে আমাদেরও তাঁর মত সত্য হতে হবে।

বিশেষণ দুটিকে অধিদৈবতদৃষ্টিতেও দেখা চলে। ইন্দ্র যেমন সত্যস্বরূপ, তেমনি আবার সত্যযোনিও; অর্থাৎ তিনি স্বয়ম্ভূ—আপনাহতে আপনি হয়েছেন 'স্বয়ংজা' অপ্‌এর [৮৭০] ধারার মত। তখন তিনি একাধারে জনক এবং জাতক। জনকরূপে তিনি বিশ্বের অক্ষীয়মাণ উৎস এবং জাতকরূপে তার শতধারা বিসৃষ্টি। দুটি মিলিয়ে তিনি 'বিশ্বভূ'—এই যা-কিছু সব হয়েছেন।[১] এই প্রকল্পের সমর্থন সংহিতাতেই আছে:

উজ্জ্বল) সত্বনে ৮।৪৫।২১। [৫]৭।২০।৫। [৬]দ্র. বেমী. পৃ. ২৭৮। [৭]ইন্দ্র 'সত্বা' দ্র. ৬।২৯।৬, ৮।৭০।১০। [৮]স সত্যসত্বন্ মহতে রণায় রথম্ আ তিষ্ঠ তুবিনৃম্ণ ভীমম্, যাহি প্রপথিন্নবসো.প মদ্রিক্ প্র চ শ্রুত শ্রাবয় চর্ষণিভ্যঃ ৬।৩১।৫। 'সত্যসত্বন্'এ মরুদ্‌গণের ধ্বনি আছে, কেননা তাঁরাও 'সত্বানঃ' ১।৬৪।২। দেবরথ দেবতার কাছে আনন্দের নিদান, আর বৃত্রের কাছে ভয়ঙ্কর। **প্রপথিন্**—ইন্দ্র যুদ্ধে 'প্রপথিন্তম' ১।১৭৩।৭। **প্রপথ** উপনিষদের 'মহাপথ' (ছা. ৮।৬।২)। প্রেতির সময় পূষা তাতে অগ্রণী, তু. ঋ. পূষা ত্বা পাতু প্রপথে পুরস্তাৎ (১০।১৭।৪; প্রপথে পথাম্ অজনিষ্ট পূষা (প্রদ্যোতের সন্ধানী আলো হয়ে দ্র. বৃ. ৪।৪।২) প্রপথে দিবঃ প্রপথে পৃথিব্যাঃ ৬। আরও তু. স্বস্তির্ (পথের দেবী) ইদ্.ধি প্রপথে শ্রেষ্ঠা ১০।৬৩।১৬। আবার 'প্রপথ' চওড়া, তু. অংসেষ্বা. বঃ (মরুদ্‌গণের) প্রপথেষু খাদয়ঃ ১।১৬৬।৯। [৯]দ্র. ১।১৬৪।৪২।

৮৬৯ ঋ. ইন্দ্রম্ অর্চ যথা বিদে (যাতে তাঁকে পাওয়া যায়) সত্যস্য সূনুং সৎপতিম্ ৮।৬৯।২; ভুবঃ সম্রাল্. ইন্দ্র সত্যয়োনিঃ ৪।১৯।২।

৮৭০ ঋ. ৭।৪৯।২। [১]১০।৫০।১, টীমু. ৩২৩।৪।

'সত্যযোনি' বলার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁকে বলা হয়েছে 'ভুবঃ সম্রাট্'; যিনি 'সত্যস্য সূনুঃ', তিনিই 'সৎপতিঃ'। যখন তিনি লোকাত্মক, তখন তিনি সম্রাট্ এবং পতি; যখন লোকোত্তীর্ণ, তখন সত্যস্বরূপ। একটিতে তিনি জাতক, আরেকটিতে জনক।

সৎপতি বিশেষণটি লক্ষণীয়। ঋক্‌সংহিতায় এর অনেক প্রয়োগ আছে এবং তার প্রায় সবগুলিই ইন্দ্রের বেলায় [৮৭১]। সংজ্ঞাটির মৌলিক অর্থ 'যা-কিছু আছে, তার পতি' এবং বোঝাচ্ছে সর্বাধিপতি রাজাকে।[১] এখানে যা-কিছু আছে তা 'সৎ', আবার এসব ছাপিয়ে যে-পরমতত্ত্ব তাও 'সৎ'[২]—এ-ভাবনা কিন্তু জগন্মিথ্যাত্ববাদের বিপরীত। বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে যা-কিছু অনুভবগোচর, তা-ই 'সৎ'। আর যা 'সৎ', তা-ই 'সত্য'। উপনিষদে তাই দেখি, 'সত্য'কে মর্ত্য এবং অমৃত, সত্য এবং অনৃত উভয়ের সমাহাররূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[৩] এই দৃষ্টিই সম্যক্ দৃষ্টি—যার মহাবাক্য হল 'সর্বং খল্বি.দং ব্রহ্ম,' 'ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্বম্', 'পুরুষ এবে.দং সর্বম্' ইত্যাদি।[৪] আর তা অধিদৈবত দৃষ্টির আশ্রিত বৈদিক চিন্ময়-প্রত্যক্ষবাদের প্রমাপক। বেদে ইন্দ্রই যখন বিশেষ করে 'সৎপতি', তখন যে-মায়াতে তিনি পুরুরূপ এবং রূপে-রূপে প্রতিরূপ, যে-মায়া তাঁর স্বরূপের চারদিকে রূপকৃৎ একটা পরিবেষ,[৫] তা সত্যেরই প্রসূতি—মিথ্যার নয়।

লক্ষণীয়, 'সৎপতি' বিশেষণটি ইন্দ্র ছাড়া আর প্রযুক্ত হয়েছে রুদ্র এবং বরুণ-মিত্র-অর্যমার বেলায়। এদেশের অধ্যাত্মসাধনায় এঁরা আজও পরমদেবতার আসনে—রুদ্র শিবরূপে, বরুণ-মিত্র-অর্যমা ঔপনিষদ-পুরুষ বা সৎ-চিৎ-আনন্দরূপে। ইন্দ্রকে বিশেষ করে 'সৎপতি' বলার গুরুত্ব এহতেই বোঝা যায়। ইন্দ্রের সহচারে বা বিকল্পে অগ্নি এবং সোমও 'সৎপতি'। সাধনার দিক দিয়ে অগ্নি ইন্দ্র এবং সোম—এই তিনটি দেবতার মধ্যে একটি পরম্পরা আছে। অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা—তাঁকে দিয়ে সাধনার শুরু। ইন্দ্র অন্তরিক্ষস্থান দেবতা এবং আদিত্য দুইই। উপনিষদের ভাষায় তিনি প্রাণাত্মক প্রজ্ঞা। অতএব তিনি সাধনার অন্ত। ইন্দ্রের মত সোমও যখন পবমান,

---

৮৭১ ইন্দ্র ছাড়া প্রয়োগ ঋ. অগ্নি ৬।১৬।১৯ বৃ.ত্রহা, ৮।৭৪।১০, ৬।৭১।১৩; রুদ্র ২।৩৩।১২; অর্যমা: ত্বম্ (অগ্নি) অর্যমা সৎপতির্ যস্য সংভুজম্ (অর্যমা সম্ভোগ বা আনন্দের দেবতা, যেমন অহরভিমানী মিত্র জ্যোতির আর রাত্র্যভিমানী বরুণ শুদ্ধ অস্তিত্বের; সংহিতার অনেকজায়গায় তিনের সহচার ল.; তু. বেদান্তের 'সৎ-চিৎ-আনন্দ' ব্রহ্ম) ২।১।৪; মিত্রাবরুণ ৫।৬৫।২; আদিত্যগণ ৬।৫১।৪। অগ্নি 'সৎপতি' ইন্দ্রের সহচারে ৬।৬০।৬, ১০।৬৫।২; একজায়গায় ইন্দ্রের বিকল্পে সোম ঐ ১।৯১।৫। মোটের উপর ত্রিভুবনের প্রধান দেবতারা সবাই সৎপতি। [১]তু. ত্রসদস্যুঃ…মংহিষ্ঠো অর্যঃ সৎপতিঃ (দানস্তুতিতে) ৮।১৯।৩৬; অগ্নির্ দদাতি সৎপতিং…জেতারম্ অপরাজিতম্ ৫।২৫।৬, বীরং দদাতি ০ ৬।১৪।৪; এ.স্য যাহ্য.প নঃ পরাবতঃ…অস্তং রাজে.ব সৎপতিঃ (আমাদের হৃদয়ই তোমার আস্তানা, বৃত্রবধের পর এইখানে তোমার বিশ্রাম দ্র. ৩।৫৩।৪) ১।১৩০।১। [২]তু. ১।১৬৪।৪৬, ১০।৫।৭, ৭২।২,৩, ১২৯।১। [৩]দ্র. ছা. ৮।৩।৫, বৃ. ৫।৫।১। তু. বৃ. স যথো.র্ণনাভিস্ (মাকড়সা) তন্তুনো.চ্চরেদ্, যথা. গ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যে.বম্ আত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। তস্যো.পনিষৎ সত্যস্য সত্যম্ ইতি। প্রাণা বৈ সত্যং, তেষাম্ এষ (আত্মা) সত্যম্ ২।১।২০। [৪]দ্র. ছা. ৩।১৪।১, ৬।৮।৭…; ঋ. ১০।৯০।২। [৫]দ্র. ঋ. ৬।৪৭।১৮, ৩।৫৩।৮।

তখন অন্তরিক্ষস্থান ; কিন্তু যখন তিনি পূত, তখন দ্যুস্থান আনন্দদেবতা। তিনিও সাধনার অন্ত—একথা সোমমণ্ডলের শেষ দুটি সূক্তে নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে [৮৭২]। গোতম রাহূগণের যে-সূক্তটিতে সোমকে 'সৎপতি…রাজা… বৃত্রহা' বলা হয়েছে,[১] সেখানে স্পষ্টতই তিনি বরুণ-মিত্র-অর্যমার সঙ্গে এক।[২] অর্থাৎ উপনিষদের ভাষায় সোম সেখানে আনন্দব্রহ্ম। দেখা যাচ্ছে, 'সৎপতি' বিশেষণটি দেবতাদের বেলায় বিশেষ সাবধানে ব্যবহৃত হয়েছে তাঁদের প্রাধান্য এবং মহিমার খ্যাপন করতে। আর এই ভাবনার কেন্দ্রে ইন্দ্র। ইন্দ্রই বিশেষ করে সৎপতি বা ভুবনেশ্বর—এবং এ-ভুবন সত্যস্বরূপের সত্য বিসৃষ্টি।

সৎপতির ভাবানুষঙ্গে ইন্দ্রের যে-পরিচয় পাওয়া যায়, এবার তার কথায় আসা যাক। বিশেষণটির মধ্যে দুটি ভাবনা ওতপ্রোত হয়ে আছে—ইন্দ্রের সত্যতা এবং পতিত্ব। আমাদের সত্যধৃতিতেই যে ইন্দ্র 'সত্যস্য সূনুঃ'—একথা আগেই বলেছি। প্রিয়মেধ আঙ্গিরস বলছেন, 'হে প্রবৃদ্ধ সৎপতি (ইন্দ্র), যখন নাকি তুমি "আমি তো মরি-না" মনে কর, সেই হল গিয়ে তোমার সত্য [৮৭৩]।'—দেবতা স্বরূপত অমৃত, আর আমরা মর্ত্য। কিন্তু আমাদের মধ্যে তাঁর আবির্ভাব এবং তিলে-তিলে প্রবর্ধন[১] আমাদের জীবনকেও অমৃতবর্ণ করে তোলে—আমরা যেন শুনতে পাই তাঁর আশ্বাস, 'আমি যখন জন্ম নিয়েছি তোমার মধ্যে, তখন দিনে-দিনে উপচেই উঠব, আর কোনদিন মরব না।' মর্ত্যের মধ্যে এই অমৃতসম্ভবই তাঁর স্বরূপের অর্থক্রিয়াবৎ সত্য। তাইতে

---

৮৭২ দ্র. ঋ. ১০।১১৩।৩, ৬-১১, ১১৪।৩ (সোমের বিশ্বজ্যোতির্ময় পরিবেষ)। [১] ১।৯১।৫। [২] রাজ্ঞো নু তে বরুণস্য ব্রতানি বৃহদ্ গভীরং তব সোম ধাম, শুচিষ্ ট্বম্ অসি প্রিয়ো ন মিত্রো দক্ষায্যো অর্যমে রা. সি সোম—এই যে রাজা বরুণের মত তোমার যত ব্রত, বৃহৎ এবং গভীর হে সোম তোমার ধাম, শুচি তুমি (আর) প্রিয় মিত্রের মত, যে তোমাকে অনুকূল এবং সমর্থ করতে হয় অর্যমার মত ১।৯১।৩ (=৯।৮৮।৮)। বরুণ আছেন সব-কিছু ছাপিয়ে, তিনি লোকোত্তর। তাই তাঁর 'ব্রত' বা ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য (< √ বৃ 'বরণ করা, বেছে নেওয়া') অক্ষুন্ন। মিত্র মালিন্য হরণ করেন তাঁর আলোতে, তাই তিনি 'শুচি' এবং মিত্রের মত প্রিয়ও। অর্যমাতে আছে সম্প্রসাদ ('রতি', আনন্দ দ্র. বৃ. ৪।৩।১৫, ছা. ৮।১২।৩), যার আনুকূল্য নতুন সৃষ্টির উৎস। এই দিব্যত্রয়ীর বৈশিষ্ট্য আছে সোমে। তাই আধারে তাঁর 'ধাম' বা আবেশ এবং প্রতিষ্ঠা যেমন আকাশের মত বৃহৎ তেমনি সমুদ্রের মত গভীর। এই ধামের কথা পরের মন্ত্রেই আছে। আর তার পরের মন্ত্রে তাঁকে বলা হয়েছে ইন্দ্রের মত সৎপতি রাজা বৃত্রহা এবং ক্রতু। সোমের লোকোত্তর মহিমা এবং তাঁতে ইন্দ্রগুণের আবেশ ল.। **দক্ষায্য** 'অনুকূল এবং সমর্থ করতে হয় যাঁকে যজনের দ্বারা' [< √দক্ষ্ 'অনুকূল এবং সমর্থ হওয়া বা করা' তু. মা স্রেধত (ভুলে থেকো না) সোমিনো (তোমাদের মধ্যে সোম আছেন) দক্ষত মহে (মহিমার জন্য) ৭।৩২।৯, দক্ষায্যায় দক্ষতা সখায়ঃ (বৃহস্পতিকে অনুকূল এবং সমর্থ করতে হবে, তার জন্য তোমরা উদ্‌যোগী হও) ৯৭।৮, সুশংসো ('প্রশস্তির যোগ্য', অগ্নির বিণ. তু. ৬।৫২।৬, ১।৪৩।৬) যশ্ চ দক্ষতে (প্রসন্ন হয়ে সামর্থ্য প্রকাশ করেন) ১৬।৬] তু. দক্ষায্য ইন্দ্র ভরহূতয়ে নৃভিঃ (দেবতার আবেশকে আধারে ডেকে নামাবার জন্য বীরদের তোমাকে 'দক্ষ' করতে হয়) ১।১২৯।২, (অগ্নি) ॰ য়ো দাশ্বতে (নিজেকে যে দিয়েছে তার জন্য) দম আ ২।৪।৩, ॰ য়ো দম আস নিত্যঃ (অগ্নি) ৭।১।২। দ্র. 'দক্ষ' টী. ২৩৩৩।

৮৭৩ ঋ. যদ্ বা প্রবৃদ্ধ সৎপতে ন মরা ইতি মন্যসে, উতো তৎ সত্যম্ ইৎ তব ৮।৯৩।৫। এমনিতর দেবসত্য তু. অগ্নির ১।১।৬, বৈশ্বানরের ৯৮।৩। [১] তু. অগ্নি 'বর্ধমানং স্বে দমে' ১।১।৮, ৬।৯।৪ টী. ১৬৩৩ ; ইন্দ্র ১।৩৩।৩,

তিনি আমাদের 'সৎপতি'—যেখানে তাঁর সত্যে আমরা সত্য, সেইখানে তিনি হিরণ্যগর্ভ-রূপে অগ্রে সংবৃত্ত হয়েও 'ভূতস্য জাতঃ পতির্ একঃ'।[২]

'সৎপতি'র সঙ্গে বিশিষ্ট যোগ 'বাজে'র। 'বাজ' [৮৭৪] মূলত ওজঃশক্তি, যাহতে ইন্দ্রের জন্ম।[১] অশ্ব তার প্রতীক, যেমন প্রজ্ঞার প্রতীক 'গো'। এই 'বাজ' হতেই ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য বৃত্রঘাতী 'বজ্র' তক্ষণ করেছিলেন। 'বাজ' তাই ইন্দ্রের তিমিরবিদার বজ্রশক্তি। আবার প্রজ্ঞার দিক দিয়ে দেখতে গেলে এ-শক্তি উষারও আছে বলে তিনি 'বাজেন বাজিনী।[২] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রজ্ঞানের দেবতা সরস্বতীও 'বাজিনী'।[৩] সৎপতি ইন্দ্রের প্রশস্তিতে বার্হস্পত্য ভরদ্বাজ তাই বলছেন, 'ওজস্বী যে ওজস্বিনী উষার ছেলে, তোমায় সে আহ্বান করে—গহনের মহৎ ওজঃ ছিনিয়ে আনবে বলে। বহু বৃত্র হতে হে ইন্দ্র, সৎপতি হয়ে তরাও তুমি। (তাই) তোমার দিকেই তাকায় সে—মুষ্ট্যাঘাতে আলোর জন্য যোঝে যখন (আঁধারের সঙ্গে)।'[৪] ইন্দ্র আলো এবং প্রাণ, তাই তিনি 'সৎ'; আর বৃত্র তার আবরক, তাই সে 'অসৎ'। এই অসৎ হতে আমাদের তিনি উত্তীর্ণ করছেন সৎএ, তমঃ হতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হতে অমৃতে তাঁর 'বাজ' বা বজ্রশক্তির দ্বারা। তাইতে তাঁর পতিত্বের পরিচয়—আমাদের সমস্ত ভার বওরাতে, আর তাঁর 'বাজকৃত্যে' বা বজ্রযোগে।[৫] মাধুচ্ছন্দস জেতা তাই ইন্দ্রকে বলছেন 'বাজানাং সৎপতিং পতিম্'—যেমন তিনি সৎপতি, তেমনি বাজপতি। সৎপতিরূপে তিনি 'সমুদ্রবিশাল,'

১৬৫।৯, ৮।৬।৩৩...। ২১০।১২১।১। 'সংবর্তন' ॥ 'নিবর্তন' (তু. ৩।৯।২, ১০।১৯।৪,৫) গুটিয়ে আসা, বীজভাব involution'।

৮৭৪ **বাজ** দ্র. টী. ৭৮২, ৭৮৭। ১ঋ. ১০।৭৩।১০ টী. ৮০৩১। ২৩।৬১।১, তত্র উষা ইন্দ্রসাম্যে 'মঘোনী'। ৩বাজেষু বাজিনি ৬।৬১।৬। ৪ত্বা বাজী হবতে বাজিনেয়ো মহো বাজস্য গধ্যস্য সাতৌ, ত্বাং বৃত্রেষিন্দ্র সৎপতিং তরুত্রং ত্বাং চষ্টে মুষ্টিহা গোষু যুধ্যন্ ৬।২৭।২। **বাজিনেয়** অনন্য প্রয়োগ। উষা এবং সরস্বতী উভয়েই 'বাজিনী'। দুজনেই বৃত্রঘাতিনী। দুয়ে তফাত প্রজ্ঞায় এবং প্রাণে। বৃত্রশক্তির অবরোধের ফলে আধারে এঁদের অভাবে দেখা দেয় অবিদ্যা এবং নির্বীর্যতা। উষা আলো ফুটিয়ে আর সরস্বতী প্রাণের ঢল নামিয়ে তা দূর করেন। মানুষের তাইতে নবজন্ম হয়। সে তখন 'বাজিনেয়'। **গধ্য বাজ** তু. ভরদ্বাজেষু দধিষে (নিহিত করেছ হে অগ্নি) সুবৃক্তিম্ (অন্তরাবৃত্তির অনায়াস বীর্য বা 'উর্জ্' < √ বৃজ্ 'মোড় ফেরানো' বল) অবীঃ (অনুকূল হও প্রসন্ন হও তাদের প্রতি, < √ অব্ [ইষ্]) বাজস্য গধ্যস্য সাতৌ ৬।১০।৬, ৪।১৬।১১, ১৬। তু. সোম 'বাজগন্ধ্য' বজ্রের গহন হতে জাত। বজ্রের গহন হল আকাশ। আকাশবৎ শূন্যতাই ওজঃশক্তির উৎস। তু. বৌদ্ধভাব-নায় 'শূন্যতা বজ্র উচ্যতে'। সোম্য আনন্দ সেই শূন্যতার আনন্দ (তু. তৈউ. কো হ্যে.বা.ন্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ, যদ্ এষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ ৩.৭।১)। 'গধ্য' < √ গধ ॥ গাধ্ > গহ্ ॥ গাহ্ 'ডুব দেওয়া, অনুপ্রবিষ্ট হওয়া' তু 'গহন' ঋ. ১০।১২৯।১। **তরুত্র** < √ তৃ 'অভিভূত করা ; পার হয়ে যাওয়া'। 'মুষ্টিহা' তু. নি যেন (রয়িণা) মুষ্টিহত্যয়া নি বৃত্রা রুণধামহৈ (নিরুদ্ধ করতে পারি) ১।৮।২। বৃত্রের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ, যাতে আলোর হানা একেবারে সোজাসুজি কালোর মর্মে লাগে। যেমন দেখি সপ্তশতীতে—বিষ্ণু আর মধু-কৈটভের বেলায় প্রথম চরিত্রে, আবার দেবী আর শুম্ভের বেলায় উত্তম চরিত্রে। ৫রিখাস্থ ধুর্ষু বাজকৃত্যেষু সৎপতে বৃত্রে বা.প্স্ব.ভি শূর মন্দসে ১০।৫০।২। জীবন-যজ্ঞ যেন একটি দেবরথ (তু. ঐব্রা. দেবরথো বা এষ যদ্ যজ্ঞঃ ২।৩৭, আরও তু. ঋ. ১০।১০১।৭ ; আবার পুরুষই যজ্ঞ দ্র. শাংব্রা. ১৭।৭, শ. ১।৩।২।১, ৩।৫।৩।১, ছা. ৩।১৬-১৭)। দেবতাকে জোতা হয়েছে তার ধুরায়। এখন তিনিই আমাদের সব ভার বইবেন। পথে অনেক বাধা। বজ্রযোগে তিনি তাদের জয় করবেন। প্রাণের ধারাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে বৃত্র। তিনি তাকে মুক্ত করবেন তাঁর শৌর্যে এবং সোম্য আনন্দের উন্মাদনায়।

বাজপতিরূপে 'রথীদের রথীতম'—আমাদের দেহরথে অধিষ্ঠিত যে-বিশ্বদেবগণ, তাঁদের মধ্যে অন্যতম। একটিতে তাঁর শান্তির পরিচয়, আরেকটিতে শক্তির।[৬]

সৎপতি ইন্দ্রের বাজকৃত্য হল বৃত্রবধ। বৃত্রশক্তি মূলত এক। কিন্তু আমাদের মধ্যে দেখি তার দুটি রূপ—একরূপে সে 'আর্য', আরেকরূপে 'দাস'। দাস-বৃত্রকে চেনা কঠিন নয়, কেননা তার বাহির-ভিতর সবই কালো। কিন্তু এই কালো আবার কখনও আলোর মুখোস প'রে আসে, তখন বৃত্র 'আর্য'। ব্রাহ্মণের বর্ণনায় এই আর্য বৃত্র অন্তরিক্ষে রচে রাজতপুর, আর দ্যুলোকে হিরণ্ময়পুর। উপনিষদে সে ইন্দ্রের প্রতিস্পর্ধী বিরোচন (আলোঝলমল), সপ্তশতীতে শুম্ভ-নিশুম্ভ [৮৭৫]। বার্হস্পত্য ভরদ্বাজ আবার ইন্দ্রাগ্নিকে বলছেন, 'তোমরা দুজন সৎপতি, (হে দেবতা)। তোমরা হত্যা কর আর্য বৃত্রদের, হত্যা কর দাস (বৃত্রদের), নিঃশেষে হত্যা কর যত দ্বেষীদের।'[১] ইন্দ্রের সাহচর্যে অগ্নিও এখানে সৎপতি। তিনি পৃথিবীস্থান এবং রক্ষোহা। অতএব দাস বৃত্রেরা হল মুখ্যত রক্ষোগণ —যারা পৃথিবীতে কিংবা তার কাছাকাছি থাকে।[২] মন্ত্রোক্ত 'আর্য' 'দ্বিষ্' এবং 'দাসের' সঙ্গে তুলনীয় পতঞ্জলির 'রাগ' 'দ্বেষ' এবং 'অভিনিবেশ' এই তিনটি ক্লিষ্টবৃত্তি—যারা যথাক্রমে সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণের বিকার। তিনটি বৃত্তির প্রসূতি জীবের অহন্তার আশ্রিত 'অবিদ্যা'। সংহিতায় সে-ই মূল বৃত্র। সে ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ। দেবতার মত সেও সপ্তরশ্মি অর্থাৎ চৈতন্যের সপ্ত লোক পর্যন্ত তার অধিকার প্রসৃত। ইন্দ্রের মত তারও ওজঃশক্তি বিপুল এবং নিজেকে সে ইন্দ্র বলেই মনে করে।[৩] সৎপতি ইন্দ্র এই ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপের তিনটি মাথাই উড়িয়ে দিয়েছিলেন।[৪] এই তাঁর চরম বাজকৃত্য।

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে 'বৃত্র' হল 'অংহঃ' [৮৭৬] বা চিত্তের সঙ্কোচ। কুৎস আঙ্গিরসের প্রসিদ্ধ যে-সৌরসূক্তে উদীয়মান সূর্যকে তিনি সর্বভূতাত্মা বলে ঘোষণা করেছেন, তার শেষ মন্ত্রে

---

৬ ঋ. ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্ (সংবর্ধিত করল) সমুদ্রব্যচসং গিরঃ (উদ্‌বোধন-গীত), রথীতমং রথীনাং বাজানাং সৎপতিং পতিম্ ১।১১।১।

৮৭৫ দ্র. বেমী. টীমু. ৩।৫৮। ইন্দ্রের দাসবধ তু. ঋ. ২।১২।৪, ৩।৩৪।১। এই প্রসঙ্গে তু. মন্যু তাপসের 'মন্যু' বা দেবরোষের প্রশস্তি : 'যস্ তে মন্যো অবিধদ্ বজ্র সায়ক সহ ওজঃ পুষ্যতি বিশ্বম্ আনুষক্, সাহ্যাম দাসম্ আর্যং ত্বয়া যুজা সহস্কৃতেন সহসা সহস্বতা'—যে তোমায় হে মন্যু, সাধনায় পেল, হে বজ্র হে ক্ষেপণাস্ত্র, যত উৎসাহস আর ওজস্বিতা সে পুষ্ট করে (অন্তরে) নিরন্তর ; অভিভূত করি যেন আমরা দাসকে এবং আর্যকে সাহসী তোমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে (দেবতার) উৎসাহসসৃষ্ট সাহস দিয়ে ১০।৮৩।১। **মন্যু** ক্রোধ (নিঘ. ২।১৩), কিন্তু পুণ্যময়। সে হল 'স্বয়ম্ভূর্ ভামঃ'—চিত্তের অনপেক্ষ নিত্যদীপ্তি (তু. কৃষ্ণের 'সত্যভামা'), যার উৎস বারুণী শূন্যতায় এবং যা আসে 'বলধেয়ায়'—অন্তরে বলাধান করতে (তু. ঋ.১০।৮৩।৪, ৮৪।৫, ৭, ৮৩।৫)। এই মন্যু দেবতার মধ্যে সবসময় আছে বলে দেবতা 'সহস্বান্' এবং আমার 'সহঃ' তাঁরই সহঃ হতে জাত। 'মন্যু' মন্ত্র বা মননের পরিণাম, অতএব 'ব্রহ্ম' বা মন্ত্রচেতনার বীর্য। আবার 'মন্যু' অসুরের আত্মাভিমানও, দ্র. টী. ৮৭৯। [১] হতো বৃত্রাণ্যার্যা হতো দাসানি সৎপতী, হতো বিশ্বা অপ দ্বিষঃ ৬।৬০।৬। দাস এবং আর্য বৃত্রেরা অধ্যাত্মদৃষ্টিতে পাপ ও পুণ্যের সংস্কার। দুয়ের উর্ধ্বে যাওয়াই বেদান্তের আদর্শ, তু. বৃ. ৪।৪।২২। [২] দ্র. বেমী. টী.মু. ৩০৬। [৩] ঋ. ১০।৮।৯। [৪] দ্র. বেমী. টীমু. ৪২৮।৩, ৪২৯।

৮৭৬ **অংহস্**। 'অঘ' চেতনার সঙ্কোচ, ক্লিষ্ট বৃত্তি, পাপ ; তু. MG. *angst*, E. *anxiety*।

অংহের পরিচয় আছে। ঋষি বলছেন, 'হে দেবগণ, আজ সূর্য উঠলেন যখন, তখন আমাদের অংহঃ হতে অবদ্য হ'তে অনিঃশেষে পার করে নিয়ে যাও।'[১] এখানে অংহঃ স্পষ্টতই রাত্রির অন্ধকার, যাকে অচিত্তি বা অবিদ্যার প্রতীকরূপে গ্রহণ করা যায়। তার স্বরূপ অনির্বচনীয়, তাই সে 'অবদ্য'। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তা ব্যক্তিচেতনার সঙ্কোচ, যা দূর হতে পারে বিশ্বচেতনার অভ্যুদয়ে। কুৎস তাঁর আরেকটি সূক্তের ধুয়াতেও এই ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশ্বদেবগণকে সম্বোধন করে তিনি বলছেন, 'দুর্গম হতে রথের মত, হে আলোঝলমল কল্যাণদান (দেবগণ), সমস্ত অংহ হতে আমাদের অনিঃশেষে পার করে নিয়ে যাও।'[২] এখানে দেখছি, অকৃপণ আলোর দাক্ষিণ্য আছে বিশ্বদেবগণের মধ্যে—অংহঃ তার বিপরীত, সে প্রকৃতির অন্ধতা এবং কার্পণ্য।

অংহের সঙ্কোচ হতে আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে বৃহৎ বা 'ব্রহ্মে'র বৈপুল্যে। বৈপুল্যের একটি সংজ্ঞা 'বরিবঃ'—এসেছে 'বৃ' ধাতু থেকে যার অর্থ সব-কিছু 'ছেয়ে থাকা'। একই ধাতু থেকে 'বৃত্র' আর 'বরুণ'—অন্ধকার আর আলোরূপে যেন সত্তার কুমেরু আর সুমেরু। এক মেরু হতে আরেক মেরুতে উত্তীর্ণ হওয়ার অভীপ্সাকে বলা হয় 'বরিবস্যা' কিনা চিত্তের সঙ্কোচ হতে বৈপুল্যে উত্তরণের তীব্রসংবেগ [৮৭৭]। 'বরিবঃ'র নামান্তর 'উরু অনিবাধ', 'উরুলোক' বা 'উলোক।'[১]

সৎপতি ইন্দ্র 'বরিবশ্ চকার দেবেভ্যঃ'—অনিবাধ বৈপুল্য সৃষ্টি করলেন দেবতাদের জন্য। আলোর বীর্য সঙ্কুচিত হয়ে ছিল আধারে, ইন্দ্র তাকে মুক্তি দিলেন, কেননা তিনি 'চর্ষণীপ্রাঃ'—দেবকাম চরিষ্ণু যজমানকে আনখশিখ 'আপূরিত' করে আছেন অন্তর্যামী হয়ে। কিন্তু এটি সহজে হয়নি। ইন্দ্র এটি করেছেন বৃত্রশক্তির সঙ্গে যুদ্ধের দ্বারা আর তাঁর জ্যোতিঃশক্তির মহিমার দ্বারা। ইন্দ্রের প্রসাদে এমনি করে মহাবৈপুল্যে উত্তীর্ণ হয় যারা, তাদের দেবযজনভূমি হয় 'বৈবস্বত সদন' বা সূর্যলোক, তারা হয় কম্প্রহৃদয় 'বিপ্র' এবং ক্রান্ত-দর্শী 'কবি'। সৎপতির সেই বাজকৃত্য স্মরণ করে তারা তখন 'স্তুতিমুখর হয়ে ওঠে' [৮৭৮]।

বরিবস্যা নিয়ে এল আকাশের বৈপুল্য। সেই আকাশে সূর্য ঝলমলিয়ে উঠল। এও সৎপতি ইন্দ্রের বাজকৃত্য। বার্ষাগির ঋষিরা বলছেন, 'মন্যুকে তিনি মিইয়ে দেন হানাহানির কর্তা হয়ে। আমাদেরই পৌরুষ দিয়ে সূর্যকে তিনি যেন ছিনিয়ে আনেন আজকার দিনে—কেননা তিনি সৎপতি, বহুজনাহূত [৮৭৯]।'—মন্যু বৃত্রের আত্মাভিমান,

---

১ঋ. অদ্যা দেবা উদিতা সূর্যস্য নির্ অংহসঃ পিপৃতা নির্ অবদ্যাৎ ১।১১৫।৬। 'অংহস্'এর অবদ্যতার পরিচয় দিচ্ছেন বসিষ্ঠ ৭।৮৬।৩, টীমূ. ২৩৩৯। ২রথং ন দুর্গাদ্ বসবঃ সুদানবো বিশ্বস্মান্ নো অংহসো নিষ্ পিপর্তন ১।১০৬।১-৬। **সুদানু**—'দানু' দান, দেবতার প্রসাদ। সে-দান আলোর, তাই সুমঙ্গল।

৮৭৭ দ্র. ঋ.১।১৮১।৯। ১দ্র. বেমী. টীমূ. ৩২।

৮৭৮ ঋ. যুধে.ন্দ্রো মহ্না বরিবশ্ চকার দেবেভ্যঃ সৎপতিশ্ চর্ষণীপ্রাঃ, বিবস্বতঃ সদনে অস্য তানি (বীরকর্ম) বিপ্রা উক্থেভিঃ কবয়ো গৃণন্তি ৩।৩৪।৭।

৮৭৯ ঋ. স মন্যুমীঃ সমদনস্য কর্তা অস্মাকেভির্ নৃভিঃ সূর্যং সনৎ, অস্মিন্ন্ অহন্ সৎপতিঃ পুরুহূতঃ ১।১০০।৬।

তার মূলে আছে ওই অংহ।[১] তাকে বলা যেতে পারে 'অস্মিতা,' যা অবিদ্যার নিত্যসহচর। দেবতার অভিমান সংক্রামিত হয় অসুরে, তখন সে তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। আর তাইতে শুরু হয় দেবাসুরের হানাহানি। আমাদের মধ্যে এটি জীবনের নিত্য ঘটনা। চিৎসূর্য অসুরের কবলিত হচ্ছে, আর দেবতা তাকে মুক্ত করছেন—আমাদেরই উদ্দীপ্ত পৌরুষের বীর্যে। এই পৌরুষ দিব্য মন্যু যা আমাদের তপঃশক্তি হতে জন্ম নেয় 'বিশ্বপ্রাণের ঝড়' হয়ে, যা দেবতার সহরথী 'নর'কে করে 'অগ্নিরূপ'।[২] অন্তরের অগ্নিশিখা আকাশে তখন সূর্য হয়ে জ্বলে ওঠে। এই হল 'পুরুহূত' ইন্দ্রের বাজকৃত্য এবং প্রসাদ, আর তাইতে তিনি 'তরুত্র সৎপতি'—যেন গীতার ভাষায় দুষ্কৃতদের বিনাশ করে সাধুদের পরিত্রাণের জন্য তাঁর জ্যোতির্ময় আবির্ভাব।[৩]

সৎপতির এমনিতর আবির্ভাবের একটি উদ্দীপ্ত বর্ণনা পাই কৃষ্ণ আঙ্গিরসের ইন্দ্রসূক্তে: 'বৃষের মত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি উড়ে চললেন লোক-লোকান্তরে। যিনি অভিজাতের পত্নী করলেন এই অপ্‌দের, সেই মঘবা—(নিজেকে) যে নিঙ্‌ড়ে দেয় তৎক্ষণাৎ—সেই হবিষ্মান্ মনুর জন্য খুঁজে পেলেন জ্যোতি। (এবার) ঊর্ধ্বপানে আবির্ভূত হক পরশু (সেই) জ্যোতির সঙ্গে, ঋতের (ধেনু) সুদুঘা হ'ক আগের মতই। বিরোচন হ'ন অরুণ (দেবতা) (আপন) প্রভায় শুচি হয়ে, আদিত্যঝলমল দ্যুলোকের মত ঝলমলিয়ে উঠুন সৎপতি [৮৮০]।'—পৃথিবী হতে দ্যুলোক পর্যন্ত চেতনার স্তরে-স্তরে প্রাণের ধারারা হয়ে আছে 'দাসপত্নী'[১] অর্থাৎ তামস বৃত্রের কবলিত। উপাসকের ক্ষিপ্র

মন্যু-মী এখানে 'মন্যু' অসুরের আত্মাভিমান (তু. অমর্ত্যং চিদ্ দাসং 'মন্যমানম্' ২।১১।২, ৩।৩২।৪…), ইন্দ্র তাকে খর্ব করছেন (ব্যা. তু. প্র য়ো [ইন্দ্রঃ] মন্যুং রিরিক্ষতো [অনিষ্টকারীর < √রিষ্] মিনাতি ৭।৫৬।৪ ; তু. বৃহস্পতিও 'ব্রহ্মদ্বিষস্ তপনো মন্যুমীঃ' ২।২৩।৪)। দেবতা এবং অসুর উভয়েই মন্যুমী, তু. ইন্দ্রো মন্যুং মন্যুম্যো মিমায় ০।১৮।১৬। 'সমদন' ॥ 'সমৎ' সংগ্রাম (নিঘ. ২।১৭) <সম্ √অদ্ 'খাওয়া', খাওয়া-খাওয়ি। 'নৃ' পৌরুষ, বীর্য। [১]এই মন্যুর পরিচয়: 'অদেবেন মনসা য়ো রিষণ্যতি (অপরের অনিষ্ট করে) শাসাম্ (প্রশাস্তা দেবগণের 'ব্রত' উহ্য; **শাস্** হলন্ত ও অকারান্ত, আদ্যুদাত্ত এবং অন্তোদাত্ত দুই রূপই পাওয়া যায়, 'প্রশাস্তা' এবং 'প্রশাসন' দুইই বোঝায়, দ্র. ৩।৪৭।৫, ৭।৪৮।৩, ১০।২০।২, ১৫:।১, ১।৫৪।৭, ৬৮।৫ ; < √শস্ ॥ শংস্ 'উদ্দীপ্ত হয়ে কিছু বলা' > শাস্ 'শাসন করা', তু. বৃ. অক্ষরের প্রশাসন ৩।৮।৯, হিরণ্যগর্ভের 'প্রশিষ্' ঋ. ১০।১২১।২) উগ্রো (হয়ে এবং নিজেকে বড়) মন্যমানো (মনে ক'রে) জিঘাংসতি (নষ্ট করতে চায়), বৃহস্পতে মা প্রণক্ (যেন নাগাল না পায়) তস্য নো বধো (প্রহরণ) নি কর্ম (যেন লুটিয়ে দিই) মন্যুং দুরেবস্য শর্ধতঃ (দুরাচার এবং স্পর্ধিতের) ২।২৩।১২। দেবতার মন্যু তপোজাত, আর ব্রহ্মদ্বেষীর মন্যু অদিব্য মনন এবং অহঙ্কার হতে জাত। [২]তু. ঋ. ত্বয়া মন্যো সরথম্ …মরুত্বঃ,…অভি প্র য়ন্তু নরো অগ্নিরূপাঃ ১০।৮৪।১। মন্যু 'মরুত্বস্' অর্থাৎ মরুত্বান্ ইন্দ্রের মত। [৩]দ্র. ৬।২৬।২, টীমূ. ৮৭৪।৪। সৎপতি তখন 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' (গী. ৪।৮) এগিয়ে আসেন।

৮৮০ ঋ. বৃষা ন ক্রুদ্ধঃ পতয়দ্ রজঃস্বা. য়ো অর্যপত্নীর্ অকৃণোদ্ ইমা অপঃ, স সুন্বতে মঘবা জীরদানবে বিন্দজ্ জ্যোতির্ মনবে হবিষ্মতে। উজ্ জায়তাং পরশুর্ জ্যোতিষা সহ ভূয়া ঋতস্য সুদুঘা পুরাণবৎ ১০।৪৩।৮-৯। [১]তু. ১।৩২।১১ (টীমূ. ৭১১), ৫।৩০।৫, ৮।৯৬।১৮। আরও তু. ইন্দ্রাগ্নী নবতিং (=নবনবতি) পুরো দাসপত্নীর্ (এখানে তামস বৃত্র 'দাস') অধূনুতম্ (টলিয়ে দিলেন) সাকম্ একেন কর্মণা (অগ্নির 'তপঃ' আর ইন্দ্রের 'ওজঃ' দুয়ের মিলনে—একের ক্রিয়া দেহে আর প্রাণে, অপরের প্রাণে আর মনে) ৩।১২।৬। ফলে

আত্মোৎসর্গে দেবতা সাড়া দিলেন। অন্ধতমিস্রার বিরুদ্ধে উদ্দীপ্ত তাঁর মন্যু ছড়িয়ে পড়ল লোক হতে লোকান্তরে। মানুষ পেল তাঁর আলোর প্রসাদ, দাসপত্নীরা হল অর্যপত্নী।'[২] এবার তিমিরবিদার অগ্নিবীর্য উধ্ব'গ হ'ক সেই আলোর ছোঁয়ায়, শাশ্বতী উষার ঋতচ্ছন্দ সহজ হ'ক জীবনে, দেবতার অরুণ দ্যুতি মাধ্যন্দিন মহিমায় ঝলসে উঠুক চিত্তের আকাশে।[৩]

এই আশংসার অনুষঙ্গে পরবর্তী দুটি ঋকও মননীয়, তাতে ঋষির অধ্যাত্ম আকূতির একটি সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে। মন্ত্র দুটি তাঁর ইন্দ্রমণ্ডলের ধুরা। ঋষি বলছেন : 'গো-দের দিয়ে আমরা পেরিয়ে যাব অবিদ্যার ভুল-পথে-চলাকে, যব দিয়ে (পেরিয়ে যাব) ক্ষুধা যত, হে পুরুহূত। আমরা রাজাদের দিয়ে (আর) আমাদের মোড়-ঘুরিয়ে-দেওয়া বীর্য দিয়ে প্রথম ধন সব জিনে নেব। বৃহস্পতি আমাদের আগলে থাকুন পিছনে উত্তরে এবং নীচে থেকে অশুভকামীদের মার বাঁচিয়ে। ইন্দ্র সামনে আর মধ্যে থেকে আমাদের সখা হয়ে সখাদের জন্য বৈপুল্য করুন রচনা।' [৮৮১] —'গো' আলোর প্রতীক, 'যব' তারুণ্যের।[১]

আধার আত্মন্ত যোগাগ্নিময় এবং বজ্রসত্ত্ব হল। [২]**অর্যপত্নী**—দাস' নয়, কিন্তু **অর্য** বা 'ঈশ্বর' পতি যাদের। তু. পা. অর্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োঃ ৩।১।১০৩। এখানে 'স্বামী' ভূস্বামী, রাজা, ক্ষত্রিয়। তা না হলে 'আর্য' ব্রাহ্মণ (কাশিকা)। তাহলে 'অর্য' ভূস্বামী ক্ষত্রিয় এবং নতুন জমি আবাদ-করা বৈশ্য উভয়কেই বোঝায়। এখনও উত্তরাখণ্ডে উভয়কে বলা হয় 'জিমিন্দার'। 'দাস' ভূমিদাস। সে অনভিজাত, আর তিনজন অভিজাত এবং মোটের উপর জ্যোতিরগ্র 'আর্য'। ইন্দ্র এখানে যেমন অপ্‌দের অর্যপত্নী করলেন, অন্যত্র তেমনি অগ্নি 'অর্যপত্নীর্ উষসস্ চকার' (ঋ. ৭।৬।৫)। 'অপ্‌' প্রাণ, 'উষা' প্রজ্ঞান। [৩]**পরশু** বৃক্ষচ্ছেদনের যন্ত্র। দেবতা তা-ই দিয়ে বৃত্রের বাধা দূর করেন, আবার অব্যাকৃতকে ব্যাকৃত করেন ত্বষ্টা হয়ে (তু. ১০।৫৩।৯, টী. ২৯৫)। অগ্নির উপমান ১।১২৭।৩, ৪।৬।৮ ; তু, রিজেহমানঃ (লক্‌লক্ ক'রে) পরশুর্ ন জিহ্বাং দ্রবির্ (যে কোনও-কিছু গলায়, যেমন স্বর্ণকার) দ্রাবয়তি দারু ধক্ষৎ (পোড়াবার সময়) ৬।৩।৪। অগ্নির শিখাকে পরশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য মন্ত্রের পরশু অগ্নির উপমান। ইন্দ্রের উপমানও হতে পারে, তু. অভী.দ্ উ শক্রঃ পরশুর্ যথা বনং (কাঠ) পাত্রে,ব (মৃৎপাত্রের মত) ভিন্দন্ত্‌ সত (প্রতিপক্ষভূত) এতি রক্ষসঃ ৭।১০৪।২১। পরশু তখন ইন্দ্রের 'বজ্র' (তু. নিঘ. ২।২০)। অগ্নি এবং ইন্দ্রের সহচার ধ্বনিত। 'ঋতস্য সুদুঘা' ধেনু উষা, তু. ঋ. মাতা গবাম্ ঋতাবরী...উত মাতা গবাম্ অসি ৪।৫২।২,৩। 'গো' কিরণ (নিঘ. ১।৫ ; তু. অরুণ্যো গাব উষসাম্ ১।১৫)। উষা **ঋতাবরী** (তু. ঋ. ৩।৬১।৬, ৮।৭৩।১৬, ৫।৮০।১) কেননা উষাতেই সত্যের আলো ফোটে এবং তাইতে জীবনে ঋতচ্ছন্দ দেখা দেয়। এটি অদিতি (৮।২৫।৩), সরস্বতী (২।৪১।১৮, ৬।৬১।৯) এবং দ্যাবাপৃথিবীরও বিণ. (৩।৫৪।৪, ১।১৬০।১, ৩।৬।১০, ৪।৫৬।২...)। 'বি রোচতাম্'—এখানেও অগ্নিধ্বনি তু. উষস অগ্নি 'বিরোচমান' ১।৯৫।২,৯।

৮৮১ ঋ. গোভির্‌ টরেমা.মতিং দুরেবাং যবেন ক্ষুধং পুরুহূত বিশ্বাম্, বয়ং রাজভিঃ প্রথমা ধনান্য. স্মাকেন বৃ.জনেনা জয়েম। বৃহস্পতির্ নঃ পরি পাতু পশ্চাদ্ উতো.ত্তরস্মাদ্ অধরাদ্ অঘায়োঃ, ইন্দ্রঃ পুরস্তাদ্ উত মধ্যতো নঃ সখা সখিভ্যো বরিবঃ কৃণোতু ১০।৪২।১০-১১। দ্র. উপমণ্ডলের প্রতি সূক্তের ঋক্‌সংখ্যা ১১। [১]**যব** তু. 'যুবন্' 'যোনি' < √যু 'যুক্ত হওয়া', আবার 'বিযুক্ত হওয়া', আরও তু. 'যোঃ' শক্তিবীজ, 'যোষা', Lat. *juvenis* 'young', *juveneus* 'bullock', Lith. *janaus*, O. Slav. *yunus* 'young', OHG. *jung*. Goth. *juggs* 'young'। দ্র. সোমরসে যথাক্রমে 'যব'চূর্ণ গোদুগ্ধ এবং দধি মেশানো পরিপূত আনন্দে তারুণ্য প্রজ্ঞান এবং প্রজ্ঞানঘনতা আধানের জন্য ; তু. তং (সোমকে) যবং যথা (যেমন যব দিয়ে) গোভিঃ (দুধ দিয়ে) স্বাদুম্ অকর্ম (করলাম) শ্রীণন্তঃ (মিশিয়ে) ৮।২।৩ (আগে যব মেশানো, তারপর দুধ মেশানো ; তাতে সোম আর যব দুইই স্বাদু হল ; তারুণ্যের সঙ্গে প্রজ্ঞার মিশ্রণ চাই, নইলে জীবন স্বাদু হয় না)। আরও তু. 'রয়িমদ্. ধিরণ্যবদ্ অশ্বাবদ্ গোমদ্ যবমৎ সুবীর্যম্' বয়ে আনবেন সোম (৯।৮৯।৮ ; তু. ১০।৪২।৭)। আবার 'যবং-

প্রজ্ঞার আলো দূর করবে মনের অন্ধকার এবং তজ্জনিত প্রমাদ,[২] আর প্রাণের তারুণ্য করবে সব বুভুক্ষার তর্পণ। একটি আনবে নিঃশ্রেয়স, আরেকটি অভ্যুদয়। ছুয়ের সমাহার এবং সমন্বয়ে জীবন পূর্ণ হবে। শ্রেষ্ঠ ধন বা 'রয়িবঃ' কিনা চেতনার অনিবাধ বৈপুল্য[৩] জয় করে আমরা হব 'ধনঞ্জয়'—অগ্নি ইন্দ্র সোমের মত।[৪] সে-বিজয়ের মূলে একদিকে থাকবে আদিত্যশ্রেষ্ঠ বরুণ মিত্র এবং অর্যমার রাজমহিমার[৫] প্রসন্ন আশ্বাস, আরেকদিকে আমাদেরই অন্তরাবৃত্তির বীর্য।[৬] সাধনা জয়ন্তী হবে দেবতা আর মানুষের সহযোগিতায়—একের প্রসাদে আর অপরের প্রয়াসে। তাইতে ছুয়ের মধ্যে রয়েছে সখ্যরতির নিবিড় বন্ধন।[৭] সাধনায় ছুজন দেবতা আমাদের পরম সখা—বৃহস্পতি আর ইন্দ্র। সাধনার সহায় বলে ছুজনেই অন্তরিক্ষচর।[৮] একজন জ্বালান প্রজ্ঞার আলো, আরেকজন প্রাণকে করেন বলিষ্ঠ। বৃত্রের মায়ায় ক্লিষ্ট চেতনার অভিঘাত[৯] উদ্যত হয়ে আছে জীবনের 'পরে। বৃহস্পতিকে বলি, তোমার আলো তাহতে বাঁচাক আমাদের—পিছনে-উপরে-নীচে অব্যক্তের গহনে এক রক্ষাকবচ সৃষ্টি ক'রে। ইন্দ্রকে বলি, তুমি থাক আমাদের সামনে দিশারী আর অন্তরে অন্তর্যামী হয়ে। আর সেইখানে থেকে অহন্তার কুণ্ডলমোচন করে আমাদের বিপুল কর।

সৎপতি ইন্দ্রকে কৃষ্ণ দেখলেন বিরোচন জ্যোতীরূপে—তিনি যেন আদিত্য-

---

য়রং নো অন্ধসা পুষ্টংপুষ্টং পরি স্রব'—সোমের ভোগবতী ধারার রূপান্তর তারুণ্যে এবং পুষ্টিতে ৯।৫৫।১। [২]**অমতি** প্রতিতু. সূক্তের গোড়াতেই 'মতয়ঃ স্বর্বিদঃ' দ্র. টী. ১৯৩, ৮৩৮, ৮৪৫।৪। 'ছুরেরা' তু. 'ছুরিত', দুশ্চরিত। বেদান্তের ভাষায় 'অমতি' অবিদ্যা, 'ছুরের' বিক্ষেপ। [৩]নিঘ.তে **রয়িরস্** 'ধন' বা লক্ষ্য (২।১০)। পরের মন্ত্রেই তার উল্লেখ ল.। [৪]'ধনানি জয়েম'॥ 'ধনঞ্জয়'; ঋ.তে কেবল তিনজন দেবতা 'ধনঞ্জয়': অগ্নি ১।৭৪।৩, ৬।১৬।১৫; ইন্দ্র ৩।৪২।৬, ৮।৪৫।১৩; সোম ৯।৮৪।৫, ৪৬।৫। [৫]**রাজভিঃ**—ঋ.তে বহুবচনান্ত 'রাজন্' প্রায় সর্বত্র বুঝিয়েছে বরুণ মিত্র এবং অর্যমাকে (১।৪১।৩, ৭।৪০।৪, ৬৬।১১, ১০।৯৩।৪, ১২৬।৬, ৮।১৯।৩৫); ছুজায়গায় আদিত্যগণকে (৭।৬৬।৭, ১।১২২।১১; স্ম. বরুণ মিত্র অর্যমা আদিত্যশ্রেষ্ঠ); একজায়গায় শুধু মরুদ্গণের উপমা (১০।৭৮।১)। সুতরাং এখানে যজমান উদ্দিষ্ট নয়। [৬]**বৃজন** (নিঘ. 'বল' ২।৯)॥ উর্জ্ < √বৃজ্ 'মোচড় দেওয়া, মোড় ঘোরানো' তু. অগস্ত্য মৈত্রাবরুণির সূক্তগুলির ধুয়া ঋ. বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ (ক্ষিপ্রদ) ১।১৬৫।১৫। তত্র 'ইষ্'এর সাহচর্যবশে 'বৃজন'='উর্জ্'; 'ইষ্' লোকোত্তরের এষণা, 'উর্জ্' বা 'বৃজন' রূপান্তরের বীর্য—যেমন 'স্ব-র্বর্গ' বা 'পরা-বর্গ' (অপবর্গ)—যাতে মনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে হয় এদিক থেকে ওদিকে। [৭]দ্র. ১।১৬৪।২০, টীমু. ২৪৬। [৮]তু. ৮।৯৬।১৫, ১০।৬৭, ৬৮ সূ.। দ্র. তৈউ. ২।৮, আনন্দমীমাংসায় ইন্দ্রের পরে বৃহস্পতির স্থান—সাধনাবস্থায় ইন্দ্র প্রাণ-ঘেঁষা মন, বৃহস্পতি প্রজ্ঞান। ঋ.র জ্ঞানসূক্তের ঋষি বৃহস্পতি আঙ্গিরস (১০।৭১)। নিঘ.তে ছুজনেই অন্তরিক্ষস্থান দেবতা—ক্রম 'ইন্দ্র। পর্জন্য। বৃহস্পতি' অর্থাৎ বৃত্রবধের পর প্রাণের প্লাবন এবং প্রজ্ঞানের উন্মেষ। অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে এই প্রজ্ঞান মন্ত্রবীর্যজাত। [৯]**অঘায়ু** (= অঘ-য়ু) পাপাত্মা, যে পরের অনিষ্ট চায়। প্রতিতু. 'দেব-য়ু', 'ঋত-য়ু'। তু. তার হাত থেকে বাঁচবার জন্য শুনঃশেপের প্রার্থনা (ঋ. ১।২৭।৩,) কৃষ্ণের প্রার্থনার অনুরূপ; কুৎস আঙ্গিরসের অগ্নিসূক্তের ধুয়া 'অপ নঃ শোশুচদ্ অঘম্' ১।৯৭ (টী. ১৬৯২)। 'অঘ'॥ 'অংহঃ' চেতনার সঙ্কোচ, তা কাটে চেতনার বিস্ফারণে—সৃষ্টিরহস্যের বিজ্ঞানে। তাই ঋ.র উপান্ত্যসূক্তের নাম 'অঘমর্ষণসূক্ত'।...'রাজভিঃ ধনানি জয়েম' এই বাক্যাংশে ভারতযুদ্ধের ধ্বনি আছে মনে হয়।

প্রভাস্বর আকাশ। এই দর্শনের পারিভাষিক সংজ্ঞা 'চক্ষঃ' [৮৮২]। অধিদৈবত অনুভবে দেবতাকে দেখা আদিত্যরূপে, আর তারও পরে তাঁকে শোনা আকাশ-রূপে। এই দিব্য শ্রবণের সংজ্ঞা হল 'শ্রবঃ'। দেবতা তখন 'ব্রহ্ম'; আমরা শুনি তাঁরই সঙ্গে অবিনাভূত বাক্‌কে।[১] এই বাক্‌ অন্তরিক্ষে 'গৌরী', দ্যুলোকে 'সসর্পরী' এবং আদিত্যমণ্ডলের ওপারে 'ব্রহ্মী'।[২] বাকের এই তিনটি পদই গুহাহিত।[৩] ব্রহ্মী বাক্‌ পরমব্যোমে সহস্রাক্ষরা, যাঁর বীজভাব একপদী বাকে বা ওঙ্কারে। সংহিতায় তাঁকে 'অক্ষর'ও বলা হয়েছে, যা সমস্ত দৈবী বাকের উৎস।[৪]

সৎপতি ইন্দ্রের শ্রবণের কথা বলেছেন মেধ্যাতিথি কাণ্ব এবং আঙ্গিরস প্রিয়-মেধ দুজনে মিলে এইভাবে: 'যিনি গাথশ্রবা সৎপতি, যিনি চান শ্রবঃ, যিনি পুরুরূপ হে কণ্বগণ, তোমরা গাথায় ফোটাও সেই ওজস্বীকে।' [৮৮৩]—মাত্র কয়েকটি বিশেষণে সৎপতির পরম পরিচয় যেন দিব্যভাবনার ঘনবিগ্রহ। 'গাথশ্রবাঃ' আর 'পুরুত্মা' এই দুটি সংজ্ঞার প্রয়োগ আর কোথাও নাই। ইন্দ্র 'গাথশ্রবাঃ' কিনা তাঁর শ্রবণ গীত-ময়—পরমব্যোমে তাঁকে শুনি সামের ঝঙ্কাররূপে। এই সাম হল 'বৃহৎ সাম'—যাস্কের মতে যা 'ইন্দ্রভক্তি' কিনা বিশেষ করে ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট।[১] বৃহৎসামের যোনি হল একটি ঐন্দ্রী ঋক্‌—যার মধ্যে সৎপতিরূপে ইন্দ্রের বাজসাতি এবং বৃত্রহত্যার প্রসঙ্গ আছে।[২] তাণ্ড্যব্রাহ্মণে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে এই বলে, 'বৃহতা বা ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রং প্রাহরৎ'।[৩] বৃহৎসামে সমস্ত সামের অন্ত বা পারম্য।[৪] আগে বৃহৎ, তারপর রথন্তর; আর এই দুটি সাম হল গবাময়নের মহাব্রতের দুটি পক্ষ।[৫] রথন্তর-সাম সূর্য, আর বৃহৎসাম তার পিছনে দ্যুলোক বা আলোঝলমল আকাশ।[৬] এই আকাশেই বাক্‌ সহস্রাক্ষরা হয়ে বৃহৎসামে ঝঙ্কৃত হন। বস্তুত এটি প্রণবের বা এক-পদী বাকের ঝঙ্কার—কেননা বাকের রস হল ঋক্‌, ঋকের রস সাম, সামের রস

---

৮৮২ ঋ.তে এটি মিত্র ও বরুণের মাধ্যমে সূর্যের 'চক্ষঃ', তু. নমো মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে মহো (মহিমার) দেবায় (দেবতার উদ্দেশে, তাঁকে পেতে) তদ্‌ ঋতং (তাঁর সেই ঋতের, তু. ৫।৬২।১, টীমু. ১৩০।১) সপর্যত (সেবা কর, ভাবনা কর, যাতে আলোর আড়াল ঘুচে গিয়ে মিত্রাবরুণের ধ্রুব ঋত তোমাদের কাছে প্রকাশিত হয়, তু. ঈ. ১৬), দূরেদৃশে (যাঁকে 'দূরে' বা দ্যুলোকে দেখছি) দেবজাতায় (অর্থাৎ যিনি দেবতাদের পুঞ্জজ্যোতি, তু. ঋ. 'দেবানাম্‌ অনীকম্‌' ১।১১৫।১) কেতবে (অন্তরে যিনি অলখের 'কেতু' বা প্রজ্ঞাপক) দিবস্‌ পুত্রায় সূর্যায় শংসত ১০।৩৭।১। সূর্যকে দেখা মিত্র এবং বরুণের চক্ষুরূপে (ঋ. ১।১১৫।১)। এই চোখের উন্মেষ মিত্র, আর নিমেষ বরুণ। [১]১০।১১৫।৮। [২]১।১৬৪।৪১, ৩।৫৩।১৫, ৯।৩৩।৫। [৩]১।১৬৪।৪৫। [৪]১।১৬৪।৩৯; তু. শৌ. ১০।৮।১০, তত্র গোপথব্রা. ১।১।২২।

৮৮৩ ঋ. গাথশ্রবসং সৎপতিং শ্রবস্কামং পুরুত্মানম্‌, কণ্বাসো গাত বাজিনম্‌ ৮।২।৩৮। [১]নি. ৭।১০। [২]ঋ. ৬।৪৬।১। দ্র. সাভা. ঐব্রা. ৪।১৩। [৩]তা. ৮।৮।৯। [৪]তা. ১৯।১২।৮। [৫]তা. ১১।১।৪; ১৬।১১।১১; 'মহাব্রত' দ্র. ঐউপ্র. ভূমিকা। [৬]'রথন্তর' দ্র. ঋ. ১।১৬৪।২৫; 'বৃহৎ' তা. ১৬।১০।৮, ৭।৬।১৭,

উদ্গীথ এবং উদ্গীথের রস ওঙ্কার।[৭] গাথশ্রবাঃ ইন্দ্রে 'গাথ' হল বৃহৎসামের উদ্গীথ—বৃহৎএর সুরের তরঙ্গশীর্ষে ওঙ্কারের ঝঙ্কার। এটি যুগপৎ বাক্ এবং ব্রহ্ম, অথবা 'ব্রহ্মী বাক্'।[৮] ইন্দ্র ব্রহ্ম, বাক্ তাঁর স্বরূপশক্তি। পরমব্যোমে বাক্ নিত্যা[৯] বা পরা, তাঁর 'শ্রবঃ' বা শ্রুতিও নিত্য। মনুষ্যোদিত তুরীয়া বাক্[১০] ওই গুহাহিতা নিত্যা বাকের প্রতিধ্বনি বা প্রতিশ্রুতি। দেবতা মানুষকে চাইছেন বলেই মানুষ দেবতাকে চাইছে। তাইতে দিব্যা বাক্ যেমন পরমব্যোম হতে নেমে আসছে মানুষের হৃদয়ে, তেমনি সেখান হতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে যাচ্ছে দেবতার কাছে।[১১] তার ফলে পাচ্ছি দুটি 'শ্রবঃ'—একটি পরা বাকের, আরেকটি উক্থের বা উদ্গীথের। ইন্দ্র 'আশ্রুৎকর্ণ'[১২]—দিকে-দিকে কান পেতে আছেন তাঁর উদ্দেশে আমাদের উক্থের শংসন শুনবেন বলে। তাইতে তিনি 'শ্রবস্কামঃ'। আবার এই ইন্দ্রই 'পুরুস্থা' কিনা 'পুরুরূপ' বা 'বিশ্বভূ'—সোজা কথায় তিনিই বিশ্বরূপে এই সব-কিছু হয়েছেন। কিভাবে তিনি রূপে-রূপে প্রতিরূপ হলেন, সেকথা জৈমিনীয়োপনিষদে বিস্তৃত করে বলা হয়েছে: 'এই যা-কিছু, সব আদিতে ছিল আকাশ। এই-যে আকাশ, তা ইন্দ্রই। এই-যে ইন্দ্র, তিনি সপ্তরশ্মি এই সূর্য। সূর্যরূপে তিনি প্রাণময় হয়ে ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর রশ্মিই অসু বা জীবনীশক্তিরূপে সমস্ত জীবে নেমে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্যোমান্ত সংখ্যায়।'[১৩] সংহিতায় এবং উপনিষদে একেই বলা হয়েছে 'সীমা' বিদীর্ণ করে আদিত্যরশ্মির জীবে অনুপ্রবেশ।[১৪] সামভাবনার দিক দিয়ে এ হল বৃহৎসামের পরে যে-রথন্তরসাম, তারই কাঁপন প্রতি জীবের হৃদয়ে। দেবতা 'পুরুস্থা' হয়ে প্রতি হৃদয়ে সে-সুরের ঝঙ্কার শুনছেন। শুনছেন তাঁরই বাকের প্রতিধ্বনি।

এই 'পুরুস্থা' বা বিশ্বরূপ সৎপতিকে গাতু আত্রেয় দেখছেন 'পাঞ্চজন্য'রূপে অর্থাৎ সবার মধ্যে তাঁর আবির্ভাব। ঋষি বলছেন, 'সত্যি, একমাত্র তুমিই পাঞ্চজন্য সৎপতি। তোমাকে জাত হতে শুনি ঈশানরূপে জনে-জনে। তাইতে আঁকড়ে ধরেছে সেই ইন্দ্রকে আমার আশংসারা নিত্য-নতুন করে—সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে ডেকে-

---

ঐব্রা. ৮।২, শ. ১।৭।২।১৭...। [৭]ছা. ১।১।১। [৮]ঋ. ৯।৩৩।৫, সম্পূর্ণ তৃচটি দ্র.। [৯]তস্মৈ (ইন্দ্রের উদ্দেশে) নূনম্ (এখনই) অভিদ্যবে (আলোঝলমল) ব্রাচা বিরূপ (ঋষির নাম, ইন্দ্রসাযুজ্যহেতু যিনি পুরুরূপ বা বিশ্বরূপ) নিত্যয়া, বৃষ্ণে চোদস্ব সুষ্টুতিম্ ৮।৭৫।৬। ইন্দ্র **অভিদ্যু** ('আলোঝলমল', প্রায়ই মরুদ্গণের বিণ. দ্র. ৬।৫১।১৫, ৮।৭।২৫, ৮৩।৯, ১০।৭৭।৩, ৭৮।৪, ১।৬।৮; 'দ্যুলোকাভিসারী' ১।৪৭।৪, ১২৭।৭, ৩।২৭।১, ৫৩।৫, ৮।৪।২০) প্রজ্ঞায়, আবার 'বৃষ্ণে' সার্থক শক্তিপাতে। 'সুষ্টুতি' ইন্দ্রভক্তি বৃহৎসাম। তার উদ্গীথ ওঙ্কার, তা-ই 'নিত্যা বাক্'—যা ব্রহ্মের সঙ্গে অবিনাভূত। দেবতার প্রচোদনা শক্তিপাতে, মানুষের চোদনা সামঝঙ্কারে তাতে সাড়া দেওয়াতে। [১০]১।১৬৪।৪৫। [১১]দ্র. বেমী. 'দৈব্য হোতৃদ্বয়', টীমূ. ৩৯৮। [১২]ঋ. ১।১০।৯। [১৩]দ্র. জৈউ. ১।২৮, ২৯, সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। 'ব্যোমান্ত' হয় একের পিঠে বারোটি শূন্য বসিয়ে। [১৪]দ্র. ঋ. ১।২৪।৭, ১০।৮১।১; তৈউ. ২।৬, ঐউ. ১।৩।১২।

ডেকে।' [৮৮৪]—দেবতা আমাদের সবার মধ্যে আবির্ভূত হন নবজাতকরূপে—যা-কিছু অনৃত, তার মহৎ ভয় আর উদ্যত বজ্র হয়ে। একথা যেদিন শুনেছি, সেইদিন থেকে আমার আশা আর প্রতীক্ষারা[১] সন্ধ্যার আঁধারে আর ভোরের আলোয় আকুল হয়ে ডেকেছে তাঁকে, আর তাঁর অপরূপ আবির্ভাবের নিত্য-নতুন বিস্ময়ে চকিত হয়ে সবলে তাঁকে আঁকড়ে ধরেছে বুকের কাছে।

এমনি করে তাঁকে পেলে জীবন যেন হয় দেবকর্মের দ্বারা আয়ত শতবর্ষব্যাপী একটা যজ্ঞ [৮৮৫]। তার পর্বে-পর্বে সৎপতি ইন্দ্রের আবেশ। তাইতে মেধ্য কাণ্বের এই অনুশাসন; 'যিনি রণজিৎ, বিশ্বসঙ্কর সৎপতি যিনি—যা-কিছু প্রজাত হবে, তাদের মধ্যে তাঁকে কর সংবিষ্ট। তুমিও (হে ইন্দ্র) অনায়াসে প্রতীর্ণ কর (তাদের এপার হতে ওপারে) শক্তিপুঞ্জের দ্বারা—যারা তোমার উক্‌থের সাধক, ক্রতুকে যারা পরিপূত করে অনুষক্ত থেকে।'[১]—পুরুষের শতশরৎপরিমিত যে-জীবন,[২] একদিকে তা যেমন একটা যজ্ঞ, আরেকদিকে তেমনি দেবাসুরের একটা সংগ্রাম। সংগ্রাম চলে জীবনের শেষ পর্যন্ত। আঁধারে শম্বরের নবনবতি পুর প্রতি শরতের আলো-কে যেন আড়াল করে রেখেছে পাষাণপ্রাকারের আবেষ্টনে। একেকটি পুরকে বজ্রহস্তে বিদীর্ণ করে আলো ফোটানো ইন্দ্রের একেকটি 'ক্রতু' বা দিব্য সঙ্কল্পের সার্থক উদ্‌যাপন। শততম পুর 'সর্বতাতি'র বা সর্বাত্মভাবের—সেখানে আর বৃত্র বা নমুচির অধিকার নাই। ইন্দ্র সেখানে 'শতক্রতু'।[৩] জীবন তখন বৈবস্বত প্রদ্যোতে প্রভাস্বর।[৪] দেবতার এই বিজয় অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আমাদের জীবনব্যাপী যজ্ঞসাধনা—ইন্দ্রের উদ্দেশে 'মহদ্ উক্‌থে'র শংসন।[৫] যেমন সংগ্রামের, তেমনি যজ্ঞের নায়ক তিনিই—সবার অন্তশ্চররূপে। সংগ্রামে

---

৮৮৪ ঋ. একং নু ত্বা সৎপতিং পাঞ্চজন্যং জাতং শৃণোমি যশসং জনেষু, তং মে জগৃভ্র আশসো নবিষ্ঠং দোষা বস্তোর্ হবমানাস ইন্দ্রম্ ৫।৩২।১১। 'পাঞ্চজন্য' দ্র. টী. ২৩১।৩। 'যশস্' টী. ১৯৯। **দোষা বস্তোঃ** দিনে এবং রাতে, তু. কুহ স্বিদ্ দোষা কুহ বস্তোর্ অশ্বিনা ১০।৪০।২, ৪, ১।১০৪।১, ৬।৫।২, ৩৯।৩, ৭।১।৬, ৮।২৫।২১। 'দোষা' < √ দুষ্ 'মলিন করা, ক্ষুণ্ণ করা' (তু. ৭।১০৪।৯, ১০।৮৬।৫), অন্ধকার; রাত্রি (নিঘ. ১।৭)। 'বস্তোঃ' < √ বস্ 'আলো দেওয়া' দিন (নিঘ. ১।৯)। 'দোষাবস্তঃ' অগ্নির বিণ., রাতকে যিনি দিন করেন (ঋ. ১।১।৭, ৪।৪।৯, ৭।১৫।১৫। [১]তু. ক. 'আশা-প্রতীক্ষে' ১।১।৮।

৮৮৫ দ্র. ঋ. ১০।১৩০।১, টী. ২০১।১। তু. পুরুষযজ্ঞ ছা. ৩।১৬-১৭। [১] ঋ. আজিতুরং সৎপতিং বিশ্বচর্ষণিং কৃধি প্রজাস্বা.ভগম্, প্র সূ তিরা শচীভির্ যে ত উক্‌থিনঃ ক্রতুং পুনত আনুষক্ ৮।৫৩।৬। **আজিতুর্**—'আজি' (দ্র. টী. ৮৩৩।৩) √ তৃ 'পার হওয়া', 'জয় করা'। অনন্য প্রয়োগ। **আভগ** আবিষ্ট, তু. ঋ. ১।১৩৬।৪ (সোম 'দেবেষ্বা.ভগঃ'), ১০।৪৪।৯ (ইন্দ্র 'ইষ্টৌ...আভগঃ')। 'উক্‌থ' তু. গবাময়নে মহাব্রতের দিনে মাধ্যন্দিনসবনে ইন্দ্রের উদ্দেশে 'মহৎ উক্‌থে'র শংসন। 'প্র √ তৃ' উজান ঠেলে এগিয়ে যাওয়া। 'ক্রতু' জীবনসাধনা, পুরুষযজ্ঞ—যাতে সোম পবমান। [২]দ্র. ২।২৭।১০, ৩।৩৬।১০, ১০।১৮।৪, ৮৫।৩৯, ১৬১।৩,৪। [৩]তু. ৪।২৬।৩ (টী. ১৯৫৭), ৭।১৯।৫। [৪]অন্ধকারের অধিকার শম্বরের নিরানব্বইটি পুর পর্যন্ত (৪।২৬।৩)। শততম পুরে বৃত্র নাই, নমুচিও নাই (৭।১৯।৫)। 'নমুচি' ছেড়েও ছাড়ে না, 'বৃত্র' বা অবিদ্যার সে সংস্কারশেষ। শততম পুরে তাও নাই। সুতরাং তা লোকোত্তর বারুণী শূন্যতা—'ন তত্র সূর্যো ভাতি', তাই 'নিবেশন' (দ্র. ১।৩৫।১, টীমূ. ২৪২, ৩৯২)। সেখানে অনালোকের আলোক। [৫]দ্র. ঐউপ্র. ভূমিকা। 'মহদুক্‌থে'র শংসন নিষ্কেবল ইন্দ্রের উদ্দেশে, উপনিষদের ভাষায় যিনি দিবা-রাত্রির

তাঁর শক্তির উল্লাসে আমাদের আয়ুর প্রতরণ ;[৬] আবার আমাদের শংসনে তাঁর ক্রতুর নিরঞ্জনতা। দেবতা আর মানুষের এই অন্যোন্যসম্ভাবনই সৃষ্টিতে তাঁর অর্থের শাশ্বত বিধান।[৭] তার অনুবর্তনে দেবতার আবেশে জীবন যেমন কৃতার্থ হয়, তেমনি সে-আবেশ সংক্রামিত হয় উত্তরপুরুষেও।[৮]

সব-ছাওরা এই সৎপতি ইন্দ্র যেন চলার পথে আমাদের নিত্যকালের রক্ষাকবচ। তাই তাঁর উদ্দেশে ভর্গ প্রাগাথের কণ্ঠে অজপার ছন্দে ঝঙ্কৃত হল এই সঙ্গীত: '(ওই যে) ইন্দ্র চেয়ে আছেন। তিনি যে বৃত্রহা, ওপারেও যে আগলে থাকেন বরেণ্য হয়ে। তিনি রক্ষা করুন—যে আমাদের চরম আর মধ্যম। তিনি পিছন থেকে আগলে থাকুন আমাদের—আর সামনে থেকে। তুমি আমাদের পিছন থেকে নীচে থেকে উপর থেকে সামনে থেকে (অথবা 'পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর আর পুব থেকে') হে ইন্দ্র, নিবিড় হয়ে আগলে থাক সবদিকে। হটিয়ে দাও আমাদের থেকে দেবতার ভয় আর অদিব্য যত হানা। আজ আর কাল·· আজ আর কাল, হে ইন্দ্র···তারও পরে ত্রাণ কর আমাদের। আমরা তোমার গান গাই হে সৎপতি—দিনের পর দিন···দিনে কি রাতে আমাদের রক্ষা কর তুমি [৮৮৬]।'—সৎরূপে ইন্দ্র ছেয়ে আছেন সকল দেশ এবং সকল কাল, চিৎরূপে তিনি সর্বসাক্ষী, আনন্দরূপে তিনি বরেণ্য, শক্তিরূপে তিনি বৃত্রহা ঈশান বা পতি। ঔপনিষদ-পুরুষের স্বরূপলক্ষণ এখানে ইন্দ্রে পরিস্ফুট।

ওপারে 'শিব্র এর কেবলঃ' (শ্বে. ৪।১৮)। [৬]ঋ. ১।১১৩।১৬, টীমু. ১৭১। [৭]'অর্থ' দেবতার 'ব্রত' বা লক্ষ্য, তিনি যা চান, তু. ঈ. ৮, ঋ. ১।১০।২। [৮]দ্র. উপনিষদের পিতাপুত্রীয় 'সম্প্রদান' বা 'সম্প্রত্তি' কৌ. ২।১৫ ; বৃ. ১।৫।১৭-২০।

৮৮৬ ঋ. ইন্দ্র স্পল্. উত রৃত্রহা পরস্পা নো ররেণ্যঃ, স নো রক্ষিষচ্ চরমং স মধ্যমং স পশ্চাৎ পাতু নঃ পুরঃ। ত্বং নঃ পশ্চাদ্ অধরাদ্ উত্তরাৎ পুর ইন্দ্র নি পাহি রিশ্বতঃ, আরে অস্মৎ কৃণুহি দৈব্যং ভয়ম্ আরে হেতীর্ অদেবীঃ। অদ্যাদ্যা শ্বঃশ্ব ইন্দ্র ত্রাস্ব পরে চ নঃ, রিশ্বা চ নো জরিতৄন্ত্ সৎপতে অহা দিবা নক্তং চ রক্ষিষঃ ৮।৬১।১৫-১৭। স্পশ্ < √ স্পশ্॥ পশ্ 'দেখা' (তু. Lat. *specio* 'look' > 'স্পশ' চর) সাক্ষী, সর্বদর্শী। শব্দটিতে 'আরিঃ' বা ভোরবেলা আকাশময় আলো ফুটে ওঠার আভাস আছে। ইন্দ্র তাকালেন আর অমনি আলো ফুটল, বৃত্র দূর হয়ে গেল। তু. প্র রঃ (মরুদ্‌গণের) স্পল্. (চোখ মেলে চাওয়া, দৃষ্টি) অক্রন্ত্ (ছড়িয়ে পড়ল, < √ক্রম্ 'পা ফেলা') সুরিতায় দাবনে (চলাকে সহজ করে দিতে ; অর্থাৎ তোমাদের দৃষ্টির সামনে দেবযানের পথ প্রসারিত হল) ৫।৫৯।১, রিশ্বা ইদ্ উস্রাঃ (উষার আলো) স্পল্. (দেখতে-দেখতে) উদেতি সূর্যঃ ১০।৩৫।৮। **পরস্পা** দ্র. টী. ১৯০।৬। বৃত্রঘাতের পর অন্তরাকাশ দেবতার চোখের শুক্লভাতিতে পূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু তার পরেও আছে তাঁর দৃষ্টির 'নীলং পরঃকৃষ্ণম্'। সেই দিবারাত্রিহীন অপ্রকেত ভূমিতে আমরা যখন দিশাহারা (তু. ১০।১২৯।২), তখন তিনিই আমাদের পাতা, আমাদের বরেণ্য বঁধু। 'চরম' আর 'মধ্যম'—আমাদের মধ্যে যে ছোট আর যে মাঝারি, তাদের যেন দেবতা রক্ষা করেন—যে উত্তম তাকে তো করবেনই। **দৈব্য ভয়** লোকোত্তরে নিষ্কেবল ইন্দ্রের ধামে, তু. ঋ. ইন্দ্রো অঙ্গ মহদ্ ভয়ম্ অভী (= অভি) ষদ্ অপ চুচ্যবৎ, স হি স্থিরো রিচর্ষণিঃ (অটল থেকেই টলছেন) ২।৪১।১০। পর্বতের উত্তুঙ্গ শিখর স্থির, অথচ সেখানে থেকেই ঝরনা নামছে। সৃষ্টিও তেমনি অক্ষরের ক্ষরণ। সেই অক্ষরকে ক্ষরের বড় ভয়। তু. ক. যদ্ ইদং কিং চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্, মহদ্ ভয়ং বজ্রম্ উদ্যতম্···ভয়াদ্ অস্যাগ্নিস্ তপতি ইত্যাদি ৬।২।২-৩। এই অক্ষর-ভীতিকে মরমীয়ারা বলেন 'মোক্ষভীতি'। আবার ভয় অদিব্য শক্তির 'হেতি' বা হানাকে।

শ্যাবাশ্ব আত্রেয়ের দুটি ইন্দ্রসূক্তে দেবতাকে সৎপতি আর শচীপতিরূপে পাশাপাশি পাই। সূক্ত দুটির গড়ন একই রকম—একটি যেন আর-একটির পালটি রচনা। প্রত্যেক সূক্তে সাতটি মন্ত্র। প্রথম ছয়টি মন্ত্রে একটি করে দীর্ঘ ধুবা আছে—মন্ত্রের গোড়ার একটুখানি অংশ ছাড়া বাকী সবটাই ধুবা। তাতে মনে হয়, একটুখানি আখর দিয়ে-দিয়ে জপের ঢঙে গাইবার জন্যই যেন সূক্ত দুটির রচনা। এইধরনের রচনা ঋক্‌সংহিতায় আর পাওয়া যায় না।

শ্যাবাশ্বের প্রথম সূক্তটিতে ইন্দ্র 'সৎপতি'। ধুবাটি এই : 'পান কর সোম, মত্ত হয়ে আনন্দে, হে শতক্রতু—যা তোমার ভাগরূপে ধরে রেখেছেন তাঁরা। লুটিয়ে দাও তুমি সব স্পর্ধিতদের। বিপুল (তোমার) সংবেগ, যখন অপ্‌দের মধ্যে সঞ্জয় তুমি মরুদ্‌গণকে সঙ্গে নিয়ে, হে ইন্দ্র, হে সৎপতি [৮৮৭]।'—সোম্য আনন্দের মত্ততায় নাড়ীতে-নাড়ীতে অবরুদ্ধ প্রাণের ধারাদের মুক্তি দিচ্ছেন সৎপতি, তারই ওজস্বী ভাবনা। শচীপতি ইন্দ্রের পালটি ধুবাটি এই : হে শচীপতি ইন্দ্র, (তোমার) যত পরিরক্ষিণী শক্তি নিয়ে মাধ্যন্দিন সবনের সোমের (রস) পান কর হে বৃত্রহা, হে অনিন্দ্য, হে বজ্রী।'[১]—এই ধুবাটি আগেরটির

৮৮৭ ঋ. ..পিবা সোমং মদায় কং শতক্রতো, য়ং তে ভাগম্ অধারয়ন্ রিশ্বাঃ সেহানঃ পৃতনা উরু জ্রয়ঃ সম্ অপ্‌সুজিন্ মরুত্বাঁ ইন্দ্র সৎপতে ৮।৩৬।১। সূক্তটির ছন্দ ল.। গায়ত্রী হতে জগতী পর্যন্ত সাতটি সাধারণ ছন্দ আছে। তারও পরে আবার সাতটি অতিচ্ছন্দঃ। জগতী বিশ্বদেবগণের ছন্দ, তাকে ছাপিয়ে লোকোত্তরের ছন্দ হল অতিচ্ছন্দ। সূক্তের প্রথম ছয়টি ঋক্ শকরীচ্ছন্দে। এটি সাতটি গায়ত্রীপাদ দিয়ে রচিত হয়। গায়ত্রী অগ্নির ছন্দ, অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা। সাধারণ গায়ত্রীচ্ছন্দে তিনটি পাদ দৃশ্যমান তিনটি ভুবনের সঙ্গে অন্বিত। শকরীতে গায়ত্রীর পর আরও চারটি পাদ দিয়ে অগ্নিকে উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে লোকোত্তরে। ল. তিনটি পাদের পর ইন্দ্রের সম্বোধন 'শতক্রতু'—শততম ভূমিতে তাঁর অধিষ্ঠান। আর সাতটি পাদের পর তিনি 'সৎপতি' অর্থাৎ লোকোত্তর সম্রাট্—কিন্তু অশক্ত নন। শততম ভূমিতে বৃত্রের আঁধার নাই, আছে সোম্য আনন্দের উন্মাদনা। তাইতে মরুৎসহচর হয়ে অদিব্য শক্তির সমস্ত বাধা হটিয়ে তিনি চেতনাকে পরিব্যাপ্ত এবং প্রাণকে অবরোধমুক্ত করছেন। সূক্তের শেষ ঋক্‌টির ছন্দ মহাপঙ্‌ক্তি—তাতে ছয়টি গায়ত্রীপাদ, অগ্নির প্রতিষ্ঠা তপোলোকে। ছন্দটির অক্ষরসংখ্যা জগতীরই মত, কিন্তু অধিষ্ঠাত্রী দেবতায় তফাত আছে। জগতীর পাদে বারো অক্ষর বলে দেবতা দ্যুস্থান আদিত্য। মহাপঙ্‌ক্তির অনুবৃত্তি চলেছে পরের সূক্তের দ্বিতীয় ঋক্ হতে।...**কম্** (উদাত্ত) একটা অনুকূল পরিবেশের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা বহন করে—যেমন এখানে : 'সোম যে তোমায় মাতিয়ে তুলল, এটি বেশ হল'। উপনিষদে 'কম্' সুখ, তু. বৃ. ১।২।১, ছা. ৪।১০।৫ (দ্র. তৈস. না.স্মৈ অকং ভবতি য়জমানায় ৫।৩।৭।১)। নিঘ. 'সুখ' (৩।৬) ; 'উদক' ১।১২। **সেহান** < √ সহ 'অভিভূত করা' (তু. ঋ. ৮।৩৬।২, ১০।১৫৯।২)। **পৃতনা**—[< √ স্পৃধ্ ॥ স্পৃৎ ॥ পৃৎ 'স্পর্ধা প্রকাশ করা, লড়াই করা' > 'পৃতন্য' ; নিঘ. 'সংগ্রাম' (২।১৭) ; 'মনুষ্য' ২।৩] সৈন্য। **জ্রয়স্**—তু. নিঘ. 'জ্রয়তি' গতিকর্মা ২।১৪, তু. ঋ. ৯।৭১।৫ টী. ৮৩০।৩ তত্র 'উরুজ্রয়ঃ' ৮।৭০।৪। < √ জ্রি 'ছুটে চলা' > √ জ্রয়স্ > 'জ্রয়সানৌ' মিত্রাবরুণ ৫।৬৬।৫, 'জ্রয়সানস্য' অগ্নি ১০।১১৫।৪। 'উরুজ্রয়ঃ' তু. বিষ্ণু 'উরুগায়ঃ' (১।১৫৪।১, ৬)—যতই উপরে উঠছেন, ততই তাঁর কিরণ ছড়িয়ে পড়ছে, তাইতে তাঁর গতির 'বৈপুল্য'। ইন্দ্র এখানে উত্তরায়ণের সূর্য। **সম্ অপ্‌সুজিৎ** (তু. প্রথমে ব্যোমনি দেবানাং সদনে ৮।১৩।২, ৯।১০৬।৩ ; উভয়ত্র ইন্দ্র)='অপ্‌সু সম্-জিৎ'। সূর্য যখন উত্তরায়ণের চরমবিন্দুতে, তখনই এদেশে বর্ষা নামে। ওইটি সূর্যের অতিস্থিতি, ইন্দ্রের 'শততম বেশ্য' ৪।২৬।৩। সেখানেই 'রিশ্বাঃ পৃতনাঃ' অভিভূত। তাঁর সংবেগ 'বিপুল' এবং অপ্‌দের সম্পর্কে তাঁর জয় সম্পূর্ণ। ১...শচীপত ইন্দ্র রিশ্বাভির্ উতিভিঃ, মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য বৃত্রহন্, অনেদ্য পিবা সোমস্য বজ্রিবঃ

পরিশেষ। মরুত্বান্ ইন্দ্র এখন শচীপতি। যুদ্ধের শেষে 'একরাল্ অস্য ভুবনস্য রাজসি শচীপতে'[২]—শচীপতি এই ভুবনের একচ্ছত্র রাজা। এবার তাঁর মন গিয়েছে ঘরের দিকে, যেখানে কল্যাণী জায়া তাঁর প্রতীক্ষায় উৎসবের আয়োজন করে বসে আছেন।[৩] এখন থেকে তিনি যোগক্ষেমের ঈশ্বর, যা অর্জিত হয়েছে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর কাজ।[৪]

ভাবানুষঙ্গের দিক দিয়ে 'সৎপতি'র পরেই ইন্দ্রের একটি সার্থক বিশেষণ হল **অসুর**। ব্রাহ্মণে অসুর 'বৃত্র'। কিন্তু ঋক্‌সংহিতায় অসুর প্রধানত দেবতার সংজ্ঞা—বিশেষ করে সেখানে শূন্যতার দেবতা বরুণই হচ্ছেন অসুর। বিশ্বামিত্রের একটি বিখ্যাত সূক্তের ধুবা হল 'মহদ্ দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্'—দেবতাদের মহৎ যে-অসুরত্ব তা একই অর্থাৎ সব দেবতাই যে শেষপর্যন্ত 'অসুর', এই হল তাঁদের মহিমা [৮৮৮]। শব্দটির ব্যুৎপত্তি বিক্ষেপার্থক 'অস্' ধাতু হতে, যাথেকে প্রাণবাচী 'অসু' শব্দ এসেছে। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে পাই, প্রজাপতি 'অসুনা সুরান্ অসৃজত, তদ্ অসুরাণাম্ অসুরত্বম্।'[১] অর্থাৎ অসুরের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হল 'প্রাণবান্', 'প্রাণোচ্ছল'। সমস্ত প্রাণোচ্ছলতার উৎস হলেন সূর্য, তাই সংহিতায় তাঁর এক পরিচয় হল 'জীবো অসুঃ'।[২] মূলত, অসুর হলেন 'দ্যৌঃ' বা আলোঝলমল আকাশ।[৩] নিস্পন্দ আকাশই সূর্যবিম্বে ঝলমলিয়ে ওঠে। অতএব আকাশ আর সূর্য দুইই অসুর—বেদান্তের ভাষায় একই প্রাণব্রহ্মের অক্ষোভ্য এবং ক্ষোভময় প্রকাশ।[৪] অসুর যখন আকাশ, সংজ্ঞাটির ব্যুৎপত্তিতে তখন অস্ত্যর্থক অস্ ধাতুর অনুষঙ্গ থাকা খুবই স্বাভাবিক। দর্শনের ভাষায় অসুর তখন 'অসৎ'। এই অসৎ হতেই সৎএর জন্ম, তারপর দেবতাদের বিসৃষ্টি।[৫] এখানে বেদের চিন্ময়-প্রত্যক্ষবাদানুসারে অসৎ আকাশ, সৎ সূর্য আর দেবতারা সূর্যরশ্মি এবং এঁরা সবাই 'অসুর'। কিন্তু

৮।৩৭।১। ঋক্‌টির ছন্দ অতিজগতী—জগতীর পরের ছন্দ, অক্ষর সংখ্যা ৫২ (১২+৮+৮+১২+১২)। দ্যুলোক থেকে পৃথিবীতে নেমে এসে আবার দ্যুলোকে উত্তরণ এবং স্থিতি জনলোকে বা আনন্দধামে। ব্যক্তিচেতনা বিশ্বচেতনার দ্বারা সম্পুটিত। **অনেদ্য** < √ নিদ্ 'নিন্দা করা', অনিন্দনীয় (তু. পূর্বে জারতারঃ...অনেদ্যা অরিষ্টাঃ ৬।১৯।৪)। এছাড়া সর্বত্র মরুদ্‌গণের বিণ. (১।৮৭।৪, ১৬৫।১২, ৫।৬১।১৩); ইন্দ্রে উপচরিত হওয়ায় মরুদ্‌গণের ধ্বনি আছে—যদিও ইন্দ্র এখন মরুত্বান্ নন। মাধ্যন্দিনসবনের সোম বিশেষ করে ইন্দ্রের। ২৮।৩৭।৩। ৩তু. ৩।৫৩।৪, ৬ (টী. ৮৩৪।৩, ৮৩৩।২) ৪ক্ষেমস্য চ প্রয়ুজশ্ চ ত্বম্ ঈশিষে ৮।৩৭।৫। উপাসকের দিব্যজীবনের যোগ-ক্ষেম এর পর থেকে ইন্দ্রই বহন করেন (তু. গী. ৯।২২)। ঋ.তে যোগক্ষেমের উল্লেখ ১০।১৬৬।৫। আরও তু. তৈউ. যোগ-ক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ ৩।১০; অধ্যাত্ম প্রাণের অধিদৈবত সূর্যে ফিরে যাওয়া 'যোগ', আর অপানের ফলে দেহে প্রতিষ্ঠা 'ক্ষেম' (তু. ঋ. ১০।১৮৯।২, টী. ৩২০।২)।

৮৮৮ ঋ. ৩।৫৫ সূ.; দ্র. বেমী. টীমু. ১৩৬। বিস্তৃত আলোচনা দ্যুস্থান 'বরুণ'-প্রসঙ্গে। ১তৈব্রা. ২।৩।৮।২। ২ঋ. ১।১১৩।১৬। সূর্যরশ্মিকে একজায়গায় বলা হয়েছে 'অসির' (৯।৭৬।৪, দ্র. টী. ৮৩০)। সূর্যরশ্মি 'অসির', সূর্য 'অসু', দেবতা 'অসুর'—সর্বত্র সত্তাবাচী 'অস্' এবং ক্ষেপণবাচী 'অস্' ধাতুর মিশ্রণ। তু. প্র. বিশ্বরূপং হরিণং (হিরণ্যবর্ণ) জাতবেদসম্ (তু. ঋ. ১।৫০।১, টী. ১৭৭।৬, অগ্নি ও সূর্যের একতা) পরায়ণং জ্যোতির্ একং তপন্তম্ সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ (জীবরূপে) প্রাণঃ প্রজানাম্ উদয়ত্যেষ সূর্যঃ ১।৮। ৩দ্র. ঋ. ১।১২২।১, ৩।২৯।১৪, অসুরঃ পিতা নঃ ৫।৮৩।৬, ১।১৩১।১, ৮।২০।১৭, ১০।৯২।৬। ৪তু. ছা. আদিত্য-ক্ষোভ ৩।৫।৩; আবার তার পিছনে পূর্ণ অপ্রবর্তী আকাশ ৩।১২।৯। ৫দ্র. ঋ. ১০।৭২।২,৩; ১২৯।৬।

নৈশাকাশের দেবতা বরুণই বিশেষ করে অসুর বলে সংজ্ঞাটির ব্যঞ্জনা 'সন্মাত্রে'র দিকে। তাইতে বলা চলে, ইন্দ্র যখন মরুত্বান্, তখন তিনি 'সৎপতি'; আর যখন নিষ্কেবল, তখন 'অসুর'। তখন তিনি যেন 'অস্ত'গামী সূর্য।

একটি মন্ত্রে সৎপতি এবং অসুর দুটি বিশেষণ একসঙ্গে পাই: 'হে ইন্দ্র, এই-যে দেবতারা, (তাদের) তুমি রাজা। রক্ষা কর বীরপুরুষদের। আগলে থাক, হে অসুর, তুমি আমাদের (সবাইকে)। তুমি সৎপতি, (তুমি) মঘবা—আমাদের উত্তীর্ণ কর। তুমি সত্য, (তুমি) আলোয় আলোময়—দাও উৎসাহস [৮৮৯]।'—একটি মন্ত্রেই দেবতার পূর্ণাঙ্গ পরিচয়: তিনি লোকোত্তর 'অসুর' বা অসৎকল্প সন্মাত্র, তিনি সত্য, তিনি সৎপতি, তিনি শক্তি এবং শক্তিসঞ্চারণসমর্থ।···আরেকটি মন্ত্রে অসুরের লোকোত্তর মহিমা আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে: সেখানে তিনি 'বিশ্বরূপঃ···শ্রিয়ো রসানশ্ চরতি স্বরোচিঃ'।[১]

সন্ধাভাষায় রচিত একটি মন্ত্রে সব্য আঙ্গিরস বলছেন, 'আগুনের সুরে জ্বালিয়ে তোল (এই) বৃহৎ দ্যৌর উদ্দেশে প্রাণমাতানো বাক্—শক্তির স্বাতন্ত্র্য যে-ধর্ষকের ধর্ষক মনে। বৃহৎ যাঁর শ্রুতি, সেই অসুরকে বৃহৎ করা হল। (জ্বালাও সুর), কেননা সোনালী দুটি ঘোড়ার পুরো(গামী) বর্ষক রথ যে তিনি [৮৯০]।'—ওই-যে বৃহৎ দ্যুলোক, যার পিছনে অস্তিত্বের প্রশান্ত নীলিমা আর সামনে চৈতন্যের শুক্ল বিচ্ছুরণ—সেই তো পরমদেবতা 'অসুর'। দেখি তাঁর আলোঝলমল রূপ। আর যখন আলো থাকে না, তখন শুনি তাঁর অগম সুর। সে-সুর বৃহৎএর সুর, যা তাঁরই অবিনাভূত বাকের গুহাহিত তিনটি পদ। তাঁকে দেখে এবং শুনে আমাদের মধ্যে তাঁকে পাই

---

৮৮৯ ঋ. ত্বং রাজে.ন্দ্র য়ে চ দেবা রক্ষা নৄন্ পাহ্য.সুর ত্বম্ অস্মান্, ত্বং সৎপতির্ মঘবা নস্ তরুত্রস্ ত্বং সত্যো রসবানঃ সহোদাঃ ১।১৭৪।১। **তরুত্র** < √তৄ 'পার করা, পার হওয়া', তু. হিন্দী 'তৈর্না' সাঁতার কাটা; তাথেকে 'বাধা অতিক্রম করা', 'অভিভূত করা', 'ত্রাণ করা', 'ছুটে চলা'; তু. আয়ুর 'প্রতরণ' অর্থাৎ জরা ও মৃত্যুর বাধা পার হয়ে অজর অমৃত হওয়া; তু. 'তরুণ' অজর (১।১৮৬।৭), 'তরণি' সূর্য (১।৫০।৪)। **রসবান** সর্বত্র ইন্দ্রের বিণ., কেবল ১।৯০।২এ বরুণ-মিত্র-অর্যমা 'রশ্মো (আলো হতে) রসবানাঃ...অপ্রমূরা মহোভিঃ (আলোর মহিমায় চিন্ময়); 'রশ্মি'র দ্বিরুক্তি ল. : রসবানঃ রশ্মঃ সন্ ১০।২৭।১৫, ০ রশ্মজুরম্ ৮।৯৯।৮। ১৩।৩৮।৪, দ্র. টীমূ. ৮৩০।

৮৯০ ঋ. অর্চা দিবে বৃহতে শূষ্যং বচঃ স্বক্ষত্রং যস্য ধৃষতো ধৃষন্.মনঃ, বৃহচ্ছ্রবা অসুরো বর্হণা কৃতঃ পুরো হরিভ্যাং বৃষভো রথো হি ষঃ ১।৫৪।৩। **অর্চ** < √ অর্চ্॥ ঋচ্ (৬।৩৮।২, ৭।৭০।৬...) 'গান করা' (তু. নিঘ. অর্চতি। গায়তি···পূজয়তি। মন্যতে ১।১৪), 'জ্বলে ওঠা' (তু. নিঘ. অর্চিঃ। শোচিঃ। তপঃ। তেজঃ ১।১৭); দুটি অর্থ মিলিয়ে 'গানের সুরে জ্বলে ওঠা', 'আগুনের গান গাওয়া'; > 'অর্ক' গান, সূর্য—দুটি মিলিয়ে নিঘ.তে 'বজ্র', যাতে একাধারে বিদ্যুতের দীপ্তি এবং মাধ্যমিকা বাক্ (২।২০)। **বৃহৎ দিব্** (দ্র. টীমূ. ৩৭. ৪১১, ৪১৩।২) আলোঝলমল আকাশের অনিবাধ বৈপুল্য, যা উপনিষদে ব্রহ্মের প্রতীক। ইন্দ্রের সঙ্গে সাযুজ্যে মানুষ যখন ব্রহ্ম হয়, তখন সেও 'বৃহদ্দিব' (১০।১২০।৯)। সোজাসুজি 'বৃহৎ দিব্'এর কথা পরের ঋকেই আছে। **শূষ্য** (< 'শূষ' নিঘ. বল ২।৯, সুখ ৩।৯ < √ 'শ্বস্ শ্বাস ফেলা') প্রাণের আনন্দ হতে জাত (সোমা আহুতি ৫।৮৬।৬, স্তোম ৭।৬৬।১)। **স্বক্ষত্র** (তু. স্ব-যশস্, স্ব-তবস্, স্ব-ভানু, স্ব-রাজ্) 'স্ব' স্ব-তন্ত্র 'ক্ষত্র' বল যাঁর: তু. স্বক্ষত্রং তে ধৃষন্.মনঃ (ইন্দ্রের) ৫।৩৫।৪।

বৃহৎ করে। মনস্বান্ ইন্দ্রও[১] এই অসুর। তিনি বৃত্রের ধর্ষক, তাঁর ধর্ষক মনে অপরাজিত[২] ক্ষাত্রবীর্য স্বতঃস্ফূর্ত। বাণীর অর্ঘ্য যখন বয়ে নিতে হবে এই অসুরের কাছে, তখন তার মধ্যে দৈন্য বা কার্পণ্য যেন না থাকে, সে যেন হয় উচ্ছ্বসিত প্রাণের অগ্নিসাম। কেননা তাঁর মধ্যে তো কোনও দীনতা নাই—তিনি যে বীর্যের নির্ঝর সেই আশ্চর্য দেবরথ, যা আপন বেগে ছুটে চলে বাহনদের পিছনে ফেলে।[৩]

ঋষি নৃমেধ এবং প্রিয়মেধ বলছেন, 'সেই তুমি যে প্রচেতা, হে অসুর। আজ (তোমার কাছে) চলছি আমরা—যেন তুমি আমাদের ঋদ্ধির ভাগ। চামড়ার বিশাল (বর্ম) যেন তোমার শরণ, হে ইন্দ্র। তোমার যত সৌমনস্য তা আমাদের গ্রাস করুক [৮৯১]।'—দেবতার অসুরত্বের প্রকাশ 'প্রচেতনায়' বা চেতনার সমুদ্রবৎ সেই বিস্ফারণে, যার মধ্যে সরস্বতী ঝলকে-ঝলকে প্রজ্ঞানের ঢেউ জাগান[১]; যা সৃষ্টির আদিতে তমোদ্বারা নিগূঢ় তমোরূপ 'অপ্রকেত' সলিলের বিপরীত মেরু।[২] এই প্রচেতনায় ইন্দ্র 'অসুরঃ প্রচেতাঃ'—বারুণী শূন্যতায় অবর্ণ প্রভাসের প্রচ্ছটা।[৩] এই প্রভাসে আমাদের ভাগ আছে, যা আমাদের সাধনার চরম সিদ্ধি। তাঁর প্রচেতনাই আমাদের পরম শরণ, যা বর্মের মত আমাদের আবৃত করে রয়েছে। অসুররূপে তিনি সন্মাত্র, প্রচেতারূপে চিন্ময়; আবার 'সুষুম্ণ সূর্যরশ্মি'রূপে তিনি আমাদের মধ্যে অনুবিদ্ধ একটি আনন্দের তীর।[৪] ইন্দ্রের এই পরিচিতিই উপনিষদে হয়েছে 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম···আনন্দম্'।[৫]

অধ্যাত্মবৃষ্টিতে 'ক্ষত্র' বীর্য, 'ব্রহ্ম' প্রজ্ঞা—দুয়ের সহচার প্রসিদ্ধ। **বর্হণা** √ কৃ—(দ্র. Geldner ঋ. ১।৫৪।৩, অসমস্ত পদ হয়েও সমস্তবৎ) < √ বৃহ্ 'বৃহৎ করা বা হওয়া' বৃহত্ত্ব, তু. পরেই 'প্রাচীনেন (পুরঃসর) মনসা বর্হণাবতা (বৃহতের ভাবনাযুক্ত) ১।৫৪।৫, ত্রিশ্রুতং সহঃ···বর্হণা ভুবৎ (বৃহৎ হল, অধৃষ্য হল ৫২।১১'। **বৃহচ্ছ্রবস্** তু. দেবান্ হুবে ০সঃ স্বস্তয়ে জ্যোতিষ্কৃতো ০অধ্বরস্য প্রচেতসঃ, যে বাবৃধুঃ প্রতরং বিশ্ববেদসো ইন্দ্রজ্যেষ্ঠাসো অমৃতা ঋতাবৃধঃ ১০।৬৬।১ বর্ধমান দেবমহিমার উজ্জ্বল ছবি। আলো বাড়তে-বাড়তে যখন আকাশ হয়ে গেল, তখনই শ্রুতি হল বৃহৎ; এটি পরমব্যোমে সহস্রাক্ষরা বাকের শ্রুতি, যার স্বরূপ হল ওঙ্কার। ১দ্র. ২।১২।১। ২তু. (ইন্দ্র) জেতারম্ অপরাজিতম্ ১।১১।২। ৩তু. ঈ. নৈ.নদ্ দেবা আপ্নুবন্ পূর্বম্ অর্ষৎ ৪।

৮৯১ ঋ. তম্ উ ত্বা নূনম্ অসুর প্রচেতসম্ রাধো ভাগম্ ইবে.মহে, মহী.ব কৃত্তিঃ শরণা ত ইন্দ্র প্র তে সুম্না নো অশ্নবন্ ৮।৯০।৬। **প্রচেতস্**—অগ্রাভিসারজনিত ব্যাপ্তি যাঁর চৈতন্যে; তু. সানু হতে সানুতে আরোহণ করার ফলে দিগন্তের বিস্তার—যাতে বিষ্ণু 'উরুগায়'। পুকুরে ঢিল ফেলার পর ঢেউএর ক্রমে ছড়িয়ে পড়ার মত প্রচেতনায় চেতনার ক্রমিক প্রসারণ হয়; এর বিপরীত হল কেন্দ্রে গুটিয়ে আসা বা সংবৃত্তি (involution)—যেমন সৃষ্টির পূর্বে 'তম আসীৎ তমসা গূঢ়্.হম্ অগ্রে ঽপ্রকেতং সলিলং সর্বম্ আ ইদম্' ১০।১২৯।৩। বরুণ সর্বব্যাপী বলে বিশেষ করে 'অসুরঃ প্রচেতাঃ' (তু. শুনঃশেপের বরুণসূক্ত ১।২৪।১৪, আরও তু. ১।৪ ।১, ৮।৮৩।২, ১০।৮৫।১৭, ৫।৭১।২)। ঋ.তে সংজ্ঞাটির সবচাইতে বেশী প্রয়োগ অগ্নির বেলায়—কেননা প্রচেতনার তিনি আদিতে, যেমন বরুণ অন্তে। 'রাধঃ'='ভাগ'। দেবতার সংসিদ্ধির আমরা যেন (ইব) এক অংশই পাই—পুরাপুরি পাওয়া আমাদের সম্ভব নয়। **কৃত্তি** < √ কৃৎ 'কর্তন করা, কাটা', ছাড়ানো পশুচর্ম, তাথেকে ঢাল তৈরী হয়। অনন্য প্রয়োগ। তু. 'কৃত্তিবাস'। **সুম্ন** সুখ, আনন্দ। তু. সুষুম্ণ সূর্যরশ্মি, যা 'বিবৃতি' বা নান্দন দুয়ারের ভিতর দিয়ে আমাদের মধ্যে নিহিত হয়। ১তু. ঋ. ১।৩।১২। ২১০।১২৯।৩। ৩তু. ক. ২।২।১২। ৪তু. ঋ. ১।২৪।৭ (টীমূ. ৪৩৭।১); মা. ১৮।৪০; ঐউ. ১।৩।১২। ৫তৈউ. ২।১।৩; আনন্দমীমাংসা ২।৮।১-৪।

দেবতা যখন শুদ্ধসন্মাত্র অসুর, তখন তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল 'স্বধা' কিনা আপনাতে আপনি থাকা। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে শুদ্ধসন্মাত্রে আমাদের স্থিতি হয়, যখন চেতনার অন্তরাবৃত্তিতে আমরা তলিয়ে যাই নিজের মধ্যে। তখন আর বাইরের জগৎকে আশ্রয় করে চেতনার উল্লাস নয়—নিজের মধ্যেই তার উপশম। উপনিষদ বলেন, তখন কেবল বিশুদ্ধ অস্তিত্বের উপলব্ধি, আর তাইতে বাহির-ভিতর বা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি দুয়েরই প্রসন্ন তত্ত্বজ্ঞান [৮৯২]। সংহিতার ভাষায় এই হল 'অসুরের স্বধা,' আর দেবতা তখন **স্বধাবান্**। সব দেবতাই স্বধাবান্, কিন্তু তবুও বিশেষ করে স্বধাবান্ হলেন অগ্নি[১] এবং ইন্দ্র।

নাসদীয়সূক্তে দেখি, সৃষ্টির আদিতে সেই অনির্বচনীয় এক ছাড়া আর-কিছুই যখন ছিল না, তখনও তাঁর সঙ্গে অবিনাভূত হয়ে ছিল 'স্বধা' বা আত্মস্থিতির বীর্য—যাতে করে তিনি বিনা বাতাসে নিঃশ্বাস ফেললেন ; আর তাঁর আত্মবিসৃষ্টির আধারই হল এই স্বধা [৮৯৩]। স্বধা তখন তত্ত্বের কামকলা[১]—গুণসাম্যে নিমেষিতা, কিন্তু অন্তর্গূঢ় আত্মারামতায় টলমল। তাইতে স্বধায় মাতাল হওবার কথা সংহিতায় বারবার পাই।[২] এই 'স্বধা' পরে সংস্কৃতে হয়েছে 'সুধা'। সোমের 'দেবী স্বধা' বা দিব্য স্বধার কথাও সংহিতায় আছে।[৩] সোমমণ্ডলের উপান্ত্যসূক্তে আনন্দলোকের বর্ণনায় পাই 'স্বধা চ যত্র তৃপ্তিশ্ চ'।[৪] এই ভাবনা উপনিষদের 'আত্মরতি'র সগোত্র।[৫]

ইন্দ্রের স্বধার প্রথম পরিচয় তাঁর মহিমায়। অগস্ত্য মৈত্রাবরুণি বলছেন, 'যখন এমনি করে মহিমায় তিনি বীরদের ছাপিয়ে আছেন, (তখন) স্বচ্ছন্দে দুটি রোদসী যেন এঁর মেখলা হতে পারে। জড়িয়ে নিয়েছেন ইন্দ্র বেষ্টনীর মত করে পৃথিবীকে, ধরে আছেন স্বধাবান্ দ্যুলোককে কিরীটের মত [৮৯৪]'—ইন্দ্র যে-বীরদের

---

৮৯২ ক. অন্তী.ত্যো.ন্রো.পলক্করাস্ তত্ত্বভারেন চো.ভয়োঃ (আলো আর কালোর), অন্তী.ত্যা. পলক্কস্থ তত্ত্বভারঃ প্রসীদতি ২।৩।১৩। [১]টীমূ. ১৭৬।

৮৯৩ ঋ. ১০।১২৯।২ (এইটি উপরের 'স্বধা') ; স্বধা অরস্তাৎ ৫ ; কুত ইয়ং রিসৃষ্টিঃ ৬ (বিসৃষ্টি 'অধঃ স্বিদ্ আসীদ্ উপরি স্বিদ্ আসীৎ' এই দুটি স্বধার সঙ্গমে)। [১]তু. কামস্ তদ্ অগ্রে সম্ অরর্তত (গুটিয়ে ছিল) অধি ১০।১২৯।৪। ল. সর্বাগ্রে 'একং তৎ'—যখন অসৎ বা সৎ কিছুই ছিল না (১০।১২৯।১,২); তাঁর ছিল 'স্বধা'। তাতে অন্তর্নিহিত 'অগ্রে কামঃ' (৪)। আবার এই কামের ক্ষেত্ররূপে ওই 'অগ্রে' ছিল 'অপ্রকেতং সলিলম্' (৩)। সমুদ্রভিত্তির মত সেই সলিলের ভিত্তি হল 'স্বধা অরস্তাৎ' (৫)। উপরে-নীচে দুটি স্বধার মধ্যে 'প্রয়তি' বা প্রযত্নের খেলা—যেমন থাকে সম্পরিষ্বক্ত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে (তু. বৃ. ১।৪।৩)। তার ফলে 'বিসৃষ্টি' বা সৎএর আবির্ভাব, যার প্রমুখ হলেন দেবগণ (ঋ. ১০।১২৯।৬)। যখন এই বিসৃষ্টির রহস্য কবিদের 'হৃদয়ঙ্গম' হল তখন তাঁরা দেখলেন, সৎএর বৃন্তটি অসৎএ (৪)। এখানে 'সৎ' নীচের স্বধা, আর 'অসৎ' উপরের স্বধা। এই অসৎই 'অসুর'। সৎ আর অসৎ পরমব্যোমে যুগনদ্ধ (১০।৫।৭)। [২]১।১০৮।১২, ১৫৪।৪, ৭।৪৭।৩, ১০।১৪।৩, ১২৪।৮...। [৩]৯।১০৩।৫। [৪]৯।১১৩।১০। [৫]মু. ৩।১।৪।

৮৯৪ ঋ. প্র যদ্ ইত্থা মহিনা নৃভ্যো অস্ত্য্.রং রোদসী কক্ষ্যে না.স্মৈ, সং বিব্র ইন্দ্রো বৃ.জনং ন ভূমা ভর্তি স্বধাবো ওপশম্ ইব দ্যাম্ ১।১৭৩।৬। **কক্ষ্যা**॥ কক্ষ্য (< কক্ষ 'কটি') কটিবন্ধ তু. কেশিনা

মহিমায় ছাপিয়ে আছেন, তাঁরা হলেন তাঁর নিত্যসহচর মরুদ্‌গণ। তাঁরা বিশ্বপ্রাণরূপী আলোর ঝড়। মরুদ্‌গণ প্রাণ,[১] ইন্দ্র প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ।[২] প্রজ্ঞা প্রাণকে ছাপিয়ে আছে —এই তার মহিমা। এই মহিমাতেই ইন্দ্র দ্যুলোক-ভূলোকের ভর্তা। ভূলোক আমাদের প্রতিষ্ঠা, আর দ্যুলোক অতিষ্ঠা। তাই ভূলোক ইন্দ্রের মেখলা, আর দ্যুলোক কিরীট। কিন্তু ভূলোক অবর, আর দ্যুলোক পর। অবর পরের কুক্ষিগত। তখন দ্যুলোক যেমন ভূলোকের উজানে, তেমনি আবার তার মধ্যে অনুস্যূতও। তাই দ্যুলোকও ইন্দ্রের মেখলা—মেখলা এবং কিরীট দুইই। পৃথিবীও দিব্য—এই ব্যাঞ্জনাটুকু লক্ষণীয়। ছবিটি বিশ্বরূপ ইন্দ্রের—ছান্দোগ্যোপনিষদের বৈশ্বানর অগ্নির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[৩]

এই তাঁর স্বধার মহিমা—ভুবনেশ্বররূপে। আত্মমহিমায় প্রতিষ্ঠা আনে আত্মা-রামতা [৮৯৫]। স্বধাবান্ ইন্দ্রের আনন্দের বর্ণনা দিচ্ছেন বামদেব গৌতম : 'এই যে তুমি উতলা হয়েছ বড় প্রসন্ন মনে আমাদের কাছে এসে সুন্দর করে নিঙ্‌ড়ে-দেওয়া সোমের জন্য, হে স্বধাবান্ ; পান কর ইন্দ্র, সামনে তুলে-ধরা মধু-র (ধারা), নিজেকে একেবারে মাতিয়ে তোল পৃষ্ঠবাহী অন্ধস্-এর (স্রোতে)।'[১]—দেবতার আনন্দ সোমপানে। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র আবার 'সোমপাতম'। এই সোম বস্তুত তিনি পান করেন আমাদেরই মধ্যে এসে। আমাদের আত্মদানের যে-আনন্দ, তা-ই দেবপান সোম। 'সোম' পবমান হয় শোধন এবং মার্জনের দ্বারা। তার আগে সে 'অন্ধঃ'

হরী (দুটি ইন্দ্রাশ্ব) বৃষণা (সোমত্ত) কক্ষ্যপ্রা (এমন গতর যে পেটির বেড় ভরে যায়, হৃষ্টপুষ্ট) ১।১০।৩, ৮।৩।২২ ; অত্যা কিল ত্বাঃ (যমকে) কক্ষ্যের যুক্তং (জোতা ঘোড়া) পরি মজাতে ১০।১০।১৩ ; পরি মজধ্বং দশ কক্ষ্যাভিঃ (দশটি পেটি দিয়ে ; পেটি এখানে বাঁকানো আঙুল, তু. নিঘ. ২।৫ ; এই অর্থ শুধু এইখানেই ; ল. নিঘণ্টুধৃত অনেক অর্থ সামান্যবাচী না হয়ে বিশেষবাচী, তাতে প্রকরণবিশেষে শব্দের তাৎপর্য বোঝবার পক্ষে সাহায্য হয়) ১০।১০১।১০। এখানে 'কক্ষ্যা' মেখলা। **সং ব্রিব্যে** < √ ব্যা 'বেষ্টন করা' তু. 'উপবীত'। **বৃজন** < √ বৃজ্ 'মোচড় দেওয়া', বাঁকা চাল ; খোঁয়াড় ; এখানে 'বেষ্টনী, কটিবন্ধ'। **ভূম** 'ভূমি', পৃথিবী। **ওপশ** 'খোঁপা' ১০।৮৫।৮ ; 'কিরীট' তু. যজ্ঞ ইন্দ্রম্ অবর্ধয়ৎ...চক্রাণ ওপশং দিবি ৮।১৪।৫, ৯।৭১।১। [১]তু. মু. সপ্ত ইমে লোকে যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতা সপ্ত সপ্ত ২।১।৮। [২]কৌ. ২।১৪, ৩।২। [৩]ছা. ৫।১৮।২।

৮৯৫ তু. ছা. যো বৈ ভূমা, তৎ সুখম্ ৭।২৩।১ ; যো বৈ ভূমা তদ্ অমৃতম্...স কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি ৭।২৪।১। [১]ঋ উশন্ন্ উ ষু ণঃ সুমনা উপাকে সোমস্য নু সুষুতস্য স্বধাবঃ, পা ইন্দ্র প্রতিভৃতস্য মধ্বঃ সম্ অন্ধসা মমদঃ পৃষ্ঠ্যেন ৪।২০।৪। 'সুমনস্' দ্র. টী. ৩৫৫। **উপাক** < উপ √ অক্ 'চলা' কাছাকাছি, সন্নিহিত তু. উপাকয়োর্ নি...দধে হস্তয়োর্ বজ্রম্ আয়সম্ (ইন্দ্রঃ ; অর্থাৎ দু'হাতের মুঠায়) ১।৮১।৪ ; উপাকে নক্তোষাসা ১৪২।৭, ৩।৪।৮, ১০।১১০।৬। এখানে 'উপাকে' কাছে এসে (নিঘ. অন্তিক ২।১৬)। **সুষুত** সোম মধুর এবং চারু (তু. ৭।২৯।১, ৩।৩৬।৭, ১০।৩০।১৩, ৩।৫০।২, ৭।৬৭।৪ ; আরও তু. উত ত্বচং দদতঃ [যে তোমাকে দেয় তার] রাজসাতৌ [লোকোত্তরের বজ্রশক্তি ছিনিয়ে আনবার সময়] পিপ্রীহি [প্রীত কর ত্বক্‌কে অর্থাৎ রোমহর্ষ জাগাও] মধ্বঃ সুষুতস্য চারোঃ [কর্মে ষষ্ঠী, 'দদতঃ'র কর্ম ; দেবতাকে 'সুষুত' সোম দিতে গিয়ে উপাসক রোমাঞ্চিত হবে তাঁর প্রসাদে]) ৫।৩৩।৭। এই সুষুত সোম মানুষের জন্য খুঁজে পায় আলো, হত্যা করে অহিকে ৫।২৯।৩। এই সোমের বিশিষ্ট সবনের সংজ্ঞা

কিনা পাতালবাহিনী ভোগবতীর ধারা—যদিও তাও দেবতাকে দিতে হয় এবং তাতেও তাঁর 'সম্মত্ত' আনন্দ।[২] কিন্তু তাঁর সত্যকার আনন্দ পরিপূত সোমে—যা মদির নয়, মধুর। এই মধুর সোমের নাম 'ইন্দু'। 'অন্ধঃ' সোম 'ইন্দু' হয়, যখন পৃষ্ঠ-নাড়ী বা 'সুষোমা'র ভিতর দিয়ে আনন্দের ধারা উজান বয়। দেবতা তখনই প্রসন্ন হন, আর উতলা হয়ে ছুটে আসেন আমাদের কাছে এই সোম্য মধু পান করবার জন্য। আমরা তখন জীবনপাত্রখানি তাঁর সামনে তুলে ধরি, বলি, 'প্রসন্ন হয়েছ, দেবতা? তবে পান কর এই সোমের মাধুরী, মেতে ওঠ আমাদের ভোগবতীর উজান ধারায়। কিন্তু জানি, অমন উতলা হয়েও তুমি আপনাতে আপনি অটল।' 'স্বধাপতি' ইন্দ্রের এই সংযত উন্মাদনার কথা শংযু বার্হস্পত্যও বলেছেন তাঁর একটি তৃচের ধুরায়।[৩] দ্বিত আপ্ত্য বলছেন, ইন্দ্রের মত 'দৈবী স্বধা' সোমেরও

সুযুতি, ঋ.তে একজায়গায় সন্ধাভাষায় তার বর্ণনা আছে (তু. 'অঞ্জঃসব' ১।২৮ সূ. টীমূ. ৫৩০; তত্র ল. 'ইন্দ্রায় মধুমৎ সুতম্' ১।২৮।৮) : যুবং (অশ্বিদ্বয়, যাঁরা দ্যুস্থান দেবতাদের প্রথমগামী) হবং (আহ্বান) বধ্রিমত্যা (যার সাতটি শীর্ষণ্য প্রাণই উপহত তু. 'সপ্তবধ্রি') অগচ্ছতং যুবং সুযুতিং চক্রথুঃ (অর্থাৎ নাড়ীর মুখ খুলে দিলে আনন্দের ধারা উজান বইবে বলে) পুরন্ধয়ে ('পুরন্ধি' পূর্ণতার ধ্যানে সমাহিতা, আগে সে ছিল 'বধ্রিমতী'; Geldnerএর প্রকল্প 'সুযুতি='সুখপ্রসব' ঠিক নয়, তাহলে সংজ্ঞাটি 'সুসূতি' হত (তু. ৫।৭।৮, টী. ১৮৪।৪, ২।১০।৩) ১০।৩৯।৭। **প্রতিভৃত** 'সামনে এনে তুলে-ধরা' মধু, তু. ৭।৯১।৬ (ইন্দ্র-বায়ুর জন্য), ১০।৯১।১২ ('হরি' ইন্দ্র); ০ হর্য ৭।৬৮।১ (অশ্বিদ্বয়ের জন্য)। **পৃষ্ঠ্য**—তু. ঋতেন (যথারীতি) হি (যখন) ষ্ম বৃষভশ্ চিদ্ অক্তঃ (লিপ্ত, মাখানো) পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা (দুধ দিয়ে; দুধ থাকে ধেনুর পালানে, কিন্তু এখানে আছে বৃষভের পিঠে; অগ্নি একেবারে প্রাণের গোড়ায় আমাদের মধ্যে যেমন যুগনদ্ধ বৃষভ এবং ধেনু, তেমনি ঋতের প্রথম জাতক অর্থাৎ অদিতির মতই তিনি একাধারে পিতা মাতা এবং পুত্র ১০।৫।৭, ১।৮৯।১০; কিন্তু এখানে জোর দেওয়া হয়েছে তাঁর পুংরূপের উপর; ধেনু বলে তাঁর দুধও আছে, কিন্তু আছে বুকে নয়—পিঠে) পৃষ্ঠেন ৪।৩।১০। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অগ্নির যেমন আছে মেরুদণ্ডবাহী 'পয়ঃ' বা প্রজ্ঞার আপ্যায়নী ধারা, তেমনি সোমেরও আছে আনন্দের ধারা। ল. হঠযোগীরা সুষুম্ণাকে অগ্নিনাড়ী বলেন। সুষুম্ণার ভিতর দিয়ে অগ্নি-সোমের বা প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ ও আনন্দের যুগ্মধারাকে অনুভব করাই সাধকের পুরুষার্থ। সোমের একটি অনন্যপর বিণ. **ত্রিপৃষ্ঠ** (৯।৭১।৭, ৭৫।৩, ৯০।২, ১০৬।১১), ত্রিপৃষ্ঠৈঃ সবনেষু সোমৈঃ ৭।৩৭।১ (সোমের ধারা তিনটি সবনে পরপর তিনটি 'গ্রন্থি' মোচন করে উজিয়ে যায়, দ্র. ৯।৯৭।১৮, আরও তু. ১০।১৪৩।২)। দ্র. তং (সোমকে) ত্রিপৃষ্ঠে ত্রিবন্ধুরে (যাতে তিনটি বসবার আসন আছে, 'পৃষ্ঠ' পিছনের দিকে, আর 'বন্ধুর' সামনের দিকে) রথে (দেহরথে) যুঞ্জন্তি যাতবে, ঋষীণাং সপ্ত ধীতিভিঃ (ধ্যানচেতনার সাতটি পর্ব দিয়ে; তু. বিষ্ণুর সপ্তপদী—পৃথিবী হতে পরমপদ পর্যন্ত ১।২২।১৬-২১) ৯।৬২।১৭। আবার তু. ত্রীণি [য়োজনানি 'সন্ধ্য স্থান'] ত্রিতস্য ধারয়া (একটি ধারায়) পৃষ্ঠেষ্বেরয়া (চালনা কর সোমের) রয়িম্ (স্রোত) ৯।১০২।৩। অন্যত্র পাই দ্যুলোক হতে নীচের দিকে পরপর নিহিত চারটি 'নাভ' অর্থাৎ নাভি বা গ্রন্থির কথা, যার ভিতর দিয়ে সোম নেমে আসে (৯।৭৪।৬, দ্র. টীমূ. ১১১)। 'নাভি' দেহকাণ্ডের সামনের দিকে, আর 'পৃষ্ঠ' পিছনের দিকে। দেহের সামনে-পিছনে তাহলে দু'সার সোমগ্রন্থি। সোমপানের সময় সামনের গ্রন্থিগুলি সক্রিয় হয়ে মত্ততা জন্মায়, তারপর অন্তরাবৃত্তির ফলে পিছনের গ্রন্থিগুলি জেগে উঠে 'মদ'কে রূপান্তরিত করে 'মধু'তে। যোগের এটি সুপরিচিত অনুভব। এই অনুষঙ্গে তু. 'সুষুম্ণ' সূর্যরশ্মি, 'সুষোমা' নদী বা নাড়ী। তু. গবাময়ন সোমযাগে 'অভিপ্লব' এবং 'পৃষ্ঠ্য' ষড়হঃ, তত্র পিতা বা অভিপ্লবঃ পুত্রঃ পৃষ্ঠ্যঃ' (গোপথব্রা. পূর্বভাগ ৪।১৭)। আরও ল. ঋক্‌টিতে 'সুমনস্' আর 'সুযুত' সংজ্ঞা দুটি স্পষ্টত সুষুম্ণার ব্যঞ্জনাবহ। [২]**সম্মদ** < মূলের 'সম্ মমদঃ'; তু. মৎস্যসূক্ত ঋ. ৮।৬৭, তত্র ইন্দ্রিয়সুখকে বলা হয়েছে 'সম্মদ', যার সন্তানেরা 'জালনদ্ধ মৎস্য'রূপে সূক্তের ঋষি। [৩]সোমঃ সুতঃ স ইন্দ্র তে হস্তি

আছে ; ব্রতচারীকে তিনি শুধু মাতান না, অটলও করেন।[৪] ওষধি সোম যদি ভাং হয়,[৫] তাহলে কথাটা খুবই সত্য—কেননা ভাংএর নেশা চেতনাকে অন্তর্মুখ করে। এই স্বধা যে একটা প্রশান্ত তৃপ্তি, একথা সোমমণ্ডলের সোমপ্রশস্তিতেও আছে।[৬]

দেবতার স্বধা এবং মহিমা যেমন আনন্দের তেমনি বীর্যেরও উৎস। পুরুষের মধ্যে বীর্যের প্রকাশ হয় অদিব্যশক্তিকে নির্জিত করে দিব্যশক্তির উদ্বোধনে। দেবতার স্বধা তখন তার একটা মস্ত সহায়। নোধা গৌতম বলছেন : 'তোমায় তাই-তো হে ইন্দ্র, ঢেউএর ওপারে পাড়ি জমাতে (আর) সূর্যের আলো ঝরাতে বীরেরা লক্ষ্যের দিকে ছুটতে-ছুটতে করে আবাহন। তোমার হে স্বধাবান্, এই যে (ওদের) সমরে আগলে থাকা, ওজস্বিতার সকল সাধনায় (তা) যেন সুগম হয় [৮৯৬]।'—জীবন যেন একটা ঘোড়দৌড়ের মত। সূর্যাশ্বের উপর সওয়ার হয়ে ছুটতে হবে সুদূর লক্ষ্যের দিকে। কি সে-লক্ষ্য ?—প্রাণ আর প্রজ্ঞা। প্রাণের সমুদ্র থৈ-থৈ করছে আমাদের মধ্যে। কিন্তু আমরা তার নাগাল পাই না। দস্যুরা তাকে ঘিরে লোহার প্রাচীর তুলেছে।[১] সে-প্রাচীর ভাঙ্‌তে হবে। দ্যুলোকে অজস্র জ্যোতির নির্ঝর।[২] কিন্তু বৃত্রের মায়া মেঘ হয়ে তাকে ঢেকে রেখেছে। বজ্রের হানায় সে-মেঘ বিদীর্ণ করে আলো ঝরাতে হবে। আমাদের পৌরুষ আছে, আমরা পারব প্রাণ আর আলোকে অদিব্য-শক্তির কবল হতে ছিনিয়ে আনতে। তবুও দেবতাকে ডাকি। আমরা চরিষ্ণু—তিনি স্বধাবান্ স্থাণুরূপে আমাদের প্রতিষ্ঠা। তাঁর স্বধার সেই অক্ষোভ্য বীর্য এই দুর্জয় সংগ্রামে প্রসাদের রক্ষাকবচ হয়ে আমাদের ঘিরে থাকুক। তবে আমরা পারব।

মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ বলছেন: 'বজ্রসত্ত্ব হয়ে জন্মেছেন বীর্য (-প্রকাশের) জন্য (এই) স্বধাবান্। পৌরুষদৃপ্ত (তিনি)—করবেন (সে-) কাজ যা করবেন ভেবেছেন। যুবা (তিনি)—(অফুরান) প্রসাদ নিয়ে যান যেখানে বীরেরা আসন পাতে। ত্রাতা

স্বধাপতে মদঃ ৬।৪৪।১-৩। [৪]পরি দৈব্রীর্ অনু স্বধা ইন্দ্রেণ য়াহি সরথম্ ৯।১০৩।৫। একই দেহরথে ইন্দ্র আর সোম অটল থেকেই টলছেন। [৫]তু. গোভির্‌, (দুধ অথবা দই মিশিয়ে) ভঙ্গং পরিষ্কৃতম্ ৯।৬১।১৩। 'ভঙ্গ' শব্দের অনন্য প্রয়োগ ল.। ৬৯।১১৩।১০।

৮৯৬ ঋ. ত্বাং হ ত্যদ্ ইন্দ্রা.র্ণসাতৌ স্বর্মীল্.হে নর আজা হবন্তে, তব স্বধাব ইয়ম্ আ সময় উতির্ বাজেষ্ব.তসায়্যা ভূৎ ১।৬৩।৬। **অর্ণসাতি** ঢেউকে জয় করা। ঋ.তে সব প্রয়োগ ইন্দ্রের বেলায়। 'অর্ণ'= 'অর্ণর' যেমন 'গো'=গব্য। নিঘ.তে 'উদক' ১।১২, প্রাণের প্রতীক। তু. ঋ. 'মহো অর্ণঃ' মহিমার সমুদ্র ১।৩।১২। **স্বর্মীল্.হ** (তু. ১।১৩০।৮, ১৬৯.২, ৪।১৬।১৫, ১।৫৬।৫, ৮।৬৮।৫)<স্বর্ √মিহ 'ঝরানো' (তু. 'ধর্ম-মেঘ' সমাধি। **সময়** (পদপাঠ : 'স-ময়' ; বস্তুত 'সম্-অয়' তু. 'সম্-অরণ' 'সম-অর'< √ঋ. 'চলা' ॥ 'সম্-ইথ' ৪।৫৮।১১, 'সম্-গম' সমাগম ; নিঘ. 'সংগ্রাম' ২।১৭। **অতসায়্য**< √অত্‌ 'চলা'+আয়্য (তু. 'দিধিষায়্য' যাকে পেতে ইচ্ছা করে) যার কাছে যেতে ইচ্ছা করে ; একমাত্র অন্যতর প্রয়োগ : ঋ. সখো য়ো (ইন্দ্র) নৃভ্যো অতসা.য়্যো ভূৎ পস্পৃধানেভ্যঃ (যেন পরস্পরের প্রতিযোগী) সূর্যস্য সাতৌ ২।১৯।৪। [১]তু. অর্ণসাতৌ··· হত্বী দস্যূন্ পুর আয়সীর্ নি তারীৎ ২।২০।৮। [২]দ্র. টী. ৩ ; তু. ঋ. ৯।১১৩।৭, ৯, ৩৯।১১৩।৭।

আমাদের (এই) ইন্দ্র মহাপাতক হতেও [৮৯৭]।'—আপনাতে আপনি অটল থেকেও আমাদের মধ্যে দেবতা আবিভূ্র্ত হন বজ্রবীর্যে তাঁর অবন্ধ্য সঙ্কল্পকে সার্থক করতে। সে-সঙ্কল্প হল তাঁর দৃপ্ত পৌরুষ আর অজর তারুণ্যের দীপ্তিতে কলুষের রাহুগ্রাস হতে আমাদের মুক্ত করা। তাই যেখানেই আমরা আলোর তপস্যায় আসন পাতি বীরের মত, সেখানেই তিনি গিয়ে আমাদের পাশে দাঁড়ান তাঁর অফুরন্ত প্রসাদের দাক্ষিণ্য নিয়ে। তাঁর 'স্বধা' বীর্য ক্রতু আর করুণার নির্ঝর।[১]

সোমমণ্ডলে পাই, সৌম্য আনন্দ যখন পৌরুষের দ্বারা সংযত হয় এবং অন্তর্জ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, তখন তা 'স্বধার দ্বারা মতিদের জন্ম দেয়' [৮৯৮]। 'মতি' মনন। বহুবচন বোঝাচ্ছে তৈলধারাবৎ দেবতার স্বরূপের মনন।[২] এই মনন মনীষা এবং হৃদয়ের যোগে 'ধী' বা ধ্যানচেতনাকে মার্জিত ক'রে[২] দেবতার সঙ্গে উপাসকের সাযুজ্য ঘটায়। ধী-র বর্ণনায় বিশ্বামিত্র বলছেন, ধী দ্যুলোক হতে জাত এক নিত্যজাগ্রত আত্মশক্তি, বিদ্যার সে অপরিহার্য সাধন—পুরুষপরম্পরায় নিত্যকাল ধরে নেমে এসেছে আমাদের মধ্যে; তাকে কল্পনা করা যেতে পারে শুভ্রবসনা

---

৮৯৭ ঋ. উগ্রো জজ্ঞে বীর্যায় স্বধাবাঞ্ চক্রির্ অপো নর্যো যৎ করিষ্যন্, জগ্মির্ যুবা নৃষদনম্ অবোভিস্ ত্রাতা ন ইন্দ্র এনসো মহশ্ চিৎ ৭।২০।১। **নর্য** < √*নৃৎ 'অঙ্গবিক্ষেপ করা, নাচা' তু. নি. 'নরা মনুষ্যা (নির. ২।৩) নৃত্যন্তি কর্মসু ৫।১২', কর্মে যে স্বচ্ছন্দে শক্তির প্রকাশ করে, কর্মবীর। তু. ইন্দ্রের বিণ. 'নর্যাপস্' বীরকর্মা (ঋ. ৮।৯৩।১)। আরও তু. ইন্দ্র 'নৃণাং নর্যো নৃতমঃ **ক্ষপাবান্** (='ক্ষপাং রস্তা' রাতকে যে-ইন্দ্র আলো করেন অগ্নি হয়ে, পরেই আছে 'জনিতা সূর্যস্য' ৩।৪৯।৪ ; সংজ্ঞাটি ঋ.তে বিশেষ করে অগ্নির, 'রাতের মালিক' তু. বৃ. ৪।৩।৪) ১০।২৯।১, অভি (সর্বাভিভাবী) ক্রত্বা (ক্রতুতে) নর্যঃ পৌংস্যেন (পৌরুষে) চ ৭। 'নৃষদন' দ্র. টী. ২১৩।৫। [১]বীর্য আর ক্রতুর পরিচয় তু. ঋ. স হ শ্রুত ইন্দ্রো নাম দেব ঊর্ধ্বো ভুবন্ মনুষে দস্মতমঃ (তিমিরনাশন আর-কেউ নাই তাঁর মত), অব প্রিয়ম্ অর্শসানস্য সাহ্বাঞ্ (পরাভূত করে) শিরো ভরৎ ('অব ভরৎ' পেড়ে ফেললেন) দাসস্য স্বধাবান্ ২।২০।৬। **অর্শসান** বৃত্রানুচর 'দাস' বা তমঃশক্তি। সে 'কৃষ্ণত্বক্', তু. ঘ্নন্ কৃষ্ণাম্ অরন্ধয়ৎ (কাবু করলেন)…ন্য্ অর্শসানম্ ওষতি (পুড়িয়ে মারেন) ১।১৩০।৮, ইন্দ্রঃ সূর্যস্য রশ্মিভির্ ন্য্ অর্শসানম্ ওষতি ৮।১২।৯, স (ইন্দ্র) দ্রুহ্বণে (দেবদ্রোহী) মনুষে ঊর্ধ্বসানঃ (ঊর্ধ্বগ হয়ে) আ সাবিষদ্ (নিক্ষেপ করলেন) অর্শসানায় শরুম্ (শর, বজ্র) ১০।৯৯।৭। অর্শসান্ < √রিশ্ 'টুকরা-টুকরা করা' 'ছেঁড়া' > √*অর্শস্ (তু. 'অর্শস্' পা. ৫।২।১২৭, রোগবিশেষ; 'ঋক্ষ' ভালুক > নক্ষত্র ঋ ১।২৪।১০, তু. ৮।২৪।২৭) + আন, সবসময় অখণ্ডকে যে খণ্ড-খণ্ড করে (তু. মিত্র-বরুণ 'রিশাদস্' অখণ্ড চৈতন্যের দেবতা)। অর্শসান দেবদ্রোহী, মনুর পরম শত্রু। ইন্দ্র মনুকে বাঁচাতে **ঊর্ধ্বসান** বা উদ্গত হলেন সূর্যের মত। 'ঊর্ধ্বসান' < √*ঊর্ধ্বস্ + আন, ঊর্ধ্ব < √ঋধ্ 'বেড়ে চলা')। অনন্য প্রয়োগ। কিন্তু তু. অনশ্বো জাতো অনভীশুর্ অর্বা (ঘোড়া নাই, লাগাম নাই এমন-একটি 'ঘোড়া' জন্মেই) কনিক্রদৎ পতয়দ্ (উড়ে চলল) **ঊর্ধ্বসানুঃ** (গিরিশৃঙ্গের মত খাড়া হবে) ১।১৫২।৫। 'উদেষন্' সূর্যের বর্ণনা। সূর্য তখন 'শিপিবিষ্ট' বিষ্ণু—শালগ্রাম শিলার মত। তাঁর রথ নাই, রথের ঘোড়া নাই, ঘোড়ার লাগাম নাই। এগুলি দেখা দেবে, যখন তিনি হবেন 'উদ্যন্ পুরুষ' (তু. জৈউ ৪।৫)। 'অভীশু' লাগাম, আবার সূর্যের রশ্মি (নিঘ. ১।৫)। অর্শসানের তমঃশক্তিকে বিদীর্ণ করে ইন্দ্রের তিমিরবিদার অভ্যুদয়ও এমনিতর। 'অর্বা' রথের ব্যঞ্জক।

৮৯৮ ঋ. নৃভির্ যতঃ কৃণুতে নির্ণিজং (ধোলাই করা শুভ্রবাস, উত্তরীয়) গা (রশ্মিদের) অতো মতীর্ জনয়ত স্বধাভিঃ ৯।৯৫।১। তু. বিশ্বা মতীর্ আ ততনে (আতত করেছি) ত্বায়া (তোমায় চেয়ে) ৭।২৯।৩। ১।৬২।২

কল্যাণীরূপে।[৩] মন মনীষা হৃদয় এবং ধী, এদের মধ্যে সাধনের একটা পরম্পরা আছে। সংহিতায় মনোযোগ আর ধীযোগকে পাশাপাশি পাই।[৪] মনোযোগের পরিণাম ধীযোগ। তার ফলে প্রজ্ঞার উন্মেষ।[৫] এই উন্মেষ আঁধারের আবরণ বিদীর্ণ করে সূর্যোদয়ের মত। স্বধা হতে মতির জন্মে তার সূচনা। স্বধার আনন্দে এবং বীর্যে আমাদের মধ্যে ইন্দ্রের সূর্য-আবিষ্কারে তাঁর অপূর্ব মহিমার পরিচয়। বার্হস্পত্য ভরদ্বাজের দুটি মন্ত্রে তার বর্ণনা পাই।

ঋষি বলছেন, 'সেই যে উন্মাদন (সোমেরা), হে ইন্দ্র, হে স্বধাবান্, এরা পীত হয়ে আলোঝলমল তোমায় সংবর্ধিত ক'রে বৃহৎ করুক। মহান্ (তুমি) অন্যূন—বীর্যবান্ (আর) বিভূতিমান্; মাতিয়ে-তোলা (এই সোমেরা) তোমার রোমহর্ষণ হ'ক (শত্রু-) ধর্ষণে ছুটে যাবার সময়। (এই সেই সোমেরা) যাদের মাতনে মেতে উঠে উষা (আর) সূর্যের আলো ফোটালে তুমি সুদৃঢ়দের বিদীর্ণ করে হটিয়ে দিয়ে। বিশাল (আর) নিরেট যে-পাষাণ হে ইন্দ্র, গোযূথকে ঘিরে ছিল, খসিয়ে দিলে সেই অনড়কে তার আপন অচল আসন হতে [৮৯৯]।'—আমাদের পার্থিব আধারের গহনে আলোক-ধেনুরা[১] অবরুদ্ধ হয়ে আছে পাষাণ-প্রাকারের অন্তরালে বৃত্রানুচর বলের মায়ায়।[২] ওই অভেদ্য অচ্যুত পাষাণ অসুরের স্বধাম। ওইখানে সে তার স্বধার বীর্যে নিঃশঙ্ক, আমরা কিছুতেই তাকে টলাতে পারি না। অথচ আঁধারে বন্দিনী ওই ধেনুদের[৩] আলোর জন্য যে-কান্না, তা সমস্ত চিত্তকে মথিত করে। অবরোধ থেকে কি করে ওদের মুক্তি দেব? উপায় না দেখে 'গোত্রভিৎ বজ্রভৃৎ' দেবতার[৪] শরণ নিই। আমার

টীমু. ৭৬।১। [৩]৩।৩৯।২ টীমু. ২১৮।১। ৪৫।৮১।১, টীমু. ১১৫।১১। আরও তু. তে সত্যেন মনসা গোপতিং (বৃহস্পতিকে) গা ইয়ানাস (চেয়ে) ইষণয়ন্ত (ক্ষিপ্র কর.লন, চেতিয়ে তুললেন) ধীভিঃ ১০।৬৭।৮; য়দ্.ধ ত্যান্ মিত্রাবরুণাবৃ.তাদ্ অধ্যা.দদাথে (সরিয়ে নিয়েছ) অনৃতং স্বেন মন্যুনা দক্ষস্য স্বেন মন্যুনা (নিস্ক্রিয় আপন প্রবেগে), য়ুবো'র্ ইত্থা (তাইতে) অধি সদ্মস্ব.পশ্যাম (স্বধামে দেখতে পেলাম) হিরণ্যয়ম্ (+ আসনখানি), ধীভিস্ চন মনসা স্বেভির্ অক্ষভিঃ (ধী দিয়ে মন দিয়ে নিজের চোখ দিয়ে) সোমস্য (সোম হয়ে) স্বেভির্ অক্ষভিঃ ১।১৩৯।২, (ধ্যানে মনে ইন্দ্রিয়ে সোম্য আনন্দের আভা ফু.ট উঠল); রথং (দেবরথ বা দেহরথ) য়ে চক্রুঃ সুবৃ.তং (অনায়াসে গড়িয়ে-চলা) সু-চেতসো (সুচেতা ঋভুরা) হ্বিহ্বরন্তং (যা হেলে না দোলে না) মনসস্ পরি ধ্যয়া (মনন আর ধ্যান দিয়ে) ৪।৩৬।২। [৫]তু নিঘ. ধী 'প্রজ্ঞা' (৩।৯) এবং 'কর্ম' (২।১) দুইই—অর্থাৎ 'ধী' সমর্থ প্রজ্ঞা।

৮৯৯ ঋ. তে ত্বা মদা বৃহদ্ ইন্দ্র স্বধাব ইমে পীতা উক্ষয়ন্ত দ্যুমন্তম্, মহাম্ অনূনং তবসং বিভূতিং মৎসরাসো জর্হৃষন্ত প্রসাহং। য়েভিঃ সূর্য়ম্ উষসং মন্দসানো হবাসয়ো হপ দৃল্.হানি দর্দ্রৎ, মহাম্ অদ্রিং পরি গা ইন্দ্র সন্তং নুত্থা অচ্যুতং সদসস্ পরি স্বাৎ ৬।১৭।৩-৫। **উক্ষয়ন্ত** < √ উক্ষি (ণিজন্ত) < √ উক্ষ্॥ বক্ষ্ < √ বজ্ (স) 'ওজঃশক্তিতে বেড়ে ওঠা', 'সমর্থ হওয়া' তু. উক্ষন্' ষাঁড়, Eng. Ox। সোমেরা ইন্দ্রকে বলমত্ত করবে। **জর্হৃষন্ত** < √ হৃষ্ 'উদ্দীপ্ত হওয়া,' 'রোমাঞ্চিত হওয়া' তু. 'হর্ষ', 'হৃষ্ট'। **মন্দসান** < √ * মন্দস্ < √ মদ্ 'মেতে ওঠা'। তু. 'অর্ণসান', 'উধ্বসান' টী. ৮৯৭।১। **দর্দ্রৎ** < √ দৃ 'বিদীর্ণ করা'। [১]স্ম. নিঘ.তে 'গো' পৃথিবী (১।১) এবং 'রশ্মি' (১।৫)। [২]দ্র. ঋ. ১০।৬৭।৫-৬...; আরও তু. ১।৭১।২, ৬২।৫। [৩]এরা সূক্ষ্ম এবং দিব্য ইন্দ্রিয়বৃত্তি, বাইরে কালো হলেও ভিতরে আলো, দ্র. ১।৮২।৯, টী. ১৬৪।১। [৪]তু. ৬।১৭।২।

হৃদয়-নিঙ্ড়ানো সোমের ধারায় দেবতার পানপাত্র পূর্ণ করি। সেই সোমপানে মত্ত হয়ে দেবতা ছুটে যান অসুরের দিকে। যেমন অসুরের স্বধা, তেমনি আছে দেবতারও স্বধা। যেমন অসুর মহান্, তেমনি দেবতাও মহান্।[৫] কিন্তু দেবতা 'অনূন'—কোন-কিছুতেই অসুরের চাইতে তিনি খাটো নন। আমার সোম তাঁর বজ্রশক্তিকে উপচে তুলেছে, বিচিত্র বিভূতিতে[৬] তাঁকে 'বৃহৎ' করেছে। প্রজ্ঞানে তিনি ঝলমলিয়ে উঠেছেন, সোম্য সুধার উন্মাদনায় তিনি আনন্দে রোমাঞ্চিত। এইবার তিনি আঁধারের আড়ালকে তাঁর বজ্রের হানায় বিদীর্ণ-বিকীর্ণ করবেন, আপন মহিমায় অটল থেকে অচ্যুতকে করবেন প্রচ্যাবিত। আমার জীবনে আমার ভুবনে ফুটবে উষার আলো,[৭] ধীরে-ধীরে জাগবে মাধ্যন্দিন সূর্যের দীপ্তি।

আরেকটি মন্ত্রে ঋষি বলছেন: 'পথহীন যে-তমিস্রা (কেবলই) ছড়িয়ে পড়ছিল, তিনিই তো সূর্য দিয়ে পথ করে দিয়েছেন তার মধ্যে। হে স্বধাবান্, তুমি অমৃত। তোমার ধামকে চায় যে-মর্ত্যেরা, তারা কখন না (তোমার ব্রত) লঙ্ঘন করে? …তুমি মহান্। আমরা যতটুকু (তোমায়) জানি, ততটুকু তোমার অর্চনা করি হে বীর, হে ব্রহ্মবাহী [৯০০]।'—দেবতা মহান্, আপনাতে আপনি অটল থেকে বীর্যের প্রকাশ করেন। সে-প্রকাশ তমিস্রার অপাবৃতিতে। আমাদের ঘিরে যে-অন্ধকার, সে যেন কেবল বেড়েই চলে।[১] আমরা তার মধ্যে পথ না পেয়ে[২] দিশাহারা হই। অবশেষে তাঁর প্রসাদে সূর্যের আলোয় পথের দিশা পাই। আমাদের মধ্যে তিনি তখন বয়ে আনেন বৃহতের চেতনা।[৩] কিন্তু তাঁর কতটুকু আমরা জানি, কতটুকুই-বা বুঝি। প্রাণে সুরের আগুন জ্বালিয়ে ততটুকুই তাঁর অর্চনা করি।[৪] আমরা মর্ত্য, প্রমাদের অন্ধকার

৫তু. মন্ত্রে দেবতার 'স্বধা' আবার অসুরেরও 'স্বং সদস্'; দেবতা 'মহা', অসুরও তা-ই। ৬**বিভূতি** ইন্দ্রের বিণ. ৮।৪৯।৬, ৫০।৬; তখন তিনি 'বিশ্বরূপ' এই ধ্বনি আছে (তু. 'বিশ্বভূ ১০।৫০।১, টী. ৩২৩।৪)। আবার তাঁর বিভূতি 'রয়ি' ৬।২১।১; 'সূনৃতা' বি০ ১।৩০।৫; 'সত্বঃ' এবং বিচিত্র বি০ ১।৮।৯। ৭তখন অবরুদ্ধ গোযূথ মুক্তি পাবে; তু. উষার বাহন 'অরুণ্যো গাবঃ' নিঘ. ১।১৫।

৯০০ ঋ. স ইৎ তমো হবয়ুনং ততন্বৎ সূর্যেণ বয়ুনবচ্ চকার, কদা তে মর্তা অমৃতস্য ধামেয়ক্ষন্তো ন মিনন্তি স্বধাবঃ।…অর্চামসি বীর ব্রহ্মবাহো যাদ্ এব বিদ্ম তাৎ ত্বা মহান্তম্ ৬।২১।৩,৬। ১**ততন্বৎ** < √ তন্ 'ছড়িয়ে পড়া', সব-ছাওয়া। যেমন অন্ধকার সব-ছাওয়া, তেমনি আলোও, তু. উদ্ বাং (তোমাদের দুজনের, মিত্র-বরুণের) চক্ষুর্ বরুণ সুপ্রতীকং দেবয়োঃ (তু. ১।১১৫।১, টী. ৭৫১; তত্র 'অনীক' বোঝায় সমূহন, অত্র 'প্রতীক' ব্যূহন, দ্র. ঈ. ১৬) এতি সূর্যস্ ততন্বান্ (আলো ছড়িয়ে), অভি য়ো বিশ্বা ভুবনানি চষ্টে স মন্যুং (মনোবেগ, তীব্রসংবেগ) মর্ত্যেষ্বা. চিকেত ৭।৬১।১। ২**অবয়ুন** যেখানে 'বয়ুন' বা পথ নাই। নিঘ.তে 'বয়ুন' প্রজ্ঞা ৩।৯; তমঃ অপ্রজ্ঞ বা অপ্রকেত (তু. ঋ. ১০।১২৯।২,৩), আলোর রশ্মি তার মধ্যে পথ কেটে চলে। ৩**ব্রহ্মবাহস্** ইন্দ্রে নিরূঢ় বিণ. ১।১০১।৯, ইমা ব্রহ্ম ব্রহ্মবাহঃ ক্রিয়ন্ত আ বর্হিঃ সীদ ('বর্হিস্' হৃদয়ের আসন, যেখানে আছে বৃহতের এষণা, যা প্রকাশ পায় 'ব্রহ্মে' বা ব্রহ্মঘোষে ৩।৪১।৩), ৬।৪৫।১৯ (ইন্দ্র সেখানে 'কীরিচোদন', সঙ্গীতের প্রেরণা বয়ে আনেন উপাসকের হৃদয়ে), ৪, ৭, ৫।৩৪।১, ৩৯।৫ (তত্র ব্রহ্ম 'কারুং বচঃ' এবং 'শস্তম্ উক্থম্')। ৪হৃদ:য় আগুনের সুর জ্বালিয়ে তোলাই দেবতার 'অর্চনা'—যা

আমাদের নিত্যসহচর। তাই পদে-পদে তাঁর ব্রত লঙ্ঘন করি।[৫] তবুও সে অমৃত দেবতার স্বধামের[৬] অভীপ্সা যে আমাদের উতলা করে তোলে।[৭]

ইন্দ্রের স্বধাকে গাতু আত্রেয় বলছেন 'দেবী স্বধিতিঃ' এবং সন্ধাভাষায় তার একটি বর্ণনা দিয়েছেন। ঋষি বলছেন: 'এঁর দিকে দেবী স্বধিতি ঝুঁকে পড়লেন। ইন্দ্রের কাছে গাতু উশতী জায়ার মত (নিজেকে) মেলে ধরেছেন। (দেবতা) যখন (তাঁর) সমস্ত ওজঃশক্তিকে এই (মেয়েদের) সঙ্গে সংযুত করেন, তখন (সেই) স্বধাবানের কাছে ক্ষিতিরা নুয়ে পড়ল [৯০১]।'—'স্বধিতি' আর 'স্বধা'র একই ব্যুৎপত্তি, সুতরাং এখানে স্বচ্ছন্দে তাকে স্বধার সমার্থক বলে ধরা যেতে পারে।[১] কিন্তু সংহিতায় শব্দটির একটি অর্থ কঠিন কোনও ছেদনাস্ত্র, যা নিজে অচ্ছেদ্য থেকে অপরকে ছেদন করে—যেমন মাংস কাটবার ছুরি,[২] কাঠ কাটবার কুঠার কিংবা বাইস,[৩] এক জায়গায় করাত।[৪] নিঘণ্টুতে স্বধিতির একটি অর্থ দেওয়া হয়েছে 'বজ্র'[৫]। আলোচ্য ঋকে এই অর্থ খাটে। 'দেবী স্বধিতিঃ' তাহলে ঝলমল বজ্র দ্যুলোক হতে নেমে আসছে অন্তরিক্ষস্থান ইন্দ্রের জন্য।[৬] ঋকের তৃতীয় পাদে 'বজ্রে'র সমব্যুৎপন্ন 'ওজঃ' শব্দ এই প্রকল্পের সমর্থক। ইন্দ্রের দিব্য স্বধার বজ্রবীর্য ওজঃ হয়ে পৃথিবীতে নেমে আসে—এই তাহলে প্রথম আর তৃতীয় পাদের নিহিতার্থ। অধিভূত দৃষ্টিতে এটি ঘটে, ইন্দ্র যখন বজ্রের হানায় মেঘরূপী বৃত্রের অবরোধ বিদীর্ণ করে 'দেবীর্ আপঃ' বা দিব্য প্রাণের ধারাদের পৃথিবীতে নামিয়ে আনেন বৃষ্টির আকারে। বৃষ্টির জল পাহাড়ের চূড়ায় জমা হয়, আর সেখান থেকে নদীর খাত বেয়ে নীচে নেমে আসে। সেখানেও বাধা আছে—অনড় পাষাণের বাধা। ধারারা পাষাণ-কারায় বন্দী হয়ে থাকে, ইন্দ্র

উক্থের শংসন এবং সামগানের পরিণাম। [৫]**মিনন্তি** < √মী 'ক্ষতি করা', দেবতার ব্রত 'লঙ্ঘন করা' তু. যচ্ চিদ্.ধি 'তে বিশো যথা (সাধারণ মানুষের মত) প্র দেব বরুণ ব্রতম্, মিনীমসি দ্যবিদ্যবি (দিনের পর দিন) ১।২৫।১। [৬]**অমৃতস্য ধাম** তু. বিতা (বিশেষ করে) বর্ণ্যর্ন.মৃতস্য ধাম…ধিয়ঃ পিন্বানাঃ (আপ্যায়িত হয়ে) ৯।৯৪।২; (সোম) শুক্রো বি ভাস্য.মৃতস্য ধাম ৯৭।৩২; শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ১০।১৩।১। [৭]**ইয়ক্ষত** < √যজ্ 'যজ্ঞ করা'+ইচ্ছার্থে 'স', যে যজ্ঞ করতে ইচ্ছুক; কামনার ধ্বনি থেকে 'যে পেতে চায়' তু. বিপন্যবো (স্তুতিমুখর) দীধ্যতো মনীষা (একাগ্র মন নিয়ে) সুম্নম্ (প্রসাদ) ইয়ক্ষন্তস্ (চাইছি আমরা) ত্বাবতো নৄন্ (তোমার মত মহান্ত পুরুষদের কাছে) ২।২০।১; এতে (সোমেরা) মৃষ্টা (সুমার্জিত, পরিশুদ্ধ) অমর্ত্যাঃ সস্বাংসঃ (বয়ে চলেছিল) ন শশ্রমুঃ (থামেনি), ইয়ক্ষন্তঃ (খুঁজছিল) পথঃ (নাড়ীজালের বিচিত্র পথ) রজঃ (আর একটি ভুবন; নদীর ধারারা যেমন সমুদ্রে গিয়ে পড়ে) ৯।২২।৪।...সমস্ত সূক্তটিতে একটি আকুল দৈন্যের প্রকাশ।

৯০১ ঋ স্য.ত্যে দেবী স্বধিতির্ জিহীত ইন্দ্রায় গাতুর্ উশতী.ব যেমে, সং যদ্ ওজো যুবতে বিশ্বম্ আভির্ অনু স্বধাব্নে ক্ষিতয়ো নমন্ত ৫।৩২।১০। [১]দ্র. অত্র Geldner। [২]১।১৬২।৯, ১৮, ২০। [৩]১।৮৮।২, ২।৩৯।৭, ৩।২।১০, ৮।৬, ১১, ৫।৭।৮, ৭।৩।৯, ৮।১০২।১৯, ১০।৯২।১৫। [৪]স্বধিতির্ বনানাম্ (সোম) ৯।৯৬।৬; তু. **বনক্রক্ষম্** (সোমম্) = বনক্রকচম্, 'কাঠ চেরাই করাত' ৯।১০৮।৭ (ক্রকচ > 'ক্রক্ষ', অনুকার-শব্দ), কুণ্ডলিনী মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে উজানপথে করাতের মত চিরে-চিরে চলে এমন অনুভবের কথা যোগীরা বলেন, মন্ত্রে তার পরেই প্লাবনের কথা আছে ('উদপ্রুতম্')। ১০।৮৯।৭এ 'স্বধিতির্ বনে.ব' কুঠার কিংবা করাত দুইই হতে পারে। [৫]নিঘ. ২।২০। [৬]তু. সা. 'স্বধিতিঃ' স্বধৃতিঃ স্বেন ধৃতা 'দেবী'

আবার বজ্রবাহু হয়ে পাহাড় কেটে তাদের জন্য চলার পথ করে দেন।[৭] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এইটি ঘটে, আত্মা যখন সীমাকে বিদীর্ণ করে ব্রহ্মরন্ধ্রপথে নান্দন-দুয়ারের ভিতর দিয়ে জীবে অনুপ্রবিষ্ট হন।[৮] বেদে এবং উপনিষদে এই অনুপ্রবেশকে সুষুম্ণপথে সূর্যরশ্মির নিহিতি বলেও বর্ণনা করা হয়েছে।[৯] সূর্যরশ্মি আর নদীস্রোত দুইই বজ্রবাহু ইন্দ্রের শক্তিপাত।[১০] যথাক্রমে তারা প্রজ্ঞা আর প্রাণের ধারা। যে-খাত বেয়ে তারা চলে, বেদে তারা 'গাতু', উপনিষদের অধ্যাত্মদৃষ্টিতে 'নাড়ী'। তাদের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ, ঋক্‌সংহিতায় তার নাম 'সুষোমা', যজুঃসংহিতায় 'সুষুম্ণ', উপনিষদে 'নান্দন'—পরে তন্ত্রে সুষুম্ণা'। সবগুলি নামের এক অর্থ—মহাসুখ। আলোচ্য ঋকে এই গাতুকে আমরা পাচ্ছি দ্বিতীয় পাদে। তাকে বলা হয়েছে 'উশতী' কিনা প্রিয়সঙ্গ-মোৎসুকা উতলা নারী।[১১] 'গাতু'র মৌলিক অর্থ 'পথ'।[১২] কিন্তু নিঘণ্টুকার একে আবার পৃথিবী-নামের মধ্যে ধরেছেন।[১৩] বেশ বোঝা যায়, এই পাদটি তাঁর লক্ষ্য। তাৎপর্য হল, পৃথিবী তাঁর পথটি ইন্দ্রের কাছে মেলে ধরলেন। ইন্দ্রের বজ্রবীর্য দ্যুলোক হতে নেমে আসছে, উৎসুকা পৃথিবী তাকে ধারণ করবার জন্য রন্ধ্রপথটি উন্মুক্ত করে দিলেন। অধিভূতদৃষ্টিতে, বৃষ্টির জল আকাশ থেকে পড়ে পাহাড়ের চূড়া হতে খাত বেয়ে নীচে নামল। এর অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনার কথা আগেই বলেছি। পুরাণে এটিকে গঙ্গাবতরণরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। সিদ্ধাচার্যদের সন্ধাভাষায় এ হল কমল-কুলিশযোগ। পৃথিবী তখন বজ্রযোগিনী। ধারা নেমে আসে উষ্ণীষকমলে, সেখান থেকে তা ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত শরীরে কিনা 'গাতু' হতে 'ক্ষিতি'তে। ঋকের শেষার্ধে তার বর্ণনা। 'ক্ষিতি' নিঘণ্টুতে পৃথিবী, আবার বহুবচনে 'মনুষ্য'।[১৪] যারা ভূতনিবাসা পৃথিবীর সন্তান। পূর্বভাবনার অনুবৃত্তি বোঝাবার জন্য এখানে ইচ্ছা করেই মনুষ্য বোঝাতে একটি স্ত্রীলিঙ্গশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সাংখ্যের ভাষায় ইন্দ্র পরমপুরুষ, 'গাতুঃ' তার পরমা প্রকৃতি, আর 'ক্ষিতয়ঃ' তাঁরই বহুধাবিকৃত অপরা প্রকৃতি। ইন্দ্রের 'ওজঃ' এই প্রকৃতিদের সঙ্গে মিশে গেল, তাদের সমগ্র সত্তায় তাঁর অনিঃশেষ ওজঃ অনুষিক্ত হয়ে তাদের জারিত করল। তারা তখন তাঁর কাছে নত হয়ে তাঁর হল। পুরাণের ভাষায়, যারা 'কদ্রু' ছিল, কুণ্ডলমোচনের ফলে তারা হল 'বিনতা'।[১৫] ইন্দ্রের 'দেবী স্বধিতি'র এই প্রসাদ।[১৬]

দ্যোতমানা দ্যৌঃ 'অস্মৈ' ইন্দ্রায় 'নি জিহীতে' নীচস্থেন চরতি। [৭] তু. ঋ. ৩।৩৩।৭, ৭।৪৭।৪ দ্র. টী. ১১১২। [৮]দ্র. ঐউ. ১।৩।১২। [৯]দ্র. ঋ. ১।২৪।৭, টী. ৪৩৭।১; মা. ১৮।৪০। [১১]তু. ঋ. ৭।৪৭।৩, তত্র অপ্ এরা সূর্যরশ্মি বা সিন্ধু হয়ে বয়ে চলেছে। [১১]দ্র. ১।১২৪।৭, ৪।৩।২, ১০।৭১।৪, ৯।১।১৩। ল. **গাতু** এখানে স্ত্রীলিঙ্গ। ঋ.তে সাধারণত পুংলিঙ্গ, কেবল আর দুজায়গায় স্ত্রীলিঙ্গ—'বরীয়সী গাতুঃ' ১।১৩৬।২, 'পূর্বী গা°' ১০।৬১।২৫। [১২] < √ গা 'চলা'। [১৩]নিঘ. ১।১। শব্দটি আবার নৈগমকাণ্ডেও ধরা আছে (৪।১)। [১৪]নিঘ. ১।১; ২।৩। [১৫]'কদ্রু' দ্র. টী. ১২৭; 'বিনতা' সমর্পিতা। তার ছেলে গরুড় বিষ্ণুর বাহন। পুরাণে অনন্ত নাগ শক্তির কুণ্ডলিত বা কেন্দ্রানুগ অবস্থা, গরুড় কেন্দ্রাতিগ অবস্থা। বিষ্ণু উভয়ে অধিষ্ঠিত। [১৬]ল. সূক্তের ঋষি 'গাতু' অর্থাৎ দেবযানের পথ, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে উপনিষদের 'মূর্ধানম্ অভিনিঃসৃতা নাড়ী' (ছা. ৮।৬।৬)।

স্বধাবান্ ইন্দ্রের দাক্ষিণ্যের কথা আছে কৃষ্ণ আঙ্গিরসের একটি মন্ত্রে। প্রসঙ্গক্রমে কৃষ্ণের কথা আগেও বলেছি [৯০২]। এই মন্ত্রটিতে তাঁর ঐতিহাসিকতার কিছু স্পষ্ট প্রমাণ আছে বলে মনে হয়। কৃষ্ণ বলছেন: 'আবার সে খেলায় উপরচালাকি করে একটা ভাল পণ জিনে নিতেও পারে, জুয়াচোর যখন সবচাইতে বড় দান বেছে নেয় সময় বুঝে ; (কিন্তু) যে কেবল দেবতাকে চায়, (আর তাঁকে) দেবার বেলায় হাত মুঠা করে না, স্বধাবান্ (ইন্দ্র) তাকে প্রাণসংবেগের শরিক করেন।'[১]—ঋকের আসল বক্তব্য বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না: যে কেবল দেবতাকে চায়, তাঁকে তার সব দিতে যে কার্পণ্য করে না, দেবতাও তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেন অজর প্রাণের স্রোতে যা উৎসারিত হয় তাঁর স্বধার বীর্য হতে। অন্যত্র এই ভেসে-চলাকে বলা হয়েছে 'আয়ুর প্রতরণ' যা মানুষকে উত্তীর্ণ করে অমৃতের কূলে।[২] এইটি বৈদিক সাধনার লক্ষ্য, যার সাধন হল 'যজ্ঞ' বা দেবতার উদ্দেশে আত্মাহুতি। দেবতাকে যা দিই তা 'ইড়া' বা তাঁর প্রসাদ হয়ে আমার কাছে ফিরে আসে, আমি তার সম্ভোগে তাঁর সাযুজ্য লাভ করি। মানুষ আর দেবতার এই যে অন্যোন্যসম্ভাবন, এ হল সৃষ্টির প্রথম ধর্ম—দেবযজ্ঞ আর মনুষ্যযজ্ঞের মিলিত রূপ।[৩] কৃষ্ণের গীতায় এর প্রশস্তি আছে।[৪]

কিন্তু এই অতিপরিচিত সত্যটি বোঝাতে গিয়ে কৃষ্ণ তার পাশে জুয়াখেলার যে-ছবিটি খাড়া করেছেন, তা কেমন যেন আলগা মনে হয়। এ যেন কোনও বাস্তব ঘটনার নিদর্শন দিয়ে একটা বিশ্বসত্যের ব্যাখ্যা করা—যে-ঘটনার স্মৃতি কৃষ্ণের মনে এখনও জ্বলজ্বল করছে। সেটা এতই দুর্মোচন যে তার পরের ইন্দ্রসূক্তে তার জের টেনে

---

৯০২ দ্র. টী. ৬০৬।৫ (ঋ. ৪।১৭।১৪-১৫, তত্র 'অসিক্নী' 'কৃষ্ণ'), টী. ৬০৬।৭ (ঋ. ৫।৫২।১৭, তত্র 'যমুনা' 'রাধঃ'); টী. ৮৪৫ (তত্র 'কৃষ্ণ বিশ্বক')…। [১]উত প্রহাম্ অতিদীব্যা জয়াতি কৃতং যচ্ ছ্বঘ্নী বিচিনোতি কালে, যো দেবকামো ন ধনা রুণদ্ধি সম্ ইৎ তং রায়া সৃজতি স্বধাবান্ ১০।৪২।৯। **প্রহা** < প্র √হা 'চলা' (অত্র অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ), যা সামনে ধরা হয়েছে, জুয়ার পণ। তু. শৌ. অক্ষসূক্ত : সা (অক্ষক্রীড়ার অধিষ্ঠাত্রী অপ্সরা) নঃ কৃতানি সীষতী (< √সন্ 'জয় করা' 'বাগিয়ে নেওয়া'+ইচ্ছার্থে 'স', 'জয় করে' অর্থাৎ ইচ্ছামত দান ফেলে) প্রহাম্ আপ্নোতু মায়য়া ৪।৩৮।৩; তু. তা. আপ্নোতি পূর্বেষাং প্রহাম্ (অর্থাৎ টেক্কা দেয়) ১৬।১৪।২, ২০।১১।৪ তত্র সা. 'প্রহাম্ প্রকৃষ্টগতিম্'; ঋ. (ইন্দ্র) শিক্ষানরঃ (বীরদের 'শিক্ষক' বা শক্তিসঞ্চারক তু. ১।৫৩।২) সমিথেষু (জনসমাগমে, সংগ্রামে) প্রহাবান্ বস্বো রাশিম্ অভিনেতা.সি ভূরিম্ (এখানেও পাশাখেলার ধ্বনি আছে) ৪।২০।৮। এখানে 'প্রহা' সবচাইতে বড় পণ, যা সব চাইতে বড় দান ফেলে জিনে নেওয়া যায়। **কৃত** পাশার গায়ে চারটি ফোঁটা, সবচাইতে বড় দান। **শ্বঘ্নী** < শ্বন্+√হন্ 'মারা' (নি. শ্ব+√ হন্ ৫।২২) 'কুকুরমারা' > 'কুকুরখেকো'—একটি গাল ; কোন-কোনও অনার্য উপজাতি এখনও কুকুর খায়। তু. 'শ্বপচ' > 'শ্বপাক' যে কুকুর রেঁধে খায়, চণ্ডাল (তু. গী. ৫।১৮), প্রথম প্রয়োগ সূত্রসাহিত্যে। ঋ.তে 'শ্বঘ্নী' দ্র. ১।৯২।১০ (উষা); ইন্দ্র ২।১২।৪ (টী. ৭৩৭), ৪।২০।৩, ৮।৪৫।৩৮; আলোচ্য ঋকের অনুরূপ ১০।৪৩।৫। **বিচিনোতি** 'বেছে নিতে পারে' তু. ৪।২।১১ টী. ১৭৭।৩, ১৮৮।৭। **কালে** ঋ.তে অনন্য প্রয়োগ, তত্র কাল বোঝাতে পাই 'ঋতু'। শৌ.তে কিন্তু কালসূক্ত আছে (১৯।৫৩, ৫৪)। ঋ.র সূক্তটী যে অর্বাচীন, এটি তার প্রমাপক। [২]তু. ঋ. ৮।৪৮।৩ (দ্র. টী. ১০৮, ১১৩) +প্র ণ আয়ুর্ জীবসে সোম তারীঃ ৪ ; ১।১১৩।১৬, টীমু. ১৭১। [৩]তু. ১০।৯০।১৬। [৪]তু. গী. ৩।১০-১৬।

আবার তিনি বলছেন : 'সব গুটিয়ে নিয়ে মহিমময় দেবতা যখন সূর্যকে জয় করলেন, (তখন) সবচাইতে বড় দান জুয়াচোর যেমন বেছে নেয় জুয়াখেলায় (তেমনি হল) [৯০৩]।'—জুয়াচোর যেমন চালাকি করে সবচাইতে বড় দান ফেলে পণ জিনে নিয়ে কোঁচড়ে পোরে, তেমনি করে সূর্যকে দেবতা জয় করে হাতের মুঠায় রাখলেন। এখানেও সূর্যজয়ের প্রসঙ্গে জুয়াখেলার কথাটা কেমন যেন খাপছাড়া।

আলোচ্য ঋক্‌টিতে কৃষ্ণ 'শ্বঘ্নী' বা জুয়াচোর আর 'দেবকাম' এই দুজনকে মুখামুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। শ্বঘ্নী বিত্তলোভী, উপরন্তু ভয়ানক চালাক, খেলার অন্ধিসন্ধি সব তার জানা। হাতসাফাইএর গুণে পাশার দান তার ইচ্ছামত পড়ে। তাই সময় বুঝে বড় দান ('কৃত') ফেলে সে প্রতিপক্ষকে সর্বস্বান্ত করে দিতে পারে। এমনি করে ফাঁকি দিয়ে যা সে অর্জন করে, তা নিজের ট্যাঁকেই পোরে, কাউকে তার ভাগ দেয় না—দেবতাকে তো নয়ই। তাই সে 'অ-রি' কিনা অদেব এবং অযজ্ঞ [৯০৪]। গ্রহের ফেরে এই শ্বঘ্নীর সঙ্গে দেবকাম জুয়াখেলায় নেমেছে। অ-রির মত কার্পণ্যের বদ্ধমুষ্টি তার নয়, সে 'ন ধনা রুণদ্ধি'—ধনকে আটকে রাখে না,[১] না দেবতার কাছ থেকে না মানুষের কাছ থেকে। এহেন মানুষের সেরা পণ ('প্রহা') শ্বঘ্নী তঞ্চকতা করে জিনে নিতে পারে বটে ('অতিদীব্য জয়াতি'), কিন্তু তার সর্বনাশ করতে পারে না। দেবকাম তার সব দিয়ে দেবঋণ শোধ ক'রে বরং তাঁকেই তার কাছে ঋণী করেছে। তার বিত্তের দৈন্যকে প্রাণের ঐশ্বর্য ('রয়ি') দিয়ে আপূরণ করে দেবতা তাঁর ঋণ শোধ করেন। দেবতা আর মানুষের অন্যোন্যসম্ভাবনারূপ যে বিশ্বমূল 'প্রথম ধর্ম', এমনি করে তা জয়ী হয়।

সমস্ত ঋক্‌টির এই অর্থই সঙ্গত এবং সহজ মনে হয়। শ্বঘ্নীর প্রসঙ্গ তখন অর্থালঙ্কার না হয়ে একটা বাস্তব ঘটনার ইতিহাস হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক ঘটনাটি হল মহাভারতে বর্ণিত দেবকাম যুধিষ্ঠির আর শ্বঘ্নী শকুনির [৯০৫] পাশাখেলা। ঋকের প্রথমার্ধ ওই ঐতিহাসিক পাশাখেলার সঙ্গে বর্ণে-বর্ণে মিলে যায়। যুধিষ্ঠির শকুনির কাছে খেলায় হারলেন বটে, কিন্তু শেষপর্যন্ত ধর্মের জয়ে তাঁরই জয়[১] হল। শকুনি

---

৯০৩ ঋ. কৃতং ন শ্বঘ্নী বি চিনোতি দেবনে সংবর্গং যন্‌ মঘবা সূর্যং জয়ৎ ১০।৪৩।৫। দ্র. টী. ৭৩৭। **সংবর্গম্‌** তু. মা নো অস্মিন্‌ মহাধনে (এই বিষম ছোটাছুটিতে, জীবনের ঘোড়দৌড়ে ; 'ধন' < √ ধন্‌ 'ছুটে চলা') পরা বর্গ্‌ (পরা বর্জন করো [না], ফেলে চলে যেও [না]) ভারভৃদ্‌ যথা (সে যেমন ভার বইতে না পেরে ফেলে দেয়, তেমনি করে), সংবর্গং (সব গুটিয়ে নিয়ে, এক ক্ষেপে ; ক্রিবিণ.) সং রয়িং জয় ৮।৭৫।১২ (দেবতা 'অগ্নি') ; দ্র. টী. ৭৩৭। ইন্দ্র যুদ্ধে সবাইকে হাতের মুঠায় আনেন, তাই 'সংবৃক্‌' (২।১২।৩, টী. ৭৩৭)।

৯০৪ তু. ঋ. ২।১২।৪, টী. ৭৩৭ ; ৪।২০।৩। দেবতাও তার শোধ তোলেন, নিজে শ্বঘ্নী হয়ে তার সব নিয়ে নেন। [১]তু. ১০।৩৪।১২, ১।১০২।১০ (শঠতা করে পাওনা থেকে কাউকে বঞ্চিত করনি)।

৯০৫ শ্বঘ্নী > 'শকুনি' মনে হয় অপভ্রষ্ট। জুয়াখেলায় ওস্তাদ এবং দারুণ অর্থগৃধ্নু, তাই মহাভারতের শকুনির এই বিকৃত নাম। তার ছেলের নাম 'উলূক' বা প্যাঁচাও তা-ই। [১]স্ম. মহাভারতের প্রাচীন সংজ্ঞা

যুদ্ধে নিহত হল 'সহদেব' কিনা সর্বদেবের হাতে। পাণ্ডবেরা সবাই দেবপুত্র। যুধিষ্ঠির ধর্মপুত্র, আর অর্জুন ইন্দ্রপুত্র। যুদ্ধে স্থির বলে যুধিষ্ঠির স্থিতপ্রজ্ঞার প্রতীক, আর অর্জ্জুন শুভ্র প্রাণের। বেদের ভাষায় যুধিষ্ঠির স্বধাবান্। তাইতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে স্বধাবান্ ইন্দ্রের জয়—কেননা যুধিষ্ঠির এবং অর্জ্জুনই বলতে গেলে ওই যুদ্ধের নায়ক।[২]

যিনি স্বধাবান্—আপনাতে আপনি আছেন, তত্ত্বত তিনি অক্ষর পুরুষ। কিন্তু অক্ষরেরও ক্ষরণ হয় স্বধারই বীর্যে। যে-স্বধাতে তিনি স্থাণু, সেই স্বধাতেই আবার চরিষ্ণু। সৃষ্টির পূর্বে অসম্ভূতিতে তিনি স্থাণু, আবার বিসৃষ্টিতে বা সম্ভূতিতে চরিষ্ণু। একটিতে তিনি জিতশ্বাস মহাযোগী, আরেকটিতে সেই তিনিই 'আনীদ্ অবাতং স্বধয়া ...তপসো মহিনা.জায়ত [৯০৬]।' এইখান থেকে কালের—সংহিতার ভাষায় 'সংবৎসরে'র—শুরু, যখন সূর্য-চন্দ্রের কল্পনে অহোরাত্রের ব্যবস্থা হওয়ায় বিশ্ব যেন চোখ মেলে চাইল।[১] বিসৃষ্টির একটি আদিবিন্দু পাওয়া গেল। এই বিসৃষ্টি যখন তাঁর আত্মবিসৃষ্টি বা আত্মসম্ভূতি বা আত্মবিভাবনা,[২] তখন তিনি এই বিন্দুতেও আছেন। পরম-ব্যোমে বিসৃষ্টির এই অধ্যক্ষ পুরুষের সংজ্ঞা 'প্রত্ন' বা 'পূর্ব্য' বা 'প্রথম'। আদিমতার দিক থেকে তিনটি সংজ্ঞার ব্যঞ্জনা এক হলেও ভাবনায় একটু সূক্ষ্ম ভেদ আছে। 'প্রত্নে'র ব্যঞ্জনা স্থাণুত্ব বা নিত্যস্থিতির দিকে, ওটি কালমানের ধ্রুব আদিবিন্দু। দেবতার বেলায় এই অর্থ বিশেষ করে খাটে। অন্যত্র 'নূত্ন' বা 'নূতনে'র (অর্থাৎ 'এখনকার') প্রতিতুলনায় 'প্রত্ন' বোঝায় 'আগেকার'। 'পূর্ব' এবং 'প্রথম' দুইই আদিমতার বাচক হলেও প্রথমটিতে কালিক এবং পরেরটিতে দৈশিক পরম্পরার ব্যঞ্জনা আছে। তাইতে দুটির মধ্যে চরিষ্ণুতার ধ্বনি সুস্পষ্ট।[৩]

'জয়'—ইতিহাস-পুরাণেরও তা-ই। [২]সূক্তের শেষের দুটি ঋক্ কৃষ্ণের তিনটি ইন্দ্রসূক্তেরই ধুয়া। তার প্রথমটিতে পাচ্ছি, 'বয়ং রাজভিঃ প্রথমা ধনান্য.স্মাকেন বৃ.জনেনা জয়েম'—আমরা যেন রাজাদের নিয়ে এবং আমাদের ছল ও বল দিয়ে (বৃ.জনেন) শ্রেষ্ঠ ধন জিনে নিতে পারি ১০।৪২।১০। কৃষ্ণের এই উক্তি অনিবার্যভাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'রাজভিঃ'=দৈবৈঃ, এই ধ্বনিও আছে। কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে গীতা শোনাবার সময় বিভূতির কথা বলতে গিয়ে 'দ্যূতং ছলয়তাম্ অস্মি তেজস্ তেজস্বিনাম্ অহম্, জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্বতাম্ অহম্। বৃ.ষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ' (১০।৩৬-৩৭) একনিঃশ্বাসে এই কথাগুলি বলার মধ্যে স্মৃতিচারণের ছাপা সুস্পষ্ট—বিশেষত সেখানেও ওই জুয়াখেলার কথায়। দ্যূতক্রীড়ায় কৃষ্ণার অপমান কৃষ্ণের মনে দাগ কেটে বসেছিল।

৯০৬ দ্র. ঋ. ১০।১২৯।২, টীমূ. ১৭৬ : 'একং তৎ' তপের মহিমায় জাত হলেন ৩। [১]সংবৎসরো অজায়ত. অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতো বশী। সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বম্ অকল্পয়ৎ ১০।১৯০।২, ৩। [২]এই সম্পর্কে বাহস্তিক উক্তি ১০।১২৯।৬,৭ ; আরও দ্র. ১০।৯০।৩-৫, ১২৫।৮ (সম্ভূতি), ৮।৫৮।২ (বিভূতি), ৩।৫৩।৮, ৬।৪৭।১৮, ১০।৫০।১ (ইন্দ্রের বিশ্বভূতি)। [৩]নিঘ.তে 'পুরাণ' নামের প্রথমেই আছে **প্রত্ন**, শেষের দিকে 'পূর্ব্য' (৩।২৭)। 'প্রথমে'র উল্লেখ নাই। পুরাণের ব্যাখ্যায় যাস্ক বলছেন, 'পুরা নবং ভবতি' (৩।১৯)—আগুকালে যা নূতনই অর্থাৎ যার এই প্রথম আবির্ভাব। 'প্রথমে'র ব্যাখ্যা 'প্রথম ইতি মুখ্যনাম প্র-তমং ভবতি' ২।২২। 'প্রত্ন' প্রাচীন, যেমন 'পিতরঃ' (ঋ. ৪।২।১৬), 'ঋষয়ঃ' (৪।৫০।১), 'আয়বঃ' (প্রাণোপাসক

ঋক্‌সংহিতায় দেবতাদের মধ্যে অগ্নি ইন্দ্র আর সোমের বেলাতেই 'প্রত্ন' শব্দের ব্যবহার সবচাইতে বেশী। ঋগ্‌বেদের এঁরা প্রধান দেবতা—অধ্যাত্মসাধনার আদ্য মধ্য এবং অন্ত্য বিন্দু। এঁরা 'প্রত্ন' কিনা নিত্যতত্ত্ব। আবার প্রত্ন বিশেষণ হলেও কেবল ইন্দ্রের বেলাতেই সংজ্ঞাটি বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হয়েছে এইটি লক্ষণীয়। এতে তিনিই যে বিশ্বমূল, একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গাথিন বিশ্বামিত্র বলছেন, 'হে ইন্দ্র, তুমি প্রত্ন; তোমাকে অভিষুত (সোম) পান করবার জন্য আহ্বান করি (আমরা) কুশিকেরা (তোমার) প্রসাদ চেয়ে [৯০৭]।' এই বিশ্বামিত্র-মণ্ডলেই ইন্দ্র যে তাঁর মায়ায় রূপে-রূপে প্রতিরূপ, তার স্পষ্ট উল্লেখ পাই।[১] কোনও বিশেষ্য ছাড়া কেবল আরেকটি বিশেষণের সঙ্গে 'প্রত্ন' সংজ্ঞার অনুরূপ ব্যবহার বার্হস্পত্য ভরদ্বাজের এই মন্ত্রে: 'তোমাদের নতুনতর ধী দিয়ে সেই শূরতমকে (সেই) প্রত্নকে প্রাচীন (ঋষিদের) মতই পরিব্যাপ্ত করতে (প্রয়াস কর); আমাদের বয়ে নিয়ে চলুন সেই ইন্দ্র অগাধ সুবাহ হয়ে যত দুর্গহন পেরিয়ে।'[২] লক্ষণীয়, ভরদ্বাজ-মণ্ডলেও ইন্দ্র তাঁর মায়ায় রূপে-রূপে প্রতিরূপ।[৩] এইসব অনুষঙ্গ থেকে ইন্দ্রের বেলায় 'প্রত্ন' যে পুরাণপুরুষের[৪] সংজ্ঞা, তা বেশ বোঝা যায়। বৎস কাণ্বের ইন্দ্রসূক্তের একটি তৃচে এই ভাবটি খুব উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে।[৫] ইন্দ্র সেখানে 'প্রত্ন রেতঃ' বা আদিকাম—যার জ্যোতি দ্যুলোকের ওপারে ভাস্বর হয়ে জ্বলজ্বল করছে।[৬] কুশিকের (বা বিশ্বমিত্রের) একটি ইন্দ্রসূক্তে আবার এই 'প্রত্ন রেতে'র উল্লেখ পাই: 'সবাই তাঁরা (অর্থাৎ ইন্দ্রের সখা অঙ্গিরারা[৭]) আপন (ধনের) দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে মেতে উঠলেন, (যাঁরা) প্রত্ন রেতের পয়ঃ

৯।২৩।২), 'ঋতায়রঃ' (ঋতকাম ৫।৮।১)—যাঁরা আমাদের পথিকৃৎ। আবার তেমনি আমাদেরও আছে প্রত্ন 'ধী' (৮।৯৫।৫ 'চিকিত্বিম্নসং...ঋতস্য পিপ্যুষীম্'), 'মন্ম' (মন্ত্র, নিবিদ্ বা প্রণব ৮।৭৬।৬), 'সখ্য' (১।১ ৮।৫ 'প্রত্নানি সখ্যা শিবানি' আমাদের দিক থেকে যা আবহমান, কিন্তু দেবতার দিক থেকে নিত্য; অত্র ইন্দ্রের সখ্য, আরও তু. প্রত্নং রয়ীণাং যুজং সখায়ং কীরিচোদনম্ ব্রহ্মবাহস্তমং হুবে ৬।৪৫।১৯)।

৯০৭ ঋ. ত্বাং সুতস্য পীতয়ে প্রত্নম্ ইন্দ্র হবামহে, কুশিকাসো অবস্যবঃ ৩।৪২।৯। [১]৩।৫৩।৮, টী. ৩৫৭। আবার তাঁর বিশ্বরূপতার বর্ণনা ৩।৩৮।৪, টী. ৬৮৮, ৮৩০। [২]তং বো ধিয়া নব্যস্যা শবিষ্ঠং প্রত্নং প্রত্নবৎ পরিতংসয়ধ্যৈ, স নো বক্ষদ্ অনিমানঃ সুবহ্মেন্দ্রো বিশ্বান্যতি দুর্গহাণি ৬।২২।৭। দেবতা 'প্রত্ন' বা চিরন্তন; কিন্তু যে মার্জিত ধী দিয়ে আমরা তাঁকে পাই (তু. ১।৬১।২, টী. ৭৬।১), তা নিত্য নূতন, কেননা তা রূপে-রূপে তাঁকে আবিষ্কার করে মায়ার আড়াল ঘুচিয়ে। **পরিতংসয়ধ্যৈ** < পরি √ তন্ 'ছড়িয়ে পড়া, ব্যাপ্ত করা'+স+ণি; আর একমাত্র প্রয়োগ ১।১৭৩।৭। **অনিমান** < অ+নি √ মা 'মাপা'+অন, 'যাঁর তল পাওয়া যায় না'। দ্বিতীয় প্রয়োগ ১।২৭।১১, অগ্নির বিণ.। **সুবহ্মা** < √ বহ্ 'বহন করা' তুরঙ্গের মত, স্রোতের মত। অনন্য প্রয়োগ। **দুর্গহ** দুরবগাহ (আবর্ত); দ্র. টী. ৮১৬। জীবনের স্রোতে অনেক আবর্ত। তার মধ্যে আমরা তলিয়ে যেতে পারি। কিন্তু দেবতা অন্তর্যামিরূপে স্রোতের গভীরে প্রবহমান হয়ে সব পেরিয়ে আমাদের উত্তীর্ণ করেন অমৃতের কূলে। [৩]৬।৪৭।১৮, টী. ৫৪। [৪]তু. গী. ১১।৩৮। [৫]৮।৬।২৮-৩০, টী. ৮৫৫।৬। [৬]তু. ১০।১২৯।৪। 'প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ' বলতে 'প্রত্ন পুরুষের যে-রেতঃ, তার জ্যোতি' এই অর্থও হয়। পুরুষ আর তাঁর রেতঃ (তাঁর কাম বা ইচ্ছা, ঈক্ষা, তপঃ) শক্তিমান আর শক্তির মত অভেদ। 'রেতসো জ্যোতিঃ' তখন আদিত্য (তু. তৈউ. মহঃ আদিত্য ১।৫।১-২। সাংখ্যে মহত্তত্ত্ব অব্যক্ত প্রকৃতির প্রথম বিকার। তাহলে 'প্রত্ন' পুরুষ, 'রেতঃ' প্রকৃতি, আর 'জ্যোতিঃ' মহত্তত্ত্ব। তিনের মধ্যে সম্পর্ক পিতা মাতা

দোহন করেছিলেন। দ্যাবা-পৃথিবী উভয়কে বিতপ্ত করে তুলল এঁদের নির্ঘোষ। (এঁরা) জাতকে বিবিক্ততা নিহিত করলেন, আর ধেনুদের (প্রত্যেকের) মধ্যে বীর্য।'[৮]—এই ধেনুরা অঙ্গিরাদের অন্তর্জ্যোতি বা আপন ধন (স্ব)। পণিদের পাষাণকারা হতে[৯] তাদের মুক্ত দেখে তাঁরা হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। সেই নির্ঘোষে দ্যুলোকে-ভূলোকে আসন্ন বর্ষণের সূচনায় যেন তপের তাপের হলকা বইতে লাগল—কেননা অথর্বার মত অঙ্গিরারাও অগ্নিসাধনার প্রবর্তক অগ্নি-ঋষি।[১০] পণিদের অবরোধ ভাঙ্‌বার জন্য এতক্ষণ তাঁরা 'প্রত্ন রেতঃ' বা ইন্দ্রের 'পয়ঃ' অর্থাৎ আপ্যায়নী ধারা দোহন করছিলেন। এই রেতঃকে অন্য একটি ইন্দ্রসূক্তে 'দ্যুলোকের রেতঃ' বলা হয়েছে।[১১] অঙ্গিরারা তাহলে মহাশূন্য দোহন করে ইন্দ্রবীর্যের আপ্যায়নী ধারাকে নামিয়ে আনছিলেন ধেনুদের মুক্ত করতে। ধেনুরা যখন বেরিয়ে এল, তখন তাদের সঙ্গে নবজাতক—কেননা অবরোধের সময় তারা বন্ধ্যা হয়ে ছিল না, যেহেতু গুহাহিত জ্যোতিঃশক্তি কখনও অফলা থাকে না। এই নবজ্যোতি সিদ্ধির অভূতপূর্ব সম্পদ্, তাই তাঁরা তাকে সব-কিছু থেকে আলাদা করে[১২] লালন করতে লাগলেন। আর ধেনুদের মধ্যে তাঁরা আবারও বীর্যাধান করলেন, যাতে তারা প্রজাবতী হয়। প্রথম জাতকের জনক প্রত্ন পুরুষ ইন্দ্র স্বয়ং। এটি অনেকগুলি ধেনুর একটিমাত্র জাতক—যেমন অগ্নি অনেক যুবতী মাতার একটি সন্তান।[১৩] বেদে সন্ধাভাষায় এই একজাতককে বলা হয় 'তোক'। আর এর পরে অঙ্গিরাদের বীর্যাধানের ফলে অন্তর্জ্যোতি হতে যাদের জন্ম হল, তারা সংখ্যায় বহু এবং 'হব্য' কিনা ইন্দ্রের উদ্দেশে উৎসৃষ্ট দিব্য চিদ্‌বৃত্তি। পরের মন্ত্রেই তাদের উল্লেখ আছে এবং বলা হচ্ছে, ইন্দ্র এই হব্য জাতকদের সঙ্গে আলোক-ধেনুদের উজান বইয়ে দিলেন আগুনের সুরে। সব ধেনুরা তখন একটি বিপুল-হয়ে-ছড়িয়ে-পড়া জয়শ্রী ধেনু হয়ে তাঁর জন্য (পালান-) ভরা সুস্বাদু জ্যোতির্ময় মধু ক্ষরণ করেছে দেখা গেল।[১৪]

এবং পুত্রের। [৭]তু. সো (ইন্দ্র) অঙ্গিরোভির্ অঙ্গিরস্তমো ভূদ্ বৃষা বৃষভিঃ সখা সন্ ১।১০০।৪। [৮]সংপশ্যমানা অমদন্ন্‌ অভি স্বং পয়ঃ প্রত্নস্য রেতসো দুহানাঃ, বি রোদসী অতপদ্ ঘোষ এষাং জাতে নিঃষ্ঠাম্ অদধুর্ গোষু বীরান্ ৩।৩১।১০। [৯]দ্র. টীমূ. ৮৯।৩। [১০]তু. ঋ. ৫।১১।৬; বহুজায়গায় অগ্নি 'অঙ্গিরাঃ' (১।১।৬, ৩১।১, ১৭, ৪।৩।১৫...)। [১১]তু. দিবো ন যস্য (ইন্দ্রের) রেতসো দুঘানাঃ পন্থাসো (ইন্দ্রের শক্তিপাতের ধারায়) যন্তি শবসা পরীতাঃ (অনিরুদ্ধ, অবারিত) ১।১০০।৩। দ্যুলোক হতে দোহন-করা এই ইন্দ্ররেতঃ অপ্‌ অথবা জ্যোতির ধারা—তাঁর বৃত্রঘাতী শক্তিপাত। আবার আমাদের কাছে তা-ই সত্যে ছাওয়া দেবযানের পথ (তু. মু. ৩।১।৬) [১২]**নিঃষ্ঠা** তু. '(সোম) যূথে ন নিঃষ্ঠা বৃষভো বি তিষ্ঠসে'—পালের মধ্যে নিঃসঙ্গ বৃষভের মত আলাদা হয়ে থাক। 'বৃষভ' এখানে যূথপতি। < নিঃ (সবাইকে ছেড়ে) √ স্থা 'থাকা'। তু. ছা. 'নিষ্ঠা' (৭।২০।১) ॥ 'নিঃষ্ঠা' (তু. তত্র ক্রিয়াপদ 'নিস্তিষ্ঠতি')। এখন 'নিষ্ঠা' বোঝায় একাগ্রতা বা অনন্যচিত্ততা, তার জন্য মনকে বিক্ষেপ থেকে সরিয়ে রাখা। এখানে 'নিঃষ্ঠা' বা একাগ্র অবধান অঙ্গিরাদের—নতুন বাছুরদের প্রতি। বাছুরেরা দেবতার শক্তিপাতজনিত প্রজ্ঞাবৃত্তি, যা নতুন করে দেখা দিল। [১৩]দ্র. ঋ. ৩।১।৬, টীমূ. ৯১।৪, ২২৩।৩। [১৪]স জাতেভিঃ (ওই নবজাতকদের সুদ্ধ) বৃত্রহা সেদ্ উ হব্যৈর্ (যে-জাতকদের আহুতি দিতে হবে দেবতার উদ্দেশে) উদ্ উস্রিয়া অসৃজদ্ ইন্দ্রো অর্কৈঃ। উরূচ্যস্মৈ ঘৃতবদ্ ভরন্তী

আগে ছিল বহু ধেনুর একটি জাতক, এখন হল একটি ধেনুর বহু জাতক। এদের বলা হয় 'তনয়'—যাদের মধ্যে তোকের অনুবৃত্তি। সাধারণ এবং রাহস্যিক উভয় অর্থেই তোক-তনয়ের উল্লেখ ঋক্‌সংহিতায় প্রচুর আছে।[১৫] 'তোক' দেবতার প্রথম প্রসাদ—যেন অসাধনের ধন। 'তনয়' সাধনার ফলে তার বিভূতিবিস্তর।

স্বরূপের দিক দিয়ে ইন্দ্র যেমন 'প্রত্ন' বা বিশ্বমূল, মহিমা এবং মাধুর্যের দিক দিয়ে তেমনি তিনি 'প্রত্ন পতি'। নোধা গোতম বলছেন : 'এঁরই উদ্দেশে প্রীতির নৈবেদ্যের মত করে মেলে দিলাম (এই যে) বয়ে আনছি (যে-)জ্যোতিষ্টোম (আঁধার) হটাতে স্বচ্ছন্দে (চিত্তের) মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে। মন মনীষা (আর) হৃদয় দিয়ে প্রত্ন পতি ইন্দ্রের জন্য ধীবৃত্তিদের (তারা) মার্জিত করছে [৯০৮]।'—আমায় ঘিরে আঁধারের অবরোধ। চিত্তের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে তাকে হটাতে চাই। তার জন্য দেবতার কাছে বয়ে নিয়ে চলেছি সুরের ডালি উশতী জায়ার মত[১]—কেননা তিনিই আমার চিরন্তন পতি। তবে কিনা তাঁর সাধনা শুধু প্রীতি দিয়ে তাঁর মাধুরীর আরাধনা নয়, পরিমার্জিত ধীবৃত্তি দিয়ে তাঁর মহিমারও উপাসনা। সবাই তখন দেবাভিমুখী সত্য মন নিয়ে তাঁর ধ্যান করে।[২] মনের ধ্যান গাঢ়তর হলে মনীষার আলোয় দীপ্ত হয়ে ওঠে। মন তখন 'চিকিত্বিন্‌মনঃ'[৩]—আঁধার চিরে-চিরে মনীষার সন্ধানী আলো ফেলে সত্যকে আবিষ্কার করা তার সাধনা। অবশেষে মনীষার প্রগাঢ়তা উত্তীর্ণ হয় হৃদয়ের প্রদ্যোতে—তখন এইখানেই সত্যকে পাওয়া স্বয়ংজ্যোতি বোধের আভাস্বরতায়।[৪] মন তখন 'বোধিন্মনঃ'।[৫] বৃত্তির পরিকীর্ণতায় সত্যকে সে বাইরে শুধু পায় না—বোধের সমগ্রতা দিয়ে পায় অন্তরে। এমনি করে মন মনীষা আর হৃদয়ের অনুশীলন দ্বারা পরিমার্জিত ধীবৃত্তিতেই

মধু স্বাদ্ম দুদুহে জেন্যা গৌঃ ৩।৩১।১১। [১৫]তু. ১।১০০।১১, ৬।৪৮।১০, তোকস্য সাতৌ তনয়স্য ভূরেঃ ২।৩০।৫, ৭।৮২।৯, ৮।৯।১১, ৪।৪১।৬...

৯০৮ ঋ. অস্মা ইদ্ উ প্রয় ইব প্র যংসি ভরাম্যা. ঙ্গূষং বাধে সুবৃক্তি, ইন্দ্রায় হৃদা মনসা মনীষা প্রত্নায় পত্যে ধিয়ো মর্জয়ন্ত ১।৬১।২ (দ্র. টী. ৭৬।১, ১১৬)। সূক্তটির প্রতি ঋকের গোড়ায় 'অস্মা' (বা 'অস্য') ইদ্ উ'। **প্রয়স্**—নিঘ. 'অন্ন' (২।৭), 'উদক' (১।১২), সুতরাং 'অন্ন-পান' (তু. 'পিতু' ৫।৩, পৃথিব্যায়তন দেবতা) ; > √প্রী 'খুশী হওয়া', 'খুশী করা'—নিজে না খেয়ে দেবতাকে খাওয়ানো। অতএব খাইয়ে সুখ, নিবেদনের আনন্দ (তু. ঋ. ৫।৫১।৫-৭)। 'প্রয়ংসি' < √যম্, সামনের দিকে 'ছড়িয়ে দেওয়া', তুলে ধরা। **আঙ্গূষ** বহুচলিত পারিভাষিক সংজ্ঞা॥ 'অঙ্গুষ্ঠ' < √অঙ্গ্॥ অজ্ 'জ্বলে ওঠা' (> 'অগ্নি,' 'অঙ্গির্') আলোর ক্ষুদ্র স্তম্ভ, বুড়ো আঙুল ; নি. 'স্তোম, আঘোষ' ৫।১১। **বাধে** < √বাধ্ 'বাধা দেওয়া' হটান' (তু. ঋ. ১।১৩২।৫)। কি ? না 'তমঃ' তু. ১।৫৬।৪, ৯২।৫, ৬।৬৪।৩, ১০।১২৭।২। **সুবৃক্তি** ক্রিবিণ তু. ১।৬১।১, ১৬ ; অথবা তৃতীয়া বিভক্তির লোপ। < বৃজ্ 'মোড় ফেরানো' > 'উর্জ্' (বল), 'স্বর্গ' 'পরাবৃজ্' [তু. 'অপবর্গ'], 'সংবর্গ'। 'সুবৃক্তি' তু. যোগীর 'প্রত্যাহার'। [১]তু. ১০।৪৩।১, টী. ১৯৩, ৮২৮, ৮৪৫।৪। [২]তু. সত্যেন মনসা দীধ্যানাঃ ৭।৯০।৫, দেবদ্রীচা মনসা ১।৯৫।৮ (৩।৬।১, অশ্বমেধের অশ্ব ১।১৬৩।১২)। [৩]৫।২২।৩, ৮।৯৫।৫। [৪]**হৃৎ** < √হৃ 'দীপ্তি পাওয়া'॥ হ্র 'তরল আলো হয়ে বয়ে চলা'। ॥ 'শ্রৎ' বিশ্বাস, হৃদয়ে পাওয়া > 'শ্রদ্ধা' (২।১২।৫, টী. ৫৫৯;১), তু. ১০।১৫১।৪। ॥ 'হৃদয়' তু. ছা. স বা এষ আত্মা হৃদি, তস্যৈতদ্ এব নিরুক্তং হৃদ্যয়ম্ ইতি তস্মাদ্ধৃদয়ম্ ৮।৩।৩। [৫]ঋ.

তিনি 'অভিকৃষ্ণ' বা রূপায়িত হন অপরূপ অনির্বচনীয়তায়।[৬] যাঁরা কবি বা ক্রান্তদর্শী, তাঁরাই এইভাবে মনীষার প্রত্যেষণা দিয়ে হৃদয়ে খুঁজে পান তাঁর মহিমা এবং স্বধাকে, সৎএরও উজানে তাঁর নিষ্কেবল অসৎস্বরূপকে।[৭] মন ও মনীষারও ওপারে তাঁকে হৃদয় দিয়ে পাওয়া হল সহজবোধে পাওয়া—যেমন প্রেমের মাধুরীতে,[৮] তেমনি প্রজ্ঞার মহিমায়। নোধার 'প্রত্নঃ পতিঃ'তে দুয়ের সমন্বয়।

ইন্দ্রের একটি বিশিষ্ট সম্বোধন 'প্রত্ন রাজন্'। এই সম্বোধন আর একবার মাত্র পাওয়া যায় অগ্নির বেলায় ত্রিত আপ্ত্যের একটি অগ্নিসূক্তে [৯০৯]। 'পতি' এবং 'রাজা' দুইই দেবতাদের সাধারণ পরিচয়—কিন্তু দুটি ভাবনার মধ্যে ব্যঞ্জনার একটু তফাত আছে। পতির মহিমায় পাই মাধুর্যের আমেজ, আর রাজার মহিমায় ঐশ্বর্যের। যা-কিছু বলকৃতি, তা ইন্দ্রের কর্ম,[১] কাজেই রাজমহিমা তাঁর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সংহিতায় একমাত্র তিনিই বিশ্ব-ভুবনের রাজা[২]—দ্যুলোকে যেমন দেবতাদের রাজা, ভূলোকে তেমনি মানুষের।[৩] মানুষের সমস্ত সাধনা ও সিদ্ধির তিনি রাজা: সেই প্রথম যজ্ঞের দিন হতে যত সোম নিঙড়ানো হয়েছে তাদের মত্ততা ও মাধুরীর যেমন রাজা,[৪] দেবতার প্রসাদে মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত বৃহতের বাণীর রাজা[৫]—তেমনি সাধনার ফলে দ্যাবা-পৃথিবীর যে-আলোকবিত্ত এখানে ভূমিষ্ঠ হয়, তিনি তারও রাজা।[৬] তিনি 'শুষ্মী রাজা বৃত্রহা সোমপাবা'।[৭] জীবনের উপচে-ওঠা আলো-কে নিবিয়ে দিতে চায় মৃত্যুর অন্ধকার। তাঁর প্রবল প্রাণ মাধ্যন্দিনসবনের মত্ততায় সেই বৃত্রকে অপহত করে লোকোত্তরের সোম্য জ্যোৎস্নার প্লাবন আনে—এই তাঁর রাজমহিমা। যেমন তাঁর, তেমনি অগ্নির—দুজনেরই এ-মহিমা চিরন্তন। তাই তাঁরা 'প্রত্ন রাজা'। অগ্নি পৃথিবীর সমস্ত প্রবর্ত সাধকের মর্ত্য আধারে নিহিত অমৃত গৃহপতিরূপে তাদের অধ্বরের রাজা,[৮] আর ইন্দ্র আদিত্যরূপে দ্যুলোকস্থ রাজা।[৯] অধ্বরগতির পর্যবসান ওই দ্যুলোকে বিশ্বদেবময় সূর্যজ্যোতির সাযুজ্যে।[১০] সুতরাং অগ্নি আর আদিত্য (অথবা ইন্দ্র কি বিষ্ণু[১১])

৫।৭৫।৫, ৮।৯৫।১৮। ৬তু. ক. ২।৩।৯। ৭তু. ঋ. ১০।১২৯।২,৪। ৮তু. অগ্নি সম্পর্কে ১০।৯১।১৩, টী. ১৭৩।৩, সে-পাওয়া 'প্রত্ন' পতিকে 'উশতী জায়ার' পাওয়া।

৯০৯ তু. ঋ. ধন্বন্নি.র (মরুতে) প্রপা (ঝরনা. উৎস) অসি ত্বম্ অগ্নে, ইয়ক্ষবে (যজনকাম) পূরবে প্রত্ন রাজন্ ১০।৪।১। ১নি. ৭।১০। ২একো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা (টী. ১১৫।১০) স যোধয়া (লড়িয়ে দাও বৃত্রের সঙ্গে) চ ক্ষয়য়া (প্রতিষ্ঠিত কর) চ জনান্ ১।৪৬।২। ৩১।১৭৪।১, ৬।২৪।১, ৪৬।৬, ভুবো জনস্য দিব্যস্য রাজা পার্থিবস্য জগতস্ ত্বেষসংদৃক্ (আলোঝলমল যাঁর সম্যক্ দর্শন) ২২।৯, ১।১৭৭।১, ৪।১৭।৫, ১।৩২।১৫ (টীম্. ৭১৫), ৫।৩৯।৪…। ৪৩।৪৭।১, ৬।৩৭।২, ২০।৩। ৫ব্রহ্মণো দেবকৃতস্য রাজা ৭।৯৭।৩। ৬যো দিব্যস্য রথো যঃ পার্থিবস্য ক্ষম্যস্য (এই পৃথিবীর মাটিতে নিহিত আছে যে-আলো তার) রাজা ২।১৪।১১। দ্যুলোকের 'বসু' বা আলো সূর্য, আর পৃথিবীর নিগূঢ় আলো অগ্নি। এখান হতে ওখানে উত্তরণই মানুষের পুরুষার্থ। ইন্দ্র সেই সাধনা ও সিদ্ধির ঈশ্বর। ৭৫।৪০।৪, টী. ৬৯০। ৮দ্র. ২।১।৮, ৩।১।১৮, ৪।৩।১ (টীম্. ৬৬২।২)। ৯দ্যুক্ষো রাজা ৬।২৪।১। 'দ্যুক্ষ' প্রায়ই ইন্দ্রের বিণ. (৮।৩৩।১৫, ৬৬।৬, ৬।৩৭।২, ৭।৩১।২, ৮।৮৮।২, ২৪।২০) বা তৎসম্পর্কিত (৭।৩৪।২৪, ৫।৩৯।২, ৮।৬৯।১৬)। ইন্দ্র আদিত্য। ১০সূর্য 'দেবানাম্ অনীকম্' (১।১১৫।১), আর ধূর্তির পরিহার দ্বারা এই দিব্যজ্যোতির প্রাপ্তিই পুরুষার্থ (৮।৪৮।৩)। ১১তু. ঐব্রা. ১।১।১।

অস্তিত্বের অবম এবং পরম কোটি। তাইতে যেমন অগ্নি তেমনি ইন্দ্র—দুজনেই 'প্রস্থ রাজা'। এ-দুয়ের মধ্যে আদিত্যোপলক্ষিত আর-সব দেবতারাও[১২] রাজা। রাজার ঐশ্বর্যের প্রকাশ তাঁর 'ক্ষত্রে' বা ক্ষাত্রবীর্যে—যা আমাদের পথের বাধা হটিয়ে দেয়। আমাদের এষণা প্রাণের আর আলোর। দুইই বৃত্রের কবলিত। বৃত্রহা রাজা যেন তার গ্রাস হতে তাদের মুক্ত করেন। বার্হস্পত্য ভরদ্বাজ বলছেন: 'এই যে তুমি স্তুত হচ্ছ আলো দেবে বলে, হে প্রস্থ রাজা। যে স্তব করছে, তার মধ্যে অক্ষুরস্ত এষণা উপচে তোল। অপ্‌দের ওষধিদের আর নির্বিষ বনদের (দাও), দাও গোদের তুরঙ্গদের আর নরদের—(আগুনের গান) গাইব বলে।'[১৩]—দেবতার গুণ গাই—আমাদের তিনি আলো দেবেন বলে। কিন্তু আমাদের এই এষণার মূলেও তাঁরই প্রেষণা। তাই বলি, এর ন্যূনতাকে পূর্ণ কর তুমি—মরা গাঙে জোয়ার আন। তারপর দেহে প্রাণে মনে ঢেলে দাও আলোর বসুধারা।[১৪] কামনার বিষে জর্জরিত আধার[১৫] অমৃতসন্ধ হ'ক তোমার বজ্রের দহনে, নাড়ীতে বয়ে যাক সোম্য মধুর স্রোত,[১৬] অন্তরিক্ষ আর দ্যুলোক হতে নামুক জ্যোতির্ময় প্রাণের ধারা। চেতনায় উন্মিষিত হ'ক নরের পৌরুষ, তার সংবেগে প্রাণের মুক্তধারা হ'ক খরস্রোতা,[১৭] হৃদয়ে ফুটুক প্রজ্ঞানের প্রদ্যোত। তোমার দাক্ষিণ্যের স্বীকৃতি আমার কণ্ঠে সঙ্গীত হ'ক আগুনের সুরে।...প্রস্থ রাজা অগ্নির কাছে ত্রিত আপ্ত্যের প্রার্থনার ধরনটি আরও নম্র এবং কোমল: 'হে অগ্নি, পূর্ণতার পিপাসা নিয়ে যে তোমার যজন করতে চায় হে প্রস্থ রাজা, তুমি যেন তার কাছে

---

[১২]তু. ঋ. ১।১২২।১১, ৭।৬৬।৬। [১৩]নূ গৃণানো গৃণতে প্রত্ন রাজন্নিষঃ পিন্ব বসুদেয়ায় পূর্বীঃ, অপ ওষধীর্ অবিষা বনানি গা অর্বতো নৄন্ ঋচসে রিরীহি ৬।৩৯।৫। পূর্বী < √পৄ 'পূর্ণ করা' পরিপূর্ণ, অক্ষয়। [১৪]**বসুদেয়** আলোর দান; তু. অপাংনপাৎএর ২।৩৫।৭, তাঁর আলো বিদ্যুতের টী. ৬৮২; আবার ইন্দ্রের ১।৫৪।৯, তাঁর আলো বজ্রের। দুইই অন্তরিক্ষে—যেখানে বৃত্রের সঙ্গে হানাহানি। [১৫]**অবিষা বনানি** 'বন' কামনার প্রতীক। মর্ত্য কামনায় বিষের জ্বালা আছে, দিব্য কামনায় নাই। 'অবিষ বনে'র কথা আর-কোথাও পাওয়া যায় না। 'বনে'র সঙ্গে অগ্নির যোগ ঘনিষ্ঠ, অগ্নি 'বনস্পতি'। 'বন' পৃথিব্যায়তন, সাধারণত তা শুকনা কাঠ, যাতে সহজে আগুন ধরতে পারে। কিন্তু যদি সরস হয়, তাহলে তা [১৬]**ওষধি** (দ্র. টী. ১০৮, ২২৭।২)। ওষধিরা 'সোমরাজ্ঞী'—সোম তাদের রাজা। সোম 'ইন্দ্রিয় রস' বা ইন্দ্রবীর্যের আনন্দ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সোমরস নাড়ীসঞ্চারী। সাধনায়, কামনার বনে যেমন আগুন ধরাতে হয়, তেমনি রসচেতনাকেও পূত ও মার্জিত করতে হয়। বনের বিষ দূর করার মত, রসের বিষও দূর করতে হবে—এই ভাবনাটি এখানে উহ্য। 'ওষধি-বনস্পতি' দুইই শুদ্ধ হলে অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোক হতে নামবে 'দেবীর্ আপঃ' বা জ্যোতির্ময় প্রাণ ও প্রজ্ঞার ধারা। এসবই ইন্দ্রের 'বসুদেয়'। দেয় দৈবী সম্পদগুলি এখানে (এবং পরের পাদেও) ফুটবে বিলোমক্রমে। [১৭]'নৃ' নরের বীর্য, পৌরুষ। অন্তর্যোগে এটি দেবতার প্রথম 'বসুদেয়'। তার পর **অর্বন্**—নিঘ. 'অশ্ব' ১।১৪, অতএব ওজঃশক্তির প্রতীক (ঋ. ১০।৭৩।১০, টী. ৮০৩।২)। ওজঃ প্রাণের প্রকৃষ্ট ধর্ম। বৃ.তে দেখি 'অর্বা অসুরান্ অবহৎ' (১।১।২); অসুরেও প্রাণশক্তির প্রাবল্য। ব্যু. < √ ঋ 'চলা', IE. *er* 'to be set in motion', Gk. *ersei* 'he may rush'; নি. 'অর্বা ঈরণবান্', তার মধ্যে ক্ষিপ্রগতির ধ্বনি আছে (১০।১২)। তার পরের 'বসুদেয়' গো, যা প্রজ্ঞানের প্রতীক। **ঋচসে** (আর একমাত্র প্রয়োগ ৭।৬১।৬) < √ *ঋচ্॥ অর্চ্ 'গান গাওয়া: জ্বলে ওঠা' + তুমর্থে অসে।

মরুভূমিতে পানীয়ের স্রোত।...আমরা জড় হে অজড়, হে চিন্ময়—তোমার মহিমা তুমিই ভাল জান।'[১৮]

প্রত্নপুরুষ স্বরূপত অক্ষর। কিন্তু এই অক্ষরই আবার স্বধায় নিশ্চল থেকেও বিসৃষ্টিতে ক্ষরিত হন অক্ষীয়মাণ অথচ শতধার উৎসের মত [৯১০]। তাঁর ক্ষরণের বা বিসৃষ্টির আদিবিন্দুটি হল সংবৎসরোপলক্ষিত কাল।[১] স্বধায় যিনি 'তস্থিবান্' বা স্থাণু, কালে তিনি 'জগৎ' বা চরিষ্ণু, অথচ তখনও তিনি 'প্রত্ন'। তখন তাঁর সংজ্ঞা 'পূর্ব্য' কিনা কালের আদিবিন্দুতে স্থিত এবং বিসৃষ্টির প্রবর্তক।

ইন্দ্রপ্রসঙ্গে গাথিন বিশ্বামিত্র এই আত্মপ্রবর্তনার পরিচয় দিচ্ছেন এইভাবে: 'হে অদ্রোহ, সত্য তোমার সেই মহিমা—এই যে সদ্যোজাত হয়েই পান করলে তুমি সোম। হে ইন্দ্র, উপচে পড়লে (যখন, তখন) তোমার ওজঃকে না দ্যুলোকেরা, না দিনেরা, না মাসেরা বা শরতেরা ঠেকিয়ে রাখতে পারল। তুমি সদ্যোজাত হয়েই পান করলে হে ইন্দ্র, নিজেকে মাতিয়ে তুলতে (ওই) সোম পরমব্যোমে থেকে। যখন দ্যাবা-পৃথিবীতে আবিষ্ট হলে, তখনই পূর্ব্য তুমি—হলে কারুতে (স্তোমের) আধায়ক [৯১১]।'—উপাসকচিত্তের বারুণী শূন্যতায় বিসৃষ্টির প্রথমক্ষণের ছবি। পরমব্যোমের অনিবাধ বৈপুল্যে আলোয়-কালোয় ঝলমল তিনটি দ্যুলোকের[১] বিতান। এই হল দেশ। তারই সহচরিত কালের কলনা—দুটি অহোরাত্রে দুটি পক্ষে দুটি অয়নে আলোয়-কালোয় সংবৎসরের অশ্রান্ত আবর্তন।[২] বিদ্যুদ্দীপনে দেবতার সদ্য আবির্ভাব—ঋতম্ভর মহিমার সত্যে। তাঁর আবির্ভাবে এক উন্মাদন আনন্দের আন্দোলন। তার আর সীমা-পরিসীমা নাই—না দেশে, না কালে। বিসৃষ্টির আনন্দের পূর্ব্যসংবেগে দেবতা পরমব্যোম হতে আবিষ্ট হলেন যথাপূর্বকল্পিত দ্যুলোকে আর পৃথিবীতে।[৩] এইখানে তিনি রূপে-রূপে হলে প্রতিরূপ,[৪] আর সেই আত্মপ্রতিরূপদের হৃদয়ে আহিত করলেন বৃহৎসামের

---

[১৮] ঋ. ১০।৪।১ দ্র. টী. ৯০৯+১০।৪।৪ দ্র. টী. ৫১। জীবন মরুভূমি। তার মধ্যে অগ্নির তাপ যেন শীতল জলের ধারা—এ-ভাবনাটি অপরূপ।

৯১০ তু. ঋ. ২।২৬।৯, ১।১৫৪।৪, ১০।৯০।৩, ৪, ১।১৬৪।৪২, ১০।১২৯।৩, ৬, ৭; আরও তু. শৌ. ১০।৮।২৯, বৃ. ৫।১।১। [১]ঋ. ১০।১৯০।২।

৯১১ ঋ. অদ্রোঘ সত্যং তব তন্ মহিত্বং সদ্যো যজ্ জাতো অপিবো হ সোমম্, ন দ্যাব ইন্দ্র তবসস্ ত ওজো নাহা ন মাসাঃ শরদো বরন্ত। ত্বং সদ্যো অপিবো জাত ইন্দ্র মদায় সোমং পরমে ব্যোমন্ যদ্ধ দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশীর্ অথাভবঃ পূর্ব্যঃ কারুধায়া ৩।৩২।৯-১০। [১]দ্র. বেমী. টীমু. ১৫৮। [২]তু. ঋ. ১০।১৯০।২-৩। [৩]তু. ঐ; আরও তু. য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বদ্ (নিজের মধ্যেই আহুতি দিয়ে, পুরাণের ভাষায় কালাগ্নিরূপে সব-কিছু আত্মসাৎ করে) ঋষির্ হোতা (বিশ্বযজ্ঞের ঋত্বিক্‌রূপে, তু. ১০।৯০।৬, ৮৮।৯) ন্যসীদৎ পিতা নঃ, স আশিষা (আদিকাম, তু ১০।১২৯।৪; বৃ. ১।৭।৪-৭) দ্রবিণম্ (তরল অগ্নিস্রোত, তু. ঋ. মনসো রেতঃ ১০।১২৯।৪) ইচ্ছমান প্রথমচ্ছদ্ (বরুণরূপে সব-কিছু আবৃত করেছিলেন যিনি তু. ১০।৯০।১; লোকোত্তরে তিনি 'অতিষ্ঠাঃ') অবরান্ (লোকসমূহ, বিশ্বভূত) আ বিবেশ ১০।৮১।১। [৪]৬।৪৭।১৮।

মূছনা[৫]—নিজেই তা শুনবেন বলে।[৬] তাইতে তিনি 'আশ্রুৎকর্ণ'[৭], 'পুরুহূত', অতএব 'অদ্রোহ' বা অজাতশত্রু—চিরকাল পুরুষানুক্রমে আমাদের আপনজন।[৮]

অন্যত্র এই বিশ্বামিত্রই [৯১২] একটি ইন্দ্রসূক্তে আদি দেবতাকে[১] বৃষভরূপে ভাবনা করে বলছেন: '(সব) ছাপিয়ে আছেন যে পূর্ব বৃষভ, তিনি প্রসব করলেন (সব-কিছু)। এই যে এঁর ধারারা রয়েছে পূর্বতনী। দ্যুলোকের হে যুগলকুমার, হে যুগল রাজা, (তাঁর) প্রজ্ঞানের ধীতি দিয়ে ক্ষাত্রবীর্যকে প্রথম উষাতেই (সবার মধ্যে) নিহিত করেছ তোমরা।'[২]—এর পূর্বের ঋকেই দেবতাকে বলা হয়েছে 'বৃষা অসুর'—যিনি অক্ষর সন্মাত্র হয়েও মহাপ্রকৃতিতে রেতোধা এবং তার ফলে রূপে-রূপে প্রতিরূপ হয়ে বিশ্বরূপ, সবার মধ্যে অমৃতবিন্দুরূপে অন্তর্যামী।[৩] এখানে সেই ভাবনার অনুবৃত্তিতে বলা হচ্ছে, তিনি একাধারে বৃষভ ও ধেনুরূপে যুগনদ্ধ আদিমিথুন।[৪] তাই তিনি সবিতা—যিনি জগতের প্রচোদয়িতা এবং প্রসবিতা দুইই।[৫] পুরুষরূপে যেমন তিনি 'পূর্ব বৃষভ', প্রকৃতিরূপে তেমনি তাঁর বিচিত্র শক্তির ধারাও 'পূর্বী' বা পূর্বতনী।[৬] আদিমিথুনরূপী তাঁহতেই জগতের বিসৃষ্টি একটি 'তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়ের' মত। সেই অভ্যুদয়ের দেবতা অশ্বিদ্বয়—যাঁরা দ্যুলোকরূপী ওই বৃষভেরই[৭] সন্তান। মধ্যরাত্রের

---

[৫]'বৃহৎসাম' ইন্দ্রভক্তি দ্র. নি. ৭।১০। [৬]**কারুধায়স্** < কারু + √ধা 'নিহিত করা', অস্, ইন্দ্রে নিরূঢ়: তু. স তু শ্রুধী-ন্দ্র নূতনস্য ব্রহ্মণ্যতো (ব্রহ্মসাধকের; 'হবম্' উহ্য) বীর কারুধায়ঃ, ত্বং হ্যা-পিঃ (আপন জন) প্রদিবি (সৃষ্টির প্রথম উষায়) পিতৄণাং শশ্বদ্ বভূথ সুহব এ-ষ্টৌ ৬।২১।৮ (৪৪।১২), ২৪।২, ৪৪।১৫। **কারু** < কৃ 'কীর্তন করা', কীর্তনিয়া > কীর্তন, যেমন 'গো' > গব্য। ইন্দ্র উপাসকের হৃদয়ে আছেন বৃহতের স্বররূপে, যেমন অগ্নি আছেন 'ধ্রুব জ্যোতী'রূপে ৬।৯।৫। [৭]১।১০।৯। [৮]৬।২১।৮।

৯১২ সূক্তটি সন্ধাভাষায় কোনও মরমীয়া কবির রচিত। ঋষিবিকল্প ল.—হয় বিশ্বামিত্র স্বয়ং, নতুবা 'প্রজাপতি'। প্রজাপতি আবার হয় 'বৈশ্বামিত্র', নয়তো 'বাচ্য'। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে 'সসর্পরী বাকে'র ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক (৩।৫৩।১৩)। সসর্পরী বিদ্যুন্ময়ী। উপনিষদে বিদ্যুৎ ব্রহ্মানুভবের প্রতীক, যা বিদ্যুতের মত ফুটে উঠে আবার মিলিয়ে যায় (কে. ৪।৪)। পুরাণে তিনিই কি অপ্সরা মেনকা হয়েছেন? 'মেনকা' ছোট্ট মেয়ে; আবার নিঘ-তে 'মেনা' বাক্ (১।১১); তু. 'নগ্নিকা গায়ত্রী'। সসর্পরী যদি ব্রহ্মভূত বিশ্বামিত্রের শক্তি হন (তু. ঋ. ১০।১১৪।৮, টী. ১২৬), তাহলে তাঁর দুটি ছেলে প্রজাপতির সাযুজ্য লাভ করেও একজন পেয়েছেন বাপের ধারা, একজন মায়ের ধারা। তাইতে একজন 'বৈশ্বামিত্র' প্রজাপতি, আরেকজন 'বাচ্য' প্রজাপতি। [১]অনুক্রমণিকার মতে সূক্তটির দেবতা 'ইন্দ্র'। আলোচ্য ঋকে স্পষ্টতই তিনি অনিরুক্ত প্রজাপতি বা পরমদেবতা। ইন্দ্র যখন 'বিশ্বভূ', তখন তিনি 'প্রজাপতি'। [২]অসূত পূর্ব্যো বৃষভো জ্যায়ান্ ইমা অস্য শুরুধঃ সন্তি পূর্বীঃ, দিবো নপাতা বিদথস্য ধীভিঃ ক্ষত্রং রাজানা প্রদিবো দধাথে ৩।৩৮।৫। [৩]দ্র. টীমু. ৮৩০। তু. গী. ১৪।৩-৪। [৪]ঋ. ১০।৫।৭। [৫]মূলে 'অসূত' ল.। 'সবিতা' < √সু 'প্রচোদিত করা' অথবা 'সূ' প্রসব করা। আগেরটিতে তিনি রেতোধা পুরুষ, পরেরটিতে প্রসবিত্রী প্রকৃতি। একেরই দ্বৈতবিভাব, তাইতে 'অসূত…বৃষভঃ'। তু. চর্যাপদে 'বলদ বিয়াইল, গবিয়া বাঞ্ঝা।' [৬]**শুরুধঃ**—ব্যু? নি. 'শুরুধ আপো ভবন্তি, শুচং (জ্বলুনি) সংরুন্ধন্তি' ৬।১৬। ঋতে সব প্রয়োগ অপ্-এর মতই বহুবচনান্ত। 'পূর্বীঃ ০' তু. ঋ. ঋতস্য হি সন্তি শুরুধঃ পূর্বীঃ ৪।২৩।৮, টী. ১৮৮।৩: এদের সঙ্গে তু. ঈ. তস্মিন্ন-পো মাতরিশ্বা দধাতি ৪। আবার ঋ. ০ গোঅগ্রাঃ ১।১৬৯।৮; ০ চন্দ্রাগ্রাঃ ৬।৪৯।৮; 'গো' প্রজ্ঞার, আর 'চন্দ্র' আনন্দের প্রতীক। 'অপ্' প্রাণ। তাহলে সংজ্ঞাটির সঙ্গে প্রাণ প্রজ্ঞা এবং আনন্দের সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে। সৃষ্টির আদিতে যে-রাত্রি বা অব্যক্তের মহানিশা, তাহতে জন্মাল ঢেউ-খেলানো সমুদ্র (১০।১৯০।১; ১২৯।৩)। সেই প্রাণসমুদ্রের প্রবাহরাই 'পূর্বীঃ শু০'। পুরুষের প্রজ্ঞা এবং আনন্দ তাদের পুরোধা, তারাই ঋতের ছন্দে বিশ্বে প্রবাহিত। দ্র. ১।১৬০।৩,

অন্ধতমিস্রা মথিত করে শুরু হয় তাঁদের আলোর অভিযান, আর উষার কূলে এসে তা হয় জয়শ্রীমণ্ডিত। তাঁরা তখন আলোর রাজা। এই আলো একাধারে প্রজ্ঞা এবং শক্তি। আমাদের মধ্যে প্রজ্ঞার পরিচয় ধীবৃত্তির সহায়ে বিত্তার সাধনায়। কিন্তু ক্ষাত্রবীর্য ছাড়া সে-সাধনা সিদ্ধ হয় না। তাই সৃষ্টির সেই উষাকাল হতে[৮] প্রতিদিন তাঁরা অন্ধকার আর শৈত্যকে পরাভূত করে সবার মধ্যে ঢেলেছেন আলো আর তাপ, আমাদের মধ্যে নিহিত করেছেন প্রজ্ঞা আর প্রাণ। এই প্রজ্ঞা আর প্রাণ সেই আদিমিথুনের স্বরূপসত্য—যিনি একদিন দৈবোদাসি প্রতর্দনের কাছে আবির্ভূত হয়ে বলেছিলেন 'আমিই সত্য, আমি প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ'।[৯]

প্রাণের প্রকাশ বীর্যে অথবা শক্তিতে। ইন্দ্রই 'শক্র' বা শক্তিস্বরূপ, 'শচীব' বা শক্তিমান 'শচীপতি' বা শক্তির অধীশ্বর [৯১৩]। প্রজ্ঞার যে-বীর্য, তাইতে তাঁর শক্তির পরিচয়। বৃত্রশক্তির বিরুদ্ধে যেখানে যা-কিছু বলকৃতি, তা-ই ইন্দ্রের কর্ম।[১] তাঁর এই কর্ম চলছে সৃষ্টির প্রথম উষাকাল হতে। তাইতে শক্ররূপেও তিনি পূর্ব্য। এই আদি শাক্তের কাছে মেধাতিথি কাণ্বের প্রার্থনা: '(তোমার) শক্তির প্রকাশ কর আমাদের তরে হে ইন্দ্র, যখন তোমার কাছে (প্রাণের) সংবেগ চাইছি আমি, (চাইছি) সুবীর্য। শক্তির প্রকাশ কর ওজস্বিতা দিতে তাকে যে ছিনিয়ে নিতে চায় প্রথম (সেই ওজস্বিতা) শক্তির প্রকাশ কর সুরের স্তবক ফুটিয়ে তুলতে, হে পূর্ব্য (শক্তিমান)। শক্তির প্রকাশ কর আমাদের তরে, (আর) এই (উপাসকের) তরে…যে চায় ধ্যানবৃত্তি:দের হাতের মুঠায় পেতে। (তেমনি করে) শক্তির প্রকাশ কর যেমন করেছিলে…।[২]—শক্তি ছাড়া কিছুই সিদ্ধ হবার নয়। তাই শক্তির যিনি আদিনির্ঝর, সে-দেবতার কাছে শক্তি চাই। তাঁর শক্তি আমাদের প্রাণের রুদ্ধ প্রবাহকে বহতা করুক, নাড়ীতে-নাড়ীতে বীর্যের অনিরুদ্ধ প্লাবন আনুক। সেই বীর্যের দ্বারা তারই শক্তিতে ছিনিয়ে নিতে চাই লোকোত্তর হতে তাঁর প্রথম ওজঃস্বিতার প্রসাদ,[৩] যা বৃহৎসামের আনন্দলহরীকে মুক্তি দেবে আমাদের জীবনে।[৪] আর সামগের এই

টীমূ. ৪৫৭।৬। অশ্বিদ্বয় দ্যুস্থান দেবতাদের প্রথমগামী বলে 'দিবো নপাৎ', যেমন উষা 'দিবো দুহিতা'। [৮]**প্রদিব**, প্রথম দিন, সৃষ্টির উষা (নিঘ. 'প্রদিবঃ' পুরাণনাম ৩।২৭)। [৯]কৌ. ৩।১।২।

৯১৩ ঋ.তে সবগুলি বিণ. বলতে গেল ইন্দ্রে নিরূঢ়। দ্র. টীমূ. ৮৪২। [১]নি. ৭।১০। [২]ঋ. শগ্ধি ন ইন্দ্র যৎ ত্বা রয়িং যামি সুবীর্যম্, শগ্ধি বাজায় প্রথমং সিষাসতে শগ্ধি স্তোমায় পূর্ব্য। শগ্ধি নো অস্য… ধিয় ইন্দ্র সিষাসতঃ, শগ্ধি যথা…৮।৩।১১-১২। [৩]'প্রথমং [বাজম্]' বোঝাচ্ছে আদিম ওজস্বিতা, যা আছে পরমব্যোমে: তু. সোমকে বলা হচ্ছে উজিয়ে যেতে 'অভি বাজম্ উত শ্রবঃ' (৯।১।৪, ৬।৩, ৫১।৫, ৬৩।১২), বাজং সহস্রিণম্ ৩৮।১, ৫৭।১, বাজং জেষি শ্রবো বৃহৎ ৪৪।৬ ..। 'শ্রবস্' 'সহস্রিন্' লোকোত্তরের সূচক। পরমব্যোম শূন্যতা। বৌদ্ধশাস্ত্রে তাকেই বলা হয় 'বজ্র' (= বাজ)। শূন্যতার আনন্দই লোকোত্তর 'সহজানন্দ'। [৪]বৃহৎসাম এবং পঞ্চদশস্তোম ইন্দ্রভক্তি (নি. ৭।১০)। 'পঞ্চদশ' চন্দ্রকলার সূচক। চন্দ্র সোম্য আনন্দের

আনন্দকে[৫] ধ্যানবৃত্তির একতানতা দিয়ে নিরন্তর করতে চাই চেতনায়—তাঁরই শক্তিতে যিনি আমার আগে আরও কত জনকে এমনি করে তাঁর শক্তিপাতে ধন্য করেছেন।[৭]

প্রত্ন এবং পূর্ব্য ইন্দ্রের এই বিবৃতিতে আমরা তাঁর অক্ষরস্বভাবের পরিচয় পেলাম। অক্ষর পুরুষ স্বধাবান্—আপনাতে আপনি অটল হয়ে আছেন। কিন্তু এই অক্ষরেরও ক্ষরণ হয়, আর তাইতে বিশ্বের বিসৃষ্টি। কিন্তু ক্ষরণেও অক্ষরের স্বধা অটল থেকেই তার সহচর হয়। নাসদীয়সূক্তের ঋষি বলছেন, স্বধা তখন যেমন আদিতে তেমনি অন্তেও—যেন সে সত্তার সুমেরু এবং কুমেরু দুইই [৯১৪]। উপনিষদের ভাষায় একটি স্বধা বিশ্বের প্রতিষ্ঠা, আরেকটি তার অতিষ্ঠা।[১] এইজন্য নিঘণ্টুতে দেখি 'স্বধে' দ্যাবা-পৃথিবীর নাম।[২] সংজ্ঞাটি ঋক্‌সংহিতায় নাই, কিন্তু বসিষ্ঠের একটি মন্ত্রে আছে: 'আর মহান্ হচ্ছ তুমি হে ইন্দ্র, যে-তোমার প্রসাহসকে অনুমনন করেন স্বধাবরী রোদসী।'[৩] স্বধার দুটি মেরুর মধ্যে ক্ষরিত হচ্ছে শক্তির ধারা—এখানে যাকে বলা হয়েছে ইন্দ্রের 'সহঃ' বা সর্বাভিভাবী বজ্রশক্তি। ক্ষরণের উজান-ভাটা দুইই আছে।[৪] তাও স্বধারই স্বতঃ-পরিণাম বলে নিঘণ্টুতে 'স্বধা'কে উদকনামের মধ্যে ধরা হয়েছে।[৫] স্বধার ধারা বা শক্তির একটি সংজ্ঞা হল 'স্বধিতি'—তা যে ইন্দ্রের বজ্রকে বোঝায় একথা আগেই বলেছি।[৬]

স্বধার এই ভাবনা হতে সৃষ্টিব্যাপারের সুন্দর একটি পরিচয় পাওয়া যায়। দ্যুলোকের স্বধা পৃথিবীতে এসে বন্দী হল জড়ের প্রাকারে। এই অবরোধ ভেঙে তাকে মুক্তি দেওয়া, আবার তাকে স্বধামে ফিরিয়ে নেওয়া হল যেমন দেবতার বলকৃতি, তেমনি মানুষের তপস্যা। ঋগ্বেদের পণি-কাহিনীতে এটি নানাভাবে প্রপঞ্চিত হয়েছে—তার কথা কিছু-কিছু আগে বলেছি, পরে আরও বলতে হবে।

উপরে-নীচে দুটি স্বধা বা অচলস্থিতির মধ্যে যে-চরিষ্ণুতা আছে, দর্শনের ভাষায় তাকে আমরা বলতে পারি 'কাল'—ঋগ্বেদে যা 'ঋতু' বা 'ঋত' [৯১৫]। এই ঋতুচক্রকে

দেবতা। [৫]কৃতার্থ সাধকের উল্লাসের বর্ণনা দ্র. তৈউ. ৩।১০।৫-৬। [৬]মূলে ইন্দ্রানুগৃহীত এইসব ঋষির নাম পাওয়া যায়: পৌর, রুশম, শ্যাবক, কৃপ, স্বর্ণর।

৯১৪ তু. ঋ.র নাসদীয়সূক্তে প্রথমে আছে 'আনীদ্ অবাতং স্বধয়া তদ্ একম্' ১০।১২৯।২। এইটি আদিম স্বধা। তার অন্তর্নিহিত কাম 'মনসো রেতঃ প্রথমম্' হয়ে সৃষ্টিতে নেমে এল (৪)। তখন আবার দেখা দিল 'স্বধা অবস্তাৎ প্রয়তিঃ (উর্ধ্বমুখী প্রযত্ন') পরস্তাৎ' (৫)। দুটি স্বধার মধ্যে যে-'প্রয়তি', তাও স্বধা। নীচে দ্র.। [১]'অতিষ্ঠা:' যিনি সব ছাপিয়ে আছেন, যেমন 'আদিত্য ..অতিষ্ঠাঃ সর্বেষাং ভূতানাম্' (বৃ. ২।১।২)। আবার পৃথিবী 'প্রতিষ্ঠা' (ছা. ৫।১৭।১)। তু. ঋ. অত্য.তিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ ১০।৯০।১। [২]নিঘ. ৩:৩০। [৩]ঋ. মহাঁ উতা.সি যস্য তে হনু স্বধাবরী সহঃ মম্নাতে ইন্দ্র রোদসী ৭।৩১।৭। [৪]তু. সোমের ক্ষরণ ভাটায় ৯।১৮।১, ৮৭।৪, ৮৯।১...; উজানে ৯।৬৬।২৮ (অতিক্ষরণ), ৯৮।৩ (উর্ধ্বক্ষরণ)...। [৫]নিঘ. ১:১২। আবার স্বধা 'অন্ন' (২।৭) কিনা প্রতিষ্ঠা। অন্ন ব্রহ্মবিভূতির সর্বনিম্ন স্তর (তু. তৈউ. ব্রহ্মানন্দবল্লী)। [৬]দ্র. টীমূ. ৯০১।

৯১৫ **ঋতু** < ঋত < √ ঋ 'চলা'। সৎএর দুটি বিভাব—একটি 'জগৎ' বা চলন্ত, আরেকটি 'তস্থি-বস্' বা স্থির হয়ে আছে (তু. সূর্য আত্মা জগতস্ তস্থুষস্ চ ১।১১৫।১, স্থা জগচ্ চ ৮০।১৪, ৮৯।৫...)। যা স্থির হয়ে আছে তা 'সত্য', যা চলছে তা 'ঋত'। নিত্যদৃষ্ট নিয়মিত চলা হচ্ছে সূর্যের। তা-ই 'ঋত', তা-

আমরা অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম দুদিক থেকে দেখতে পারি। অধিদৈবত দৃষ্টিতে ঋতুচক্রের আদিবিন্দু হল বিসৃষ্টির প্রথম ক্ষণ—সংহিতায় যার পারিভাষিক সংজ্ঞা 'অগ্রে'।[১] অগ্রে কাম সংবৃত্ত হয়ে অর্থাৎ গুটিয়ে ছিল, কিন্তু স্বভাবধর্মেই তা ক্ষরিত হল মনের প্রথম রেতে। এই ক্ষরণই বিসৃষ্টি।[২] তার ফলে দেবগণের জন্ম।[৩] বর্তমান প্রকরণে বলতে পারি ইন্দ্রের জন্ম। ঋষি গৃৎসমদ বলছেন, 'তিনি জন্মই নিলেন প্রথম মনস্বী হয়ে, একদেবরূপে আপন সামর্থ্যে হলেন দেবতাদের পরিভূ।'[৪] ব্যাপারটা যেন নাসদীয় অন্ধতমঃ বিদীর্ণ করে আদিত্যের অভ্যুদয়—বিশ্বদেবগণ সেই আদিত্যের পরিকীর্ণ রশ্মিজাল। 'অগ্রে' বা সৃষ্টির আদিতে এই 'মনসঃ প্রথমং রেতঃ' বা 'প্রথমো মনস্বান্' দেবতার আবির্ভাব। দেবতাদের মধ্যে অগ্নি যেমন একমাত্র 'তপস্বান্',[৫] ইন্দ্রও তেমনি একমাত্র মনস্বান্। আর তিনি 'প্রথমো মনস্বান্'; অর্থাৎ কিনা সৃষ্টির আদিবিন্দুতে রয়েছে এক দিব্য মন। এই আদিত্যপ্রভ মনের একেকটি রশ্মি হচ্ছে বিশ্বভূতের মন, তাই ইন্দ্রের আরেকটি অনন্যপর সংজ্ঞা হল 'বিশ্বমনাঃ'।[৬]

আগেই বলেছি, বেদে সৃষ্টি অন্তরিক্ষের ব্যাপার। অন্তরিক্ষের উজানে একটি অব্যক্ত লোক আছে, ঋগ্বেদের ঐতরেয়োপনিষদে তার নাম 'অম্ভঃ' কিনা আলোর নীহারিকা। তেমনি ভাটিতে আরেকটি অব্যক্ত লোক—নাম 'আপঃ' কিনা প্রাণের সমুদ্র। দুটি অব্যক্তের মধ্যে সৃষ্টির অভিব্যক্তি—তার উর্ধ্বভাগ 'মরীচি' কিনা পুঞ্জিত আলোর ছটা, আর অধোভাগ 'মর' কিনা মৃত্যুলাঞ্ছিত জীবলোক। বলা বাহুল্য, ওই মরীচি বিশ্বমনা ইন্দ্রের মন। এই মন বিসৃষ্টির আদিবিন্দু। মরলোকে তার প্রতিরূপ হল 'মনু'র মন। মনু মানবজাতির আদিপিতা—অগ্নিবিদ্যা এবং যজ্ঞভাবনার আদিপ্রবর্তক [৯১৬]। দিব্যমন হতে সৃষ্টির যে-ধারা, তার পারিভাষিক নাম বিসৃষ্টি—এটি ভাটির ধারা। আর মানবমন হতে যে-ধারা দেবতার দিকে উজিয়ে গেছে, তার পারিভাষিক নাম অতিসৃষ্টি।[১] এমনি করে দুটি মন যথাক্রমে সৃষ্টির উর্ধ্ববিন্দু আর অধোবিন্দু—দুয়ের মধ্যে সৃষ্টির অন্তরিক্ষ জুড়ে 'প্রথমো মনস্বান্' ইন্দ্রের স্বরাজ্যের লীলা। তাঁর দিব্যমন এসে গুহাহিত হচ্ছে মরলোকের মানবমনে, আবার সেই মনই মনু হয়ে উজিয়ে চলছে অমরলোকের

থেকে কালমান। তার দীর্ঘতম একক হল সংবৎসর, তার নিরূপিত বিভাগ 'ঋতু'। তাথেকে যে-কোনও নিরূপিত কাল 'ঋতু' (তু. ১।১৬২।১৯, ৫।৪৬।৮, ২।১৫।১ ; 'ঋতুথা' সময়মত ; তু. অগ্নির প্রতি : 'রিধ্বা ঋতূঁর্ ঋতুপতে য়জেহ ১০।২।১) দ্র. টী. ৯০২ 'কাল'। [১] কামস্ তদ্ অগ্রে সম্ অবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং য়দ্ আসীৎ ১০।১২৯।৪। 'অগ্রে' উপনিষদে বহুব্যবহৃত, ঐ. ১।১।১ ; ছা. ৩।১৯।১, ৬।২।১ ; বৃ. ১।৪।১, ১০, ১১...। [২]ঋ. ১০।১২৯।৬ ; ল. 'বিসৃষ্টি' বাৎস্যায়নে পারিভাষিক সংজ্ঞা, বোঝায় 'রেতোধান'। এই ভাবনা সূক্তের পূর্বের ঋকেই আছে ; তু. বৃ. ১।৪।৩-৪। [৩]ঋ. অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেন ১০।১২৯।৬। [৪]২।১২।১, টী. ৭৩৪। [৫]৬।৫।৪। [৬]১০।৫৫।৮।

৯১৬ দ্র. ১।৮০।১৬, টীমু. ৭৩২। [১]দ্র. বৃ. ১।৪।৬।

মরীচিতে। অধ্যাত্মসৃষ্টিতে ঋতুচক্রের এটি আরেকটি আদিবিন্দু—যার গতি উৎসর্পিণী, যেখান হতে অমৃতাভিসরণের সূচনা।

অতিসৃষ্টিতে প্রজ্ঞানের ক্রমিক অভিব্যক্তি হচ্ছে—এই তার বৈশিষ্ট্য [৯১৭]। অভিব্যক্তি ঘটছে ভূতের মধ্যে প্রাণের সংবেগে। সংহিতায় তার তিনটি পর্বের উল্লেখ পাই। একটিতে ভূত 'জগৎ' কিনা গতিশীল—তাতে প্রাণ বা প্রজ্ঞার কোনও নিশানা নাই। যেমন দেখি জড়ের মধ্যে। তার পরের পর্বে এই গতি যখন প্রাণযুক্ত হল, তখন ভূত হল 'প্রাণৎ'। যেমন উদ্ভিদ্—সে জগৎ[১] এবং প্রাণৎ দুইই। কিন্তু তার 'চিত্ত' নাই। যখন সে চিত্তবান্ হল, তখন তার বিশিষ্ট সংজ্ঞা 'প্রাণী'। বেদে সামান্যত তাকে বলা হয় 'পশু'। পশু জগৎ প্রাণৎ এবং 'মিষৎ'।[২] সে-ই মিষৎ, যার মধ্যে চেতনার উন্মেষ হয়েছে। তখনও প্রজ্ঞান দেখা দেয়নি—যার ফলে ফুটবে অতীতের স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের কল্পনা, জাগবে ইহলোক এবং পরলোকে বিবিক্ত বোধ, অতএব সুস্পষ্ট ইষ্টার্থের (value) ভাবনা। এইটি ঘটল মানবমনে। ফুটল প্রজ্ঞান, এবং তার ক্রমিক উৎকর্ষে মন হল 'চিকিত্বিৎ'—যার মধ্যে অলখের রূপরেখা ঝিলিক হানল, হল 'বোধিৎ'—যার মধ্যে জাগল 'প্রতিবোধ' বা প্রাতিভসংবিতের উদ্ভাস।[৩] মনুপুত্র মানব হল 'ঋষির্ বিপ্রঃ কাব্যেন'[৪]—ক্রান্তদর্শিতায় ভাববিহ্বল এবং সাক্ষাৎকৃতধর্মা। অবশেষে সে হল জাতবিদ্যার প্রবক্তা বৃহস্পতিকল্প ব্রহ্মা।[৫] অপ্‌ হতে অন্তঃ পর্যন্ত অতিসৃষ্টির খুঁটিয়ে পরিচয় পাওয়া যাবে ঐতরেয় আরণ্যকে এবং উপনিষদে।[৬] দুয়ের মধ্যেই ইন্দ্র পরমদেবতা।

যেমন বিসৃষ্টির আদিতে, তেমনি অতিসৃষ্টিরও আদিতে ইন্দ্র 'প্রথমো মনস্বান্'।

---

৯১৭ দ্র. ঐআ. ২।৩।২। [১]'গতি' এখানে ভাববিকারদ্বারা উপলক্ষিত জীবনস্পন্দ, দ্র. নি. ১।২। [২]তু. ঋ. য়ঃ (প্রজাপতি) প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈ.ক ইদ্ রাজা জগতো. বভূব ১০।১২১।৩; শৌ. স্কম্ভ ইদং সর্বম্ আত্মন্বদ্ য়ৎ প্রাণন্ নিমিষচ্ চ য়ৎ ১০।৮।২, য়দ্ এজতি পততি য়চ্ চ তিষ্ঠতি প্রাণদ্ অপ্রাণন্. নিমিষচ্ চ য়দ্ ভুবৎ, তদ্ দাধার পৃথিবীং বিশ্বরূপং তৎ সম্ভূয় ভবত্যে.কম্ এব ১১। বিশ্বে যে 'এজন' বা স্পন্দ, তার লক্ষ্য হল চেতনার উন্মেষ। সে-চেতনা এক 'বশী'র চেতনা, তু. বিশ্বস্য মিষতো বশী (ঋ. ১০।১৯০।২)। [৩]ঋ.তে 'চিকিত্বিন্মনস্' অগ্নির (৫।২২।৩) এবং ধী-র (৮।৯৫।৫) বিণ.—সূচিত করছে মানস-প্রজ্ঞানের প্রথম উন্মেষ (তু. যোগের 'বিবেক', ঋ. ৪।২।১১)। আর 'বোধিন্মনস্' ইন্দ্রের (৮।৯৩।১৮) এবং অশ্বিদ্বয়ের (৫।৭৫।৫) বিণ.—একজনের অধিষ্ঠান অন্তরিক্ষ আর দ্যুলোকের সন্ধিতে, আর-দুজনের দ্যুলোকের আদিতে (তু. যোগের 'প্রাতিভসংবিৎ')। [৪]৮।৭৯।১। সোমের বর্ণনা। কিন্তু চিৎপ্রকর্ষের ফলে মানুষই হয় কবি বিপ্র এবং ঋষি। মানবের ধর্ম দেবতায় উপচরিত হওয়ায় বোঝাচ্ছে, সোম্য পুরুষ হওয়াই তার পুরুষার্থ। [৫]তু. ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাম ১০।৭১।১১। সোমযাগে ব্রহ্মা ঋত্বিক্‌শ্রেষ্ঠ। তিনি 'মন' দিয়ে যজ্ঞকে সংস্কৃত করেন, অপর ঋত্বিকেরা করেন 'বাক্' দিয়ে (ছা. ৪।১৬।২)। অতএব তাঁর যজ্ঞ মানস, 'বিদথ' বা বিদ্যা তার সাধন। ব্রহ্মবিৎ বলে তিনি ব্রহ্মা। উপরে উদ্দিষ্ট সূক্তটির দেবতা 'জ্ঞান', ঋষি 'বৃহস্পতি'। [৬]দ্র. ঐউপ্র, ভূমিকা।

বিসৃষ্টি এবং অতিসৃষ্টি। দুইই গীতার ভাষায় ‘ব্যক্তমধ্য’ [৯১৮]। তাদের উজান-ভাটায় অব্যক্তের অধিকার। ঐতরেয়োপনিষদে দেখি, মরীচির উজানে অম্ভের নীহারিকা, আবার মরের ভাটিতে অব্যাকৃত অপ্—নাসদীয়সূক্তে যাকে বলা হয়েছে ‘তমসা গূল্হম্ অগ্রে ২প্রকেতং সলিলং সর্বম্ আ ইদম্’।[1] অবশ্য এ-অন্ধকারে ‘প্রচেতনা’ বা চেতনার অগ্রাভিসার অলক্ষ্য হলেও প্রাণ ছিলই—নইলে তাকে ‘সলিল’ বলা হত না। এ-সলিল জগৎ এবং প্রাণৎ—চেতনার উন্মেষ এতে সম্ভাবিত বলে একে মিষৎও বলতে পারি। কুৎস আঙ্গিরস বলছেন, যে-ইন্দ্র অতিসৃষ্টির ‘প্রথমে’ বা আদিবিন্দুতে, তিনি বিশ্বের যত ‘জগৎ’ এবং ‘প্রাণৎ’, তার পতি।[2] অতিসৃষ্টির অবরভাগে এই-যে উন্মিষন্ত প্রাণ, এও ইন্দ্র। বিশ্বমনার মন তার মধ্যে অস্ফুট হয়ে কাজ করতে-করতে প্রস্ফুট হয়েছে মনুতে।[3] মনুর সঙ্গে ইন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগের কথা সংহিতায় বারবার পাই এইভাবে: ইন্দ্র ‘ঝলমলিয়ে তুললেন মনুর কাছে অহঃসমূহের কেতুকে, খুঁজে পেলেন জ্যোতি (তার) বৃহৎ আনন্দের জন্য’;[4] ইন্দ্রের ‘(সোমপানজনিত) উন্মাদনা···সৃষ্টি করে উরুলোক, আর এই (উন্মাদনা) দিয়ে তিনি খুঁজে পেয়েছেন কত জ্যোতি আয়ু আর মনুর জন্য’;[5] ‘ইন্দ্রে সমাসন্ন সোমদের পুঞ্জদ্যুতি শৌর্যের ঝলকে-ঝলকে খুঁজে পেল সুরের আলো মনুর জন্য (আর) আর্য-জ্যোতি’;[6] ‘সেই মঘবান্ (ইন্দ্র) জ্যোতি খুঁজে পেলেন মনুর জন্য—যে সোমযাজী এবং হবিষ্মান্, যার আত্মদান ক্ষিপ্র’;[7] ‘বীর্যবর্ষী ইন্দ্র সাতটি স্রোতকে সংহত করলেন, যখন তারা ছড়িয়ে পড়ছিল পৃথিবী হতে উৎসারিত হয়ে; অনেক বানের জল পার হয়ে যান

---

৯১৮ তু. গী. ২।২৮। [1]ঋ. ১০।১২৯।৩। [2]য়ো বিশ্বস্য জগতঃ প্রাণতস্ পতির্ য়ো ব্রহ্মণে (পূর্বোক্ত বৃহস্পতিকল্প ‘ব্রহ্মা’) প্রথমো গা (প্রজ্ঞার আলো) অবিন্দৎ ১।১০১।৫। [3]মনু॥ মনুষ্য, মনোজ্যোতি ফুটেছে যার মধ্যে (নিঘ. ৫।৬)। সেখানে ‘মনু’কে দ্যুস্থান দেবতা বলা হয়েছে। আগে-পরে আছেন ‘অথর্বা’ এবং ‘দধ্যঙ্’। ঋ.তে অথর্বা মূর্ধন্যকমলে অগ্নিনির্মন্থী যজ্ঞপ্রবর্তক (ঋ. ১।৮০।১৬, এখানে ‘অথর্বা মনুষ্পিতা দধ্যঙ্’ তিনজনের পরপর উল্লেখ আছে, নিঘ.র সমাম্নায়ের মূল এইখানে; ৬।১৬।১৩ মূর্ধ্নো পুষ্কর; ‘য়জ্ঞৈর্ অথর্বা প্রথমঃ পথস্ ততে ১।৮৩।৫) ঋষি, তাঁর পুত্র ‘দধ্যঙ্’ সে-অগ্নি সমিদ্ধ করেন (৬।১৬।১৪, দ্র. টী. ২০৬), আবার অশ্বশিরা হয়ে অশ্বিদ্বয়কে মধুবিদ্যা দেন (১।১১৬।১২, ১১৭।২২)। দুজন ঋষিই অধ্যাত্মসাধনায় মানবজাতির আদিগুরু—শিরোব্রতের দ্বারা (মু. ৩।২।১০) অমৃতত্বলাভের দিশারী। দ্যুস্থান দেবতাদের মধ্যে ‘অথর্বা মনু দধ্যঙ্’ এই তিনটি পুরুষের সন্নিবেশের এই তাৎপর্য। [4]ঋ. ইন্দ্রঃ...প্রা.রোচয়ন্ মনবে কেতুম্ অহ্নাম্ অবিন্দজ্ জ্যোতির্ বৃহতে রণায় ৩।৩৪।৪। ‘অহ্নাং কেতুঃ’ সূর্য, প্রজ্ঞা-জ্যোতির প্রতীক। ‘বৃহন্ রণঃ’ বৃহতের আনন্দ, ব্রহ্মানন্দ (তু. ‘মহে রণায় চক্ষসে’—মহানন্দকে দেখব বলে ১০।৯।১; এই মহানন্দও সূর্য, যাকে দেখতে পাব ‘অপ্’ বা প্রাণের ‘ঊর্জ্’ বা সংবেগের দ্বারা)। তা আসবে ‘জ্যোতি’ হতে। মূলে ‘সৎ’, তাথেকে ‘চিৎ’ আর ‘আনন্দে’র স্ফুরণ। [5]তং তে মদং···উ লোককৃত্নুম্..., য়েন জ্যোতীংষ্যা.য়বে মনবে চ বিবেদিথ ৮।১৫।৪, ৫। ‘উ লোক’ পরমব্যোম, দ্র. টীম্. ৩৪। ‘জ্যোতীংষি’ সূর্যের, নৈরন্তর্য বোঝাতে বহুবচন; তু. সকৃদ্দিবা, যখন সূর্য আর অস্ত যায় না। ‘আয়ু’ প্রাণ, ‘মনু’ মন; অধিদৈবতদৃষ্টিতে অগ্নি আর ইন্দ্র। [6]প্রৈ.যাম্ (এই সোমদের) অনীকং দবিদ্যুতদ্ (< √ দ্যুৎ ‘ঝিলিক হানা’) বিদৎ স্বর্ মনবে জ্যোতির্ আর্যম্ ১০।৪৩।৪। [7]স সুন্বতে মঘবা জীরদানবে হবিন্দজ্ জ্যোতির্ মনবে হবিষ্মতে ৮ (দ্র. টী. ৮৮০; দুটি ইন্দ্রমন্ত্রেই মনুর উল্লেখ। তু. গী. বিবস্বানের পুত্র মনুকে যোগোপদেশ ৪।১, মনু জ্ঞান পেয়েছেন সূর্যের কাছ থেকে, সূর্য পেয়েছেন পরমপুরুষের কাছ থেকে; সংহিতায় ইন্দ্র জ্যোতি পাইয়ে দিলেন মনুকে; পরম্পরাপ্রাপ্তি

তিনি ; (তবেই না) লড়াই করে খুঁজে পেলেন মনুর জন্য এষণার পথ ;'[৮] 'তিনি মরণ হেনেছেন নমুচিকে, যখন সে মহান্ হতে চেয়েছে ; (আর এমনি করে) দাসকে করেছেন ঋষির জন্য মায়াহীন ; তিনি মনুর জন্য সহজ করেছেন (সেই) পথ যা দেবতার কাছে সোজা চলে গিয়েছে'।[৯]

শেষের মন্ত্রটিতে দেখছি, মনু ইন্দ্রের প্রসাদে সর্ববিধ আশয় দ্বারা অপরামৃষ্ট ঋষি হয়ে উঠেছেন। মানুষ ঋষি হয় চিত্তিতে এবং বোধিতে—যখন তার হৃদয়ের পূর্বাশায় সত্যের সূর্য জাগে। বস্তুত ঋষিত্ব আর ইন্দ্রত্ব এক কথা। তাই বৎস কাণ্ব বলছেন, 'যেহেতু তুমিই হচ্ছ পূর্বজ ঋষি, আর একাই ঈশান হয়েছ ওজঃশক্তিতে, (তাইতে) হে ইন্দ্র, (আড়) ছিঁড়ে প্রকট কর আলো [৯১৯]।' এই পূর্বজ ঋষি শৌনকসংহিতায় 'একঋষি'[১] বা

উভয়ত্র এক)। [৮]তু. ঋ. অহং সপ্ত স্রবতো ধারয়ং বৃষা দ্রবিত্ন্বঃ (< √ দ্রু 'গলে যাওয়া', 'ছুটে চলা'+ ই+ত্নু) পৃথিব্যাং **সীরা** (< √ সৃ 'বয়ে চলা', তু 'সরিৎ', নিঘ. 'নদী' ১।১৩), অহম্ অর্ণাংসি বি তিরামি সুক্রতুর্ যুধা বিদং মনবে গাতুম্ ইষ্টয়ে ১০।৪৯।৯। বৃত্রের অবরোধ হতে মুক্ত ধারারা বিক্ষিপ্ত হয়ে ছুটছিল—যেমন ছোটে বৃষ্টির জল। ইন্দ্র তাদের একটি খাতে বইয়ে দিলেন (তু. যোগের মূঢ় বিক্ষিপ্ত এবং একাগ্র চিত্ত)। সাতটি স্রোত প্রসিদ্ধ 'সপ্তসিন্ধু'। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সাতটি শীর্ষণ্য প্রাণের স্রোত (তু. বৃ. তস্যা.সত ঋষয়ঃ সপ্ত 'তীরে' ২।২।৩)। নদী যতই সমুদ্রের কাছে যায়, ততই প্রশস্ত হয়। তখন তার জলরাশি 'অর্ণস্'—যেন বানের জল। এটি চেতনার বৈপুল্যের বা প্রচেতনার দ্যোতক। ইন্দ্র তাকে উত্তীর্ণ করেন মহাসমুদ্রে—যা আলো বা কালো দুইই হতে পারে। 'মনু' বা মন সেখানে দিশাহারা হয়ে পথ খুঁজলে ইন্দ্র তার দিশারী হন। Geldnerএর প্রকল্প—ঋক্‌টি আর্যদের পূর্বপাঞ্জাবে উপনিবেশ স্থাপনের স্মৃতিবহ—নিষ্প্রয়োজন। [৯]তু. ঋ. জঘন্থ নমুচিং মখস্যুং দাসং কৃণ্বান ঋষয়ে বিমায়ম্, ত্বং চকর্থ মনবে স্যোনান্ দেবত্রা.ঞ্জসে.ব যানান্ ১০।৭৩।৭। **নমুচি** বৃত্রের অনুচর, 'যে কিছুতেই ছাড়ে না' ; তু. যোগের 'আশয়' বা অবচেতনার সংস্কার। তমোবৃত্তি হতে উৎপন্ন বলে 'দাস'। এখানে সে আত্মাভিমান, কেননা সে **মখস্যু** (॥ 'মহস্' মহিমা)—ছোট হয়েও নিজেকে বড় বলে জাহির করতে চায়। ইন্দ্র তেমনি তার মাথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে মনুর জন্য পথ করে দিয়েছিলেন (তু. অত্রা দাসস্য নমুচেঃ শিরো যদ্ অবর্তয়ো মনবে গাতুম্ ইচ্ছন্ ৫।৩০।৭)। আর তা করেছিলেন তিনি প্লাবনের ফেনা দিয়ে (অপাং ফেনেন নমুচেঃ শিরো ইন্দ্রো.দ্ অবর্তয়ঃ [মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলেছিলে] ৮।১৪।১৩)। অর্থাৎ কাজটা তিনি করেছিলেন অনায়াসে—বৃহতের প্লাবন দিয়ে ক্ষুদ্রতাকে ভাসিয়ে নিয়েছিলেন। কে.তেও দেখি, দেবতারা 'অমহীয়ন্ত', কিন্তু ব্রহ্ম তাদের অভিমান চূর্ণ করলেন একটি তৃণ দিয়ে। তু. গঙ্গাবতরণের সময় তাঁর ঢেউএ মদমত্ত ঐরাবতের ভেসে যাওয়া।

৯১৯ ঋ. ঋষির্ হি পূর্বজা অস্যে.ক ঈশান ওজসা, ইন্দ্র চোষ্কূয়সে বসু ৮।৬।৪১। **চোষ্কূয়** < √ স্কু 'ছেঁড়া', 'আড়াল ঘোচানো' ; তু. চোষ্কূয়মাণো (অনাবৃত ক'রে, প্রকাশিত ক'রে) ইন্দ্র ভূরি বামং (কল্যাণ) মা পণির্ (কৃপণ) ভূর্ অস্মদ্ অধি প্রবৃদ্ধ ১।৩৩।৩, এধমানদ্বিল্. (যাদের বাড়বাড়ন্ত তাদের প্রতি বিরূপ) উভয়স্য রাজা চোষ্কূয়তে (ভিতরের বস্তু বাইরে আনেন, বিপর্যয় ঘটান) বিশ ইন্দ্রো মনুষ্যান্ (সাধারণ মানুষদের) ৬।৪৭।১৬, সর্বময় প্রভু বলে খুশিমত সব-কিছু ওলট-পালট করে দেন ; ইন্দ্র 'অপ্রতিষ্কুত' অপ্রতিহত, মহিমায় স্বপ্রকাশ (< প্রতি √ স্কু 'আড়াল করা') ৮৪।৭, ৮।৯৭।১৩, 'ইন্দ্রো দধীচো অস্থভির্ বৃত্রাণ্য.প্রতিষ্কুতঃ, জঘান নবতীর্ নব' ১৩ ; মারুতো গণঃ…শুভংয়াবা.প্রতিষ্কুতঃ ৫।৬১।১৩ ; ইন্দ্রযাজী 'অপ্রতিষ্কুতঃ' ৭।৩২।৬, ইন্দ্রের '০ শুষ্মম্' ৮।৯৩।১২। [১]শৌ. কো নু গৌঃ ক একঋষিঃ কিম্ উ ধাম কা আশিষঃ, য়ক্ষং পৃথিব্যাম্ একবৃদ্ (একমাত্র) একর্তুঃ (একমাত্র কাল, যেমন সকৃদ্দিবাতে) কতমো নু সঃ ৮।৯।২৫। পরমদেবতা সম্পর্কে প্রশ্ন। উত্তর পরের মন্ত্রে : একো গৌর্ (আদিত্য এবং দ্যৌ নি. ১।৪ ; তু. ঋ. ১০।১৮৯।১) এক একঋষির্, (তাঁর) একং ধামৈ.কধা (একইরকমের) আশিষঃ (চাওয়া, সঙ্কল্প), (তিনিই) য়ক্ষং (রহস্য তু. কে. ৩।২) পৃথিব্যাম্ একবৃদ্ একর্তুর্

'একর্ষি'।[২] কাঠকসংহিতাতেও তাঁর উল্লেখ আছে।[৩] তাঁকে আমরা উপনিষদেও পাই।[৪] যজুঃসংহিতায় এবং যজুর্বেদের উপনিষদগুলিতে দেখি একর্ষির সঙ্গে যমের যোগ। কাঠক-সংহিতাতে এমনও বলা হয়েছে, 'যমকে যিনি জানেন, তিনিই বিজ্ঞানসাধককে একর্ষির মত করে বলতে পারেন।' শৌনকসংহিতায় একর্ষি অদ্বয়তত্ত্ব: 'তিনিই একমাত্র গৌ, একমাত্র ধাম, একমাত্র আশা, পৃথিবীতে অদ্বিতীয় একটি রহস্য,[৫] তিনিই একমাত্র ঋতু বা কাল যাকে কেউ ছাপিয়ে যায় না। তিনি স্কম্ভব্রহ্মে অর্পিত অর্থাৎ তার একাগ্র মধ্যবিন্দু—চক্রের নাভির মত।[৬] অথর্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষদে তিনি প্রাণ; মুণ্ডকে তিনি বানপ্রস্থীর আত্মস্থ অগ্নি যাতে শ্রদ্ধাহোম করা চলে।[৭] দেখা যাচ্ছে, যজুর্বেদের ধারায় একর্ষির সাধনা মৃত্যু বা লয়ের অভিমুখে—পূষার দ্বারা সঙ্কেতিত 'অগ্র্যা বুদ্ধি'[৮] যার আলম্বন। আর অথর্ববেদের ধারায় তিনি প্রাণ, তিনি 'একো গৌঃ' বা পৃশ্নি বা সূর্য।[৯] দর্শনের ভাষায় বলা যায়, দুটি ধারা মিলিয়ে পাই—একর্ষি একাধারে প্রজ্ঞা এবং প্রাণ অথবা 'প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা' বা ইন্দ্র।

একর্ষির সংজ্ঞা কি? কৃষ্ণযজুর্বেদের শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে 'অগ্রে প্রসূত' একজন ঋষির উল্লেখ আছে, তাঁর নাম 'কপিল' [৯২০]। এই উপনিষদের পরমদেবতা 'রুদ্র'।[১]

না.তি রিচ্যতে (তাঁকে ছাপিয়ে কিছুই নাই) ৮।৯।২৬। [২]শৌ. য়ত্র ঋষয়ঃ প্রথমজা (একর্ষিরই বিভূতি) ঋচঃ সাম য়জুর্ মহী (বাক্; =আথর্বণ মন্ত্র যা এই ত্রয়ীবিদ্যার বাইরে), একর্ষির্ য়স্মিন্ন্.অর্পিতঃ স্কম্ভং (ব্রহ্ম) তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদ্ এর সঃ ১০।৭।১৪। স্কম্ভব্রহ্ম হতে একর্ষি, তাঁহতে প্রথমজ ঋষিরা। পৈপ্পলাদের পাঠ সর্বত্র 'একর্ষি'। [৩]কাঠকসং ৪০।১১।৫ (দ্র. বেমী. পৃ. ১৮৭, টী. ৪৭৪)। কাঠকের মন্ত্রটি তৈআ.তে আছে (৬।৫।২), তত্র সাভা. দ্র.। [৪]ঈ. ১৬ (=বৃ. ৫।১৫।১); বৃ. ২।৬।৩; প্র. ২।১১; মু. ৩।২।১০। [৫]যক্ষ দ্র. কেউপ্র.। 'একবৃৎ' এককেরতা, যেমন 'ত্রিবৃৎ' তিনফেরতা। [৬]**অর্পিত** < √ ঋ 'চলা' < 'অর' চক্রশলাকা যা নাভি থেকে যায় নেমির দিকে। আবার দেখতে গেলে তারাই নেমি থেকে নাভিতে সংহত। তখন তারা 'অর্পিত' বা অন্তর্নিহিত। তু. ঋ. পঞ্চপাদং (পাঁচ পায়ে চলেন) পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিব আহুঃ পরে অর্ধে (দ্যুলোকের উর্ধ্বভাগে) পুরীষিণম্ (নীহারিকার মত জ্যোতির্বাষ্পময়), অথে.মে অন্য উপরে (অপরার্ধে, ওই দ্যুলোকেরই নিম্নভাগে; 'উপরাঃ' নিঘ. দিক্ ১।৬, যা কাছের তু. ঋ. 'বি ভূম্যা অপ্রথয় ইন্দ্র সানু দিবো রজ উপরম্ অস্তভায়ঃ'—পৃথিবীর সানুকে প্রসারিত করেছ পর্বতমালায়, আর তাইতে দ্যুলোকের নিম্নদেশকে ধরে আছ স্তম্ভ দিয়ে ১।৬২।৫) সপ্তচক্রে (উপর্যুপরি সাতটি ভুবনের ক্রমপ্রসারিত চক্রবালে) ষড়রে (প্রত্যেক চক্রে অরবিভাগ ছয়টি করে) আহুর্ অর্পিতম্ (সেই ভুবনরথের মেরুদণ্ডে তুমি নিহিত) ১।১৬৪।১২। 'পঞ্চপাদ' পাঁচটি ঋতু, 'দ্বাদশাকৃতি' বারোটি মাস—দুয়ে মিলে সংবৎসর। 'পিতা' আদিত্য, প্রজাপতি—এখানে তিনি কালাত্মক। আবার তিনি যেন একটি রথ। তার সাতটি চক্র সাতটি ভুবন বা বিষ্ণুর সপ্তপদী। প্রতি ভুবনে আবার কালচক্র আবর্তিত হচ্ছে সংবৎসর জুড়ে। তার মধ্যে ছয়টি ঋতু। রথটি তাই 'ষড়র'। এই রথে পরমদেবতা 'পুরীষী' পরার্ধে বা লোকোত্তরে—নীহারিকার মত। আবার অপরার্ধে সপ্তভুবনের 'বিচক্ষণ পিতা'—সূর্যের মত। আবার 'অর্পিত' বা সর্বান্তর্যামী—সূর্যরশ্মির মত। তাঁর এই 'আত্মার্পণ' বা আত্মাহুতিই হল দেবযজ্ঞ—বিসৃষ্টি হয়েও যা উৎসৃষ্টির প্রচোদক। [৭]তু. ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ (গার্হস্থ্যে) স্বয়ং (একা-একা) জুহ্বত (বানপ্রস্থে 'আত্মন্য্.অগ্নীন্ সমাধায়' হোম) একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্ত (সন্ন্যাসে শ্রদ্ধাহোম), তেষাম্ এবৈ.তাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত শিরোব্রতং (তু. ঋ. ৬।১৬।১৩) বিধিবদ্ য়ৈস্ তু চীর্ণম্ ৩।২।১০। [৮]দ্র. ক. ১।৩।১২। [৯]ঋ. ১০।১৮৯।১; তু. ১।১৬৪।১২; তু. প্র. প্রাণঃ প্রজানাম্ উদয়ত্যে.ষ সূর্যঃ ১।৮।

৯২০ শ্বে. ঋষিং প্রসূতং কপিলং য়স্ তম্ অগ্রে জ্ঞানৈর্ বিভর্তি জায়মানং চ পশ্যেৎ ৫।২। [১]শ্বে. ৩।২,

তিনি 'মহর্ষি' এবং হিরণ্যগর্ভকে জন্মাতে দেখেন। পরমদেবতা একর্ষিকেও জন্মাতে দেখেন এবং তাঁকে জ্ঞানদ্বারা পূর্ণ করেন। সব মিলিয়ে 'মহর্ষি' দ্রষ্টা, আর 'একর্ষি' তাঁর জায়মান জ্ঞান। মহর্ষি জ্ঞানের 'অক্ষীয়মাণ উৎস', আর 'একর্ষি' তার নিত্যধারা। হিরণ্যগর্ভও তা-ই, হিরণ্যগর্ভ আর একর্ষি একই তত্ত্ব। ঋক্‌সংহিতায় হিরণ্যগর্ভ ভূতপতি এবং প্রজাপতি—বিশ্বে যা-কিছু জাত, তিনি তার পরিভূ।[২] যা জগৎ প্রাণৎ এবং নিমিষৎ, তাদের তিনি রাজা।[৩] তিনি সমস্ত দেবতার অধিপতি একদেব।[৪] তিনি সবার আত্মদা এবং বলদা; অমৃত এবং মৃত্যু দুইই তাঁর ছায়া।[৫] দেখতে পাচ্ছি, সংহিতার হিরণ্যগর্ভ একাধারে মহর্ষি এবং একর্ষি, কিন্তু উপনিষদে দুয়ের মধ্যে ভেদের বিকল্পনা আছে। একজন দ্রষ্টা এবং জনক, আরেকজন দৃশ্য এবং বিশ্বরূপে জায়মান।

ঋক্‌সংহিতায় ঐন্দ্র বসুক্রের একটি ইন্দ্রসূক্তে কপিলের উল্লেখ পাই। ঋষি বলছেন, 'দশটির একটি (হচ্ছেন) কপিল—(তিনি আর নয়টির) সমান। (তাঁরা) তাঁকে ঠেলছেন ওপারের ক্রতুর দিকে। যে-ভ্রূণটি সুনিহিত প্রবাহসমূহে, মাতা কামনাহীন (সেই ভ্রূণটির) তুষ্টি সাধন করতে-করতে (তাকে) বহন করছেন [৯২১]।'—ঋক্‌টি সন্ধাভাষায় কপিলরূপী ইন্দ্রের বর্ণনা। আগেই দেখেছি, এই কপিল পূর্বজ ঋষি বা একর্ষি। অতএব তিনি ঐতিহাসিক পুরুষ নন, পুরাণপুরুষ। পুরাণপুরুষ তত্ত্বরূপ, ইতিহাসে তাঁর অভিব্যক্তি ঘটে ঘটনার ধারায়। ঋক্‌টির দুটি ক্রিয়াপদই বর্তমানকালের, অতএব এটি একটি শাশ্বত তত্ত্বের বিবৃতি। প্রথমেই বলা হচ্ছে, কপিল দশজনের এক জন—কিন্তু তিনি একাই আর নয়জনের সমান। এই দশজনেরই একটা ক্রতু আছে অর্থাৎ ভব্যার্থকে ভূতার্থে পরিণত করবার সামর্থ্য আছে। এই সামর্থ্য ইন্দ্রের আছে,[১] অতএব এই দশজনই ইন্দ্রের বিভূতি। নয়জনের ক্রতু এপারের, আর কপিলের ক্রতু তা ছাপিয়ে 'পার্য' কিনা পরপারের। সেটি কি, তা এখনই দেখতে পাব।

দশম পুরুষটি তো কপিল, আর নয়জন কারা? তার ইঙ্গিত আগের মন্ত্রে পাই—সেখানে কিছু সংখ্যার খেলা আছে। ঋষি বলছেন, 'সাত জন বীর দক্ষিণ থেকে (অথবা নীচে থেকে) উঠে এল। আটজন (এল) উত্তর থেকে (বা উপর থেকে), তারা একসঙ্গে মিলল এসে। নয়জন পশ্চিম থেকে (বা পিছন থেকে) কুলা নিয়ে এল, দশজন সামনে থেকে (বা পুব থেকে) নিরেট পাথরের চূড়া ডিঙিয়ে গেল [৯২২]।'

---

৪ (রুদ্রো মহর্ষিঃ), ৪।১২ (ঐ)। [২]ঋ. ১০।১২১।১, ১০ (টী. ৮২৮।৩)। তু. শ্বে. রুদ্র বিশ্বের পরিবেষ্টিতা (৩।৭, ৪।১৪, ৫।১৩)। [৩]ঋ. ১০।১২১।৩। [৪]১০।১২১।৭; তু. দেবতারা তাঁর প্রশাসনের উপাসনা করেন (২), তিনি সমস্ত দেবতার সংবৃত্ত (involved) অসু বা প্রাণ—তাইতে 'গর্ভ' বা ভ্রূণ (৭)। [৫]১০।১২১।২।

৯২১ ঋ. দশানাম্ একং কপিলং সমানং তং হিন্বন্তি ক্রতবে পার্যায়, গর্ভং মাতা সুধিতং বক্ষণাস্ব. বেনন্তং তুষয়ন্তী বিভর্তি ১০।২৭।১৬। [১]দ্র. ১০।৫৫।২, টী. ৬৯৫।২।

৯২২ ঋ. সপ্ত বীরাসো অধরাদ্ উদ্ আয়ন্.ষ্টো.ত্তরাত্তাৎ সম্ অজগ্মিরন্ তে, নব পশ্চাতাৎ স্থিবিমন্ত

—এ-ঋকটিও সন্ধাভাষায় রচিত। বীরেরা ঋষি—যাঁরা অন্ধকার বিদীর্ণ করে আলোর দেখা পেয়েছেন। এঁরা পুরুষের অভীপ্সার প্রতীক। গতি অনুসারে ঋষিদের দুটি থাক। প্রথম থাকের ঋষি সাতজন, আবার আটজন; দ্বিতীয় থাকে নয়জন, আবার দশজন। সাতজন ঋষির বেদের প্রসিদ্ধ সপ্তর্ষি—অত্রি, বসিষ্ঠ-কশ্যপ, বিশ্বামিত্র-জমদগ্নি, গোতম-ভরদ্বাজ।[1] বৃহদারণ্যকোপনিষদে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এঁদের সাতটি শীর্ষণ্য প্রাণের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাণের প্রকাশ ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে। নীচ থেকে উপরদিকে তাদের আয়তন হল যথাক্রমে মুখ, দুটি নাসারন্ধ্র, দুটি চক্ষু, দুটি শ্রোত্র। বৈশ্বানর অগ্নি প্রাণরূপে অন্নের পরিপাক করে শীর্ষে চেতনার উন্মেষ ঘটান। উর্ধ্বক্রমে আয়তনগুলির বিন্যাস প্রজ্ঞানের তারতম্য অনুসারে। মনের সঙ্গে চোখ আর কানের ব্যবহারে একমাত্র মানুষেই প্রজ্ঞানের উৎকর্ষ সূচিত হয়।[2] মানুষ সর্বজীবসাধারণ জীবনযোনি-প্রযত্ন ছাপিয়ে ঋষি হয়, যখন সে 'বৃহৎ জ্যোতি'কে দেখে এবং বাকের গুহাহিত পদকে শোনে। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ বলছেন, ব্রহ্মের সংবিৎ আনে যে পরমা বাক্, সে-ই হল প্রাণবৃত্তিরূপ সপ্তর্ষিকে ছাপিয়ে অষ্টমী ঋষিকা।[3] এই বাক্ ছিল অন্নাদরূপে সর্বনিম্ন প্রাণবৃত্তি—আহারসর্বস্ব জীব তখন উদ্‌ভিদের বা বেদের ভাষায় 'ওষধি-বনস্পতি'র পর্যায়ে। তার পর দেখা দিল 'পশু'—তার মধ্যে প্রাণ-চেতনা বিশিষ্ট হল প্রাণনে (breathing) আর ঘ্রাণে, চক্ষু আর শ্রোত্রের ব্যাপ্রিয়ায় মননের আভাস ফুটল। মনন বিশিষ্ট হল 'পুরুষে' বা মানুষে প্রজ্ঞানের আবির্ভাবে। মন তখন হল সাতটি শীর্ষণ্য প্রাণের অধিপতি। শীর্ষণ্য প্রাণের সবার নীচে হল 'বাক্'—মুখবিবর যার আয়তন। বৃহদারণ্যকে এই বাক্‌কে বলা হয়েছে 'ঋষি অত্রি' কিনা অন্নাদ। তার কাজ হল আহার করা। এইখেকে প্রাণের উদয়নের শুরু। তাইতে সংহিতায় বলা হল, 'সাতজন বীর নীচের থেকে উপরে উঠে এল' অর্থাৎ আহারসর্বস্ব জীব—ওষধি-বনস্পতি পশু এবং পুরুষ—এই ক্রমানুসারে অবশেষে মানুষ হল। কিন্তু এইখানেই তার প্রগতির শেষ নয়। মানুষকে হতে হবে 'মনু', তার নিজের মধ্যে দ্যুলোকের আলো নামিয়ে এনে দেবতাকে জন্ম দিতে হবে।[4] এটি হবে এখান থেকে তার নিজের প্রয়াসে ধী-যোগের দ্বারা, আর উপর হতে দেবতার আবেশে বা শক্তিপাতে। এই শক্তি বৃহদারণ্যকের অষ্টমী বাক্ বা 'ব্রহ্মণা সংবিদানা' ব্রাহ্মী বাক্।[5] সংহিতায় শক্তিপাতকে বলা হয়েছে সাতের সঙ্গে

আয়ন্ দশ প্রাক্ সান্থ রি তিরস্ত্যঃ.ঋঃ ১০।২৭।১৫। [1]এই ক্রম বৃ.তে (২।২।৪)। দ্র. ঋ, ৯।১০৭, ১০।১৩৭ সূ., সর্বানুক্রমণী, তত্র অন্য ক্রম। [2]প্রজ্ঞানের ক্রমিক উৎকর্ষের বিবরণ দ্র. ঐআ. ২।৩।২, তত্র ঐউপ্র. ভূমিকা। [3]বৃ. অর্বাগ্‌বিলশ্ চমস উর্ধ্ববুধ্নস্ তস্মিন্ নিহিতং বিশ্বরূপম্, তস্যা.সত ঋষয়ঃ সপ্ত তীরে বাগ্ অষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিদানা ২।২।৩। [4]তু. ঋ. মনুর্ ভব জনয়া দৈব্যং জনম্ ১০।৫৩।৬ (সমস্ত সূ. দ্র. টীমূ. ২৮৭...)। [5]বাকের চারটি পদ (১।১৬৪।৪৫; বাক্ চতুষ্পদী বলে 'গৌরী' বা 'ধেনু')। তুরীয় পদে তিনি 'মানুষী' বা 'আগ্নেয়ী' অর্থাৎ পার্থিব (তন্ত্রে 'বৈখরী')। তার উজানে তিনি মাধ্যমিকা বা 'দৈবী' (বৃ.

আটের সপ্তম অর্থাৎ শক্তি যখন উপর থেকে নীচে নামল, তখন আধারের সাতটি শীর্ষণ্য প্রাণকে 'দৈব্যজনে' রূপান্তরিত করল—মানুষ হল মনু।

এই মনু মানুষের আলোঝলমল বৈবস্বত মন, সে দেবতার সাযুজ্যকামী, যজ্ঞ তার সাধন [৯২৩]। যজ্ঞ মন্ত্রসাধ্য। মনন হতে মন্ত্র[1]—স্বরূপত তা 'ব্রহ্ম' বা চেতনার বিস্ফারণ এবং কার্যত 'বাক্' বা ব্রহ্মের অভিব্যক্তি। এই বাক্ সৃষ্টির প্রবর্তিকা—কি করে তার বিবৃতি দিয়েছেন দীর্ঘতমা ঔচথ্য।[2] পরমব্যোমে বাক্ যেমন সহস্রাক্ষরে পরিকীর্ণা, তেমনি একাক্ষরে সঙ্কীর্ণা। একাক্ষরা বা একপদী বাক্ হল ওম্। সৃষ্টি ওঙ্কারের ঝঙ্কার—পরমব্যোম হতে দ্যুলোক অন্তরিক্ষ আর ভূলোক হয়ে ধাপে-ধাপে নেমে এসেছে। বাকও তেমনি একপদী দ্বিপদী চতুষ্পদী এবং অষ্টাপদী। এই বাক্ 'বভূবুষী' কিনা বহু হওয়ার সংবেগসম্পন্না। হওয়াটা 'দ্বেধাপাতনে'র দ্বারা।[3] তাইতে একপদী বা অসঙ্গা বাক্ দ্যুলোকে এসে আদিত্যসঙ্গিনী হয়ে হলেন দ্বিপদী।[4] তন্ত্রে একপদী বাক্ 'পরা', আর এই দ্বিপদী বাক্ জ্যোতির্ময়ী বলে 'পশ্যন্তী'। আবার দ্বেধাপাতনের দ্বারা অন্তরিক্ষে এসে বাক্ হলেন চতুষ্পদা। বস্তুত এটি আদিত্যবিম্ব হতে দিকে-দিকে রশ্মির বিচ্ছুরণ, ছান্দোগ্যে যাকে বলা হয়েছে আদিত্যের ক্ষোভ[5] বা ব্রহ্মক্ষোভ—যা সৃষ্টির প্রথম স্পন্দ। চতুষ্পদী বাক্ অন্তরিক্ষ হতে পৃথিবীতে নেমে হলেন অষ্টাপদী। যাস্ক বলছেন, চারটি দিকের সঙ্গে চারটি প্রদিক্ বা দিগন্তর মিলে হয় আট। তাদের সঙ্গে সঙ্গত বাক্ অষ্টাপদী। দ্বেধাপাতনের ফলে আদিত্যক্ষোভজনিত স্পন্দ এখানে আরও দ্রুত। সংহিতায় এটি বাকের 'তুরীয় পদ'—বাক্ তখন মানুষের মুখের ভাষা। আবার ছন্দের দিক থেকে অষ্টাপদী বাক্ গায়ত্রী। গায়ত্রী অগ্নির ছন্দ।[6] দ্বিপদী বাকের অষ্টাপদী হওয়ার তাৎপর্য তাহলে ঊর্ধ্ববুধ্ন আদিত্য হতে তাঁর রশ্মির অগ্নিরূপে মানুষের মধ্যে 'অন্তর্নিহিত' হওয়া।[7]

বাক্ সহস্রাক্ষরা, আর 'সহস্র' বোঝায় অনন্তকে। অতএব অষ্টাপদী হয়েই বভূবুষী বাক্ থামবেন না, তাঁর দ্বেধাপাতনের কাজ চলতেই থাকবে। কিন্তু দীর্ঘতমা তার পরেই

৫।২।৩), তার উজানে 'সসর্পরী' বা সৌরী (ঋ. ৩।৫৩।১৫), তারও উজানে 'ব্রহ্মী' বা সোম্যা (৯।৩৩।৫)। তিনটি উপর থেকে নামে, তুরীয়টি উঠে যায়।

৯২৩ ঋ. মনুর্ দেবয়ুর্ যজ্ঞকামঃ ১০।৫১।৫, টীমূ. ২৭৪। [1]নি. মন্ত্রো মননাৎ ৭।১২। [2]ঋ. ১।১৬৪।৪১-৪২, ৪৫ ; তু. ৩৯। ঋষির নামে 'উচথ॥ উক্থ॥ বাক্'এর ধ্বনি ল.। প্রথম দুটি শব্দ 'ব্রহ্মে'র মত ক্লীবলিঙ্গ। [3]তু. বৃ. স বৈ নৈ.ব রেমে, তস্মাদ্ একাকী ন রমতে,…আত্মানং দ্বেধা.পাতয়ৎ ১।৪।৩। [4]তু. নি. ১১।৪০ (ঋ. ১।১৬৪।৪১এর ব্যাখ্যা)। নিঘ.তে বাক্ অন্তরিক্ষস্থান (৫।৫); অতএব মাধ্যমিকা। কিন্তু এটি সামান্যবচন। সৃষ্টি বেদে অন্তরিক্ষের ব্যাপার, আর বাক্ সৃষ্টির প্রবর্তিকা। তাই তাঁর স্থান অন্তরিক্ষে এবং স্বরূপত তিনি প্রাণ। কিন্তু প্রাণ কখনও প্রজ্ঞাবিরহিত নয়। তাইতে প্রাণস্পন্দিতা বাকের উপমান হল 'গৌরী'। যাস্ক গৌরী বলতে বুঝছেন রুচিরা বা দীপ্তিমতী অর্থাৎ গৌরবর্ণা (তু. নি. ১১।৩৯, তত্র দুর্গ)। মাধ্যমিকা গৌরী তাহলে কৌ.র ইন্দ্রের মতই প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ। নিসর্গে তাঁর অধিদৈবত প্রকাশ মেঘের বা বাত্যার গর্জনে, বৃষ্টির ঝর্ঝরে, জলস্রোতের কলধ্বনিতে। আবার মেঘ বায়ু অপ্ সবই প্রাণের প্রতিরূপ। মাধ্যমিকা বাকের অনুধ্যান করতে হবে এইসব ভাবনার সমাহারে। মেঘগর্জনাদিতে বাক্ যেমন প্রাণময়ী, তেমনি বিদ্যুতে এবং আদিত্যে প্রজ্ঞানময়ী। তাঁর ব্যাপ্তিধর্ম প্রকাশ পাচ্ছে দিক্এর সহচারে। [5]ছা. ৩।৫।৩। [6]ঋ. ১০।১৩০।৪। [7]১।২৬।৭, টী. ৪৩৭।১।

নবপদী বাকের কথা বলছেন। অষ্টাপদী বাক্ তাহলে উপলক্ষণ মাত্র, আর নবপদী তাঁর অন্তর্যামী নিয়ামক শক্তি—বাড়তি অক্ষরটি গোড়ার সেই একপদী বাক্ বা ওম্ [৯২৪]।

এই নবপদী বাক্ই বসুক্রের 'নব বীরাঃ'। তাঁরা এলেন পিছন থেকে সামনে অর্থাৎ অব্যক্ত হতে ব্যক্ত ভূমিতে। দীর্ঘতমার নবপদী বাক্ও ব্যক্ত সৃষ্টির প্রবর্তিকা—কেননা 'জন্মন্‌জন্মন্ নিহিতো জাতবেদাঃ' অগ্নির [৯২৫] ছন্দ যে-গায়ত্রী, তিনি তার অধিষ্ঠান। আর এই অগ্নি সৌচীকরূপে সর্বজীবে গুহাহিত এবং তাহতে ব্যক্তবিশ্বের সূচনা[১] বলে নবপদী বাক্ও বিশ্বের নেপথ্যচারিণী আদ্যা শক্তি। তন্ত্রে তিনি 'নবযোনি'—অন্তঃস্থ উষ্ম এবং ক্ষকারের সমবায়ে 'নবমাতৃকা'।[২] আমরা জানি, বেদে বাক্ 'গো' এবং গো 'কিরণ' অর্থাৎ বাক্ প্রতি জীবে নিহিত আদিত্যরশ্মি। এইদিক থেকে নবপদী বাক্ বেদের প্রসিদ্ধ ঋষিগণ 'নবগ্বাঃ' বা নবরশ্মি।[৩] সায়ণের মতে বসুক্রের 'নববীর' নবগ্বগণ এবং তাঁরা আবার প্রসিদ্ধ অগ্নিঋষি অঙ্গিরোগণ।[৪] বাক্‌শক্তিই মানুষকে ঋষি করে,

---

৯২৪ ল. এক দুই চার আর আটের যোগফল পনের হল চন্দ্রকলার সংখ্যা। তাদের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। এটি বোঝাবে একে বিধৃত সৃষ্টি-প্রলয়ের ছন্দোদোলা। পনেরর সঙ্গে এক যোগ করলে পাই ষোড়শী ধ্রুবা কলা (বৃ. ১।৫।১৫)। এইটি এখানে নবপদী বাক্। একপদী আর নবপদী এই দুটি স্বধার মাঝে বিসৃষ্টি আর অতিসৃষ্টির নামা-ওঠা।

৯২৫ ঋ. ৩।১।২০, ২১ ; দ্র. টীমূ. ২২৩।৪, ১৭৮, ১৭৯। ১দ্র. বেমী. 'সৌচীক' অগ্নি। ২দ্র. শিবসূত্রবিমর্শিনী ২।৭, টিপ্পনী ৫২। তু. 'জ্ঞানং বন্ধঃ, য়োনির্বর্গঃ কলাশরীরম্, জ্ঞানাধিষ্ঠানং মাতৃকা' শিবসূত্র ১।২-৪। 'যোনি' মায়া, শক্তি—'অম্বা জ্যেষ্ঠাভিধা রৌদ্রী বামা চ শিরমূর্তয়ঃ' (শিবসূত্র ১।৩ বার্তিক)। শ্রীযন্ত্রে অগ্নীষোমাত্মক নবযোনি প্রসিদ্ধ। ৩**নবগ্ব**—নয়টি 'গো' বা কিরণ যাঁর, প্রাচীন ঋষির সংজ্ঞা। ঋ.তে 'নবগ্বো নু দশগ্বো অঙ্গিরস্তমঃ সচা দেবেষু মংহতে (দেবতাদের সাযুজ্যলাভে মহীয়ান্)' ১০।৬২।৬; তাঁরা 'গব্যং (কিরণসমূহের উৎস, সূর্য বা সোম) চিদ্ ঊর্বম্ (বিপুল) অপিধানবন্তং (আবরণযুক্ত) তং চিন্ নরাঃ শশমানাঃ (শমের সাধক বা কৃচ্ছ্রতপা হয়ে < √শম্ 'পরিশ্রম করা', 'শান্ত হওয়া') অপ ব্রন্ (অপাবৃত করলেন) ৫।২৯।১২ (তু. ১০।১০৮।৮, ১।৬২।৪); এই সাধনা তাঁরা করেছিলেন দশমাস ধরে (৫।৪৫।৭, ৯); আর তার ফলে তাঁরা পেলেন সেই 'কন্যার সখ্য' (মক্ষূ কনায়াঃ সখ্যং নবগ্বা ঋতং বদন্ত ঋতযুক্তিম্ অগ্মন্ ১০।৬১।১০; এই কন্যা অসম্ভূতিরূপিণী অদিতি); সংখ্যায় তাঁরা সাতজন (সপ্তবিপ্রাসঃ ৬।২২।২, 'সপ্তাস্য' বা বৃহস্পতিতুল্য ৪।৫১।৪)। ঋ. ৩।৩৯।৫এর ভাষ্যে সা. বলছেন, 'মেধাতিথিপ্রভৃতয়ো হ্যঙ্গিরসঃ কেচিন্ নব মাসান্ সত্রম্ অনুষ্ঠায় ফলং লেভিরে, কেচিদ্ দশ মাসান্ অনুষ্ঠায়েতি। তত্র য়ে নব মাসান্ সত্রম্ অনুষ্ঠায় লব্ধফলা উদতিষ্ঠন্ তে নবগ্বাঃ, য়ে দশ মাসান্…তে দশগ্বাঃ'। সত্রটিকে সংক্ষিপ্ত করে 'অহীন' করা যায়—তখন কালের মাপ মাস দিয়ে নয়, তিথি দিয়ে। নবগ্বেরা আর দশগ্বেরা 'কন্যার উপাসক' বা শক্তিসাধক। কেউ নবমীতে সিদ্ধ, কেউ দশমীতে। কন্যাটি ষোড়শকল পুরুষের শক্তি 'ষোড়শী'। তিনি পূর্ণিমাকেও ছাপিয়ে—সকৃদ্‌দিবার মত হ্রাসবৃদ্ধিহীন নিত্যপূর্ণিমা। এই পূর্ণিমাতে সন্ধিতিথি হল অষ্টমীর শেষে, নবমীর গোড়ায়—যখন সোম্যজ্যোতির জয়ন্তী নিশ্চিত। তন্ত্রে অষ্টমী তিথির সাঙ্কেতিক নাম 'জয়া'। জয়ের ফল দেবতাকে দিয়ে রিক্ত হতে হয়, নইলে কেনোপনিষদের দেবতাদের মত যক্ষশক্তি উমাকে না পেয়ে সাধকের ফিরে আসতে হবে। তাই নবমী তিথির নাম 'রিক্তা'। তার পরেই পূর্ণ বিজয় বলে দশমীর নাম 'পূর্ণা' বা 'বিজয়া'। বিজয়ার পর জ্যোৎস্নার পথ ধরে কন্যার কাছে যাওয়া তখন সহজ হয়। বেদের সোম্যসিদ্ধির সাধনা তন্ত্রে এমনি করে প্রপঞ্চিত হয়েছে। বসুক্রের ঋক্ দুটিতে তারই ইশারা। ৪দ্র. নি. 'অঙ্গিরসঃ' ১১।১৭। উদাহরণ দিতে গিয়ে যাস্ক ঋ.র এই ঋক্‌টি নিয়েছেন: 'বিরূপাস (নানারূপ, অর্থাৎ যাঁরাই অগ্নিসিদ্ধ তাঁরাই 'অঙ্গিরাঃ') ইদ্ ঋষয়স্ ত ইদ্ গম্ভীরবেপসঃ (হৃদয়ের গভীরে যাঁদের আকূতি অর্থাৎ তাঁরা যেমন ঋষি তেমনি

একথা বাকৃসূক্তে অম্ভৃণকন্যা নিজেই বলছেন।[৫] নববীরেরা তাহলে পুরুষ হয়েও বাকের সাযুজ্যবশত স্ত্রীরূপ। এইটি বোঝাতে বসুক্র বললেন, 'তাঁরা এলেন কুলা (স্থিবি) নিয়ে।' কুলার ব্যবহার সাধারণত মেয়েরাই করে। কুলায় তারা শস্য ঝেড়ে-বেছে একত্র করে। তারপর সেই শস্য 'নির্বপন' করা হয় কিনা কুলা থেকে নিয়ে ক্ষেতে ছড়িয়ে দেওরা হয়। এইরকম একটা ছবির আভাস ঋক্‌সংহিতাতেই আছে। আয়াস্য আঙ্গিরস বলছেন, পণিরা গোযূথকে লুকিয়ে রেখেছিল পর্বতের গুহার আড়ালে। বৃহস্পতি তাদের অভিভূত করে পর্বতকন্দর হতে গোযূথকে ছড়িয়ে দিলেন, যেমন কুলা থেকে যব ছড়িয়ে দেয়।[৬] ছবিটিতে অন্ধকারের আড়াল ভেঙে সূর্যের রশ্মিজালকে বিকীর্ণ ক'রে নবসৃষ্টির সূচনার ধ্বনি আছে। তন্ত্রে দশমহাবিদ্যার অন্যতমা ধূমাবতীর হাতে দেখি কুলা। ধূমাবতী মৃত্যুরূপা, প্রলয়ের সময় সৃষ্টির বীজ কুলায় জড়ো করে মুঠায়-মুঠায় তিনি মুখে পুরছেন। এও নির্বপন—ব্যক্তের বীজকে অব্যক্তে মিলিয়ে দেওরা। নববীরদের এবং বৃহস্পতির নির্বপন এর বিপরীত ধারায়—অব্যক্ত হতে ব্যক্তের বীজ ছড়ানো সৃষ্টির ব্রাহ্মমুহূর্তে। নববীরেরা বিশ্বসৃষ্টির প্রবর্তিকা শক্তি—ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপের বিধাতা।[৭]

নববীরদের পরে এলেন দশবীরেরা—সামনের দিক থেকে। তাঁদের গতি নববীরদের গতির বিপরীত—পুব থেকে পশ্চিমে [৯২৬] বা ব্যক্ত হতে অব্যক্তের দিকে। সূর্য তখন পুরুষের সামনে—পিছনে বারুণী শূন্যতার অন্ধকার। সূর্যকে সামনে দেখা হল—প্রত্যক্ দৃষ্টিতে কিনা মুখামুখি তাঁকে দেখা। মধ্যদিন পর্যন্ত তাঁকে এইভাবে দেখা যায়, দৃষ্টির মোড় না ঘুরিয়েই তাঁকে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই হল ঋষির চিন্ময় প্রত্যক্ষ—দেবতাকে এই চোখ দিয়েই দেখা। মধ্যদিনের পর কিন্তু তাঁকে আর এইভাবে দেখা যায় না—তখন হয় আমাকে মুখ ফেরাতে হবে, আর তা নাহলে দৃষ্টির মোড় ঘুরিয়ে আবৃত্তচক্ষু হতে হবে।[১] এইটি মুনির আন্তর প্রত্যক্ষ—চোখ বুজে দেবতাকে অন্তরে দেখা। তখন ধরতে হয় প্রবর্তনের নয়—নিবর্তনের পথ,[২] অস্তগামী সূর্যের সঙ্গে-সঙ্গে অন্ধকারের

বিপ্রও। তু. সোম 'ঋষির্ বিপ্রঃ কাব্যেন' ৮।৭৯।১), তে অঙ্গিরসঃ সূনবস্ তে অগ্নেঃ পরি জজ্ঞিরে ১০।৬২।৫। এর পরেই আছে. 'যে অগ্নেঃ পরি জজ্ঞিরে বিরূপাসো দিবস্ পরি, নবগ্বো নু' ইত্যাদি (৬, দ্র. টী. ৯২৫।৩)। অঙ্গিরা অগ্নি হতে জাত অগ্নিসাধক। আবার তাঁরাই 'নবগ্ব' এবং 'দশগ্ব' অর্থাৎ সূর্য বা সোমের সাধক। তাঁরা অগ্নি হতে পৌঁছন সূর্যে এবং তা ভেদ করে সোমে। সে-সোম পূর্ণিমার বা অমাবস্যার। [৫]১০।১২৫।৫, টী. ৩০১। [৬]বৃহস্পতিঃ পর্বতেভ্যো বিতূর্য (পণিদের অভিভূত করে ছিনিয়ে নিয়ে < √ তৄ 'অভিভূত করা' তু. ১০।২৭।১৫ ঘ) নির্ গা ঊপে (ছড়িয়ে দিয়েছেন < √ বপ্ 'বপন করা, ছিটানো') যবম্ ইব স্থিবিভ্যঃ (< √ স্থিব্ 'থুতু ফেলা', তু. 'নিষ্ঠীবন'; ল. কুলার আকার জিভের মতন) ১০।৬৮।৩। [৭]দ্র. বেমী 'ত্বষ্টা', টীমূ. ৪২৮-৪৩০।

৯২৬ গতিগুলি অধ্যাত্মদৃষ্টিতে উপরে-নীচে আর সামনে-পিছনে। অধিদৈবতদৃষ্টিতে উত্তরে-দক্ষিণে আর পুবে-পশ্চিমে—সূর্যকে ধরে। আবার, আহ্নিক গতিতে সূর্য জীব-লীলার আর বাৎসরিক গতিতে প্রাজাপত্য বা বিশ্ব-লীলার সাক্ষী। [১]তু. ক. ২।১।১; আরও তু. মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ 'অসৌ বা আদিত্যো বহিরাত্মা, অন্তরাত্মা প্রাণঃ ৬।১। [২]তু. ঋ. ১০।১৯।৪,৫। সূ-র দেবতা 'আপঃ গাবো বা'; 'অপ্' প্রাণ, কিরণবাচী 'গো'

বুক চিরে আলো আবিষ্কারের পথ। নববীরেরা সৃষ্টিচক্রের সঙ্গে বাঁধা—সূর্যের উদয়াস্তের সঙ্গে তাঁরা আবর্তিত হয়ে চলেছেন। ভোরবেলা পশ্চিম থেকে পুবে উঠে এসেও আবার অবশভাবে তাঁদের পশ্চিমে হেলে পড়তে হয়। যিনি দশম বীর, তিনি এই আবর্তনের ঊর্ধ্বে। তাঁর আলো শাশ্বত, তার উদয়াস্ত নাই। অন্ধতমিস্রায় যখন তারার আলোও থাকে না, তখনও তিনি এক অনিমেষ দৃষ্টির ভাতি নিয়ে চেয়ে থাকেন। তাঁর আলো অব্যক্তের আলো, ব্যক্তজ্যোতি তার অনুভা মাত্র।[৩] অগ্নির মত তিনি 'দোষাবস্তা'—অন্ধকারকেও অদৃশ্য আলোকে উদ্ভাসিত করে তোলেন।[৪] নিবর্তনের সময়েও নববীরেরা তাঁর আলোকে আলোকিত, অতএব তাঁরা সবাই 'দশবীর' বা 'দশগ্ব'। সায়ণ এঁদেরও বলছেন 'অঙ্গিরা'।[৫]

এই দশম বীরই একর্ষি ইন্দ্র এবং পরের মন্ত্রের কপিল। তিনি এবং তাঁর অনুচরেরা স্বরূপত উদয়াস্তের আবর্তনের ঊর্ধ্বে 'একল' আদিত্য এবং তাঁর নিত্যদীপ্ত রশ্মিজাল [৯২৭]। এখানকার দৃষ্টিতে এ তাঁর প্রাচীমূল হতে অনস্তমিত নিত্য উদয়ন, যা আমরা চোখের সামনেই (প্রাক্) দেখতে পাই। তখন আর মাধ্যন্দিন আদিত্যের হেলে পড়া নাই। তাই তাঁর গতি 'অধ্বর'-গতি, 'কাষ্ঠায়' বা লক্ষ্যে পৌঁছানর পরও অব্যাহত 'পরা গতি'।[১] তখন অনুভব হয়, দশবীরেরা যেন একটি 'অশন্'এর সানু বা শিখরকে 'বিতীর্ণ'[২] করে উঠে আসেন। 'অশন্' শব্দের তিনটি অর্থ—পাষাণ,[৩] ইন্দ্রশত্রু জনৈক অসুর,[৪]

প্রজ্ঞা। তু. কায়মানো (আস্বাদন করতে-করতে, < √কন্ 'সম্ভোগ করা') বনা ত্বং যন্ মাতৄর্ অজগন্ন.পঃ (মাতৃরূপিণী অপ্‌দের মধ্যে চলে গেলে, কারণসলিলে তলিয়ে গেলে 'সৌচীক' হয়ে তু. ১০।৫১।১, টীমূ. ২৭০), ন তৎ তে অগ্নে প্রমৃষে (ভোলা যায় না, সহ্য হয় না) নিবর্তনং (অন্তর্হিত হওয়া, মিলিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের মত) যদ্ দূরে সন্নি.হা.ভবঃ (আবার ফিরে আসা ; নিমেষ আর উন্মেষ দুটি লীলাই অবিস্মরণীয়) ৩।৯।২। ৩ক. ২।২।১৫। ৪'দোষাবস্তা' তু. ঋ. ১।১।৭ ; বৃ. ৪।৩।২-৬। আরও তু. রাত্রিসূক্ত ঋ. ১০।১৩০।১-২ টীমূ. ৯৮। ৫সা. বলছেন, সপ্তবীরেরা সপ্তর্ষি, অষ্টবীরেরা বালখিল্যগণ, নববীরেরা ভৃগুগণ, আর দশবীরেরা অঙ্গিরোগন। সপ্তর্ষিরা বৃতে অগ্নির মূর্ধন্য দীপ্তি বা ইন্দ্রিয়বৃত্তি (২।২।৩-৪), বালখিল্যেরা ব্রা ঋৎ৫ প্রাণবৃত্তি (ঐব্রা. ৬।২৬, ২৮, ৫।১৫ ; শ. ৮।৩।৪।১); ভৃগুরা বরুণগৃহীত আদিত্যোত্তর দীপ্তি (ঐব্রা. ৩।৩৪ ; তু. তৈউ. ভৃগু বারুণি) ; ঋ.তেই অঙ্গিরারা নবগ্ব এবং দশগ্ব দুইই (১০।৬২।৫-৬), সুতরাং ভৃগুরা তাঁদেরই অন্তর্গত। এখানে একটা উত্তরোত্তরিক্রম দেখা যাচ্ছে—ইন্দ্রিয়কে ছাপিয়ে প্রাণ, তাকে ছাপিয়ে প্রজ্ঞা এবং সবাইকে জড়িয়ে অগ্নিষোমীয় আনন্দ।

৯২৭ ছা. ৩।১১।১-৩। তত্র ল. এই ব্রহ্মোপনিষৎ ব্রহ্মা প্রজাপতিকে, প্রজাপতি 'মনু'কে দিয়েছিলেন। মনু থেকে পেল প্রজারা। এর সঙ্গে তু. ভাগবতে সাংখ্যপ্রবক্তা কপিল প্রজাপতি কর্দম এবং মনুকন্যা দেবহূতির পুত্র, কিন্তু বিষ্ণুর অবতার। সাংখ্যবিজ্ঞান তিনি প্রথম প্রকাশিত করেন দেবহূতির কাছে। প্রজাপতি কর্দম স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার পুত্র, ব্রহ্মা পরমপুরুষ বিষ্ণুর বিজ্ঞানশক্তি (ভা. ৩।২১ অধ্যায়...; ৩।৯।২৯-৩৭)। ১তু. ক. ১।৩।১১। ২'বি তিরন্তি' অভিভূত করেন, বিদীর্ণ করেন (< √তৄ, তু. ঋ. পর্বতেভ্যো বিতূর্য' ১০।৬৮।৩, তত্র পাষাণবিদারণের ধ্বনি)। ৩**অশন্** ৪।২৮।৫, ১০।৬৮।৮ (টী. ২৬০।২), ২।৩০।৪। নিঘ. 'মেঘ' ১।১০, যা পর্বতকেও বোঝায় : পর্বত স্থাণু, মেঘ চরিষ্ণু—একটি তমোগুণের আর অপরটি রজোগুণের প্রতীক, কিন্তু দুইই বৃত্র। ॥ 'অশ্মন্' নিঘ. ঐ। তু. 'অশনি' বজ্র, ঋ. ১।৪৩।৫, ৪।১৬।১৭, ২।১৪।২...। শব্দটি তখন **অশ্ন** দ্র. ঋ. ২।১৪।৫, ২০।৫ (৬।৪।৩)। মৌলিক অর্থ 'অশনায়াযুক্ত, ক্ষুধার্ত', তু. মৃগো ন অশ্নঃ ১।১৭৩।২। প্রতিতু. 'অনাশক' শ. ২।৪।৩।৩, ৯।৫।১।৯, ১৪।৭।২।২৫ ; ছা. ৮।৬।৩ ; বৃ. ৪।৪।২৫ ; আরও তু.

মধ্যমস্থান দেবতাবিশেষ।[৫] মেঘ বা পাষাণ আবরিকা শক্তি, বেদে বৃত্রের প্রতীক। 'অশ্নঃ সানু'র একটি অর্থ তাহলে হবে বৃত্রের পরম বাধা—তার নবনবতিতম পুর, যা আছে দ্যুলোকের প্রত্যন্তে। ইন্দ্র 'শতক্রতু' হয়ে তাকে বিদীর্ণ করে 'শততম বেশ্মে' বা স্বধামে প্রতিষ্ঠিত হন।[৬] এটি হল আদিত্যের তিমিরবিদার অভ্যুদয়, 'মনু' বা বিশ্বমানবের জন্য ইন্দ্রের আলো খুঁজে পাওয়া—যার কথা আগে বলেছি।[৭] 'অশন্' বা 'অশ্নে'র প্রথম দুটি অর্থ এখানে বেশ খাটে। সানুর পর সানু ভেঙে উত্তমজ্যোতিতে বা সূর্যে পৌঁছন ঋষি-ধারার মানুষের পরমপুরুষার্থ।[৮] উপনিষদ বলবেন, এ হল সদ্‌ব্রহ্মে সমাপত্তি।

কিন্তু তারও পরে কথা আছে। 'অশন্' শব্দটি এখানে শ্লিষ্ট—যেমন বোঝাচ্ছে তমঃশক্তিকে, তেমনি আবার জ্যোতিঃশক্তিকে। ঋষি দীর্ঘতমা তাঁর প্রত্যক্ষভূত একজন 'বাম পলিত হোতা'র কথা বলছেন, তাঁর মধ্যম ভ্রাতা হলেন 'অশ্ন', আর তৃতীয় ভ্রাতা 'ঘৃতপৃষ্ঠ' অগ্নি [৯২৮]। এই হোতা নিঃসন্দেহে দৈব্য হোতা 'আদিত্য'[১]—কিন্তু প্রচেতা বলে একাধারে সূর্য এবং আকাশ, যাস্কের ভাষায় 'স্বর্' এবং 'নভঃ'।[২] 'স্বর্' আলোঝলমল, তাইতে 'বাম' কিনা ভালবাসার ধন।[৩] 'নভঃ' আলোর কুয়াসা—নীহারিকার মত। সকালে-সন্ধ্যায় অব্যক্তের উপান্তে ধূসর আকাশ তাই 'পলিত'।[৪] এই 'পলিত বামদেব' বিভূতিধূসর শিবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দীর্ঘতমা তাঁকে 'সপ্তপুত্র বিশ্‌পতি' পিতা বলছেন। কুমার যামায়ন যমকেও বলছেন 'বিশ্‌পতি পিতা'।[৫] যম আর বরুণ একই তত্ত্ব।[৬] সব মিলিয়ে দীর্ঘতমার দৈব্য হোতা অদিতির সঙ্গে যুগনদ্ধ শূন্যতার দেবতা বরুণ, তাঁর সপ্তপুত্র সপ্ত আদিত্য।[৭] একই দেবতা ত্রিধামূর্তি—পরমব্যোমে বরুণ, অন্তরিক্ষে 'অশ্ন' আর পৃথিবীতে অগ্নি।

সায়ণ বলেন, 'মধ্যম অশ্ন' অন্তরিক্ষস্থান বায়ু। এটি সামান্যবচন। বিশেষ করে তাঁকে বলা যায় 'বিদ্যুৎ'। শব্দটির মূলে তখন ব্যাপ্ত্যর্থক অশ্‌ ধাতু। বিদ্যুতের উদ্‌ভাস

ঋ. অনশন্নন্যো অভিচাকশীতি ১।১৬৪।২০। [৫]১।১৬৪।১। [৬]৪।২৬।৩, টীমূ. ১৯৫।৭; ৭,১৯।৫। [৭]দ্র. টীমূ. ৯১৮। [৮]ঋ. ১।১০।২, ৫০।১০।

৯২৮ ঋ. অস্য বামস্য পলিতস্য হোতুস্ তস্য ভ্রাতা মধ্যমো অস্ত্য.শ্নঃ, তৃতীয়ো ভ্রাতা ঘৃতপৃষ্ঠো অস্যা.ত্রা. পশ্যং বিশ্‌পতিং সপ্তপুত্রম্ ১।১৬৪।১। [১]দ্র. বেমী. 'দৈব্যহোতৃদ্বয়'। [২]দ্র. নিঘ. ১।৪, দ্যুলোক আর আদিত্যের সাধারণ নাম (নি. ২।১৩)। একটি অরূপ, আরেকটি সরূপ—একই তত্ত্বের এপিঠ-ওপিঠ। [৩]< √বন্ 'কামনা করা, ভালবাসা'। তু. কে. ব্রহ্ম 'তদ্ বনম্' ৪।৬, দ্র. কেউপ্র.। [৪]**পলিত** ঋ.তে অগ্নির বিণ. ১।১৪৪।৪, ৩,৫৫।৯ (টী. ১৯৮।৫), ১০।৪।৫। অগ্নি ধূমল বলে পলিত বা ধূসরবর্ণ। একজায়গায় ইন্দ্র 'পলিত': বিধুং (সংস্কৃতে 'চাঁদ', এখানেও তা-ই; কিন্তু ঋ.।.? অনন্য প্রয়োগ) দদ্রাণং (ছুটে চলেন < √দ্রা 'দৌড়ানো', 'ঘুমানো'—গতি এবং স্থিতি দুই অর্থেই) সমনে (সম্মেলনে) বহূনাং (অর্থাৎ তারাদের) যুবানং সন্তং (পূর্ণিমায়) পলিতো (ইন্দ্র ধূসর হয়ে তাঁর জ্যোৎস্না) জগার (গিলে ফেলেছেন), দেবস্য পশ্য কাব্যং মহিত্বা.দ্যা মমার স হ্যঃ (আবার কালকেই) সমানঃ (প্রাণবন্ত, < √ অন্ 'শ্বাস ফেলা', অথবা 'সম্' উপসর্গের পর ধাতু ছাড়াই 'আন' প্রত্যয়; অর্থাৎ পরিপূর্ণ, অমাবস্যায় মরে গিয়ে পূর্ণিমায় পুরাপুরি বেঁচে ওঠেন) ১০।৫৫।৫। ইন্দ্র চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির ঈশান, অতএব চাঁদের ওপারে বারুণী শূন্যতা। [৫]১০।১৩৫।১, দ্র. বেমী. পৃ. ৯০-৯১। [৬]১০।১৪।৭, টীমূ. ৪২, ১২৭।৪, ১৯৬।৫। [৭]তু. ১০।৭২।৯, টী. ১৪১।১।

হঠাৎ-আলোর ঝলকানিতে আকাশ ছেয়েই আবার মিলিয়ে যায়—ব্রহ্মানুভব সম্পর্কে এই আদেশ আমরা কেনোপনিষদে পাই [৯২৯]। সেখানেও দেখি, সাধনা ও সিদ্ধি-ভেদে দুটি দেবত্রয়ী—অগ্নি বায়ু ইন্দ্র, আবার ইন্দ্র উমা এবং যক্ষ। এখানকার পলিত বামদেব কেনোপনিষদের যক্ষ, আর অশ্ম বহুশোভমানা বিদ্যুদ্দীপনী উমা। আলো যখন ছড়িয়ে পড়ে, তখন তা 'অশ্ম'; আবার যখন জমাট বাঁধে, তখন 'অশ্মা'। প্রতিরথ আত্রেয় আদিত্যের পুঞ্জদ্যুতিকে বলছেন 'মধ্যে দিবো নিহিতঃ পৃশ্নির্ অশ্মা'—দ্যুলোকের মাঝখানটিতে নিহিত একটি জ্যোতিঃপিণ্ড, যা স্বর্ এবং নভঃ হয়ে সব ছুঁয়ে আছে।[১] বলা যায়, দীর্ঘতমার 'অশ্ম' বা বিদ্যুতের উদ্ভাস ঘনীভূত হয়ে হয় প্রতিরথের 'অশ্মা'। বসুক্রের 'অশন্' তাহলে একদিক দিয়ে যেমন বৃত্রের পাষাণময় অবরোধ,[২] আরেকদিক দিয়ে তেমনি প্রতিরথের 'অশ্মা' বা মাধ্যন্দিন সূর্যপিণ্ড অথবা দীর্ঘতমার 'মধ্যম অশ্ম' বা বিদ্যুতের উদ্ভাস—যার উজানেই বরুণের ধূসর শূন্যতা।[৩]

মনে হয়, বসুক্রের 'অশন্'এ এই তিনটিরই ধ্বনি আছে। দশবীরেরা এলেন সামনে থেকে বা পুবদিক থেকে। এলেন 'বৃত্রতূর্য' বা বৃত্রাভিভবের পর [৯৩০]। ছবিটি পরিষ্কার সূর্যোদয়ের। উদয়াচল থেকে অস্তাচলে আরোহণ পর্যন্ত সূর্যের বা বিষ্ণুর তিনটি 'বিক্রম' বা পদক্ষেপ কোথায়-কোথায়, তা নিয়ে মতভেদ আছে। শাকপূণি বলেন—পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষে এবং দ্যুলোকে।[১] এটি অধিলোকদৃষ্টিতে একটি সামান্যবচন। দ্যুলোকে যেখানে আদিত্যের উদয়াস্ত নাই, সেটি হল 'সকৃদ্দিবা'—যার কথা আগেও বলেছি। একমতে এইটিই বিষ্ণুর পরমপদ, বৌদ্ধেরা যাকে বলতেন বৈদিকদের 'আভাস্বর ব্রহ্মলোক'। ঔর্ণবাভ বলছেন, বিষ্ণুর তিনটি পদ যথাক্রমে 'সমারোহণে' বা উদয়গিরিতে, 'বিষ্ণুপদে' বা মাধ্যন্দিন সূর্যের স্থিতি যেখানে সেইখানে,[২] আর 'গয়শিরে' বা তারও উজানে। এটি তাহলে শাকপূণির তৃতীয় পদেরও পরে একটি তুরীয় লোক। সংহিতায় এটি 'পাংসুরে সমূঢ়ং (পদম্)'[৩]—পুঞ্জজ্যোতির একটি

---

৯২৯ কে. ৪।৪। [১]ঋ. ৫।৪৭।৩, টী. ৮৫। এই 'অশ্মা' 'পৃশ্নি'—যা দ্যুলোক এবং আদিত্যের সাধারণ নাম (নিঘ. ১।৪)। ল. এই নামগুলির আদিতে 'স্বঃ' বা সূর্যের পুঞ্জদ্যুতি, আর অন্তে 'নভঃ' বা ছায়াপথের চূর্ণরশ্মি। একটি আরেকটির ব্যঞ্জনাবহ। 'পৃশ্নি' উভয়কেই বোঝাচ্ছে। [২]তু. শতম্ অশ্মন্ময়ীনাং পুরাম্ ৪।৩০।২০ (টী. ৬৭), নদীনাং অপাম্ অর্ণোদ্ দুরো অশ্মব্রজানাম্ (পাষাণের প্রাচীরে ঘেরা, টী. ৩৮১।২), অশ্মন্ময়ানি নহনা (বন্ধন) ৬৭।৩, অশ্মব্রজাঃ ৪।১।১৩। [৩]Geldner বলছেন, এখানে 'অশ্ম' অবেস্তার দ্যুলোক-বাচী 'অসন্' বা 'অস্মো' হতেও পারত, কিন্তু অবেস্তার অর্থ বেদে খাটবে কিনা তা খুবই সংশয়িত। এ-সংশয় অমূলক। প্রকরণের বিচারে শব্দটি শ্লিষ্ট হতে কোনও বাধা নাই।

৯৩০ বৃত্রতূর্য যেমন আদিত্যের ১।১০৬।২; অগ্নির ৬।১৩।১, ৮।১৯।২০, ৭৪।৯, ১২; ইন্দ্রের ৬।১৮।৬, ৩৪।৫, ৩৮।৫, ৬১।৫, ৮।৭।২৪, ১০।১০৪।৯; সরস্বতীর ৬।৬১।৫; মরুদ্গণের ৮।৭।২৪...। সর্বত্র আলোর দ্বারা অন্ধকারের অভিভব। আলোচ্য ঋকে 'বৃ √তৃ'র প্রয়োগ ল.। [১]দ্র. নি. ১২।১৯। [২]দুর্গ বলছেন, 'মাধ্যন্দিনে হন্তরিক্ষে' (দ্র. নি. ঐ) অর্থাৎ সূর্য তখন মধ্যদিনের সূর্য আর অন্তরিক্ষের ব্যাপ্তি পূর্বদিগন্ত হতে পশ্চিমদিগন্ত পর্যন্ত (দ্র. শ. ৭।১।২।২৩, ১৪।৩।২।৬; তা. অন্তরিক্ষেণেদং সর্বং পূর্ণম্ ১৫।১২।৫)। [৩]ঋ. ১।২২।১৭।

ধূলিধূসর আয়তন। এই 'পাংসু' সৃষ্টির আদিতে দেবনৃত্যের সেই 'তীব্র রেণু'[৪], ঐতরেয়োপনিষদে যাকে বলা হয়েছে 'অম্ভঃ' বা নীহারিকা,[৫] নিঘণ্টুতে 'নভঃ'। এই প্রসঙ্গে যাস্কের মন্তব্য: 'সমূহ্ল.ম্ অস্য পাংসুরে প্যায়নে অন্তরিক্ষে পদং ন দৃশ্যতে' —অন্তরিক্ষ 'প্যায়ন' কিনা ফেঁপে চলেছে, তাইতে 'পাংসুর' অর্থাৎ যেন ধূলিধূসর ('অপি বো.পমার্থে স্যাৎ···'); তাতে পুঞ্জীভূত এঁর পদ দেখা যাচ্ছে না।[৬] দুর্গের মন্তব্য: 'য়ন্ মাধ্যন্দিনং পদং বিদ্যুদাখ্যং তৎ সমূহ্ল.ম্ অন্তর্হিতং নিত্যং ন দৃশ্যতে।' উপনিষদে দেবযানপথের বর্ণনায় পাই আদিত্য হতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হতে বিদ্যুতে উজিয়ে যাওয়ার কথা, তার পরেই অমানব পুরুষ এসে উপাসককে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যান।[৭] অর্থাৎ অধ্যাত্ম অনুভবে আদিত্যের দীপ্তচ্ছটা জ্যোৎস্নায় কোমল হয়ে আসে। আর তার মধ্যে মানসোত্তর সত্যের দীপ্তি চমক হানতে থাকে। এর পরেই বিদ্যুতের নিমেষে নেমে আসে বারুণী শূন্যতার পরঃকৃষ্ণ নীলিমা।[৮] সব মিলিয়ে বিষ্ণুপদের তাহলে তিনটি স্থিতি পাচ্ছি—একটি সমারোহণে বা প্রাচীমূলে, একটি মাধ্যন্দিন তুঙ্গতায়, আরেকটি তারও উজানে বিদ্যুচ্চকিত মহাশূন্যতায়। শাকপূণি মাধ্যন্দিন সূর্যে পৌঁছে থেমে গেলেন। তাঁর অন্তরিক্ষ হল প্রাচীমূল আর সুবিন্দুর (zenith) মাঝে। ঔর্ণবাভ সুবিন্দুকে দ্বিতীয় পদ ধরে অধ্বরগতিতে উজিয়ে চলে গেলেন। তাঁর পরমপদে অরোরার দীপ্তি—ঘনান্ধকারে ঘন-ঘন বিদ্যুতের উদ্ভাস। কুবিন্দু (nadir) আর সুবিন্দুর মাঝে তাঁর অন্তরিক্ষের 'আপ্যায়ন' বা বিস্ফারণের যেন শেষ নাই। তাঁর সুবিন্দুতে আলোয়-ছায়ায় মাখামাখি নীহারিকার ধূসরতা। সেখানে কিছুই ভায় না, অথচ সেই অনালোকের আলোকেই সব বিভাসিত হয়। আর তাইতে 'দেবানাং পূর্ব্যে যুগে··· দেবানাং যুগে প্রথমে অসতঃ সদ্ অজায়ত।'[৯] ওই অসৎই 'অসুর' বরুণ। ঔর্ণবাভ তাঁর উপাসক,[১০] আর শাকপূণি মাধ্যন্দিন আদিত্যের।

বস্যুক্রের 'অশন্'এর তিনটি অর্থের কথা বলেছিলাম। উপরের আলোচনা হতে দেখা যাবে, তিনটি বিষ্ণুপদের সঙ্গে তিনটি অর্থ বেশ খেটে যায়। যাস্ক বলেন, অন্ধকারের

সমূল্.হ তু. ঈ. সমূহ তেজঃ ১৬; ঋ. ইয়র্তি রেণুং (ধূলি) মঘবা সমোহম্ (পুঞ্জিত) ৪।১৭।১৩; সমোহে (পুঞ্জদ্যুতিতে, নীহারিকায়) বা য় আশত (পৌঁছল গিয়ে ইন্দ্রের কাছে) নরস্ তোকস্য সনিতৌ (স্পর্শ পাবে বলে) ১।৮।৬; য়দা কৃণোষি নদনুং (সিংহনাদ) সম্ ঊহসি (জড়ো কর তোমার চারদি:ক—মরুদ্গণকে) আদ্ ইৎ পিতে.ব হূয়সে ৮।২১।১৪। আরও তু. বেনঃ (সূর্য বা সোম, বঁধু)···জ্যোতির্জরায়ুঃ (চারদিকে আলোর ছটামণ্ডল) ১০।১২৩।১। [৪]দ্র. ১০।৭২।৬, টীমূ. ৮২৯।২। [৫]ঐউ. ১।১।১, দ্র. ঐউপ্র.। [৬]নি. ১২।১৯। [৭]দ্র. ছা. ৪।.৫।৫, ৫।১০।২; বৃ ৬।২।১৫ (তত্র 'চন্দ্রমা' নাই, আর অমানব পুরুষ ['অ]-মানস')। [৮]তু. কে. ৪।৪; জৈউ. ১।২৬, ২৭, ৩০; ছা. ১।৬।৬। [৯]ঋ. ১০।৭২।২-৩। [১০]দ্র. 'ঔর্ণবাভ' টীমূ. ৮০৯১।

বিরুদ্ধে আলোর অভিযান শুরু হয় মধ্যরাত্র থেকে [৯৩১]। তমোভাগ অশ্বী, জ্যোতির্ভাগ অশ্বী, উষা আর সবিতা—পরপর এই চারজন দেবতার আবির্ভাবের পর প্রাচীমূলে ভগের উদয় হয়। ভগ উদিত হন 'অশ্নঃ সানু'তে কিনা নিরেট অন্ধকারের চূড়ায়। ঔর্ণবাভের মতে এইটি প্রথম বিষ্ণুপদ 'সমারোহণ'। তার পর পরপর উজিয়ে চলেন ভগ সূর্য এবং পূষা, অবশেষে আবির্ভাব হয় বিষ্ণুর। এইটি দ্বিতীয় বা মাধ্যন্দিন বিষ্ণুপদ। ততক্ষণ পর্যন্ত আলোর স্বাভাবিক উত্তরায়ণ—অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মানুষেরও 'তমসস্ পরি জ্যোতিষ্ পশ্যন্ত উত্তরম্' তার স্রোত উজিয়ে উত্তমজ্যোতির কূলে ভিড়া।[১] এও এক সানু হতে আরেক সানুতে চড়া;[২] এও একটি 'অশ্নঃ সানু'—আর তা হল প্রতি-রথের 'মধ্যে দিবো নিহিতঃ পৃশ্নির্ অশ্মা।'[৩] শাকপূণি এইখানে এসে দাঁড়ান। তাঁর জীবনযজ্ঞের প্রাতঃসবন হয়েছে প্রথম বিষ্ণুপদে, এই দ্বিতীয় বিষ্ণুপদে হল মাধ্যন্দিনসবনের ফলে বৈরাজ্যের প্রতিষ্ঠা বা বিরাট্ হওয়া।[৪] ভরা দুপুরের আলো, কিন্তু এর পরেই শুরু হবে সূর্যের অধরায়ণ, তাঁর পিছন দিকে হেলে পড়া। তবুও দিনমান এখনও শেষ হয়নি। সেই আলোতে জীবনের সোমযাগের তৃতীয়সবন চলবে বৈশ্বদেবের উদ্দেশে—'পুরুষ এবে-দং সর্বম্' এই ভাবনায়।[৫] কিন্তু আলোতে এখন ভাটার টান। তাই বাইরের আলোর অবক্ষয় পূরণ করতে হবে ভিতরের আলো-কে জোরদার করে। এর নাম 'আদিত্যানুগৃহীত স্বারাজ্যসিদ্ধি।' শাকপূণির এইটি হল চেতনার মাধ্যন্দিন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থেকে সন্ধ্যার আঁধারকে ঘনিয়ে আসতে দেখা। এর পর মৃত্যু। কিন্তু তার জন্য ভাবনা নাই। কেননা যতক্ষণ জীবন আছে, ততক্ষণ আলো। মধ্যাহ্ন হতে সায়াহ্ন পর্যন্ত তাতে ভাটার টান—তবুও সে আলো। এই তাঁর জীবনে বিষ্ণুর তৃতীয় বা পরমপদ—যা দ্যুলোকের আলোয়-নাওয়া। তারপর মৃত্যুতে এই জীবনের আলোই মিলিয়ে যাবে বিশ্বজীবনে—এই চোখের জ্যোতি যাবে সূর্যে, এই শ্বাস-প্রশ্বাস বাতাসে, আত্মা মাটিতে জলে আর আকাশে, শরীর গাছপালায়।[৬] এই মৃত্যু জ্যোতিরগ্র আর্য ঋষির বৈবস্বত মৃত্যু—মরেও সবার মধ্যে অমৃত হয়ে বেঁচে থাকা। এমনি করে যাঁরা অমৃত হন, তাঁরা নববীর বা নবগ্ব। তাঁরা সম্ভূতি বা সৃষ্টির সঙ্গে একাত্মক, তাঁদের চেতনায় জ্বলছে নয়টি 'গো' বা আলোর মিছিল—গর্ভবাসে জীবনের প্রাক্তন সূচনা হতে[৭] দেহের মৃত্যুতে তার অবসান পর্যন্ত তমোভাগ অশ্বী, জ্যোতির্ভাগ অশ্বী, উষা, সবিতা, ভগ, সূর্য, পূষা, বিষ্ণু, আর 'অপরাহ্ণে লোহিতায়ন্ উগ্রো দেবঃ' বা রুদ্র।[৮]

---

৯৩১ দ্র. নি. ১২।১।৯...। ১ঋ. ১।৫০।১০, টীমূ. ১৪৭। ২ঋ. ১।১০।২। তার শেষে আছে 'যূথেন বৃষ্ণির্ (বর্ষক দেবতা ইন্দ্র) এজতি': 'যূথ' অবশ্য তাঁর পরিকর মরুদ্গণ বা আলোর ঝড়। দেবতার 'এজন' আদিত্যের ক্ষোভ বা ব্রহ্মস্পন্দ। ৩৫।৪৭।৩। ৪দ্র. ছা. ২।২৪।৭-১০। ৫ছা. ২।২৪।১১...। ৬দ্র. ঋ. ১০।১৬।৩, টী. ১৭২।৩। ৭তু. গর্ভাধানমন্ত্রে অশ্বিদ্বয় আছেন ভ্রূণদশায় আদি হতে ১০।১৮৪।২, টীমূ. ৪১৫। ৮দ্র. জৈউ.। সেখানে ভগ মাধ্যন্দিন আদিত্য, আর 'অস্তমিতে যমঃ'।

মধ্যরাত্র হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এমনি করে জ্যোতিরভিযানের নয়টি পর্ব—এখন বাকী রইল সন্ধ্যা হতে মধ্যরাত্র পর্যন্ত আরেকটি মাত্র পর্ব। অহঃসাধ্য সোমযাগের তৃতীয় সবন শেষ হল সন্ধ্যায়। সামনে অন্ধকার গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে চলেছে। আত্মবীর্যের দ্বারা তার রহস্যকে যদি ভেদ করতে না পারা যায়, তাহলে অস্তিত্বের পরিক্রমা পূর্ণ হবে না—সৎ এবং অসৎ, জ্যোতি এবং তমঃ, অমৃত এবং মৃত্যুর দ্বন্দ্বের সমাধানে সত্যের অখণ্ড রূপটি জানা যাবে না। 'আত্মদীপ এবং আত্মশরণ' হয়ে [৯৩২] এই অন্ধকারে যিনি ঝাঁপ দিলেন, তিনি হলেন নবগ্বদের প্রমুখ দশম বীর বা মহাবীর[১]। তাঁর আলোতে অচিত্তির অমানিশাও নিগূঢ় বিদ্যুতে বিদ্যোতিত হয়ে উঠল। তাঁর বিষ্ণুপদ মধ্যরাত্রের বিষ্ণুপদ—মাধ্যন্দিন বিষ্ণুপদের বিপরীতে। তাঁর আনন্দ সরস্বতীর কূলে নয়—অসিক্নীর কূলে অতিরাত্র সোমযাগের আনন্দ।[২] তিনি এবং তাঁর পার্ষদেরা যে 'অশ্নঃ সাহু'তে সমারূঢ়, তার জ্যোতি সৌর বা সৌম্য নয়—বৈদ্যুত, যাতে আলোয়-কালোয় মেশা-মেশি। এইখানে স্বারাজ্যসিদ্ধির পর বারুণী শূন্যতায় প্রতিষ্ঠিত উপাসকের সাম্রাজ্যসিদ্ধি। চেতনা 'আদিত্যানুগৃহীত বৈশ্বদেব-চেতনা'। আদিত্যেরা 'দিবিক্ষিৎ' বা দ্যুস্থান; আর বিশ্বদেবগণ 'লোকক্ষিৎ'—নির্বিশেষে সর্বলোকাধিবাস। তাই যজ্ঞের বা ক্রতুর 'মাত্রা' কিনা অবধি।[৩]

পরের ঋকে দশবীরদের পুরোধার নাম পাচ্ছি—তিনি 'কপিল'। বলা হচ্ছে, দশ জনের মধ্যে তিনি একাই ('একম্') আর নয় জনের সমান। এই নববীরদের যে-ক্রতু, তারও ওপারে আছে একটি শেষের ক্রতু ('পার্য্যঃ ক্রতুঃ')। তাঁরা কপিলকে সেইদিকে ঠেলে দিচ্ছেন ('হিন্বন্তি') [৯৩৩]। দেখেছি, নববীরেরা বস্তুত নবপদী বাক্, যে-বাক্ মাধ্যমিকা গৌরী—যিনি তাঁর হাম্বারবে অব্যাকৃত কারণসলিলকে তক্ষণ করে তাঁর আত্মবিভাবনাকে বিশ্বরূপে ব্যাকৃত করছেন।[১] নববীরদের সম্মিলিত ক্রতু হল বিশ্বভুবনের বিসৃষ্টি—যাতে অব্যক্ত ব্যক্ত হয়, অন্ধকারের বুকে আলো ফোটে। সংহিতায় তার দার্শনিক সংজ্ঞা হল 'সৎ'।[২] সৎএর পালটি হল 'অসৎ'। 'পরমব্যোমে অদিতির কোলে যেখানে দক্ষের জন্ম হয়' অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে নির্বিশেষ আনন্ত্যের মহাশূন্যে যেখানে নির্মাণপ্রজ্ঞার নিগূঢ় নিত্যস্পন্দ, 'সেইখানে সৎ আর অসৎ' জড়াজড়ি হয়ে আছে।[৩] এমন-কি এও বলা

---

৯৩২ স্ম. নির্বাণরসিক বুদ্ধের অনুশাসন: 'অত্তদীপো অত্তসরণো ভব'। [১]ঋ.তে ইন্দ্রের অনন্য বিণ. দ্র. ঋ. ১।৩২।৬ টীমূ. ৭০৬। শ.তে প্রবর্গ্যযাগের 'ঘর্ম' তপ্ত করবার পাত্র 'মহাবীর'—যার স্বরূপ 'আদিত্য' অথবা উৎপতিত (উপর দিকে ছিটকে-পড়া) বিষ্ণুশির (১৪।১।১।৯-১১)। উৎপতিত বলে লোকোত্তর বা 'একল' আদিত্যের সূচক। মধুবিদ্যার আখ্যানে এটি দধ্যঙ্এর অশ্বশির (দ্র. বৃ. ২।৫।১৬-১৯, তত্র উদ্ধৃত ঋক্সমূহ)। স্ম. জৈন তীর্থঙ্কর 'মহাবীর' এবং দেওয়ালীতে জৈনদের বর্ষারম্ভ। [২]দ্র. টী. ৬০৬.৫। [৩]দ্র. ছা. ২।২৪।১৩-১৬। ল. ফলশ্রুতি ষোড়শ খণ্ডে—সংখ্যাটি ষোড়শকল পূর্ণতার সূচক। সংহিতায় যজ্ঞের 'মাত্রা'='পার্য ক্রতু' (ঋ. ১০।২৭।১৬)।

৯৩৩ দ্র. টীমূ. ৯২১। [১]ঋ. ১।১৬৪।৪১, দ্র. টীমূ. ৯২৩-২৪। [২]'একং সৎ' ১।১৬৪।৪৬; দ্র. ১০।৭২।২-৩, ১২৯।১,৪। [৩]তু. অসচ্ চ সচ্ চ পরমে ব্যোমন্ দক্ষস্য জন্মন্নদিতের্ উপস্থে অগ্নির্ হ নঃ প্রথমজা ঋতস্য পূর্ব

চলে, অসৎই সৎএর উৎস—সৎএর বাঁধনটি রয়েছে ওই অসৎএ।[4] সৎএর ক্রতু হল সম্ভূতি হতে বিভূতিতে পরিকীর্ণ হওয়া—সূর্যরশ্মির ব্যূহনের মত। তা-ই হল একপদী বাকেরও নবপদী হওয়া। কিন্তু ওই সূর্যের মধ্যেই আছে আবার সমূহনের ক্রতু—তাঁর সহস্ররশ্মিকে গুটিয়ে আনা একটি তেজোবিন্দুতে, একটি ধ্রুব ঋতে, দেবতাদের আশ্চর্যসমূহের এক শ্রেষ্ঠ আশ্চর্যে।[5] সৎ তখন দেবতা, আর অসৎ অসুর—অতিষ্ঠাঃ বরুণ হয়ে যিনি সৎকে আবৃত করে আছেন।[6] সৎ উদীয়মান সূর্য, অসৎ অস্তময়মান সূর্য। সৎ ‘মৈত্রম্ অহঃ’, অসৎ ‘বারুণী রাত্রিঃ।[7] এই অহোরাত্র বা দেবাসুর বা সদসৎকে জেনে দুয়ের উর্ধ্বে না উঠতে পারলে একল আদিত্যকে জানা যায় না। ওই একল আদিত্যই কপিল, অথবা নিষ্কেবল ইন্দ্র, অথবা অস্তসূর্যোপলক্ষিত বিষ্ণুর পরমপদ—ঔর্ণবাভ যাকে বলেছেন ‘গয়শিরঃ’।[8] কপিলের পার্থক্রতু হল যাগের পর যোগ—বাইরের আলো-কে গুটিয়ে আনা অন্তরে, সত্তার গভীরে নাসদীয় শূন্যতায়।

মন্ত্রের উত্তরার্ধে বসুক্র কপিলের মাতার কথা বলছেন : মাতা কপিলকে সুনিহিত ভ্রূণের মত বহন করছেন ‘বক্ষণা’ বা নদীপ্রবাহদের মধ্যে [৯৩৪]। নিঘণ্টুতে ‘বক্ষণা’ নদীর নাম।[1] নদী বিশ্বে বা ব্যক্তিতে বহতা প্রাণের স্রোত। ব্যক্তিতে নদী নাড়ী। সরস্বতী ‘নদিতমা’।[2] সরস্বতী আবার বাক্ও। তাইতে সরস্বতী প্রজ্ঞাত্মক প্রাণের ধারা। নিঘণ্টুতেও সরস্বতী বাক্[3] এবং নদী দুয়েরই নাম। বাঙ্নামে সরস্বতী একবচনান্ত, নদীনামে বহুবচনান্ত। নিঘণ্টুর সব নদীনামই তা-ই। সরস্বতীর এই বচনবিকল্প বোঝাচ্ছে একই নদীর বহু শাখাপ্রশাখা—একই প্রাণ এবং প্রজ্ঞার বহু বৃত্তি। আবার নিঘণ্টুতে দেখি, বাঙ্নামের মধ্যে রয়েছে ধমনি[4] এবং নালী বা নাড়ী। সরস্বতী

আয়ুনি বৃষভশ্চ ধেনুঃ ১০।৫।৭। ‘পূর্বে আয়ুনি’=‘পূর্ব্যে যুগে’, ‘যুগে প্রথমে’ ১০।৭২।২, ৩। এ হল কালের দিক দিয়ে। দেশের দিক দিয়ে ‘পরমে ব্যোমন্’। অদিতি হতে দক্ষের জন্ম, আবার অগ্নিরও জন্ম। দক্ষ আর অগ্নি তাহলে এক। অদিতি (=অগ্নি) একাধারে বৃষভ ও ধেনু (—কেননা দক্ষের জনকের উল্লেখ নাই, অগ্নিরও নাই। অদিতি তখন পিতা মাতা এবং পুত্র (১।৮৯।১০)। আবার অগ্নি ঋতের প্রথম জাতক। বরুণের সঙ্গে ঋতের ঘনিষ্ঠ যোগ ঋ.তে প্রসিদ্ধ (তু. ১।২।৮, ২৩।৫, ২।৪১।৪, ৩।৬২।১৮, ৭।৬৬।১৯...)। অদিতি-বরুণ একটি যুগনদ্ধ তত্ত্ব। আবার অন্যত্র দেখছি, সৃষ্টির আদিতে আছে এক ‘অভীদ্ধ তপঃ’, তাহতে ঋত ও সত্যের জন্ম (১০।১৯০।১)। এখানে অগ্নি যখন বৃষভ এবং ধেনু, তখন জাতকই জনক-জননী। এমনি করে গোড়ায় জনক-জননী এবং জাতকের একটি অখণ্ড ত্রিপুটী—দেশ-কালের অতীত বলে যাকে প্রাকৃত সম্বন্ধের বিপর্যয় ঘটিয়ে দেখা চলে। ১০।১২৯।৪, ৭২।২,৩। [5]৫।৬২।১, টীমূ. ১৩০। [6]তু. ১০।৯০।১, ৭২।২,৩ (তত্র ‘দেবানাং পূর্ব্যে যুগে’ অসৎ হতে সৎএর জন্ম, অতএব অসৎ বা অসুর ‘পূর্বদেব’। স্ম. কপিলের শিষ্য আসুরি; কপিল তাহলে স্বয়ং অসুর। বুদ্ধের জন্ম ‘কপিলা’বস্তুর রাজপুত্ররূপে; তাঁর সাধন-পীঠ ‘গয়শিরঃ’=গয়াসুর। তা-ই আবার বিষ্ণুর পরমপদ—স্পষ্টতই ঔর্ণবাভের মতে। এই ইঙ্গিতগুলি ব্যঞ্জনাবহ। [7]তৈত্ত্রা. ১।৭।১০।১। [8]পৌরাণিক গয়াসুর নিশ্চল পাষাণ। এও এক ‘অশন্’ বা ‘অশ্ম’ বা ‘অশ্মা’। আবার এটি বিষ্ণুর পরমপদ, যার স্পর্শে সবার মুক্তি। পৌরাণিক কপিলকে দেখি পাতালে তপস্যারত। পাতাল অস্তসূর্যের ধাম।

৯৩৪ দ্র. টীমূ. ৯২১। [1]দ্র. টীমূ. ৫৯৪।২। [2]ঋ. ২।৪১।১৬। [3]নিঘ. ১।১১। [4]দ্র. নি. ৬।২৪ ;

তাহলে নদী নাড়ী এবং বাক্। মন্ত্রের 'বক্ষণা' যদি বিশেষ করে সরস্বতীকে বোঝায়,[৫] তাহলে সেও নদী, নাড়ী এবং বাক্। তার ব্যুৎপত্তি তখন বচ্ ধাতু হতে। কপিল যদি একল আদিত্য হন, তাহলে তাঁর মাতা এখানে অদিতি। তিনি তাকে বহন করছেন প্রজ্ঞাত্মক প্রাণের ধারায়—যেমন বিশ্বভুবনে নদীর ধারায়, তেমনি ব্যক্তিতে হৃদয়ের নাড়ী-স্রোতে। এই নদী বা নাড়ী সরস্বতী। 'বক্ষণা' যখন বাগ্রূপিণী, তখন সে নবপদী বাক্ যা 'নবগ্বাঃ'—যাঁদের কথা আগের মন্ত্রে আছে। সেখানে তাঁদের প্রতি স্ত্রীত্বের আরোপ করা হয়েছিল, এইটি লক্ষণীয়। একই বক্ষণা, অথচ তার নয়টি পর্ব—তাই মূলে 'বক্ষণাসু' এই বহুবচন। সমগ্র বক্ষণাটি আকাশগঙ্গার সারস্বত ধারা—এক অব্যক্তের গিরিকন্দর হতে উচ্ছলিত হয়ে রবিপথ বেয়ে পড়ছে গিয়ে আরেক অব্যক্তের বিনশন সমুদ্রে।[৬] সরস্বতীর ধারাদের মধ্যে সরস্বানের মত[৭] কপিলও বক্ষণাদের মধ্যে সংবাহিত এবং সংবর্ধিত হয়ে চলেছেন অদিতির মাতৃহৃদয়ের মমতায়। মাতা 'তুষয়ন্তী'—তাঁর তুষ্টি-সাধনের জন্য ব্যগ্র। শিশুটি অদ্ভুত—সে 'অবেনন্',[৮] তার মধ্যে কোনও কামনা নাই।[৯] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সে যেন একই দেহবৃক্ষকে জড়িয়ে থাকা 'অনাশক' সেই পাখি, যে তার পিপ্পলাদ 'সযুক্ সখা'র দিকে কেবল চেয়ে থাকে—কিছু খায় না।[১০] এগুলি সাংখ্য-ভাবনার সুস্পষ্ট নিদর্শন।

কপিল যে আদিত্যরূপী ইন্দ্র, এটি বোঝা যায় তাঁর নামের নির্বচন থেকে। শব্দটির ব্যুৎপত্তি নিরনুনাসিক কম্প্ ধাতু হতে। আদিত্যের জ্যোতি টলটলে পারার মত সব-সময় কাঁপছে, তাইতে তিনি 'কপিল'। ছান্দোগ্যে এই কম্পনকে বলা হয়েছে 'আদিত্যের

টী. ৩১০।৩। [৫]এ-প্রকল্পের সমর্থন পাই ভাগবতে। সেখানে প্রজাপতি কর্দমের তপঃক্ষেত্র সরস্বতীপরিপ্লুত বিন্দুসরোবরে (৩।২১।৬, ৩৯...) আর সেইখানেই মাতা দেবহূতির গর্ভে কপিলরূপে বিষ্ণুর অবতরণ (৩।২৪।৯-১০)। [৬]দ্র. ঋ ৭।৯৫।২, টীমূ. ৪০৯। [৭]তু. স (সরস্বান্, সরস্বতীর পুংরূপ, তাঁর পতি এবং পুত্র দুইই হতে পারেন, কেননা পতির আত্মাই পত্নীতে পুত্ররূপে জাত হন ঐউ. ২।১।২) নর্যো (নরের পৌরুষ হতে জাত; নর, তু. 'মর্য') যোষণাসু (অর্থাৎ সরস্বতীর ধারাদের মধ্যে) বৃষা শিশুর্ (শিশু হয়েও সোমত্ত) বৃষভো যজ্ঞিয়াসু ৭।৯৫।৩। [৮]**অবেনৎ** < √বেন্॥ বন্ 'কামনা করা; ভালবাসা', দ্র. কে. ৪।৬, তত্র কেউপ্র.। [৯]সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গ বিধান করেন। ভোগবিধান পুরুষের তুষ্টিসাধন, এখানে মাতা 'তুষয়ন্তী'। কিন্তু সব পুরুষ ভোগ করেন না, তাঁরা 'অকামহত' (তৈউ. ২।৮।২), 'অনকামমার' (ঐআ. ২।৩।৮, তত্র সা.) বা 'অনাশক'। প্রকৃতি তখন তাদের জন্য বিধান করেন অপবর্গ। ভোগবিধান করা প্রকৃতির ধর্ম, আর তাথেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াতে পুরুষের পৌরুষ। তাই সংহিতাতে মাতা 'তুষয়ন্তী', আর কপিল 'অবেনন্'। তু. শ্বে. অজো হ্যে.কো জুষমাণো হনুশেতে জহাত্যে.নাং ভুক্তভোগাম্ অজো হন্যঃ ৪।৫। [১০]ঋ. ১।১৬৪।২০, টী. ২৪৬।

ক্ষোভ' [৯৩৫]। এই ক্ষোভ বিশ্বের 'পরে অমৃত আনন্দের নিত্যনির্ঝরণ। এটির প্রতিষ্ঠা মাধ্যন্দিন আদিত্যে—শাকপূণির মতে যা বিষ্ণুর পরমপদ এবং সোম্য মধু-র উৎস।[১] বাকের দিক থেকে এটি ব্রহ্মের সঙ্গে নিত্যযুক্তা অষ্টমী বা অষ্টাপদী বাকের ভূমি।[২] আপাতদৃষ্টিতে এর পরেই আদিত্যজ্যোতির অবক্ষয়। কিন্তু তাকে নিরুদ্ধ ক'রে 'কপিল' আদিত্যের প্রতিষ্ঠা, তাঁর অস্তাভিযানের সূচনা। অভিযান শেষ হবে মধ্যরাত্রের সেই বিন্দুতে, যেখান থেকে অশ্বিদ্বয়ের অভিযান শুরু হয়েছিল। সেটি ছিল তাঁদের কুবিন্দু, এবার হবে কপিলের সুবিন্দু। রবিচক্রের সবটাতেই গতি আছে, অতএব ক্ষোভও আছে। এখানকার ক্ষোভের গতি উপর থেকে নীচের দিকে।[৩] লৌকিক অনুভবের সীমানা এই পর্যন্ত। তারপর শুরু হয় লোকোত্তরণের পালা। উপনিষদে তাকে বলা হয়েছে 'বিনাশ দ্বারা মৃত্যুতরণ।'[৪]

মধ্যদিনের পর হতেই অলক্ষ্যে জীবনের উপর মৃত্যুর ছায়া নামতে থাকে। কিন্তু মাধ্যন্দিন আদিত্যের দ্যুতি চেতনায় যখন অনির্বাণ, তখন ওই লৌকিক ছায়াপাতই হয় লোকোত্তর সংজ্ঞার উৎস। এই সংজ্ঞার দুটি পর্ব—একটির ব্যাপ্তি মধ্যাহ্ন হতে সায়াহ্ন পর্যন্ত, আরেকটির সায়াহ্ন হতে মধ্যরাত্র পর্যন্ত। সংহিতার ভাষায়, প্রথম পর্বটি নবম বীরের অধিকারে, এবং দ্বিতীয় পর্বটি দশম বীরের। মধ্যদিন হতে মধ্যরাত্র পর্যন্ত সমস্তটাতেই আদিত্যের 'কপিল' [৯৩৬] দ্যুতির সংক্রমণ। অশ্বিদ্বয়ের বিপরীতক্রমে তার প্রথম পর্ব জ্যোতির্ময় এবং দ্বিতীয় পর্ব তমোভাগ। প্রথমটিতে আদিত্য 'বৃষাকপি'[১] এবং দ্বিতীয়টিতে 'কপিল'। গোপথব্রাহ্মণে 'বৃষাকপি' শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাতে বলা হচ্ছে : 'তদ্ যৎ কম্পয়মানো রেতো বর্ষতি, তস্মাদ্ বৃষাকপিঃ।...আদিত্যো বৈ বৃষাকপিঃ।'[২] এটি অধিদৈবতদৃষ্টিতে। আবার অধ্যাত্মদৃষ্টিতে 'আত্মা বৈ বৃষাকপিঃ।'[৩] আত্মা বলতে দেহের মধ্যভাগও বুঝতে হবে।[৪] সমস্ত রবিপথটিকে যদি আদিত্য-পুরুষের শরীর

৯৩৫ ছা. ৩।৫।৩ ; দ্র. বেমী. পৃ. ১২৭। ১তু. ঋ. ১।১৫৪।৫। ২বৃ. ২।২।৩ ; ঋ. ১।১৬৪।৪১। ৩ছা. ৩।৫।১। ৪ঈ. ১৪।

৯৩৬ তু. মা. সসস্ত্যশ্বকঃ সুভদ্রিকাং কাম্পীলবাসিনীম্ ২৩।১৮। অশ্বমেধযাগে সংজ্ঞপিত অশ্বের প্রতি ঈর্ষ্যাকাতর (দ্র. তত্র উব্বট এবং মহীধর ; তাইতে 'অশ্ব' এবং 'সুভদ্রা'র পর কুৎসিতার্থে ক-প্রত্যয়) রাজপত্নীদের উক্তি। অশ্ব এখানে আদিত্যের প্রতীক (দ্র : ঋ. ১।১৬৩।১খ, ৩ক—তত্র অস্তমিত সূর্য যম ; তু. বৃ. ১।১।১)। মৃত অশ্ব অস্তমিত সূর্য ; 'অস্ত' আদিত্যের আপন ধাম, সেখানে তাঁর জায়া তাঁর প্রতীক্ষায় আছেন, যে-জায়া হতেই তাঁর আবির্ভাব (তু. ঋ. ৩।৫৩।৪, টীমু. ৮৩৪।৩)। এই জায়া অদিতি, যিনি আবার জননীও। অস্তসূর্যের এক নাম বরুণ ; তিনি আবার 'আদিত্য'ও অর্থাৎ যিনি জায়া, তিনিই জননী। মা.র 'কাম্পীলবাসিনী'ও অদিতি। **কাম্পীল** অস্তময়মান সূর্যের সংজ্ঞা। অদিতি তাঁর সঙ্গে নিত্যসঙ্গতা—যেমন বরুণের সঙ্গে। অশ্ব মরে না (ঋ. ১।১৬২।২১), পরম সধস্থে চলে যায় (১৩)। সেখানে বরুণের মতই সুভদ্রা অদিতির সঙ্গে সে নিত্যসঙ্গত হয়ে থাকে (মা. 'সসস্তি' জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে থাকে)। এই শূন্যতার বীর্যকে রাজপত্নীদের মধ্যে নামিয়ে আনবার জন্য একটি অনুষ্ঠান করা হত (দ্র. মা. ২৩।১৯...)। এখানে দেখতে পাচ্ছি, সূর্য 'কাম্পীল' কিনা কম্প্র, ক্ষোভময়। এই ক্ষোভ শক্তির প্রতীপ স্পন্দন—জীবন হতে মৃত্যুর দিকে উন্মেষ হতে নিমেষের দিকে যাওয়া। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণ তখন ঊর্ধ্বস্রোতা। ১দ্র. ঋ. বৃষাকপিসূ. ১০।৮৬। ২দ্র. গো. উত্তরভাগ ৬।১২। ৩ঐ ৬।৮ ; ঐব্রা. ৬।২৯ (তু. ৫।১৫)। ৪তু. ক. অঙ্গুষ্ঠ-

কল্পনা করা হয়, তাহলে মধ্যরাত্র হতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত হবে তার পাদভাগ, দিনমান মধ্যভাগ এবং সন্ধ্যা হতে মধ্যরাত্র পর্যন্ত শিরোভাগ। বৃষাকপি তাহলে নিত্যক্ষোভযুক্ত দিনমানের আদিত্য। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য অস্তে পৌঁছনো। বৃষাকপিসূক্তের শেষে ইন্দ্র এবং ইন্দ্রাণী দুজনেই বৃষাকপিকে বলছেন অস্তে আসতে।[৫] সন্ধ্যায় বৃষাকপির রেতোবর্ষণ শান্ত, তিনি সুপ্তিমগ্ন। তখনই আদিত্য 'কপিল'। তিনি বর্ষণ করেন না, কিন্তু তবুও তাঁর ক্ষোভ আছে, কেননা তাঁর গতি আছে। তাইতে তিনি কপিল।

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই গতি অনুভূত হয় নিরোধযোগে। মধ্যদিন পর্যন্ত (অথবা উত্তরায়ণ পর্যন্ত [৯৩৭]) পুরুষের সাধনায় প্রকৃতি অনুকূল। মধ্যদিনের পর থেকে আনুকূল্য ক্ষীণ হতে থাকে। তখন থেকে চলে মধ্যদিনের জ্যোতিঃসঞ্চয়কে পুঁজি করে আত্মবীর্যের সহায়ে[১] নিরোধযোগের সাধনা—কৈবল্যে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য। নিরোধে বৃত্তির সদৃশপরিণাম ঘটে। সুতরাং তখনও চিত্তের সূক্ষ্ম কম্পন থাকে, কিন্তু আন্তরবৃত্তি-হেতু তা আর বিক্ষেপের কারণ হয় না। কপিল এই নিরোধযোগের ঋষি।

নিরোধের একটি বৈশিষ্ট্য হল, তার ফলে বাহিরটা যত আঁধার হয়, ভিতরটা তত আলো হয়ে ওঠে। তাইতে লৌকিক মধ্যরাত্রে যখন আঁধারের চরম ঘনিমা, অন্তরের প্রবুদ্ধ দৃষ্টিতে তখন আলোর পরম বিস্ফারণ। 'অরেনৎ' কপিলের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তখন সকৃদ্দিবার অনির্বাণ আলো—আর তাঁর অধ্যক্ষতায় লোকোত্তরের নীচে লৌকিক আলো-আঁধারের আবর্তন। ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষায় তখন তিনি 'একল' আদিত্য—ঊর্ধ্বাধঃ গতির 'ঊর্ধ্ব উদেত্য নো.দেতা না.স্তম্ এতা', অক্ষোভ্য হয়ে 'মধ্যে স্থাতা' [৯৩৮]। আদিত্যের এই একলতাই কপিলের 'কৈবল্য', সংহিতায় ইন্দ্রের নিষ্কেবল-স্থিতি। একই ইন্দ্র আদিত্যরূপে সম্ভূতিতে 'বৃষাকপি', আবার অসম্ভূতিতে 'কপিল', স্বরূপত 'বিশ্বস্মাদ্ ইন্দ্র উত্তরঃ'[১]—রয়েছেন বিশ্বের সব-কিছু ছাপিয়ে, সম্ভূতি-অসম্ভূতিরূপ দ্বৈতভাবনার উজানে। যখন বৃষাকপি, তখন তিনি পত্নীবান্—পত্নীর নাম 'বৃষাকপায়ী'[২]। কপিলের পত্নী নাই, তিনি অন্তঃশাক্ত। কিন্তু তাঁর মা আছেন, বিশ্বপ্রাণের প্রবাহে

মাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি ২।১।১২। ঐব্রা. ৬।২৯এ সা. 'আত্মা' মধ্যদেহ, ৫।১৫তে জীবাত্মা—দুইই খাটে। বৃষাকপিসূ. এবং অন্যান্য সূ. দিয়ে যজমানের হিরণ্যশরীর গড়ার কথা ঐব্রা.তে আছে। [৫]তু. ঋ. অস্তম্ এহি গৃহাঁ উপ ১০।৮৬।২০ ; য় এষ (বৃষাকপি) স্বপ্ননংশনো ঽস্তম্ এষি পথা পুনঃ ২১। **স্বপ্ননংশন**—নি. 'স্বপ্ননাশন' (১২।২৮) অর্থাৎ ভোরের সূর্য। কিন্তু √নশ্॥ নংশ 'পৌছন' অর্থ ধরলে 'যিনি ঘুমে ঢলে পড়েন' অর্থাৎ অস্তসূর্য। তু. সবিতা' অস্তসূর্যও (ঋ. ১।৩৫।৯)। ভোরবেলায় 'উষা', সন্ধ্যাবেলায় 'উষসী'—দুয়েতেই দিগ্‌দাহ। একের পরে আসে আলো, অপরের পরে অন্ধকার। নিসর্গের একই খেলা বিপরীতক্রমে।

৯৩৭ দ্র. বেমী. পৃ. ১২৫...। [১]তু. কে. আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যম্ ২।৪ ; ছা.র স্বারাজ্যসিদ্ধি—তৃতীয়-সবনমুখে আদিত্যোপাসনার দ্বারা ২।২৪।১২।

৯৩৮ দ্র. ছা. ৩।১১।১, ১০।৪ ; তু. ৩।৫।৩। [১]ঋ ১০।৮৬ সূ.র ধুয়া। [২]বৃষাকপায়ী 'রেবতী সুপুত্রা সুস্নুষা'—তাঁর মধ্যে প্রজননের বেগ আছে, তাঁর পুত্র আছে, পুত্রবধূ আছে ; অর্থাৎ বৃষাকপিতে শক্তির একটা অনুসন্ততি বা পরিণাম আছে। সন্ধ্যার পর হতে এই পরিণাম সুস্পষ্টভাবে নিরোধাভিমুখ হয়। তখন

চিদ্‌বীজরূপে তাঁর প্রবহণ আছে। অথচ তিনি 'অরেনৎ'—ছান্দোগ্যের কৃষ্ণের মত 'অপিপাস'।[৩]

'ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদার্থম্ উপবৃংহয়েৎ'—বেদার্থকে পল্লবিত করতে হয় ইতিহাস-পুরাণরূপ পঞ্চমবেদের দ্বারা। কপিলকথার প্রপঞ্চন পাই ভাগবতপুরাণে। ভাগবত কিভাবে বৈদিক ভাবনার অনুবর্তনে কপিলের কাহিনী ফুটিয়ে তুলেছেন, তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়ে কপিল- তথা একর্ষি(=নিষ্কেবল ইন্দ্র)-প্রসঙ্গ শেষ করছি।

ভাগবতের পরমদেবতা বিষ্ণু। বেদে তিনি মাধ্যন্দিন আদিত্য। আদিত্যপুরুষের শুক্লভাতি এবং পরকৃষ্ণ নীলিমার কথা ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে। ভাগবতেও তাঁকে বারবার 'শুক্ল' বলা হয়েছে (৩।২১।১৬, ৩৫, ৫১), আবার বিগ্রহবর্ণনায় বলা হয়েছে 'শ্যাম'—যাঁর হৃদয়ে শোভা পাচ্ছেন লক্ষ্মী (৩।১৫।৩৯)। ছবিটি নীলাকাশে আদিত্যমণ্ডলের।

সৃষ্টির প্রথমে অনন্তশয্যায় শয়ান বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হতে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার উৎপত্তি হল (৩।৮।১৪)। বিষ্ণুর তিনি বিজ্ঞানশক্তি (৩।৯।২৪)—তাঁরই আদেশে প্রজাসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হলেন (৪৩)। কিন্তু প্রত্যাশিত প্রজাবৃদ্ধি না হওয়াতে অবশেষে তার জন্য তিনি মিথুনসৃষ্টির আবশ্যকতা অনুভব করলেন। প্রজাবৃদ্ধি অবশ্য এখানে সংখ্যাগত নয়, গুণগত। এই উদ্দেশ্যে নিজের কায়কে দ্বিধা বিভক্ত করে তিনি একটি মিথুন উৎপাদিত করলেন—তার পুরুষটি হলেন 'মনু', আর স্ত্রীটি 'শতরূপা'। শতরূপা মনুর মহিষী হলেন, মনু হলেন প্রজাপতি। তার পর থেকেই প্রজাবৃদ্ধি হতে লাগল (৩।১২।৫২-৫৪)। বেদে এই মনু মানবের আদিপিতা। আর মানুষ বা পুরুষের মধ্যে প্রজ্ঞানের পরম আবির্ভাবেই সৃষ্টির সার্থকতা।

শতরূপার গর্ভে মনুর দুটি পুত্র আর তিনটি কন্যার জন্ম হল। কন্যা তিনটির নাম যথাক্রমে আকূতি দেবহূতি আর প্রসূতি। এই মানবীরা মানবমনের কোন্ বৃত্তি, তা তাঁদের নাম হতেই বোঝা যায়।

এর আগে লোকসন্তননের জন্য ভগবানের শক্তিতেই ব্রহ্মা অভিধ্যানের দ্বারা আরও প্রজাপতির সৃষ্টি করেছিলেন—যেমন মরীচি অঙ্গিরা পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু ভৃগু বসিষ্ঠ দক্ষ নারদ (৩।১২।২১-২২) কর্দম (২৭) রুচি ইত্যাদি। তাঁর মুখ থেকে বাক্ নামে একটি কন্যাও উৎপন্ন হল। মেয়েটি অকামা, কিন্তু ব্রহ্মা তাকেই কামনা করে বসলেন। মিথুন-সৃষ্টির এটি প্রথম আভাস—বেদে একে প্রজাপতির দুহিতৃগমনরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এই আদিকামপ্রবৃত্তি সফল হল না (২৮-৩৩)। সৃষ্টিতে স্ত্রীশক্তি তখনও অব্যক্ত এবং নিষ্ক্রিয়। ব্রহ্মার মানসপুত্রেরা অকৃতদার।

বৃষাকপি হন কপিল, যিনি চরম পরিণামে মধ্যরাত্রের 'অগ্নঃ সানু'তে সমারূঢ়। [৩]ছা. ৩।১৭।৬; তু. ৮।১।৫ (৭।১); ঋ. অনশ্নন্ ১।১৬৪।২০।

এঁদের মধ্যে কর্দম—যার জন্ম হয়েছিল ব্রহ্মার 'ছায়া' হতে (৩।১২।২৭)—সরস্বতীপরিপ্লুত বিন্দুসরোবরে পত্নীকামনায় তপস্যা শুরু করলেন (৩।২১।৬…)। তপস্যা সফল হল। বিষ্ণুর নির্দেশে এবং ব্রহ্মার আদেশে মনু কর্দমের সঙ্গে মধ্যমা কন্যা দেবহূতির বিবাহ দিলেন (৩।২২ অঃ)। কর্দম 'ছায়া' বা অসংজ্ঞা, জড়সমাধির প্রতীক—কিন্তু পত্নীকাম। আর দেবহূতি আলোর মেয়ে—মানবমনে আলোর অভীপ্সার প্রতীক। দুয়ের মিলন অধ্যাত্মসাধনায় নিগূঢ়-ব্যঞ্জনাবহ। ভাগবত দুটি চরিত্রকেও এঁকেছেন আলো-ছায়ার অপূর্ব সম্পাতে।

'য়োগানুভাবেন রমমাণয়োঃ' কর্দম-দেবহূতির প্রথম সন্তান একসঙ্গে জাত (বেদে 'সাকংজাত') নয়টি কন্যা (৩।২৩।৪৬-৪৮)। মেয়েরা শ্রদ্ধা কলা ক্রিয়া উর্জা ইত্যাদি—বলা যায়, শ্রদ্ধা দিয়ে শুরু আর শান্তি দিয়ে শেষ। মেয়েদের পর দেবহূতির আকুতিতে জন্মালেন কপিল—যিনি বিষ্ণুরই অবতার। যে 'আধ্যাত্মিকী বিদ্যা সর্বকর্মের শমনী' (৩।২৪।৪০), কপিল তার প্রবক্তা। আর তাঁর প্রথম প্রবচন মায়ের কাছে।

কপিলের জন্মের পর কর্দমের নয়টি কন্যার বিবাহ হল পূর্বোক্ত মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিদের কারও-কারও সঙ্গে। অঙ্গিরা বিবাহ করলেন শ্রদ্ধাকে, আর অথর্বা শান্তিকে। দুজনেই অগ্নি-ঋষি এবং যজ্ঞবিধির প্রবর্তক—যজ্ঞের আদি এবং অন্ত। কর্দমকন্যারা তাহলে যজ্ঞশক্তি—বেদের ভাষায় ক্রতুরূপিণী। তাইতে তাঁরা দেবহূতির আত্মজা। কর্দম হতে তাঁরা ফুটে উঠেছেন, গায়ে রক্তোৎপলের গন্ধ নিয়ে (৩।২৩।৪৮)। একটু কামনার আভাস তাঁদের মধ্যে আছে। কিন্তু কপিল কাম-কর্মের ওপারে।

এখন বুঝতে কষ্ট হয় না, সংহিতার নববীরেরাই এই নবকন্যা। সংহিতায় নববীরদের হাতে কুলা ছিল, তাই এখানে সোজাসুজি তাঁদের মেয়ে করা হয়েছে। তাঁরা ক্রত্বর্থক প্রাণ, আর কপিল ক্রতুকে ছাপিয়ে প্রজ্ঞা। কিন্তু প্রাণ আর প্রজ্ঞা 'সমান'—চেতনার পূর্বার্ধ আর পরার্ধ। দুয়ে মিলে দেবহূতির পূর্ণতা। অন্তে তাই দেখি, দেবহূতি প্রজ্ঞাপারমিতা হয়েও নদীরূপিণী—তাঁর আত্মপ্রতিরূপ 'বক্ষণা'রা তাঁর মধ্যে এসে মিলে গেছে। বিশ্বপ্রাণের ধারায় নিত্যকাল ধরে তিনি 'সুধিত ভ্রূণ'রূপে বহন করে চলেছেন অকাম অক্রতু কৈবল্যের সঙ্কর্ষণকে (তু. ঋ. ১০।২৭।১৬; ভা. ৩।৩৩।৩০-৩২ দেবহূতির সিদ্ধির বর্ণনা)।

মনুর জ্যেষ্ঠা কন্যা আকূতির বিবাহ হয়েছিল প্রজাপতি রুচির সঙ্গে। তাঁদের এক পুত্র যজ্ঞ, আর এক কন্যা দক্ষিণা। দুটিতে একটি মিথুন। কনিষ্ঠা কন্যা প্রসূতির বিবাহ হল প্রজাপতি দক্ষের সঙ্গে। তাঁর ষোলটি কন্যা—তার মধ্যে তেরটির বিবাহ হল ধর্মের সঙ্গে। ত্রয়োদশ কন্যার নাম 'মূর্তি' (Incarnation)। তাঁর গর্ভে জন্ম হল নর আর নারায়ণের—যাঁরা পরে হলেন অর্জুন আর বাসুদেব। চতুর্দশ কন্যা স্বাহার বিবাহ হল অগ্নির সঙ্গে,

পঞ্চদশ কন্যা স্বধার হল পিতৃগণের সঙ্গে। ষোড়শী কন্যা সতী—যেন চাঁদের ধ্রুবা কলার মত। তাঁর বিবাহ হল শিবের সঙ্গে—যিনি কপিলের মতই সব ধর্ম-কর্মের বাইরে। সতী নিঃসন্তানা—তিনি আর 'প্রসূতি' হলেন না।

মনুর প্রাজাপত্যব্রত এইভাবে সার্থক হল।

পুরাণে বেদার্থ কি ভাবে প্রপঞ্চিত হয়েছে, তার একটু আভাস দেওয়া গেল।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

সংশোধন ও সংযোজন

সময়ের টানাটানিতে দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে কোনও শুদ্ধিপত্র দেওয়া সম্ভব হয়নি। এইবার তা দেওয়া হল—সেই সঙ্গে-সঙ্গে প্রথম খণ্ডেরও কিছু অতিরিক্ত সংশোধন ও সংযোজন। তৃতীয় খণ্ডে, ছাঁচের দোষে 'ম্প' আর 'ষ্প' এই দুটি অক্ষর অনেকজায়গায় ঘুলিয়ে গেছে। পাঠকের বিচক্ষণতার উপর নির্ভর করে, তার মধ্যে শুধু বিশেষ-বিশেষ ভুলগুলিই দেখিয়ে দেওয়া হল—নইলে তালিকা দীর্ঘ হয়ে পড়ে।

প্রথম সংখ্যা পৃষ্ঠার (স্থূলাক্ষরে), দ্বিতীয় সংখ্যা ছত্রের। তিনটি সংখ্যা থাকলে দ্বিতীয়টি টীকার—ওই পৃষ্ঠা হতেই গোনা হয়েছে। সংযোজন বা সংশোধিত রূপটি আছে উদ্ধৃতিচিহ্নের মাঝে। সংযোজনের আগে যোগচিহ্ন দেওয়া হয়েছে।

১।১০ জাতির 'বহুসম্রকব্যাপী'। ৯।২৩ 'আপ্রাণান্ত' চেষ্টা। ৩৭।৫।২ 'পুরুষ্টু তাঁহদের'; ।৫।৫ 'দস্থ্যন্'। ৪৩।১৩।২ সামানি 'জজ্ঞিরে' ছন্দাংসি 'জজ্ঞিরে'; ।১৬।২ '১।১৬৪।৩৯'। ৫০।৮।১ 'সায়ণ'। ৫১।১১।৪ 'ইমম্ উ' ত্যম্। ৫৪।১৯ কিন্তু 'তার তুলনায়'। ৬১।১২ ষড়্জ 'নিষাদ ও ধৈবত'। ৬৩।৭।৩।১ স্কন্দ 'নাগরখণ্ড' ২৭৮। ৬৪।১ 'বৌদ্ধভাবনার' মূলে। ৭৫।১৫-১৬ যেমন কয়েকরকমের 'দ্ব্যহ (দুদিনের)—এমনি করে ত্র্যহ, চতুরহ, পঞ্চাহ, ষড়হ, সপ্তাহ, অষ্টাহ, নবাহ, দশরাত্র,' এগারদিনে সাধ্য পৌণ্ডরীকযাগ ইত্যাদি। + 'মোটের উপর তেত্রিশরকমের। এদের মধ্যে কতকগুলি অতিরাত্রসংস্থাক—যাগ চলে সন্ধ্যার পরও সারারাত ধরে। যেমন **পঞ্চরাত্র নবরাত্র দশরাত্র** ইত্যাদি।' তাণ্ড্যব্রাহ্মণ অগ্নিষ্টোমকে ··। ৭৯।১৭-১৮ অদিতি 'দুটি শীর্ষ-কপাল'। ৮৭।৫৩।১ '৯।১১৩।৬-১১।' ৯২।৩ শেষের 'তৃচটিতে'। ৯৪।৯৬।২-৩ ওদপাত্রাৎ '(জলপাত্র হতে অন্নপাত্র পর্যন্ত সব ভাণ্ড থেকে)'; ।৯৬।৪ সমাপ্নোতি। + 'অহরহঃ স্বাহাকুর্যাৎ আ কাষ্ঠাৎ (অগ্নিতে একখানি কাঠ আহুতি দেওয়া পর্যন্ত), তথৈ.তং দেবযজ্ঞং সমাপ্নোতি।' অথ ব্রহ্মযজ্ঞঃ। ৯৫।১০৩।১ তু. + 'শ.' শ্রীমন্থ। ৯৭।২২-২৩ **তৈত্তিরীয়োপনিষৎ**। + দশম প্রপাঠকটি **যাজ্ঞিকী নারায়ণ উপনিষৎ**।' ১০০।৬।৫ হতে পারে। + 'উল্লিখিত ঋক্‌টি ঐব্রা.তে সৌপর্ণসূক্ত নামে অভিহিত সূক্তের শেষে আছে (দ্র. ঐব্রা. ৬.২৫, ৮।১০ সাভা.)। গায়ত্রী সুপর্ণী হয়ে সোমকে দ্যুলোক হতে পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছিলেন (তৈস. ৬।১।৬)। এটি মানুষের হৃদয়ে দিব্য আবেশের বর্ণনা। 'নিষৎ' এবং 'উপনিষদে'রও এই পরিচয়।'; ।৮।২ দেবতা 'আধারে'; ।১০।৮ 'জ্ঞানবিধূতপাপ্‌মা'। ১০৪।১২ প্রথম 'সৃষ্ট'। ১০৫।২৮।৭ 'উষাঃ'। ১০৬।৯ আকর্ষণ 'কাটলে'; ।১২ আছে 'আর' হ্রদ; ।১৭

মনোবলে 'আরহ্রদ'। ১০৮।৪২।৩ তু. 'ঋচঃ' প্রণব উক্থশংসিনাম্ 'তৈস.'। ১১২।২০ ঋকের রস 'সাম,' আর 'সামের' রস। ১১৬।৭৬।১৪ সেখানে 'প্রেষণ-'। ১২১।৫ হচ্ছে 'ইন্দ্র-' ; ।১৪ জননী 'উষা'…নরলোকের প্রথম 'বেদ্ধা'। ১২৩।১ 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়' সামের ; ।১১৭।৫ আদিম 'ভাতি'। ১২৪।১১৯।৬ মৃদু, 'বলবৎ শ্লক্ষ,' নিরুক্ত ; ।৭ এটিকে+'চেতনার' আরোহক্রম। ১২৫।১২০।৩ 'অগ্নি ও বায়ুরই' বিভূতি। ১২৮।১৩৪।৩ (দ্র. '৩।১৫৬টী.')। সাধ্যেরা। ১২৯।১৩৭।১২ একটা প্রমাণ। + 'সামবেদের জৈমিনীয়োপনিষদে এই মন্ত্রটিই ব্যাখ্যাত (৪।২৭-২৮।' ; ।১৪৪।১ দ্র. 'বেমী. পৃ. ৪৫৭…।'। ১৩১।২ উর্ধ্বাধঃ-ক্রিয়াকে + 'বোঝানো যেতে পারে সমতলের উপর একটি লম্বচিহ্ন (perpendicular) রেখে। এটি উদানেরও গতিরেখা। অবশ্য সমতলটি রচিত হবে প্রাণাপানের এবং সমান-ব্যানের গতিরেখার আধাররূপে। কিন্তু এদিকে' ভাবনার জন্য 'প্রাণাপানের গতি' নির্দিষ্ট করা হয়েছে সামনে আর পিছনে। ১৩১।৩ আছে যেন সমতলভাবে। + 'উদানের উর্ধ্বগতির সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত সমতলটি তাহলে পৃথিবী হতে দ্যুলোকের দিকে ক্রমে-ক্রমে উজিয়ে যাবে।' ১৩১।৭ 'ধরা যেতে পারে। চিত্রের'। ১৩৫।১০ 'সর্বভুক্—কারও' ; ।২৪ চতুর্থ পাদ ।১৭৪ + 'প্রতি পাদ চতুষ্কল ; অতএব পাচ্ছি ষোড়শকল ব্রহ্ম।' ১৩৮।১৮৩।১ 'অর্চি অগ্নিশিখা—' অধিযজ্ঞ। ১৪৮।২২৩।১০ মড়া 'ডিমের মত', উপনিষদের। ১৫০।২২৭।৭ সত্রে 'জায়ে.র' পত্য। ১৫৩।২৩৬।৭ 'দেববিদ্যা'–দেবতাবিজ্ঞান। ১৫৫।২৪৭।১১ বাকের 'সাধনার'। ১৫৭।২৫৯।১ 'লব্ধ্বা.নন্দীভবতি,' কো। ১৬০।২৭৩।২ পুরং 'হিরণ্যয়ীং'। ১৬৮।৩২৩।১ সুপরিচিত। + 'অগ্নিচয়নের বেদির আকার পাখির মত। উপনিষদে এই ভাবনাটি অনুস্যূত হয়েছে।' ১৬৯।৩২৯।১ সমাধিযোগে 'ইচ্ছা-সুপ্তি'। ১৭০।৩৩৬।৫ 'সেমিটিক' ভাবনা। ১৭৪।৩৬৩।৯ (শ্বে. ৬।১১)। + ''ব্রহ্মজজ্ঞ'র পদচ্ছেদ হতে পারে 'ব্রহ্ম-জজ্ঞ' যিনি ব্রহ্মকে জানেন। তু. ঐব্রা. ৬।৩৫, তত্র 'জজ্ঞ' =জ্ঞ।' ১৭৫।৩৭১।১০ 'Gk. *euchomai*' I pray। ১৮১।২ 'নিষ্কাসিত' করে জানতে হবে 'অমৃতজ্যোতীরূপে'। ১৮৬।৪৬৭।৪, ১২১।১০, 'রিশ্বে.দ্ উ' তা ; ।৪৭১।৭ ঘোড়ায় চড়ে 'চুরাল্লিশ' দিনের + (ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের অক্ষরসংখ্যা চুরাল্লিশ ; এটি ইন্দ্রের ছন্দ—যিনি বজ্রসত্ত্ব এবং মনোবাসিত প্রাণের দেবতা ; উপনিষদে রুদ্ররূপী প্রাণের সংখ্যা এগার ; সুতরাং চুরাল্লিশ দিনে নচিকেতার মত মৃত্যুর দুয়ার দিয়ে তিনটি প্রাণের ভূমি পেরিয়ে তুরীয় প্রাণভূমির প্রত্যন্তে পাওয়া যাবে অমৃতের উৎস—এই ধ্বনি আছে)' পথ হল। ১৮৭।১ হে + 'একর্ষি' পূষন্ ; ।৪৭৪।১১ তবে 'একর্ষির মত বিজ্ঞান' ; ।১২ (কা. ৪০।১১।৫ + ; 'তৈআ ৬।৫।২, তত্র সাভা.')। ১৮৭।৪৮০।২ পাশার 'চারটি' ফোঁটাও 'কৃত' + '(দ্র. ঐব্রা. ৭।১৫ ; ছা. ৪।১।৬, ৩।৮ ; তাহলে 'কৃত'=চতুষ্পাৎ বা চারপো)' বা 'সত্য'। ১৯৭।৫৮২।৩ বলছেন + 'নমো বয়ং বর্ষিষ্ঠায় কূর্মঃ। 'গোকামা' এর রয়ং ; ।৫৮৪।৫ ৬।৮।৭…)। + 'এটি প্রচলিত ব্যাখ্যা। চিন্ময়প্রত্যক্ষবাদ

অনুসারে দর্শন আদিত্যের, তারপর শ্রবণ আকাশের; তারপর অরূপের মনন, সবার শেষে লোকোত্তরে নিদিধ্যাসন বা ধী-যোগ এবং তার ফলে বিজ্ঞান। প্রতিটি অনুভবই সহজ।' ২০১।৬১৩।১ দ্র. শাঙ্করভাষ্য। + 'অত্র চিন্তনীয়: পুরাণে 'লোকালোক' পর্বতের কথা আছে। একটা হাঁড়ির ভিতরে প্রদীপ জ্বাললে তার আলো ভিতরেই থাকে, বাইরে যেতে পারে না। তখন ভিতরে 'লোক', আর তাকে ঘিরে বাইরে 'অলোক'। সূর্যরশ্মিতে আলোকিত পৃথিবীলোকের চারদিকে তেমনি আছে একটা 'অলোক' পৃথিবী—তার পরিমাণ পৃথিবীলোকের দ্বিগুণ (৩২×২=৬৪ দেবরথাহ্ন)। তাকে ঘিরে আছে এক অলোক সমুদ্র—তার পরিমাণ লোক আর অলোক পৃথিবীর সমষ্টির দ্বিগুণ ([৩২+৬৪]×২=১৯২ দে.)। মোটের উপর তাহলে ২৮৮ দে. (৩২+৬৪+১৯২) পাওয়া গেল। এই সংখ্যাটি জগতীছন্দের অক্ষরসংখ্যার ছয় গুণ (৪৮×৬)। অলোক-সমুদ্রবেষ্টিত বিশ্বজগতে তাহলে ছয়টি জগতী আছে। সংহিতায় 'ষট্ উর্বী'র কথা পাই (ঋ. ষল্. উর্বীর্ একম্ ইদ্ বৃহৎ ১০।১৪।১৬; তু. ষড্ ভারাঁ একো অচরন্ বিভর্তি ৩।৫৬।২)। তার বিস্তার অশ্বমেধযাজীর আত্মবিস্ফারণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়—তিনি তখন বিষ্ণুর মত 'বৃহচ্ছরীরো রিমিমানঃ' (ঋ. ১।১৫৫।৬): তাঁর ক্রমবর্ধমান শরীর দিয়ে বিশ্বভুবন ছেয়ে থাকেন। এখানে পঞ্চভূতের উল্লেখ লক্ষণীয়—পৃথিবী, সমুদ্র (অপ্), সুপর্ণ (আদিত্য বা অগ্নি=তেজ), বায়ু এবং আকাশ। প্রথম দুটি ভূত স্থূল, পরের তিনটি সূক্ষ্ম। যজ্ঞাগ্নির শিখারা আন্তরভাবনার ফলে সূর্যরশ্মি হয়ে যাজককে তাদের মধ্য দিয়ে নিয়ে যায় এবং অবশেষে 'মহাভূতে'র সঙ্গে তাঁকে একীভূত করে।' ২০২।৬২২।১ বৃ. ৪।৩।৩৩। + 'ব্রহ্মলোক' পরমানন্দ, তার পর আর-কিছুই নাই। ২০৯।৬৮৪।৭ 'সুবর্গেয়' ২।২)। + 'কিন্তু তু. 'পরা-বৃক্' ঋ. ২।১৫।৭, ১৩।১২, ৪।৩০।১৬, ১।১১২।৮ (১০।৬১।৮)। তত্র সাংখ্যধ্বনি।' ২২২।৮ ধরে নিতে 'পারি।৮০৮' নবীন। পাদটীকায় + '৮০৮ সম্প্রতি আবিষ্কৃত 'জৈমিনীয়োপনিষৎ' সামবেদের অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রন্থ। কেনোপনিষৎ তার অন্তর্গত। সমগ্র জৈমিনীয়োপনিষৎ বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে।' ২২৩।১১।৪ 'শিক্ষা'। + 'এই সংজ্ঞার মূল ঋ.তেই পাওয়া যায়, তু. ৭।১০৩।৫। সেখানে আচার্য 'শাক্ত', অন্তেবাসী 'শিক্ষমাণ'।' ২৩২।৫৪।৬ ব্যবহৃত হয়েছে) + '৬।৬৭।৯'। ২৩৭।৭২।১ সৌত্রামণী + 'এবং বাজপেয়' যাগে সুরার।

২৪৩।৪।৪ 'বৃষ্ণে নদীনাম্' ৭।৩৪।১৬, ; ।৪।৩৬ 'সাযুজ্যের' বোধ। ২৪৮।২৬।১৩ '৭।৩২।২৬'। ২৪৯।২৮।১১ তমসি 'তস্থিবাংসম্'। ২৫১।১ 'সঙ্গে 'পরম' বিশেষণ'; ।৩২।২ ৯।৪।৫, '৮।৬৭।১'। ২৫৩।১৬ সোম যে-'শুক্রজ্যোতির'। ২৫৪।২ অগ্নি + 'আর'; ।৩৭।১ '৬।২।৪, ৮।১।১৮'। ২৬১।৫৭।১৩ '১০।২৭।৬', ৪৮।৭। ২৭১।৭৬।১ [৭৬]

''দীধিতি''। ২৭২।২৯ নাম দিয়ে 'রেখেছেন Henotheism'। ২৭৭।৩ অগ্নি তাই 'উষর্ভুৎ'; ।৮৯।১ বীর্য্যং 'বাং'; ।৮৯।৩ সম্ 'অঙ্ঘ্রি'। ২৭৯।৯১।১৮ আঙ্গিরস ' 'মূর্ধন্বান্' '; ।৯১।১০ অগ্নিস্ 'ততঃ সূর্য্যো' আয়তে। ২৮৪।১৭ আবার 'তাঁর' দুহিতাও। ; ।৯৮।১ হয়েছে 'ঋ.র রাত্রিসূক্তে : 'রাত্রী ব্য.খ্যদ্ দেব্য.ক্ষভিঃ'।' ২৮৫।১০৬।৭ 'আদিত্য হতে' প্রসৃত। ২৮৬।১০৬।২ এই 'ধ্রুবা,' আর; ।১০৭।২ ৯।৯।৪। + ' 'সপ্ত' শ্লিষ্ট : 'সপ্ত' (ভিঃ) ধীতিভিঃ ··সপ্ত নপ্তো অজিন্বৎ'। দ্র. টী. ১১১, ১১৪।' ২৮৭।১১১।৯ (বরিবঃ)। + 'একই নদীর সাতটি ধারা সাতটি ভূমিতে—তাই 'সপ্তসিন্ধু' বা 'সপ্ত নদী'। ২৮৮।১১৩।২ আমি গ্রহণ 'করেছি', ।১১৩।৭ যেখানে ' 'ধৃতি' '। ২৯০।১১৫।৩ রি রাজসি '৫।৮১।৫'। ২৯২।১ আরেকটি 'মন্ত্রাংশে'। ২৯৪।১২৪।৭ 'একাদশ' রুদ্র। ২৯৬।১২৬।৫ der 'vaac'; ।১২৭।১৭ সোমম্ 'অপিবদ্'। ২৯৭।১২৭।২০ Gk. '*kondos*; ।১২৭।২১ Gk. '*kondulos*।' ; ।১২৭।১৭ তেমনি 'ত্রিষ্টুপ্'। ৩০০।১৩১।৪ ' 'বৃত্রমাতা' '। ৩০১।১৩৪।৭ দর্শনে 'জড়বাদ'; ।১৩৪।১৬ নাম তে 'লোকা'। ৩০৬।৬ 'ঋক্-সংহিতাতেও'। ৩০৭।১৪৩।৮ choose')। '২ < সধ'। ৩০৯।১৪৫।৬ 'সংযাজে' দেব-পত্নীদের। ৩১০।১৪৭।২ প্রবেগ) '৫।৫০।৫'। ৩১১।১৫০।২ ইন্দ্রিয়ম্ আ 'তস্থার্'। ৩১৪।৮ 'উধাও-হওয়া' মনেরও। ৩১৫।১৬০।১৩ (উরুলোক)। + 'তু নি. অন্তরিক্ষ 'প্যায়ন' অর্থাৎ প্রসরণশীল (১২।১৯)।' ৩১৭।১৬৪।৮ 'অগন্ম' শর্ম। ৩২১।১৭০।৪ 'উষসাম্' উর্ধ্বে। ৩২২। ১৭১।১৫ তু. 'অগ্নিনা গ্নিঃ'। ৩২১।১৭৪।১৬ এইসব + '(বিশ্বরূপে) জাত হয়ে' (এই ধেনু। ৩৩০।১৮১।২ ' 'to flow' '; ।১৮২।৫ ' কল্যাণকর্ম। তিনি 'অরিণাৎ'। ৩৩১। ১৮২।১৩ 'অধ্যাত্মদৃষ্টিতে);' অগ্রে; ।১৮২।১৭ তু. '৮।৩৫।১৬-১৮'; ।১৮২।২১ আর ' 'ব্রহ্ম' '। ৩৩৪।১৮৬।১৯ 'মংহয়দ্রয়িঃ'। ৩৩৫ ৮ ' 'মন্দ্রঃ কবিতমঃ' '; ।১১৮।২ টী. ৯১৮এর পর সংখ্যাটি থাকবে না। ৩৩৬।১৮৮।১ 'সাদয়া' য়োনিষু; ।১৮৮।১৯ 'অনুব্রতা গুঃ'; ।১৮৮।২০ (অগ্নিং) 'সপন্তো'; '(এইসব করেছে;'। ৩৩৭।১৮৯।৩৫ 'কবির্' রেখা। ৩৩৮।৩ তাদের '—হৃদয়ে এবং'; ।১৯০।১৬ ত্বং 'নো অস্যা উষসো'। ৩৪০।১৯২।১ দেবতাই ' 'ঋতং মহৎ' '। ৩৪১।১৯৩।১ '√জৃ'; ।১৯৩।৯ জড়িয়ে 'ধরছে' + 'তারা' মঘবাকে; ।১৯৩।১০ '(জড়িয়ে ধরে)' ১০।৪৩।১; ।১৯৩।৩৬ প্রেষ্ঠং 'বা'। ৩৪২।১৯৪।৭ ' 'আপ্রীদেবগণ')।' লক্ষণীয়। ৩৪৩।৭ চিরকাল 'তা-ই'; ।১৯৪।৩ তু. 'IE. *uek*'; ।১৯৫।১২ 'উশন্ন্' উশত···হবিষে 'অন্তরে'—উতলা। ৩৪৪।১৯৫।২৩ 'শততমং' বেশ্যং। ৩৪৫।১৯৬।১২ অপি 'রাতষামস্থ্'। ৩৪৬।১৯৬।২ '(৯।১৫।২, তার' পরের। ৩৪৭।১৯৭।১৩ দেবতার ' 'বর্ম' ' বা। ৩৪৮।১৯৯।১৫ অমর্ত্যাং 'সহোবৃধম্'; ।১৯৯।২৬ হয়েও 'আত্ম-যাজী'। ৩৪৯।২০০।৭ 'আ.গ্নে বহ' পার্থিভিঃ; ।২০১।৯ (তু. 'মু.' এর। ৩৫০।২০১।২৩ ঋতেন 'সূর্য্যম্'; ।২০১।৪১ '< IE. *ndh-*'। ৩৫১।২৩ 'পরিব্যাপ্ত করেন আমার' মধ্যে। ৩৫২।২০৪।১৭ ' 'ঘৃত' ' জ্যোতিঃশক্তির; ।২০৪।২৫ 'IE. *kred-dhe*'; ।২০৪।২৬ Lat.

cord-(is), *cor*, Gk. *kardia*, OE.'। ৩৫৩।৫ রুদ্ধ ক'রে 'ব্যানের'। ৩৫৪।২০৬।২৮ 'পড়ছে সরস্বতীতে'। ৩৫৯।২১২।৮ 'গয় প্লাতের' একটি সূক্তের। ৩৬০।২১৩।৮ দ্রোণে 'হরয়ঃ'। ৩৬৪।২১৮।১১ নিত্যশংসন; 'শুভ্র'; + ৩৬৫।২১৮।১ 'সুমঙ্গল বসন-পরা, পিতৃপুরুষদের নিকট হতে লব্ধা, নিত্যজাতা'; ।২১৯।১৭ 'তু.' অগ্নি। ৩৬৮।২২১।৪৭ ^তু. 'অথা'। ৩৭০।২২৩।১৭ আর 'নক্তা' বা। ৩৭১।২২৪।৬ OS. 'OHG.'। ৩৭৮।৬ অগ্নি ' 'উষর্বুধ্' '। ৩৮৫।১৬ ' 'অপাং নপাৎ' '। ৩৮৯।২৫০।১৪ দ্র. 'সিন্ধু' + '৬০৭^২'। ৩৯৮।২৬০।৬ অধীশ্বর 'একদেব'; ।২৬১।৩ ৬।৪৪।২৩…) +' ; ' 'দ্বিত' ৫।১৮।২, ৮।৪৭।১৬'। আবার ত্রিত। ৪০৪।২৭৫।২ ১০।৫১।৬। + 'পূর্বতন অগ্নিরা মাত্রাছাড়া উৎসাহের ফলে দেবযানের পথে চলতে গিয়ে বষট্‌কারের বজ্রশক্তিতে ভেঙে পড়েছিল—একথা আগেই বলা হয়েছে।' ৪০৫।২ তোমার না অনিষ্ট 'হয়'। তাহলে তুমি; ।২৭৭।১৯ আছে ' 'ঊর্জ্' ' বা; ।২৭৭।২৭ দ্র. সা.। + 'মনে হয়, এখানে পুরুষে "পুরীষে"র ধ্বনি আছে, যার অর্থ জ্যোতির্বাষ্প বা নীহারিকা। দ্র. "পুরীষ" পরে।' ৪১২।৭ 'ব্রহ্মণস্পতি' [২৯৫]; ।২৯৫।৩ খসে পড়বে 'ব্রহ্মণস্পতির'। ৪১৩।২৯৬।৫ 'ব্রহ্মণস্পতির' মন্ত্রবীর্যে; ।২৯৭।৫ '৩।১০।৪-৬); তাঁর' অন্তরে। ৪১৪।৩ অভীপ্‌সার 'ঊর্ধ্বশিখারূপে'। ৪১৫।২৯৮।১১ দিব্যশ্রুতি + '('; ২৯৮।১২ ৪৫')। দিব্যশ্রুতি হতে সম্ভূত বাকের'। ৪১৬।১৩ 'আমারই' মধ্যে। ৪১৭।৩০২।৩ বিহঙ্গের 'কাকলি,' দ্যুলোকের। ৪১৯।৩০৬।১৬ '*rikth*- 'to drag,'। ৪২২।৩১০।৭ ' 'আ গল্‌দা ধমনীনাম্' '; ।৩১০।১৮ আমাদের 'অমৃত-জন্ম'। ৪২৪।৩১২।১ ন 'দুষ্টুতির্'। ৪২৫।১১ করেন 'কবিধর্ম; সিদ্ধ করল তাঁকে' ধিষণা। ৪৩৪।৩২৯।৬ 'মহুর্হিতম্'। ৪৩৫।৩৩২।১৪ ' 'উষর্বুধ্' ' অগ্নি। ৪৩৮।৩৩৯।১ 'ভজনা, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক'। ৪৪০।৩৪২।১ আপ্রীণাতি + '(তু. ঋ. প্রীণন্ বৃষা কনিক্রদৎ ৯।৫।১; মন্ত্রটি আপ্রীসূক্তের)। ঐব্রা.' তেজো বৈ। ৪৪০।৩৪২।৮ বিচার চলে না। + 'শ. র বক্তব্য: যজমানের রিক্ত আত্মার আপ্যায়ন বা আপূরণ হয় আপ্রীসূক্ত দিয়ে—কেননা এই সূক্তগুলি প্রাণের মন্ত্রমালা, তাই তাহাদের ঋক্‌সংখ্যা এগার, আর আত্মার বহিঃ-প্রকাশ প্রাণে।' ^২নি.; ।৩৪২।১৫ 'হয় 'শংস', তেমনি' তাঁর; ।৩৪২।১৬ (দ্র. 'শাংব্রা.' ১০।৩। ৪৪১।৩৪৫।১১ 'দেওরাই' বলতে গেলে। ৪৪২।৩৪৮।৬ '*pek*'- 'wool','। ৪৪৮।৩৬০।৩ 'বাহবা' পৃথুপাণিঃ। ৪৫০।৩৬৩।১০ ২।৩৪।৬ + ' ; 'নরাং ন শংসৈঃ' ১।১৭৩।৯, ১০, (ইন্দ্র) 'শংসো নরাম্ ৬।২৪।২।' ৪৫৭।৩৮০।৩ যজমানের 'নিষ্ক্রয়রূপে'। ৪৬২।৩ আলো 'আর' আঁধার। ৪৬৩।৩৯৩।১৬ Eng. '*smile*, Swed. *smila*', । ৪৬৭।৪০১।১৯ অর্ণঃ, 'রশ্মি' আদিত্যা। ৪৭০।২১ বেদে 'তাঁর' উল্লেখ। ৪৭৫।৪১৮।৪ ৯।৬৭।৩২। + 'নদী সরস্বতী যজ্ঞের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত—কেননা তার কূলে-কূলেই যাজ্ঞিকী সংস্কৃতির বিস্তার (তু. ১।৩।১০-১১; ৮।২১।১৮ টী. ৪১০^৪, ৩।২৩।৪; আরও তু. ঐব্রা. ২।১৯ কবষোপাখ্যান)। যজ্ঞ মন্ত্রসাধ্য, মন্ত্র বস্তুত মানুষের মনে দৈবী

বাকের স্ফূর্তি। অতএব পরম্পরাক্রমে বাকের সঙ্গে সরস্বতীর অন্বিত হওয়া একান্তই স্বাভাবিক।'; ।৪১৯।৪ বার্হস্পত্য 'ভরদ্বাজ'। ৪৮০।৪২৮।৮ ' 'মূজবান্' ' গিরি। ৪৮২।৪৩১।১ বৃষা 'ঋ.' ৯।৫।৯। ৪৮৩।১২ 'সে-ধারা' হতে। ৪৮৬।৪৪৩।১ তত্র 'হব্যানি গময়'।

৪৯১।৭ 'যায় ঋক্‌সংহিতায়' তিনটি ঋকের ; ।১১ 'অপরিহার্যভাবে' যুক্ত ; ।১৮ আর 'এখানে' পৃথিবীরূপে ; 'শ্রী' ও ' ভূ'র ' ; ।৪৫২।৩ 'অদিতে' সজোষা। ৪৯২।৮ সর্বত্র 'মধুবর্ষী' ; ।১১ বা ' 'ভূমি' ' ; ।১৩ 'পরিভাষিত হয়েছে ; ।১৬ চেতনায় 'সংক্রামিত' ; ।৪৫২।১ ভগ 'দিক্‌চক্রবালে' ; ।৪৫২।২ তু. 'পরমপুরুষের' ; ।৪৫২।৪ আমাদের 'সরস্বতী-পূজা' ; ।৪৫৩।২ 'দ্যাবাপৃথিবী' + 'বিদ্র.' পরে ; ।৪৫৪।২ অস্মিন্ 'হি' লোকে ; ।৪৫৪।৪ উথলে 'উঠল' ; ।৪৫৪।৯ তৈব্রা. '১।১।৩।৬-৭'। ৪৯৩।৫ অর্থাৎ 'পরমব্যোমে' ; ।৪৫৫।৩ 'তা. ৮।৭।২ ;'…'শ. ২।২।১।২০'…'২ ০রী' বেদিঃ ; ।৪৫৫।৪ 'ঐব্রা. ৫।২৮ ; তৈব্রা. ৩।৩।৬।২, ৮, ২।৯।১২ ; শ. ১।২।৫।৭, ৭।৩।১।৫, ৫।২।৩১…, তস্যা' এতৎ পরিমিতং রূপং ; ।৪৫৫।৫ 'ঐব্রা.' ৮।৫ ; ।৪৫৫।৭ 'উত্তীর্ণ' হয়ে ; ।৪৫৫।৯ ('তু.' ঋ. ; ।৪৫৫।১১ 'আরও' তু.…[৫]শ. '১০।৬।১।৪,' ; ।৪৫৫।১৬ '১।১-৩।' ৪৯৪।১ পৃথিবীর 'উৎপত্তি' ; ।৯ 'পাওয়া' যায় ; ।১৩ 'স্পষ্টত' সৃষ্টির ; ।১৬ সৃষ্টির 'তাৎপর্য' ; ।৪৫৫।২ 'তেষাম্' ইয়ং , ।৪৫৬।১ ' 'এমূষ' ' ; ।৪৫৬।৩ তৈস. ৬।২।৪।২-৩ ; ।৪৫৬।৪ (ঋ. '১০।১০৮, ৬৭, ৬৮ সূ.')। ৪৯৫।২ রাত্রে 'গোযূথ' ; ।৬ 'পাওয়া' যায় ; ।১১ 'বিশ্বভুবন' আপন ; ।১৪ এই আত্মায় + 'দ্যুলোক আর ভূলোক অন্যোন্যসঙ্গমে একাকার। দ্যুলোকের কল্যাণবীর্য' প্রাণোচ্ছ-লতায় ; ।১৮ 'জীবনের' চরম ; ।৪৫৭।১ (বহুবচনে)। '[২] তু. ঋ.' ; ।৪৫৭।৪ ধীরো 'ভুবনানি'। ৪৯৬।১৭ আছেন 'বিশ্বভুবনময়' ; ।৪৫৮।৩ আর পাঁচটি + 'পদ বা' লোক ; ।৪৫৯।১ 'হিরণ্যবক্ষাঃ' ৬। ৪৯৭।২ তার সঙ্গে 'মিথুনীভূত' ; ।৪৫৯।৬ '১০।৭২।৩', ৪ ; ।৪৫৯।৭ 'Becoming) > আশা (< √অশ্' ; ।৪৬১।২ ' 'অপাদশীর্ষা' গুহমানো' ; ।৪৬১।৬ 'ক্ষাঃ' '< √ক্ষি'। ৪৯৮।১৩ 'কম্প্রহৃদয়েরা' ; ।২১ 'আমাদের' আশ্রয় ; ।৪৬২।৩ '<' √মিহ…'<' √ভূ ; ।৪৬২।৮ আভাস 'পাওয়া'। ৪৯৯।১৫ 'এমন-কি' একা ; ।১৬ 'যেখানে' ; ।২৩ 'দিকে,[২] তাঁরই' কণ্ঠে। ৫০০।৪ 'যাঁর' আবেশ ; ।১০ 'অন্তঃস্থ' রেখে…'প্রশস্তি' উচ্চারণ ; ।১৬ করেছেন।[২] + 'বর্ষার পৃথিবী, বলে মূলত যিনি অন্তরিক্ষস্থানা, তাঁরই মধ্যে আবার ফুটছে তাঁর চিন্ময় প্রাণময় মৃন্ময় রূপ। যাস্কের উদাহৃত এই মন্ত্রটিতে অন্তরিক্ষস্থানা পৃথিবীই আবার চিন্ময়ী।' ; ।৪৬৪।৭ [৩]তু. 'অবিতা' ; ।৪৬৪।১০ 'দীপ্ত হওয়া' ; ।৪৬৪।১১ ছাগল 'পাহাড়ের গা বেয়ে' ; ।৪৬৪।১৮ 'পুত্রো অহং' ; ।৪৬৫।৩ নি. ১১।'৩৬-৩৭'। ৫০১।১ যেন 'তিরস্করণীর' , ।২১ 'তুরঙ্গবেগে,' ; ।৪৬৭।১ 'অক্তুভিঃ' ; ।৪৬৭।২ অক্তু ; ।৪৬৭।৬ 'দৈবী' বাগ্। ৫০২।২৪ 'দেওয়া' হল ঃ। ৫০৩।৪৬৯।২ নঃ 'কপোতু' ; ।৪৬৯।৬ 'মুনিধারার' সূচক ; ।৪৭০।২ 'সমুদ্রবসনা' ; ।৪৭০।৪

'উচ্ছ্বাস' থরথরিয়ে ; ।৪৭১।১ 'অবর্তয়ন্' গরাম্। ৫০৪।৭ আর 'হিমে-ছাওরা' ; ।৪৭৩।২ সা নো + 'ভূমিস্' ত্বিষি ; ।৪৭৩।৬ নি. '১২।১৭'। ৫০৫।৪৭৫।৫ < '√নভ্' ; ।৪৭৫।৮ 'উর্জ্'। ৫০৬।১ 'কম্পন' তোমার ; ।৪৭৯।১ রক্ষত্য.প্রমাদম্' ; ।৪৮০।১ 'অগ্নিবাসাঃ পৃথিব্য.সিতজ্ঞূস্' ; ।৪৮০।৩ ''অসিতজ্ঞূ'' ; ।৪৮২।২ '১২।১।২৩'। ৫০৭।৪৮৩।২ ৭।৩৩।১১ + ',৮।৭২।১১'। ; ।৪৮৩।৩ 'জ্যোতিষা.বৃতঃ' ; ।৪৮৪।২ 'তেনা.স্মাঁ' অপি ; ।৪৮৫।১ অশ্মা 'পাংস্নুঃ' ; ।৪৮৫।৪ রসের 'সাঁই'। ৫০৮।১ 'যাঁতে' বৃক্ষেরা 'বনস্পতি' ; ।৪৮৬।১ '১২।১।২৭' ; ।৪৮৮।৩ 'উজান' বয়ে ; ।৪৮৮।৮ দ্বিষদ্, 'তম্' ; ।৪৮৮।১০ কৌ. '২।১২' ; ।৪৮৮।১২ ''দেবপীয়ু''। ৫০৯।৪৮৯।৩ 'শরিক', ।৪৯১।৬ ঋতুর 'উল্লাস'। ৫১০।৮ 'যাঁর পুরেরা'…'যাঁর' ক্ষেত্রে ; ।৪৯৩।১৩ পুরাণে 'যাঁরা'। ৫১১।৪ ঘর, 'তেমনি' ; ।৭ ''তোমার বহু যত' পথ…যাদের 'উপর' ; ।৯ শত্রুহীন + 'ও তস্করহীন' ; ।৪৯৬।৫ তারপর 'কীট-পতঙ্গ' ; ।৪৯৮।১ 'উভয়ে' ভদ্রপাপাস্ ; ।৪৯৯।৯ √রা ''দেওরা''। ৫১২।৬ 'বৈপুল্য' আর ; ।৫০০।১ বাতো 'মাতরিশ্বে.য়তে'। ৫১৩।৫০৬।১ 'ত্বিষীমান্ অশ্মি জূতিমান্ অবা.স্থান্' হন্মি ; ।৫০৬।৫ দুটি 'মিলিয়ে' ; ।৫০৬।৬ '২।২৩।৫'। ৫১৪।৫০৮।৫ এখানে 'বিণ.' ; ।৫০৯।৮ 'তারা' কেউ ; ।৫১০।১ ৫১০ + 'শৌ.'। ৫১৫।১৪ করেন 'উৎসর্পী' ; ।২০ ''অসিতজ্ঞূ'' ; ।৫১১ 'এ-যুগের' সাহিত্যে। ৫১৬।৮ তাঁর 'সিদ্ধান্তঃ' ; ।১২ 'আর্যদৃষ্টিতে' ; ।২২ 'ফুটতর' হয় ; ।৫১৩।২ 'অগ্নি-বায়ু-সূর্যের' ; ।৫১৩।৫ আছে বলে 'যাস্কের' ; ।৫১৩।৬ সর্বঃ', যেখানে'। ৫১৭।৫ জ্যোতিকে 'আলম্বন' ; ।১৫ সামর্থ্যের দিক। + 'আর মননের ফলে আত্মচৈতন্যের যে-উদ্দীপন, তা তার প্রজ্ঞার দিক।' ; ।২৪ উদ্দেশ 'পাওরা' ; ।৫১৪।২ চিদ্বৃত্তি + 'বলে' ; ।৫১৪।৪ 'সে-যুগে' গ্রামের। ৫১৮।৫১৫।১ রথো অহ্ন + 'ময়ো অর্বন্ন.হ্ন' ; ।৫১৭।৪ তৈউ 'শীক্ষাবল্লী'। ৫১৯।৪ 'মণ্ডূকদের' ; ।১০ ''বসিষ্ঠ''। ৫২০।১৭ 'কেউ' আর ; ।৫২০।২ আনন্দের 'নিরন্ত' ; ।৫২০।৩ 'সোমিনো' বাচম্ ; ।৫২০।৪ 'অধ্বর্যবো' ; ।৫২০।৬ তু. '১০।৭১।১১।' [৪]'তু.'… 'ঋতুং নরো ন' প্র। ৫২১।৫ ''প্রমুদিত'' ; ।৯ কবষ 'ঐলূষ' ; ।১৩ 'মর্মস্পর্শী' ; ।৫২০।২ '(ঐব্রা. ১।২২)' ; ।৫২০।৫ গবাং 'মণ্ডূকা' ; ।৫২০।৭ হিরণ্যদ্যুতি 'বা আদিত্যবর্ণ বা সোনালী, কেউ 'পৃশ্নি' বা চিত্রবর্ণ—মরুদ্গণের মাতার মত। ; ।৫২১।১ এতদ্ বৈ 'যত্রৈ.তৎ' প্রাণা। ৫২২।১০ তার 'শরিক' ; ।৫২৩।৭ 'সং বদেত' ; ।৫২৪।১ 'ঐব্রা. ২।১৯'। ৫২৩।২ একজন 'বিখ্যাত' ; ।১০ 'মুজবান্' পর্বতের ; ।১১ অক্ষও 'মৌজবত' ; ।১২ মাধ্যমে 'কাত্যায়নের' ; ।৫২৬।১ [১] 'কাত্যায়নের' ঋষিবিকল্পনার ; ।৫২৭।৪ সোমের 'পবমান'। ৫২৪।৫ ''পর্বত'—চলেছে' ঢেউ ; ।৫২৭।১ '[৫]ত উ' ; ।৫২৭।৭ ঋ.তে 'আছে ঃ 'সিঞ্চন্তি'…'নীচীনবারম্' অক্ষিতম্ ; ।৫২৮।৩ '১০।১০৭।২। [৫]ঋ. ১০।১১৭।৬, ন.'। ৫২৭।১ ধারা ''অন্তরের' ; ।১৫ একটি 'ধুরা' ; ।৫৩১।১৬ তু. ''ইন্দুঃ সমুদ্রম্'। ৫২৮।২২ 'উলূখল' আর ; ।৫৩৩।৫ তা 'হ্য.চ্চা'। ৫২৯।৫৩৭।১ ক. '১।৩।৩-৪'। ৫৩০।৬ ''শতবৎ সহস্র

গোমুখ' ' বা ; ।৫৩৯।১ ১০।৭৫ সূ.। '১দ্র.' ; ।৫৩৯।৪ ১০।৩০ 'সূ,'। ৫৩১।১০ ' 'দেবীর্ আপঃ' ' ; ।৫৪০।২ দেবীর্ 'অভিষ্টয়' ; ।৫৪০।৮ উত বা + 'য়াঃ' স্বয়ংজাঃ,। ৫৩২।২ পাই 'রাত্রি।' ; ।৭ 'উষসা-নক্তার' প্রসঙ্গে ; ।২৩ কাল—'সংবৎসররূপে :'। ৫৩৩।৫৪৫।৩ ' 'ওর্প্রাঃ' '। ৫৩৪।৫৪৬।৩ 'আয়তী' + 'প্রত্যক্'-চেতনায় ; ।৫৪৭।৩ ঋষি 'বা' ঋষিকা ; ।৫৪৮।১ চিদ্ 'অর্থিনঃ'। ৫৩৫ 'ঢেউএর' পর ; ৫৪৯।১ ঘারয়া 'বৃক্যং বৃকং' য়রয়…খেদাও 'বৃকীকে আর' ; ।৫৪৯।২ 'বৃককেও,' খেদাও ; ।৫৪৯।৫ অন্তর্জগতের 'এইসব' দুঃস্বপ্নহীন ; ।৫৫১।৪ 'কাদের,' তার ; ।৫৫১।৯ বিশেষণ '(১৩।১৬ ;' তু.। ৫৩৬।১ বিচ্ছিন্ন 'হয়নি।১' ; ।১৪ যদি 'আর-কেউ' ; ।৫৫৪।২ বড় 'ঝিঁঝিঁ'। ৫৩৭।৫৬০।১ ঋ. '১০।১৫১।৪'। ৫৩৯।৫৬৫।৬ যজ্ঞের 'মুখ্য'। ৫৪০।১৫ 'বায়ু' এবং ; ।১৬ 'ক্ষেত্রপতি। মতান্তরে 'শুনাসীর' ইন্দ্র।৪' ; ।১৯ বৃত্রের 'উপর' ; ।২৩ 'নেমে এল শ্রী' ; ।৫৬৮।২ 'তেনে.মাম্'। ৫৪২।৯ 'পৃথিবীতে,' ; ।২৮ ' 'নৈরুক্তদের মতে'। ৫৪৩।৮ বলা 'যেতে' ; ।৫৭১ 'দ্র. টী. ২৪৩'। ৫৪৪।৯ 'আশপাশের' ; ।১৮ 'মাতরিশ্বা'। ৫৪৭।৫৮০।১ 'চনা.হঃ' ; ।৫৮০।৫ তু. ' 'অনিপত্তমানম' ' ; ।৫৮১।২ ১০।১৬৮।৪। + 'বাত' এখানে। ৪৮। ১৬ তাঁদের 'ঘনিষ্ঠ' ; বেমী. পৃ. '৯৫।১০১'। ৫৪৯-৫৫৩ শিরোলেখ 'বায়ুবর্গ—বায়ু'। ৫৪৯।৯ সংজ্ঞার 'উল্লেখ' ; ।৫৮৫।২ 'রার্তা আ তস্থিমা'। ৫৫০।১২ 'বসিষ্ঠ' বায়ুকে ; ।১৯ আগুন + 'অতন্দ্র' হয়ে 'সে-' ; ।২০ জলতে 'থাকে',২ ; ।২১ ' 'আত্মবোধ' '। ৫৫১।৬ তিনি ' 'দর্শত' এবং ; ।১২ ইন্দ্রের 'ঘনিষ্ঠ'। ৫৫২।৫ পরিচিত। + 'নিযুত্বান্ বায়ু তাহলে নাড়ীসঞ্চারী সূক্ষ্ম প্রাণ।' নিযুত্বান্ মরুদ্গণ ; ।৫৯১।৪ [' 'যুরস্ব' ' থাকবে না] (বইয়ে দাও)…'গর্যাম্'…(অর্থাৎ 'প্রাণের,' ওজস্বিতার); ।৫৯১।১১ হয়েছে। '৩'তু. ' 'সধ্রীচীনা'। ৫৫৩।২ 'শৌনক - ও যজুঃ-সংহিতায়' ; ।৫ 'তা ইন্দ্রের বজ্র' ; ।৮ উদানবায়ু + '(৬।২।২।৬)' ; ।১৩ 'বায়ুর' বা ; ।৫৯১।৯ ফুটল 'উষার' ; ।৫৯১।১৬ ' 'বজ্রাণী' নাড়ী।' ৫৫৪।২ তোল 'উষাদের' ; ।১০ 'বা শুভ্রবর্ণ' ; ।১৩ বেদে 'যা' ; ।৫৯২।১১ ভরতের্ বা + 'হরতের্ বা' ৪।২৪…'Gk. *phero*। ৫৫৫।৫৯৩।১ ঋ. ' 'রায়োশ.' ; ।৫৯৩।৬ টীমূ. '১৭৪।৬'। ৫৫৬ বায়ুবাহিত + 'সোম্য' আনন্দধারার ; ।৫৯৪।২ ৮৪।১ + '৫।৪৩।৯।' ; ।৫৯৪।৭ নদী '১।১৩'। ৫৫৭।১৫ 'সূর্যকে' নিয়ে ; ।৫৯৫।৭ 'বহু,' তাই ; ।৫৯৬।৩ 'শ. ৮।১।১।৭'। ৫৫৮।৮ যা 'বিশেষ' ; ।১৮ অনুভব 'ব্যষ্টিগত,'। ৫৫৯।১০ 'কখনও-বা' বজ্র ; ।৫৯৯।২ ৮।৭।২৫ + '২০।১১,' ; ।৫৯৯।৬ ঝলমল 'করছে,'। ৫৬০।৬ 'দীপ্তিতে ঝলমল'।' ; ।৫৯৯।৫ মেশামিশি + ' ,তাঁদের মেশামিশি রশ্মিতে-রশ্মিতে, তাঁদের মেশামিশি শিখায়-শিখায়'—সুন্দর নূপুর ; ।৫৯৯।৫ ' 'চিত্রভানবঃ' ' '১।৮৫।১১' ৫৬১।৫ ছড়িয়ে 'পড়লেন।…' ; ।৬০০।৮ ১৩৮।৭-৯ + '৫।৫৫।৫,' ; ।৬০০।৯ দুয়েই 'উষর' ; ।৬০০।১২ তৈত্রা. 'নির্ম্ৈত্য' মূলবর্হণী ; ।৬০০।২০ '১৮৯।১০। ১০তু. অগস্ত্য'। ৫৬২।৯ 'উনপঞ্চাশ' ; ।১২ 'উনপঞ্চাশ'। ৫৬৩।৬০৩।১

‘অবৃৎসত’—’; ।৬০৩।১১ ‘ ‘শুভ্’এর’ সহচার। ৫৬৫ ৬০৫’১ তং ‘মর্ম্ জানং’ ; ৬০৫।৫ (‘জড়িয়ে’ ধরে)। ৫৬৬।৬০৬।১৪ ‘কৌ’. কেনা.নন্দং ; ।৬০৬।২০ ‘চলছে’ ;। ৬০৬।২৫ ‘উনপঞ্চাশ’ ; ।৬০৬।২৬ ‘উনপঞ্চাশ’। ৫৬৮।৬০৭।১১ ‘যে-’। ৫৬৯।৬০৭।১৪ রুদ্র) + ‘রথে’ প্রষ্টির্ ; ।৬০৭।৯ ‘ধনয়স্ত’ ; ।৬০৭।১১ ‘৩।২৬।৪-৬’। ৫৭০।১২ প্রজ্ঞার ‘সূর্যকে’ ; ।১৪ ‘[৬১০]।’ ; ।১৭ তবুও ‘তারুণ্যে তাঁরা ঝলমল’, আর ; ।৬০৯।৪ ‘অচুচ্যবুঃ.’ ; ।৬১০।৫ ‘শম্বর’ ’। ৫৭১।৬১১।১ ‘নিদস্’ ; ।৬১২।৩ প্র ‘য়ে’ মে। ৫৭২।৮ ‘মণ্ডূকদের’ বর্ণের ; ।৬১৩।১ ৫।৬০।৫, ‘১।১৬০।৩’…‘(টী.২১৩।৬) + ১।১৬৪।৪৩’। ৫৭৩।৮ হন ‘আকাশ’ ; ।৬১৩।২ দেহের ‘ ‘রথে’ ’। ৫৭৪।৩ রুদ্র + ‘এখানে’ মরুদ্গণের ; ৬১৫ ৩ কিছু না হওয়া. + ‘বিনাশ.’ নির্ঋতি,। ৫৭৫।৬১৮।২ ‘৫।৫৬।৮-৯’ ; ।৬১৮ ৮ ছটা, + রূপ। ৫৭৬।৬১৯।১ হিরণ্যনির্ণিগ্’ ; ।৬১৯।৬ এই ‘যোষাই’ ; ।৬১৯।১৬ দুবস্যন্ ৬। + ‘[৪]প্র ‘তং’ বিবক্মি…সচা ‘য়দ্ ঈং’ বৃষমণা ; ।৬১৯।১৭ সুভাগাঃ ‘৭’ ; ।৬১৯।১৮ ‘আলাদা-আলাদা,’। ৫৭৮।৩ ইন্দ্রসাহচর্যের ‘অনুবৃত্তি’ ; ।১৩ ‘উড়িয়ে’ নেন ; ।১৫ রন্ধ্রে-রন্ধ্রে। + ‘তাই’ ; ।১৭ বিপুল ‘উত্তুঙ্গ’। ৫৭৯।৬২২।৮ ‘১।২।১-২’ ; সোম…‘উষসাম্’ ; ।৬২২।১১ ‘পৌঁছচ্ছে’ গিয়ে। ৫৮০।৯ তিনি ‘ ‘মরুত্বান্’ ’ বা। ৫৮১।১ ইন্দ্রের ‘বৃত্রবধের’ ; ।৩ ‘আদিত্যকল্প’ ; ।১৫ ‘পর্বতের’ মত ; ।৬২৪।৮ (এই ‘সূর্যোদয়’ ; ।৬২৪।১০ ‘অশ্বথ’। ৫৮২।১১ ‘—বায়ু.’ ; ।১৬ দুটি ‘দীপ্তি—পৃথিবীতে’ ; ।২৩ ‘নিশ্বসিতের’ সঙ্গে। ৫৮৪।১৭ ‘অন্তরিক্ষস্থান’ দেবতা। ৫৮৫ শিরোলেখ : ‘মধ্যস্থান বরুণ’ ; ।২ ‘নদীর’ খাত ; ।৫ প্রচেতনার ‘মহাসমুদ্রে’ ; ।৬৩২।১৪ গুহমানো ‘অন্তা’ ’। ৫৮৬।১০ তারা ‘বরুণই’ ; ।১৫ এক ‘তুরীয়’ সমুদ্র ; ।১৭ ‘খুব’ কাছে ; ।৬৩২।৩ ‘১০।১৭।১১-১৩’ ; ।৬৩২।৫ ‘বিন্দু’ হতে ; ।৬৩৩।৫ ‘৮।৪১।৮’ ; ।৬৩৩।৯ ‘২।২৭।১৭’ ; ।৬৩৩।১০ একদিকে + ‘বরুণের দাক্ষিণ্য, আরেকদিকে’ তাঁর রিক্ততা। ৫৮৭ শিরোলেখ : ‘মধ্যস্থান বরুণ’ ; ।৬৩৩।১৩ ‘৭।১।১১,’ ; ।৬৩৩।২৫ ‘১০।৭০।১’ ; ।৬৩।২৮ ‘স্মরণ’ করিয়ে…‘বৃহন্তং’ মানং। ৫৮৮।৩ সাযুজ্য + ‘এবং সালোক্য’।[১]…‘বর্ষা’ নামে ; ।৫ অবরোধমুক্ত ‘প্রাণের’ ; ।৭ তিনটি ‘ইন্দ্রাগ্নি’ ; ।১৯ সঞ্চিত ‘বিত্তকে’ ; ।৬৩৪।১ ‘[২]দ্র. ঋ.’ ১০।১২১ ; ।৬৩৪।২ (তু.‘৫।৮৫।১,৩’) ; ।৬৩৪।৮ ‘রুদ্র’ ’ ঝড়ের। ৫৮৯ শিরোলেখ : ‘রুদ্র’। ৫৯০।১০ ‘উদ্দেশ’ পাওয়া ; ।২২ ‘খিল.দং’। ৫৯১ শিরোলেখ : ‘রুদ্র’। ৫৯২।২১ যাঁরা ‘সূর্যের’। ৫৯৩ শিরোলেখ : ‘রুদ্র’। ৫৯৪।৬৪৪।৩ ‘১১।২।২১’। ৫৯৫-৬০৭ বিজোড় পৃষ্ঠায় শিরোলেখ : ‘রুদ্র’। ৫৯৫।৯ ‘যজন’ কর ; ।১১ যেন ‘বিযুক্ত’ ; ।১৩ হল ‘দেহরথের’ ; ।৬৪৪।২ ‘[১০]২।৩৩।৯’। ৫৯৭।৪ তিনি ‘ ‘মীল্হুষ্টম’ ’ ; ।১৩ তাঁর ‘আবেশে’ ; ।৬৪৭।১ তবসাম্ ‘২।৩৩।৩’। ৫৯৮।৮ ‘অম্বিকা’ বা ‘জগন্মাতা.’ ; ।৬৪৮।৪ মহীধর)? + ‘এক্ষেত্রে চিন্তনীয়, আর্যাবর্তে প্লেগের মহামারী একটা সাধারণ ঘটনা ছিল, আর তাতে আগে মরত ইঁদুর, তারপর মানুষ। মৃত্যুর দেবতা রুদ্রের পশু তাই ইঁদুর—একথা মনে হওয়া তখন স্বাভাবিক।’

।৬৪৮।১৫ এরপর + 'আর' ইন্দ্র। ৫৯৯।১২ 'বিশেষণ ;[৪]' যজুঃসংহিতায় ; ।৬৪৮।৬ অর্ণীতা + 'পিতা' ; ।৬৪৯।৩ 'টী ৫২৬।১।'। ৬০০।৬৫০।৫ '৬।১৮' ; ।৬৫০।৭ '৬।২।৭।৫'। ৬০৩।১৫ ঢেকে 'ফেলেন, + লোহিত দিয়ে বিদ্বেষীকে বিদ্ধ করেন—একথা ব্রহ্মবাদীরা বলেন [৬২৫]।' ; ।৬৫৫।৬ মহিমা 'সক্রুর্'। ৬০৪ ১ লালিমা—'যেমন' ; ।২৭ তাঁর 'মূর্ধায়'। ৬০৫।৬৫৯।৩ ৩।৪ ; 'আবার' ; ।৬৫৯ ১৭ নিয়ে 'অর্থাৎ'। ৬০৬।১৪ আকার 'দাও।'[২]' ; ।৬৬০।২ তনূযু + 'বদ্ধং' কৃতম্ ; ।৬৬২।৫ '৩তু.' ঋ.। ৬০৭।৬ এইথেকে 'আর্যদের'। ৬০৮।৭ 'অর্বেক' বীজ ; ।২২ 'নির্বীর্য' হয়ে ; ।৬৬৪।৩ ৩শ. '৯।১।১।৬' ৬০৯।১৭ কবষ 'ঐলূষের' ; ।৬৬৬।৩ দ্র. সাভা + 'ঋ.' ; ।৬৬৭।১ দ্র. ঋ. '২।৩৫।১' ; ।৬৬৭ ২ '১।১১৬।২' (তু.। ৬১০।৬ ভৌম '(অগ্নির)' ; ।৬৬৮।৭ '(মননজাত এই বাক্)'। ৬১১।১২ সেই ' 'ইন্দ্রিয় হয়' '। ৬১২।৫ নপাতের 'প্রেষণায়'। ৬১৪ ৬৭৭।২ < + 'উরু' 'বিশাল' ; ।৬৭৮।৫ কুমার বা 'কুমারী।' ; ।৬৭৮।৮ য়োষা '১।১২৩।১১' ; ।৬৭৮ ৯ ' 'নির্ণিক্' ' ; ।৬৭৯।২ '২।৩৫।৫'। ৬১৭।৫ করি 'তাঁর'। ৬১৮।৬৮৯।৪ তু. 'মুনি-পন্থায়'। ৬১৯।২ 'উত্তরণই' বৈদিক ; ।৬৯০।৫ অনেন্দ্র '(অনিন্দ্য)'। ৬২৪।৬৯৫।২১ ('উর্ধ্বে' শুদ্ধ ; ।৬৯৫।২২ '(মুখামুখি), ভ্রাতুঃ' পুত্রান্ ; ।৬৯৫।২৪ আছ 'অন্তর্যামী'। ৬২৫।২ যখন 'মরুৎসহচর' ; ।১৫ 'একজদের' মধ্যে ; ।৬৯৬।৩ (দ্র. 'টীমূ.'। ৬২৬।৫ আপীন 'করেছিলেন' ; ।৬৯৮।৩ 'অপিন্বদ্' অজিতঃ ; ।৬৯৮।৪ 'অপ্রথয়ৎ' পৃথিবীম্। ৬২৭ ৪ আদিত্যের 'উত্তরায়ণ।' ; ।১৬-১৭ উল্লেখ 'আছে [৭০০]।'। ৬২৮।৭০৩।৪ 'স্বর' ধুরা। ৬৩১।৭১০।৪…কাষ্ঠা 'নিঘ.তে' ; ।৭১১।২ 'বৃত্রং' জঘন্বাঁ ; ।৭১২।৫ অগ্নির 'সম্পর্কে'। ৬৩২।৪ 'যা' প্রশান্ত ; ।৮ পারে 'গোতম' ; ।৭১৪।১২ কিন্তু 'তখনও'। ৬৩৩।৭১৭।১৪ ('তু' ঋ. ; ।৭১৯।৪ 'কর্মকর্তৃবাচ্যে।' ৬৩৪।৭২২।৪ 'যেখানে' অবিস্থার ; ।৭২৩ আর 'আনন্দ'। ৬৩৫।৭২৫।২১ ['তোমায়' ঋদ্ধ। ৬৩৬।৭২৫।৩ না হয়ে ' 'ব্রহ্ম' হল.'। ৬৩৮।৭৩১।১১ অন্তরে '—দেবতাকে' ; ।৭৩২।২ '১।৮০।১৬'। ৬৪০।৩ সাতটি সিন্ধু, + 'যিনি গোযূথকে উজিয়ে দিলেন বলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে,' যিনি দুটি পাষাণের ; ।৭৩৭।৮ 'শুম্ভ-নিশুম্ভবধের' পর। ৬৪১।৬ আর 'গোযূথেরা'। ৬৪২।৭৪২।৬ (তু '১।৩২।৭,'। ৬৪৩।৭৪৫।৬ ধারায় 'আনখশীর্ষ ; ।৭৪৫।১১ একথা 'এ-সূক্তের'। ৬৪৪।৭৪৭।১ ব্রহ্ম 'বর্বনং'। ৬৪৫।১২ করলেন 'অভিভূত'। ৬৪৬।৭৫৩।৪ তারা 'যে' সংখ্যায়…'প্রবোল্.হৃন্' এই। ৬৪৭।৭৫৩।১৮ তু. 'ঋ.তে'। ৬৪৮।৭৫৪।১৭ তু. 'Lat.' ; ।৭৫৫।৭ '৪।৩০।৮-১১,' ; ।৭৫৬।২ মতে 'পরাবৃজ্'। ৬৪৯ ৭৫৬।২ ('২।১৩।১২,'। ৬৫২।৭৭২।১ 'উদীষিতঃ' ; ।৭৭২।২ সূর্যাত্মা '(সা.)'। ৬৫৫।১৫ তাঁরই 'প্রসাদ।' ; ।১৭ 'আমাদের' আধারে ; ।৭৮০।১ তু. ঋ. '৮।৩।২০,' ; ।৭৮১।১ তত্র 'শ.' ; ।৭৮২।৪ 'বৃদ্ধার্থস্তু'… (তু. 'ঋ.' ।৬৫৬।৭৮২।৫ 'ঋ.তে' দুটি ; ।৭৮৩।২ '৩শ.'। ৬৫৯।১৩ প্রাণকে 'প্রবহন্ত' ; ।৭৮৯।৯ প্রসিদ্ধ ('৪।৪৯ সূ.'। ৬৬০।১৫ থেকে যান। + 'কিন্তু' তবুও ; ।৭৯৩।৪ 'হবিকারবান্'।

৬৬১।১৫ অগ্নি 'বায়ু'। ৬৬২।৭৯৬।৯ গ্রন্থির+'এইটি' প্রথম। ৬৬৪।৭৯৭।৩ 'Eng. *thumb*।' ৬৬৫।৩ দশ + 'বিশ' ত্রিশ; ।৪ তারা 'হাজারে-হাজার'; ।৫ পুচ্ছ,° 'যা'; ।১৯ অধ্যাত্মদৃষ্টিতে + 'শরীর এবং অধিভূতদৃষ্টিতে' ভূতমাত্রা। ৬৬৬।৬ আলোর হানায়। + 'বজ্র ছাড়া ইন্দ্রের আর-কোনও প্রহরণের বিশেষ উল্লেখ নাই। ব্যুৎপত্তির বিচারে' বজ্র ওজঃশক্তির; ।৮০১।৫ 'টী. ১৭৩।৬'; ।৮০১।১৫ 'অধ্যাত্মরথের' পাঁচ জোড়া। ৬৬৭।১ 'যা' বৃত্রকে; ।৩ বলি ''বাজ''; ।১৩ হয়ে 'প্রাণের স্পন্দন'; ।৮০২।১১ ১।১৩৩।৫, 'ভূমি'। ৬৬৮।৮০২।১' টী. ৬৯৩।৬'; ।৮০৩।৫ অত্রির ''ঋবীসে'র' মত; ।৮০৩।৮ এবং 'শৌর্য'। ৬৬৯।৩ হৃদয়ের + 'গভীর' আকাশ; ।৮০৪।১ তাঁর 'উৎসাহসের'; ।৮০৪।১১ 'স্বা স্থি.স্র'; ।৮০৪।৩৩ তু. '১০।১৩০।১'। ৬৭০।৮০৪।৪০ '১০।২৪।১,' সর্বত্র। ৬৭১।১ তার 'অন্তর্বর্তী'; ।২ বিশ্বভুবনের 'অন্তশ্চর'; ।১৮ নদী বা 'নাড়ীর' খাত। ৬৭২।১৩ 'পুরুষবিধ,' তিনি; ।৮০৬।৯ '৯২।১৪'),; ।৮০৬।১৪ হয়েছে ''স্বস্থা'; ।৮০৬।১৫ °তু. '১।১৪৬।১। ৬৭৩।১ 'সংহিতায়' ইচ্ছা; ।৩ বেলায় 'কয়েকবার'; ।৪ বেলায় + 'একবারও' নয়; ।১১ 'বিশ্বরূপকে' এবং…'বজ্রকে'—ইন্দ্রকে; ।৮০৭।৪ ১৭।৪, '৬।৭০।৬'; ।৮০৭।৫ গর্ভে 'সু' নৌ; ।৮০৭।৮ টীমূ. '৪২৭।৯'। ৬৭৪।৮০৯।৫ নি.তে ''ঔর্ণবাভ'' নামে; ।৮০৯।১২ 'ব্যু.লভ্য' অর্থ; ।৮০৯।২২ হল ''অহীশূ''; ।৮০৯।৩২ উপমা + '১।২৫।৪, দ্র. বেমী.। ৬৭৬।৮১০।৫ 'তৈআ.তে'; ।৮১০।৮ 'বীর্যবর্ধন-'; ।৮১০।২২ তার 'প্রভাবের'। ৬৭৭।৮১১।৭ 'নৈরুক্তদের' কাছে; ।৮১১।১৫ কিরণ '<√* গভ্'; ।৮১১।১৭ বিণ. '১০।১৮০।২'; ।৮১১।২৪ 'to tame,'… 'lit.'। ৬৭৮।৯১৩।১ 'ঋ.' উগ্রস্…ইন্দ্রো 'জনুষা.ভিতুরা. মুষ্যা'। ৬৭৯।৮১৫।৯ ২৭ 'সূ.র'। ৬৮০।৮১৬।১৬।৬ 'ব্যক্তিবাচক ৮৬৫।১২'। ৬৮১।৮১৭।৯ যা 'যেমন'। ৬৮৩।৮২৩।২ ঋক্‌টি 'সদ্যোজাত' ইন্দ্রের। ৬৮৪।৮২৫।১ বৃষভং 'ভুব্রম্ ইন্দ্রং অরীল্.হং; ।৮২৫।৩ 'বিণ.গুলিতে' তাঁর; ।৮২৫।১৬ কেটেছেন '(তু.…যাভ্য ইন্দ্রো…টী. '১১১।৩,'; ।৮২৫।১১ বরুণ '১০।৭৫।২)।' ।৬৮৬।৮২৮কা২ ইতি '১৬।৪।৩।'। ৬৮৭।৮২৯।২ তাঁরা ' 'মনি' '; ।৮২৯।৪ এতানি 'শীর্ষাণি'; ।৮২৯।৬ কে. '৩।১—৪।৩।' ৬৮৯।৮৩০।৯ চিদ্ 'ঋষাঃ'; ।৮৩০।২১ সূর্য 'উত্তরায়ণের'। ৬৯০।৬ 'স্পর্ধিতদের'; ৮৩২।৪ আবার 'কৌ.তে'। ৬৯১।৮৩৩।২ '১০।৮৬।৯, ১০)।' ৬৯২।৮৩৩।১০ কনিক্রদৎ 'ব্.ষভো'; ৮৩৩।২৭ 'দেবীকে' জড়িয়ে। ৬৯৪।৮৩৬।১০ হতে 'পারে)।'। ৬৯৬।৮৪০।৮ 'যোস্.তে'। ৬৯৭।৮৪১।১ 'ধম্মাস্ত. জ্রা'; ।৮৪১।৩ 'অগ্রূব্'। ৬৯৯।৮৪৪।১১ অশ্বমেধের 'অশ্ব'। ৭০০।৪ রূপায়ণ 'পাই'; ।১০ মধ্যে। + 'তাইতে' পুরুষ; ।৮৪৪।১৭ যেতে 'পারে'। ৭০২।৮৪৫।৩ '১০।৪২।২'; ।৮৪৫।৮ একটি 'অশ্বিসূক্তে'। ৭০৩।৬ এটি 'আর্যদর্শনের'; ।৮৬৪।৭ ইন্দ্রে 'অধ্যু.তম্'। ৭০৪।১ এই 'মিথুনতত্ত্বটি'; ।৮৪৭।৫ 'মায়ে.ৎ' সা তে…'যুদ্ধাস্যা.হুঃ'। ৭০৫।৮৪৮।১০ base *sta-*, *stə-*,'; ।৮৪৮।১১ '√স্তি'; ।৮৪৮।১৩ 'অভিষ্টিঃ'; ।৮৪৮।১৬ '[৭।৫।২];' দেবতা। ৭০৭।৮৫০।১১ ভগ হয়ে+'গোরাই ইন্দ্র হয়ে' আমার। ৭০৮।৮০৫।৬ 'স্ত্রীদেবতাদের' সঙ্গে; ।৮০৫।১৩

'মঘবা বোভরীতি' ; ।৮০৫।২৪ তিনি ''একপদী''। ৭০৯।৮৫০।১৬ ভাতি 'ভূরি'। ৭১০।৮৫১।১৫ '৮।৯৬।২১'। ৭১২।৮৫২।১৬ '৫।৫২।১৭' ।৮৫২।২০ '৯।১১০।৫'। ৭১৪। ৮৫৫।৮ 'কৃধী.ত্রায়ে-ন্দো' ; ।৮৫৪।১৩ 'ভূর্ব.স্পষ্ট'। ৭১৫।৮৫৫।২৮ সানুর 'পরে' ; ।৮৫৫।৩১ 'নদীনাম্'। ৭১৬।৮৫৫।১ হৃদয়ের 'টলমলানি'। ৭২২।১৫ 'প্রতীচশ্ চিদ্। ৭২৭।৯ 'আর্য' বৃত্রদের ; ।৮৭৫।৯ 'বা' মন্ত্র চেতনার। ৭২৮।৮৭৯।১ সমদনস্থ 'কর্তা'। ৭৩৭।৮৮৭।৪ 'জরিতারঃ'। ৭৩৮।৮৮৯।৫ ' রম্বো''। ।৭৪১।৮৯৫।৮ কর্মে 'ষষ্ঠী.'। ৭৪৩।১ তিনি 'শুধু' ; ।২ 'হয়, ৪' ; ।৮৯৬।৮ 'সূর্যস্থ' সাবৌ। ৭৪৪।৭ 'সোম্য' আনন্দ ; ।৮৯৭।২ '√* নু (৫)' ; ।৮৯৭।১১ 'স্থ.র্শসানম্' ; ।৮৯৭।২ 'অর্শসান' < ; ।৮৯৮।১ কৃণুতে 'নির্ণিজম্' ; ।৮৯৮।২ '১তু-'...'২ ১৬২।২'। ৭৪৭।১২ 'যা দ্যুলোক' ; ।৯০০।২ 'বরুণ ব্রতম্'। ৭৫০।৯০৩।৩ ('পরাবর্জন'। ৭৫১ ৯০৫='দেবৈঃ' ; ।৯০৬।৫ 'যাস্ক'। ৭৫২।৯০৬।২ '১।১০৮।৫' ; ।৯০৬।৩ 'কিন্তু' দেবতার...'নিত্য)' ; ।৯০৭।১২ অর্থও 'হয়'। ৭৫৪।৯০৮।৬ 'অঙ্গুষ্ঠ'। ৭৫৫।২ হৃদয়ে 'খুঁজে'। ৭৫৭ ২০ রূপে-রূপে 'হলেন'। ৭৫৮।১ 'মূর্ছনা' ; ।৯১২।১১ ''প্রচোদিত''। ৭৫৯।৯ ''শক্র'' ; ।১২ 'শক্ররূপেও' ; ।১৫ (সেই ওদ্ধস্বিতা)।' ৭৬২।১ 'অধ্যাত্মদৃষ্টিতে' ; ।৯১৭।৮ 'অন্তরিক্ষ' আর। ৭৬৩।৩ 'গূল্.হম্' ; ।৯১৮।৪ 'অগ্নিনির্মন্থী' ; ।৯১৮।৬ 'প্রথমঃ' পথস্। ৭৬৪।৭ 'সূর্য' জাগে ; ।৯১৯।১ ইন্দ্র 'চোক্কুয়সে'। ৭৬৫।৯১৯।৬ 'চলা'>'অর''। ৭৬৯।৯২৪।২ 'সৃষ্টি-প্রলয়ের' ; ।৯২৫।৫ 'ঋ.তে'। ৭৭০।২২ 'অস্তগামী' সূর্যের ; ।৯২৫।১ 'বিপ্রও ;' তু. ; ।৯২৫।৪ 'পূর্ণিমার' বা। ৭৭১।৯২৬।৭ সপ্তর্ষিরা 'বৃ.তে'। ৭৭৩।৯২৯।১ আদিত্যের 'সাধারণ'। ৭৭৫।৪ বিষ্ণুপদ ''সমারোহণ'' ; ।২১ শ্বাস-প্রশ্বাস 'বাতাসে' ; ।৯৩১।৫ বৈজউ. +' '। ৭৭৬।৯৩২।১ অস্তসরণো 'ভব''। ৭৭৭।৯৩৩।৩ বৃষভ ও 'ধেনু—কেন না' ; ।৯৩৩।৯ '৪ ১০।১২৯।৪,'।

নির্ঘণ্ট

[এতে আছে বিষয়সূচী, নামসূচী, আর শব্দসূচী। 'নামে'র নীচেই পরপর আছে ঋষিনাম, ভৌগোলিক নাম, আর ব্যক্তি নাম। যাস্ক আর সায়ণ এ দেশের বেদব্যাখ্যার দিশারী—পদে-পদে তাঁদের শরণ নিতে হয়। বাহুল্যভয়ে তাঁদের নাম নির্ঘণ্টের অন্তর্ভুক্ত করা হল না। ইওরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে 'এক্ষেত্রে Geldner সর্বাগ্রগণ্য—প্রাচীন ও আধুনিক ব্যাখ্যার মধ্যপথ ধরে তিনি চলেছেন। তাঁর নামও দেওয়া হল না। এই তিনজন আচার্যের সকৃতজ্ঞ উল্লেখ এখানেই করে রাখলাম।

দুটি সংখ্যার প্রথমটি পৃষ্ঠার, দ্বিতীয়টি টীকার; তিনটি সংখ্যা থাকলে শেষেরটি ওই টীকারই অনুচ্ছেদের। পৃষ্ঠাসংখ্যার পর বন্ধনীচিহ্ন থাকলে বুঝতে হবে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে মূল এবং টীকায় উভয়ত্র, দাঁড়িচিহ্ন থাকলে—শুধু টীকায়। একটি সংখ্যার পর তারকাচিহ্ন বোঝাচ্ছে, শব্দটি ওই পৃষ্ঠাতেই স্থূলাক্ষরে দেওয়া আছে—হয় টীকায় নয়তো মূলে। কোনও বিশিষ্ট তত্ত্ব বা তথ্য থাকলে সূচকসংখ্যাগুলি স্থূলাক্ষরে ছাপা হয়েছে।

প্রধান-প্রধান বিষয়বস্তুর কিছুটা বিস্তৃত সূচনা আছে পৃথক্ অনুচ্ছেদে—যেমন 'অগ্নি', 'বেদ' ইত্যাদি। সেখানকার বিন্যাস সাধারণত ভাবানুক্রমে—বর্ণানুক্রমে নয়। এইক্ষেত্রে হাইফেন দ্বারা যুক্ত দুটি সংখ্যাই পৃষ্ঠার—বোঝাচ্ছে বিষয়টির অনুবৃত্তি।

শব্দগুলির সমস্ত উল্লেখ তালিকাভুক্ত করা হয়নি—তাহলে পুঁথি বেড়ে যায়। তাই একটি শব্দের সংশ্লিষ্ট কেবল মুখ্য বিষয়বস্তুরই সূচনা এই নির্ঘণ্টে পাওয়া যাবে।

বর্ণানুক্রমের বেলায় বর্গীয় 'ব' আর অন্তঃস্থ 'ব'কে একসঙ্গেই দেখানো হয়েছে।]

অ

আ

উ

ঊ

ঋ

এ

ব